বিশুদ্ধিমার্গ

ভদন্তাচারিয় বুদ্ধঘোষ

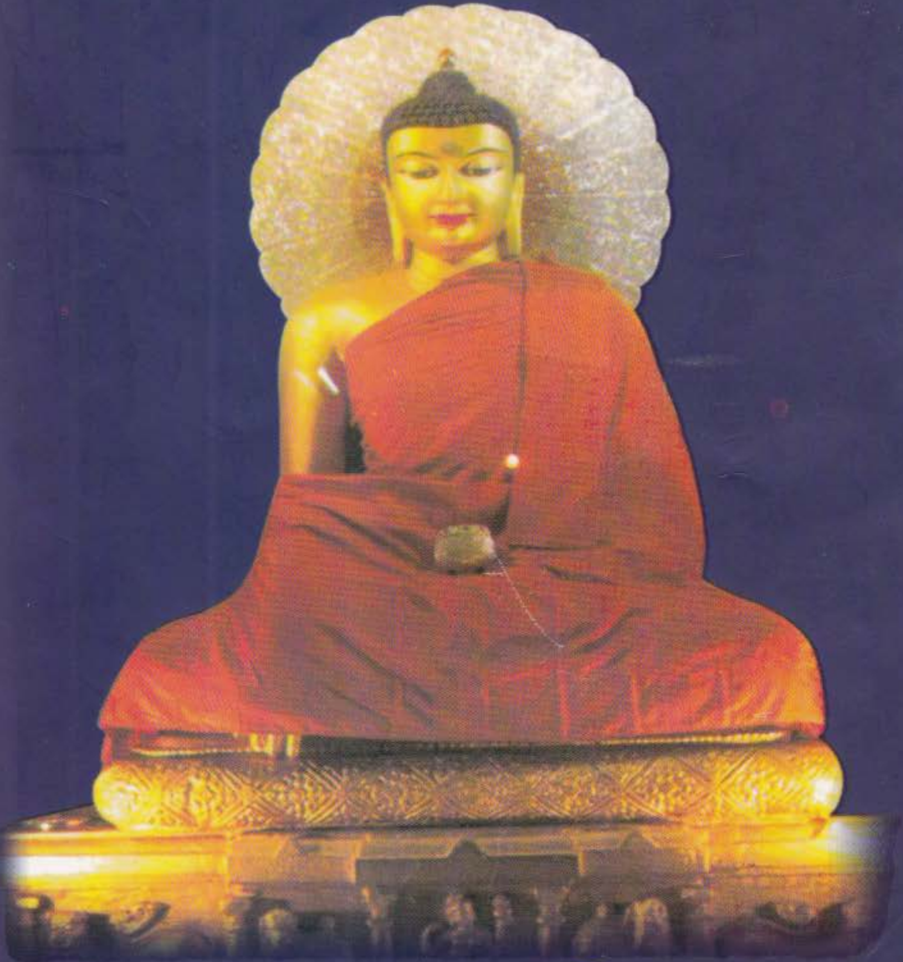

অনুবাদ : ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Biposshi Bhante

বিশুদ্ধিমার্গ

(বিসুদ্ধিমগ্‌গ)

রচনাঃ

ভদন্তাচারিয় বুদ্ধঘোষ

২য় প্রচ্ছদ

কক্সবাজার সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ (অব), চট্টগ্রাম কলেজের
অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ
বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবে সরকারি গোল্ড
মেডেল লাভ (২০০৩),
হেলেন কেলার গোল্ড মেডেল লাভ (২০০৯), মাদার তেরেসা
গোল্ডমেডেল লাভ (২০০৯) এবং মহাত্মাগান্ধী পিচ অ্যাওয়ার্ড লাভ
(২০১০)
ডক্টর রেবতপ্রিয় বড়ুয়া পি-এইচ-ডি, বি.এড, বিসিএস,
সুত্ত বিশারদ কর্তৃক অনূদিত ।

মুদ্রণে :
এলিট কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
৭ জি.এ.ভবন (২য় তলা)
৩৭ নজির আহমদ চৌধুরী সড়ক
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৯১৩ ২৯ ২৪ ৬৬

প্রথম সংস্করণ :
২৪ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
৯ কার্তিক ১৪২২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
মিসেস শিখা বড়ুয়া
ডালিম বড়ুয়া
মোবাইল : ০১৮১৫ ৩৪ ০৮ ৯৬

সহযোগিতায় :
ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া
সনত কুমার বড়ুয়া

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
সুমন বড়ুয়া বাপী
নিলয় বড়ুয়া অনু

মূল্য ঃ ৫০০/- (পাঁচ শত টাকা) মাত্র।

বিশুদ্ধিমার্গ

বিশ্ব বৌদ্ধদের মধ্যে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ইহা বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ। প্রায় ২৪২৩ বৎসর পূর্বে (৪১২৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) অর্হৎ ভদন্তাচারিয় বুদ্ধঘোষ ইহা রচনা করেন। ইহাকে বুদ্ধের কায় বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা বিশুদ্ধি জানার পক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত সারগ্রন্থ বলে ধারণ করা হয়।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছর (১০ম-১১শ) হলেও এ যাবৎকালের মধ্যে বাংলায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিমার্গ অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়নি। যাঁরা বিশুদ্ধিমার্গ অন্বেষণ করেন তাঁদের জন্য, নিঃসন্দেহে ইহা এক সুখবর যে, এরূপ একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

ত্রিরত্নের প্রভাবে আপনাদের জয় মঙ্গল হোক।

স্বাক্ষর

১৬ পৌষ, ১৪১৭ বাংলা
৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ ইং

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে)
রাঙামাটি রাজবন বিহার
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

উপসর্গপত্র

আমাকে মাতৃক্রোড় থেকে উদ্ধার করে
জীবনমুখী লক্ষ্যে যিনি উপনীত করেছেন, সে পরমারাধ্য
যোগাচার্য যোগানন্দ মহাথের
এবং
আজন্ম লালিত স্বপ্নের সাধ পূরণ না হতে
যিনি পরপারগত সে পরম
পুরুষ পিতৃদেব
ক্ষেমানন্দ বড়ুয়া'র
পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত।

— রেবতপ্রিয়

ভূমিকা

অন্তো জটা বহি জটা, জটায় জটিতা পজা
তং তং গোতম পুচ্ছামি কো ইমং বিজটয়ে জটান্তি?১
সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপপ্‌ঞ্‌ঞো চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্চ ভাবয়ং
আতাপি নিপকো ভিক্‌খু সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি ।২

সংক্ষেপে এর অর্থ এরকম: জটা অর্থ তৃষ্ণজাল । এই তৃষ্ণা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও ধর্ম - এই ছয়রকম অবলম্বন পেয়ে বারবার উৎপন্ন হয় । উর্ধ, অধ প্রভৃতি সবদিকে অবলম্বন পেয়ে সবদিক থেকে উৎপন্ন হয়ে বাঁশকে যেমন জড়িয়ে ফেলে, সেরূপ প্রাণীদেরও জড়িয়ে ধরে বলে তা জটা নামে কথিত । সেই জটা আবার নিজের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও পরের দ্রব্যাদি, নিজের শরীর ও পরের শরীর এবং নিজের চক্ষু-আদি ষড়ায়তন ও পরের চক্ষু-আদি ষড়ায়তনে উৎপন্ন হয় বলে অন্তর্জটা ও বহির্জটা বলা হয়েছে । শাখা প্রশাখারূপ জটা দ্বারা যেমন বাঁশাদি জড়িত সেরূপ তৃষ্ণা জটা দ্বারাও প্রাণীরা জড়িত । হে গৌতম. সেজন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কে এই তৃষ্ণাজটা ছেদ করে তা দূর করতে সমর্থ? প্রথম গাথার প্রশ্নে বুদ্ধ দ্বিতীয় গাথায় উত্তর দিলেন: প্রজ্ঞাবান, বীর্যবান ও নিপুণ ব্যক্তি শীলরূপ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও প্রজ্ঞাভাবনা বলে এই জটা বিদূরিত করতে পারেন । বুদ্ধঘোষের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য ভিক্ষুসংঘ তঁকে উপযুক্ত গাথাদুটির ব্যাখ্যা লিখতে বলেন । বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটক ও অর্থকথা (commentary) থেকে নানা উদ্বৃতিসহ খুব সুন্দরভাবে শেষগাথার ব্যাখ্যা লেখেন । ভিক্ষুগণ তাঁর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ত্রিপিটকসহ অর্থকথা প্রদান করেন । তিনি গন্থাকর (= গ্রন্থাকর) বিহারে (অনুরাধাপুরের বোধিবৃক্ষের দক্ষিণপাশে অবস্থিত) অবস্থান করে সিংহলীভাষায় লেখা অর্থকথা মূল মাগধী ভাষায় পরিবর্তন করেন । পালিভাষায় অর্থকথার সৃষ্টি এখান থেকেই । নয়তো পালিভাষা এতদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত । এই মহৎ কর্ম সম্পাদন করে বুদ্ধঘোষ এক অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন । যতদিন পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীতে থাকবে ততদিন আচার্য বুদ্ধঘোষের নাম বিলুপ্ত হবে না ।

আচার্য বুদ্ধঘোষ প্রায় আড়াই দশক কাল শ্রীলংকায় অবস্থান করে এবং অর্থকথা লেখা শেষ করে ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করেন । শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ত্রিপিটকের ন্যায় এই অর্থকথাসমূহ পূজিত ও সম্মানিত হয় ।

সিংহলী ভাষা থেকে পরিবর্তনের সময় বুদ্ধঘোষ আবশ্যকবোধে সিংহলী অর্থকথার কোন কোন স্থান পরিবর্জন করেছেন।

বুদ্ধঘোষ যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল:

বিনয়ট্ঠ কথা :

(১) সমন্তপাসাদিকা - বিনয়পিটকের অর্থকথা। বিনয়পিটকের পাঁচটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা এই একই নামে লেখা। এটি আকারে অনেক বড়।

(২) কঙ্ক্ষাবিতরণী - পাতিমোক্‌খ (= প্রাতিমোক্ষ) এই ছোট আকারের বইটিতে বিনয়ের নিয়মগুলি (= শিক্ষাপদ) সংগৃহীত হয়েছে। বিনয়পিটকের বইগুলি বড় বলে তা ভিক্ষুদের মুখস্থ করতে কষ্ট হত। এজন্য বিনয়ে সম্যক সম্বুদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের প্রতিপাল্য যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন সেসব কণ্ঠস্থ করে রাখার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে পাতিমোক্‌খ সংগৃহীত হয়েছে। কেবল দুক্‌কট (= দুস্কৃত) নামে ছোট ছোট শিক্ষাপদগুলি এত সংগৃহীত হয়নি। কঙ্ক্ষাবিতরণী পাতিমোক্‌খ গ্রন্থের অর্থকথা।

অভিধম্ম কথা :

(১) অট্‌ঠসালিনী - ধম্মসঙ্গনি পকরণের অর্থকথা।

(২) সম্মোহবিনোদনী - বিভঙ্গ পকরণের অর্থকথা।

(৩) ধাতুকথা পকরণট্‌ঠ কথা - অভিধর্মের তৃতীয় পুস্তক ধাতুকথার অর্থকথা।

(৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি পকরণ অট্‌ঠকথা - অভিধর্মের চতুর্থ পুস্তকের অর্থকথা।

(৫) কথাবত্থু অট্‌ঠকথা - কথাবত্থু পকরণের অর্থকথা।

(৬) যমক পকরণট্‌ঠকথা।

(৭) পট্‌ঠান পকরণট্‌ঠকথা।

শেষোক্ত পাঁচটি অর্থকথা একত্রে পঞ্চপকরণী অর্থকথা নামেও পরিচিত।

সুত্তট্‌ঠ কথা :

(১) সুমঙ্গলবিলাসীনি - দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথা। এই নিকায় সীলক্‌খন্ধ, মহাবগ্‌গ ও পাথেয়্য বা পাটিকবগ্‌গ এই তিন বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। সুমঙ্গলবিলাসিনী এই তিন ভাগেরই অর্থকথা।

(২) পপঞ্চসুদনী - মজ্‌ঝিম নিকায়ের অর্থকথা। এই নিকায়ের মূলপন্নাস (মূলপঞ্চাশৎ), মজ্‌ঝিম (মধ্যপঞ্চাশৎ) ও উপরিপন্নাস (উপরি বা শেষ পঞ্চাশৎ) তিন ভাগে বিভক্ত। পপঞ্চসুদনী এই তিন ভাগের অর্থকথা।

(৩) সারত্থপ্পকাসিনী - সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা। এই নিকায় সগাথাবগ্গ, নিদানবগ্গ, খন্ধবগ্গ, সলায়তনবগ্গ ও মহাবগ্গ পাঁচভাগে বিভক্ত। সারত্থপ্পকাসিনী এই পাঁচ ভাগের অর্থকথা।

(৪) মনোরথপূরণী - অঙ্গুত্তর নিকায়ের অর্থকথা। এই নিকায় একনিপাত, দুকনিপাত, তিকনিপাত ইত্যাদি ভেদে একাদশ খণ্ডে বিভক্ত। মনোরথপূরণী এর অর্থকথা।

(৫) খুদ্দক নিকায়ট্ঠকথা - উপযুক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া বুদ্ধঘোষ এই নিকায়ের চারটি বইয়ের অর্থকথা লিখেছেন। তিনি এই নিকায়ের প্রথম পুস্তক খুদ্দকপাঠ, দ্বিতীয় পুস্তক ধম্মপদ, পঞ্চম পুস্তক সুত্তনিপাত ও দশম পুস্তক জাতক এই চারটি বইয়ের অর্থকথা লেখেন। এই অর্থকথাগুলি বইয়ের নামানুসারে পরিচিত। কিন্তু এদের সাধারণ নাম পরমত্থজ্যেতিকা'।

বৌদ্ধধর্ম শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিন ভাগে বিভক্ত। আচার্য বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গে অতি সুন্দররূপে ও বিশদভাবে এই তিন বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। এর ভূমিকায় বুদ্ধঘোষ বলেছেন : সীলে পতিট্ঠায় নরো সপ্পঞ্ঞো চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবয়ং। জ্ঞানী ব্যক্তি শীলরূপ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্ত (= সমাধি) এবং প্রজ্ঞার ভাবনা করবেন। বিশুদ্ধিমার্গ জানা থাকলে বৌদ্ধধর্ম জানার জন্য অন্য কোন গ্রন্থ পড়ার প্রয়োজন হয় না। একমাত্র বিশুদ্ধিমার্গ পাঠ করে বৌদ্ধধর্ম সম্যক অবগত হওয়া যায়। ত্রিপিটক ব্যতীত বিশুদ্ধিমার্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বই পালিভাষায় আর নেই। বৌদ্ধধর্ম তার উদ্ভবভূমিতে প্রতি পদে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে চলেছে। বুদ্ধ মারের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে 'জিন' বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সেই ভিক্ষুদের 'সংগ্রামাবচর' বলেছেন যারা অবিরাম নিজের মধ্যে নিজেকে সংগ্রামে নিয়োগ করেছেন। ধম্মপদে তিনি বলেছেন :

যো সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো। সহস্রবর্গ। ১০৩)

কবিতায় যার অনুবাদ এরকম :

পেয়েছেন যিনি জয়গৌরব, যিনি সহস্র সৈন্য
তার চেয়ে শ্রেয় একটি মানুষ
যিনি জিতেছেন আত্মকলুষ
তিনিই যোদ্ধা ধন্য।

বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গ এই কথারই প্রতিধ্বনি বহন করে। এর মূল কথা হল, কেমন করে অবিদ্যায় ভরা মানুষ কায়-বাক-চিত্তকে অশুদ্ধ থেকে শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যাবে। বিশুদ্ধিমার্গে চললে বা অনুসরণে এই উত্তরণ সম্ভব। বিশুদ্ধিমার্গ হল নির্বাণের মার্গ।

বুদ্ধঘোষের সময়ে সমাজে বিরাজ করছিল আত্মসুখবাদ, নিজের প্রয়োজনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিশ্বায়নের প্রভাবে যা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। আবার অন্য দিকে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়ে পরহিতব্রতে জীবনপাত করার প্রয়াস। বুদ্ধঘোষ অবশ্যই শেষোক্ত ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে সুগতশাসনে প্রব্রজ্যিত হয়েছিলেন। একথা স্মরণে রেখে বিশুদ্ধিমার্গের বিষয়বস্তুর অধ্যায় বিভাজন যেমন ক্রমিক ধারায় সাজানো, তেমনি তা বিকশিত হয়ে মানবজীবনের লক্ষ্যপথে বিশুদ্ধির সন্ধান দেয়। বিশুদ্ধিমার্গের নিদানকথা অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে শীলধর্মের নির্দেশ। ব্যক্তির শুধু নয়, সত্ত্বমাত্রের জীবন শুরু পাঁক থেকে; প্রতীত্যসমুৎপাদের তৃষ্ণায় হল জীবের জন্ম, জীবনের সূচনা। সেখানে জনকজননীর চিত্ত ও চৈতসিক স্থিতি তৃষ্ণাক্লেশে আবৃত। পরিণামে জাতকজাতিকার সংস্কারে তৃষ্ণাক্লেশ সমাচ্ছাদিত থাকে। প্রতীত্যসমুৎপাদে সেকথা বলা হয়েছে : অবিদ্যা থেকে সংস্কার। সংস্কারে ব্যক্তিমাত্রের চিত্তের শুদ্ধি আচ্ছাদিত। বুদ্ধঘোষ প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চশীলধর্মের উপরে আলোকপাত করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে ধূতাঙ্গনির্দেশ প্রসঙ্গ উঠিয়েছেন। পালিতে ধূতাঙ্গ বলতে ভিক্ষুদের চিত্ত ও চৈতসিক ধর্মগুলি অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনকে সুসংযত করার জন্য দশশীল পালন ছাড়াও অতিরিক্ত নিষ্ঠাপালন বোঝায়। বুদ্ধের সময়কালে ভিক্ষুরা চারপ্রকার নিশ্রয় পালনে উৎসুক ছিলেন। মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধকে যষ্ঠিবন দান করার আগে অবধি ভিক্ষুরা চার প্রকার নিশ্রয়ের দ্বারা জীবনচর্যা পালন করতেন - (১) ভিক্ষান্ন গ্রহণ বা পিণ্ডপাত ভোজন, (২) বৃক্ষতলে শয়ন ও বিশ্রামের আসন গ্রহণ, (৩) পরিত্যক্ত ছিন্ন বসন ধৌত বা অমলীকরণ করে নিয়ে সেকালের ব্যবস্থা মতো জীবাণুমুক্ত করে চীবর বা গৈরিক চীবর ধারণ ও (৪) নিজের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনে পরিত্যাজ্য মূত্র-বিষ্ঠাদি সেবন। স্বয়মভার জীবনধারণ ধূতাঙ্গে ব্রতপালন। পরে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বর্ষাবাসযাপন ও সাময়িক বিশ্রামের উপযোগী বিহার, আরাম, নিকাপ ইত্যাদি উপাসক-উপাসিকাদের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠে। ফলে বৌদ্ধভিক্ষুর জীবনযাত্রা দু-ভাগে বিভক্ত হয় : আরণ্যক ও বিহারবাসী। আরণ্যকরা অনেক ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক

ধূতগুণ ব্রত পালন করতেন এবং বিহারবাসীরা অল্পসংখ্যক ধূতাঙ্গ পালনে ব্রতী হতেন। বুদ্ধঘোষ সেদিক থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধূতাঙ্গব্রত পালনের কথা বলেছেন। মোট কথা কায় বাক চিত্তের বিশুদ্ধির পক্ষে ধূতাঙ্গব্রত পালনে বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমে যায়। চৈতসিক মল ক্লেশ ক্ষয় পায়। এ বিষয়ে বিনয়পিটক ও সূত্রপিটকের কয়েক জায়গায় আলোচনা আছে। বুদ্ধঘোষ সেই স্রোত অনুসরণ করেছেন। যেমন, একাসন ব্রত, ত্রি-চীবর ব্রত ধূতাঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। একাসন ব্রত হল, ব্রতী কোন ক্ষেত্রেই তার একমাত্র আসন ছাড়া অন্য কোন আসনে শোয়া, বসা, ধ্যান করবেন না। সব সময় জাগ্রত চিত্তে নিজের ব্রত পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধঘোষ কর্মান্তস্থানাঙ্গ নির্দেশ করেছেন যা চিত্তের ও চৈতসিক ধর্মের বিমুক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। চেতনা চিত্তের প্রবৃত্তিগত কর্মের অনুষ্ঠান প্রেরিত করে। তাই সূত্রপিটকে বলা হয়েছে : চেতনা হি কম্ম। যেকোন কর্ম অনুষ্ঠান করতে কর্মস্থানের প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন। চৈতসিক ধর্মের পাশাপাশি অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে কুশল কর্ম থেকে অকুশল কর্মে শুধু মানুষ নয় প্রাণী মাত্রই কায় বাক ও চিত্ত অশুদ্ধির শিকার হয়। সেই অশুদ্ধি অবস্থা থেকে শুদ্ধি লাভের জন্য যেমন ধূতাঙ্গ ব্রতের পরিপালনে চিত্তের মল ধোয়া হয়, তেমনি কুশল কর্মস্থানের দ্বারা অশুদ্ধ চিত্তের শুদ্ধি ঘটে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বুদ্ধঘোষ প্রারম্ভিক কায় বাক বিশুদ্ধির সঙ্গে চিত্ত বিশুদ্ধির প্রয়োগে নির্দেশ দিয়েছেন, যথাক্রমে পৃথিবীকসিন নির্দেশ ও শেষ কসিন নির্দেশ। কসিন সংস্কৃত কৃৎস্ন শব্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। ধ্যানের অভ্যাসে দশ প্রকার কসিন সমুদায় ভাবনায় ধ্যানীদের অভ্যাস করার কথা অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হয়েছে। যেমন, পৃথিবীকসিন বা মৃত্তিকাকে কৃৎস্ন তথা অবলম্বন মানে কৃৎস্ন বা সমুদায় ভাবনা করা। তেমনি অপকসিন বলতে জল সমুদায় বা কৃৎস্ন । এভাবে তেজো কসিন মানে অগ্নি বা তাপসমুদায়, বায়ুকসিন মানে বায়ুসমুদায় ইত্যাদি পর্যায়ে আলাদা ভাবনা করতে হয়। এমন কি নীল লোহিত পীত শ্বেত বর্ণকে অবলম্বন করে ধ্যান করতে হবে। এভাবে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গেলে আকাশকে অবলম্বন করতে হয়। পরিশেষে বিজ্ঞানকে কৃৎস্ন বা অবলম্বন করে ধ্যানের অভ্যাস করার নির্দেশ মেলে। এভাবে চিত্তবিশুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ঘটতে থাকে। ধীরে ধীরে চিত্তের অশুভ কর্মস্থানগুলিকে চিত্তই নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। চিত্তের অশুভস্থানের গণনা এবং তাদের লক্ষণ অভিধর্মপিটকের ধর্মসঙ্গনিতে এর পরিচয় মেলে। ষষ্ঠ অধ্যায় হল অশুভ কর্মস্থান নির্দেশ। এটি স্মৃতি উপস্থাপনের চিত্তে

চিত্তকে সঠিক দেখা। চিত্ত ও চৈতসিক ধর্মের কর্মান্তস্থানগুলির পরিচয় বুদ্ধঘোষ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দশ অনুস্মৃতি ও অনুস্মৃতি কর্মান্তস্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। যেমন কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু আদি দশ অনুস্মৃতি চিত্তের ক্লেশভার বাড়িয়ে তোলে। সেগুলির বোঝা থেকে চিত্তকে বিমুক্ত করতে না পারলে চিত্তের সংস্কারের ভার লঘু করা সম্ভব নয়। তখন স্বভাবধর্মে ব্রহ্মবিহারে যথার্থ সন্ধান মিলতে পারে। সেই পর্যায়ে অর্থাৎ নবম ও দশম নির্দেশে ধ্যানী একাদশ নির্দেশে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এগুলি হল আরূপ্য নির্দেশ ও সমাধি নির্দেশ। সমাধিনিবিষ্ট চিত্তের স্বভাব অশুভ ভাবনা থেকে বিমুক্তি লাভ করে ঋদ্ধিবল ও অভিজ্ঞাবল লাভ করে। সেক্ষেত্রে ধ্যানীকে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হয়। কেননা ঐ চিত্তবিমুক্তি থেকে চ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। এভাবে একাদশ ও ত্রয়োদশ নির্দেশ অতিক্রম করার পর ধ্যানীর চিত্তে স্কন্ধ ধাতু আয়তন ও ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ পরিচয় মেলে। মানে রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান সত্ত্ব তথা পুদগল অর্থাৎ মানুষ ও প্রাণীদের প্রতীত্যসমুৎপাদের বারোটি নিদানের ওপর নির্ভরশীল। তার পরিচয় ধ্যানীর কাছে যথার্থভাবে ফুটে উঠে। চিত্তের শুদ্ধি না হলে স্কন্ধ আদির প্রতি আসক্তি থেকে যায়। এভাবে পনেরো, ষোল অধ্যায়গুলি উপরের বিষয়গুলির নির্দেশনায় চিত্তমল কিছু পরিমাণে দূর হয়। তখন সত্ত্বের চিত্ত ধীরে ধীরে সূর্যোদয়ের মতো প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ অর্থাৎ সপ্তদশ অধ্যায়ে বিরাজ করে। ঊষাকালে সূর্য উদয়ের প্রাক্কালে পূর্বদিগন্ত যেমন রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত হয়, রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি শুদ্ধ চিত্ত বিশুদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। তাই আঠারো অধ্যায়ের নামকরণ দৃষ্টিবিশুদ্ধি। তখন ইন্দ্রিয়ের শুধু নয়, চিত্ত ও চৈতসিক আবরণ বিমুক্ত ধর্মগুলি আছে কি নেই অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি, ভাব-অভাবের দ্বন্দ্বাত্মক বিচার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এমনকি সাদা কালো পীত রঙ ইত্যাদি বর্ণের ভেদজ্ঞান থেকে সরে আসে। সেখানে চিত্তের প্রিয় বর্ণ ও অপ্রিয় বর্ণের সমতা জাগে। এর পরের অধ্যায়গুলি জ্ঞানদর্শন ও প্রজ্ঞাভাবনার নির্দেশনা মেলে। যথাক্রমে সেগুলি যেমন, মার্গ ও অমার্গের ভেদজ্ঞানের বিশুদ্ধি জাগে। অর্থাৎ চৈতসিক ক্লেশের আবরণ সরে গেলে জ্ঞেয়বস্তুর আবরণ তখনও পুরোপুরি সরে যায়নি। তাহলে জ্ঞানের বিশুদ্ধি জাগে। মানে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে বিমুক্তি জ্ঞানের দরকার তা পর্যায়ক্রমে জাগে। যেমন, প্রতিপদাজ্ঞান বিশুদ্ধি। তখন জ্ঞান দর্শনের বিশুদ্ধির ফলে যথাভূতজ্ঞান দর্শনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন চিত্ত ধ্যানের বলে নির্বাণ উন্মুক্ত বিশুদ্ধি হয়ে ওঠে। তবু তা নিঃশঙ্ক বা

সংশয় শূন্য হতে পারে না। চ্যুতির সম্ভাবনা তখন চিত্তের অণুতে অণুতে থাকে। প্রজ্ঞাভূমির চূড়ান্ত স্থিতিতে বিরাজিত হয়ে ধ্যানীর চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়ে ওঠা চিত্ত প্রজ্ঞাভাবনা জ্ঞানের নিঃসংশয় নির্দেশে আরোহণ করে। সেখানে অবরোহণ প্রক্রিয়া থাকে না। সেই বিশুদ্ধ চিত্ত পূর্ণতায় নির্বাণ সুখে বিরাজ করে। তা পরম সুখ। বুদ্ধঘোষের মতে বিশুদ্ধিমার্গের লক্ষ্য : নিব্বানং পরমং সুখম্। নির্বাণ পরম সুখ।

পালি সাহিত্যের ইতিহাসে বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমগ্‌গ (=বিশুদ্ধিমার্গ) এক ক্রান্তি দর্পণ। এই কোষগ্রন্থটি পরিবেশনে তিনি ছোট বড় উপাখ্যান রূপক ও কথা আখ্যায়িকার অবতারণা করে সুবোধ ও সুগম করে দিয়েছেন, সেখানে পালিসাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত ধরা পড়ে। বুদ্ধবিদ্যার এই প্রায়োগিক আকর গ্রন্থটি এ যাবৎ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। প্রখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ প্রয়াত ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া এই বিশাল গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করে এক মহোপকার করেছেন। দীর্ঘদিনের এক অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করে তিনি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ছয় খণ্ডে জাতকের বঙ্গানুবাদ ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৮-১৯৫৩) সেই ১৯১৬ সালে শুরু করে শেষ করেন ১৯২৩-এ। বাঙালির প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথ এই মহতী কর্মকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এভাবে : 'জাতকের বাংলা অনুবাদ পরলোকগত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একটি আশ্চর্য কীর্তি। ....এই অসামান্য উদ্যোগে লেখক বাংলা পাঠকের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন।' একই কথা প্রযোজ্য ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়ার ক্ষেত্রেও। সারাজীবন তিনি বিশুদ্ধিমার্গের চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। গত শতকের আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন গবেষণার উদ্দেশ্যে। তাঁর গবেষণার বিষয়ও ছিল বিশুদ্ধিমার্গ। এই গবেষণাকর্মের জন্য তিনি পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। সদালাপী বিনয়ী এই মানুষটির আন্তরিকতায় আর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছি বারংবার। জীবনের শেষের দিকেও তিনি সস্ত্রীক কলকাতায় চিকিৎসার জন্য এসেছেন বারবার। তাঁর সৃষ্টির প্রকাশিত রূপ তিনি দেখে যেতে পারেননি। প্রয়াণের পর তাঁর স্ত্রী শিখা বড়ুয়ার আন্তরিক প্রয়াসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে খুবই আনন্দ অনুভব করছি। জীবনাবসানের পর অনেকেই বিস্মৃত হন। অনেকের সৃষ্টিও হারিয়ে যায়। যেমন আমরা চিরতরে হারিয়েছি কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার (১৮৭০-১৯০৮) কাব্যগ্রন্থ জগজ্জ্যোতি। যার পাণ্ডুলিপি পড়ে চট্টলার কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) মন্তব্য করেছিলেন : 'সর্বানন্দ,

তুমি তোমার জগজ্জ্যোতি লিখিবে জানিলে আমি আমার অমিতাভ লিখিতাম না।' বাংলা সাহিত্যের শতবর্ষে বৌদ্ধ অবদান প্রবন্ধে আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮) লিখেছেন : 'জগজ্জ্যোতির'র পাণ্ডুলিপি সর্বানন্দের সুযোগ্য (?-প্রশ্নবোধক চিহ্নটি লেখকের) পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টগ্রামস্থ বুদ্ধিস্ট অর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ লইয়াছিল। আমার সংবাদ, বঙ্কিম তাহার দেয় ঋণ পরিশোধ করে নাই, অথচ উক্ত ব্যাঙ্কের গচ্ছিত পাণ্ডুলিপির সন্ধানও মিলিতেছে না, এ বলে ওর কাছে, সে বলে এর কাছে। পালি অভিধানের পাণ্ডুলিপিও পরহস্তগত হইয়াছে।' বিস্মৃতির করাল গ্রাস থেকে আপনজনের সৃষ্টি করা করার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য গ্রন্থটির প্রকাশিকা শিখা বড়ুয়াকে জানাই অজস্র সাধুবাদ আর অভিনন্দন। এই উদ্যোগে ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া বুদ্ধচর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন। এমনভাবে আর কোন বাঙালি পণ্ডিত বিশুদ্ধিমার্গের ওপর আলোকপাত করেছেন বলে আমার জানা নেই। ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়ার গভীর অভিনিবেশপূর্ণ এই রচনাসম্ভার বিশুদ্ধিমার্গ অনুসারী মননশীল পাঠকদের অবশ্যই সমৃদ্ধ করবে। বাংলা ভাষায় বুদ্ধচর্চার ব্যাপকতা বেড়েছে অবশ্যই, কিন্তু লিখে বা পড়ে ভালো লাগা আর বুদ্ধবচনকে কার্যে রূপায়িত করা এই দুইয়ের মধ্যে যোজন ফারাক। সেই ফারাকটি ক্রমশ বাড়ছে। তাই ছাপার অক্ষরের বাইরে আজ বুদ্ধকে খুঁজে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী
ধর্মাঙ্কুর মহাবিহার। কলকাতা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৪১৯/২০১৩/২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ

পটভূমি

গ্রন্থের রচয়িতা

আচরিয় বুদ্ধঘোসো বা বুদ্ধঘোষ সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ বিশুদ্ধিমগ্‌গো[২] রচনা করেন। তিনি পালি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তাঁর অমূল্য অবদান পালি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বিপুল কর্মক্ষেত্রে কোথাও নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়াস দেখা যায় না। ফলে তাঁর রচিত অট্‌ঠকথাগুলিতে কিছু ঐতিহ্য এবং কাহিনী ছাড়া তাঁর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে জানা দুরূহ। এসবের পরিসর খুবই সীমিত এবং অপ্রতুল।

বুদ্ধঘোষের জীবনী সঙ্কলনকর্ম তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা যায়, যেমন - ক. বুদ্ধঘোষের রচনাসম্ভারে প্রাপ্ত প্রারম্ভিক অংশ ও উপসংহারের উক্তিসমূহ; খ. শ্রীলঙ্কায় রচিত মহাবংস গ্রন্থে প্রাপ্ত বর্ণনা এবং গ. বুদ্ধঘোসুপ্‌পত্তি ও অন্যান্য পরবর্তী গ্রন্থসমূহে লব্ধ বিবরণ।

ক. সুবৃহৎ পালি অর্থকথা (অট্‌ঠকথা) সাহিত্য মন্থন করে তা থেকে বুদ্ধঘোষের জীবনী লেখার উপাদান খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। তিনি যে সকল অট্‌ঠকথা বা ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন সেসকল গ্রন্থের মুখবন্ধ ও উপসংহারের আলোচনা থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণের যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং প্রামাণিক মূল্য আছে। তবে বিবরণগুলি এতো সীমিত এবং সংক্ষিপ্ত যে, যেগুলির সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা কঠিন। বুদ্ধঘোষের রচিত প্রত্যেক গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদে গ্রন্থকারের নাম এবং গ্রন্থের নামকরণ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরস্থ মহাবিহারের সীলমোহরাঙ্কিত তালিকা থেকে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন তার সংকেতমাত্র তাঁর সাহিত্যকর্মে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি এবং বাসস্থান কোথায় তা জানা যায় না। তিনি মজ্‌ঝিম নিকায়ের অট্‌ঠকথা পপঞ্চসূদনীর উপসংহারে উল্লেখ করেছেন : "বুদ্ধমিত্ত মহাথেরোর সঙ্গে তিনি পট্‌ঠনে অবস্থান করতেন।" কিন্তু অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্‌ঠকথা পপঞ্চসূদনীর উপসংহারে উল্লেখ করেছেন : তিনি এক সময় প্রখ্যাত জ্যোতিপাল মহাথেরোর সান্নিধ্যে কাঞ্চিপুর এবং অন্যত্র বাস করতেন। এছাড়াও বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের শেষে একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, তাঁকে 'মোরণ্ডচেটক' নামে অভিহিত করা হতো।

বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমাগ্গো) গ্রন্থের আলোচনায় আছে যে, তিনি যে গাথাটি অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছিলেন, তা দিয়েই পরিসমাপ্তি টেনেছেন। সুত্ত পিটকান্তর্গত পঞ্চনিকায় গ্রন্থের অট্ঠকথায় যে শীল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে, তা তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বজনিত প্রক্ষিপ্ত দূষণীয়তা অপনোদন করে অতি সংক্ষেপে বিসুদ্ধিমগ্গো-এ প্রকাশ করেছেন। সে-জন্যে সাধক মাত্রেই বিসুদ্ধিমগ্গো বা বিশুদ্ধিমার্গ অনুধাবন করেন।

অতঃপর বুদ্ধঘোষ 'বিসুদ্ধিমগ্গো' শীর্ষক গ্রন্থটির রচনার ইতিবৃত্ত রচনা করেন একটি গাথায়। সেখানে তিনি সীল বা শীল ব্যাখ্যা করেন : "জিন শাসনে প্রব্রজ্যিত হয়ে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যা শান্ত, বিশুদ্ধ এবং সম্যক মার্গ ; সাধকগণ সেই বিশুদ্ধি লাভের প্রত্যাশী। এই বিশুদ্ধি অবগত না হয়ে চেষ্টা সত্ত্বেও পরিশুদ্ধ হওয়া যায় না। মহা বিহারবাসীদের নির্দেশ মতো আমি বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমাগ্গো) সম্বন্ধে বলবো, যা সত্য এবং নির্ভুল বিশ্লেষণ বলেই তাঁদেরকে প্রভূত আনন্দ প্রদান করেছিল। যে সকল পূতচরিত মনীষী বিশুদ্ধি লাভের অভিলাষী, তাঁরা আমি যা বলছি তা মনোযোগ সহকারেশ্রবণ করুন।" গ্রন্থটির উপসংহারেও দেখা যায়- 'প্রজ্ঞাবান, শীলাচারী, বিনয়ী, সংঘে নিবেদিতপ্রাণ, মৈত্রী ও করুণার আধার প্রতিমূর্তি, মৈত্রী প্রদীপ মহাবিহারস্থ প্রখ্যাত থেরোদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ এবং যিনি বিভজ্জবাদীগণের মধ্যে মুখ্য, সেই সংঘরাজ সংঘপাল মহাথেরোর সম্মতি নিয়ে সদ্ধর্মের দীর্ঘস্থিতির জন্য আমি এই গ্রন্থ রচনা করি। আমার সঞ্চিত পুণ্যবলে আমি বিপত্তিহীন হই। সকল প্রাণী সুখী হোক। আমি কোনরূপ বাধার সম্মুখীন না হয়ে ৫৮ ভাণবার বা আবৃত্তি অংশ বিশিষ্ট বিসুদ্ধিমগ্গো রচনা সম্পন্ন করি। নির্বিঘ্নতার সঙ্গে ত্রিলোকের সকল বাসনা শীঘ্রই পূর্ণ হোক।" ২

সিংহল দ্বীপ বা বর্তমান শ্রীলঙ্কায় উপনীত হয়ে বুদ্ধঘোষ রাজধানী অনুরাধাপুর-এ গমন করেন এবং অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ করেন। এখানে অবস্থানকালে প্রতিটি মুহূর্ত তিনি অতিবাহিত করতেন সাহিত্যকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রেখে। তবে তিনি মোট কতদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন তা জানা প্রায় অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন - "আমি প্রখ্যাত বিনয়ধর বুদ্ধমিত্ত মহাথেরোর নিকট মহাট্ঠকথা, মহাপচ্চরী এবং কুরুণ্ডী অট্ঠকথা অধ্যয়ন করেছি। সংঘের প্রতি সর্বক্ষণ অনুগত থেকে তিরতনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন মহানিগমস্বামী নির্মিত মহাবিহারে আমি বাস করতাম। সেই বিহারের দক্ষিণ প্রান্তে নির্মিত একটি

মনোরম বিধায়ক কক্ষ ছিল। অসীমগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু সংঘেরই কেবল সে কক্ষে প্রবেশাধিকার ছির। মহানিগমস্বামীর সেই প্রাসাদটি ছিল নির্মাণশৈলীতে অপূর্ব। মহাবোধি বৃক্ষের শীতল ছায়ায়, নিত্য আদ্রিত এ বিহারে নিরন্তর পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা হতো। এই বিহারে অবস্থান কালে পূতচরিত বুদ্ধসিরি মহাথেরোর অনুরোধে আমি বিনয় পিটকের অট্‌ঠকথা সমন্ত পাসাদিকা রচনায় আত্মনিয়োগ করি এবং বর্তমানে তা সম্পন্ন করলাম। সিংহল রাজ সিরিনিবাস-এর২ গৌরবময় রাজত্বের বিংশতি বৎসর পূর্তিকালে আমি বিনয় পিটকের এই অট্‌ঠকথা লিখতে আরম্ভ করি। উল্লেখ্য যে, সিরিনিবাস ছিলেন তৎকালীন সিংহল দ্বীপের স্বনামধন্য ও গৌরবান্বিত অধিপতি। তিনি সমগ্র লঙ্কাকে সকল প্রকার দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্ত করেন। রাজার সেই স্বর্ণময় রাজত্বের একবিংশতি বর্ষ পূর্তিলগ্নে আমি সমন্ত পাসাদিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করি"।

দীর্ঘ নিকায়ের অট্‌ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী-এর প্রারম্ভিক গাথায়ও বুদ্ধঘোষ তাঁর ভাষ্য রচনার ইতিবৃত্ত নিম্নোক্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন : "তিরতনের প্রতি সভক্তি বন্দনা জ্ঞাপনের পুণ্য প্রভাবে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে পূত মন নিয়ে দীর্ঘ নিকায়ের ভাষ্য বিশ্লেষণে আমি আত্মনিয়োগ করি। বুদ্ধ ও অনুবুদ্ধগণ কর্তৃক যা বর্ণিত, যা উত্তম আগম বলে খ্যাত, যাতে শ্রদ্ধা উৎপাদিত হয়, যে অট্‌ঠকথাসমূহ ৫০০ থেরো কর্তৃক আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, যা প্রাজ্ঞ মহিন্দ থেরো কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপে নীত হয়ে তথাকার অধিবাসীদের কল্যাণে লঙ্কার ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন তা সিংহলী ভাষা থেকে উত্তম তন্তিয়ানুগ (পালি) ভাষায় রূপান্তরিত করে এবং সকল ভুল ও মহাবিহারস্থ থেরোদের বিশ্লেষিত ভাষ্য অপনোদন করে, যা থেরোদের মধ্যে আলোকবর্তিকা স্বরূপ এবং যাঁরা ছিলেন উত্তম বাগ্মী, প্রভাষক, আমি সেই বিজ্ঞজনের প্রীতিবর্ধন ও ধর্মের দীর্ঘস্থিতির লক্ষ্যে পুনরাবৃত্তি অর্জন করে ব্যাখ্যা করবো।" [১]

ধম্মসঙ্গনির অট্‌ঠকথা অত্থসালিনী'র ভূমিকায় আচার্য বুদ্ধঘোষের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। মহিন্দ থেরো কর্তৃক রচিত ও সিংহলদ্বীপে সংরক্ষিত সিংহলী অট্‌ঠকথা থেকে বুদ্ধঘোষ যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পালি অট্‌ঠকথা রচনা করেন, এই গ্রন্থে তার বিশদবিবরণ আছে। এখানেও বুদ্ধঘোষ তাঁর জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন: "অভিধম্মের তাৎপর্য, অর্থ এবং বিশ্লেষণ প্রথম সঙ্গীতিতে মহাকস্‌সপ থেরো এবং তাঁর সহকর্মীগণ, দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে অর্হৎগণ এবং পরে মহিন্দ থেরো কর্তৃক এই রমণীয় দ্বীপে আনীত হয়ে সিংহলী ভাষায় রূপান্তরের

ফলে আমার যে উপলব্ধি হয়েছে তা আমি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করবো। তাম্রপন্নীর অধিবাসীদের ভাষা অপনীত মাগধি বা ত্রিপিটকের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন সুবিশুদ্ধ তন্তিয়ানুগ (পালি) ভাষায় বর্ণনা করবো। সম্প্রদায় এবং দৃষ্টিগত অদূষণ ও নিঃশঙ্কর প্রতিপাদনান্তর মহাবিহারস্থ সঙ্ঘের মতামত বিবেচনা করে নিকায় ও অট্ঠকথাসমূহ হতে যা বিস্তারযোগ্য আমি তা বিশ্লেষণ করবো"।

ধর্মপদ অর্থকথার (ধম্মপদট্ঠকথা) প্রারম্ভিক গাথায় বুদ্ধঘোষের উক্তিতে তাঁর স্বীয় জীবন সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন : "পরম্পরা হিসেবে যার অর্থ বর্ণনা খুবই নিপুণ, যা তাম্রপন্নী দ্বীপের ভাষায় সংস্থিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তা নিজেদের হিতসাধন করেনি। সকল মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর তা অল্পমাত্র বিজ্ঞজনের সাধনায় ছিল। এরূপ চিন্তা করে সমদন্তচারী স্থিরচেতা কুমার কসস্প থেরোর অনুরোধে সদ্ধর্মের সুস্থিতি কামনায় বচনক্রম ত্যাগ করে মনোরম তন্তি বা মাগধি (পালি) ভাষায় অতি বিস্তৃতভাবে গাথাসমূহ ব্যঞ্জনপদ মণ্ডিত করে (যা পূর্বে হয়নি) ভাষিত হয়েছে।"

এই গ্রন্থের উপসংহারে বুদ্ধঘোষ লিখেছেন "রাজা সিরিকুটের বিহারে যথাকৃত অবস্থান করে মানবের কল্যাণার্থে এবং লোকনাথ বুদ্ধের সদ্ধর্মের স্থিতি, অর্থ এবং হিতকামনায় আমি এই অর্থব্যঞ্জনা সম্পন্ন করেছি।"

পরমত্থজোতিকা শীর্ষক জাতক অর্থকথায় (অট্ঠকথার) প্রণাম গাথাতে ও ভদন্ত বুদ্ধঘোষের জীবনালেখ্যের আভাস পাওয়া যায়। যেমন : "উত্তম ধম্ম কোথায়, কেন ভাষিত হয়েছিল এবং কোন অর্থে ভাষিত, তৎসম্পর্কে নিদানকথায় কৌশল এবং অর্থ সুগ্রহণীয় ধারণা পালি সাহিত্যের অনুকরণে বিশ্লেষণ করা শুভজনক। পূর্বাপর ভাষিত মতে বিশেষিত হয়ে, প্রাচীন সিংহলী ভাষায় পুরাণট্ঠকথায় বিধৃত ও ইপ্সিত সাধুজনের পক্ষে সুখপাঠ্য ছিলনা। তজ্জন্য তাতে উপনিশ্রয় করে পুরাণ অট্ঠকথা রীতি ও দ্বিরুক্তি বর্জন করে আমি বিশেষ অর্থ বর্ণনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করবো। বুদ্ধবংশের চিরস্থিতি কামনায় নির্জনপ্রিয় অত্থদস্সি থেরো নিকট অভিগমন করে ইহা রচনার জন্য যাচ্ঞা করেছিলেন। সেরূপ মহিশাসক বংশোদ্ভূত বিজ্ঞ ও শান্তচিত্ত বুদ্ধমিত্ত থেরো এবং বুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধদেব থেরো মহাপুরুষ চরিত কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের বিদ্যোৎসাহে আমি স্নাতকত্থবণ্ণনা বিরচিত করি।"

খ. খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 'মহাবংস' একটি ঐতিহাসিক ও কাব্যগ্রন্থ। মহাবংসের দ্বিতীয় ভাগ 'চুল্লবংস' নামে পরিচিত। শ্রীলঙ্কার পুরাবৃত্তসমৃদ্ধ এই

গ্রন্থের সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়ে আচার্য বুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। ত্রয়োদশ শতকের কীর্তিমান কবি ধম্মকীত্তি মহাথেরো গাথায় এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। কবি নিজেই এই অধ্যায়টি গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করেন। দীর্ঘ আটশত বৎসর পরের সংযোজন হলেও আলঙ্কারিক কাব্যছন্দে লেখা এই অধ্যায় থেকে আমরা বুদ্ধঘোষের জীবনের একটি প্রামাণিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট খুঁজে পাই। সে সময়ে শ্রীলঙ্কার রাজা ছিলেন মহানাম। মগধের অন্তর্গত বুদ্ধগয়ার মহাবোধিবৃক্ষের সমীপবর্তী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশে বুদ্ধঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ব্রাহ্মণ পদ্ধতিতে পালিত ও নিশ্চিত হয়েছিলেন তিনি। কালক্রমে তিনি কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি ত্রিবেদে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করেন। ত্রিবেদের ছয় হাজার সান্বয় শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কূটতর্কে ও শাস্ত্রীয় নীতি বিশ্লেষণে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। এই বিপুল জ্ঞানশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে তিনি বিভিন্ন দেশ পর্যটন করে নীতি ও ধর্ম প্রচার করতে থাকেন এবং তখনকার খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধেও তিনি অবতীর্ণ হন। কোন পণ্ডিতাগ্রণ্যই তাঁকে পরাস্ত করতে পারলেন না। সমগ্র জম্বুদ্বীপে তিনি দুর্জয় তার্কিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এইভাবে দেশ পর্যটন করতে করতে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহারে এসে উপনীত হন। সেখানে তিনি দিন রাত পাতঞ্জলির সম্পূর্ণ সূত্র করযুগলের তালির সাথে সাথে আবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হন। জলদ-গম্ভীর স্বরে পাতঞ্জলির নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন আবৃত্তি শুনে বিহারের অধ্যক্ষ রেবত মহাথেরো চিন্তা করলেন : “এই ব্যক্তি মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত, তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করতে হবে।” এইরূপ চিন্তা করে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : “এইভাবে গাধার মতো চীৎকার করছেন কোন ব্যক্তি?” ব্রাহ্মণ যুবক উত্তরে বললেন : “আপনি গাধায় চীৎকারের মমার্থ জানেন কি?” উত্তরে “হাঁ আমি জানি।” এই বলে মহাথেরো রেবত শুধু পাতঞ্জলির সূত্রগুলো পুনরাবৃত্তি করে শোনালেন না, উপরন্তু সবিস্তার বিশ্লেষণ করে সেগুলোর বিরূপ মতবাদও উপস্থাপন করলেন। সেগুলো যে ভ্রান্ত, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা প্রমাণ করে অসারত্ব প্রতিপাদন করলেন। মহাথেরো রেবতের নিকট পরাস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ যুবক বললেন : “এখন আপনার ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের সারার্থ ব্যাখ্যা করুন।” মহাথেরো রেবত অভিধম্ম পিটক থেকে কুসল ১, অকুসল ২, এবং অব্যাকত ৩ ধম্মের ব্যাখ্যা শোনালেন। ব্রাহ্মণ যুবক তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : “ইহা কার মন্ত্র?” মহাথেরো বললেন: “ইহা বুদ্ধের

মন্ত্র?” “ইহা আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।” মহাথেরো প্রত্যুত্তরে বললেন : “বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করুন”। যেহেতু এই ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন জ্ঞানানুসন্ধিৎসু, তাই বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করেন”। যেহেতু এই ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন জ্ঞানানুসন্ধিৎসু, তাই বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে অচিরেই পিটকত্রয়ে অসীম ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এখন তিনি সত্যিই উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বুদ্ধদেশিত ধর্ম হলো বিমুক্তির একমাত্র সোপান। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বুদ্ধের মতো জলদগম্ভীর এবং ভাষার ব্যঞ্জনা হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী বলে দীক্ষান্তর তাঁর নাম রাখা হলো ‘বুদ্ধঘোষ’। জম্বুদ্বীপে অবস্থানকালেই তিনি ‘ঞানোদয়ং’ এবং ‘অত্থসালিনী’ নামক ত্রিপিটকের দুখানি ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তারপর তিনি ত্রিপিটকের ওপর মহাভাষ্য লিখতে গিয়ে ‘পরিত্তট্ঠকথা’ রচনা করেন। ভদন্ত বুদ্ধঘোষের দুর্দমনীয় অলৌকিক প্রতিভা লক্ষ্য করে আচার্য রেবত মহাথেরো বললেন : “এই জম্বুদ্বীপে মূল ত্রিপিটক শুধু সংরক্ষিত আছে। অট্ঠকথা অথবা অট্ঠকথাবিদ কোন যোগ্যতর আচার্যের মতবাদ সম্পৃক্ত কোন গ্রন্থ এখানে বিদ্যমান নেই ; অথবা বিভিন্ন মতবাদ সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনাও এখানে দুর্লভ। সিংহলী অট্ঠকথাই সবচেয়ে নির্ভুল এবং প্রসিদ্ধ। তথাগত কর্তৃক দেশিত এবং সারিপুত্র প্রমুখ অন্যান্য আচার্যদের ভাষ্য বা টীকাসমূহ, যা তিন তিনটি সঙ্গীতিতে গৃহীত হয়েছিল, তা প্রখ্যাত মহিন্দ থেরো সিংহলী ভাষাতে অনুবাদ করেন। “তুমি সিংহল যাত্রা করো এবং সেই অট্ঠকথাসমূহ অধ্যয়ন করে পু-গ্রন্থনা ও মাগধী (পালি) ভাষাতে পরিবর্তিত করো। তাতেই জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবে।” এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে তীক্ষ্ম ধীসম্পন্ন এই খ্যাতিমান পণ্ডিত সিংহলে গমনের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিংহলরাজ মহানামের রাজত্বকালে তাঁর ধর্মাভিযান সূচিত হয়। সিংহলে পৌঁছে তিনি অনুরাধাপুরের মহাবিহারস্থ অতি রমণীয় “মহাপদান” প্রাসাদে প্রবেশ করেন। এখানে এসেই তিনি সংঘপাল থেরোর নিকট সিংহলী অট্ঠকথা এবং থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের আদ্যন্ত বিষয় অবগত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞান হলো যে, তথাগতের ধর্ম ও দর্শনের মূলভীত্তি এই থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম। তারপর তিনি বিহারাধ্যক্ষকে বিনীত অভিবাদনান্তে নিবেদন করলেন : “আমি অট্ঠকথা লেখার সংকল্প করেছি : আপনি আমাকে আপনার সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করুন।” বিহারাধ্যক্ষ তাঁর প্রজ্ঞার পরিধি এবং কর্মদক্ষতা অনুধাবনের নিমিত্ত তাঁকে নিম্নোক্ত দুটি গাথা প্রদান করে বললেন, এই গাথা ব্যাখ্যা করে আপনার

যোগ্যতা প্রমাণ করুন। তাতে আমরা সন্তুষ্ট হলে আমাদের গ্রন্থপুঞ্জ আপনাকে সমর্পণ করবো।”

গাথাটি হলো :

‘সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো,
চিত্তং পঞ্ঞঞ্ঞ ভাবয়ং,
আতাপী নিপকো ভিক্খু
সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।

বুদ্ধঘোষ এই গাথাকে ভিত্তি করে অট্ঠকথা ত্রিপিটক মন্থন করে অতি সংক্ষেপে বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগগো) গ্রন্থ প্রণয়নান্তে সংঘ সমক্ষে উপস্থাপন করেন। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধদর্শন কোবিদ বিহারাধ্যক্ষ সংঘের এক সভা আহ্বান করেন। সেই বিদগ্ধ সংঘ পারিষদ সমক্ষে তাঁর রচিত গ্রন্থ পাঠ করতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়। ইতোমধ্যে বুদ্ধঘোষের যশোকীর্তি জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রচার এর সপক্ষে তাঁর রচিত গ্রন্থ অন্তর্ধান করে রাখলেন দেবগণ। সুতরাং তাঁকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই রচনা করতে হয়। তৃতীয়বারে গ্রন্থ রচনা করে যখন তিনি সংঘ পারিষদ সান্নিধ্যে তা পাঠ ও সমর্পণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন দেবগণ পূর্ব লিখিত গ্রন্থদ্বয়ও যথাস্থানে রেখে যায় এই তিনটি গ্রন্থে ভাবের প্রকাশে এবং অর্থের মাধুর্যে ভিন্নতা কিংবা ভুল সংস্থাপন, থেরো-পরম্পরা ত্রিপিটকের সকলযুক্তি, গাথার অর্থব্যঞ্জনা এমনকি প্রতিটি শব্দের মধ্যেও সামান্যতম অসদৃশ্য বা অসামঞ্জস্য কিছুই পরিলক্ষিত হয়নি। এই অলোক সামান্য প্রতিভা লক্ষ্য করে সংঘ পারিষদ জয়োল্লাস করতে করতে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বগত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন : “অতীব ধ্রুব যে, ইনিই স্বয়ং মেত্তেয় বোধিসত্ত্ব।” বিসুদ্ধিমগ্গো বা বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থ রচনা করে বিহারস্থ গ্রন্থাগারে প্রবেশিকায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন বুদ্ধঘোষ। সুতরাং তাঁর আবেদন মতো ত্রিপিটকসহ সমস্ত অট্ঠকথা অধ্যয়নের অনুমতি তাঁকে প্রদান করা হলো। অতঃপর অনুরাধাপুর মহামেঘবন বিহারে অবস্থান করে মাগধী ভাষার ব্যাকরণ অনুসরণে সমস্ত সিংহলী অট্ঠকথা মাগধী (পালি) ভাষায় লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। সকল থেরো এবং আচার্যগণ সম্মিলিতভাবে এই বিসুদ্ধিমগ্গোকে তিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় মূলগ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এইরূপে সিংহল অভিযানের সুমহান লক্ষ্য অর্জিত হলে তিনি জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন

এবং মগধ রাজ্যের অন্তর্গত উরুবেলায় মহাবোধিবৃক্ষ পূজার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন।”

বুদ্ধঘোষের দেহাবসান সম্বন্ধে কোন তথ্যের উল্লেখ এই গ্রন্থে নেই। অনুমান করা হয় তিনি সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় জীবনের সাধনার সুফল সচক্ষে অবলোকন করে ধন্য হয়েছিলেন।

গ। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি আচার্য বুদ্ধঘোষের জীবনী সম্বলিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ব্রহ্মদেশে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহামঙ্গল মহাথেরো কর্তৃক এটি রচিত হয়। কাহিনীমূলক গ্রন্থ হিসেবে এটির জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। লেখক মহামঙ্গলের জন্মস্থান এবং সময় সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কোন উল্লেখ নেই। তবে অনুমিত হয়, তাঁর জন্মস্থান শ্রীলঙ্কায় এবং তিনি মহাবংষ রচনার পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কয়েকটি ঘটনা ব্যতীত গ্রন্থটির বিষয়বস্তু অনেকখানি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এই গ্রন্থেও বুদ্ধঘোষের জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। মগধের অন্তর্গত গয়ার মহাবোধি বৃক্ষের নিকটবর্তী ঘোষ নামে এক গ্রাম ছিল। তখন মগধ রাজ্যের অধীনে কেসী নামে এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কেসিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং নিত্য রাজাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ কেসীর এক বৌদ্ধ ভিক্ষু বন্ধু ছিলেন। সেই ভিক্ষু সতত বিস্মিত হতেন যে, বুদ্ধবাণী সিংহলী ভাষাতে উচ্চারিত হতো। অথচ ভারতীয় জনগণ তা মোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো না। বৌদ্ধ ভিক্ষুটি ছিলেন তৃষ্ণা বিমুক্ত, ক্ষীণাসব এবং ঋদ্ধিমান। তিনি বুঝতে পারলেন বুদ্ধবাণী সিংহলী ভাষা থেকে ভারতীয় ভাষায় পরিবর্তন করা অতি আবশ্যক একটি কর্ম। দিব্যজ্ঞানে তিনি দেখতে পেলেন যে, তাবতিংস স্বর্গে ঘোষ নামে এক দেবপুত্র আছেন। একমাত্র তিনিই এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। অত:পর তিনি সেই দেবপুত্রকে ব্রাহ্মণ কেসীর পুত্ররূপে মানবলোকে জন্মগ্রহণ করার জন্যে প্রলুব্ধ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবন্ধু কেসীকে একথা প্রকাশ করে সাতদিন পর্যন্ত পার্থিব ভোগ বিলাসে লিপ্ত না থেকে সংযম রক্ষা করতে উপদেশ দিলেন। সত্যিই, সপ্তম দিবসে ব্রাহ্মণী কেসিনীর গর্ভে একটি প্রজ্ঞাবান ও পুণ্যবান সত্ত্ব প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। দশমাস অতিক্রান্ত হলে সুন্দর এক শিশু জন্ম নিলো কেসীর গৃহে। তখন ব্রাহ্মণ অপার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে সকলকে মধুরস্বরে আহ্বান করে বললেন : “এ-সো, খাও, পান কর”। মধুরস্বরে এই ঘোষণার জন্যে নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় ‘ঘোস’ বা ঘোষ সাত বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হলে

ঘোষ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন এবং সাত বৎসরের মধ্যে ত্রিবেদে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

একদিন ঘোষ বিষ্ণুর স্কন্ধে উপবেশন করে মাসকলাই ভক্ষণ করছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তা দেখে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "তুমি কেন আমাদের প্রভু বিষ্ণুর স্কন্ধে বসে মাসকলাই খাচ্ছ? তুমি কি নিজের বংশগুরুত্ব নিজে বুঝো না? তুমি কি করে ত্রিবেদে অভিজ্ঞান লাভ করলে?" ঘোষ একটি শ্লোক আবৃত্তি করে প্রত্যুত্তরে বললেন :

"মাস বা বিস্‌সনুনাম কো বিস্‌সনু হ্যেতি বুচ্চতি
উভয়েসু চ এতেসু কথং জানামি বিস্‌সনুতি"।

– মাসকলাই তো স্বয়ং বিষ্ণু ; বিষ্ণু আর কাকে বলে? কোনটা বিষ্ণু আমি কি করে বুঝবো?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে সকলে সেস্থান ত্যাগ করলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ কেশী রাজা ও রাজপুরুষদের বেদের উপদেশ দিতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র ঘোষ। কেসী বেদোপদেশ দিতে গিয়ে একটি জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন। ঘোষ কিন্তু ঐ জটিল তত্ত্বের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি পিতার কল্যাণার্থে উক্ত কূটবিষয়ের তাৎপর্য গোপনে লিখে দিলেন। রাজা পরে তা জানতে পেরে পুরস্কারস্বরূপ ঘোষকে একটি গ্রাম উপহার দেন।

ঘোষ বেদের সূত্রগুলো কণ্ঠস্থ করেন এবং দৈনিক ছয় হাজার শ্লোক বা পদ আবৃত্তি করতেন। একদিন ব্রাহ্মণ কেশীর বন্ধুথেরো ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে তাঁর বাড়িতে আগমন করেন। ঘোষের বসার আসনই থেরো মহোদয়কে প্রদান করা হলে তিনি তাতে উপবেশন করেন। এইদিকে ঘোষ তাঁর আসনে থেরোকে উপবেশনরত দেখতে পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তিরস্কার করে ঘোষ বললেন – "এই মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণ নির্লজ্জ, তিনি নিজের গুরুত্ব নিজে বুঝেন না, আমার পিতা কেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন ? তিনি নিজের গুরুত্ব নিজে বুঝেন না, আমার পিতা কেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন ? তিনি বেদ অথবা পরধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।" থেরোর ভোজনকৃত্য সম্পন্ন হলে ঘোষ বেদ থেকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে থেরোকে অপদস্ত করার জন্যে পূর্ব থেকে মনে মনে সিদ্ধান্ত করে রাখলেন। সিদ্ধান্ত মতো তিনি থেরোকে প্রশ্ন করলেন : "আপনি বেদে অথবা অন্যধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?" উত্তরে থেরো বললেন : "ঘোষ, বেদ আমার অধিগত এবং অন্যধর্ম সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞান আছে।" ঘোষ বললেন : "তা হলে অনুগ্রহ করে বেদ থেকে আবৃত্তি করুন"। অতঃপর থেরো সম্পূর্ণ বেদ আবৃত্তি করলেন

এবং তা থেকে কিছু জটিল বিষয় পরিস্ফুট করলেন। তাঁর আবৃত্তি শুনে ঘোষ রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে বললেন : "আমি আপনার ধর্ম সম্বন্ধে জানতে চাই। অনুগ্রহ করে তা থেকে আবৃত্তি করুন।" বৌদ্ধ শ্রমণ থেরো অভিধম্ম থেকে কুসল ধম্ম, অকুসল ধম্ম এবং অব্যাখ্যাত ধম্মের ব্যাখ্যা শোনালেন তাঁকে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের কিছু দুর্বোধ্য বিষয় ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেন। ঘোষ এসবের কোন কিছুই উপলব্ধি করতে না পেরে এসব কার মন্ত্র জানতে চাইলে থেরো বল্লেন : "এসব বুদ্ধের মন্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে উপসম্পন্ন হলেই এই জ্ঞান লাভ করা যায়।" বুদ্ধ বাণীর তাৎপর্য অনুধাবনের লক্ষ্যে ঘোষ পিতামাতার অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চার পটিসম্ভিদা সম্পন্ন উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় বুদ্ধঘোষ। মাত্র এক মাসের মধ্যে তিনি সমস্ত ত্রিপিটক অধিগত করেন। একদিন তাঁর মনে বিতর্ক উপস্থিত হলো : "বুদ্ধ ভাষিত ত্রিপিটক-এ তিনি বেশি প্রজ্ঞাবান না তাঁর আচার্য বেশি প্রজ্ঞাবান ?" তাঁর আচার্য, যিনি সমস্ত তৃষ্ণা বিমুক্ত এবং ক্ষীণাশ্রব বুদ্ধঘোষের এই বিতর্কের বিষয় দিব্যজ্ঞানে অবগত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করলেন। তাঁর এই অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেন। বুদ্ধঘোষ দোষের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সিংহলে গিয়ে সিংহলী ভাষায় লিখিত সমস্ত অর্থকথা (অট্‌ঠকথা) মাগধী (পালি) ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য আচার্য নির্দেশ দেন। অবনত মস্তকে বুদ্ধঘোষ শাস্তি গ্রহণান্তে তাঁর পিতাকে ব্রাহ্মণ মতবাদ থেকে বুদ্ধমতবাদে দীক্ষিত করার জন্যে পিতার কাছে যাবার অনুমতি চাইলেন। আচার্যের অনুমতি লাভ করে বুদ্ধঘোষ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পিতাকে সপথে ফিরাতে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা মতে চার দেয়াল ও ছাদ খিলানো এক দরজা বিশিষ্ট একটি নির্দিষ্ট কক্ষে প্রয়োজনীয় পাত্র, আগুন, খাদ্য, পানীয়, দুধ, দধি, ঘি, ইত্যাদি সন্নিবেশিত করে বুদ্ধঘোষ পিতাকে সে কক্ষে প্রবেশ করানোর পর যান্ত্রিক উপায়ে দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর ব্রাহ্মণ পিতাকে বুদ্ধের মৈত্রীধর্ম শোনাতে লাগলেন এবং মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন থাকলে মৃত্যুর পর তাঁর অপায় গমন ধ্রুব বলে বলতে থাকেন। ক্রমান্বয়ে দেশনার তিনদিন পরে কেশী তিশরাণাপন্ন হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর বুদ্ধঘোষ কক্ষের দরজা খুললেন এবং তাঁর কটু আচরণের জন্যে অর্ঘ্য দিয়ে পিতার নিকট মার্জনা চেয়ে নিলেন। পুত্রের দেশনার প্রভাবে কেশী স্রোতাপন্ন প্রাপ্ত হন।

বুদ্ধঘোষ পিতৃ কর্তৃব্য সম্পাদন করে তাঁর আচার্যের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে কতিপয় বণিকের সঙ্গে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই একই দিনে সিংহল থেকে বুদ্ধদত্ত মহাথেরো জম্বুদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মায়াবলে উভয় সমুদ্রপোত তিনদিন পর পরস্পর মিলিত হলে দুই থেরোর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে। থেরো বুদ্ধঘোষ বললেন : "বুদ্ধের বাণীসমূহ সিংহলী ভাষায় রয়েছে, আমি তা মাগধী ভাষায় লেখার জন্যে যাত্রা করেছি।" অপরপক্ষে থেরো বুদ্ধদত্ত বললেন : "বুদ্ধবচন মাগধী ভাষায় লেখার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আমি টীকা অনুটীকা ব্যতীত জিনালঙ্কার, দীপবংস, ধাতুবংস এবং বুদ্ধবংস মাগধী ভাষায় লিখেছি। আপনি ত্রিপিটকের অন্তর্গত অর্থকথা (অট্‌ঠকথা) সমুদয় মাগধী ভাষায় রচনা করবেন।" থেরো বুদ্ধ ঘোষের সাফল্য কামনা করে দেবেন্দ্র প্রদত্ত হরিতকী ফল, লৌহময় লেখনীদণ্ড (কলম) এবং নিশিতশিরা তাঁকে উপহার দেন থেরো বুদ্ধদত্ত। তারপর তিনি জিনালঙ্কার থেকে একটি গাথা আবৃত্তি করলেন। আবৃত্তি শুনে বুদ্ধঘোষ বললেন : "ভদন্ত, আপনার গ্রন্থ প্রাঞ্জল, বিস্তৃত ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের দ্বারা এটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কষ্ট হবে। সাধারণ লোকের এটি বোধগম্য নয়।" "বন্ধো বুদ্ধঘোষ। ভগবানের বাণী ব্যাখ্যার জন্যে আপনার পূর্বে আমি সিংহলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সময় অতি অল্প, আমি আর বেশীদিন বেঁচে থাকব না। আমি যা করতে পারলাম না আপনি তা সম্পাদন করবেন।" তারপর দুটি জাহাজ আপনা থেকেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সমুদ্রযাত্রার অবসানে বুদ্ধদত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন।

বুদ্ধঘোষ শ্রীলঙ্কার (সিংহলের) দ্বিজস্থানে অবস্থানকালে তাঁর সম্মুখে এক রমণীর জলভর্তি কলসীর আঘাতে অপর রমণীর কলসী ভেঙে গেলে দু'জনের মধ্যে তুমুল কলহ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে কটূক্তি বিনিময় হয়। বুদ্ধঘোষ "নিজেকে সাক্ষ্য দিতে হবে" – এই ভেবে বিতর্কের বিবরণ একটি বইতে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যখন রাজার নিকট এর বিচার শুরু হলো তখন সত্যিই বুদ্ধঘোষকে সাক্ষ্য হিসেবে তাঁর লিখিত বই পাঠাতে হলো। তাতেই বিচারের মীমাংসা হলো।

এই ঘটনার পর বুদ্ধঘোষ সিংহলের সংঘরাজকে অভিবাদন জানাতে গিয়েছিলেন। একদিন সংঘরাজ ভিক্ষুসংঘকে অভিধম্ম থেকে উপদেশ দেয়ার সময় মূল তত্ত্বের একটি দুর্বোধ্য বিষয়ে ব্যাখ্যাদান করতে ব্যর্থ হন। তার সান্বয় ব্যাখ্যা বুদ্ধঘোষের জানা ছিল। সংঘরাজ প্রস্থান করলে বুদ্ধঘোষ পাঠদান ফলকে (বোর্ডে) তার সরল

ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পরদিন সে ঘটনা সকলের কর্ণগোচর হলে সংঘরাজ ভিক্ষু সংঘের শিক্ষার তার বুদ্ধঘোষকে নিতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধঘোষ বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন : "আমি বুদ্ধবাণী তথা অট্‌ঠকথা-ভাষ্য মাগধী ভাষায় লেখার জন্যে এখানে এসেছি।" তা শুনে সংঘরাজ সানন্দে বললেন : "আপনি ত্রিপিটকের ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত এই গাথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন" :

'সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপঞ্‌ঞো,
চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্‌ঞ ভাবয়ং,
আতাপী নিপকো ভিক্‌খু
সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।

– "শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নর প্রজ্ঞাবান,
সমাধি আর বিদর্শন দুই করে ধ্যান,
বীর্যবান প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু সেই জন,
সেইজন এই জটা করয়ে ছেদন।"

বুদ্ধঘোষ তাঁর সম্মতি জানিয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সেদিন অপরাহ্ণেই অতি সহজে বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থ রচনা করেন। রচনা সমাপনান্তে তিনি নিদ্রিত হয়ে পড়লে দেবরাজ ইন্দ্র সেই গ্রন্থ অন্যত্র সরিয়ে রাখলেন। নিদ্রা থেকে জেগে তাঁর রচিত গ্রন্থ না পেয়ে রাত জেগে দ্বিতীয়বার বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচনা করেন। এবার তাঁর রচিত গ্রন্থ মাথার নিচে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। দেবরাজ এবারও গ্রন্থটি অন্যত্র সরিয়ে রাখলেন। থেরো ঘুম থেকে জেগে তাঁর রচিত গ্রন্থটি খুঁজে পেলেন না। যত দ্রুত সম্ভব তিনি তৃতীয়বারে বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচনা সমাপ্ত করেন। এইবার কিন্তু গ্রন্থটি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে আবদ্ধ করে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। দেবরাজ শক্র এবারে পূর্ব লিখিত গ্রন্থদ্বয় তাঁর শিরোদেশে রেখে অদৃশ্য হলেন। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে বুদ্ধঘোষ তিন খানা বিসুদ্ধিমগ্‌গো দেখতে পেয়ে প্রীত হলেন এবং গ্রন্থত্রয় হাতে নিয়ে সংঘরাজ সকাশে উপস্থিত হয়ে রাতের সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানালেন। এই তিনটি গ্রন্থ পাঠকালীন উপস্থিত থেরোগণ কোন অধ্যায়, শব্দ গঠন, বিষয়বস্তু, ভাব-ভাষা, এমনকি বর্ণ-এর মধ্যে ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন না। তাতে সংঘ পারিষদ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মাগধী ভাষায় বুদ্ধবাণী ভাষ্য লেখার অনুমতি প্রদান করেন। তখন থেকে সিংহলবাসীদের নিকট বুদ্ধঘোষ বিশেষ

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীলঙ্কায় থাকাকালীন বুদ্ধঘোষ সপ্ততল বিশিষ্ট প্রাসাদের নিচের এক সুবিশাল কক্ষে বাস করতেন এবং নিত্য বুদ্ধবাণীর ভাষ্য লেখার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। সকালে যখন তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহে যেতেন তখন গাছ থেকে পতিত ও ত্যক্ত যে তালপত্রগুলো দেখে আসতেন পিণ্ডাহারের পরেই সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। এটি যেন তাঁর নিত্যদিনের কর্তব্য কর্ম হয়ে উঠলো। কারণ তিনি তালপত্রেই ত্রিপিটক ভাষ্য লিপিবদ্ধ করতেন। একদিন এক বিচক্ষণ তালজারক ব্যবসায়ী তালগাছের উপর থেকে থেরোকে তালপত্র সংগ্রহ করতে দেখে আরো কয়েকটি তালপত্র মাটিতে ফেলে দিলেন। লিখন কাজের প্রয়োজনে থেরো বুদ্ধঘোষ সব কয়টি পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। বণিক অনুসন্ধিৎসু হয়ে গোপনে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। ব্যবসায়ী থেরোকে সত্যিই লিখন কার্যে ব্যাপৃত দেখে খুবই প্রীতিলাভ করেন। একদিন বণিক পাত্রপূর্ণ খাদ্যবস্তু থেরোকে দান করতে গিয়েছিলেন। থেরো কিন্তু সে খাদ্যবস্তু উপরের তলায় অবস্থানরত জ্যেষ্ঠ থেরোকে দান করতে পরামর্শ দেন। এইদিকে জ্যেষ্ঠ থেরো উপরন্তু বণিককে বললেন : "নিচের তলায় বসবাসকারী বুদ্ধঘোষকে দান করলে আমাদের চেয়ে উত্তম হবে। তিনি প্রতিদিন বুদ্ধবচন মাগধী ভাষায় লিখন কার্যে ব্যাপৃত ; তাঁকে দান করুন।" ব্যবসায়ী পুনরায় থেরো বুদ্ধঘোষের নিকট এসে তাঁকে খাদ্যসামগ্রী দান করেন। বুদ্ধঘোষ দান গ্রহণ করে ছয়জন থেরোর মধ্যে তা সমানভাবে ভাগ করে নেন।

বুদ্ধঘোষ তাঁর ভাষ্যলিখন কার্য তিনমাসের মধ্যে শেষ করলেন। বর্ষাবাসান্তে প্রবারণা উৎসবের পরে তিনি সংঘরাজকে তাঁর কাজে সমাপ্তির বিষয় অবগত করান। সংঘরাজ তাঁর এই অসামান্য, দুরূহ ও দুঃসাধ্য কাজের জন্যে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার অব্যবহিত পরেই মনস্বী মহিন্দ রচিত সমস্ত সিংহলী অট্ঠকথা স্তুপাকৃতি করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে সিংহলী অট্ঠকথার অস্তিত্ব বিলোপ করেন। বুদ্ধঘোষ এবার তাঁর মাতাপিতার দর্শন লাভের জন্যে জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করতে সংঘরাজের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রস্থানের প্রাক্কালে সিংহলদেশীয় ভিক্ষুগণ এই বলে নিন্দা করলেন যে, বুদ্ধঘোষ শুধু ত্রিপিটকেই সুদক্ষ, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান নেই। বুদ্ধঘোষ এইকথা শোনার সঙ্গে সংঘরাজকে নিবেদন করে বললেন : "মহামান্য আচার্য, আগামীকাল সাপ্তাহিক উপোসথ দিবসে আমি সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর এক ভাষণ রাখব। আপনি অনুগ্রহ করে এই বিহার চত্বরে আপনার চতুর্পারিষদের সভা আহ্বান করুন।" পরদিন

সকালে বুদ্ধঘোষ সংঘাচার্যগণের সঙ্গে সভামঞ্চে আরোহণ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় সূচক সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তাতে ভিক্ষুদের মন থেকে সন্দেহ অপনোদন হয়।

মহাচার্য বুদ্ধঘোষ সিংহল থেকে তাঁর জন্মভূমি জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমেই তাঁর আচার্যের নিকট গমন করেন এবং বিনীত অভিবাদনান্তে তাঁকে জানালেন যে, তিনি বুদ্ধের পরিয়ত্তিধম্ম মাগধী (পালি) ভাষায় ভাষ্য রচনাকর্ম সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। আচার্য তাঁকে করুণাদ্র হৃদয়ে মার্জনা করলেন। তারপর তিনি স্বীয় মাতাপিতার দর্শনার্থে গমন করেন এবং তাঁদেরকে উত্তম খাদ্যে আপ্যায়িত করেন। অত:পর মাতাপিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজের জরা জীর্ণতা লক্ষ্য করেন এবং মহাবোধি বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তথায় গিয়ে উপনীত হন। ক্রমে মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝতে পেরে স্বগত কণ্ঠে তিনি বললেন : "মৃত্যু তিন প্রকার : সমুচ্ছেদ মৃত্যু, ক্ষণিক মৃত্যু এবং সম্মতি মৃত্যু। তৃষ্ণাক্ষয়ে মৃত্যুকে সমুচ্ছেদ মৃত্যু বলে, যা সাধারণত অর্হৎগণের হয়ে থাকে। ক্ষণিক বিচ্ছিন্নতা, পরক্ষণে জন্মধারণকে ক্ষণিক মৃত্যু এবং সমুদয় প্রাণীর সচরাচর মৃত্যুকে সম্মতি মৃত্যু বলে। আমারও কি সাধারণ সম্মতি (প্রচলিত) মৃত্যু ঘটবে?"[২] জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আচার্য বুদ্ধঘোষ কঠিন ধুতাঙ্গের অনুসারী থেকে সতত দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। জীবনব্যাপী শীলগুণে বিভূষিত থেকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেব-নর-শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্মিলিতভাবে তাঁর মরদেহ সৎকারেরের জন্যে চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা এক শবাধার নির্মাণ করেন। অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলে ব্রাহ্মণ প্রমুখ অন্যান্যরা বোধিবৃক্ষের সমীপে তাঁর পূতাস্থি প্রতিস্থাপন করে একটি স্তুপ নির্মাণ করেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি মহাভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। অট্ঠকথা সমূহের প্রারম্ভিক এবং উপসংহার গাথাসমূহ থেকে বুদ্ধঘোষের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করা প্রায় দুঃসাধ্য। মজ্‌ঝিম নিকায়ের অট্ঠকথা পপঞ্চসুদনীতে উল্লিখিত হয়েছে, বুদ্ধঘোষ বুদ্ধমিত্ত থেরোর সঙ্গে ময়ূররূপপট্ঠনে অবস্থান করতেন। ময়ূররূপ পট্ঠন বর্তমান ভারতের মাইলাপুর নামক স্থান। এই গ্রন্থে তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে সঠিক উল্লেখ নেই।

বুদ্ধঘোষকে মোরণ্ডচেটক বা মোরণ্ডখেটক বলে আখ্যায়িত করা হতো। 'মোরণ্ড' শব্দের অর্থ হলো ময়ূরডিম্ব এবং খেটক অর্থ গ্রাম। এই সাথে অভিহিত গ্রামটি

নাগার্জুন কোণ্ড হতে ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে তা কোতনেমলী পুরী এবং গুণ্ডল পল্লী নামে পরিচিত। তেলেগু ভাষায় গুণ্ডল শব্দের অর্থ হলো ময়ূর এবং ডিম। তবে বুদ্ধঘোষের জন্মস্থানরূপে এই গ্রামকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে আরো তথ্যের প্রয়োজন।

মহাবংশ এবং বুদ্ধঘোসুপ্‌পত্তি একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, বুদ্ধঘোষ গয়ার বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী এক গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ত্রিবেদে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়া জানা যায় মহাথেরো রেবত'র প্রভাবে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন, অট্‌ঠকথা লেখার জন্যে শ্রীলঙ্কায় গমন করে, বুদ্ধদত্ত থেরোর সঙ্গে মাঝ সমুদ্রে সাক্ষাৎ, বিসুদ্ধিমাগ্‌গো গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে উভয় গ্রন্থের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বুদ্ধঘোসুপ্‌পত্তিতে তাঁর শৈশবকাল, বৌদ্ধ দর্মে দীক্ষা ইত্যাদি মিলিন্দ পঞ্‌হো গ্রন্থে বিধৃত নাগসেনের জন্ম, প্রথম জীবন এবং দীক্ষা ইত্যাদি তথ্য অনুকরণ করা হয়েছে। তাতে মনে হয় বুদ্ধঘোসুপ্‌পত্তি গ্রন্থটি মূলত কাহিনী আশ্রিত। সুতরাং এই গ্রন্থকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে।

বুদ্ধঘোষ যে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ত্রিবেদগ্রন্থে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তার বহু তথ্য রয়েছে। এই তথ্যগুলো উপযুক্ত অট্‌ঠকথা সমূহের আলোকে এবং ধম্মকীত্তি মহাথেরোর সংযোজিত মহাবংশের দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এই পালি মহাভাষ্যকার সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে চতুর্বেদের উল্লেখ করেছেন। যথা ইতুব্বেদ (ঋগবেদ), যজুব্বে্দ (যর্জুবেদ), সামবেদ এবং অথব্বেদ (অথর্ববেদ)। বৈদিক যাগযজ্ঞে ও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি লিখেছেন : "মিট্‌ঠ হলো মহাযজ্ঞ, এবং হুত হলো যজ্ঞে উপস্থিত ব্যক্তিদের আতিথ্য। কাষ্ঠ প্রজ্বলিত অনলে প্রক্ষিপ্ত উৎসর্গীকৃত বস্তু হলো- 'অগিগহোম (অগ্নি হোম)। তাঁর মতে 'দব্বি হোম' হলো এক প্রকার 'অগ্‌গি হোম'। কারণ এতে কাষ্ঠ নির্মিত দর্বি তুষানলে নিক্ষেপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানিয়েছেন – চাউলের খোসার অভ্যন্তরস্থ লাল আবরণের চূর্ণকে বলা হয় 'কণো'। তণ্ডুলকে বলা হয় শালি ধানের চাউল। ঘি কে বলা হয় সপ্‌পি, তেল হলো তিল তৈল। সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ উল্লেখ করেছেন যে, উৎসর্গকে বলা হয় 'মুখ হোম' এবং 'লোহিত হোম'। মুখ হোম সম্পাদিত হয় মুখে শস্য নিয়ে আগুনে প্রক্ষেপণ করে। আর 'লোহিত হোম' সম্পন্ন করা হয় হাঁটু থেকে রক্ত নিয়ে

আগুনে প্রক্ষেপণ করে। বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ তিতিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তিথিক্খা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বুদ্ধঘোষের অট্ঠকথা সমূহের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পাদকগণও বুদ্ধঘোষের জন্মস্থান সম্বন্ধে তাঁদের লিখিত ভূমিকায় সঠিকভাবে উল্লেখ করেননি। তাঁরা মহাবংশের বিবৃতিকে অস্বীকার না করলেও সঠিক বলে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাবংশ-এর বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন মাত্র। কেবল কাহিনিমূলক তথ্য গ্রন্থরূপেই গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁরা, একটি বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে নয়।

অপরপক্ষে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত তালাইং-এর ইতিবৃত্ত দাবি করে, বুদ্ধঘোষ থাটন থেকে শ্রীলঙ্কায় গমন করেন এবং তালাইং ভাষাতে বুদ্ধবাণী অনুবাদ করেন। শ্রীলঙ্কার সমস্ত অট্ঠকথা ঐ ভাষায় অনুবাদ করে তালাইং দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই তথ্য স্বীকার করার মতো কেন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধঘোষ নামে দ্বিতীয় কোন থেরো একাজ সম্পাদন করে থাকবেন। এমন কি বুদ্ধঘোষ কতকাল শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করেছিলেন তার সঠিক তথ্য খুঁজে বের করা কঠিন। এই তথ্য কিন্তু বিশ্বাস্য বলে নির্ণীত হয়নি। কারণ মহাবংসের উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, মহানামের রাজত্বের বিংশতি বৎসর থেকে একবিংশতি বৎসরে তিনি বিনয়ের অট্ঠকথা সমন্ত পাসাদিকা প্রণয়ন করেন। ই. ডব্লিউ বার্লিনগেম-এর মতে বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের রচনাকাল ৪১০ খ্রিস্টাব্দ এবং ধম্মপদট্ঠকথার রচনাকাল ৪৫০ খ্রিস্টাব্দ । এই মন্তব্য থেকে সহজে নির্ণয় করা যায় যে বুদ্ধঘোষ ৪১০-৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করেছিলেন। শ্রীলঙ্কায় পৌঁছাবার অব্যবহিত পরে তিনি বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগ্গো) রচনা করেন। তাঁর সর্বশেষ ভাষ্যগ্রন্থ হলো সম্ভবত ধম্মপদট্ঠকথা। অন্যদিকে বিনয় পিটকের অট্ঠকথা সমন্তপাসাদিকার রচনাকাল হলো মহানামের রাজত্বের বিংশতি থেকে একবিংশতি বৎসর সময়ে। রাজা মহানামের রাজত্বকাল হলো ৪১২-৪৩৪ খৃষ্টাব্দ। এইসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগ্গো) গ্রন্থের রচয়িতা এবং মহান পালি অট্ঠকথাকার ও ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করা

আবশ্যক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহাথেরো রেবত পালি ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম: অবক্ষয় লক্ষ্য করে শিষ্য বুদ্ধঘোষকে বলেছিলেন : "কেবলমাত্র পালি বা ত্রিপিটক এখানে আনা হয়েছে, কোন টীকা বা ভাষ্যগ্রন্থ এখানে নেই। থেরবাদী ভিন্ন অপর কোন গুরুর মতবাদও এখানে নেই। সিংহলী ভাষায় পারদর্শী মহিন্দ থেরো কর্তৃক লিখিত টীকা তথাগতের শিক্ষা প্রণালী অনুযায়ী রচিত হয়েছিল। তিন বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে উপস্থাপিত, সারিপুত্র ও অন্যান্য মনস্বীদের দ্বারা পরীক্ষিত টীকা এখনো সিংহলে প্রচলিত আছে। তুমি তথায় গমন করো ও তা পাঠ করে মাগধী ভাষায় টীকা রচনা করো। তাতে জগতের কল্যাণ সাধিত হবে"। এই উক্তি থেকে তৎকালীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি সাহিত্যের এক করুণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুশত বৎসরের মধ্যে বুদ্ধোপদেশের ব্যাখ্যা বিষয়ে থেরোদের মতপার্থক্য বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিক এক বিরাট বিপর্যায়ের সম্মুখীন হলো।" নানা কারণে এসময়ে ভারতবর্ষে পালি ভাষার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। অধিকন্তু প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণও পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাকে তাঁদের সাহিত্য কর্মের বাহন করে নিয়েছিলেন। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর কবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থগুলি রচনা করেন। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ নাগার্জুন, বসুবন্ধু, দিঙ্নাগ সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় পালি ভাষা ও অট্‌ঠকথা সাহিত্য চর্চার এক উজ্জ্বল চিত্র চোখে পড়ে বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদে সেখানে পৌছান। তখন থেরো মহিন্দ রচিত অট্‌ঠকথাগুলি তথাকার ভিক্ষু সংঘ তাঁদের সম্প্রদায় বিশেষে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে নিম্নোক্ত অট্‌ঠকথাগুলির নাম উল্লেখযোগ্য :

১. অনুরাধাপুরস্থ মহাবিহারবাসীদের মহাট্‌ঠকথা।
২. অনুরাধাপুরস্থ উত্তর বিহারবাসীদের অট্‌ঠকথা।
৩. মহাপচ্চরী অট্‌ঠকথা।
৪. দক্ষিণ ভারতস্থ কাঞ্চিপুর বা কঞ্চেবরং এর অন্ধ অট্‌ঠকথা।
৫. সিংহলের কুরুন্দবেল বিহারে লিখিত কুরুণ্ডী অট্‌ঠকথা।
৬. দক্ষিণ ভারতস্থ সংক্ষেপট্‌ঠকথা।

আগুনে প্রক্ষেপণ করে। বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ তিতিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তিথিক্‌খা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বুদ্ধঘোষের অট্‌ঠকথা সমূহের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পাদকগণও বুদ্ধঘোষের জন্মস্থান সম্বন্ধে তাঁদের লিখিত ভূমিকায় সঠিকভাবে উল্লেখ করেননি। তাঁরা মহাবংশের বিবৃতিকে অস্বীকার না করলেও সঠিক বলে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাবংশ-এর বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন মাত্র। কেবল কাহিনিমূলক তথ্য গ্রন্থরূপেই গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁরা, একটি বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে নয়।

অপরপক্ষে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত তালাইং-এর ইতিবৃত্ত দাবি করে, বুদ্ধঘোষ থাটন থেকে শ্রীলঙ্কায় গমন করেন এবং তালাইং ভাষাতে বুদ্ধবাণী অনুবাদ করেন। শ্রীলঙ্কার সমস্ত অট্‌ঠকথা ঐ ভাষায় অনুবাদ করে তালাইং দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই তথ্য স্বীকার করার মতো কেন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধঘোষ নামে দ্বিতীয় কোন থেরো একাজ সম্পাদন করে থাকবেন। এমন কি বুদ্ধঘোষ কতকাল শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করেছিলেন তার সঠিক তথ্য খুঁজে বের করা কঠিন। এই তথ্য কিন্তু বিশ্বাস্য বলে নির্ণীত হয়নি। কারণ মহাবংসের উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, মহানামের রাজত্বের বিংশতি বৎসর থেকে একবিংশতি বৎসরে তিনি বিনয়ের অট্‌ঠকথা সমন্ত পাসাদিকা প্রণয়ন করেন। ই. ডব্লিউ বার্লিনগেম-এর মতে বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের রচনাকাল ৪১০ খ্রিস্টাব্দ এবং ধম্মপদট্‌ঠকথার রচনাকাল ৪৫০ খ্রিস্টাব্দ । এই মন্তব্য থেকে সহজে নির্ণয় করা যায় যে বুদ্ধঘোষ ৪১০-৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করেছিলেন। শ্রীলঙ্কায় পৌঁছাবার অব্যবহিত পরে তিনি বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগ্‌গো) রচনা করেন। তাঁর সর্বশেষ ভাষ্যগ্রন্থ হলো সম্ভবত ধম্মপদট্‌ঠকথা। অন্যদিকে বিনয় পিটকের অট্‌ঠকথা সমন্তপাসাদিকার রচনাকাল হলো মহানামের রাজত্বের বিংশতি থেকে একবিংশতি বৎসর সময়ে। রাজা মহানামের রাজত্বকাল হলো ৪১২-৪৩৪ খৃষ্টাব্দ। এইসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগ্‌গো) গ্রন্থের রচয়িতা এবং মহান পালি অট্‌ঠকথাকার ও ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করা

আবশ্যক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহাথেরো রেবত পালি ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম: অবক্ষয় লক্ষ্য করে শিষ্য বুদ্ধঘোষকে বলেছিলেন : "কেবলমাত্র পালি বা ত্রিপিটক এখানে আনা হয়েছে, কোন টীকা বা ভাষ্যগ্রন্থ এখানে নেই। থেরবাদী ভিন্ন অপর কোন গুরুর মতবাদও এখানে নেই। সিংহলী ভাষায় পারদর্শী মহিন্দ থেরো কর্তৃক লিখিত টীকা তথাগতের শিক্ষা প্রণালী অনুযায়ী রচিত হয়েছিল। তিন বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে উপস্থাপিত, সারিপুত্র ও অন্যান্য মনস্বীদের দ্বারা পরীক্ষিত টীকা এখনো সিংহলে প্রচলিত আছে। তুমি তথায় গমন করো ও তা পাঠ করে মাগধী ভাষায় টীকা রচনা করো। তাতে জগতের কল্যাণ সাধিত হবে"। এই উক্তি থেকে তৎকালীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি সাহিত্যের এক করুণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুশত বৎসরের মধ্যে বুদ্ধোপদেশের ব্যাখ্যা বিষয়ে থেরোদের মতপার্থক্য বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিক এক বিরাট বিপর্যায়ের সম্মুখীন হলো।" নানা কারণে এসময়ে ভারতবর্ষে পালি ভাষার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। অধিকন্তু প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণও পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাকে তাঁদের সাহিত্য কর্মের বাহন করে নিয়েছিলেন। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর কবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থগুলি রচনা করেন। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ নাগার্জুন, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় পালি ভাষা ও অট্‌ঠকথা সাহিত্য চর্চার এক উজ্জ্বল চিত্র চোখে পড়ে বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদে সেখানে পৌছান। তখন থেরো মহিন্দ রচিত অট্‌ঠকথাগুলি তথাকার ভিক্ষু সংঘ তাঁদের সম্প্রদায় বিশেষে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে নিম্নোক্ত অট্‌ঠকথাগুলির নাম উল্লেখযোগ্য :

১. অনুরাধাপুরস্থ মহাবিহারবাসীদের মহাট্‌ঠকথা।

২. অনুরাধাপুরস্থ উত্তর বিহারবাসীদের অট্‌ঠকথা।

৩. মহাপচ্চরী অট্‌ঠকথা।

৪. দক্ষিণ ভারতস্থ কাঞ্চিপুর বা কঞ্চেবরং এর অন্ধ অট্‌ঠকথা।

৫. সিংহলের কুরুন্দবেল বিহারে লিখিত কুরুণ্ডী অট্‌ঠকথা।

৬. দক্ষিণ ভারতস্থ সংক্ষেপট্‌ঠকথা।

এছাড়া বুদ্ধঘোষ প্রায়শঃ 'পুব্বাচরিয়া' এবং 'পোরাণ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের উপস্থাপিত যুক্তিকে শক্তিশালী করেছেন। শ্রীমতী রিস ডেভিডস্ এগুলোকে 'দার্শনিক সম্প্রদায়' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই অর্থকথাগুলো কোন না কোন একটি সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্বলিত এবং ওসব সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল। এদের মধ্যে কোনটি সম্পূর্ণ ত্রিপিটকের ভাষ্য, আবার কোনটি আংশিক ভাষ্য তা জানার অবকাশ নেই। বিভঙ্গের অর্থকথা (অট্ঠকথা) বা সম্মোহবিনোদিনী গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন : "আমি প্রাচীন অট্ঠকথা সমূহ হতে সার চয়ন করে (পোরান অট্ঠ্কথানং সারং আদায়) ইহা রচনা করেছি।" এতে মনে হয় মহাচার্য বুদ্ধঘোষ সুবৃহৎ ত্রিপিটকের ভাষ্য রচনা করে তাঁর পক্ষে সত্যিই অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু বুদ্ধঘোষ তাঁর অতুলনীয় মেধা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে চুম্বকের মতো বুদ্ধ বচনগুলো চয়ন করে পালি 'অট্ঠ্কথা সাহিত্য' রচনা করেন। পূর্বোক্ত সাতটি অর্থকথা (অট্ঠকথা) তিনি যত্নসহকারে অধ্যয়ন, আলোচনা এবং গবেষণা করে তাতে বিধৃত তত্ত্ব সুবিন্যস্ত করে তোলেন তাঁর লেখনীতে। প্রাচীন অর্থকথাবিদ্দের কর্মধারার সমালোচনা করে ভবিষ্যৎ পণ্ডিত সমাজের নিকট তিনি একটি অভিনব পর্বের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তারপর সেই প্রাচীন অট্ঠ্কথা বিশ্লেষণ, প্রসারণ এবং ভাষার লালিত্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধশালী ভাষ্যগ্রন্থগুলো রচনা করেন। তাঁর সাহিত্য শৈলীর মাধ্যমে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার প্রয়াসে তিনি প্রাচীন অর্থকথাকারদের চিন্তাভাবনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন অথবা আমূল পরিবর্তন করেননি। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোকে পরম সহিষ্ণুতাও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁর পূর্বসূরিগণ যে অবদান রেখে গিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেকে তাদের পথিকৃৎ বলে উল্লেখ করেছেন।

আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর অর্থকথা (অট্ঠকথা) সাহিত্যে স্বাভাবিক ও প্রচলিত লিখনরীতি অবলম্বন করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ সংঘের কাণ্ডারীগণ যেভাবে ত্রিপিটকের ভাষ্য রচনা করে এসেছেন, তিনি সে ঐতিহ্যগত ধারা অক্ষুণ্ন রেখে বুদ্ধবাণী পরিবেশনায় একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ সম্পাদক। প্রতিটি ভাষ্যে তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর রচিত অর্থকথাগুলোর নিম্নোক্ত বিবরণে ভাষ্যকার এবং টীকাকার বুদ্ধঘোষের সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

১। ঞাণোদয়ং - মহাবংসে উল্লিখিত হয়েছে বুদ্ধঘোষ সিংহল গমনের প্রাক্কালে তাঁর আচার্য রেবত মহাথেরোর সান্নিধ্যে ঞাণোদয়ং এবং অত্থসালিনী রচনা করেন। ঞাণোদয়ং একটি দার্শনিকতত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রন্থ। এর মধ্যে দর্শনের কোন কোন বিষয় আলোচিত হয়েছিল তা জানা নেই। কারণ এই গ্রন্থটি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। খুব সম্ভব 'বিসুদ্ধিমগ্‌গো' গ্রন্থে তার বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছিল বলে তা সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা তেমন দেখা দেয়নি।

২। অত্থসালিনী – অভিধম্ম পিটকের সপ্তগ্রন্থের এটি প্রথম গ্রন্থ ধম্মসঙ্গনীর অট্‌ঠকথা। অত্থসালিনী বুদ্ধঘোষের দ্বিতীয় ভাষ্যগ্রন্থ। জম্বুদ্বীপে অবস্থানকালে এই অট্‌ঠকথা রচিত হয়। কিন্তু এতে সমন্তপাসাদিকার বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি দৃষ্টে জি. পি. মললসেকের মনে করেন যে, বিনয়ের অট্‌ঠকথা সমন্তপাসাদিকা রচনা সমাপ্ত করেই অত্থসালিনী লিখিত হয়।১ শ্রীমতী রিস ডেভিডস বলেন, যদিও এই গ্রন্থ গয়াতে রচিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কায় অধ্যয়ন শেষ করে তিনি তা পুনরায় রচনা করেন। এডওয়ার্ড মূলারের সম্পাদনায় পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক অত্থসালিনী প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী রিস্ ডেভিডস্ ও অধ্যাপক পি মঙটিন অত্থসালিনীর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

৩। বিসুদ্ধিমগ্‌গো - বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগ্‌গো) খুব সম্ভব বুদ্ধঘোষের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা বৌদ্ধদর্শনের বিশ্বকোষ জাতীয় একটি গ্রন্থ। সিংহল গমন করে অন্যান্য টীকা রচনার পূর্বে বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচনা করেন। কোন প্রেক্ষিতে বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচিত হয়েছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। একটি মাত্র গাথার টীকা রচনা করতে গিয়ে সুবৃহৎ বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচিত হয়েছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। একটি মাত্র গাথার টীকা রচনা করতে গিয়ে সুবৃহৎ বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচিত হয়েছে সুতরাং বিসুদ্ধিমগ্‌গো একটি অট্‌ঠকথা বা ভাষ্যগ্রন্থ। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থের টীকা নয়। সম্পূর্ণ তিপিটকের সার চয়ন করে ইহা রচিত হয়। তাই বিসুদ্ধিমাগ্‌গোকে তিপিটকের একখানি সংক্ষিপ্ত সহায়ক গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম পিটকের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় সমূহই এই পুস্তকে সংগৃহীত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তিপিটকেও নিপুণতা লাভ সক্ষম হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এম. উইন্টার নিচ্ লিখেছেন : "খুব সম্ভব তাত্ত্বিক এবং বৌদ্ধদর্শনের তথ্যসমৃদ্ধ বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং অট্‌ঠকথা সমূহ বুদ্ধঘোষকে একজন মহান দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" সুমঙ্গলবিলাসিনীর অট্‌ঠকথায় বিসুদ্ধিমগ্‌গো সম্বন্ধে

নিম্নোক্ত সুচিন্তিত মন্তব্য দেখা যায় : ‘শীলের ধরন, ধুতধম্ম, কর্মস্থানসহ চর্যাবিধান, ধ্যান, সমাপত্তির ক্ষেত্র, সমস্ত অভিজ্ঞান, তাৎপর্যপূর্ণ ন্যায়, মার্গ এবং বিদর্শন ভাবনা প্রভৃতি বিসুদ্ধিমগ্‌গে সুবিন্যস্ত আছে।”

মহাভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ শ্রীলঙ্কার মহাবিহারে অবস্থানকালে বিহারাধ্যক্ষ ও ভিক্ষুসংঘের মনোরঞ্জনের ফলে সিংহলাধিপতি মহানামের আনুকূল্য লাভ করে ত্রিপিটক ও মহিন্দ রচিত প্রমুখ অট্‌ঠকথা মন্থন করে ত্রিপিটকে ভাষ্যও টীকা প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে তাঁর রচনার প্রথমেই বিনয় পিটক স্থান লাভ করেছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল ঃ

১। সমন্তপাসাদিকা – থেরো বুদ্ধসিরির অনুরোধে বুদ্ধঘোষ সমন্তপাসাদিকা শীর্ষক অট্‌ঠকথাটি রচনা করেন। বিনয় পিটকের ভাষ্য গ্রন্থ সমন্তপাসাদিকা। পালি সাহিত্যের ইহার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বুদ্ধঘোষ মনে করতেন, “বিনয় হচ্ছে বুদ্ধশাসনের মূলভিত্তি”। বিনয় পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৈনিক চর্যা থেকে শুরু করে নৈতিক চরিত্র গঠনের নিয়ম-নীতি, আচার, শীল, ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তৎকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানের পক্ষে এই গ্রন্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমন্তপাসাদিকাই মনে হয় সর্বপ্রথম চীনা ভাষায় অনূদিত হয় ৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ইহার অনুবাদক ছিলেন প্রখ্যাত সংঘভদ্র থেরো।

২। কঙ্‌খাবিতরণী – বুদ্ধঘোষ সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিনয়ের অন্তর্গত পতিমোক্‌খ গ্রন্থের অট্‌ঠকথা কঙ্খাবিতরণী রচনা করেন। বৌদ্ধসংঘের অবশ্য পালনীয় নৈতিক আচরণ বিষয়ে এই ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে ২২৭ শীলের বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পক্ষে এইগুলো সহজে কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত করা সম্ভব। বর্তমানে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) এই গ্রন্থ খুবই জনপ্রিয়। থেরো সোম-এর অনুরোধে এই অট্‌ঠকথা রচিত হয় বলে অনুমিত হয়।

বুদ্ধঘোষ শুধু বিনয় পিটকের উপর ভাষ্য রচনা করে ক্ষান্ত ছিলেন না। সুত্তপিটকের ওপরও তিনি অট্‌ঠকথা লিখেছেন। সুত্তপিটকের ওপর ভিত্তি করে তিনি যে সকল ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সেগুলি হলো :

ক। সুমঙ্‌গলবিলাসিনী – এটি সুত্ত পিটকের অন্তর্গত দীর্ঘ নিকায়ের অর্থকথা। সংঘথেরো দাটার প্রেরণা ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধঘোষ ইহা রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত : সীলক্‌খন্ধ, মহাবগ্‌গ এবং পথেয়্য বা

পটিকবগ্‌গ। সুমঙ্গলবিলাসিনীর আলোকে প্রাচীনকালের খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বৈরাগ্য জীবন সুফল ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্যবিষয় অর্হত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি সচল ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র শুধু এতে তুলে ধরা হয়নি, ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সাথে তুলনামূলক আলোচনা এবং উন্নত চরিত্র সম্পন্ন গৃহীদের সঙ্গে সাধারণ গৃহীদের পার্থক্যও এখানে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বুদ্ধের সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক ইতিহাস জানার পক্ষে এটি একমাত্র গ্রন্থ। এই অট্‌ঠকথার ভাষ্য সরল এবং বর্ণনার মাধুর্য হৃদয়গ্রাহী।

খ। পপঞ্চসুদনী – বুদ্ধমিত্ত থেরোর প্রেরণা এবং অনুরোধে আচার্য বুদ্ধঘোষ এই অট্‌ঠকথা রচনা করেন। এটি মজ্‌ঝিম নিকায়ের ভাষ্যগ্রন্থ। পপঞ্চসুদনী তিনভাগে বিভক্ত। মূলপঞ্‌ঞাস, মজ্‌ঝিম পঞ্‌ঞাস এবং উপরিপঞ্‌ঞাস।

গ। সারত্থপকাসিনী – এটি সংযুক্ত নিকায়ের অট্‌ঠকথা। ভদন্ত জ্যোতিপাল থেরোর প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে বুদ্ধঘোষ কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রণীত হয়।

ঘ। মনোরথ পূরণী – এই গ্রন্থটি অঙ্গুত্তর নিকায়ের একটি অট্‌ঠকথা। ভদন্ত থেরোর প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে এটি রচিত হয়। এতে এগারটি বিভাগ আছে, যেমন - একনিপাত, দুকনিপাত, তিকনিপাত ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যদের জীবন সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। এছাড়াও বুদ্ধ কোন স্থানের বিহারে কত ত্রৈমাসিক ব্রত (বর্ষাবাস) উদ্‌যাপন করেছেন তার একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে এতে।

ঙ। খুদ্দক নিকায়ের অট্‌ঠকথা – বুদ্ধঘোষ খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ধম্মপদ, জাতক, খুদ্দকপাঠো এবং পুত্তনিপাতের ওপরও অট্‌ঠকথা প্রণয়ন করেছেন।

(১) ধম্মপদ – মনোরম ছন্দে লেখা ধম্মপদ একটি কাব্যগ্রন্থ। এটির টীকা ধম্মপদট্‌ঠকথা মূল সিংহলী অট্‌ঠকথা থেকে বুদ্ধঘোষ মাগধী ভাষায় অনুবাদ করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, বুদ্ধঘোষ এটির রচয়িতা নন। কারণ তাঁর রচিত অন্যান্য অট্‌ঠকথা গ্রন্থের তুলনায় এটির ভাষ্য সহজ এবং অনাড়ম্বর। বস্তুতঃপক্ষে বিষয়বস্তুর বৈগুণ্যে এটির রচনাশৈলী পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। এসম্বন্ধে ডক্টর মুলারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : “সদ্ধম্ম রচনাবলির উপপ্রচ্ছদের পরবর্তী পৃষ্ঠাতে লেখা আছে – ‘বিপুল বিসুদ্ধ বুদ্ধিনা বুদ্ধঘোসোতি গুরুহিগহিতা নামধ্যয়েন কতায়ং ধম্মপদস্‌সট্‌ঠ বণ্ণনা’ – এই ধম্মপদট্‌ঠকথা প্রখ্যাত এবং দক্ষ প্রজ্ঞাবান বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়।” এতে প্রমাণিত হয় যে মহা ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ এটির

রচনা করেন। ডক্টর মললসেকের-এর মতে সিংহলরাজ সিরিনিবাস এবং অমাত্য মহানিগমের অনুরোধে বুদ্ধঘোষই ধম্মপদের ভাষ্য রচনা করেন। উক্ত সিরিনিবাস নিঃসন্দেহে রাজা মহানাম। ধম্মপদট্‌ঠ্‌কথার ভূমিকায় বুদ্ধঘোষ নিজে লিখেছেন : "তিনি ইতস্ততভাবে প্রাপ্ত উপকরণ ও সিংহলী অট্‌ঠকথার সাহায্যে ধম্মপদট্‌ঠকথা মাগধী ভাষায় রচনা করেন। জনৈক কুমার কস্‌সপ থেরোর অনুরোধে তিনি এটি রচনা করেন।"

(২) জাতকট্‌ঠকথা – জাতকের অর্থকথা হলো জাতকট্‌ঠকথা। মহীসাসক বা মহীশাসক সম্প্রদায়ের অথদস্‌সী থেরো, বুদ্ধমিত্ত থেরো এবং বুদ্ধদেব থেরোর অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন বুদ্ধঘোষ। এই জাতকট্‌ঠকথা মহাবিহারস্থ সংঘের নিরীক্ষিত গ্রন্থ। এতে অনুমিত হয় যে, সে সময়ে মহাবিহার এবং মহীসাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন বিষয় সম্পর্ক ছিল না। এই গ্রন্থে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনী পাওয়া যায় এবং বোধিসত্ত্ব কর্তৃক ত্রিংশ পারমী পূরণের মনোজ্ঞ বিবরণ আছে।

(৩) পরমত্থজোতিকা – খুদ্দকপাঠো এবং সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকথা হলো পরমত্থজোতিকা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বুদ্ধঘোষ এই গ্রন্থ রচনা করেন। ২ কতিপয় গবেষক মনে করেন, মহাভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ কর্তৃক এটি রচিত হয়নি। একই নামের অন্য এক ভাষ্যকার এটি রচনা করেন। কিন্তু এই অভিমতের পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আচার্য বুদ্ধঘোষ সপ্তখণ্ড অভিধম্ম পিটকের অট্‌ঠকথা বা ভাষ্য রচনা করেছেন। জনৈক বুদ্ধঘোষের অনুরোধক্রমে তিনি অভিধম্ম পিটকান্তর্গত গ্রন্থগুলির ভাষ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এইগুলির মধ্যে আছে :

১. অত্থসালিনী – এই অট্‌ঠকথা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে।
২. সম্মোহবিনোদিনী – এটি হলো বিভঙ্গের ভাষ্যগ্রন্থ।
৩. ধাতুকথাপকরণট্‌ঠকথা – এটি ধাতুকথা গ্রন্থের ভাষ্য।
৪. পুগ্‌গলপকরণট্‌ঠকথা – এটি পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি গ্রন্থের অট্‌ঠকথা।
৫. কথাবত্থুপকরণট্‌ঠকথা – এটি কথাবত্থু গ্রন্থের অট্‌ঠকথা।
৬. যমকপরকরণট্‌ঠকথা – এটি যমক গ্রন্থের অট্‌ঠকথা।
৭. পট্‌ঠানপকরণট্‌ঠকথা – এটি অভিধম্ম পিটকের অন্তর্গত সর্বশেষ গ্রন্থ পট্‌ঠান শীর্ষক গ্রন্থের অট্‌ঠকথা।

এছাড়া বুদ্ধঘোষ 'পিটকত্তয়টঠকথা' নামে অভিধম্ম পিটকের আরও একখানি টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো – পরবর্তী টীকাগ্রন্থে সব সময় পূর্ববর্তী টীকাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই মর্মেই বিশুদ্ধিমার্গ বা বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেকটি অট্ঠকথায় পরিদৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত অট্ঠকথা ছাড়া বুদ্ধঘোষের আরও কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ 'সাসনবংস গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সবের মধ্যে 'পিটকত্তয় লক্খণগন্ধ' এবং সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'পদ্যচূড়ামণি' উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাব্যছন্দে লিখিত 'পদ্যচূড়ামণি' একটি মহাকাব্য জাতীয় গ্রন্থ। ছয়শত চল্লিশটি সংস্কৃত শ্লোক সমন্বিত এই কাব্যগ্রন্থে দশটি অধ্যায় রয়েছে। তাতে বুদ্ধজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধঘোষ শুধু পালি এবং সিংহলী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি শীর্ষক গ্রন্থের কাহিনী স্মর্তব্য। শ্রীলঙ্কা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় বুদ্ধঘোষকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়েছিল।

বুদ্ধঘোষের কর্মের মধ্যেই তাঁর আলোকসামান্য প্রতিভার বিকাশ। তাঁর প্রতিভা এবং দার্শনিক অবদান নির্দ্ধারণ করতে হলে তাঁর রচিত অট্ঠকথা গ্রন্থসমূহই যথেষ্ট। সুতরাং সামাজিক, ধর্মীয় এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, বুদ্ধদত্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদির সন্ধান তাঁর কর্মের মধ্যেই পাওয়া যায়। সাহিত্যিক বুদ্ধঘোষের মূল্যায়ন করার সময় শ্রীমতী রিস ডেভিডস লিখেছেন : "বুদ্ধঘোষের রচনা অপুষ্ট ও অপরিণত হলেও তা বিশেষ অর্থদ্যোতক এবং ঐতিহাসিক তথ্যের খনি, তা পাঠ না করলে বৌদ্ধদর্শনের সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা অসম্ভব।" বিমলা চরণ লাহার বক্তব্য : "বুদ্ধঘোষের কর্ম তাঁর নিজের মনের উৎকর্ষসাধন করেছে এবং প্রাচীন চিন্তা-ভাবনাকে বিশ্লেষণ ও পরিব্যাপ্ত করেছে।" আর. সি. চাইল্ডরস্ মনে করেন : "তাঁর অধিকাংশ অট্ঠকথা যেন তিপিটকের মতো প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক উপকরণ সমৃদ্ধ ; ঐতিহ্যগত অনুভূতি এবং বর্ণনার বিচিত্র ছটায় পরিপূর্ণ, যা প্রাচীন ভারতের সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান বিতরণ করে।" বুদ্ধঘোষ বুদ্ধবাণী তথা বৌদ্ধদর্শনকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন। এই বিন্যস্ত করণের মধ্যে যুক্তিতর্ক এবং বিচারের মাধ্যমে জটিল তত্ত্বকে সহজবোধ্য করে তুলেছেন তিনি। তাতে তাঁর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থের রচনাকাল

পালি ভাষায় রচিত বিসুদ্ধিমগ্‌গো বা বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তার সূত্রপাত করা হয়েছে। সিংহলী ইতিবৃত্ত মহাবংসের 'সপ্তত্রিংশ অধ্যায়' ধম্মকীত্তি থেরো কর্তৃক সংযোজিত। এই অধ্যায় গ্রন্থটিতে সংযুক্ত করে থেরো ধম্মকীত্তি মহাভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত অথচ যথার্থ পরিচয় উপস্থাপন করেছেন, তজ্জন্য তাঁর কাছে পালি সাহিত্যের গবেষকবৃন্দ তথা সাহিত্যামোদীগণ ঋণী থাকবেন। তিনি বুদ্ধঘোষের একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করে দিয়েছেন। সিংহলের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মহানাম খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমপাদে (৪১২-৪৩৪) রাজারূপে অভিষিক্ত হন এবং দীর্ঘ বাইশ বৎসর ধরে অতি দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর রাজত্বকালেই প্রখ্যাত অট্‌ঠকথাকার ভদন্তাচরিয় বুদ্ধঘোষ শ্রীলঙ্কায় গমন করেন। এর অব্যবহিত পরেই বিসুদ্ধিমগ্‌গো ও অন্যান্য (অট্‌ঠকথা) অর্থকথা প্রণয়নকার্য সম্পন্ন করেন।

ভারতবর্ষে পালি সাহিত্য যখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জমান, তখন দার্শনিক ও সাহিত্যিক বুদ্ধঘোষের সঠিক সময় নির্দ্ধারণ করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। থেরো ধম্মকীত্তি আচার্য বুদ্ধঘোষের যে সময় নির্ণয় করে গিয়েছেন তার সমর্থন বুদ্ধঘোষের অর্থকথা (অট্‌ঠকথা) গুলোর মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি নিজেই সমন্ত পাসাদিকায় লিখেছেন : "আমি মহানিগম স্বামীর নির্মিত প্রাসাদে অবস্থানকালে পূতচরিত বুদ্ধসিরি মহাথেরোর অনুরোধে সমন্তপাসাদিকার ভাষ্য রচনায় যখন আত্মনিয়োগ করি, তখন সিংহলরাজ সিরিনিবাসের (মহানামের) গৌরবময় রাজত্বের বিংশতি বৎসর এবং তা সমাপ্ত করি একবিংশতি বৎসর সময়ে"।

বুদ্ধঘোষ মিলিন্দ প্রশ্ন (মিলিন্দপঞ্‌হা) সম্বন্ধে সম্যক পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং অন্যান্য কয়েকটি অর্থকথা (অট্‌ঠকথা) গ্রন্থে মিলিন্দ প্রশ্ন (মিলিন্দপঞ্‌হা) গ্রন্থের অনেক উপমা দেখা যায়। তা টি. ডব্লু রিস ডেভিডস্ এর দু'টো উক্তি থেকে আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে : মহাপরিনিব্বান সুত্তে (৬ষ্ঠ, ৩) এবং অপরটি হচ্ছে দীর্ঘনিকায়ের অম্বট্ঠ সুত্তে। এই দুটি সুত্তে বুদ্ধঘোষ তাঁর অট্‌ঠকথায় রাজা মিলিন্দ ও থেরো নাগসেনের কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধঘোষের পূর্ববর্তী কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মিলিন্দ পঞ্‌হা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। উল্লিখিত সমীক্ষায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধঘোষ মিলিন্দপঞ্‌হা থেকে তাঁর অট্‌ঠকথা সমূহে যা উল্লেখ করুন না কেন, থেরো ধম্মকীত্তি নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ববর্তীকালের বলেই ধরে নেওয়া যায়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে

বুদ্ধঘোষ জীবিত ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বকোষ বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং অন্যান্য অট্‌ঠকথা সমূহ রচিত হয়। অধ্যাপক পি মঙটিন এর মতে : "বুদ্ধঘোষের প্রখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ বিসুদ্ধিমগ্‌গো খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত হয়।" ডক্টর পি. বি. বাপত বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়ে বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং চতুর্নিকায়ের ওপর অট্‌ঠকথা রচনা করেন। তিনি সিংহলরাজ মহানামের সমসাময়িক। মহানাম ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীলঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৯৬৫ বৎসর পরে অট্‌ঠকথাকার বুদ্ধঘোষ সিংহল গমন করেন এবং বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে। উক্ত আলোচনা থেকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ৪২২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়ে থাকবে। বিসুদ্ধিমগ্‌গো এছাড়া শাসনবংশ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত অনুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৯৩০ বৎসর পরে ব্রহ্মদেশের রাজা সান-লান ক্রমের রাজত্বকালে বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচনা করেন। শ্রীমতী রিস্ ডেভিডস্ মনে করেন : "আমরা জানি অট্‌ঠকথাগুলি বিভিন্ন সময়ের নানা নিকায়ের মাধ্যমে বিভিন্নস্থানে সাহিত্যিকরূপ লাভ করে আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হয়েছিল। সে অট্‌ঠকথাগুলি বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে মাগধী ভাষায় রূপদান করেন।"

আচার্য বুদ্ধঘোষের সময় এবং মহাভাষ্য বিসুদ্ধিমগ্‌গো এর রচনাকাল সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পণ্ডিতের উক্তির আলোকে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধঘোষ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে সিংহল গমন করেন এবং সংঘপাল মহাথেরোর নিকট থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম ও সিংহলী অট্‌ঠকথা সম্বন্ধে আদ্যন্ত জ্ঞান লাভ করেন। পরে বুদ্ধমিত্ত মহাথেরোর নিকট সিংহলী অট্‌ঠকথা – মহাট্‌ঠকথা, মহাপচ্চরি ও কুরুণ্ডি অট্‌ঠকথা অধ্যয়ন করেন। এর অব্যবহিত পরেই মহাবিরাদিপতি সংঘপাল মহাথেরোর নিকট তাঁর গ্রন্থাগারে প্রবেশের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থ রচনা করেন। বুদ্ধঘোষ রা মহানামের রাজত্বের বিংশতি থেকে একবিংশতি বৎসর সময়ে সমন্তপাসাদিকা রচনা করেন। মহানামের রাজত্বকাল ৪১২-৪৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ সমন্তপাসাদিকার রচনাকাল ৪১২ + ২১ = ৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ। এটির এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৪৩২ খ্রিস্টাব্দে বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচিত হয়েছিল। কারণ শ্রীলঙ্কায় অবস্থানকালে বুদ্ধঘোষের প্রথম রচনা হলো বিসুদ্ধিমগ্‌গো। এই গ্রন্থের পরেই অন্যান্য অট্‌ঠকথাগুলি বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়েছিল।

বিশুদ্ধিমার্গ এবং বিমুক্তিমার্গ : তুলনামূলক আলোচনা

শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধন বৌদ্ধ জীবন পদ্ধতির আত্মিক এবং মৌলিক তত্ত্ব। বৌদ্ধ ধর্মের সূচনাকাল থেকেই এই পদ্ধতি বিদ্যমান। বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ বিভিন্ন রীতিতে এই পদ্ধতির প্রচার এবং প্রসার করে আসছেন। তন্মধ্যে সমাধি বা ধ্যানানুশীলনের ঐতিহ্য আচার্য এবং শিষ্য পরম্পরা অনুক্রমে শত শতাব্দীকাল থেকে প্রচলিত হয়ে এসেছে। তিপিটক বা ত্রিপিটক সাহিত্যের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই রীতি উৎকলিত ও আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং দুরূহ। সাধারণের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। তাই পরবর্তীকালে ধ্যানার্থীদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করে রচিত হয়েছে সাধনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ম্যানুয়াল বা সারগ্রন্থ। এইরূপ বিখ্যাত দুইটি ম্যানুয়াল হলো বুদ্ধঘোষ কৃত বিসুদ্ধিমগ্‌গো (বিশুদ্ধিমার্গ) এবং ভদন্ত উপতিষ্য রচিত বিমুত্তিমগ্‌গো (বিমুক্তিমার্গ)। এই দুইটিই বৌদ্ধ ধর্মের কোষ জাতীয় গ্রন্থ। বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচিত হয় শ্রীলঙ্কায়, আর বিমুত্তিমগ্‌গো রচিত হয় ভারতবর্ষে। একই ভারতের দুই বিশ্ব বিশ্রুত পণ্ডিতের উক্ত গ্রন্থদ্বয় বৌদ্ধ দর্শনকে কেন্দ্র করে রচিত। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দুইটি গ্রন্থের মধ্যে সংখ্যা ও নম্বরসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় উভয় গ্রন্থের মূল প্রীতিপাদ্য বিষয় একই উৎসমূল থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তা সত্ত্বেও অধ্যাপক এম. নাগাই বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং চৈনিক ভাষায় অনূদিত পালি বিমুত্তিমগ্‌গো'র বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করেছেন। শ্রী নাগাই দীপবংসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, বিমুত্তিমগ্‌গো খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ। খ্রিস্টিয় ৫০৫ অব্দে কম্বোডিয়ার (ফুনান) জনৈক সংঘপাল থেরো গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি মধ্যভারত পর্যটনান্তে চীনে গিয়ে দীর্ঘ পনের বৎসর অবস্থান করেন। তাঁর আচার্য গুণভদ্র শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহুদেশ পর্যটন করেন। এই সময়ে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে তিনি বিমুত্তিমগ্‌গোও সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু ডক্টর মললসেকের সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে, বিমুত্তিমগ্‌গো ঐসব গ্রন্থের সঙ্গে ছিল কি না জানা যায় না। ইহা মূলত মধ্য ভারতীয় অথবা কম্বোডিয়ার কি না তাও সংশয়াতীত নয়। তবে ইহার কয়েকটি বিষয়ে মহাযান মতবাদের যে প্রভাব আছে তা স্পষ্ট।

অধ্যাপক এম, নাগাই'র মতে, দুইটি গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাদৃশ থাকলেও এদেরকে একীভূত করা যায় না। তিনি নিম্নোক্ত চারটি যুক্তির ভিত্তিতে বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং বিমুক্তিমগ্‌গোর মধ্যে রচনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

(ক) বুদ্ধঘোষের হাতে উপতিষ্য রচিত বিমুত্তিমগ্‌গো ছিল। তার ভিত্তিতেই তিনি বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের একটি কাঠামো নির্মাণ করেন এবং নিজস্ব মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে তা বিস্তার করেন।

(খ) বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গো উপতিষ্যের হাতে ছিল। তিনি ইহার কতেকাংশ বাদ দিয়ে তাঁর নিজ নিকায়ের কিছু নূতন দর্শন সংযোগ করে বিমুত্তিমগ্‌গো রচনা করেন।

(গ) উভয় গ্রন্থই কোন একটি প্রাচীন উৎস তথা অর্থকথা (অট্‌ঠকথা) সমূহ হতে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয়েছিল এবং রচনার সময় নিজস্ব নিকায়ের দার্শনিক তত্ত্ব সংযোজন করা হয়।

(ঘ) উপতিষ্যের বিমুত্তিমগ্‌গোর কয়েকটি প্রধান অংশ বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গো–এর পূর্বে রচিত হয়েছিল এবং কিছু অংশ পরবর্তী সময়ে চৈনিক অনুবাদক সংঘপাল থেরো কর্তৃক সংযোজিত হয়।

তবে ডক্টর মললসেকের ও অধ্যাপক এম. নাগাই একমত পোষণ করে বলেছেন : “বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গো সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা বলে যেখানে স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত, সেখানে উপতিষ্যের বিমুত্তিমগ্‌গোর ‘ ইহা একটি পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচিত সংস্করণ’ বলার কোন সঙ্গত কারণ নেই। যদি মনে করা হয় যে মধ্য-ভারত এবং অন্যান্য থেরবাদ দেশ ভ্রমণান্তে গুণভদ্রের আনীত গ্রন্থগুলির ফলস্বরূপ বিমুত্তিমগ্‌গোর আত্মপ্রকাশ, তা'হলে সমস্যার সমাধান করা যায়। উভয় গ্রন্থই একটি মূল উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছে। যদিও বুদ্ধঘোষ সিংহলী অর্থকথা (অট্‌ঠকথা) অধ্যয়নের জন্য সিংহল গমন করেছিলেন, তথাপি ভারতে কিছু অর্থকথার অস্তিত্ব তখনও ছিল।” যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তবে বিমুত্তিমগ্‌গো ভারতবর্ষে সৃষ্ট বিভিন্ন নিকায়ের বিস্তৃতিতে চীন দেশে আনীত হয়েছিল এবং প্রথাগতভাবে ইহার অধ্যয়ন হয়েছিল। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং বিমুত্তিমগ্‌গো কম বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন সাহিত্য সৃষ্টি এবং উভয় গ্রন্থই থেরবাদী চিন্তাধারায় পুষ্ট। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক এম. নাগাইর তৃতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য। দুইটি গ্রন্থের একটি আত্মিক নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ইহাদের মূল উৎস অভিধম্মের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে নিহিত

আছে। বুদ্ধঘোষ অভিধম্ম থেকে আবৃত্তি শুনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অধ্যয়নের মূলবিষয় ছিল অভিধম্ম এবং 'ঞানোদয়' তাঁর প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ।

সুতরাং এই দুই গ্রন্থের তত্ত্বকথা এবং তার উপস্থাপনা বিষয়ে সংক্ষেপে তুলনামুলক আলোচনা অপরিহার্য। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এই সুপ্রসিদ্ধ কোষগ্রন্থদ্বয়ের তুলনার্থক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযোজিত হলো দুই গ্রন্থকর্তার স্বতন্ত্র মানসিকতা পারিপার্শ্বিকতা এবং লিখনশৈলী অনুধাবন করতে।

আচার্য বুদ্ধঘোষ-এর শ্রীলঙ্কা গমনের সময় নির্ণিত হয়েছে ৪২২ খ্রিস্টাব্দ। তিনি ছিলেন সিংহলরাজ মহানামের সমসাময়িক। মহানাম সিংহাসনে আরোহণ করেন ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের রচনাকালও এই সময় বলে নির্ণয় করা যায়। কারণ শ্রীলঙ্কা গমনের অব্যবহিত পরেই বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচিত হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বিসুদ্ধিমগ্‌গো মূলত ধ্যানাচার্যদের জন্যে ধ্যান সম্পর্কিত জটিলতত্ত্ব ও দূরভিজ্ঞেয় বিষয়সমূহের বিষয়সূচি সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ সারগ্রন্থ বা ম্যানুয়াল এবং তথ্যনির্দেশন সহায়ক। বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের বিষয়বস্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়েও বিমুত্তিমগ্‌গো–এর সঙ্গে ইহার তুলনামূলক আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো : এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু তেইশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সীল বিসুদ্ধি বা শীল বিশুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর শীল, শীল পালনের উপযোগিতা, প্রকারভেদ এবং বিশুদ্ধির জন্যে ধূতাঙ্গ নির্দেশ সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় থেকে একাদশ এই নয়টি অধ্যায়ে ধ্যান পদ্ধতি বিশ্লেষিত এবং চল্লিশ প্রকার কর্মস্থানের অন্যতর কর্মস্থানের উন্নতি বিধানের মাধ্যমে ইহা অধিগমের নির্দেশ আছে। গ্রন্থের তৃতীয় অংশে বিবৃত হয়েছে প্রজ্ঞা বা 'পঞ্ঞা'। ইহার সঙ্গে সংযোগ বিধান ব্যতীত কোন কর্মস্থানই ফলপ্রসূ হতে পারে না। ধ্যান হলো 'আপাথ' বা ফোকাসের আতিশর্য এবং গভীরতা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ এবং একাগ্রচিত্ততা। বৌদ্ধধর্ম শুধু সমাধি (সমথো বা শমথ) ভাবনা শিক্ষা প্রদানের দাবিদার নয়। বরং বিপস্‌সনা বা বিদর্শন উন্নয়নে চত্তারি অরিয়সচ্‌চানি বা চারি আর্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করা ইহার বিশিষ্টতা। চতুর্দশ হতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত পঞ্ঞা বা প্রজ্ঞার তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্দশ হতে ষোড়শ অধ্যায় পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং পৃথকভাবে উপাদান বা অঙ্গসমূহ বর্ণিত এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিকল্প দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা চারি আর্যসত্য ষোড়শ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত আছে।

পটিচ্চসমুপ্পাদ বা প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিতে জীবের উৎপত্তি এবং নিরোধ পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে ষোড়শ এবং উনবিংশ অধ্যায়ে। এই বিভাগটি খুবই বিস্তৃত। ফলে মধ্যখানে তত্ত্বের মূলভাব হারিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এখান থেকে যোগী তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য আয়ত্ত করতে পারেন। সামগ্রিক ধ্যান কৌশল বিস্তারিতভাবে এখান থেকে আয়ত্ত করা যায়। বস্তুতপক্ষে অষ্টাদশ অধ্যায় হতে একবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচিত বিষয় হলো যোগীর ব্যবহারিক জীবন প্রণালী। পূর্বোক্ত প্রজ্ঞার (পঞ্ঞা'র) তাত্ত্বিক তথা পুঁথিগত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ বিধি এখানে বিবৃত হয়েছে। যোগী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং ভাবনার ফল স্বরূপ ভবিতব্য কি তা অনুমান করতে পারেন। দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে চার লোকোত্তরমার্গ ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম লোকোত্তরমার্গ লাভ হলেই নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয় প্রথমবারের মতো। এই মুহূর্তে আর্যসত্য অর্থাৎ দুঃখ, দুঃখের মূল, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় বর্ণিত হয়। ধীরে ধীরে অপর তিন পটিপদা বা মার্গ অবলম্বন করে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়। সর্বশেষ ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে প্রজ্ঞা লাভের সুফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে আলোচিত হয়েছে ক্লেশক্ষয়, ফল সমাপত্তি, নিরোধ সমাপত্তি এবং দাক্ষিণেয়্য।

উপতিষ্য রচিত মূল বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থের কোন নিদর্শন এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেবল ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংঘপাল খেরো দ্বারা চীনা ভাষায় অনুদিত১ গ্রন্থই ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বর্তমানে এন, আর, এম, এহেরো এবং অন্যান্য কর্তৃক চীনা ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত বিমুত্তিমগ্গো পাওয়া যায়। অবসরপ্রাপ্ত টেলিগ্রাফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রয়াত উপাসক মহিম চন্দ্র বড়ুয়া ইহার বঙ্গানুবাদ করেছেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। অনুবাদ গ্রন্থটির মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

'সীল সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুত্তি চ অনুত্তরা,
অনুবুদ্ধা ইমে ধম্মা গোতমেন যসস্সিনা।' ২

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীল, শীলের শ্রেণিবিন্যাস এবং তৃতীয় অধ্যায়ে শীলবিশুদ্ধি তথা ধূতাঙ্গ সম্বন্ধে সরল বিশ্লেষণ আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সমাধির শ্রেণীবিন্যাস এবং পঞ্চম অধ্যায়ে কল্যাণমিত্র পর্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে কল্যাণমিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বিবিধ প্রকার চরিয়া বা চর্যার প্রকৃতি ও স্বরূপ। সপ্তম অধ্যায় আছে সমাধির জন্যে বিভিন্ন প্রকার কর্মস্থানের বিবরণ। অষ্টম অধ্যায়ে গ্রন্থের দীর্ঘতম অংশ। ইহার পাঁচটি অংশ রয়েছে। কিভাবে কর্মস্থানসমূহ সমাধিতে প্রয়োগ করা যাবে তার পূর্ণ

বিবরণ এখানে দেওয়া আছে। নবম অধ্যায়ে পঞ্চ ইদ্ধিবিজ্জা বা ঋদ্ধিবিদ্যা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাধির সুফল হিসেবে এই ঋদ্ধিবিদ্যা লাভ করা যায়। দশম অধ্যায়ে প্রজ্ঞার সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে। একাদশ অধ্যায় দুই অংশে বিভক্ত। পঞ্চ উপায় এবং যে প্রজ্ঞার প্রভাবে অবিদ্যান্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে তৃষ্ণা বিমুক্তির মাধ্যমে অরিয়া পঞ্‌ঞা বা আর্যপ্রজ্ঞা লাভের সহায়ক এবং তাঁর সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। দ্বাদশ অধ্যায় দুই অংশে বিভক্ত। এতে বিশুদ্ধির মাধ্যমে সত্যসমূহ জ্ঞাত এবং জ্ঞানের পূর্ণতার মধ্যদিয়ে চরম প্রাপ্তি অর্হত্বে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থের সূচনাপর্বে উল্লিখিত শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এবং বিমুক্তি সম্বন্ধে আলোচনাই উক্ত অধ্যায়সমূহের মূলবক্তব্য বিষয়।

নিচের সূচিপত্রের মাধ্যমে বিসুদ্ধিমগ্‌গো এবং বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিসুদ্ধিমগ্‌গ'র অধ্যায়	**বিমুত্তিমুগ্‌গ'র অধ্যায়**
প্রথম অধ্যায় শীল নিদ্দেস	১. ভূমিকা সম্বলিত অধ্যায়।
	দ্বিতীয় অধ্যায় সীল পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় অধ্যায় দুতঙ্গ নিদ্দেস	২. তৃতীয় অধ্যায় ধুতানি।
	চতুর্থ অধ্যায় সমাধি পরিচ্ছেদ।
তৃতীয় অধ্যায় কম্মট্‌ঠান গ্রহণ নিদ্দেস	পঞ্চম অধ্যায় কল্যাণমিত্ত পরিচ্ছেদ।
	৩. ষষ্ঠ অধ্যায় চরিয়া পরিচ্ছেদ।
	সপ্তম অধ্যায় কম্মট্‌ঠান পরিচ্ছেদ।
চতুর্থ অধ্যায় পঠবী কসিন নিদ্দেস	৪. অষ্টম অধ্যায় কম্মদারপরিচ্ছেদ প্রথম অংশ
	অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় অংশ
পঞ্চম অধ্যায় সেস-কসিন নিদ্দেস	৪. অষ্টম অধ্যায় কম্মদ্বারপরিচ্ছেদ প্রথম অংশ
অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় অংশ	
পঞ্চম অধ্যায় সেস-কসিন নিদ্দেস	৫. অষ্টম অধ্যায় তৃতীয় বংশ ১২১-১৩০ পৃ.
ষষ্ঠ অধ্যায় অসুভ নিদ্দেস	৬. অষ্টম অধ্যায় তৃতীয় অংশ ১৩১-১৩৯ পৃ.
নবম অধ্যায় ব্রহ্মবিহার নিদ্দেস	৭. অষ্টম অধ্যায় তৃতীয় অংশ ১৪০-১৫৪ পৃ.
দশম অধ্যায় আরূপ্প নিদ্দেস	৮. অষ্টম অধ্যায় চতুর্থ অংশ ১৫৬-১৭৯ পৃ.
একাদশ অধ্যায় সমাধি নিদ্দেস	৯. অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম অংশ ১৮১-১৯৩ পৃ.
দ্বাদশ অধ্যায় ইদ্ধিবিদ্ধা নিদ্দেস	১০.অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম অংশ ১৯৭-২০৬ পৃ.
	১১. অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম অংশ ১৯৭-২০৬ পৃ.

নবম অধ্যায় পঞ্চ অভিঞ্ঞা পরিচ্ছেদ।

বিসুদ্ধিমগ্গ'র অধ্যায়	বিমুত্তিমুগ্গ'র অধ্যায়
ত্রয়োদশ অধ্যায় অভিঞ্ঞা নিদ্দেস	১৩. নবম অধ্যায় পঞ্চ অভিঞ্ঞা পরিচ্ছে;
চতুর্দশ অধ্যায় খন্ধ নিদ্দেস	১৪. দশম অধ্যায় পঞ্ঞা পরিচ্ছেদ।
পঞ্চদশ অধ্যায় আয়তন নিদ্দেস	১৫. একাদশ অধ্যায় পঞ্চ উপায় পরিচ্ছেদ প্রথম অংশ ২৩৭-২৫৭ পৃ.
সপ্তদশ অধ্যায় পটিচ্চসমুপ্পাদ নিদ্দেস	১৬.একাদশ অধ্যায় দ্বিতীয় অংশ ২৬৯-২৮১
অষ্টাদশ অধ্যায় দিট্ঠি বিসুদ্ধি নিদেশ্বদস	১৭. একাদশ অধ্যায় প্রথম অংশ ২৫৯-২৬৭
উনবিংশ অধ্যায় কঙ্খাবিতরণ নিদ্দেস	১৮. দ্বাদশ অধ্যায় সচ্চ পরিচ্ছেদ।
বিংশতি অধ্যায় মগ্গামগ্গো ঞানদস্সন	প্রথম অংশ ২৮৩-২৮৫ পৃ.
বিসুদ্ধি নিদ্দেস	১৯.দ্বাদশ অধ্যায় প্রথম অংশ ২৮৬-২৯৬ পৃ.
একবিংশতি অধ্যায় পটিপদা ঞানদস্সন	২০. দ্বাদশ অধ্যায় প্রথম অংশ ২৮৮-২৯৩
বিসুদ্ধি নিদ্দেস	২১. দ্বাদশ অধ্যায়প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ২৯৪-৩০৪ পৃ.
দ্বাবিংশতি অধ্যায় ঞান দস্সন বিসুদ্ধি	২২. দ্বাদশ অধ্যায়প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ৩০৫-৩১০ পৃ.
ত্রয়োবিংসতি অধ্যায় পঞ্ঞাভাবনা	২৩. দ্বাদশ অধ্যায় দ্বিতীয় অংশ ১ ৩১১-৩৫৩।
আনিসংস নিদ্দেস	

উপরে বর্ণিত বিষয়সূচির মাধ্যমে গ্রন্থদ্বয়ের অধ্যায়সমূহের মধ্যে মোটামুটি একটা সমন্বয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। বিমুক্তিমার্গ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ বিসুদ্ধিমগ্গো-এর শেষ চার অধ্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, উভয় গ্রন্থ যেন একই মূল থেকে উৎসরিত হয়েছে। সেই উৎপত্তির মূল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বুদ্ধঘোষ তাঁর বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থে প্রায়শ উৎপত্তির অভ্রান্ত নির্দেশ, সঠিক উদ্ধৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে আলোচ্য বক্তব্যকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এ সকল যুক্তির মূল উৎসকে প্রাচীন প্রাধিকাররূপে আখ্যায়িত করা যায়। তন্মধ্যে বিভঙ্গ, পটিসম্ভিদামগ্গো, নিদ্দেস, পেটক, নিকায় সমূহের অট্ঠকথা অথবা প্রসঙ্গক্রমে পালি, পোরাণ, পুব্বাচরিয় বা অট্ঠকথা প্রভৃতি উল্লেখনীয়।

"বুত্তং হেতং" লিখে কখনো কখনো সরাসরি তিনি উৎস নির্দেশ করেছেন। উল্লেখ্য, উভয় গ্রন্থের মধ্যে এসকল উদ্ধৃতি, পাঠ নির্দেশ ও তথ্য নির্দেশের যথেষ্ট

মিল বা সামঞ্জস্য রয়েছে। ফলে প্রমাণিত হয় যে, উভয় গ্রন্থের উৎস হলো পালি, পোরাণ, পুব্বাচরিয়া বা অট্ঠকথাসমূহ। যেমন-

ক। আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং ভদন্ত উপতিষ্য তাঁদের কোষগ্রন্থে সুত্তপিটকের প্রথম চার নিকায়, বিভঙ্গ এবং পটিসম্ভিদামগ্‌গো হতে মূল গ্রন্থাংশ চয়ন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধঘোষ অনুস্‌সতি ইদ্ধিবিজ্জা বা নিরোধ সমাপত্তি বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্যে উপতিষ্যের মতো একই মূল গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে 'আচার গোচর'- এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উভয় গ্রন্থাকার 'বিভঙ্গ'-এর সাহায্য গ্রহণ করেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের ইদ্ধিবিজ্জা বিষয়ক আলোচনায় আলোচিত।

উভয় গ্রন্থাকার মূলগ্রন্থ পটিসম্ভিদা-র ওপর নির্ভর করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত 'আনপানসতি' ব্যাখ্যায় উভয় গ্রন্থকার সংযুক্ত নিকায়ের পঞ্চম খণ্ড এবং মজ্‌ঝিম নিকায়ের তৃতীয় খণ্ড থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উৎকলন করেছেন।

খ। উভয় গ্রন্থকার 'পোরাণ' থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে তাঁদের গ্রন্থকে সুষমামণ্ডিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত প্রায় একই প্রকার দৃষ্ট হয় ; যেমন – বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে আলোচিত নামরূপ পরস্পর নির্ভরশীল সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি শ্লোক বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থে প্রায় একই রকম প্রত্যক্ষ করা যায়। বিমুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত 'পদীপ', 'সুরিয়', এবং 'নাবা' প্রভৃতি উপমামূলক শব্দ বিমুত্তিমগগো গ্রন্থের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়।

গ। বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলোচিত পুব্বাচরিয় বা পুবাচার্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে বুদ্ধঘোষ চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ ইত্যাদি বিজ্ঞান-এর ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা বিমুক্তিমগ্‌গো গ্রন্থে প্রায় অনুরূপ লক্ষ্য করা যায়। উপতিষ্য পুর্ব্বাচরিয়দের বিভিন্ন পাঠ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই সকল পাঠের সামান্য পরিবর্তন করে বুদ্ধঘোষ থেরো তাঁর বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থে উপস্থাপিত করেন। উদাহরণস্বরূপ, উপতিষ্য বলেছেন যে, পূর্বাচার্যদের মতে আনপানস্মৃতি (পৃ. ১৫৯) অনুশীলনের জন্যে গণনা, অনুবন্ধনা, ঠাপনা এবং সল্লক্‌খণ – এই চার পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। আচার্য বুদ্ধঘোষও তাঁর বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের ১৮৯ অনুচ্ছেদে উক্ত চার প্রকার পদ্ধতি ছাড়াও অতিরিক্ত চার প্রকার পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। 'চতুধাতুববত্থান'- এর ক্ষেত্রে উপতিষ্য পূর্ব্বোচার্যদের মতানুসারে দশ প্রকারে (পৃ. ১৯৯) এই ধাতু ব্যবস্থানের উল্লেখ করেছেন; অথচ

বুদ্ধঘোষ তাঁর গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের ৮৬ অনুচ্ছেদ তের প্রকার উপায়ের কথা উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে 'দিব্বসোত' বা দিব্যশ্রোত বৃদ্ধি করতে পারেন।

ঘ। আচার্য বুদ্ধঘোষ অর্থকথাসমূহ হতে কতিপয় অংশ সংকলন করেছেন তাঁর বক্তব্যকে সুদৃঢ় করতে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'অসুভ নিমিত্ত' বিষয়ক আলোচনায় কিভাবে একজন যোগী (অসুভ নিমিত্ত) অশুভ দর্শনে গমন করবেন তার পূর্ণ বিবৃতি প্রদানে দীর্ঘ অংশ অর্থকথা (অট্ঠকথা) থেকে গ্রহণ করেছেন। পুনরাবৃত্তি অংশ ব্যতীত প্রায় সকল অংশ বিমুত্তিমগগো গ্রন্থে দেখা যায়। অনুরূপভাবে প্রথম চার প্রকার কৃৎস্ন পৃথিবী, অপ, তেজ বায়ু, কর্মস্থান ভাবনার ক্ষেত্রে উভয় গ্রন্থকার একই অর্থকথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের ২২ অনুচ্ছেদে বুদ্ধঘোষ যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে নিমিত্তের পরিমাপ নির্ণয় করে বলেছেন : 'সপ্পমত্তং বা সমামত্তং 'বা' কুলা (চালুন) বা জলের বাটি পরিমিত নিমিত্ত হবে। উপতিষ্য বিরচিত বিমুত্তিমগগো গ্রন্থে একই উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইক্ষুর অগ্রভাগ কম্পমান দর্শনে তাতে স্মৃতি স্থাপন করে বায়ু কৎস্ন ভাবনার জন্যে বুদ্ধঘোষ অর্থকথা থেকে যে উদ্ধৃতি চয়ন করেন উপতিষ্যের বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থেও অনুরূপ উদ্ধৃতি বিদ্যমান।' প্রকৃতিগত এবং কৃত্রিম কসিন সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থকার যে মন্তব্য করেছেন তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উভয় গ্রন্থকারের আলোচনার উৎস হলো অর্থকথা (অট্ঠকথা) গ্রন্থ।

ঙ। বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের ৮৬ অনুচ্ছেদে বুদ্ধঘোষ 'পিটক' (১৪৭-৮৪ পৃ.) থেকে পাঠ সংকলন করেছেন। তাতে সমাধির পঞ্চ উপাদান কিভাবে পঞ্চ নীবরণের বিপরীত হয় তা দেখানো হয়েছে। বিমুত্তমগগো গ্রন্থেও অনুরূপ আলোচনা রয়েছে।

চ। বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ের ৮৪ অনুচ্ছেদে বুদ্ধঘোষ সারিপুত্রকে উপলক্ষ করে নিম্নোক্ত গাথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গাথাতে 'চক্খুপ্পসাদ' সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে :

যেন চক্কুপ্পসাদেন রূপানি মনুপস্সতি,
পরিত্তং সুখুমং এতং উকাসির সমাপমং।

বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থেও এই গাথাটি প্রায় সদৃশ শব্দ-সম্ভারে উদ্ধৃত হয়েছে।

ছ। উক্ত প্রচলিত উৎস ছাড়াও কতিপয় সংকলিত অংশের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করা যায়। ইহা বিশেষ করে কল্যাণমিত্র পর্যায়ের

“(কল্যাণমিত্ত পরিয়েসন)” মধ্যে লক্ষ্যণীয়। বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ৬১ অনুচ্ছেদে কল্যাণমিত্তের যে দশ প্রকার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার হুবহু উপস্থাপন পরিদৃষ্ট হয় উপতিষ্য রচিত বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থে।

জ। এছাড়া উভয় গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহৃত উপমা, রূপক এবং উপাখ্যানের মধ্যে একই মূল নির্ণয় করা যায়। যেমন - বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত “গাভী পব্বতেয়্যা-র প্রাচীন উৎস অঙ্গুত্তর নিকায় ৪র্থ খণ্ড এবং তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে উপতিষ্য রচিত বিমুত্তিমগগো গ্রন্থেও। আশ্বাস-প্রশ্বাস- এর প্রতি কিভাবে স্মৃতি নিবদ্ধ থাকতে হবে তার উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের ২০১-২০৩ অনুচ্ছেদে করাতের (ককচ) যে উপমা দিয়েছেন তা বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থে লক্ষ্যণীয়।২ বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ নবম অধ্যায়ের ১৫ অনুচ্ছেদে কলুষিত মনের অপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে ‘ককচূপূম’ সূত্তের যে উপাখ্যান উপস্থাপন করেছেন বিমুত্তিমগগো গ্রন্থেও তার নিদর্শন মিলে।

এই পর্যন্ত আলোচনায় বুদ্ধঘোষ এবং উপতিষ্য তাঁদের উভয় গ্রন্থে যে একই সাধারণ উৎস থেকে উৎসারিত, তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যঞ্জনার সামঞ্জস্যতা আলোচনা করা হয়েছে। এবার উভয় গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন অংশে বিপরীত তথ্য সন্নিবেশিত এবং পরিবেশিত হয়েছে তার কিছু নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। দুই গ্রন্থের মধ্যে এই বৈসাদৃশ (অসামঞ্জস্য) দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন ___ (ক) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং (খ) ব্যবহারিক ক্ষেত্র।

(ক) প্রথমেই স্মতব্য উভয় গ্রন্থকার থেরবাদ ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গ্রন্থদ্বয় রচনা করেছেন। কাজেই উভয় গ্রন্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নেই বললেই হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সামান্য পার্থক্য এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. আচার্য বুদ্ধঘোষ চল্লিশ প্রকার কর্মস্থানের উল্লেখ করেছেন। অপরপক্ষে উপতিষ্য আটত্রিশ প্রকার কর্মস্থানের বিষয় লিখেছেন।

২. কৃৎস্ন মণ্ডলের আকৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধঘোষের অভিমত হলো গোলাকৃতি অথচ উপতিষ্যের মতে গোলাকৃতি, ত্রিভুজাকৃতি, এমনকি চতুর্ভুজাকৃতিও হতে পারে।

৩. দশ প্রকার কৃৎস্ন ভাবনায় এবং ব্রহ্মবিহার ভাবনায় নিমিত্ত বৃদ্ধির অনুকূলে উপতিষ্য অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁর বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থে। কিন্তু বুদ্ধঘোষ তাঁর বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থে উক্ত নিমিত্ত বৃদ্ধির বিপরীত রায় দিয়েছেন।

৪. বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৪ অনুচ্ছেদে 'ছয় প্রকার চর্যার শ্রেণি-বিন্যাস করে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু উপতিষ্য বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থে চৌদ্দ প্রকার চরিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

৫. আচার্য বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩৬ অনুচ্ছেদে আটাশ প্রকার রূপের শ্রেণী নির্ণয় করেছেন। কিন্তু উপতিষ্য রচিত বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থে মহাভূত এবং ছাব্বিশ প্রকার উপাদানরূপ সহ ত্রিশ প্রকার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন।

৬. ধ্যানাঙ্গ সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থাকারের পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী স্ব স্ব গ্রন্থের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে প্রথম ধ্যান পঞ্চ অঙ্গ, দ্বিতীয় ধ্যানের তিন অঙ্গ, তৃতীয় ধ্যানের দুই অঙ্গ, এবং চতুর্থ ধ্যানের দুই অঙ্গ। প্রত্যেক ধ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ বুদ্ধঘোষ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেছেন :

প্রথম ধ্যানে পাঁচ অঙ্গ : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ একাগ্রতা।
দ্বিতীয় ধ্যানে তিন অঙ্গ : প্রীতি, সুখ, একগ্রতা।
তৃতীয় ধ্যানে দুই অঙ্গ : সুখ ও একগ্রতা।
চতুর্থ ধ্যানে দুই অঙ্গ : উপেক্ষা ও একাগ্রতা।

উপতিষ্য উক্তভাবে ধ্যানাঙ্গের শ্রেণীবিন্যাস ছাড়াও ভিন্ন প্রকার ধ্যানাঙ্গের প্রতিও অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন-

প্রথম ধ্যানে পাঁচ অঙ্গ : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একগ্রতা।
দ্বিতীয় ধ্যানে চার অঙ্গ সম্প্রসাদ, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা।
তৃতীয় ধ্যানে পাঁচ অঙ্গ : উপেক্ষা, স্মৃতি, সম্প্রজজ্ঞান, সুখ এবং একাগ্রতা।
চতুর্থ ধ্যানে তিন অঙ্গ : উপেক্ষা, স্মৃতি এবং একাগ্রতা।

৭. আচরিয় বুদ্ধঘোষ ষোড়শ অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের একটা তালিকা প্রদান করেছেন। অথচ উপতিষ্য বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থে মাত্র তিন প্রকার লোকোত্তর ইন্দ্রিয়ের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। উক্ত তিন প্রকার ইন্দ্রিয় বুদ্ধঘোষ প্রদত্ত তালিকার শেষ তিন প্রকার ইন্দ্রিয়। বুদ্ধঘোষের মতো তিনি ইন্দ্রিয়ের শ্রেনী বিন্যাসও দেখাননি।

৮. 'অনুলোম জ্ঞান' সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থাকারের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ প্রণিধানযোগ্য। উপতিষ্য সাঁইত্রিশ প্রকার ধর্ম্মের সঙ্গে অনুলোম ঞান অপেক্ষা সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম উচ্চস্তরের। তাই তিনি সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম আট প্রকার বিদর্শন জ্ঞানের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন।

৯. উপতিষ্য তাঁর বিমুক্তিমগ্‌গো গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নেব সঞ্‌ঞ্‌ না সঞ্‌ঞ্‌ায়তন হতে পারেনা বিপস্‌সন পচ্চয়। অথচ বুদ্ধঘোষের মতে সকল কর্ম্মস্থানে বিদ্যমান বিপস্‌সনা পচ্চয়।

১০. উপতিষ্যের মতে সাবক বা শ্রাবক এবং বুদ্ধ কর্তৃক অসংঙ্গা (অসঞ্‌ঞী) সমাধি অধিগমের যোগ্য নয়। অপরপক্ষে বুদ্ধঘোষ এই ধরনের কোন মন্তব্য করেননি।

১১. বুদ্ধঘোষ অভিধম্মপিটকে মূলভিত্তি করে তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচনা করেছেন। এতে খন্ধ, সচ্চ ইত্যাদি যেভাবে আলোচিত হয়েছে, বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থে তার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু উপতিষ্য তাঁর বিমুক্তিমগ্‌গো গ্রন্থে এ বিষয়গুলো সেভাবে আলোচনাও করেননি। যেমন বিজ্ঞান স্কন্ধ (বিঞ্‌ঞানক্‌খন্ধ) আলোচনার ক্ষেত্রে ধম্মসঙ্‌গনি গ্রন্থ থেকে ৮৯ প্রকার বিঞ্‌ঞান-এর শ্রেণী এতে নির্ণিত হয়নি এবং পট্‌ঠান গ্রন্থ হতেও কোন অংশ নির্দেশ করা হয়নি।

(খ) কেবল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিমুক্তিমগ্‌গো গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য সীমিত থাকেনি ; ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও উভয় গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত করা হলো :

১. একই বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনায় দুই গ্রন্থকারের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের 'ধুত এবং ধুতবাদ'-এর সঙ্গে উপতিষ্য প্রদত্ত ব্যাখ্যার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান। এখানে বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উপতিষ্যের ব্যাখ্যা সহজতর । অনুরূপভাবে বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের চার প্রকার পরিভোগের (প্রত্যয়) ব্যাখ্যার সঙ্গে উপতিষ্যের ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'পাতিমোক্‌খ' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে উপতিষ্যের ভাষ্য অপেক্ষা বুদ্ধঘোষের বিশ্লেষণ সহজতর। যেমন বিমুক্তিমগ্‌গো গ্রন্থে বিভঙ্গ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে : "সংবরোতি কায়িক-বাচনিক-সম্মস্প অবিতক্কমো সংবুতোতি পাতিমোক্‌খ সংবরো উপেতোবিহরন্তি তি চতু সংবরেণ সংবুতো।" এ প্রসঙ্গে উপতিষ্যের বিমোচয়ং চিত্তং উল্লেখযোগ্য। বস্তুত বুদ্ধঘোষের বিশ্লেষণ হলো সূক্ষ্ম এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ (৮ম অধ্যায় ২৩৩ অনুচ্ছেদ)। অপরপক্ষে উপতিষ্যের ব্যাখ্যা হলো প্রকৃতিবাদী এবং

স্বাভাবিক। উপতিষ্য সীলানুস্পৃতি ব্যাখ্যায় ভগবা, ভিক্‌খু, উপেক্ষা,সচ্চানি,শব্দের উক্ত এবং রূপ, জিহ্বা, কায়, আয়তন শব্দের ব্যাখ্যা স্বাভাবিক। বুদ্ধঘোষের বিশ্লেষণ এখানে খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বুদ্ধঘোষ উপসমানুস্সৃতি ভাবনা বিশ্লেষণে মূলগ্রন্থ থেকে যে পাঠ সংকলন করেছেন উপতিষ্য সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি।

২. বেদনা, সংজ্ঞা (সঞ্‌ঞা), সংস্কার (সঙ্‌খার) বিজ্ঞান (বিঞ্‌ঞান) প্রভৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উভয় গ্রন্থকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বেদনা খন্ধে (১৭ অধ্যায় ২৮৮ অনুচ্ছেদ) বুদ্ধঘোষ ৮৯ প্রকার বেদনার উল্লেখ করেছেন অথচ উপতিষ্য শুধু ২৮ প্রকার বেদনার বিষয় লিখেছেন এবং উহাদের বিশ্লেষণ ১০৮ প্রকার বেদনা বলে মন্তব্য করেছেন। সংস্কার (সঙ্‌খার) খন্ধে উপতিষ্য এবং বুদ্ধঘোষের মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের ১৪শ অধ্যায়ের ১৩৩ অনুচ্ছেদে ছত্রিশ প্রকার সংস্কারের কথা বলেছেন। অথচ উপতিষ্যের মতে সংস্কারসমূহ বত্রিশ প্রকার। প্রজ্ঞার (পঞ্‌ঞা) বিশ্লেষণে বুদ্ধঘোষ বলেছেন : কুশল, অকুশল, এবং অব্যাখ্যাত ভেদে ত্রিবিধ হলেও বস্তুত ৮৯ প্রকার চিত্ত ভেদে সংজ্ঞা (সঞ্‌ঞা) ৮৯ প্রকার। অথচ উপতিষ্যের মতে, সংজ্ঞা (সঞ্‌ঞা) বাইশ প্রকার। উপতিষ্যের বিজ্ঞান(বিঞ্‌ঞান) হলো সাত প্রকার ; কিন্তু বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থে ৮৯ প্রকার বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছেন। বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ের ২১ অনুচ্ছেদ বর্ণিত আলোক কৃৎস্ন অপেক্ষা বিমুত্তিমগগো বর্ণিত আলোক কৃৎস্ন কৃত্রিম। 'লোকবিদূ'-এর বিশ্লেষণে উপতিষ্য সত্তলোক বা সত্ত্বলোক এবং সঙ্‌খারলোক বা সংস্কারলোক ভেদে দুই প্রকার লোকের উল্লেখ করেছেন। আকাশ লোক সম্বন্ধে তিনি নীরব। অথচ আকাশলোক সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কায়গতাস্মৃতি এবং উপমকানুস্মৃতি (৮ম অধ্যায় ৪২ অনুচ্ছেদ) সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষের দৃষ্টিভঙ্গী উপতিষ্যের বিপরীত।[৮] ফলে বুদ্ধঘোষের আলোচনা বিশ্লেষণাত্মক হয়েছে। অথচ উপতিষ্য দেহের বত্রিশ প্রকার অশুচি অংশের বর্ণনায় গভীরে প্রবেশ করেননি।

৩. বুদ্ধঘোষ যখন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি রেখেছেন, উপতিষ্য তখন বাগবহুল। বিপরীতক্রমে যখন উপতিষ্য সংক্ষিপ্ত বুদ্ধঘোষ তখন বিশ্লেষণাত্মক।[৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উপতিষ্যের মতে অস্থান (অট্‌ঠান) (যা বুদ্ধঘোষের পলিবোধ এর সাথে তুলনীয়) ছয় প্রকার।[১০] কিন্তু বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় পলিবোধ দশ প্রকার। [১১] অনুরূপভাবে বুদ্ধঘোষ আট প্রকার উপায়ে'আনাপানস্মৃতি'[১২] ভাবনার জন্যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, অপরপক্ষে বিমুত্তিমগগোয় চার প্রকার [১৩]

উপায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সমাধি ভাবনার সুফল উপতিষ্যের মতে চার প্রকার১৪ কিন্তু বুদ্ধঘোষের মতে পাঁচ প্রকার।১৫ চতুর্ধাতু ব্যবস্থান১৬উপতিষ্যের মতে দশ প্রকার, অথচ বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যায় তের প্রকার।১শীলের বর্ণনায় উপতিষ্য দ্বি'বিধ, ত্রিবিধ, চতুর্ব্বিদ এই তিন প্রকার২ শীলের শ্রেণীবিন্যাস করে দেখিয়েছেন কিন্তু বুদ্ধঘোষ শীলের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন পাঁচ প্রকার বশ্যতা বা 'বসিয়ো'৪ সম্বন্ধে শ্রেণী ভাগ করলেও উপতিষ্যকে এ বিষয়ে নীরব দেখা যায়।

উপতিষ্য তাঁর বিমুত্তিমগগো গ্রন্থে বিবিধ 'বিবেক' এবং পাঁচ প্রকার 'বিমুত্তি'৫ সম্বন্ধে বিস্তৃতি আলোচনা করলেও বুদ্ধঘোষ তাতে নীরব। বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থে (৪র্থ অধ্যায় ৯৪-১০০ অনুচ্ছেদে) পাঁচ প্রকার 'প্রীতি'- এর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু উপতিষ্যের মতে 'প্রীতি' ছয়৬ প্রকার। উপতিষ্যের মতে সুখ পাঁচ প্রকার৭ অথচ বুদ্ধঘোষ এই বিষয়ে কোন বিভাগ দেখাননি।

৪. উপতিষ্য কতিপয় বিষয়ের ওপর নূতন তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থে অনুরূপ তথ্য পরিবেশিত হয়নি। যেমন উপতিষ্য প্রত্যেকটি ধ্যানভূমির বিবিধ গুণের উল্লেখ করেছেন৮, তিনি লিখেছেন ধ্যানের প্রথম স্তরে পঁচিশ প্রকার, দ্বিতীয় স্তরে তেইশ প্রকার, তৃতীয় স্তরে ও চতুর্থ স্তরে এবং চার অরূপ (অরূপাচর) সমাধিতে বাইশ প্রকার গুণ আছে। কিন্তু বুদ্ধঘোষ এইরূপ নির্দিষ্ট কোন গুণের উল্লেখ করেননি। ধ্যানভূমি এবং সমাধি লাভ করলে যে সুফল লাভ হয় সে সম্বন্ধে উপতিষ্য প্রত্যেকটি স্তরের বিভিন্ন প্রকার দেবতাদের নাম এবং আয়ুষ্কালও নির্ণয় করে দিয়েছেন। এইসব দেবলোকে যোগী ধ্যান প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে থাকেন৯। এই সকল তথ্য কিন্তু বিভঙ্গে, বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থে কিংবা অভিধম্মাত্থ সংগহোয় পাওয়া যায় না।

বিসুদ্ধিমগগো এবং বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য ছাড়াও রচনাশৈলী এবং সাহিত্যিক উপস্থাপনা ঃ

ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা লক্ষ্যণীয়। মূল ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ২ বললে অত্যুক্ত হয়না বিসুদ্ধিমগগো। কারণ ত্রিপিটকের মূলশিক্ষা যা চার আর্যসত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা সম্প্রসারণ সংযোজিত হয়ে একটি অনুপম সহায়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। উভয়গ্রন্থ রচনার কৌশল হলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। ত্রিপিটকের মূল শিক্ষা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে, তার প্রত্যুত্তরেই সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের লক্ষণ, রস, প্রত্যুপস্থান এবং পদস্থান ভেদে বিশ্লেষিত

হয়েছে। উভয় গ্রন্থকার বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বুদ্ধঘোষ যেভাবে জাতক, উপাখ্যান ও কাহিনীর মাধ্যমে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করেছেন, উপতিষ্য তা করেননি। উভয় গ্রন্থকার বিষয়বস্তুর শেষে 'পকিণ্নক কথা' বা প্রকীর্ণকথা যোগ করে ঐ বিষয়ে সারমর্ম কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করেছেন, যেমন - মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা কিংবা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান বিষয়ের পরে বিমুত্তিমগ্‌গো প্রকীর্ণক কথা ঋদ্ধ হয়েছে এবং বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের ছয় অনুস্মৃতি, ব্রহ্মবিহার, আরূপ নির্দ্দেশ ইত্যাদির পরে 'পকিণ্নক কথা' আলোচিত হয়েছে। বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থের ভাষা সহজ, বিবরণ সংক্ষিপ্ত ও শব্দার্থের কোন বিশ্লেষণ নেই। বর্ণনার ব্যঞ্জনা আধুনিক এবং সহজবোধ্য। গ্রন্থকলেবর নিপুণতার সঙ্গে সজ্জিত। তাতে মনে হয় বিমুত্তিমগ্‌গো অনেক পরবর্তী রচনা। অপরদিকে বিসুদ্ধিমগো গ্রন্থের ভনিতা, উপসংহার, লেখক পরিচিতি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে প্রাচীনত্বের ধারা তাতে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া ইহার ভাষার গম্ভীরতা, তত্ত্ব ও তথ্যের সূক্ষ্মবিশ্লেষণ, বিষযবস্তুর জটিলতা, শব্দের বিশ্লেষণ বিসুদ্ধিমগো গ্রন্থকে অসদৃশ এবং অনন্য করে তুলেছে। বিসুদ্ধিমগো গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ দেখা যায়, বিমুত্তিমগগো গ্রন্থে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দুই গ্রন্থকারই দুই বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বিসুদ্ধিমগো গ্রন্থের রচয়িতা বুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে মন্তব্য করা হয়েছে অশোক পুত্র মহিন্দ থেরো প্রতিষ্ঠিত অনুরাধাপুরস্থ মহাবিহারে অবস্থান করে অধ্যয়ন, গবেষণা, সম্পাদনা, অনুবাদ এবং গ্রন্থনা কাজে বুদ্ধঘোষ নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। সেখানে তাঁর জন্য মহাবিহারের কর্তৃপক্ষ যাবতীয় সুব্যবস্থা এবং তাঁর কাজে সহযোগিতা দান করেছিলেন। কাজেই মহাবিহারের ঐতিহ্যগত পালি রক্ষণশীল থেরবাদ প্রভাব তাঁর রচনায় থাকা খুবই স্বাভাবিক। মহাবিহার প্রাচীনকাল হতে শ্রীলঙ্কার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এসেছে। খ্রি:পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রাজা ভট্টগামনি অভয়ের রাজত্বকাল হতে এই পৃষ্ঠপোষকতা সূচিত হয়েছিল। প্রাচীন থেরবাদ ধর্মের রক্ষণশীলতার জন্যে এই সম্প্রদায়ের ভিক্খুগণ সর্বসাধারণের নিকট পবিত্র এবং বিশুদ্ধ বলে বিদিত ছিল। অভয়গিরি বিহারের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শ্রীলঙ্কার সামগ্রিক ধর্মীয় অবস্থার বিবর্তন সাধিত হয়। মহাবিহার প্রতিষ্ঠার ২১৮ বৎসর পর অভয়গিরি বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। অভয়গিরি

বিহার মহাতিষ্য নামে জনৈক থেরোকে দান করা হয়েছিল। তিনি পার্থিব বিষয়ে গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন বলে তাঁকে মহাবিহার সংঘ হতে বহিষ্কার করা হলে তিনি সশিষ্য অনুসারী মহাবিহার ত্যাগ করে অভয়গিরিকে কেন্দ্র করে একটা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পরবর্তী সময়ে 'অভয়গিরিবাদী' নামে অভিহিত হয়। কঠোর রক্ষণশীল মহাবিহার মতবাদে অসহিষ্ণু ভিক্ষু ভারতবর্ষে মোদগলীপুত্রতিষ্য কর্তৃক আহূত সঙ্গীতি হতে বহিস্কৃত বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ এই সম্প্রদায়ে এসে যোগদান করেন। তাঁদের আচার্য ধর্ম্মরুচির নামানুসারে ইহা 'ধর্ম্মরুচি নিকায়' নামে খ্যাত হয়। তাঁরা ক্রমশ তাঁদের মতবাদ সম্পৃক্ত সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ থেকে নীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বিমুত্তিমগ্‌গো নিজেদের করে নেওয়া হয়। বিভিন্ন কারণে 'অভয়গিরিবাদী' ভিক্ষুগণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বুদ্ধঘোষ এই সময়ে শ্রীলঙ্কায় ত্রিপিটকের ভাষ্য গ্রন্থ্ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা অভয়গিরি বিহারের অনুকূলে থাকার কারণে মহাবিহার ও অভয়গিরি বিহারের মধ্যে ঐতিহ্যগত মতবাদে অসহিষ্ণুতা ছিল বলে সম্ভবত বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থে বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়নি। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিমুত্তিমগ্‌গো অভয়গিরি বিহারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বুদ্ধঘোষ পরবর্তী সময়ে খুব সম্ভব দুই শতাব্দীর মধ্যে আচার্য ধর্ম্মপাল বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ্ 'পরমাত্থ মঞ্জুসা' প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে লিখিত হয়েছে : 'একচ্চে'তি উপতিস্মথেরং সন্ধায়াহ। তেনহি বিমুত্তিমগগোতথাবুত্তং।' - 'কিছু শব্দ বোঝাতে উপতিষ্যকে নির্দেশ করছে। তিনি বিমুত্তিমগগো এইরূপ বলেছেন।' বস্তুত আচার্য ধর্ম্মপাল অভয়গিরি বিহার মতবাদী ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এই উক্তি করা সম্ভব হয়েছিল। তবে ইহা স্বীকার্য নয় যে, বিমুত্তিমগগোকে অনুকরণ করে বিসুদ্ধিমগ্‌গো রচিত হয়েছিল। কারণ ত্রিপিটকে গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী মাত্রেই শীল, সমাধি, ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন নির্ব্বাণের পথনির্দেশ তথা বিসুদ্ধিমগগো লাভ করে থাকেন। ইহাই ত্রিপিটকের মূল শিক্ষা।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিমুত্তিমগ্‌গো গ্রন্থের রচয়িতা অর্হৎ উপতিষ্য বলে নানা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাঁদের অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তিনি যে বিনয় পিটকে উল্লিখিত খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রাক্‌কালীন অর্হৎ উপতিষ্য কি না তা এখনো প্রমাণসাপেক্ষ।[৪] শুধুমাত্র নামের মিল বা সামঞ্জস্যের দ্বারা রচয়িতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অন্য কোন গ্রন্থে কোথাও বিমুত্তিমগ্‌গো

মহাবিহারের অবদান এবং বিসুদ্ধিমগগো গ্রন্থের পূর্বে রচিত বলে লিপিবদ্ধ নেই। অথচ বুদ্ধঘোষের উদারতা এবং অন্য গ্রন্থ থেকে আহরণের স্বীকৃতি তাঁর লেখার সর্বত্র ভাস্বর হয়ে রয়েছে। বিসুদ্ধিমগগো রচনারমূল কাঠামো বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থ হতে নিয়েছিলেন বলে বহু পণ্ডিতের ধারণা। অথচ উপতিষ্য বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থে ব্যতীত অন্যকোন গ্রন্থ রচন কিংবা সম্পাদনা করেছেন কিনা জানা নেই। এতোবড় পণ্ডিত ও প্রতিভাবান লেখক শুধু একটি গ্রন্থ রচনা করে ক্ষান্ত থাকার কথা নয়। যদি তার প্রমাণ পাওয়া যেত তবে আজ কোন সমস্যাই থাকত না। শুধু 'খুব সম্ভব' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সকল যুক্তি-তর্কের উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপক্রমণিকা

বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য পালি ত্রিপিটকের অনুবাদ প্রকাশের প্রয়াস দীর্ঘকালের। এরূপ কষ্টসাধ্য জটিল কাজের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহোদয়। তিনি কর্মজীবন হতে অবসরে এসে ১৯১৬ সালে জাতকের অনুবাদে মনোনিবেশ করেন এবং ১৯২৩ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে ছয় খণ্ড জাতক অনুবাদ করে যশস্বী হয়ে আছেন। একে একে পালি ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা, উদান, মহাবগ্‌গ, দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, চুল্লবগ্‌গ, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ। বিদগ্ধ মনীষীরা এসব গ্রন্থ পালি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক সাহিত্যে যত গ্রন্থ আছে সেসবের মধ্যে সারাৎসার গ্রন্থ বিসুদ্ধিমগ্‌গ অপরাপর গ্রন্থরাজি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা যত সহজ তার চেয়ে অধিক দুরূহ কাজ বিসুদ্ধিমগ্‌গ। পালি সাহিত্যে বিসুদ্ধিমগ্‌গকে বিশ্বকোষ বলা হয়। বাংলা ভাষাভাষি অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এ গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করে যেতে পারেননি। তাঁরা আংশিক অনুবাদ করে গেছেন মাত্র। তাও ইদানীং দুস্প্রাপ্য। অথচ বাংলাদেশ-ভারতসহ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্র/ছাত্রী এবং উচ্চতর বৌদ্ধ দর্শন পাঠকের মধ্যে গ্রন্থটির অভাব অনুভূত হয়।

এ যাবৎকালের মধ্যে বিশুদ্ধিমার্গ ইংরেজি অনুবাদে দুবার অনূদিত হয়েছে। প্রথম বার রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পি মঙ্‌টিন The Path of Purity শিরোনামে ১৯২৮ সালে এবং ২য় খণ্ড ১৯৩১ সালে পিটিএস, লণ্ডন হতে প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থদ্বয় পাঠকের পক্ষে সহজলভ্য ও সরলবোধ্য না হওয়ায় লণ্ডনের নাগরিক ইউরোপীয় (সিংহলের) শ্রীলঙ্কার মহাবিহার নিবাসী- ভিক্ষু ঞানমোলি পালি বিশুদ্ধিমার্গ ইংরেজি ভাষায় The path of purification শিরোনামে দ্বিতীয় অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং ১৯৫৬ সালে একই খণ্ডে প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ-ভারত সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির অধীনে বৃত্তি লাভ করে আমি ১৯৮১-৮৩ শিক্ষাবর্ষের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য যোগদান করি। সে সুবাদে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পালি বিভাগ কর্তৃপক্ষ আমার উচ্চতর গবেষণার জন্য Buddhist Doctines in the visuddhimagga (বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব) বিষয় নির্ধারণ করে দেন। সুতরাং বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের বিশ্লেষণমুখী তত্ত্ব উদঘাটন করতে গিয়ে আমাকে বিশুদ্ধিমার্গসহ ত্রিপিটকের

গভীরে গিয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। সে সময়ে মাতৃভাষা বাংলায় বিশুদ্ধিমার্গের অনুবাদ তীব্র অভাব অনুভব করি। বিশেষ করে বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের আকর জাতীয় গ্রন্থ ছাড়াও বুদ্ধের শিক্ষা তথা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার স্বাদ আস্বাদন অনুভব অসম্ভব। অত:পর অভিসন্দর্ভ জমা দিয়ে ১৯৮৫ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলেজে স্বীয় কাজে যোগদান করি। ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ হতে কলেজ সমূহে সরকার মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করলে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি এবং মাস্টার্স কোর্সের সমুদয় ক্লাস একজন শিক্ষককে বহন করতে হয় বিধায় অন্য কোন একাডেমিক কাজ করা এক রকম অসম্ভব ছিল। ইতোমধ্যে আমার পদোন্নতিজনিত কক্সবাজার সরকারি কলেজে উপাধ্যক্ষ পদে যোগদানের ফলে কলেজের সম্পূর্ণ একাডেমিক ও প্রশাসনিক নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে। অত:পর ৩০.০৫.২০০৫ ইং তারিখে অবসর গ্রহণের পর আমার বিশুদ্ধিমার্গ অনুবাদের সুপ্ত ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মায়ানমার ৬ষ্ঠ সংঘায়নের ধারণকৃত ইগদপুরী সিডি হতে বিশুদ্ধিমগ্‌গ পালি উদ্ধার করে অনুবাদ কাজে নিয়োজিত হই। এসাথে আমাকে সম্পাদনা করতে হয় ১. তাবু বাইন নামক ২০০ বছরের প্রাচীন পুঁথি ২. অনুবাদিত বুদ্ধচরিত এর মতো বিশাল দুই গ্রন্থ। অবশেষে ২০১০ জুলাই তেইশ অধ্যায় বিশিষ্ট বিশুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থ অনুবাদ সমাপ্ত করি।

ত্রিপিটকের কেন্দ্রীয় দার্শনিকতত্ত্ব নিয়ে বিশুদ্ধিমগ্‌গ বিরচিত। তাতে ত্রিপিটকের মৌলিকতত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। সুত্ত, বিনয়, অভিধম্ম পিটকে বুদ্ধ যেভাবে ত্রিপিটকের মূল শিক্ষা, শীল, সমাধি প্রজ্ঞা অনুশীলনের শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই বিশুদ্ধিমার্গ যেখানে গদ্য সেখানে গদ্যরূপে এবং যেখানে গাথা সেখানে পদ্যাকারে অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছি। কবি না হয়ে ও কবিতায় অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি, যাতে বুদ্ধ এবং বুদ্ধঘোষের ভাষণ অবিকৃত থাকে। শ্রদ্ধাবানদের ভক্তি বিগলিত হয়।

বিশুদ্ধিমর্গের অনুবাদ কর্ম সহজসাধ্য কাজ নয়। তাই আমার পূর্বসূরিগণের উপদেশ পরামর্শ নীতি কৌশল আমাকে গ্রহণ করতে হয়। এজন্যে বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ, পালি ও ভারততত্ত্ববিদ ড. বেণী মাধব বড়ুয়া প্রমুখ বিদগ্ধজন বাংলা ভাষায় পালি অনুবাদের যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন তা আমি মেনে চলতে সচেষ্ট হয়েছি। ফলে অনুবাদ অক্ষরান্তর না হয়ে ভাবান্তর হয়েছে। বিশেষ করে বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থের অনুবাদক অধ্যাপক পি মঙটিন এবং ভিক্‌খু ঞানমোলি মহোদয়গণকে পূর্বসূরির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছি। এমনকি পাঠকের সুবিধার জন্য হার্ভাড ওরিয়েন্টাল

সিরিজ বিসুদ্ধিমগ্গ গ্রন্থের অনুচ্ছেদ বিভাজন নম্বর ও Path of Purification গ্রন্থে ব্যবহৃত অনুচ্ছেদ ও নম্বর ব্যবহার করেছি। না হয় এ বিশাল গ্রন্থের ক্রমধারা এবং বিষয়ানুক্রম ধরে রাখা অসম্ভব।

এছাড়া অধ্যাপক শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী ও গোপাল দাস চৌধুরী অনূদিত বিশুদ্ধিমার্গ শীল এবং আরূপ্য নির্দেশ পর্যন্ত অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থের যথাস্থানে তার ঋণ স্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতোমধ্যে তাইওয়ান থেকে “বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধ সাধনা শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নামটি বিভ্রান্তিকর ও বিমূঢ়তার সৃষ্টি করবে। মূলত গ্রন্থটি কয়েকটি গ্রন্থের সমাহার মাত্র।

বিশুদ্ধিমার্গ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে যারা আমাকে উৎসাহ, পরামর্শ, উপদেশ ও সাহস দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রেখেছেন। তাঁরা হলেন সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডের জাগ্রত পালি বৌদ্ধ থেরবাদী কণ্ঠস্বর, বিদগ্ধ পণ্ডিত, নব নালন্দা মহাবিহারের প্রাক্তন পরিচালক, ভারতীয় ন্যাশনাল লেকচারার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত, প্রফেসর ড. দীপক কুমার বড়ুয়া, বিমুক্তিমগ্গো গ্রন্থের অনুবাদক আমার পরম হিতৈষী সাধক মহিমচন্দ্র বড়ুয়া, প্রয়াত ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের, আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাথের, সংঘরাজ ধর্মসেন মহাথের, সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের, প্রফেসর সুমঙ্গল মুৎসুদ্দী প্রমুখ এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সুকোমল চৌধুরী। আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

PRINTED EDITIONS OF THE VISUDDHIMAGGA PALI TEXT

1. Sihalese Scripts :
Hewavitare Bequest Edition, Colombo
2. Burmese Scripts
Nathawaddy Prers Edition, Rangoon, 1900
3. Siamese Script
Royal Siamese Edition, Bankok
4. Latin Script
Pali Text Society's Etidioms, London
Harvard University Press Edition, Harvard Oriental ....,Vol 41 cambridge, March, 1950
5. Bharatiya Vidya Bhavan Edition, India 1940
6. Chattha Sanghayana edition, Mayanmar, 1956
7. TRANSLATIONS OF THE VISUDDHIMAGGA
1.English :
The Path of Purity by Pe Mauntin, P.T.S 1922 (Vol i) 1928 (Vol ii) 1931 (Vol iii) London.
2. The Path of Purification by Bhikkhu Nanamoli, Singapore Buddhist Meditation Centre, Singapore
3. Visuddhimagga (der Wegzar Reiheit) by Nanatiloka, Verlag Christiani Konptang, 1952
4. Sihalese :
King Parakram Bahu's Translation (13 cent a.c) chs. 1 to xx.

Colomboo, 1948, Sinhala Visuddhimargaya by Pandita Matara sri Dharmavamsa Sthavira, Matara Ceylon 1953 (chs. 1 to ix) etc.

5. Samkhpeltha jotani sila and dhutango by join Abe, Poona Bhanderkar Oriental Research Institute, 1981

6. Visuddhimagga Ganthi by P.Devananda, Panadura Ceylon, 1954

OTHER WORKS

English :

Acharjya Dhammapala's Paramattha Manjusa, Commentary to the Visuddhimagga (Visuddhimagga-mahatika) Vidyodaya Edition in Singhali Script, Colomboo (chs. 1 to xvii only), P.c Mundyney pitka press edition in purmese script Rangoon 1909 (chs. 1 to xi) 1909 (chs. 1 to xi), 1910 (chs. xii to xxiii)

Siamese Edition Script, Bankok, No Latin Script Edition. No English Translation.

Mahavamsa or great chronicle of Ceylon English tran Dipavamsa of Celonder Mahavamsa pt ii. by W. Geiger, PTS. London

Culavamsa (of Chronicles Ceylon) English Tran. by H. Olden berg, London 1879.

The pali text society's pali English Dictionary. PTS London. Trechrer's critical Pali Dictionary (Pali English) Vol (letter a) commissioner Ejnar Murkagoard copehegen. 1924-48

The life and works of Buddhagosa, by Bc Law, Trackner and Sprink Calcutta and Simla 1923.

Vimuthimagga and Visuddhimagga a Comperative Study by P.V. Bapat, Poona. 1937

History of Indian Literature by M. Winternitz English tran by Mrs. Sk. Kethar and Mis. H. Kohn University of Calcutta 1934.

Pali librature and Language, by W. Geiger, English Trans by Batakrishnaghes, University of Calcutta- 1934

Pali Literature of ceylon, by G.P. Malala Sekera, Royal Asitic Society, London. 1928.

The History of Pali Literature, by B.C.Law, London 1933 (2 vols) The Early History of Buddhism of Ceylon by R.Q.Adhikarm Ceylon. 1946 jhervada Buddhism in Ceylon. by Nirar Rangan Ray, Calcutta University 1846 Early Buddhaghosupatit ed-Gram by .... gray, Luzak and Co. London-1992.

Vimuttimagga Chinese Text.

Vimuttimagga Privarely Circulated Translate from the Chinese by N.R.M Ehara V.E.P. Prulle and G.S. Perlis new Printed Etition, Colamboo, 1961.

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব- ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী (ঢাকা-১৯৯৩)

২. বিশুদ্ধিমার্গ (শীলভদ্র ব্রহ্মবিহার ভাবনা) গোপালদাস চৌধুরী পূর্ণানন্দ স্বামী (কলিকাতা-১৯২৩)

৩. প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ-জ্যোতিপাল মহাথের (চট্টগ্রাম-১৯৮১

৪. বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা- শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (কলিকাতা-১৯৮০)

৫. বিদর্শন ভাবনা-প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া (কলিকাতা- ?)

৬. পঞ্‌ঞা ভাবনা – বংশদীপ মহাস্থবির (কলিকাতা-১৯৩৬)

৭. সত্যদর্শন–বিশুদ্ধানন্দ–মহাস্থবির (চট্টগ্রাম-১৯৬০)

৮. প্রজ্ঞালোক স্থবির – বুদ্ধের যোগনীতি (কলিকাতা-১৯৫২)

৯. বিমুক্তিমার্গ (১ম ও ২য় খণ্ড) মহিমচন্দ্র বড়ুয়া (চট্টগ্রাম)

১০. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির-পালি– বাংলা অভিধান (ঢাকা-২০০১-৮)

LIST OF ABBREVIATE USED

All Editions Pali Text Society Unless
Otherwise stated

A. Anguttara Nikaya
AA. Anguttar Nikaya Atthakatha (commentary) Manorathapurani
CP. Cariyapitaka.
Dh. Dhammapada
Dh.A. Dhammapada Athhakatha (commentary Atthasalini)
Dhs.AA. Dhammasangani Tika (sub commetary)= Mula Tika (pt.1)
Dhk. Dhatukatta
D. Dighanikaya
DA. Dighanikaya Atthakatha (commentary) Sumangalavilasini
Iti. Itivuthaka.
Ja. Jataka (Fausboll ed)
KV. Kathavaluhu
MV. Mahavamsa
M. Majjhima Nikaya Atthakatha (commentary) Papanca Sudani.
Milin. Milanda Panha.
Netti- Pakarana
MNdi- Maha Niddesa
Nd2. Cula Niddesa
PS. Patisambidamagga
PSA. PatisambhidaMagga Athhakatha (commentary) saddhammappakasini.
Ptn 1. Patthana, Tika, Patthaṇa.

Ptn 2. Patthana Duka Patthana.
Pm. Paramattha Manjusa Visuddhimagga Atthakatha (commentary)
Maha Tika (Vis. chs. i to x vii)
Pe. Petakopadesa
Pv. Petavatthu
S. Samyutta Nikaya
SA. Samyutta Nikaya Atthakatha (commentary)
Saratthapakisini
Sn. Sutta Nipata
SnA. Samyutta Nikaya Atthakatha (commentary) = Paramthajotika
Theg. Theragatha
Ud. Udana
Vbh. Vibhanga
VbhA. Vibhanga Attakatha (commentary) Sammohavinodini
Vbh AA. Vibhanga Tika (Sub commentary) = Maha Tika.
VV. Vimana Vatthu
Vin 1. Vinaya Pitaka (3) Mahavagga
Vin 2. Vinaya Pitaks (4) cullavagga
Vin 3. Vinaya Pitaka (1) Suttavibhanga.
Vin 4. Vinanya Pitaks (2) Suttavibhanga
Vin 5. Vinaya Pitaks (5) Parivara

Vis. Visuddhimagga (PTS ed and Harvard Oriental Siries)

সূচী-পত্র

বিষয় ক্রম	বিষয় শিরোনাম	পৃষ্ঠা ক্রম
	বিশুদ্ধিমার্গ	ক-গ
	উৎসর্গপত্র	ঘ
	ভূমিকা	ঙ
	পটভূমি	৬-৩৮
	উপক্রমণিকা	৩৯-৪০
	গ্রন্থপঞ্জি	৪১-৪৩
	সংকেত নামের পূর্বনাম (List of Abbreviate Used)	৪৪-৪৫

প্রথম খণ্ড

শীল

১. শীল বিশুদ্ধির বিবরণ

প্রথম অধ্যায়

(সীল বিসুদ্ধি নিদ্দেস)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.১	নিদান কথা	১-৭
১.২	শীল	১
২.১	শীল কি ?	১
২.২	কোন অর্থে শীল বলা হয় ?	৬
২.৩	শীলের বৈশিষ্ট্য কি ? ইত্যাদি	৭
২.৪	শীলের উপকারিতা কি ?	৮
২.৫	শীল কত প্রকার	৯
৫.১	গঠন ও লক্ষণ বশে শীল এক প্রকার	১০
	চার প্রকার পরিশুদ্ধ শীল	
	দু প্রকার শীল	১৩১
	শীলের সংক্লেশ বা মল কি ?	১৪৩

	নির্ভেদ ভাগীয়	২
৫.২	চারিত্র ও বারিত্র বশে শীল দুই প্রকার	১১
৫.৩	শীল তিন প্রকার ৯-১৩	১২
৫.৪	শীল চার প্রকার ১৪-১৭	১৩
৫.৫	শীল পাঁচ প্রকার ১৮-১৯	১৪
২.৬	শীলমল কি ?	১৫
২.৭	শীল পারিশুদ্ধিতা কি ?	১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধুতাঙ্গ অনুশীলন বিবরণ

(ধুতাঙ্গ নিদ্দেস)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	তের প্রকার ধুতাঙ্গ অনুশীলন	১-৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড

সমাধি

২. সমাধি বিশুদ্ধির বিবরণ

তৃতীয় অধ্যায়

(কম্মট্‌ঠান গ্রহণ নিদ্দেস)

কর্মস্থান গ্রহণ বিবরণ

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	সমাধি কি ?	৮৭
২.	কোন অর্থে সমাধি ?	৮৭
৩.	সমাধির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কি ?	৮৮
৪.	সমাধি কত প্রকার ?	৮৮
৫.	সমাধিমল কি ?	৯১

৬.	সমাধি পারিশুদ্ধিতা কি ?	৯১
৭.	কিভাবে সমাধি পারশুদ্ধ করা হয় ?	৯১
৮.	সমাধি বৃদ্ধির উপায় কি ?	৯১
৯.	সমাধি বৃদ্ধির সুফল কি কি ?	৯১
৯.১	সমাধি বৃদ্ধির উপায় (সংক্ষিপ্তাকারে)	৯১
৯.২	সমাধি বৃদ্ধির উপায় (বিস্তৃতাকারে)	৯২
২.১	দশ প্রকার পরিব্বদ্ধ	৯২
	দশ কৃৎস্নের মধ্যে আছে	১০৮
২.২	কল্যাণ মিত্র	৯৭
২.৩	ধ্যানের বিষয়, ইত্যাদি	৪ ঘ
২.৪	সাধকের মেজাজ, রুচি	৯৭
২.৫	ধ্যায় বিষয়ের সংজ্ঞা	৯৮
২.৬	আত্মোৎসর্গ	৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

(সমাধি গ্রহণ বিবরণ)

পৃথিবী কৃৎস্ন নিদ্দেস

পাঠবী কসিন নিদ্দেস

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	অষ্টাদশ অন্তরায়যুক্ত অননুরূপ বিহার	১১৬
২.	পঞ্চগুণযুক্ত আবাস	১২০
৩.	ক্ষুদ্রবাধা	১২০
৪.	ভাবনার বিশদ উপদেশ	১২০
৫.	পৃথিবী কৃৎস্ন (১)	১২০
৬.	দ্বিবিধ সমাধি	১২৩
৭.	নিমিত্ত সংরক্ষণ	১২৩
৮.	দশ প্রকার অর্পণা কৌশল	১২৫
৯.	ইন্দ্রিয় সমতা আনয়ণ	১২৬

১০.	চিত্ত বীথিতে (যোনিস) মনসিকার (জ্ঞানও) উৎপাদন	১২৭
১১.	প্রথম ধ্যান	১৩৪
	নিমিত্ত অভিবৃদ্ধিক্রম	১২৩
	পঞ্চবশী	১৩১
	দ্বিতীয় ধ্যান	১৩৩
১৫.	তৃতীয় ধ্যান	১৫১
১৬.	চতুর্থ ধ্যান	১৫৭
১৭.	ধ্যানের পঞ্চাঙ্গ	১৬০

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মস্থান গ্রহণ নির্দেশ

শেষ (অপরাপর) কৃৎস্ন ধ্যান সমূহের বিবরণ (২৯০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

অশুভ কর্মস্থান গ্রহণ নির্দেশ

দশ অশুভ ভাবনা গ্রহণ বিবরণ (১১-২০)

সপ্তম অধ্যায়

অনুস্মৃতি কর্মস্থান গ্রহণ নির্দেশ

ছয় অনুস্মৃতি ধ্যান গ্রহণ বিবরণ (২১-২৬)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	বুদ্ধ অনুস্মৃতি	১৮৮
১.১	প্রতীত্য সমুৎপাদ	২০৬
১.২	লোক	১৯৫
২.	ধর্মানুস্মৃতি	২০৬
৩.	সংঘানুস্মৃতি	২১১
৪.	শীলানুস্মৃতি	২১৩
৫.	ত্যাগানুস্মৃতি	২১৪

৬.	দেবতানুস্মৃতি	২১৬
	সাধারণ	২১৭

অষ্টম অধ্যায়

অনুস্মৃতি কর্মস্থান গ্রহণ নির্দেশ

অপরাপর অনুস্মৃতি কর্মস্থান ভাবনা বিবরণ (২৭-৩০)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
৭.	মরণ স্মৃতি	২২২
৮.	কায়গতানুস্মৃতি	২৩৩
৯.	আনপান স্মৃতি	২৫৪
১০.	উপশমানুস্মৃতি	২৮১

নবম অধ্যায়

চার ব্রহ্ম বিহার ভাবনা নির্দেশ

ব্রহ্ম বিহার ভাবনা গ্রহণ বিবরণ (৩১-৩৪)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	মৈত্রী ভাবনা	২৮৩
২.	করুণা ভাবনা	৩০৪
৩.	মুদিতা ভাবনা	৩০৬
৪.	উপেক্ষা ভাবনা	৩০৭

দশম অধ্যায়

চার অরূপ ভাবনা নির্দেশ

অরূপ ভাবনা গ্রহণ বিবরণ (৩৫-৩৮)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	আকাশ অনন্তায়তন	৩১৬
২.	বিজ্ঞান অনন্তায়তন	৩২০
৩.	আকিঞ্চননন্তায়তন	৩২১
৪.	নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন	৩২৩
	প্রকীর্ণ কথা	৩২৬

একাদশ অধ্যায়

দুই সমাধি ভাবনার কর্মস্থান নির্দেশ

সমাধি ভাবনার কর্মস্থান গ্রহণ বিবরণ (৩৯-৪০)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা ভাবনা	৩৩০
২.	চার ধাতু ব্যবস্থাপন ভাবনা	৩৩৬
	সমাধি ভাবনার সুফল ঃ সমাধান	৩৬০
৮.	সমাধি ভাবনার সুফল কি কি ?	৩৬০
	সমাধি ভাবনার সুফল বিবরণ	৩৬০

দ্বাদশ অধ্যায়

সমাধি ভাবনার (ব্যবহারিক) প্রত্যক্ষ সুফল ঃ

আদি ভৌতিক শক্তি

সমাধি ভাবনার সুবিধাগুলো ঃ পঞ্চ অভিজ্ঞান

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	ঋদ্ধি জ্ঞানের (উপকারিতা)	১
১.১	অধিষ্ঠান ঋদ্ধি	৩৬৬
১.২	রূপান্তরণ ঋদ্ধি	৩৬৬
১.৩	মনোময় ঋদ্ধি	৩৬৬
১.৪	জ্ঞান প্রসারণ ঋদ্ধি	৩৬৬
১.৫	সমাধি বিস্তার ঋদ্ধি	৩৬৬
১.৬	আর্য ঋদ্ধি	৩৬৬
১.৭	কর্ম বিপাক ঋদ্ধি	৩৬৬
১.৮	পুণ্যময় ঋদ্ধি	৩৬৬
১.৯	বিদ্যাময় ঋদ্ধি	৩৬৬
১.১০	সম্যক প্রয়োগ ঋদ্ধি	৩৬৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমাধি ভাবনার প্রত্যক্ষ (ব্যবহারিক) সুফল সমাধান

সমাধি ভাবনার সুফল ঃ অপরাপর অভিজ্ঞান

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
২.	দিব্যশ্রোত	৩৯৭
৩.	চিত্ত পর্যায় জ্ঞান	৪১৯
৪.	পূর্ব নির্বাস স্মৃতি জ্ঞান	৪২১
	অগ্নি, প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবী সংকোচন ও প্রসারণ	৪২১
৫.	দিব্যচক্ষু জ্ঞান	৪১১

	জীবের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান	৪১১
	সাধারণ	

তৃতীয় খণ্ড

প্রজ্ঞা

৩.	যে ভূমির ওপর ভিত্তি করে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়	

চতুর্দশ অধ্যায়

যে ভূমির ওপর ভিত্তি করে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়

স্কন্ধ সমূহের বিবরণ ঃ

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
ক.	প্রজ্ঞা	৪২৪
ক.১	প্রজ্ঞা কি ?	৪২৪
ক.২	কোন অর্থে প্রজ্ঞা বলা হয় ?	৪২৪
ক.৩	প্রজ্ঞার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কি কি ?	৪২৬
ক.৪	প্রজ্ঞা কয় প্রকার	৪২৬
ক.৫	প্রজ্ঞা প্রবৃদ্ধির উপায় কি কি ?	

(২২ তম অধ্যায় শেষ)

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
খ.	পঞ্চস্কন্ধের বিবরণ	৪৩১
খ.১	রূপ স্কন্ধ	৪৩১
খ.২	বিজ্ঞান স্কন্ধ	৪৪১
গ.৩	বেদনা স্কন্ধ	৪৪৯

ঘ.৪	সংজ্ঞা স্কন্ধ	৪৫০
ঘ.৫	সংস্কার স্কন্ধ	৪৫০
গ.	এগার প্রকার সংজ্ঞায় রূপস্কন্ধের শ্রেণি বিন্যাস	৪৬২
ঘ.	স্কন্ধের শ্রেণিভিত্তিক জ্ঞান	৪৬৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

যে ভূমির ওভিত্তি করে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়

প্রজ্ঞা উৎপাদনে আয়তন ও ধাতুর বিবরণ

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	দ্বাদশ আয়তন	৪৭২
২.	আঠার ধাতু	৪৭৬

ষোড়শ অধ্যায়

যে ভূমির ওপর ভিত্তি করে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়

প্রজ্ঞা উৎপাদনে ইন্দ্রিয় আর্যসত্যের বিবরণ

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
ক.	দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়	৪৮২
খ.	চার আর্যসত্য	৪৮৬
খ.১	দুঃখ আর্যসত্য	৪৮৭
খ.২	দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য	৪৯০

খ.৩	দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য	৪৯০
	নির্বাণ সম্পর্কিত আলোচনা	
খ.৪	দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য	৫০১
	সাধারণ	

সপ্তদশ অধ্যায়

যে ভূমির উপর ভিত্তি করে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় : সমাধান

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
ক.	প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি পদটির সংজ্ঞা প্রধান	৫১৩
খ.	প্রতীত্য সমুৎপাদ ব্যাখ্যা	৫১৯
খ.১	ভূমিকা	৫১৯
খ.২	সংক্ষেপ ব্যাখ্যা	৫২৮
খ.৩	বিস্তৃত ব্যাখ্যা	৫২৮
খ. ৩:১	অবিদ্যা	৫২৮
খ.৩:২	সংস্কার	৫২৯
	চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়	৫৩১
	অবিদ্যারপ্রত্যয়ে কিভাবে সংস্কার উৎপন্ন হয় ?	৫৩৯
	কোন একটি কারণ হতে একটি ফল উৎপন্ন হয় না।	৫৪০
গ.	বিজ্ঞান	৫৪৫
	বত্রিশ প্রকার কর্ম বিপাক বিজ্ঞান	৫৪৫
গ.১	অস্তিভাব প্রবর্তনে	
গ.২	প্রতিসন্ধিদায়	৫৪৮
	কর্ম কিভাবে বিজ্ঞানের হেতু প্রত্যয় হয়	
ঘ.	নাম-রূপ	৫৬০

ঙ.	ষড়ায়তন	৫৬৪
চ.	স্পর্শ	৫৭০
ছ.	বেদনা	৫৭০
জ.	তৃষ্ণা	৫৭২
ঝ.	উপাদান	৫৭৩
ঞ.	ভব (জীব)	৫৭৬
ট-ঠ.	জন্ম, ইত্যাদি	৫৮১
ড.	ভবচক্র	৫৮২
ড.১	চক্র	৫৮২
ড.২	ত্রিবিধ (সময়) কাল	৫৮৪
ড.৩	হেতু এবং বিপাক	৫৮৫
ড.৪	বিভিন্নতা	৫৮৭

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
৩.	দৃষ্টি-বিশুদ্ধি নির্দেশ	৫৯৪
১.	পটভূমি	
২.	নাম-রূপ সংজ্ঞা প্রদর্শন	৫৯৪
১.	চার মহাভূত	
১.ক	নাম স্কন্ধের ভিত্তি দিয়ে শুরু	
১.খ	রূপ স্কন্ধের ভিত্তি দিয়ে শুরু	
১২	অষ্টাদশ ধাতুর ভিত্তিতে	৫৯৫
১৩	দ্বাদশ আয়তনের ভিত্তিতে	৫৯৫
১৪	পঞ্চস্কন্ধের ভিত্তিতে	৫৯৬
১৫	চার মহাভূতের ভিত্তিতে (সংক্ষেপে)	৫৯৬
২.	যদি নাম (রূপ) ভিত্তি গ্রহণে ব্যর্থ হয়	
৩.	নামকে মূখ্য করার তিন উপায়	
৪.	নাম-রূপের বাহিরে কোন জীব নেই	
৫.	নাম-রূপ পরস্পর নির্ভরশীল ও	৫৯৯

	সমাধান	

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
৪.	শঙ্কা উত্তরণ বিশুদ্ধি নির্দেশ	৬০৬
১.	পটভূমিকা	
৩.	কার্য-কারণ পরিগ্রহণের উপায়	
৩.১	নাম-রূপ বিনা কারণে কিংবা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নয়	
৩.২	হেতু প্রত্যয়ে ইহা সংঘটিত হয়	৬০৬
৩.৩	সাধারণ এবং নির্দিষ্ট কারণ	৬০৭
৩.৪	হেতু প্রত্যয় নিরোধ	
৩.৫	প্রতীত্য সমুৎপাদ	৬০৮
৩.৬	কর্ম ও কর্মফল	৬০৮
	সমাধান	

বিংশ অধ্যায়

মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	পটভূমিকা	৬১৬
	পঞ্চমতম বিশুদ্ধি	৬১৬
	তিন প্রকার পূর্ণপ্রজ্ঞা	৬১৬
২.	বিদর্শন	৬১৭
২.১	সংমর্শন জ্ঞানরাশি বিধান	৬১৭

২.২	চল্লিশ প্রকার সংমর্শন জ্ঞান দৃঢ়করণ	৬২১
২.৩	নয়ভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ শাম্নিত করণ	৬২৩
২.৪	রূপ সংমর্শন	৬২৩
৪.১	কর্ম রূপ	৬২৪
৪..২	চিত্তজ রূপ	৬২৫
৪.৩	আহাররূপ	৬২৬
৪.৪	ঋতুজ রপ	৬২৬
২.৫	অরূপ (নাম) সংমর্শন জ্ঞান	৬২৭
২.৬	রূপ সংমর্শন	৬২৩
২.৭	অরূপ সংমর্শন	৬২৭
২.৮	আঠার প্রকার মহাবিদর্শন	
২.৯	উদয় ব্যয় জ্ঞান (১)	
	দশ প্রকার বিদর্শন উপক্লেশ	
	সমাধান	

একবিংশ অধ্যায়

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
৬.	প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি	৬৫০
১.	পটভূমিকা	৬৫০
২.	আট প্রকার বিদর্শন জ্ঞান	৬৫০

১.	এবং অনুলোম সহ নববিধ জ্ঞান	৬৩৯
২.১	উদয়-ব্যয় জ্ঞান (২)	৬৫০
২.২	ভঙ্গ জ্ঞান	৬৫১
২.৩	ভয় জ্ঞান	৬৫৬
২.৪	আদীনব জ্ঞান	৬৫৭
২.৫	নির্বেদ (সাসব) জ্ঞান	৬৬২
২.৬	মুমুক্ষা জ্ঞান (বিমুক্তি)	৬৬৩
২.৭	প্রতিসংখ্যা জ্ঞান	৬৫৪
	সংস্কার সমূহ শূন্যতা দর্শন	৬৭১
২.৮	সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান	৬৬৫
	তিন প্রকার বিমোক্ষ জ্ঞান	৬৭২
	সাত প্রকার আর্যপুরুষ	৬৭১
	শেষ তিন প্রকার জ্ঞান মূলত এক প্রকার	৬৭২
	উত্থানগামী বিদর্শন বিদর্শন প্রজ্ঞা	৬৭৩
	বার প্রকার উপমা উপস্থাপন	৬৭৫
	অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ	৬৭৩
২.৯	অনুলোম জ্ঞান	৬৮২

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
৭.	জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি	১-৭৮৫

১.	গোত্রভূ জ্ঞানান্তে চার মার্গ এবং ফলজ্ঞান	
২.	নানাবিধ	
২.১	সাঁইত্রিশ প্রকার রোধিপক্ষীয় ধর্মের পূর্ণতা সাধন	৩৩-৭৯২
২.২	উৎপন্ন বল সংযোজন	৪৪-৭৯৬
২.৩	ক্লেশক্ষয়	৪৭-৭৮৯
২.৪	একই ক্ষণে চার কর্ম সম্পাদন	৯২-৮০৮
২.৫	চতুর্বিধ কর্ম পৃথকভাবে সম্পাদন	১০৪-৮১১
৫.১	তিন প্রকার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা	
৫.২	তিন প্রকার ক্লেশ ক্ষয়	১০৪-৮১১
২ক.	দমন দ্বারা ক্লেশ হয়	১১০-৮১২
২খ.	বিপরীত কল্পনা দ্বারা ক্লেশ হয়	১১১-৮১২
	অষ্টাদশ মহা বিদর্শন ক্লেশ হয়	১১১-৮১৩
২গ.	সমুচ্ছেদ দ্বারা ক্লেশ হয়	১১৩-৮১৩
৫.৩	তিন প্রকার সত্যোপলব্ধি	১২২-৮১৬
৫.৪	দুই প্রকার ভাবনা	১২৬-৮১৬
	সমাধান	১২৯-৮১৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রজ্ঞা লাভের সুফল

পটভূমিকা

বিষয় ক্রম	বিষয় নির্দেশ	মূল অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা
৪.	প্রজ্ঞা ভাবনার সুফল কি ?	৭১৫
ক.	ক্লেশ অপনোদন	৭১৬
খ.	ফল সমাপত্তি লাভ	৭১৬
গ.	নিরোধ সমাপত্তি লাভ	৭২০
ঘ.	দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন	৭২৮
	উপসংহার (সমাপ্তি কবিতা)	৭৩০

গাথা

নিগমন কথা

প্রত্তাবতা

সীলে পতিট্ঠায় নবো সপঞ্ঞা।
চিত্তং পঞ্‌ঞচ ভাবয়ং,
আতাপি নিপকো ভিক্‌খু
সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।
ইমং গাথং নিকথপিতা
যদ কোচুংমহ,
ইমস্‌সদানি গাথায়
কথিতায় মহেসিনা।
বন্নয়ন্তো যথাভূতং
অত্থং সীলাদি ভেদনং
সুদুল্লভং লবিত্বান
উজুং মগ্‌গং বিসুদ্ধিয়া
যথাভূতং অজানন্তা
সদ্ধিকানাপি যে ইধ
বিসুদ্ধিং নাধিগচ্ছন্তি
বায়মন্তাপি যোগিনো
তেমং পমোজ্জকরণং
সুবিসুদ্ধ বিনিচ্ছয়ং
মহাবিহারবাসীনং
দেসনায় নিসিসতং
বিসুদ্ধিমগ্‌গং ভাসিসসাম
তং মে সক্কচ্চ ভাসতো
বিসুদ্ধিকামা সব্বেপি
নিসামযথ সাধাবোতি।

নমোতস্‌স ভগবতো
অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

প্রণাম তাঁহারে করি যিনি ভগবান
অরহত সম্যক তিনি সম্বুদ্ধ মহান।

বিশুদ্ধিমার্গ

(বিসুদ্ধিমগ্‌গ)

প্রথম খণ্ড

শীল

(সীল)

প্রথম অধ্যায়

শীলবিশুদ্ধির বিবরণ

(সীল নিদ্দেস)

সীলে প্রতিট্‌ঠায় নরোসপঞ্ঞো
চিত্তং পঞ্‌ঞং চ ভাবয়ে,
আতাপি নিপকো ভিক্‌খু
কো ইমং বিজটয়ে জটন্তি ?

নিদান কথা ঃ

১। শীলগুণে ভুষিত যে বিজ্ঞজন হয়,
বিকশিত চিত্ত সদা প্রজ্ঞা ভাবময়।
শৌর্যে-বীর্যে দক্ষ ভিক্ষু তিনি সেই জন,
তৃষ্ণা জটা তিনি শুধু করেন উৎপাটন।[1]

এ গাথা উক্ত হয়েছে। কিন্তু কেন উক্ত হয়েছে ? এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনে অবস্থানকালীন কোন এক দেবপুত্র রাত্রে তাঁর নিকট এসে মনের সংশয় দূর করার জন্য প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন।

অন্তো জটা বহিজটা জটায় জটিতা পজা,
তংতং গোতমং পুচ্ছামি কো ইমং বিজটয়ে জটন্তি ? [২]
অন্তর বাহির উভয় জড়িত জটায়,
প্রাণিকূল দিশেহারা তৃষ্ণার জটায়,
জিজ্ঞাসি তোমারে গৌতম কেবা হয় জয়ী ?
ভবজটা ছিন্ন করে কেবা হয় বিজয়ী?

২. সংক্ষেপে তৃষ্ণাকে জটা বলা হয়েছে। তৃষ্ণাজালের অপর নাম জটা। তৃষ্ণারজ্জু দিয়ে বন্ধন করে বলে জটা বলা হয। ঘন-সন্নিবিষ্ট বেণুগুল্ম ইত্যাদির ন্যায় ইহা সতত উর্ধ্বে-নিম্নে, দৃশ্য এবং অদৃশ্যরূপে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হচ্ছে। আপনপর, কারো চাহিদা বশবর্তী হয়ে অন্তর বাহিরে (আধ্যাত্মিক ও বহিরায়তনে) উৎপন্ন হয় বলে অন্তর ও বাহির জটা। এরূপে উৎপন্নশীল জটায় সত্ত্বগণ জর্জরিত। বেগুন ইত্যাদি যেমন দূরপনেয় জটা দ্বারা আবদ্ধ, তেমনি সত্ত্বগণ তৃষ্ণারূপ জালে আবদ্ধ। ইহার অর্থ হলো অন্তরবাহির বন্ধনে তারা আবদ্ধ। যেহেতু ইহা এভাবে জটিলতাপ্রাপ্ত, যেহেতু হে গৌতম আমি আপনাকে প্রশ্নটির উত্তর জিজ্ঞেস করছি। এখানে গৌতমকে তাঁর গোত্রের নামানুসারে সম্বোধন করা হয়েছে। এ জটাকে বিজটিত (বিগতজটা) করতে পারে–যাতে তিন প্রকার জটার অস্তিত্ব বিদ্যমান। তিনি প্রশ্ন করলেন, কে ইহাকে বিগতজটায় রূপদান করতে সমর্থ ?

৩. এভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ দেবাতিদেব, ব্রহ্মাতিব্রহ্মা, শক্রগণের শক্র, চার বৈশরদ বিশিষ্ট, দশবলধারী, সমন্ত চক্ষুষ্মান, উত্তরের ব্যাখ্যাচ্ছলে এ গাথা ভাষণ করেন:

সীলে প্রতিট্ঠায় নরোসপঞ্ঞো
চিত্তংপঞ্ঞঞ্চ চ ভাবয়ে,
আতাপি নিপকো ভিক্খু
কো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।
– সীলগুণে ভূষিত যে, বিজ্ঞজন হয় ,

বিকশিত চিত্ত সদা প্রজ্ঞাভাবময়।
সৌর্যে-বীর্যে দক্ষ ভিক্ষু তিনি সেইজন,
তৃষ্ণাজটা তিনি শুধু করেন উৎপাটন।

বুদ্ধঘোষ (আমি) বললেন :

১. ইমিস্স দানি গাথায়, কথিকায় মহেসিনা,
পালি বন্নয়ন্তো যথাভূতং অত্থং।
– মম কৃত্য যথা সত্য করুণ বর্ণন,
শীলসহ তথা ভেদে অপর কারণ।
সমগাথা ভাষিলেন বুদ্ধ ভগবান,
সে গাথার মর্মকথা বিজেতা বাখান।

শীলবিশুদ্ধির বিবরণঃ

সীলাদি ভেদনং, সুদুল্লভং লভিত্বান,
পব্বজ্জিং ন সাসনে,
সীলাদি সংগহং খেমং, উজুং মগ্‌গং বিসুদ্ধিয়
যথাভূতং অজানন্ত সুদ্ধিকামান যে ইধ,
বিসুদ্ধিং নাধিগচ্ছন্তি
বায়সন্তাপি যোগিনো, তেসং পমজ্জ করণং
সুবিসুদ্ধ বিনিয়চ্ছং, মহাবিহার বাসীনং দেসনা নয়
নিস্‌িসতং।

– জিন শাসনে-হয়ে প্রব্রজ্যিত গৃহত্যাগী,
অতঃপর যেবা আশে বিশুদ্ধি নিয়োগী।
নাহি জানে শুদ্ধিমার্গ সোজা সত্যপথ,
শীলাচার ক্ষেমী-ঋজু অপর দুই ঘাত।
যথাসত্য দূরবোধ্য বিশুদ্ধ নিগম,
সাধিবেন যে নিরবধি সুবিশুদ্ধ ক্ষেম।
স্বস্তিপথ এথা আমি উদ্ভব নিপুণ,
বিশুদ্ধির তরে নিশ্চয় ভূষণ বাখান।

বাসনা স্থাপন মনে বিশ্বাস শিক্ষণ,
অধিবাসী মহাবিহার ও প্রমোদ কারণ।
সুবিশুদ্ধ সুবিচার ব্যাখ্যা সংগঠন, [৩]
মার্গ যথা বিশুদ্ধির অপূর্ব বর্ণন।
ভাষিব তোষিত আমি সবার সদন।
শ্রদ্ধাচিত্ত সাধুগণ বিশুদ্ধির তরে
শ্রবণ করহ ধীর শ্রদ্ধার অন্তরে।

এখানে বিশুদ্ধি বলতে যাবতীয় মল বিরহিত সুবিশুদ্ধ নির্বাণকে নির্দেশ করা হয়েছে। নিগমকে বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগ্গো) বলা হয়েছে। অধিগম আয়ত্ত করার উপায় অর্থে মার্গকে মার্গ বলা হয়। বিশুদ্ধির সে মার্গ সম্বন্ধে আমি বলব।

কোথাও মগ্গ বা বিশুদ্ধিমার্গকে (বিসুদ্ধিমগ্গো) এই বিদর্শনরূপে দেশিত হয়েছে :

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্ছাতি, যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিভিন্দতি দুক্খে, এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ, সবে নিব্বান সন্তিকেতি
(a. 272)।

– সকল সংস্কার পুঞ্জ অনিত্য সবে,
প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে মনে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হবে।
কেবলি তখন হবে দুঃখের নিরোধ,
বিশুদ্ধির মার্গ ইহা জানহ সুবোধ। (SN 1-48)

কোথাও বা ধ্যান এবং প্রজ্ঞাকে ভিত্তি করে বিশুদ্ধিমার্গ দেশিত হয়েছে। সে মতে বলা হয়েছে :

যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ সবে নিব্বান সন্তিকে
কম্মং বিজ্জা চ ধম্মো, চ সীলং জীবিত মুত্তমং
এতেন মচ্চ সুজ্ঝন্তি, ন গোত্থেন, ধম্মেন বা,

– তিনি শুধু একমাত্র নির্বাণ সমীপে,
যার মাঝে বিদ্যমান ধ্যান প্রজ্ঞাদীপে,

কোথাও, কর্ম বিজ্ঞত ধর্মকে, ভিত্তি করে বিশুদ্ধিমার্গ দেশিত হয়েছে। সে মতে বলা হয়েছে :

– মরগণ বিশুদ্ধ হয় কর্ম-বিদ্যার্জনে,
সেইরূপ বিশুদ্ধিতা, ধর্ম শীলপূর্ণে।
উত্তম জীবিকা আর শুদ্ধিকাম তরে,
ধন-গোত্র কভূ শুদ্ধ করিতে না পারে।
(M. iii. 262)

কোথাও শীলাদিকে ভিত্তি করে বিশুদ্ধিমার্গ দেশিত হয়েছে। সে মতে বলা হয়েছে :

সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো, চিত্তং পঞ্ঞ্ঞ চ ভাবয়ং
আতাপি নিপকো ভিকখ্, সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি
– সতত শীলেতে যেবা প্রতিষ্ঠিত রয়,
প্রজ্ঞা আর সমাধিতে নিবিষ্ট নিশ্চয়।
নিয়ত বীর্যবান আরো উদ্যমতর,
তিনি ত্বরিতে পারেন দুস্তর পারাবার। (SN.1-53)

কোথাও স্মৃতিপ্রস্থাপনকে ভিত্তি করে বিশুদ্ধিমার্গ দেশিত হয়েছে।

– শীলগুণে ভূষিত যে বিজ্ঞজন হয়,
বিকশিত চিত্ত সদা প্রজ্ঞাভাবময়,
শৌর্য-বীর্যে দক্ষ ভিক্ষু তিনি সেইজন,
তৃষ্ণা জটা তিনি শুধু করেন উৎপাটন।

শীলবিশুদ্ধির বিবরণ

সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো, চিত্তং পঞ্ঞং চ ভবতু,
আতাপি নিসকো ভিকখু, সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।

সেজন্য বলা হয়েছে : সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য এ মার্গ একমাত্র পথ, নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য যা বলা হয়েছে : চার স্মৃতিপ্রস্থান একমাত্র মার্গ

(D.ii.290)। অনুরূপভাবে সম্যক প্রধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ এই প্রশ্নোত্তর ক্ষেত্রে। শীল এবং অপর দুই অঙ্গ দেশিত।

৭. এখানে শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে (সংক্ষেপ বর্ণনায়) বলতে শীলে স্থিত হয়ে, দাঁড়িয়ে। কোন ব্যক্তির শীল পরিপূর্ণ করাকে শীলে 'শীলে প্রতিষ্ঠিত' বলা হয়েছে। তার অর্থ হলো এই পরিপূর্ণভাবে শীল পালন করে শীলে প্রতিষ্ঠিত। একজন ব্যক্তি একটি জীবন্ত প্রাণী। প্রজ্ঞা তাঁর মধ্যে কর্মজ বিদ্যমান যা ত্রিহেতুক কার্যকারণ প্রতিসন্ধি প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত। সমাধি ও বিদর্শন দ্বারা চিত্তকে প্রজ্ঞাদীপ্ত করা : সমথও বিদর্শন ধ্যানের দ্বারা চিত্ত নিবিষ্ট রাখার কথা বলা হয়েছে। 'আতাপী' বীর্যবান। উদ্দীপনা এবং তাৎপর্যের দ্বারা ক্লেশ সমূহের বিতাড়ন করণার্থে আতাপ বলা হয়েছে। এভাবে তিনি দক্ষ। 'নিপকো', বিচক্ষণ নিপূর্ণ। বিচক্ষণতা দ্বারা প্রজ্ঞান্বত্ব করা অর্থে নিপুণ। এ শব্দে 'প্রজ্ঞা' সুরক্ষা দেখান হয়েছে। প্রশ্নটির প্রত্যুত্তরে তিনবার 'প্রজ্ঞা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ১. জাতি বা জন্মগত প্রজ্ঞা, ২. বিদর্শন প্রজ্ঞা এবং ৩. সর্বকৃত্য সুরক্ষা, পরিপোষক প্রজ্ঞা। ভয়ংইক্খতি- পুনর্জন্মকে ভয়দর্শী- বলে ভিক্ষু। তিনি জটাকে বিজটিত করতে সমর্থঃ ৪. একজন লোক যেমন ভূমিতে দাঁড়িয়ে একটা তীক্ষ্ম শানিত অস্ত্র হাতে ধারণ করে একটা মহা জটযুক্ত বেণুগুল্ম ছেদন করেন, তেমনি ভিক্ষু যিনি ছয়টি বিষয় ঃ ১. শীল, চিত্ত; সমাধি, বিবিধ প্রজ্ঞা ও আতাপ দ্বারা ভূষিত, তিনি শীলরূপ মাটিতে দাঁড়িয়ে সমাধিরূপ শিল্পের সুশানিত অস্ত্র বিদর্শন রূপ প্রজ্ঞার বীর্যবল দ্বারা প্রজ্ঞা হস্ত নিয়ে আপন পৃথিবীর তৃষ্ণাজটা দূর করে দলিত করেন। মালাভ ক্ষণে এ তৃষ্ণাজটা বিজটিত হয়। আর তখনই তিনি সদের লোকের দক্ষিণা লাভের যোগ্য হন। এ কারণে ভগবান বলেছেন ঃ

সীলে প্রতিট্ঠায় নরো, সপঞ্ঞো
চিত্তং পঞ্ঞং চ ভাবয়ে, আতাপি নিপকো ভিক্খু
সো ইমং বিজটায়ে জটন্তি।

– শীলগুণে ভূষিত যে বিজ্ঞজন হয়,
বিকাশিত চিত্ত সদা প্রজ্ঞাভাবময়।
শৌর্যে বীর্যে দক্ষ ভিক্ষু তিনি সেইজন,
তৃষ্ণাজটা তিনি শুধু করেন উৎপাটন।

৮. জন্মগত প্রজ্ঞাদীপ্ত বলে এ স্থলে তাঁর কোন করণীয় নেই। পূর্বজন্মের প্রভাবেই তাঁর মধ্যে তা সম্ভব হয়েছে। 'আতাপী এবং নিপকো'- দক্ষ ও নিপুণ বলতে উদ্যমতাকে সংরক্ষণ বোঝায় এবং প্রজ্ঞাবলে সকল করণীয় কর্তব্য সজ্ঞানে করণীয় বোঝায়। শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও বিদর্শনে পারঙ্গমতাকে সমাধি এবং প্রজ্ঞা বলা হয়েছে। এখানে ভগবান শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে বিশুদ্ধি অর্জনের পথ প্রদর্শন করেছেন।

৯. এ পর্যন্ত যা প্রদর্শিত হলো তা হলো ত্রিবিধ শিক্ষা, তিন কল্যাণ শাসন, তিন প্রকার বিদ্যার মুক্তদর্শন দ্বি-অন্ত বর্জন ও মধ্যপথ অনুসরণ, অপায় গমন অতিক্রম, ত্রিবিধ প্রকারে ক্লেশ অপনয়ন, অপরাধ প্রবণতার প্রতিশের, ক্লেশত্রয় বিশোধন এবং স্রোতাপত্তিতে নিষ্পন্নের কারণ। কিরূপে?

১০. এখানে শীলের জন্য অধিশীল শিক্ষা-প্রকাশিত, সমাধি দ্বারা শিক্ষা প্রকাশিত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

শীলকে আদিকল্যাণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রথমে। কুশল ধর্মের আদি কি? সুবিশুদ্ধ শীল। (SN. 4-143) কারণ সকল প্রকার পাপ অকরণীয় অর্থে শীলই ধর্মের মধ্যে প্রথম। ইহা ভাল, কারণ শীল সকল অনুতাপ [৪] পরিহার করে নিরুত্তাপ গুণ বহন করে বলে কল্যাণ। সমাধিতে মধ্য কল্যাণ প্রকাশিত। [৫] কারণ অনুচ্ছেদটি কুশল দিয়ে শুরু। সমাধি কুশল ধর্মের মধ্যস্থলে। ইহা কুশলময়, কারণ ইহা কল্যাণকর ঋদ্ধিশক্তি আনায়ন করে। অন্তে কল্যাণ, কারণ ইহা ব্যক্তির নিজ চিত্তকে বিশুদ্ধ করে (D. 183) এবং প্রজ্ঞা হচ্ছে বুদ্ধ শাসনের অনুশাসন। ইহাতে ভাবাভাব বহন করে বলে কল্যাণকর। এ কারণে উক্ত হয়েছে :

সেল যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং নিন্দাপসংসা, ন সমীঞ্জন্তি পণ্ডিতাতি।
– শৈল যথা ঘনশিলায় কঠিন গঠন,
বায়ু কভু নাহি পারে টলাতে পতন।
সেরূপ নিন্দা কিংবা প্রশংসা বচনে,
বিজ্ঞজন স্থির থাকে পড়ে কদাচনে। (Dh. 81)

১১. অনুরূপভাবে শীল দ্বারা তিন প্রকার দৃষ্টি পরিশুদ্ধি প্রদর্শিত হয়েছে। শীলাশ্রিত হয়ে তিন প্রকার বিদ্যা লাভ হয় [৫] কিন্তু অন্য কিছুতে নহে। সমাধি দ্বারা ছয় প্রকার অভিজ্ঞান লাভ হয় [৬]। কারণ সমাধিকে আশ্রয় করে ষড়াভিজ্ঞা লাভ হয়। কিন্তু অন্য কিছুতে নহে। প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিসম্ভিদা প্রভেদকে আশ্রয় করে লাভ হয় [৭]। অন্য কিছুতে নহে।

শীলের দ্বারা সত্ত্বার কামসুখে নির্জনতার বর্জন প্রকাশ হয়েছে। সমাধি দ্বারা গভীর আত্মনিগ্রহ ধ্যান রূপ অন্ত বর্জন প্রকাশ হয়েছে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা মধ্যম প্রতিপদ অনুশীলন প্রকাশ হয়েছে।

১২. অনুরূপভাবে শীলের দ্বারা অপায় গমন নিরোধ প্রকাশিত, সমাধি দ্বারা কামধাতু অতিক্রমের উপায় প্রকাশিত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সকল জন্মভব হতে পরিত্রাণের উপায় প্রকাশিত।

এবং শীলের দ্বারা ক্লেশ ও ক্লেশাঙ্গ পরিহার প্রকাশ, সমাধি দ্বারা অলৌকিক ঋদ্ধি প্রকাশ এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সকল প্রকার উৎপত্তিভব বিনাশ প্রকাশিত হয়েছে।

১৩. অনুরূপভাবে শীলের দ্বারা, ক্লেশ ও ক্লেশাঙ্গ পরিহার প্রকাশিত, সমাধি দ্বারা সংস্কারো ক্লেশ রুদ্ধ প্রকাশিত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এবং শীলের দ্বারা দুশ্চরিত্রগত ক্লেশ পরিহার প্রকাশিত, সমাধি দ্বারা ক্লেশ তৃষ্ণা পরিহার প্রকাশিত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি বিশুদ্ধি প্রকাশিত হয়েছে। [৬]

১৪. অনুরূপভাবে শীলের দ্বারা স্রোতাপন্ন সকৃদাগামী ভাবের কারণ প্রকাশিত সমাধি দ্বারা অনাগামী ভাবের প্রকাশ এবং প্রজ্ঞা দ্বারা অর্হত্ব লাভের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। স্রোতাগণ শীল পরিপূর্ণকারী অনুরূপভাবে সকৃদাগামীকেও শীল পরিপূর্ণকারী বলা হয়।কিন্তু অনাগামী লাভীগণ সমাধি পরিপূরণকারী। এবং অর্হৎগণকে বলা হয় পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা পূরণকারী। (A i- 239)

১৫. সুতরাং এরূপে এ পর্যন্ত নয়টি পর্যায়ে এবং অপর তিনভাবে বিশেষ প্রতিরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। তা হলোঃ ত্রয়ী শিক্ষা, ত্রিবিধ কল্যাণ শাসন, তিন প্রকার বিদ্যার আয়ন নিশ্রয় নদ্বিবর্জন ও মধ্যম প্রতিপদ সম্পাদন, অপায় অতিক্রমের উপায়, তিনভাবে ক্লেশ অপনোদন, অপরাধ ইত্যাদি

রোষ প্রতিরোধ তিন প্রকার সংক্লেশ বিশোধন এরূপে স্রোতাপত্তিতে
নিপন্ন ইত্যাদি গুণসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

ইতি নিদান কথা

২. শীল

১৬. এভাবে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা- এই তিন শিরোনামে বিশুদ্ধিমার্গ প্রদর্শিত হয়েছে। তবে উক্ত তিন বিভাগের প্রত্যেক ভাগ বিভিন্ন গুণমণ্ডিত হলেও অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হয়েছে এবং যেহেতু এ বর্ণনা অপর্যাপ্ত ও সংক্ষিপ্ত বিধায় বিস্তারিত বিশ্লেষণের লক্ষ্যে প্রথমত নিম্নোক্ত প্রশ্নমালার আলোকে শীল সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

শীল

১. শীল কি ?

২. কোন অর্থে শীল বলা হয় ?

৩. ইহার বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ), কার্যকারিতা (রস), প্রকাশ (প্রত্যুপস্থান) এবং প্রত্যক্ষ (পদস্থান) ও ফল কি কি ?

৪. শীলের সুফল কি ?

৫. শীল কত প্রকার ও কি কি ?

৬. ইহার মালিন্যতা (সংক্ষেপ) কি ?

৭. ইহার পরিশুদ্ধির উপায় কি ?

১৭. **উত্তরসমূহ হলো ঃ**

১. শীল কি ?

প্রাণিহত্যা হতে বিরত অথবা ব্রত পূরণকারী ব্যক্তির মধ্যে যে চেতনা বর্তমান তা শীল। এজন্যে প্রতিসম্ভিদা গ্রন্থে উক্ত হয়েছে ঃ শীল কি? এতে চেতনাশীল, চৈতসিক শীল, সংবরশীল এবং অব্যতিক্রম শীল রয়েছে : (PS.i-44)

এখানে প্রাণিহত্যা হতে বিরত ব্যক্তির মধ্যে যে চেতনা বর্তমান অথবা যিনি এ উদ্দেশ্যে ব্রত পূরণ করেন। তাঁর মধ্যে যে চেতনা তা চেতনাশীল। প্রাণিহত্যা হতে বিরত ব্যক্তির চৈতসিক শীল। অধিকন্তু প্রাণিহত্যা হতে বিরত ব্যক্তির সপ্ত কর্মপথ চেতনা, চেতনাশীল। অলোভ (অভিধ্যা), অদ্বেষ (অব্যাপাদ) এবং সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে অভিধ্যা মুক্তমনে বিহারশীল ব্যক্তির চৈতসিক শীল।

১৮. সংবরশীল পাঁচ প্রকার : প্রাতিমোক্ষ সংবর, স্মৃতি সংবর, জ্ঞান সংবর, ক্ষান্তি সংবর এবং বীর্য সংবর। তিনি প্রাতিমোক্ষ শীলে সজ্জিত, সুসজ্জিত (Vbh. 246)। চক্ষু ইন্দ্রিয় সুরক্ষা করে তিনি চক্ষু-ইন্দ্রিয় সংবরে প্রবিষ্ট (D.i-7)। জ্ঞানসংবর হলো ঃ

যানি সোতানি লোকস্মিং অজি তাতি ভগবা, সতি তেসং নিবারনং
সোতানং সংবরং ক্রমি পঞ্ঞায়তে পিধিমা রোতি

– যেসব বাহিত স্রোত এ ভবের মাঝে,
আছে অর্জিত, জান তবে তৃষ্ণা দৃষ্টি জালে।
নিবারিতে পারে শুধু স্মৃতি সাধনাতে
তারে আমি প্রজ্ঞাবলি জ্ঞান সংবরেতে। (Sn. 1035)

প্রত্যয়সমূহ এখানে সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু এই যে পূর্ব ক্ষান্তি সংবর অর্থ কি? তিনি সে ব্যক্তি যিনি শীতোষ্ণ সহ্য করেন। (Mi-10) এবং এই যে পূর্বাহ্নে প্রদত্ত আরব্ধ বীর্য সংবর কি? তিনি সে ব্যক্তি যাঁর মধ্যে কামতৃষ্ণা উদয়ে ও বাস করতে দেয় না। বীর্য সংবর দিয়ে তা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন। (Mi-11) আজীব পারিশুদ্ধিও এতে সমন্বিত। সুতরাং এই পঞ্চ সংবর এবং পাপভীত কূলপুত্রগণ যে কোন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে বিরতির মুখোমুখী হয়। এসবই সংবরশীল বলে পরিজ্ঞেয়।

শীলবান ব্যক্তি কায়িক ও বাচনিকভাবে গৃহীতশীল অনতিক্রম্য ও অব্যতিক্রম্য শীল। শীল কি এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইহা। (৮) এখন অবশিষ্ট হলো ঃ

২. কোন অর্থে শীল ? 'শীলন'- এ অর্থে শীল (সীল)। এই শীলন কি? সমাধান, শীলবন্ত ব্যক্তির পক্ষে কায়কর্ম ...... দ্বারা অবিরুদ্ধতা অর্থ প্রকাশ করে উপধারণ অর্থে এবং কুশলধর্মের ভিত্তির ক্ষেত্রে আধাররূপে কাজ করে। শব্দ দ্বয়ের অর্থ শব্দার্থ বিদগণের নিকট নিদান বিদ্যার মতো হৃদয়দম হয়। অন্যের কিন্তু শিবার্থে শীতলার্থে শীলের অর্থ বলে মন্তব্য করেন।

২০. (৩) এখন ইহার বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ) অনবদ্যগুণ বা কার্যকারিতা (রসো), অভিব্যক্তি বা প্রকাশ (পদট্‌ঠান), এবং প্রত্যক্ষকারণ (পচ্চুপট্‌ঠান) কি কি? এখানে ঃ

সীলনং লক্খণং তস্স, ভিন্নস্সপি অনেকধা,
সনিদস্সনত্তং রূপস্স, যথা ভিন্নসনেকধা।

– বৈশিষ্ট্য বশে জ্ঞান মীমাংসন,
যদা বিভাজন হয় বহুধা বাখান।
সদর্শন ভাব যথা দর্শনে বিরাজে,
যদা ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা সরাজে।

যেমন নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণভেদে বিভাজন করতে রূপায়তনের দর্শন তত্ত্ব এক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেহেতু নীল প্রভৃতি রং ভিন্ন হলেও সম্যকদর্শনভাব অভিন্ন, তেমনি শীল, চেতনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও শীলন-অনুশীলনই তার বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ। উপযুক্ত বর্ণনায় সমন্বিত কার্যক্রম প্রভৃতি এবং কুশল কর্মের ভিত্তি যখন ভিন্নমাত্রায় ব্যাখ্যাও হয়, তখন শীঘ্রই তার বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ। কারণ ভিন্ন মাত্রায় ব্যাখ্যা তা হলেও তার সমন্বিত চেতনাভাব এবং ভিত্তি অতিক্রম করে না।

২১. যখন ঃ সীলনং লক্খণং তস্স, ভিন্নসস্পি অনেকদা,
সনি দসস্তং রূপসস্ যথা, ভিন্নস্সা নেকধা।

– লক্ষণ বৈশিষ্ট্য বশে যখন এইরূপ,
দ্বিভাগে ভাজনীয় কার্য সমুত্তাপ।
দুরাচরণ রুদ্ধ তরে কর্মেতে তৎপর,
কৃতার্থ কৃতকৃত্য নির্দোষ তৎপর।

সুতরাং দুঃশীলতার ধ্বংস সাধন তথা অনবদ্য গুণ এবং সম্পত্তি অর্থ রস-কার্যকারিতা সাথে কথিত। সে কারণে এই শীলের কার্যকর রস দুঃশীল, বিধ্বংসের কার্যকর রস এবং সম্পত্তি অর্থে রসে অনবদ্য রস বলে জানতে হবে। লক্ষণের (নিচ্চ) মধ্যে নৃত্য সম্পত্তি বা রসরূপে জানতে হবে।

২২. সোচেয্য পচ্চুপট্ঠানং, তয়িদংতস্স বিঞ্ঞুহি
তত্তম্প্পঞ্চ হিরী বেত্র, পদট্ঠানন্তি বন্নিতং।

যেবা জানে শীল কিবা বর্ণন এখন,
স্বয়ং শুচিতা বলে জানিবে তখন।
তাহার প্রত্যক্ষ কারণ বলেন বিজ্ঞজন,
লজ্জা-ভয়-ঔত্তাপ্য হয় পদস্থান তিন।

৯. এ শীলের শুচিতা এখানে বিভিন্নভাবে সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়েছে। যথা ঃ কায় শুচিতা, বাক্য শুচিতা মনো শুচিতা 1 (Ai-271) শুচি-শুভ্র অবস্থা এখানে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত। শীলের অর্থ, ন্যূনতম লক্ষ্য এবং আসন্ন প্রত্যক্ষীকরণ যারা অবগত তাঁদের নিকট কিন্তু লজ্জা এবং ভয় এ দুই প্রধান বলে মনে করেন। লজ্জা এবং ভয় থাকলে শীল পালিত হয় এবং সুরক্ষিত হয়। এ দুটো থাকলে শীল চেতনা উৎপন্ন কিংবা রক্ষিত হয় না। এভাবে শীলের বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ), কার্যকারিতা (রস) অভিব্যক্তি বা প্রকাশ এবং ইহার আসন্ন কারণ (পচ্চুপট্‌ঠান) বলে জানতে হবে।

২৩. (৪) শীলের (পালনের) সুফল আনিশংস কি কি?

অনুশোচনা সংবিধি প্রকাশ দক্ষতা অর্জন আয়ত্তই শীলের পালনের সুফল। আনিশংস কি কি? অননুশোচনা সংবিধি প্রকার দক্ষতা আয়ত্তই শীল পালনের সুফল বলে খ্যাত। এ কারণে উক্ত হয়েছে "হে আনন্দ, কুশল সংস্কার (শীল) সমূহের লক্ষ্য অনুশোচনাবিহীন এবং সুফল অনুশোচনা বিযুক্ত। (Av-1)। অধিকন্তু ইহা উক্ত হয়েছে যে, গৃহীগণের পরিপূর্ণ শীল পালনের পাঁচ প্রকার সুফল লাভ করে। সে পঞ্চ ফল কি কি ? গৃহীগণের মধ্যে যিনি শীলবান, শীল সম্পন্ন ও অপ্রসাদ পরায়ন তিনি বিপুল ভোগ সম্পদ লাভ করেন। ইহা শীল সম্পন্নের শীল পালনের প্রথম সুফল। পুনরায় যিনি শীলবান তাঁর শীল পালনের কল্যাণ কীর্তিশব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইহা শীলবানের শীল পালনের দ্বিতীয় সুফল। পুনরায়, যিনি শীলবান শীলসম্পন্ন তিনি ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ গৃহী পরিষদ এবং শ্রমণ পরিষদে নির্ভয়ে বা নিঃসকোচে গমন করেন। ইহা শীল সম্পন্নের শীল পালনের তৃতীয় সুফল। পুনরায় যিনি শীলবান ও শীল সম্পন্ন তিনি অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু বরণ করেন না। ইহা শীল সম্পন্নের শীল পালনের চতুর্থ সুফল। পুনরায় যিনি শীলবান ও শীল সম্পন্ন তিনি দেহত্যাগ করলেও মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। ইহা শীল সম্পন্নের পালনের পঞ্চম সুফল। (D11-86)

এছাড়াও শীলসম্পন্নের শীল পালনের বহু সুফল আছে। তিনি প্রিয় এবং মনোমুগ্ধকর পাত্ররূপে তৃষ্ণাক্ষয় পর্যন্ত বহু সুফলের ভাগী হন। এতে বলা হয়েছে "যদি কোন কোন সব্রহ্মচারী-দের মধ্যে প্রিয়ভাজন, শ্রদ্ধার্জন করতে চায় তবে প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর হওয়ার জন্য শীল সম্পন্ন হয়ে শীলপালন করবেন।" (M1 -

33) এভাবে অননুশোচনা সহ্কারে শীলের দ্বারা বহু সুফল বর্ণিত। (১০) অধিকন্তু বলা হয়েছে ঃ

বিসোধয়তি সত্তানং যং বে সীলমলং মলং।
সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্ঠাং ত্রতিব লথিযং বিন্য,
আনিসংস পরিচ্ছেদং, তস্স সীলস্স কোবদে
ন গঙ্গা যমুনা চাপি, সরভূ বা সরস্সতী,
নিন্নগা বাচিরবতী, মহিচাপি মহানদী।
সক্কুনন্তি বিসাধেতুং তং মলং ইধ পানিনং,

– শীল বিনা সুপ্রতিষ্ঠা শাসনেতে নেই,
যে কেউ সাহসে যদি শুধু সীমিত স্থানেই।
কুলপুত্র বিজ্ঞজনের যাবিনা শূন্য সুমহান,
শীলের সুফল বর্ণনা সে ব্যয় করেন অকিঞ্চন।
নদী যথা মহাগঙ্গা যমুনা সরভূ কিন্তু,
সরস্বতী অথবা বহতা অচিরবতী অম্বু।
কিংবা মহানদ মহী বিধৌতে অলস,
মাল যথা চিত্তমাঝে বিরাজে সর্বক্ষণ।
শুধুমাত্র শীলজলে শোধিতে পারে অনায়াসে,
বিরাজে মল যথা এ জীব জগত সুহাসে।

যে বাতাস বহমান সজল শরীর,
হরিচন্দন হয় যুক্ত যে সুগন্ধ তৈয়ার।
যে হারেতে বিনির্যুক্ত মণি রাশিরাশি,
অথবা হরিৎ চন্দ্রকিরণ দীপ্তি নির্গতে উত্তরি।
এভবে সত্ত্ব যত আছে বিদ্যমান,
তাদের পরিদাহ যাহা কাঙখ্যমান।
শুধুমাত্র আর্যশীল পারে নিবারিতে,
অত্যন্ত শীতল তাহা উপশম সাধিতে।
এমন সুগন্ধি আছে এভব মাঝারে
যাহার তুলনা হয় শীল সুরভিতে।

অনুকূল শ্রুতিকূলে বিপরীত বাতাসে,
যথা প্রবাহিত শীলভার বাসে।
কোথা পাবে সুদৃঢ় সেই শীল সোপান,
যাতে চড়ে উঠিবে যে স্বর্গ মহান ?
অথবা সেই মুক্তদ্বার কোথায় রচিবে।
শীলরূপ নগর দ্বার নির্বান মিলিবে ?
যেব রূপ শোভমান হয় না রাজন,
মণিমুক্তা বিভূষা অরূপ সাজন ভূষণ,

নতং সজদা বাত, ন চাপি হরিচন্দনং,
নৈব হারাণ মনযো চন্দকিরঙ্কুর
সময়ন্তীধ সত্তানং পরিলাহং সুরক্‌খিতং,
যং সমেতি ইদং অরিয়ং সীলং অচ্চন্তং সীতলং।
সীলগন্ধ মযোগন্ধো কুতুনাম ভবিস্‌সতি,
যো সমং অনুবাতে চ পাটবাতেচ বয়তি,
সগ্‌গরোহন সোপানং অযং সীল সমং কুতে,
দ্বারং বা পণ নিব্বান নগরস্‌স পরেসনে
সোভন্তেবং ন রাজানে মুত্তাএমি বিভূসিতা
যথা সোভন্তি যাত্তিনো, সীল ভূসনো ভূসিতা
অত্তানুবত ভয়ং, বিধ্বংসয়তি সব্বসো,
জনেতি কিত্তিহাসঞ্চ, সীলং ষীলবত্তং দা।
গুণানং মুলভতস্‌স, দোসানং বলঘাবিনো,
ইতি সীলস্‌স বিনেয়্যং, আনিসংস কথমুখন্তি

– সংযত বিহারে লোকে যে শোভা ধারয়,
শীলরূপ অলঙ্কারে অপূর্ব শোভয়।
নিজ মাঝে যত ভয় অপবাদ নিচয়,
যেসব ধ্বংস নাশে শীল বরিষয়।
নিজ মাঝে সুকীর্তি আর সন্তোষ উদয়,
শীল আর শীলগুণে সুকীর্তিত হয়।

সংক্ষেপ বর্ণনা ব্যাখ্যা এ সবের সার
কিবারূপে শীলবান পুরস্কৃত হয়
সকল গুণের মূল কি করে উপজয়,
কি উপায়ে দোষমূল করে উৎপাট।

২৫. (৫) শীল কত প্রকার ?

এখানে উক্ত হয়েছে :

(৫) ১. গঠন প্রকৃতিতে কারণ এবং বৈশিষ্ট্যের নিরিখে শীল এক প্রকার।

২. চারিত্র এবং বারিত্র ভেদে শীল দুই প্রকার।

৩. অভিসম চারিক ও আদি ব্রহ্মাচারিক

৪. বিরতি ও অবিরতি শীল।

৫. মিশ্রিত ও অনিশ্রিত।

৬. কায় পর্যন্ত ও আপান কোটিক গ্যাস।

৭. সপর্যন্ত ও অপর্যন্ত শীল।

৮. লোকীয় ও লোকুত্তর শীল।

৯. শীল তিন তিনভাগে বিভক্ত : হীন, মধ্যম ও উত্তম শীল।

১০. অনুরূপভাবে : আত্মাধি প্রত্যয়, লোকাধি প্রত্যয় ও ধর্মাধি প্রত্যয় শীল

১১. পরামৃষ্ট (জীবনপাত), অপরাসৃষ্ট এবং প্রতিপ্রস্রদ্ধি (শান্তকরণ)

১২. বিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ এবং সন্ধিগ্ধ (বৈমতিক) শীল।

১৩. শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য এবং শৈক্ষা শৈক্ষ্য শীল।

১৪. শীল চার প্রকার : হান ভাগীয়, স্থিতি ভাগীয়, বিশেষ ভাগীয় এবং নির্বেধ ভাগীয় শীল।

১৫. ভিক্ষুশীল, ভিক্ষুণীশীল, অনুপসম্পন্ন এবং গৃহীশীল।

১৬. প্রকৃতি, আচরণ, ধর্মতা, পূর্বহেতুক শীল।

১৭. প্রাতিমোক্ষ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, আজীব পরিশুদ্ধি ও প্রত্যয় সংনিশ্রিত শীল।

১৮. শীল পাঁচভাগে বিভক্ত ঃ পর্যন্ত পারিশুদ্ধি ইত্যাদি। এতে প্রাতিমোক্ষ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ পঞ্চশীল, পর্যন্ত (সীমিত) ঃ পর্যন্ত, অপর্যন্ত, পরিপূর্ণ, অপরামৃষ্ট, প্রতিপ্রস্রদ্ধি.

১৯. প্রহান, বেরমনি, চেতনা, সংবর এবং অব্যতিক্রম শীল।

২৬. ১. এখানে এই অংশে শীল কি প্রকার। বর্ণিত নামকরণে শীল এক প্রকার জানতে হবে।

২. এই অংশে শীল দুই প্রকার ঃ (যেসব নীতিমালা বুদ্ধ প্রতিপালনীয় ও করণীয় কর্তব্য বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন সেগুলো চারিত বা আচরণীয় শীল এবং যেসব নীতিমালা তিনি অকরণীয় বলে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো বারিত বা বারণীয় শীল। আচরণগত কারণে যেসব শীল নিষিদ্ধ করে যেসব শীল প্রতিপালিত হয় সেগুলো বারিত্র বা নিষিদ্ধশীল। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা ও বীর্য দ্বারা শীল সাধনা চারিত্র এবং শ্রদ্ধাকালে সাধনা বারিত্র। এভাবে চারিত্র ও বারিত্র বশে শীল দুই প্রকার।

৩. দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে উক্ত হয়েছে : অভিসম-আচার বা উভয় আচরণ শীলও অথবা আচরণগত প্রজ্ঞাপ্ত শীল। ব্রহ্মচর্যা জন্য আদিতে পালনীয় আট প্রকার শীল [১]। ব্রহ্মচর্যা শীলে অধিষ্ঠিত সাধকের পক্ষে ইহা লোকোত্তর মার্গ ও ফলচিত্তের সাথে সম্পৃক্ত বলে আদি জীব অষ্টক শীল বলে কথিত।
মার্গ লাভে পূর্বে উক্ত অষ্টশীলে স্থিত থেকে পরিশুদ্ধ হতে হয় বলে ইহাকে মার্গের আদিতে পরিপূর্ণ করতে হয়। অর্থাৎ তখন সাধককে কায়িক কর্ম বাচনিক কর্ম এবং আজীব পরিশুদ্ধ হতে হয়। সে সকল শিক্ষাগত ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র তাকে বলে অভিসম আচার বা আচরণগত শীল। এছাড়া অপরাপর শীল হলো প্রাক্ ব্রহ্মচর্যক শীল। যেসব শীল প্রতিপালনের ফলে আদি বা প্রাক ব্রহ্মচর্য শীল পালন সম্পন্ন হয়। একারণে উক্ত হয়েছে : "অভিসম আচার (আচরণগৃত) শীল, পরিপূর্ণ না করে আদি ব্রহ্মচর্য শীল পূর্ণ করবে - ইহা সম্ভব নয় " (A iii-14-65)। এ কারণে ইহা দুই প্রকার - ভাল আচরণ, এবং যা জীবন বিশুদ্ধির শুরুতে প্রতিপালিত হয়।

২৮. ৪. তৃতীয় প্রকোষ্ঠে বারিত্র শীল বলতে প্রাণিহত্যা বিরতি ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট চেতনা শীলের অন্তর্গত। এভাবে এ অংশে বিরতি এবং অবিরত মূলে শীল দ্বিবিধ।

২৯. ৫. চতুর্থ প্রকোষ্ঠ দুই প্রকার আশ্রয় ঃ তৃষ্ণা এবং (মিথ্যা) দৃষ্টি আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে এ শীল পালনের দ্বারা আমি দেবতা বা দেবান্যতের হবো বলে ভবসম্পত্তির আকাঙ্খা করে (M-i-162)। এতে তার ভবতৃষ্ণা আশ্রয় হয়। এছাড়া 'বিবিধ শুদ্ধাচার দ্বারা বিশুদ্ধ দৃষ্টি সম্পন্ন হবে'- বলে যা প্রবর্তিত হয় তা

দৃষ্টি (মিথ্যা) আশ্রয়ে প্রবর্তিত (Vbh- 374)। অপরপক্ষে যাতে লোকীয় এবং লোকোত্তর ও তারই কারণে উদ্ভূত বলে অনিসস বা আশ্রয়হীন। শীল এভাবে আশ্রিত এবং অনাশ্রিতরূপে দুই প্রকার।

৩০. ৬. পঞ্চম প্রকোষ্ঠে সীমিত সময়ে শমথ ধ্যানের জন্য প্রতিপালিত শীল কাল পরিয়ন্ত বা ক্ষণিক শীল এবং জীবনাম্ভিক সময়ের জন্য প্রতিপালিত শীল আপান কোটিক বা আজীবন শীল নামে ইহা দুই প্রকার।

৩১. ৭. ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে লাভের প্রত্যাশায়, যার প্রত্যাশায় স্বজনের স্বার্থে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং জীবনের তাগিদে যে শীল ভঙ্গ করা হয় তা সীমিত সময় পর্যন্ত শীল (Ps-1-43)। উক্ত শর্তের বিপরীতে (১৩) যে শীল উক্ত সমস্ত কিছুর বিনিময়ে। স্বেচ্ছায় গৃহীত শিক্ষাপদ ব্যতিক্রম করার চিন্তা চিত্তে উদয় ও করা হয় না তা অসীম এবং অপর্যন্ত শীল। এভাবে শীল সপর্যন্ত এবং অপর্যন্ত রূপে দ্বিবিধ।

৩২. ৮. সপ্তম প্রকোষ্ঠে আশ্রব সম্পৃক্ত শীল হচ্ছে লোকীয় এবং অনাশ্রব শীল লোকুত্তর। সেহেতু বলা হয়েছে- বিনয় হচ্ছে সংবরের জন্য, সংবর অননুশোচনার জন্য, অননুশোচনা প্রমোদের জন্য, প্রমোদ প্রীতির জন্য, প্রীতি-প্রশান্তির জন্য, প্রশান্তি সুখ সমাধির জন্য সমাধি যথার্থ জ্ঞান দর্শনের জন্য, যথার্থ জ্ঞান নির্বেদের (বিচক্ষণতা) জন্য, নির্বেদ বিরাগের জন্য, বিরাগ বিমুক্তির জন্য বিমুক্তি বিমক্তি জ্ঞানদর্শনের জন্য বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন অনুপাদি বির্বানের জন্য। এ অর্থেই কথা, এ অর্থে মন্ত্রণা, এ অর্থে পর্যালোচনা এ অর্থে শ্রোতার কর্ণ, যাতে ভবোপাদান থেকে বিমুক্ত চিত্ত হয় (v.bh.164)। লোকোত্তর ভবের নিঃসরণ এবং প্রত্যেবেক্ষণ ভূমি আনায়ন করে। সে কারণে শীল লোকীয় এবং লোকুত্তর ভেদে দুই প্রকার।

৩৩. ৯. প্রথম ত্রয়ে হীনছন্দ, চিত্ত, বীর্য ও মীমাংসার বশবর্ত্তী হয়ে যে শীলাচরণ হয় তা হীন শীল। পুণ্যফল লাভের আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে যে শীলাচরণ হয় তা মধ্যমশীল। এবং আর্যভাবাপন্ন হওয়ার উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে যে শীলাচরণ তা প্রণীত শীল। দুঃশীল, পাপাচারী, ভিক্ষুর প্রতি নিন্দাবর্ষণ করে নিজে শীল সম্পন্ন হওয়ার জন্য আত্মোৎসর্গ করে পালিত শীল হীন (M-i-193)। নিন্দাহীনভাবে পালিতশীল মধ্যম এবং লোকুত্তর প্রত্যাশায় পালিতশীল প্রণীত। নিজের ভোগ প্রমাদ উপভোগের জন্য পালিত শীল হীন, নিজের বিমোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে পালিতশীল মধ্যম এবং সুফল লাভের লক্ষ্যে স্বর্বক্ততা অর্জনের জন্য পালিত লোকোত্তর প্রত্যাশায় পালিত শীল প্রণীত। পুনশ্চ, তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে

নিজের ভোগ, সম্পদ উভোগের জন্য পালিতশীল হীন, নিজের বিমোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে পালিতশীল মধ্যম, এবং সকল ছাবের বিমোক্ষের লক্ষ্যে সর্বজ্ঞহা অর্জনের জন্য পালিত প্রতল শীল বনীত। এভাবে শীল হীন, মধ্যম এবং প্রণীতরূপে ত্রিবিধ।

৩৪. ১০. দ্বিতীয় ত্রয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা গৌরববোধ করে প্রবর্তিত শীল আত্মাধি প্রত্যয়, জনসাধারণের জন্য মেধ্য আধিপত্য বিস্তারক শীল লোক অধিপ্রত্যয় এবং ধর্মের প্রতি গৌরববোধ কবে প্রবর্তিত শীল ধর্মাধি প্রত্যয় শীল। এভাবে শীল তিন প্রকার।

৩৫. ১১. তৃতীয় ত্রয়ে বলা যায়, প্রকোষ্ঠসমূহে আশ্রিত নং- ৫ উক্ত শীল সমূহ তৃষ্ণা দ্বারা আক্রান্ত বলে পরামৃষ্ট এবং কল্যাণ পৃথকজনের জন্য মার্গ সম্ভারের অন্তর্গত বলে আশ্রিত নয়। শৈক্ষ্য এবং অশৈক্ষ্যান্তর্গত ফলাশ্রিত বলে শান্তশীল। এভাবে শীল আশ্রয় ভেদে ত্রিবিধ।

৩৬. ১২. চতুর্থ ত্রয়ে আপত্তিহীন ব্যক্তির শীল, আপত্তিকে প্রতিকর্ম ছাড়া শুদ্ধিকৃত ব্যক্তির শীল বিশুদ্ধ আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েও প্রতিকর্ম বিহীন ব্যক্তির শীল অবিশুদ্ধ। আপতি প্রাপ্ত কিনা সন্দেহান্বিত ব্যক্তির শীল বেমত্তিক। সাধক অবিশুদ্ধ শীল শোধ রাবেন। সন্দেহ থাকলে তাও শোধরাবেন। এতে সন্দেহ নিরসন করে পরিচ্ছন্ন হবেন। এভাবে তাঁর মনকে সন্দেহমুক্ত করে শান্ত করবেন। এভাবে শীল বিশুদ্ধ ইত্যাদিরূপে ত্রিবিধ।

১৩. পঞ্চমত্রয়ে শীলে চার আর্যমার্গ ও তিনটি শ্রামণ্য সংযুক্ত শীল শৈক্ষ্যশীলে, অর্হৎগণের ফলযুক্তশীল অশৈক্ষ্য শীল এবং অবশিষ্ট শীল শৈক্ষ্য ও নয়, অশৈক্ষ্য ও নয়। এভাবে শীল ত্রিবিধ।

৩৭. কিন্তু পৃথিবীতে কোন কোন সত্ত্বের স্বভাব (শীল) আছে। সে অর্থে বলা হয় সুখশীল, দুঃখশীল, কলহশীল, মণ্ডলশীল আশ্রিত ব্যক্তি। এ পর্যায়ে শীল ত্রিবিধ ঃ কুশল শীল, অকুশল শীল এবং অব্যাকৃত শীল (Ps 1-44) এভাবে শীল ত্রিবিধভাবে পরিদৃষ্ট। অকুশল শীলের কোন একটির সাথেও মিলে না বলে এখানে তা গৃহীত হয়নি। তবে এশীলের ত্রিবিধভাগ উক্ত প্রকারে জ্ঞাতব্য।

৩৮. এ জগতে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর স্বভাবকে শীল বলে। সেজন্যে তারা বলে ইহা সুখ 'স্বভাব' শীল। ইহা ঝগড়া প্রবণ স্বভাব, ইহা দণ্ডনীয় স্বভাব। সে কারণে প্রতি সম্ভিদায় উক্ত হয়েছে আলঙ্কাল্লিকভাবে। "শীল (স্বভাব) তিন প্রকার ঃ কুশলশীল, অকুশলশীল সম্ভিদায় অনির্দিষ্ট শীল (Ps. 1-44)। সুতরাং ইহাকে

তিন কুশল ইত্যাদি তিন প্রকার। এসবের মধ্যে অকুশল এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু এতে বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে কিছু নেই। যা শীল সংজ্ঞা প্রত্যাশিত (এ অধ্যায়)। সেজন্যে ত্রিভাজ বলে জ্ঞাতব্য, পূর্ব বর্ণনানুসারে।

৩৯. **(১৪) চতুষ্ক শীল সমূহের মধ্যে প্রথম চতুষ্কে উক্ত ঃ**

যোধ সেবতি দুস্‌সীলে, সীলবন্তে ন সেবতি,
বত্থুবিতিক্কমে দোসং, ন পস্‌সতি অবিদ্দসু।
মিচ্ছাসকোপ্‌প বহুলো ইন্দ্রিয়ানি ন রক্‌খতি
মিচ্ছাসকোপ্‌প ইন্দ্রিয়ানি ন রক্‌খতি
এবরূপস্‌স বে সীলং, জায়তে হানভাগিয়ং।
যো পনসুমনো হোতি, সীলসম্পাত্তিয় ইধ,
কম্মটঠানানু যোগমিহ্, ন উপ্‌পাদেন্তি মানসং।
তুট্‌ঠক্রমে সীলমত্তেন, অঘতন্তস্‌স উত্তরি
তস্মা তং ঠিতিভাগিয়ং সীলং ভবতি ভিকখুনো।
সম্পন্ন সীলো ঘট্‌তি, সমধিখায় যো পন,
বিসেস ভাগিয়ং সীলং যো এতক্‌খু ভিস্‌খনো
অতুটেঠা সীলমত্তেন, নিভিধং যুনযুজ্ঞাতি
যোতিনিব্‌বেদ ভাগিয়ং সীল মেত্তস্‌স ভিকখুনুতি।

চতুষ্ক শীল সমূহের মধ্যে প্রথম চতুষ্কে উক্ত ঃ

– এ জগতে দুঃশীলেরে সেবে যেইজন,
সুশীলেরে সেবা পূজা না করে যেজন।
শীলভঙ্গে আপত্তি হয় ভাবে না কখন,
অবিদ্বান যে স্বচক্ষুতে না হেরে দূষণ।
মিথ্যা সংকল্পেবিদ্ধ আছে বহু জন,
ইন্দ্রিয় দমনে কভূ যা করে চিন্তন।
এরূপ শীলবান আছে বহুত্তর,
ক্ষতিশীল তারে বলে জানহ দুস্তর (১৫)
এ জগতে লোক যেবা শীলধনে তুষ্ট,
কর্মস্থানে কভূচিত্ত না করে আবিষ্ট।
সর্বদা রমিত থাকে শীলেতে আপন,
চেষ্টা নাহি করে কভূ ধ্যান বিদর্শন।

এইরূপ শীলবান আছে বহুত্তর,
স্থিতি ভাগীয় তাহাব শীল জানহ ভিক্ষুর।
এ জগতে যেবা আছে শীলেতে সম্পন্ন,
সমাধি আর বিদর্শনে চেষ্টাতে নিস্পন্ন।
এরূপ ভিক্ষু তারে জানহ সৃজন
বিশেষভাগীয় বলে তারে বিজ্ঞ সর্বজন।
শুধু মাত্র শীলে তুষ্ট যে বা নাহি রবে,
এরূপ ভিক্ষু তিনি জান নির্বেদ
লাভেতে ভাগীয় হবে কর্মী সাধুজন
হানভাগীয় বলে বিজ্ঞ মহাজন।

সুতরাং হানভাগীয় ইত্যাদি মূলে শীল চতুর্বিধ।

১৫. দ্বিতীয় চতুষ্টয়ে বারণ শীল ভিক্ষুদের জন্য এবং ভিক্ষুণীদের বারণশীল। ভিক্ষুণীদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ এসব শীল প্রতিপালন করেন বলে ভিক্ষুশীল এবং ভিক্ষুণীশীল নামে অভিহিত। শ্রামণেরীদের পালনীয় দশশীল অনুপসম্পান্ন শীল, উপাসক-উপাসিকাদের নিত্য প্রতিপালনীয় রারন শীল। পঞ্চ শিক্ষাপদ দশ শিক্ষাপদ এবং উপোসথ অষ্টশীল দিবসে। এগুলো গৃহীশীল বলে কথিত। এভাবে শীল চতুর্বিধ।

১৬. **তৃতীয় চতুষ্টয়ে ঃ** উত্তর কুরুবাসী মানুষের জন্য অব্যতিক্রম্য প্রকৃতশীল। প্রত্যেক বংশ, স্থান ও সম্প্রদায়গণের জন্য আচরণগত আচার শীল বোধিসত্ত্ব মাতার শীল এভাবে বর্ণিত আনন্দঃ ইহা অবশ্যকীয় নীতি যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন তখন বোধিসত্ত্ব মাতার দেহ-মনে কামগুণ সম্পৃক্ত লালসা উৎপন্ন হয় না, ইহা 'ধর্ম্মতা'। এভাবে ইহা বোধিসত্ত্ব মায়ের ধর্মতা শীল (D ii 11-13)। মহাকাশ্যপ প্রমুখ বিশুদ্ধাচার সম্পন্ন সত্ত্বগণের এবং বোধিসত্ত্বগণের সে সব জন্মের পালিত শীল। এভাবেই প্রকৃতিশীল চতুর্বিধ।

১৭. **চতুর্থ চর্তুষ্কে** ভগবান এভাবে শীলের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ এখানে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ শীল রক্ষা করে সংবর ও সংযত হয়ে অবস্থান করেন। আচার ও গোচরে সামান্যতম দোষেও ভীত থাকেন। তিনি শিক্ষাপদগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করে প্রাতিমোক্ষ সংবর হয়ে বাস করেন। (V.bh. 244)।

(খ) বর্ণিত হয়েছে যে, যে চোখে রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী কিংবা বস্তুগ্রাহী হয় না। কারণ অসংযত চক্ষুন্দ্রিয়াদি নিয়ে বিহার করলে অভিধ্যা' দৌর্মনস্য তার মধ্যে

প্রবেশ করতে গাবে। সে কারণে সংবর রক্ষা করেন, চক্ষুন্দ্রিয় রক্ষা করে চক্ষুন্দ্রিয় সংবর হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে শ্রোতৃন্দ্রিয় সংবর রক্ষা করে শ্রোত্র ইন্দ্রিয় সংবর হন। অনুরূপভাবে নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে জিহ্বা দ্বারা রস স্বাদ গ্রহণ করে, কায় দ্বারা স্পর্শকাতর স্পর্শ করে ...... মন দ্বারা ধর্ম-স্বভাব চিন্তা করে .... নিমিত্তগ্রাহী না হয়ে মনেন্দ্রিয় সংবর রক্ষা করে মনোসংবর প্রাপ্ত হন। এভাবে ইন্দ্রিয় সংবর হয়ে অবস্থান করেন। (M1-180)

গ. আজীব পারিশুদ্ধির জন্য প্রজ্ঞাপ্ত ছয় প্রকার শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করে যোগী ভণ্ডামী (কপটতা), প্রত্যক্ষ উক্তি, ইঙ্গিত অপরের চেয়ে নিজের শীলকে উন্নততর দাবি করে সামান্য দানে বেশি প্রতিদান প্রত্যাবসান ইত্যাদিতে মিথ্যা আজীব হতে বিরত শীল বশে মিথ্যা আজীব পারিশুদ্ধি শীল।

ঘ. চতুর্প্রত্যয় সংস্থিত প্রত্যয় মিশ্রিত বস্তু জ্ঞানপূর্বক বিচার করে প্রথমে চীবর প্রত্যবেক্ষণে শীতাতপের প্রকোশ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলেই তা প্রত্যয় সংমিশ্রিত শীল।

৪৩. **নিম্নে শব্দার্থসহ ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হল ঃ**

ক. এখানে বলতে এই শাসনে একজন ভিক্ষু একজাতীয় থেকে যিনি সংসার ভয় কিংবা পুনর্জন্মে ভীত হয়ে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যিত কুলপুত্র কিংবা পাশুকুংক চীবর পরিহিত ব্যক্তি।

প্রাতিমোক্ষ সংবর (বারণ) ঃ এখানে প্রাতিমোক্ষেত অন্তর্গত শিক্ষাপদ এ প্রাতিমোক্ষশীল যে পালন (আচরণ) করে রক্ষা করে তিনি অপানদির দুঃখ সোচন করেন মুক্ত করেন। এ কারণে প্রাতিমোক্ষ বলে। উক্ত সংবর ব্যতিক্রম না করা। কায়িক ও বাচনিকভাবে উক্ত সংবর লঙ্ঘন না করা সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ বলে উক্ত সংবর, ব্যতিক্রম না করা। কায়িক ও বাচনিকভাবে উক্ত সংবর লঙ্ঘন না করা / সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ অনতিক্রমই প্রাতিমোক্ষ সংবর। এরূপ পাতিমোক্ষ সংবর শীল দ্বারা সংযত, বিনীত এবং উপগত। বিরহিত ঈর্যাপথ অবলম্বী হয়ে অবস্থান করেন।

৪৪. **আচার গোচর সম্পন্ন** এর অর্থ পালির নিয়মে জানতে হবে। এতে উক্ত রয়েছে : আচারগোচর সম্পন্ন- আচার আছে, অনাচারও আছে। এখানে অনাচার কি? কায়িক অপরাধ, বাচনিক অপরাধ ও কায়িক বাচনিক অপরাধকে অনাচার বলে কথিত। শীলের পরিপন্থী সবই অনাচার। এ জগতে কেউ ধেনুদান, পুত্রদান, পুষ্পদান, ফলস্নানচুর্ণ, দন্ত কাষ্ঠদান, কিংবা চাটুকারিতা মুগসুপ্যতা (সত্য-মিথ্যা

মিশ্রিত) প্রিয়বস্তু বাক্য, কিংবা হেঁটে বা কাউকে দিয়ে সংবাদ প্রেরণ অথবা বুদ্ধ কর্তৃক গর্হিত অন্যান্য উপায়ে মিথ্যা জীবিকায় জীবনধারণ করে। এসব অনাচার বলে কথিত ।এখানে আচার কি ? কায়িক অনপরাধ, বাচনিক অনপরাধ, কায়িক বাচনিক অনপরাধকে আচার করা হয় / সর্ব শীলসংবস্বরই আচার, অত্র কেউ ধেনুদান, পুত্রদান, পুষ্পদান, ফলস্নস্নানচূর্ণ, দণ্ডকাষ্ঠদান, চাটুকারিতা, যুগসুপ্যতা, প্রিয়বস্তু, কিংবা হেঁটে বা অন্য কাউকে দিয়ে সংবাদ প্রেরণ অথবা বুদ্ধ গর্হিত অন্যান্য উপায়ে মিথ্যা জীবিকায় জীবন ধারণ করে। এসব অনাচার বলে কথিত / এখানে আচার কি? কায়িক অনপরাধ, বাচনিক অনপরাধ, কায়িক বাচনিক অনপরাধকে আচার করা হয়। সর্ব লীলসংবরই আচার। অত্র কেউ ধেনুদান, প্রদান, পুষ্পদান, ফলস্নানচুর্ণ, দন্তকাদান, চাটুকারিতা, মুগসুপ্যতা প্রিয়বস্তু কিংবা হেঁটে বা অন্য কাউকে দিয়ে সংবাদ প্রেরণ অথবা বুদ্ধ কর্তৃক গর্হিত অন্যান্য উপায়ে মিথ্যা জীবিকায় জীবন ধারণ করেন না এসব আচার বলে কথিত।

৪৫. গোচরা বা চারণক্ষেত্র ঃ গোচর এবং অগোচর। তন্মধ্যে অগোচর কি? এতে কেউ কেউ বেশ্যাগোচর হয় বা কেউ বিধবা, বৃদ্ধ কুমারী, নপুংসক, ভিক্ষুণ, পানাহগার, গোচর হয়, অথবা রাজা, রাজমাতা, তীর্থিক, তীর্থিক শ্রাবকগণ অননুসংগঠক গৃহী সংসর্গ সংশ্লিষ্ট হয়ে সে অবস্থান করে অথবা বংশ শ্রদ্ধাহীন, অবসন্ন, আক্রোশকারী, রুক্ষ, ক্ষতিকারক, অশুভকামী, শত্রুপোষী, সৈখ্যতা উচ্ছেদকামী ও অযোগ ষেমী সেসব বংশের সেবা, করে, ভজনা করে ও পর্যুপাসনা করে। ইহা অগোচর বলে উক্ত। (১৮) এখানে গোচর কি? গোচর বলতে এখানে কেউ বেশ্যাগোচর নয় .... কিংবা পানাগোচর আবাসী, পান্থশালাবাসী, তিনি রাজা, ... তীর্থিক, শ্রাবক, সঙ্গে সন্নিবাসী নয়, তিনি অসংগঠিত, গৃহী সংসর্গী, তিনি অনুশীলনমান, অনুঘটক, তিনি অনুশীলমান, শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং বিশ্বস্ত। যারা উপশম, যেখানে কাষায় প্রদ্যোত, যেখানে ঋষিবাত বহমান, যার শুভেচ্ছা, শুভ কামনা, জয়, ভিক্ষু, ভিক্ষুণ স্ত্রী-পুরুষের বন্ধন নিবৃত্তি কামনা করেন। তাঁকে বলা হয় সাকি গোচর এভাবে তিনি পুর্ণান্বিত, অতি গুণান্বিত, উন্নত, সমুন্নত ও উৎপাদিত সমুৎপাদিত। তাই আচার গোচর সম্পন্ন বলে খ্যাত। (Vbh- 246-7)।

৪৬. অধিকন্তু যথার্থ আচার গোচর নিম্ন উপায়ে প্রদর্শিত হলো ঃ অনাচার কায়িক ও বাচনিক দুভাবে প্রদর্শন করা যায়। এখানে কায়িক অনাচার কি? সংঘের মধ্যে কেউ কেউ সংঘের মধ্যে অসম্মান বশত জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়,

সামনে গিয়ে বক্তৃতা, উচ্চাসনে বসে, মাথা আবৃত করে বসে, দাঁড়িয়ে কথা বলে, হাত নেড়ে কথা বলে, ... নগ্ন পায়ে চংক্রমণরত স্থবির ভিক্ষুর সাথে পাদুকা পরে চংক্রমণ করে, যখন স্থবির ভিক্ষু নিচ চংক্রমণরত তখন উঁচু স্থানে/স্থানে চংক্রমণ করে, যখন তাঁরা ভূমিতে চংক্রমণ করে ..... স্থবির ভিক্ষুদের স্থানচ্যুত করে বসে, নব ভিক্ষুকে আসনে বসতে দেয় না, ... স্থান করে .... জ্যেষ্ঠ স্থবিরকে জিজ্ঞেস না করে, উনানে কাঠ নিক্ষেপ করে ...... দরজায় খিল দেয় .... স্নান ঘরে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর গা ঘেঁষে জল হতে উঠে, আগে গমন করে তাঁদের সামনে স্নান করে, তাঁদের ঘেষে বাহির হয়, তাদের সামনে বের হয়। ...... কোন ঘরে প্রবেশ করে, তাঁদের সামনে যায়, পশ্চাতে ফেলে আগে গমন করে, গৃহস্থের অনারিত গুপ্ত ও প্রতিচ্ছন্ন স্থানে, যেখানে কুল কুমারী ও কুল স্ত্রীগণ সেখানে হঠাৎ প্রবেশ করে এবং কুমারের মাথায় হাত বুলায় (Nd 1-228-9)। ইহা কায়িক অনাচার বলে উক্ত।

৪৭. অতঃপর বাচনিক অনাচার কি? এখানে কেউ কেউ সংঘের সামনে অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। জ্যেষ্ঠ স্থবিরের অনুমতি না নিয়ে ধর্মকথা বলে। প্রশ্নোত্তর প্রদান করে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে, দাঁড়িয়ে বলে (১৯) বাহু নেড়ে বলে .... ঘরে প্রবেশ করে তিনি স্ত্রীলোক কিংবা কুমারীর সাথে কথা বলে, "আপনি অমুক, অমুক বংশের। সেখানে কে আছে? সাগু আছে? ভাত আছে? খাদ্যদ্রব্য কিছু আছে ? আমরা কি পান করব ? কি খাব ? কি ভোগ করব ? আমাকে কি দেবে ? বলে [illegible] চর্বিত চর্বন করে (Md-1-230)। ইহাকে বাচনিক অনাচার বলে।

৪৮. উক্ত বিবৃতির বিপরীত আচার বলে বুঝাতে হবে। অধিকন্তু, একজন ভিক্ষু, ভক্ত ভাজন, ভিন্নতর, তিনি লজ্জা ভয়ে ভীত, পরিচ্ছন্ন বহিরাবরণ, অন্তরবাস সুপরিহিত। বহির্বাস সুপরিহিত, অগ্র পশ্চাতে গমন করনা কেমন সুন্দর আনন্দ দায়ক, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন ও প্রসারণ। তাঁর চোখ অধোদৃষ্টি সম্পন্ন, ঈর্যাপথ সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়দ্বার সুরক্ষিত, ভোজনে মাত্রজ্ঞ তিনি, জাগরণ শীল স্মৃতি সম্প্রাজ্ঞ, স্মৃতিমান, অলগচ্ছু, সন্তুষ্ট, বীর্যসম্পন্ন, অভিসম আচারে দক্ষতা সম্পন্ন, সমাহিত চিত্তের অধিকারী হয়ে অবস্থান করেন। ইহা আচার বলে উক্ত ইহা [illegible]ভাবে (উত্তর) আচার বলে জ্ঞাতব্য।

৪৯. গোচর (আশ্রয়স্থল) তিন প্রকার : উপশ্রিয়গোচর, আরক্ষাগোচর, উপনিবন্ধ [illegible]

এখানে উপনিশ্রয় গোচর কি ? দশবিধ কখবস্তগুণ সম্পৃক্ত কল্যাণ মিত্র, যার মাধ্যমে অশ্রুতকে শোনা যায়, শ্রুত বিষয় শোধরানো যায়, সন্দেহ দূর হয়, দৃষ্টি শোধরানো যায়, বিশ্বস্ততা অর্জিত হয়, অথবা প্রশিক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, শিক্ষা, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হয়। ইহা উপনিশ্রয় গোচর।

৫০. **আরক্ষা গোচর কি?** এখানে কোন ভিক্ষু গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে, বীথিগত হয়ে অধঃচক্ষু, যোয়াল পরিমিত দূরত্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, সংযত হয়ে গমন করে।

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক, স্ত্রী, পুরুষ উধঃচক্ষু দর্শন, অধঃচক্ষু দর্শনে দিগবিদিগ না দেখে গমন করে। ইহা আরক্ষা গোচর বলে জ্ঞাতব্য। (Nd. 1-474)

৫১. **উপনিবন্ধ আচার কি?** চার স্মৃত্যুপস্থান যাকে চিত্ত নিবদ্ধ হয়। এ স্থলে ভগবানের উক্তি হলো ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর স্বীয় সহজাত গোচর কি? ইহার ভিত্তিস্বরূপ চার মৃত্যুপ্রস্থান (S.V. 148)। ইহাকে উপ নিবন্ধ গোচর বলে।

এরূপে সুসজ্জিত .... বিভূষিত গোচর এবং আরক্ষা গোচর। এ কারণে তাঁকে উপনিবদ্ধ গোচর সম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৫২. স্বল্পমাত্র দোষে (বর্জনীয়) ভয়দর্শী হয়ে, (২০) অজ্ঞাতসারে প্রাতিমোক্ষের শিক্ষাপদ অনুপ্রমাণ লজ্ঘনে অকুশল চিত্ত উৎপত্তিতে দোষে ভয়দর্শীদের শীল। **তিনি শিক্ষণীয় সমুদয় শিক্ষাপদ শিক্ষা করে** ঃ শিক্ষাপদসমূহে যা যা শিক্ষণীয় তৎসমুদয় তিনি সম্যকভাবে শিক্ষা করেন এখানে প্রাতিমোক্ষ শব্দের অনুসারে প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল এ পর্যন্ত পুদ্গল দেশনায় বর্ণিত হলো। কিন্তু এসবের পূর্বে আচার গোচর সম্পন্ন বলে জ্ঞাতব্য। তাঁর মধ্যে প্রতিপত্তি এবং সম্পন্নশীল দেখাতে উক্ত বলে জ্ঞাতব্য।

৫৩. (খ) এক্ষণে ইন্দ্রিয় সংবরশীল প্রদর্শনে "চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে" বিবৃত। এখানে সে প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল প্রতিপালনকারী ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে কথাটির অর্থ চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে বললে চক্ষু বিজ্ঞান দ্বারা দর্শন বুঝতে হবে। কিন্তু প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ চোখ রূপ দেখে না। কারণ ইহার কোন চিত্ত নেই। পক্ষান্তরে চিত্ত রূপ দেখে না কারণ ইহার চক্ষু নাই। কিন্তু দ্বার আলম্বনের সাথে যখন সংঘর্ষ হয় তখন চক্ষু প্রসাদ উৎপন্ন হয় তখন চক্ষু বস্তু দেখে এখন বাগধারায় উক্ত 'ধনুর দ্বারা বিদ্ধ করে' এরূপ সসম্ভতার কথা বলা হয়েছে। চক্ষু বিজ্ঞান দ্বারা রূপ দর্শন করা হয়।

৫৪. **'কোন নিমিত্ত দর্শন দ্বারা নহে'** অর্থে স্ত্রী-পুরুষ বা শুভ নিমিত্ত, ক্লেশ বস্তু সম্ভূত নিমিত্ত গ্রহণ করে না ; যখন গ্রহণ করে তখন দৃষ্ট হয়। কোন নির্দিষ্টকে

দেখে না (নানুব্যঞ্জনগাহী), কোন অনুব্যঞ্জন সাথী নহে। অর্থাৎ হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ কিংবা স্মিতহাসি, হাসি, কথা, অগ্রে বা পশ্চাতে দেখা যা নির্ধারিত করে অবলোকন করে না। বাস্তবত যা তাই দেখা হয়।

৫৫. চেতিয় পর্বত নিবাসী মহাতিষ্য স্থবিরের অনুরূপ। তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য চেতিয় পর্বত হতে অনুরাধাপুর যাচ্ছিলেন। এক গৃহবধু স্বামীর সাথে ঝগড়া করে দেবীরূপে সজ্জিতা হয়ে প্রাতেই অনুরাধাপুর হতে বের হয়ে কোন জ্ঞাতির ঘরে যান, **২১.** পথের মধ্যে স্থবিরকে দেখে চিত বৈকল্য বশতঃ অট্টহাসি করল / শব্দশুনে স্থবিরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে দন্তাস্থি দেখে অশুভ ভাবনা করে অর্হত্ব লাভ করেন এ কারণে উক্ত হয়েছে :

এস্‌সা দন্তট্‌ঠিকং দিস্বা পুরুসঞ্‌ঞং অনুসংসরি,
তত্থেব সো ঠিতো থেরো অরহত্তং অপাপুনীতি।
– গৃহবধূর দন্তাস্থি দেখে যোগীবর,
জন্মি চ চিত্তের মাঝে পুরুষ সংজ্ঞার।
স্থির হলেন স্থবির যে শুনি অট্টহাসি,
শুভক্ষণে অরহত্বে হলেন উপনীত।

গৃহবধূর সাথী স্ত্রীর পশ্চাদ অনুগমন করে পথিমধ্যে স্থবিরের সাথে দেখা হয়। স্থবিরকে "কোন স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছেন"- কিনা জানতে চাইলে বিগততৃষ্ণ স্থবির তাকে বললেন :

নাভি জানামি ইত্থি বা পুরিসো বা ইতো গতো,
অপিচ অট্‌ঠি সঙ্ঘাতা, গচ্ছতেস্‌স মহাপথেতি।
– স্ত্রী কিংবা পুরুষ বলে না জানি সংজ্ঞায়,
যেন গেল মম পাশে পূরবে নিশ্চয়।
অস্থিপঞ্জর সমন্বিত এক প্রাণীবর,
মহাপথে দৃষ্ট মম গেল অতঃপর।

৫৬. শব্দটিতে 'যদ্বারা' ইত্যাদি অর্থ হলো যে কারণে, যেহেতু **অবদ্ধ চক্ষুন্দ্রিয়**। 'যদি তিনি,' যদি সে ব্যক্তি অবদ্ধ চক্ষুন্দ্রিয় পরিহার করেন এবং অভিধ্যাদি ধর্মবন্ধন বশতঃ পশ্চাৎগমন করেন। অতঃপর সে ভিক্ষু চক্ষুন্দ্রিয়ের কবাট বন্ধের জন্য চেষ্টা করেন। এরূপ চেষ্টাতে তিনি চক্ষুন্দ্রিয় রক্ষা করেন ও চক্ষুন্দ্রিয় সংবর বলে কথিত হন।

৫৭. এখানে প্রকৃত পথে চক্ষুন্দ্রিয় সংবর বা অসংবর কোনটি নেই। চক্ষু প্রসাদকে কেন্দ্র করে স্মৃতি বা বিস্মৃতি উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে কখন রূপালম্বন চক্ষুদ্বারে আসে দুইবার ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই ভবাঙ্গ নিরুদ্ধ হলে মনোধাতু আবর্জিত হয়। এভাবে সাধিত (কর্মকৃত্য) মনোধাতু উৎপন্ন হয়ে আবার নিরুদ্ধ হয়। পরে চক্ষু বিজ্ঞান দর্শন করে, তারপর বিপাক মনোবিজ্ঞান ধাতু গ্রহণকৃত্য, তারপর বিপাক হেতু মনোবিজ্ঞান ধাতু সন্তীরণকৃত্য, তারপর ক্রিয়া হেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু ব্যবস্থা সম্পন্ন করে সাধয়মান উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়। অতঃপর জবন বা জন্মচিত্ত জন্মগ্রহণ করে। তবুও ভবাঙ্গচিত্ত সময়ে কিংবা আবর্জন সময়ে সংবর কিংবা অসংবর নেই। তবে জবন (জন্ম) ক্ষণে যদি দুঃশীলতা, স্মৃতি বিভ্রম বা অজ্ঞান বা অক্ষান্তি বা কৌসিদ্য উৎপন্ন হয় তবে অসংবর হয়ে থাকে। যার মধ্যে এরূপ ঘটে তিনি চক্ষুন্দ্রিয় অসংবর বলে কথিত। ২২

৫৮. **তা কেন ঘটে ?** যেহেতু (চক্ষুন্দ্রিয়) অসংবর হলে দ্বার রক্ষীহীন (অগুপ্ত) হয়, নতুবা ভবাঙ্গ, আবর্জন ও স্বার্থ চিত্ত অগুপ্ত (রক্ষীহীন) হয়। ইহা কিরূপ? যেমন কোন নগর দ্বার চারটি অরক্ষিত, যদিও ক্লাব অভ্যন্তরস্থ গৃহদ্বার, ধনভাণ্ডার, কক্ষ প্রভৃতি সুরক্ষিত, তবুও নগরের অভ্যন্তদ্বারস্থ সমস্ত সম্পদ অরক্ষিত এবং অনাবৃতই বলা হয়। যেহেতু নগর দ্বার দিয়ে চোর ডাকাত প্রবেশ করে যথেচ্ছাচার করতে পারে। তেমনি জবনে দুঃশীলতা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় তাতে অসংবদ্ধ (অনাকৃত) কৃত হলে দ্বারও অগুপ্ত (উম্মুক্ত) বলা হয়। ফলে উন্মুক্ত দ্বারে ভবাঙ্গ আবর্জন ইত্যাদি বীথি চিত্ত সমূহ অগুপ্ত (মুক্ত) থাকে। কিন্তু যখন শীল, ইহাদি উৎপন্ন হয়। তখন দ্বারও সুরক্ষিত হয়, ভবাঙ্গ, আবর্জন ইত্যাদি বীথিচিত্ত সমূহ সুরক্ষিত হয়। তা কিরূপ ? যেমন নগর দ্বারসমূহ রুদ্ধ হলে যদিও ভেতরের কক্ষ-ঘর দ্বারসমূহ অসংবৃত (খোলা) থাকলেও নগর অভ্যন্তরের সকল ধনভাণ্ড সুরক্ষিত, সুগুপ্তই থাকে। কারণ নগরদ্বার রুদ্ধ থাকলে চোর ডাকাতের প্রবেশ সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে জবনকালীন শীল ইত্যাদি উৎপন্ন থাকলে দ্বাররুদ্ধ থাকে, ভারঙ্গ, আবর্জন ইত্যাদি বীথিচিত্ত সমূহ সুসংবদ্ধ থাকে। সে কারণে

৫৯. জবনকালীন চক্ষু প্রসাদ উঃপন্ন হলেও ইহাকে ইন্দ্রিয় সংবর বলে। অনুরূপ ভাবে বাগধারা **'শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ শুনে'**- এক্ষেত্রেও শীল সার সংক্ষেপে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো- রূপাদিতে ক্লেশানুবন্ধন নিমিত্ত গ্রহণ পরিবর্জন লক্ষণ। এসবই ইন্দ্রিয় সংবর বলে জ্ঞাতব্য।

৬০. (গ) উপযুক্ত ইন্দ্রিয় পারিশুদ্ধিশীল বর্ণনান্তর আজীব পারিশুদ্ধি শীল অন্তর্গত **ছয়টি শিক্ষাপদের অর্থ বর্ণিত**। আজীব বশে হেতু ও আজীব বশে কারণ- এর বশবর্তী হয়ে পাপেচ্ছু ও ইচ্ছা শিকার প্রাপ্ত হয়ে অতিমানবিক অলৌকিক শক্তি না থেকেও বিদ্যমান বলে যদি প্রচার করে তবে তার পারাজিক আপত্তি হয়। যদি জীবিকা বশে হেতু ও জীবিকা বশে কারণে ঘটকালি কিংবা কূটনীতি করে তবে তার সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

যদি কেউ বলে যে, 'তোমার বিহারে বসবাসকারী ভিক্ষু অর্হৎ' আর যদি বসবাসকারী ভিক্ষু জীবিকার হেতু হিসেবে এবং জীবিকার কারণ হিসেবে তা মেনে নেয় (অস্বীকার না করে) তবে তার 'থুল্লচ্চ' আপত্তি হয়। জীবিকার হেতু হিসেবে এবং জীবিকার কারণ হিসেবে যদি কোন ভিক্ষু নিরোগী হয়েও উৎকৃষ্টতর ভোজ্যদ্রব্য নিজের জন্যে চেয়ে ভোগ করে তবে তার পাচিত্তিয় নামক আপত্তি (দোষ) হয়। যদি কোন ভিক্ষু জীবিকার হেতু হিসেবে এবং জীবিকার কারণ হিসেবে কোন ভিক্ষু নিরোগী হয়েও তরকারী বা ভাত নিজের জন্য চেয়ে নিয়ে ভোগ করে তবে তাঁর দুক্কট নামক আপত্তি (দোষ) হয়, [23] (V. v -140) এক্ষেত্রে ছয় শিক্ষা বাদ প্রদর্শিত হলো।

৬১. **শিক্ষাপদ পারাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল পাঠ হলো কুহনা (প্রবঞ্চতা) কি ?** কোন পাপাচারী (ভিক্ষু) লাভ-সৎকার ও পরিভোগের আকাঙ্খী হয়ে কুমতলবের বশবর্তী হয়ে মুখভঙ্গী, ইশারায়, ফন্দি এঁটে, এবং ফন্দিবদ্ধ হয়ে কাজ করে তা হলো কুহনা।

৬২. কোন পাপাচারী (ভিক্ষু) লাভ সৎকার ও পরিভোগের আকাঙ্ক্ষী হয়ে কুমতলবের বশবর্তী হয়ে পরের তোষামদ, তোষামদ কর, তোষামদপরায়ন ও তোষামদের বশবর্তী হয়ে চাটুকারিতা করে তা হলো লপনা।

৬৩. **নৈমিত্তিকতা কি ?** কোন পাপাচারী (ভিক্ষু) লাভ সৎকার ও পরিভোগের আকাঙ্ক্ষী হয়ে, কুমতলবের বশবর্তী হয়ে অপরকে নিমিত্ত, নিমিত্তার্থে কাজ, প্রশংসা, প্রশংসার্থক কর্ম, প্রতিবেশিতা স্থাপন, পরিচিতি স্থাপনমূলক কথা বলে তা হলো নৈমিত্তিকতা।

৬৪. **নিষ্পেষিকতা কি ?** কোন পাপাচারী (ভিক্ষু) লাভ সৎকার ও পরিভোগের বশবর্তী হয়ে কুমতলবের বশবর্তী হয়ে অপরকে আক্রোশ, গালমন্দ করে, তর্জন গর্জন করে, উৎক্ষিপ্ত করে, কোপিত হয়, কোপন ভাব করে, প্রাপ্তি, প্রাপ্তিচ্ছু বলে নিন্দা করে বেড়ায় এরূপ পরচর্চাকারিতা হলো নিষ্পেষিকতা।

৬৫. নিজিগিংর্ত সনতা কি? কোন পাপাচারী (ভিক্ষু) লাভ সৎকার ও পরিভোগের বশবর্তী হয়ে, কুমতলবের বশবর্তী হয়ে অন্বেষণ করে, অনুসন্ধান করে, উদ্ধার করে, অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকে, অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত, অনুসন্ধানে উদ্ধার করে, বস্তুদানে, বস্তুদানের দ্বারা, যেমন এখানের বস্তু সেখানে তেমনি সেখানের বস্তু এখানে আনে, সেখান থেকে লাভ করে এখানে এবং এখান থেকে লাভ করে সেখানে নেয়। এজন্যে নিজেকে নমিত, প্রণমিত তার যে করে ইহা লাভের দ্বারা লাভের নিজিগিংসনতা বলে (Vbh. 352-53)।

৬৬. মূলের এ অংশের বিশ্লেষণার্থ এভাবে বিবৃতঃ প্রথমতঃ কুহনা সম্পর্কে বর্ণনায় অর্থ হলো লাভ সৎকার, সম্মান এবং প্রশংসার প্রার্থী। (২৪) পাপেচ্ছু ব্যক্তির পাপেচ্ছার দ্বারা অপকৃত্য ও উপাহত ব্যক্তির ইচ্ছা। মহানিদ্দেস গ্রন্থে ত্রিবিধ কুহনা বিবৃত আছে। যেমন- প্রত্যয় ভোগে, পরিহার পরোক্ষ কথা এবং আচরণ কৌশল।

৬৭. এখানে এক ভিক্ষুকে চীবরাদি দান দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত। তিনি উক্ত সামগ্রী তাঁর কাছে অভাবত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পাপেচ্ছা বশতঃ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানেন যে, তাঁর প্রতি দাতার অটল শ্রদ্ধা আছে। তিনি দাতার মধ্যে এভাবের উদ্রেক করতে চান আর্য অল্পেচ্ছু, তিনি কিছুই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নহেন। যদি তিনি সামান্যতম দান ও গ্রহণ করেন তবে আমাদের পরম লাভ।" এই ভেবে উপাদেয়, উৎকৃষ্ট, উত্তম চীবর নিয়ে তার নিকট আসুক, তবে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে দান গ্রহণ করুক। তখন হতে শকট বোঝাই পরিমাণ দান আনয়নের জান্য হেতু উৎপন্ন করা। একভাবে প্রত্যয় পরিভোগজনিত কুহন বস্তু" বলে জ্ঞাতব্য।

৬৮. **'মহানিদ্দেস' গ্রন্থে উক্ত হয়েছে :** কুহনাজনিত প্রত্যয় পরিভোগ কি? এ জগতে গৃহীগণ ভিক্ষুগণকে চীবর, খাদ্য, ভোজ্য শয়নাসন, গ্লান প্রত্যয় এবং ভৈষজ্য দান গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ জানায়। নিমন্ত্রণে আগত পাপেচ্ছু ভিক্ষুগণ ইচ্ছাকৃতভাবে আরও অধিক চীবর, খাদ্য ভোজ্য রোগ নিবারণের জন্য ভৈষজ্য ইত্যাদি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি বলেন যে, শ্রমণের পক্ষে মহার্ঘ চীবর কি প্রয়োজন ?

শ্রমণের ময়লাস্তুপ, শ্মশান, দোকানদার পরিত্যক্ত ছেঁড়া নেক্ড়া কুড়িয়ে নিয়ে এবং সেসব দিয়ে প্রস্তুত চীবর পরিধান করাই শোভন। শ্রমণের মহার্ঘ পিণ্ডপাত কি প্রয়োজন ? শ্রমণের উক্ত লব্ধ দিত্তপাতে জীবিকা নির্বাহ করা শোভন। শ্রমণের

মহার্ঘ শয়নাসম গ্রহণের কি প্রয়োজন ? শ্রমণের বৃক্ষমূলে, উন্মুক্ত আকাশতলে, বাসই শোভন। শ্রমণের মহার্ঘ গ্লান প্রত্যয় ভৈষজ্য পরিষ্কার কি প্রয়োজন ? শ্রমণের গোমূত্রসিক্ত হরিতকী দ্বারা প্রস্তুত ভৈষজ্য শোভন। তখন হতে তিনি অতিজীর্ণ চীবর পরিধান, অতি খারাপ অন্নগ্রহণ, জীর্ণ ও নিম্নমানের শয়নাসন গ্রহণ নিম্নমানের গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য গ্রহণ করতে থাকেন। উক্ত ভিক্ষুকে গৃহিগণ : অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, বিবিক্ত, অসংসৃষ্ট, আরব্ধবীর্যধারী ও ধূতবাদী হিসেবে মনে করেন। এ কারণে তাঁকে গৃহীগণ ঘন ঘন নিমন্ত্রণ করে চীবর আহার ..... পরিষ্কার দান করেন। তিনি বলেন, " তিনটি সম্মুখসান দানের দ্বারা শ্রদ্ধাবান কূল-পুত্রগণ পুণ্য উৎপাদন করেন। শ্রদ্ধাসম্পন্ন বলে শ্রদ্ধাবান কূলপুত্রগণ বহুপুণ্য উৎপাদন করেন। তোমাদের শ্রদ্ধা আছে। এখানে দানীয় সামগ্রী বর্তমান। আমিও গ্রহীতা হিসেবে আছি। আমি যদি গ্রহণ না করি, তবে তোমরা পুণ্য বর্জিত হবে। তা আমার পক্ষে ভালো নয়। অধিকন্তু তোমাদের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে গ্রহণ করছি। "এখন হতে তিনি অধিক চীবর, খাদ্যভোজ্য, শয়নানন, ভৈষজ্য পরিষ্কার দান গ্রহণ করেন। এরূপে পাপেচ্ছু ভিক্ষুগণ মুখভঙ্গী, ভ্রুকুটি, ভ্রুকুট্য, কুহনা, কুহায়না, কুহিতত্ত্ব হয়ে থাক। ইহাকে প্রত্যয় সেবনে জনিত কুহনা বলে। (Nd-1-221-225)।

৬৯. কোন কোন পাপেচ্ছুক ভণ্ডামির বশবর্তী হয়ে বাক্যে কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করে যে, তিনি "উত্তর মনুষ্যধর্ম অধিগম করেছেন"- বলে বিস্ময়াপন্ন করেন। এসব সামন্ত কল্পনা জনিত কুহনবস্তু বলে জ্ঞাতব্য। এসব সামন্ত জল্পনা জনিত কুহন বস্তু কি? এখানে কোন ভিক্ষু পাপেচ্ছুক ইচ্ছা প্রবৃত্ত হয়ে সম্ভাবনায় ইপ্সিত হয়ে (মান্য ও পূজা পাওয়ার লক্ষ্যে) লোকে আমাকে পূজা করবে ভেবে আর্যধর্ম সম্পৃক্ত কথা বলে। যিনি এরূপ চীবর ধারণ করেন যেন তিনি মহাশক্তিধর শ্রমণ। তিনি বলেন যিনি ভিক্ষাপাত্র পরিবহন করেন। যিনি লৌহ থালা ব্যবহার করেন, জলপাত্র ধারক, জলপাত্র পরিশ্রাবক, কুঞ্চিকা, কঠিবন্ধন পাদুকা ব্যবহার করেন, তিনি অতিশয় মহাশক্তিধর বলে। যাঁর উপাধ্যায়, আচার্য, সমনোপাধ্যায়, সমান আচার্য, সম শিক্ষক সমযোগী, সহায় সাথী আছে। যার এরূপ বিহার আছে, (২৬) উপস্তস্ভক, প্রাসাদ, গুহা, উপস্থানশালা [২৫] মণ্ডপ ও বৃক্ষমূলে যে শ্রমণ বাস করেন তিনি মহাশক্তিধর বলে উক্ত হয়। অথবা এমন বিকল্পরূপে। অতিশয় উচ্ছ্বাসী, ভ্রুকুটিক, কুক, লপনক ও মুখসম্ভাবিতা। এ শ্রমণ শান্তশীল নিবাসের অধিকারী। তিনি গম্ভীর গূঢ়, নিপুণ,

মায়াময়, লোকোত্তর ও শূন্যতা সংযুক্ত কথা বলেন। উক্ত শ্রমণের ভ্রুকুটিতা, ভ্রুকুটা, কুহনা, কুহনাপনা ও কুহিতত্ত্ব তাকে "সামন্ত জলপন জনিত"- কুহন বা পরোক্ষ উক্তি করে। (Nd.1-226-7)

৭০. কোন পাপেচ্ছুক সমোহনীর মাধ্যমে কিভাবে পূজা সৎকার লাভ করবেন, লোকে তাঁকে আর্য শীলবান মনে করবে সে কুমতলবে আচরিত জীবনচর্যা দ্বারা অভিভূত করেন। ইহাকে ঈর্যাপথ সম্পৃক্ত, কুহন বলে জ্ঞাতব্য । তদানুসারে প্রশ্ন হচ্ছে। **ঈর্যাপথ জনিত কুহন কি ?** এখানে কোন পাপেচ্ছুক ইচ্ছার বশীভূত হয়ে পূজা লাভ সৎকারের লক্ষ্যে লোকে তাঁকে পূজা করবে ভেবে অর্হৎ সদৃশ গমন, শয়ন দাঁড়ান, উপবেশন করে। সমাধিস্থ সাধকের ন্যায় স্থিতি, বসন, শয়ন ও পথিমধ্যে ধ্যানের অভিনয় করে। সে ভিক্ষুর স্থাপন, সংস্থাপন ভ্রুকুটি, ভ্রুকটিক, কুহনা, কুহনপনা, কুহিতত্ত্ব ভাবকে ঈর্যাপথ জনিত কুহন বলে। (Nd-1-225-6)

৭১. এস্থলে **'প্রত্যয় প্রতিসেবন'**- অস্বীকার দ্বারা প্রত্যয় অঙ্গীকার বোঝায়, অথবা বোঝায় প্রত্যয় স্বীকৃতির অভাব। পরোক্ষ উক্তি দ্বারা বিষয়ের কাছাকাছি কথা। হাবভাব বলতে চার প্রকার ঈর্যাপথকে বোঝায়। স্থাপনা বলতে আদি সংস্থাপন বলা হয়। স্থাপন প্রতিস্থাপন, সংস্থাপন যা প্রসন্নতা উৎপাদন করে। ভ্রুকুটিভাব প্রকাশক মুখভাব প্রদর্শন ভ্রুকুটি বা স্বভাব বশতঃ ভ্রুকুট্যভাব প্রদর্শন। কুহনা লোমহর্ষক ভাব উৎপাদন করা। বিস্ময় প্রকাশন, কুহিতের ভাব, কুহিতপনা।

৭২. লপনা বর্ণনায় বিহারে আগত লোকজনকে দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপন করা। "আপনারা কেন এসেছেন ? ভিক্ষুদের দিনমন্ত্রন করতে ? যদি তা হয় তবে চলে যান, আমি সপাত্র পরে আসছি।" এভাবে লপনা হয় প্রথমে। কিংবা বিকল্পে নিজেকে প্রজ্ঞাপ্ত করে বলেন, "আমি তিষ্য, রাজা আমার প্রতি প্রসন্ন, রাজার অমুক, অমুক মন্ত্রী প্রসন্ন। (২৭) লপনা এর পরে অলোপন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসন। **'সল্লপনা, সংলাপনা'**- সংলাপ। গৃহিগণের মধ্যে সংলাপ অবকাশ দিয়ে সুষ্ঠু আলাপ হলো লপনা। উল্লম্পনা উচ্চ শ্রেণীর লোকের উদাহরণ দিয়ে লম্বনা। যেমন মহাকুটুনিক, মহানাবিক, মহাদানপতি, ইত্যাদি সর্বপ্রকারে উর্দ্ধে স্থান দিয়ে সংলাপ হলো সমুল্লপনা।

৭৩. গৃহীগণকে ক্রমাগতভাবে প্ররোচিত করে জড়িতকরণ **হলো উন্নহনা**। যেমন গৃহীগণ পূর্বে এ সময়ে নব ফল- অন্ন দান দিতেন। এখন দেননা কেন ? উত্তরে গৃহীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না দেব এখন ভন্তে অবকাশ পাই না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত

উর্দ্ধ বেষ্টন করে বলা বোঝায়। অথবা অল্পভাবে - কোন গৃহীর হাতে ইক্ষুক্ষেত্র দর্শন করে বলে, "হে উপাসক এটি কোথা হতে সংগ্রহ করলেন? উত্তরে "ইক্ষুকে হতে ভান্তে"- বলার পর জিজ্ঞেস করে সেখানকার ইক্ষু মধুর কি ? "ভান্ত, খেয়েই জ্ঞাতব্য।"- উত্তর দেয় উপাসক। উপাসক, ভিক্ষুকে ইক্ষু দান করুন" একথা (ভিক্ষু) বলা উচিত নয়। এভাবে জড়িত করে প্যাঁচিয়ে কথা বলা উন্নহনা। সর্ব প্রকারে, এভাবে বারবার প্ররোচিত করাকে বলা হয় **উন্নহনা - সমুন্নহনা**।

৭৪. পরোক্ষ উক্তি দ্বারা এভাবে প্ররোচিত করে : একুশ, (পরিবার) একমাত্র আমাকে জানে, যদি কোন দানীয় বস্ত্র দান দিতে হয় আমাকেই দিয়ে থাকে। এভাবে উদ্দীপনা করে বলে থাকেন। ইহা উক্কাচনা বলে জ্ঞাতব্য। এক্ষেত্রে "তৈল বিক্রেতা"- গল্প বক্তব্য [৯] এভাবে সর্বপ্রকারে বেষ্টন করে বারবার উক্ত হলে তাকে **সমুক্কাচনা সমুল্লেখ প্ররোচনা** বলে।

৭৫. অপরের প্রিয়ভাজন হওয়ার প্রেক্ষিতে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম বিচার না করে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রিয় ভাষণই অনুপ্রিয় ভনিতা। নিজেকে হীন ধন্য করে বারবার চাটুকারিতাকে **"চাটুকাম্যতা"** বলে। মুগসূপ্যতা - মুগডাল পাক করলে কিছু কিছু মুগ গলে না (পাক হয়না) অবশিষ্ট মুগ পক্ক হয়। তদ্রুপ যে ব্যক্তি এদৃশ্য কথা বলে তার কথা কিছু সত্য হয়, অবশিষ্ট অলীক হয়। তাকে **মুগসুপ পুরুষ** বলে কথিত হয় তার আচরণ মুগসূপ্যতা।

৭৬. প্রিয় পাত্রের কাজ **পরিভট্টতা,** অর্থ পরভৃত্যতা। গৃহস্থন (২৮) শিশুকে ধাত্রীর মতো কোলে বা স্কন্ধে নিয়ে বহন, ধারণ করাকে পরভৃত্যতা বলে। তার পরভূত্যে আচরণই পরভৃত্যতা।

৭৭. **নৈমিত্তিকতা** বর্ণনায় কায়িক ও বাচনিক যে কোন ইঙ্গিতে অপরকে দান করতে প্রবৃত্ত করে। নিমিত্ত কর্ম - নিমিত্ত প্রদর্শন করে। যেমন খেতে কি "খাদ্য পেয়েছে?" বলে কোন খাদ্য বহনকারীকে জিজ্ঞেস করে। নিমিত্ত করণের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রত্যয় যাচঞনা করা। নিমিত্ত প্রদর্শন গোবৎসকে দেখে "এ বৎসগুলো কি দুগ্ধপোষ গোবৎস না ঘোল পোষ্য গোবৎস? জিজ্ঞেস করে ? উত্তরে" ক্ষীরপোষ্য গোবৎস ভন্তে।" ইহা শুনে ভিক্ষু বললেন "ক্ষীর পোষ্য গোবৎস নয়, যদি ক্ষীরপোষ্য গোবৎস হতো তবে ভিক্ষুরা ও ক্ষীর লাভ করতো।" এরূপ বলার মাধ্যমে গোবৎসদের চারকরা তা মা বাবার নিকট কথাগুলো পৌছে দিয়ে তাদেরকে ক্ষীরদানের উদ্বুদ্ধ করা অবভাস।

৭৮. নিকটে গিয়ে জপন করাই সামন্ত জপৃপ। এখানে কূল-লালিত (কূলোপগ) ভিক্ষুর কাহিনী বর্ণিতব্য ঃ তিনি ভোজনের জন্য প্রত্যহ গৃহে গিয়ে থাকেন। একদিন তিনি গৃহে প্রবেশ করে বসে পড়লেন। দান দিতে অনিচ্ছুক গৃহকর্তা চাল (তণ্ডুল) নেই উচ্চারণ করতে করতে চাল অন্বেষণের অভিনয় করে প্রতিবেশীর ঘরে গেল। ইতোমধ্যে ভিক্ষুটি তার ঘরে প্রবেশ করে ক্রমে দেখতে পেলেন দরজার কোণে ইক্ষু, পাত্রে গুড়, হাঁড়িতে নোনা মাছের ফালনা, কলসীতে চাল এবং ঘটে ঘৃত দেখে বাহির হয়ে বসে পড়লেন। গৃহিণী কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে চাল পাওয়া গোল না বলে বাক্য ব্যয় করল। ভিক্ষুটি বললেন, উপাসিকে, আজকে অন্ন যে পাওয়া যাবে না, সেটা আমি পূর্ব নিমিত্ত দর্শন করেছি।" গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন" কি রকম ভন্তে"? উত্তরে ভিক্ষু বললেন," দরজার কোণে দণ্ডায়মান ইক্ষুর মতো সাপ দেখলাম। সাপকে মারতে ষষ্ঠি খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম পাত্রে গুড় পিণ্ডের মতো পাষাণ ঢেলা, হাঁড়িতে নোনা মাছের ফালার মতো আহত সাপের ফণা, কলসীতে চালের মতো দংশন করতে উদ্যত সাপের দাঁতগুলো। অতঃপর সে ঘটে রাখা ঘৃতের মতো কোপিত সাপের।

গল্পটি এরকম : দুজন ভিক্ষু এক গ্রামের মধ্যে আসনশালায় বসে আছেন। এমন সময় এক বালিকাকে দেখে তাঁরা তাকে কাছে ডাকলেন। তারপর তাঁরা পরস্পর বলাবলি করলেন, "ভন্তে এটি কার কুমারী? সে আমাদের বন্ধু তেল বিক্রেতার মেয়ে না? আমি যখন তাদের ঘরে গেলে তার মা আমাকে ঘটে ঘটে সর্পিদান করেন। এও তার মায়ের মতো ঘটে দিয়ে থাকে- সম্মোহ বিনোদনী।

৭৯. এভাবে সম্মুখে জপনা করে বলে তাকে **"সামন্ত জপ্প"**।

'পরিকথা'- ইঙ্গিত দ্রব্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত চক্রাকারে কথাই পরিকথা।

৮০. **নিষ্পেষিত** বলতে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণন বোঝায় ঃ দশ প্রকার আক্রোশ বাক্য দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশিত। তন্মধ্যে গালির দ্বারা, অপমান (বম্ভনা) দ্বারা, প্রদ্ধাহী (গরহনা) বলে, দোষী করে যেমন সে অবিশ্বাস্য। উত্থাপন দ্বারা যেমন এখানে এসব বলোনা বলে। বারণ করা উকুমেপন প্রত্যেক পদে বস্তুনিষ্ঠ ও কারণ দর্শানোর মাধ্যমে সমুক্‌খেপনা দ্বারা। কিংবা দান না করতে দেখে তাকে উচ্চস্থানে তুলে ধরে যেমন- "আহা, দানপতি 'মহাদানপতি।" বলে উৎক্ষিপ্ত করা। কারো সাথে কৌতুক করে বলে যে, এ বীজ ভোজীর জীবনটা কি রকম- খিপনা। কারো সাথে অতি কৌতুক করে বলে যে, এ বীজ ভোজীর জীবনটা কি রকম? খিপনা। কাকে সাথে অতি কৌতুক ৮১ করে বলে যে, **"এ লোকটি দাতা**

নয়, তিনি সবসময় সবাইকে বলে 'নেই' বাক্য শুনিয়ে থাকেন। ইহা **সম্পিপনা** কৌতুকতর। পাপন-লাভ করা। 'দায়ক নয়'- এমন নিন্দা লাভ করা। সম্পাপনা - বিশেষভাবে লাভ করা। দায়ক নয় বলে অধিকতর ভাবে নিন্দা লাভ করা। উক্ত ব্যক্তির নিন্দা গৃহ হতে গৃহে এবং গ্রাম হতে গ্রামে জনপদ হতে জনপদান্তরে গিয়ে নিন্দা প্রচার করা **অবন্নহারিতা**। উদ্দেশ্য এই যে, নিন্দার ভয়ে আমাকে দান দেবে। পরপিট্‌ঠমংসিত - পরের পিঠের মাংস খাওয়া সদৃশ। সম্মুখে মধুময় এবং পশ্চাতে নিন্দা ভাষণ। কোন ব্যক্তি বিশেষকে সম্মুখে সহ্য করতে না পেরে পরোক্ষ গিয়ে নিন্দা ভাষণ তার পিঠের মাংস খাওয়ার মত আচরণ। ইহাকে বলা হয় পশ্চাতে কামড় দেওয়া।

বাঁশের চূর্ণ দ্বারা শরীর জালিকা করার অপরের গুণ নিস্ফোরণ, ছোলা, মোছা কিংবা গন্ধদ্রব্য বিশেষভাবে বিচূর্ণ করে গন্ধ লাভের প্রচেষ্টার মতো অপরের গুণরাশি পোষণ, চূর্ণন করে লাভের প্রচেষ্টাকে নিষ্পেষিকতা বলে (অয়ং বুচ্চতি নিপপেসিকতা)।

৮২. লাভের দ্বারা লাভে পুনপুন প্রলুদ্ধকরণ **বর্ণনায় লাভের জন্য অনুসন্ধান (নিজিগিংসনতা)**। এ গৃহ হতে লব্ধ (ইতালব্ধং), অনুসন্ধানরত, পুনঃপুন অনুসন্ধানরত হওয়া। (৩৯) পিণ্ডাচরণরত ভিক্ষু শুরুতে প্রাপ্ত অন্নাদি সেখানে সেখানে কূলপুত্রগণকে (ছেলেমেয়েকে) দিয়ে শেষ প্রান্তে প্রাপ্ত দুধ এবং সাগু ভিক্ষুর গল্প এখানে বর্ণিতব্য। 'প্রষণা" ইত্যাদি লব্ধ গবেষণা শব্দের অনুরূপ জ্ঞাতব্য। গবেষণায় রতই অসুন্ধান। গবেষণায় প্রাপ্ত অনুসন্ধানে উদ্ধার বলে যোজনা জ্ঞাতব্য।

এটিই হলো প্রবঞ্চনা, প্রতাড়না (কুহনা ইত্যাদির) অর্থ বর্ণনা।

৮৩. এখন আদিতে উক্ত শব্দপুঞ্জ পাপধর্ম বর্ণনার্থে ব্যবহৃত ব্রহ্মজাল সূত্রে ব্যবহৃত পাপেচ্ছতা শব্দগুচ্ছের ধারণা। কোন শ্রবণ-ব্রাহ্মণ প্রব্রজিত হয়ে শ্রদ্ধা প্রদত্ত নানা ভোজনাদি গ্রহণ করে তির্ষকরূপ বিদ্যা অবলম্বন করে মিথ্যা জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন- জ্যোতিষ গণনা করে, ভাগ্য বিচার করে, নিমিত্ত, স্বপ্ন, লক্ষণ, মাসিক ছিন্ন, অগ্নি হোত্র, দর্বিহোত্র ইত্যাদি ব্রহ্মজাল সূত্রে বর্ণিত (৬২ প্রকার) মিথ্যা পাপধর্মকে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। (D-1-9)

৮৪. সুতরাং যে আজীব শিক্ষাপদের জন্য প্রজ্ঞাপ্ত ছয় শিক্ষাপদ ব্যতিক্রম হলে প্রবঞ্চনা (কুহনা), চাটুকারিতা (লপনা), ইঙ্গিত (নেমিত্তিকতা), পরচর্চাকারী

(নিপপেষিকতা), লাভের দ্বারা লাভ প্রচেষ্টা ইত্যাদি পাপধর্মে লিপ্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব মিথ্যা জীবিকা পরিহার করাই আজীব পারিশুদ্ধি শীল। এখানে ব্যবহৃত শব্দার্থ হলো ঃ ইহা অবলম্বন করে জীবন যাপন করে তাই জীবিকা। তা কিরূপ ? প্রত্যয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত ব্যায়াম (কর্ম), বিশুদ্ধ হলো বিশুদ্ধিতা আজীব বিশুদ্ধি হলো জীবিকা বিশুদ্ধি।

৮৫. (খ) অতঃপর পরবর্তী **শীল হলো প্রত্যয় আশ্রিত শীল**। এখানে মূল হল ঃ জ্ঞান গভীর মনোযোগের সাথে বিচারপূর্বক শীত, উষ্ণ, ডাঁশ, মশামাছির কামড় বাতাস, তাপ, সরীসৃপের কামড় হতে রক্ষা এবং লজ্জা নিবারণের জন্য তিনি চীবর পরিধান করেন। জ্ঞানত গভীর মনোযোগের সাথে বিচারপূর্বক ভিক্ষা গ্রহণ করেন। দেহের সৌন্দর্য বিভূষণ মাতালামি, শোভনের জন্য নয় এবং শরীরের স্থিতি, সচল, রক্ষা ও যাপনের জন্য পিণ্ডপাত গ্রহণ করেন। জ্ঞান ও গভীর মনোযোগের সাথে বিচারপূর্বক শীত, উষ্ণ, ডাঁশ মশাদির কামড়, বাতাস, তাপ, সরীসৃপের কামড় হতে রক্ষিত হয়ে ঋতু পরিশ্রয় বিনোদনার্থে শয়নাসন গ্রহণ করেন। জ্ঞানত গভীর মনোযোগের সাথে বিচারপূর্বক গ্লান (রোগ) প্রত্যয় ভৈষজ্য গ্রহণ করেন। তিনি ঔষুধ ও ভৈষজ্য ব্যবহার করেন উৎপন্ন ব্যাধির বেদনা, প্রত্যাঘাত থেকে মুক্তি, রক্ষা এবং তজ্জনিত দুঃখ নিবারণজনিত কারণ পর্যন্ত। (M-1-10) এখানে জ্ঞানতঃ গভীরভাবে অর্থ জ্ঞাত হলে প্রত্যবেক্ষণ করে। এখানে প্রত্যবেক্ষণে জ্ঞানতঃ অর্থ এবং উপায় হিসেবে। জ্ঞাত হয়ে, প্রত্যবেক্ষণ করে জ্ঞানত জেনে চেনে প্রত্যবেক্ষণ করে শীত ইত্যাদি নিবারণ কল্পে।

৮৬. **অন্তরবাসসহ তারমা আছে চীবরাদি**। পটিসেবতি করে তাঁর ব্যবহৃত অন্তর্বাস এবং বর্হিবাস। (৩১) যাবদের বিপর্যন্ত প্রয়োজন ততটুকু। যথা-শীত প্রতিঘাত পর্যন্ত, তার বেশি নয়। সীতস্সা অন্তর বাহির শীত প্রকোপ। পঠিঘাতায়া প্রতিহত করার জন্য যথা শরীরের রোগ বিনোদন পর্যন্ত। শীতের প্রকোপে শরীল আহত হলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, তাতে চিত্ত যোনিস ব্যায়াম (কাজ) করতে পারে না কারণে শীত প্রত্যাঘাত রহিত করার জন্য চীবর পরিধান আবশ্যক। পরবর্তী প্রত্যেকটি প্রত্যবেক্ষণে এ উদ্দেশ্য ও নিয়ম পাঠ করতে হবে। উন্হ্স্স - আগুণের তাপ। এক্ষেত্রে অরণ্যে যে দাবদাহ হয় সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ডংসমকসবাতাতপসিরিংসপ-সম্পস্সনং-অর্থ-ডাংস-দংশন-মক্ষিকা (ডাঁশ), মকস-মশা, বাত-বায়ু, তপ-সূর্যের তাপ, সিরিংসপ-সরীসৃপ, সম্পসস-দর্শন-

সংস্পর্শ। পটিঘস্যায়- এসবের প্রতিঘাত হতে রক্ষার জন্য। চীবর পরিধান করে উপবিষ্ট থাকলে উক্ত প্রকারের কোন সংস্পর্শ গায়ে লাগে না।

৮৮. **'যাববেদ'**- ইত্যাদি অধিবচন, পুনঃব্যক্ত করণ শব্দ। প্রতিনিয়ত, প্রয়োজন অবধি, সামগ্রিক খণ্ডকালীন সত্তহার। তবে পরিচ্ছেদ দর্শনার্থ হীরকোপীনং প্রতিনিয়ত আচ্ছাদন, ঢেকে রাখা। প্রয়োজন অপরগুলো, উদ্দেশ্য এবং খণ্ডকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। হিরিকোপীনং অর্থ যেসব গোপন স্থান যা দর্শন করলে লজ্জা (হ্রী) স্থান উত্তেজিত (কোপিত) হয়। এখানে উত্তেজিত করে, কোপিত করে বলে হ্রীকোপীন বলে উক্ত সে লজ্জা স্থান আচ্ছাদন, আবরণই পরিচ্ছদনখং। অন্যত্র **'হিরিকোপীনং'**- পাঠ দৃষ্ঠ হয়।

৮৯. **পিণ্ডপাত**- যে কোন প্রকার খাদ্য। যে কোন প্রকার আহারকে পিণ্ডপাত বলে। ভিক্ষুর ভিক্ষাচরণের সময় পাত্রে পতিত হয় পিণ্ড পিণ্ডপাত। কিংবা ভিক্ষান্ন বলতে পাত্রের মধ্যে পতিত হয় বলে পিণ্ডপাত। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিক্ষুর লব্ধ ভিক্ষার সমষ্টিই পিণ্ডপাত।

মণ্ডনায় - আমোদ - প্রমোদ এর জন্য নয়। গ্রাম্য বালকেরা ক্রীড়ার্থে যে আমোদ - প্রমোদ করে তার জন্য নয়। ন মদায় - মুষ্টিযোদ্ধা বা মল্লযোদ্ধাদের বলমদ ও পৌরুষত্ব প্রদানের জন্য নয় (৩৩) ন মণ্ডনায়- অলংকরণের জন্য নয়। যেমন রাজন্তপুরিকা কিংবা বেশ্যাদির দেহ অলংকরণের মত নয়। ন বিভূসনায়- বিভূষণের জন্য নয়। যেমন নায়ক- নায়িকা কিংবা নর্তক নর্তকীর মতো নিজেদের চেহারা ও বর্ণের বর্ধণের মতো নয়।

৯০. এ ধারায় মোহ প্রশমন কর আমোদ-প্রমোদ (যেবদাবায়), দ্বেষ প্রকাশন কর (ন মদায়)। নিজের মোহও দ্বেষ সংযোজন রহিত কল্পে। (নেব দরায় ন মদায়) পরের রাগ আমোদ প্রমোদ, সৌন্দর্য বা বিভূষণ রহিত কল্পে (ন মণ্ডনায় ন বিভূসনায়) উল্লেখিত। উক্ত চারটি দ্বারা অজ্ঞতা উৎপত্তির অভ্যাস জনিত কামসুখ অনুরক্ততা প্রশমন করা হয়।

৯১. **এদেহ বলতে ঃ** রূপকায় এ শরীরের মধ্যে চার মহাভূত বর্তমান। ঠিতিয়া- স্থিতির জন্য, যাপনায়- চিরকাল স্থিতির জন্য। যেমন- তিনি পিণ্ডপাত গ্রহণ করেন এদেহের স্থিতি ও ক্রমগতির ধারা আবশ্যকতা। যেমন জীর্ণ ঘরের মালিক গৃহরক্ষার জন্য উপস্তম্ভ প্রোথিত করে, কুড়ালে যেমন অক্ষত স্থান পায় তেমনি এদেহের স্থিতি, ক্রম গতির ধারা রক্ষার জন্য (ভিক্ষু) পিণ্ডপাত গ্রহণ করেন। কিন্তু তা দর্ব-মদ-মণ্ডন ও বিভূষণের জন্য নয়। মূলত জীবিতেন্দ্রিয় সমূহের স্থিতির

লক্ষ্যই এখানে মুখ্য। সে কারণে বলা হয়”- ইমস্‌স কায়স্‌স ঠিতিয়া যাপনায়”- কথায় জানতে হবে এ দেহের জীরিতেন্দ্রিয় সমূহের গতিধারা রক্ষা ও স্থির স্বার্থে।

৯২. **বিহিং সুপরিতয়া** বলতে কষ্ট লাঘব বোঝায়। বিহিংসা অর্থ জিঘাংসা, ক্ষুধাকে হনন করার লক্ষ্যে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে। এখানে ক্ষুধা রোগ হিসেবে জ্ঞান করে তা উপসমার্থে পিণ্ডপাত গ্রহণ। ব্যথা নিবারণের লক্ষ্যে ক্ষতস্থানে মলম লেপন সদৃশ। শীতোষ্ণতা নিবারণের জন্য প্রতিষেধক। ব্রহ্মচর্য পালনের সহায়ক। শাসন, ব্রহ্মচর্য এবং মার্গ ব্রহ্মচর্যের অনুকূল অনুগ্রহ।

ব্রহ্মচরিয়ানুগগ্হায়। এই পিণ্ডপাত গ্রহণের দ্বারা কায়িক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে মার্গ অনুসৃত হয়। এই কায়িক শক্তির ওপর নির্ভর করে একজন ভিক্ষু শিক্ষাত্রয়ে মনোনিবেশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ভবরূপ মরুভূমি অতিক্রম করার জন্য ব্রহ্মচর্যের অনুকূলে পিণ্ডপাত গ্রহণ করেন। মরুকান্তার অতিক্রমকারীগণ যেমন পুত্রমাংস ভোজন করেছিল ভেলায় করে যেমন নদী অতিক্রম করে [৯], সমুদ্রযাত্রীগণ যেমন জাহাজকে আশ্রয় করে তেমনিভাবে ভিক্ষুগণ ব্রহ্মচর্যের সাফল্যের জন্য পিণ্ডপাত ভোজন করেন।

৯৩. এরূপে আমি পিণ্ডপাত ভোজন দ্বারা পুরাতন বেদনার অবসান করব এবং নূতন বেদনা উৎপন্ন করব নাঃ **ইতি পুরানঞ্চ বেদবং পাঠিহংকামি ন উপ্পএদসসামি**।” (৩৩) যেমন কোন রোগী রোগ নিবারণের জন্য ঔষুধ সেবন করে তেমনি তিনি পিণ্ডপাত ভোজন করেন- এরূপ চিন্তা করে ; এ পিণ্ডপাত ভোজনের দ্বারা আমি পুরাতন জিঘাংসাজনিত বেদনার বিনাশ সাধন এবং নতুন জিঘাংসাজনিত কোন বেদনা উৎপাদন করব না। উক্ত নতুন বেদনার উৎপাদক ভোজন যেমন আহার হস্তক, অলংশটক, তত্রবর্ত্তক, কাক মাংস এবং ভূক্তবসিক রূপ [১০] খাদ্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মণগণের অন্যতর অপরিমিত ভোজন হয়। যোগীগণ কোন রোগীর ভৈষজ্য (ঔষুধ) সেবনের ন্যায় পিণ্ডপাত ভোজন করেন অথবা বিকল্পভাবে “যাহা অধুনা অনুপযুক্ত ও অপরিমিত ভোজন হেতু পুরাণ কর্ম্ম প্রত্যয় বশে উৎপন্ন হয় ‘তাহা পুরাণ বেদনা বরিয়া উক্ত’ উপযুক্ত ও পরিমিত ভোজন দ্বারা সেই পুরাণ বেদনার হেতু বিনাশ করিয়া তাহা বিনাশ করি। আর যা অধুনাকৃত অনুপযুক্ত পরিভোগ কর্মসমূহ হেতু ভবিষ্যতে (পরে) উৎপন্ন বলিয়া নব বেদনা নামে উক্ত মুক্ত পরিভোগ বশে তাহার মুল উৎপাদন না করিয়া নূতন কোন বেদনা উৎপন্ন করিব না। ” [১১] ইহার অর্থ এভাবে এখানে জ্ঞাতব্য। এ পর্যন্ত

যথাসম্ভব যা প্রদর্শিত হলো তাতে প্রত্যয়সমূহের যথার্থ ব্যবহার বলে জানতে হবে। জ্ঞাতব্য আত্মনিগ্রহ পরিহার এবং ধর্মত সুখানন্দ অপরিত্যজ্য।

৯৪. **আমি স্বাস্থ্যবান হবো :** প্রত্যয়নির্ভর এ দেহ। স্বাস্থ্যের "দীর্ঘ স্থিতির" লক্ষ্যে পরিমিত আহার করব। তাতে জীবিতেন্দ্রিয়ের কোন ক্ষতি হবে না কিংবা গতিশীলতার মধ্যে কোন ছেদ পড়বে না। পুরাতন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ঔষুধ ব্যবহারের মতো তিনি জ্ঞানত বিচার করে আহার করেন। নতুন রোগ আক্রান্ত না করার জন্য আহার করেন। অনিন্দ্য, সুখকর বাসঃ ইর্য্যাপথ বিনষ্টকারীর ব্যাঘাতের জন্য জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ বন্ধের জনে পরিমিত আহার হিতকর। এ দেহের কর্মক্ষমতার চিরস্থিতি লাভের জন্য প্রত্যয় আবশ্যক। **অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চাতি-**

৯৫. **শয়নাসন :** শয়ন এবং আসন গ্রহণ শয়নাসন। যেখানে শয়ন করা হয় শয়ন এবং যেখানে বসা হয় তা আসন। উভয়কে এক সাথে শয়নাসন (সেনাসনন্তি) বলা হয়।

উতুপরিস্সায় বিনোদন পঠিসল্লান আরাময়ন্তি - ঋতু বিক্ষোপ, অপনোদন, সাধনা সিদ্ধির পক্ষে সুখদায়ক। ঋতুর বিবিধ বিক্ষোপ প্রতিরোধ হলে সুখ সমাধিতে চিত্ত নির্দিষ্ট থাকে। চিত্তের এই সুখ স্থিতি তা আরাম বা সুখকর। ঋতু বিক্ষোপের তাড়নায় দেহ-মন অশান্ত হয়। অশান্ত চিত্ত সাধনার অন্তরায়। তাই ঋতুর তাড়না থেকে সুরক্ষার জন্য শয়ন করতে হয় ও আসন গ্রহণ করতে হয়। শয়নাসন ব্যবহার দ্বারা দুঃখ কষ্ট বিনোদন করা হয়, দুঃখ কষ্ট বিদূরীত হলে তা সুখ বলে উক্ত। বিপদে আত্মরক্ষা ও ঋতুপ্রকোপ পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। শীতের আঘাত প্রতিহত করার দ্বারা ঋতু বিক্ষোভ বিদূরিত হয়। যথা-চীবর পরিধানের দ্বারা লজ্জা নিবারণ প্রতিনিয়ত প্রয়োজন। এছাড়া অপরাপর প্রত্যয় কখনো কখনো ব্যবহার হয়ে থাকে। সেরূপ শয়নাসনের ক্ষেত্রেও ঋতুর প্রকোপ দূরীকরণ (বিনোদন) প্রযোজ্য। ..... এখানে আলোচিত প্রাকৃতিক অবস্থাই ঋতু। প্রকোপ (পরিস্সয়) দু প্রকার প্রত্যক্ষ প্রকোপ এবং পরোক্ষ প্রকোপ। (Nd 1-12) এখানে সিংহ - ব্যাঘ্রাদি প্রত্যক্ষ প্রকোপ এবং লোভ-দ্বেষাদি পরোক্ষ প্রকোপ। কোন ভিক্ষু এসব জ্ঞাত হয়ে যখন শয়নাসন ব্যবহার করেন তখন তার নিকট উক্ত প্রকোপ থাকে না। কারণ তিনি ইন্দ্রিয় সংবর এবং প্রত্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহার করেন।

৯৬. রোগের পীড়ন মুক্তির জন্য ভৈষজ্য ব্যবহার (গিলান পচ্চয়-ভেসজ-পরিক্খারন্তি) : এখানে পীড়ন মুক্তি বলতে রোগের বিরুদ্ধভাব, প্রতিপক্ষকে

বোঝায়। উপর্যুক্ততা (সপ্পায়) ইহার প্রতিশব্দ যা যে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য। ভিষক বা চিকিৎসকের দ্বারা বিষয়টি জ্ঞাত এবং অনুমোদন প্রাপ্ত বলে ভৈষজ্য বা ঔষুধ, অথবা ইহা নিজে অসুস্থকে সুস্থ করে বলে ঔষুধ অসুস্থতাকে দূর করে। ঔষুধ বলতে ভিষক তৈল, মধু ঘৃত, গুড় প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুতকৃত প্রতিষেধক (কোন নির্দিষ্ট রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) কাজকে বোঝায়। অলঙ্কার সম্ভার (পরিক্খার) হলো নগরীর প্রয়োজন মত যে প্রত্যয় সরবরাহ করা হয় (A-iv-106)। তদ্রুপ জীবিতের সম্ভার। একটি রথের অলঙ্কার (পরিক্খার) স্বরূপ শীল, অক্ষরূপ ধ্যান, চক্ররূপ শক্তি (S.V.I) (৩৫)। যিনি সংসার ত্যাগী তাঁর পক্ষে জীবিতের অলঙ্কার স্বরূপ। এতে জীবন নামক কোন ব্যাধি উৎপত্তির অবকাশ না দিয়ে রক্ষা করে। যার ফলে জীবন দীর্ঘকাল প্রবর্তিত হতে পারে। এজন্যে সম্ভার বলে উক্ত। এভাবে রোগ পীড়ন মুক্তির জন্য প্রতিষেধক সম্ভার বলে উক্ত। এভাবে রোগ পীড়ন মুক্তির জন্য প্রতিষেধক সম্ভার ভৈষজ্য বলে উক্ত হয়েছে। সে রোগ পীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভিষক যা অনুজ্ঞা করেন যেমন তৈল, মধু, ঘৃত, গুড় ইত্যাদি জীবিতের পক্ষে সম্ভার বলে কথিত।

৯৭. উপন্নানং- উৎপন্ন, জাত, ভূত, নিবর্তন প্রভৃতি শব্দের সমার্থক। বেয়্যাবাধিকানং- ক্ষতিকারক, উৎপীড়ন, ঋতু বিক্ষোভ হতে উৎপন্ন কুষ্ঠ, গণ্ড, ফোঁড়া ইত্যাদি রোগ। যে ঋতু বিক্ষোভজনিত কারণে উৎপন্ন বলে ব্যাবাধিক। বেদনানং- অনুভূতি, ব্যথাজনিত অনুভূতি রোগ যন্ত্রণা। দুঃখ বেদনা এবং অকুশল বেদনা বশে বেদনা দু প্রকার। অব্যাপজ্জ পরম তায়াতি - যে পর্যন্ত না সে দুঃখ বেদনা প্রশমিত হয় সে পর্যন্ত শুধু ব্যবহারযোগ্য।

এরূপে পরিষ্কার (সম্ভার) ব্যবহার সংক্রান্ত শীল জ্ঞাতব্য। সংক্ষেপে ইহার বৈশিষ্ট্য হলোঃ জ্ঞানত প্রত্যয় পরিভোগ। অর্থবোধে চীবরাদি যে কারণে (প্রতীত্য) পরিভোগ করা হয় এবং যাকে আশ্রয় করে প্রাণিরা অয়ন্তি গমন করে, প্রবর্তিত হয় তা প্রত্যয় বলে কথিত। এসবের প্রত্যয়ে আশ্রিত বলে প্রত্যয়ভুক্ত।

৯৮. ক. সুতরাং এ চতুর্বিধ শীল পালনের ফলে প্রাতিমোক্ষ সংবর হওয়া কর্তব্য। শিক্ষাপদ সমূহ কোন শ্রাবক প্রবর্তন কিংবা প্রজ্ঞাপ্ত করতে পারেন না। ইহা একান্তভাবে শ্রাবকদের বহির্ভূত। বুদ্ধগণই কেবল শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত ও প্রবর্তন করতে পারেন। এই প্রজ্ঞপ্তি তাঁদের অধিকারের বিষয়ভূক্ত। কোন শ্রাবক শিক্ষাপদ যে প্রদর্শিত ও বিজ্ঞাপিত আছে যেভাবে তা সম্পূর্ণ সেভাবে শ্রদ্ধার সাথে পালন ও

অনুশীলন করতে হবে। শীল গ্রহণ এবং শীলবান জীবনযাপন করা কর্তব্য। সে কারণে উক্ত হয়েছে ঃ (৩৬)

কিকিব অণ্ডং চমরিত্বা বালধিং, পিয়ং ব পুত্তং নয়নংবা এককং।
তথেব সীলং অনুরক্‌খ মানকা, সুপেসলা হোথ সদা সগারবতি।
– " কিকি যথা প্রাণদানে অণ্ডে রক্ষা করে,
চামরী যথা প্রাণ দেয় বালধির তরে।
মাতা যথা প্রিয় পুত্রে রক্ষে অনুক্ষণ,
কানা যথা এক চক্ষু রক্ষে সর্বক্ষণ
তথা রূপ পালিবে সদা শীল আপনার,
প্রিয়শিলী হও ভিক্ষু ভক্তিমান আর।" [১৪]

অধিকন্তু বলা হয়েছে ঃ মহারাজ, আমি যখন শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করি, তারা তা গ্রহণ করে জীবনের জন্য ও লঙ্ঘন করবে না। (A IV-201)

৯৯. এক্ষেত্রে বনে ডাকাত কর্তৃক আবদ্ধ স্থবিরগণের কাহিনী বিবৃত করা উচিত ঃ মহাবর্তনী বনে ডাকাতেরা এক স্থবিরকে কাললতা দিয়ে বেঁধে শুইয়ে রাখে। বন্ধন অবস্থায় স্থবির সাতদিন ধরে বিদর্শন ধ্যান বৃদ্ধি করে অনাগম ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়ে উৎপন্ন হন। ডাকাতেরা আরও একজন স্থবিরকে অনুরূপভাবে পুঁতিলতা দিয়ে বেঁধে শুইয়ে রাখলো। ঘটনাটি তাম্রদ্বীপের। তিনি বদ্ধ অবস্থায় দাবাগ্নি আসতে দেখে লতা ছিঁড়তে চেষ্টা না করে বিদর্শন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকেন। অতঃপর আগুনে দগ্ধ হয়েও সমশীল অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। অবিদ্যা দূর হওয়ায় অর্হত্বলাভ এবং নির্বাণ প্রাপ্তি একই সাথে ঘটে বলে সমশিলী বলে। দীর্ঘ ভানক অভয় স্থবির ৫০০ ভিক্ষুর সাথে সে পথে আসছিলেন। তিনি তাঁর পুতাস্থি দিয়ে সেখানে এক চৈত্য নির্মাণ করান। অন্য শ্রদ্ধাধান কুলপুত্রগণ ও তা অনুসরণ করুক এ মর্মে ঃ

পাতিমোক্‌খং বিসোধেন্তো অপ্পব জীবিতং জহে,
পঞ্ঞত্তং নাথেন, ন ভিন্দে সীল সংবরং লোক,
– আচরিবে নীতিধর্ম বিশুদ্ধ মহান,
লোকনাথ দেশিত যা প্রতিমোক্ষ স্থান।
জীবন ত্যাগিবে যদি প্রয়োজন হয়,
তথাপি শীল সম্বল না ভাঙ্গে নিশ্চয়।

১০০. (খ) শ্রদ্ধার ওপর নির্ভর করে যেমন প্রতিমোক্ষ শীল রক্ষিত হয় তেমনি স্মৃতির সাহায্যে ইন্দ্রিয়শীল প্রতিপালিত হয়। ইন্দ্রিয় সংযম স্মৃতি সাধনার দ্বারা কার্যকর হয়। স্মৃতি নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় গ্রামে অভিধ্যাদি অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সে জন্য বলা হয়েছেঃ ভিক্ষুগণ, তপ্ত, উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, সংজ্যোতিভূত লৌহ শলাকা দ্বারা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মূলোৎপাটন করা ভাল, তথাপি চক্ষু দ্বারা জানা এমন সব অনুব্যঞ্জন অনুগ্রাহী কোন নিমিত্ত গ্রহণ করবে না (SV. 168)। এক্ষেত্রে মজ্‌ঝি নিকায়ের আদিত্ত পরিয়ায় সূত্র মতে স্মৃতি অনুস্মৃতব্য। তাতে রূপাদি বিষয়ে চক্ষুদ্বার দিয়ে প্রবর্তিত বিজ্ঞান - অভিধ্যাদি অনুব্যঞ্জন যোগ্য। স্মৃতি দ্বারা তৎসম্পর্কিত নিমিত্তসমূহ নিষেধ করা কর্তব্য। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংবরশীল রক্ষা করা কর্তব্য।

১০১. (৩৭) এভাবে ইন্দ্রিয় সংবরশীল প্রতিপালিত না হলে প্রাতিমোক্ষ শীলও তদ্রুপ শাখা প্রশাখা বিহীন শস্যের মতো চিরকাল দীর্ঘস্থিতি হয় না। তা হবে অপহরণকারী চোরের দ্বারমুক্ত ঘরে প্রবেশ করে ধন লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার মতো। ক্লেশসমূহ চিত্তে প্রবেশ করে তাকে হনন করে। স্মৃতিধর ইন্দ্রিয়স্বরূপ ছিদ্র বন্ধ থাকলে সংবরশীল নিখুঁতভাবে পালিত হয়। যেমন অসচ্ছন্ন গৃহে বৃষ্টির জল অবাধে প্রবেশ করে সেরূপ স্মৃতি বিহীন চিত্তে রাগ প্রবেশ করে সেজন্যে বলা হয়েছে :

রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু, গন্ধেসু ফস্‌সেসু চ রক্‌খ ইন্দ্রিয়ং
এতো দ্বারা বিবতা অরক্‌খিতা, হননন্তি গামং পরস্‌স হারিণো।
যথা অগারং দুচ্ছন্নং বুট্‌ঠি, সম্মতিবিজ্ঝতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং, রাগো সমতিবিজ্ঝতীতি
– রূপ শব্দ আরও জান রসনা আধারে,
গন্ধ আরও স্পর্শাদি জান পঞ্চদ্বারে।
বিস্মৃতির চিত্তে ঢোকে ক্লেশ চোরগণ
স্মৃতিচিত্তে পঞ্চিন্দ্রিয় রক্ষ অণুক্ষণ।
গ্রাম যথা অবারিত অরক্ষিত হলে,
চোর তস্কর ধ্বংস হরণ, করে ছলে বলে।
আগার যথাআচ্ছাদিত অন্তর মধ্যেতে,
বারিধারা ঝরে তথা অঘোর বর্ষাতে।
বিস্মৃতির চিত্তকে মাঝে প্রবেশে রাগ-দ্বেষ,

সেহেতু চিত্ত রাখ সমাধি নিবেশ। (Dh. 13)

১০২. এভাবে তৎসমুদয় সুসম্পন্ন হলে প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল চিরস্থায়ী হয় : সুরক্ষিত গ্রামদ্বারে যেমন হননের জন্য কোন চোর প্রবেশ করতে পারে না, অন্তিমে শাখা প্রশাখাসহ শস্যক্ষেত সুরক্ষিত হয়, তেমনি ক্লেশরূপ চোর স্মৃতি সাধনায় রক্ষিত চিত্তে প্রবেশ করতে পারে না। কোন ক্লেশ তার চিত্তে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন সুচ্ছাদিত ঘরে বৃষ্টির জল প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না । সেজন্য বলা হয়েছে ঃ

রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু, গন্ধেসু ফস্সেসু চ রক্‌খ ইন্দ্রিয়ং
এতেহি দ্বারা পিহিতা সুসংভূতা, ন হন্তি গামং ব, পরস্‌স হারিণো
– রূপ শব্দ আরও জান রসনা আধারে,
গন্ধ আর স্পর্শাদি জান পঞ্চদ্বারে,
চিত্তে যেন না ঢোকে না চোরগণ,
স্মৃতি চিত্তে পক্ষিন্দ্রিয় রক্ষ অনুক্ষণ।
গ্রাম দ্বার যথা রক্ষিত আর বারিত হলে,
ব্যর্থ হয় চোর তস্কর লুঠ ছলে বলে।

যথা আগরং সছন্নং, বুট্‌ঠি সমতিবিজ্ঝতি
এবং সুভাবিতং চিত্তং, রগোন সমিতিবিজীনতীতি
– আগার সুচ্ছাদিত অন্তর মধ্যেতে,
বারিধারা ঝরে না তথা অঘোর বর্ষাতে
স্মৃতিচিত্তে শভূ নাহি প্রবেশে রাগ দ্বেষ,
সেহেতু চিত্ত রাখ সমাধি নিবেশ। (Dh. 14)

১০৩. ইহা অতীব উচ্চস্তরের দেশনা। চিত্ত অতি অল্পক্ষণে বিবর্তিত হয়। (A-1-10) নব প্রব্রজ্যিত বঙ্গীশ স্থবিরের মতো উৎপন্ন রাগকে অশুভ ভাবনার দ্বারা অপসারণ করা কর্তব্য। তাতে ইন্দ্রিয় সংবর শীলই বেশি কার্যকর। (৩৮) সদ্য প্রব্রজ্যিত এক স্থবির পিণ্ডচারণকালীন কোন এক মহিলাকে দেখে তাঁর মধ্যে কাম-রাগ উৎপন্ন হয়। তাঁর একথা তিনি আনন্দ স্থবিরের নিকট প্রকাশ করে বল্লেন ঃ

কাম রাগেন ডয়্হামি, চিত্তং মে পরিডয়ং তি,
সাধু নিব্বপনং ব্রুহি, গোতমাতি অনুকম্‌গয়
– কাম রাগ আগুনে আমি দগ্ধ নিরন্তর,

জ্বলন্ত শিখাতে চিত্ত দহে অনিবার।
কৃপ বেশে বল মোরে দয়ালু গৌতম,
কিরূপে নির্বাপন করি অশেষ উত্তম। (S.1-188)

উত্তরে আনন্দ স্থবির বললেন ঃ

সঞ্ঞায় বিপরিয়েসা চিত্তং তে পরিডয়্হতি
নিমিত্তং পরিজ্জহি সুভং রাগু পসক্রিহতং
– সংজ্ঞায় তব চিত্ত দগ্ধ বিপরীতে,
জ্বলন্ত শিখাতে চিত্ত দহে স্বরূপেতে।
রাগযুক্ত দুর্নিমিত্ত কর পরিহার,
যাতে বাড়ে তৃষ্ণারাগ দুঃখ পারাবার।
একাগ্র চিত্তেতে দেখ সমাধি অশুভ,
দুঃখময় সংস্কারপুঞ্জ নহে আপনার।
অসুভায়চিত্তং ভাবেহি একাগ্গং সুসমাহিতং,
সঙ্খারে পরতো পসস্,পুক্খত নচ অত্ততো।
– আত্মভাব নিজ কভু নহে কদাচন,
চিত্তে তব মহারাগ কর নির্বাপন,
ঘুচিবে অচিরে রাগ এভব মাঝার,
পুন পুন নাহি হবে দগ্ধ ভয়ঙ্কর। (S-1-188)

স্থবির তাঁর কামরাগ পরিহার করেন এবং পিণ্ডাচরণে প্রবৃত্ত হন।

১০৪. অধিকন্তু কুরুণ্ডুকের অন্তর্গত মহাগুহা নিবাসী জনৈক চিত্রগুপ্ত ভিক্ষু এবং চোরকের মহাবিহার নিবাসী মহামিত্র স্থবির ছিলেন ইন্দ্রিয় সংবরশীল পূর্ণকারীদের মধ্যে অন্যতম। এ ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ অনুসরণীয়।

১০৫. কুরুণ্ডুকে মহাগুহার ভিতর সাতজন বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণ লাঞ্চিত অতি নয়নাভিরাম একটি চিত্র কর্ম ছিল। কিছু সংখ্যক একদা বিহারে বেড়াতে সে চিত্রকর্ম তাঁদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাঁরা চিত্রগুপ্ত স্থবিরের নিকট এসে “ছবিটি অতি মনোমুগ্ধকর” বলে প্রশংসা করলে স্থবির বললেন যে, তিনি বিগত ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে উক্ত বিহারে অবস্থান করছেন। কিন্তু চিত্রকর্মটি তাঁর চোখে পড়েনি বলে উল্লেখ করলেন। সেদিন চক্ষুস্মান ভিক্ষুদের সাহায্যে অবগত হলেন বলে জানালেন। এতো দীর্ঘসময় ধরে উক্ত মহাগুহা বিহারে অবস্থান করেও চোখ খুলে গুহার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। গুহাদ্বারে ছিল এক বিশাল নাগবৃক্ষ।

সে বৃক্ষটিও স্থবির অবলোকন করেননি। প্রতি বৎসরান্তে সে বৃক্ষের কেশর ভূমিতে নিপতিত দেখে গাছটি পুষ্পিত হয়েছে বলে জানতেন।

১০৬. সে দেশের রাজা স্থবিরের বিশুদ্ধ অখণ্ড শীল পালনের কথা জানতেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তিনি তিনবার তাঁকে ডেকে পাঠান দূতের মাধ্যমে। যখন তিনি গৃহে গেলেন তখন রাজা এক কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি নগরের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের সব মায়ের বুকের স্তন বেঁধে রোমাঞ্চিত করালেন এবং বললেন, যে পর্যন্ত স্থবির না আসেন সে পর্যন্ত শিশুরা স্তন পান করতে পারবে না। (৩৯) স্থবির শিশুদের প্রতি করুণা করে রাজার মহাগ্রামে গমন করেন। রাজা তাঁর আগমন বার্তা জেনে রাখলেন" এবং বললেন যাও, স্থবিরকে ঘরে নিয়ে যাও। আমি শীল গ্রহণ করব।" পরে রাজা তাঁকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পিণ্ডদানে তৃপ্ত করে বললেন, "ভন্তে আজ আমার অবকাশ নেই, কালকে শীল গ্রহণ করব।" তিনি স্থবিরের পাত্র গ্রহণ করে কিছুদূর পশ্চাদানুগমন করেন। তিনি রাণীকে সঙ্গে নিয়ে স্থবিরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ফিরে গেলেন। এভাবে সাতদিন ব্যাপী রাজা আর রাণী যিনি বন্দনা করুণা কেন স্থবির "সুখী হোক মহারাজ"- বলে আশীর্বাদ করতেন।

১০৭. (কথাটি শুনে) ভিক্ষুরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা অথবা রাণী বন্দনা করলে যিনি বন্দনা করুন না কেন আপনি" মহারাজ, সুখী হোন বলেন কারণ কি? উত্তরে স্থবির বললেন," বন্ধুগণ, রাজা বা রাণী বলে আমি বিচার করি না।" সাতদিন পর রাজা সেখানে স্থবিরকে সুখবাস মনে না করে বিদায় জানান। স্থবির মহা কুরুণ্ডুকে গুহায় ফিরে গেলেন। রাতে তাঁর চংক্রমণের সময় নাগবৃক্ষ দেবতা হাতে যষ্ঠি দীপ নিয়ে দাঁড়াতেন। এতে তাঁর কর্মস্থান অতি পরিশুদ্ধ ও প্রাকট হয়। স্থবির (চিন্তা করে) আমার কর্মস্থান কত পরিশুদ্ধ এবং প্রাকট ?" তিনি রাতের মধ্যযামের সমানন্তরে সমস্ত পর্বত প্রতিধ্বনিত করে অর্হত্বে উপনীত হন।

১০৮. সুতরাং আত্মদর্শী অপর কুলপুত্রগণ নিজের মঙ্গল কামনা করে বলেন ঃ

মক্কটোব অরঞ্ঞম্হি, বনে ভন্তমিগো বিয়া
বালো বিয় চ উত্রাস্তো, ন ভবে লোল লোচনো ;
অধো খিপে্পয্য চক্খুনি,যুগমত্ত দসো সিয়া,
বনমক্কট লোলস্স, ন চিত্তস্স বসং বজেতি।
– লোলুপ লোচন দৃষ্টি হয়োনা কখন,
সদৃশ মর্কট যথা বাসয়ে বিজন।

অনুরূপ বন্যমৃগ নিবাসে বিটপে,
ভীত ত্রস্ত ক্ষুদ্র শিশু যেমন বিলাপে।
অধোচক্ষু দর্শন হেতু রাখে সেবা নর,
যুগমাত্র দেখে চলে দূরত্ব অদূর।
শকতিতে পতন তার কভু নাহি হয়,
লোল চিত্ত মর্কট যথা বনবাসে রয়।

১০৯. স্থবির মহামিত্রের মা এক সময় বিষগণ্ডক রোগে আক্রান্ত হয়। তার প্রব্রজ্যিত দুহিতাকে তিনি বললেন: "মা তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে আমার জন্য ঔষুধ নিয়ে আস"। বোনের নিবেদন শুনে প্রব্রজিত ভাই বললেন, "ভৈষজ্য থেকে ঔষুধ তৈরির পদ্ধতি আমি জানিনা। তবে তোমাকে ঔষুধ বলে দেব। একথা বলে তিনি সত্যক্রিয়া করে বললেন, "আমি প্রব্রজ্যিতকাল অবধি লোকচিত্তে ইন্দ্রিয়শীল ভঙ্গ করে কামরাগ (বিসভাগ) রূপ দর্শন করিনি।" "এই সত্য বাক্যে মাতার রোগমুক্ত হোক এবং সুখ লাভ করুক।" "যাও, এ সত্যবাক্য উচ্চারণ করে মায়ের শরীর মর্দন কর।' প্রব্রজ্যিতা মায়ের নিকট গিয়ে তা সম্পাদন করলে মায়ের গণ্ডক ফেননিভের মতো রোগ বিলীন হয়ে গেলো। মা রোগমুক্ত হয়ে আনন্দপূর্ণ বাক্যে বললেন: ' যদি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ জীবিত থাকতেন তবে তিনি তাঁর জালাশোভা হাতে আমার পুত্রের মস্তক মর্দন করতেন। '

১১০. **কুলপুত্তমানি অঞেঞাপি পব্বজিত্বান সাসনে,**
মিত্তথেরোব তিট্ঠেয়্য –বরে ইন্দ্রিয়সংবরে।
– অপর কুলপুত্র স্বজন যথা,
অভিমানী অপর যে শাসন কথা।
অনুসরি মিত্রথের যথা অনুপম,
লভিয়ে প্রব্রজ্যা সাধে ইন্দ্রিয় দমন।

১১১. স্মৃতিতে নিবিষ্ট থেকে ইন্দ্রিয় সংবরণশীল ও বীর্য উৎপাদন করে আজীব পারিশুদ্ধশীল সম্পাদন করা কর্তব্য। যা মিথ্যা আজীব তা আরদ্ধবীর্য দ্বারা পরিহার করা যায়। সে কারণে অপ্রতিরূপকে বীর্য দৃঢ়তা দ্বারা পরিহার করা উচিত। যাদের মধ্যে সুপরিশুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হয়েছে তাদের পক্ষে-অপরিশুদ্ধ বিষয় আশীবিষের মতো পরিহার কর্তব্য।

১১২. যিনি ধুতাঙ্গব্রত গ্রহণ করেননি তাঁর পক্ষে সংঘ হতে, ভিক্ষুগণ হতে কিংবা গৃহীগণ হতে এবং ধর্মদেশনাজনিত গুণের দ্বারা লব্ধ প্রত্যয় পরিশুদ্ধ।'কিন্তু

পিন্ডাচরণজনিত লব্ধ প্রত্যয় ইত্যাদি অধিকতর পরিশুদ্ধ। আর যিনি ধূতাঙ্গ গ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে পিণ্ডাচারণ ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ প্রত্যয় এবং তাঁর ধূতাঙ্গগুণে মুগ্ধ দায়কগণের প্রদত্ত ধূতাঙ্গসিদ্ধ লব্ধ প্রত্যয়ও পরিশুদ্ধ এবং তিনি পূঁতিমূত্র মিশ্রিত হরিতকী এবং চতুর্মধু কোন রোগ নিবারণের জন্য লাভ করেন। সেখান থেকে তিনি শুধু ভাঙা হরিতকীগুলো খেয়ে যদি মধুদ্রব্যসমূহ অপর ভিক্ষুগণকে প্রদানের চিন্তা করেন তবে তাঁর ধূতাঙ্গ গ্রহণ যথার্থ হয়। সে ভিক্ষু আর্যবংশ জাত বলে কথিত হন। (A ii-28)।

১১৩. একজন আজীব পারিশুদ্ধি ভিক্ষুর পক্ষে চীবর এবং অপর প্রত্যয়গুলো লাভের জন্য সংকেত, আভাস, উপরিকথা অথবা বিজ্ঞাপন করা উচিত নয়। কিন্তু ধূতাঙ্গ গ্রহণকারী একজন ভিক্ষুর পক্ষে শয়নাসন লাভের নিমিত্তে সংকেত, আভাস, উপরিকথা অথবা বিজ্ঞাপন করা যেতে পারে, (৪৭)

১১৪. এখানে সংকেত হলো ঃ শয়নাসনের জন্য ধূতাঙ্গ গ্রহণকারী ভিক্ষুকে ভূমির কাজ সম্পন্ন করতে দেখে কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন- "ভন্তে কি করা হচ্ছে ? কে করাচ্ছেন? এবং যদি তিনি বলেন "কেউ না"- কেউ তাঁকে নির্দেশ দেননি। অনুরূপভাবে অপরাপর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। আবাস হলো ঃ উপাসকগণ আপনারা কোথায় বাস করেন ?' ভন্তে আমরা প্রাসাদে বাস করি। 'উপাসকগণ প্রাসাদ ভিক্ষুদের জন্য অনুমোদিত নয়।' এভাবে অপরাপর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। উপরিকথা হলো ঃ ভিক্ষুদের শয়নাসন বাসের পক্ষে কোলাহল রয়েছে। অথবা এরূপ অন্য কোন প্রতিবাক্য।

১১৫. ভৈষজ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবই অনুমোদিত। কিন্তু রোগ উপশম হলে অথবা এভাবে প্রাপ্ত ভৈষজ্য ব্যবহার করা অনুমোদন করা যায় না। এক্ষেত্রে বিনয়ধরগণের মতে ভগবান দ্বারমুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং অনুমোদনীয়। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণের মতে তাতে কোন অপরাধ হয় না আজীব কোপিত হয়। সে কারণে ইহা অনুমোদন যোগ্য নয়।

১১৬. কিন্তু ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত হলেও এসব সংকেত, আভাস, উপরিভাগ কিংবা অনুজ্ঞাত করণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। তাঁরা অল্পেচ্ছাদি গুণানুসরণ করেন। শুধুমাত্র সংকেত ইত্যাদি ব্যবহার না করে জবিতক্ষয় সময়েও প্রাপ্ত প্রত্যয় সমূহের ওপর নির্ভর করেন। ইহাকে সারিপুত্র স্থবির এর মতো সর্বোচ্চ জীবন বিমুখ (বিলোপ) বলা হয়।

১১৭. এক সময় সারিপুত্র স্থবির মহা মৌদগল্যায় স্থবিরের সাথে কোন এক সারিপুত্রের নির্জন বনে গণ পরিবার পরিহার করে 'ফল সমাপত্তি' সুখে নিমগ্ন ছিলেন। সেসময় পেটের অসুখ হয়। মহামৌদগল্যায়ন স্থবির সায়াহ্নে তাঁর সেবা করতে গিয়ে শয্যায় শায়িত দেখেন। তিনি রোগের কারণ এবং পূর্বে এরোগ দূর হয়েছিল কিনা জানতে চাইলেন। উত্তরে সারিপুত্র বললেন যে, তাঁর মা সর্পীমধু শর্করা সংযুক্ত ও ক্ষীরোদক যুক্ত দুগ্ধের পায়েস খাইয়ে তাঁকে সুস্থ করেছিলেন। মৌদগল্যায়ন বলেন, "বন্ধু, তোমার বা আমার পুণ্যফল থাকলে আগামীকাল

১১৮. অবশ্য এরূপ পায়েস লাভ করব। তাঁদের এ সংলাপ গৃহস্থ দেবতা শুনতে পেয়ে পায়েসের জন্য তৎপর হলেন। দেবতা তৎক্ষণাৎ স্থবিরের দায়কের গৃহে গিয়ে তার জ্যেষ্ঠপুত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে পীড়া জন্মালেন। (৪২) দায়কের ছেলের রোগ বিনাশের জন্য একটি স্বজনদের (দেবতা) বল্লেন. "যদি কালকে স্থবিরকে বর্ণিতরূপ পায়েস দান করে তবে রোগমুক্ত হবে। তাঁরা অবশ্য নিয়মিত স্থবিরকে ভিক্ষা দিয়ে থাকে না। অধিকন্তু উক্ত দিন নির্দেশিতরূপ পায়েস

১১৯. তৈরি করে। এদিকে মহামৌদগল্যায়ন স্থবির সারিপুত্রকে তাঁর ভিক্ষাচরণ করে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তথায় অবস্থান করতে অনুরোধ জানিয়ে ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করেন। স্বজনগণ স্থবিরকে উক্ত প্রকার পায়েসে পাত্র পূর্ণ করে দিলেন। দায়কগণের অনুরোধে স্থবির পাত্রস্থ পায়েস নিজে ভোজন করেন এবং পুনরায় পাত্রপূর্ণ পায়েস দান করলেন। স্থবির প্রত্যাবর্তন করে সারিপুত্রকে পায়েস খেতে দিলেন। সারিপুত্র এতো সুন্দর সুস্বাদু পায়েস কিভাবে পাওয়া গেল চিন্তা করলে (দিব্যজ্ঞানে) পায়েসের উৎপত্তি বিষয় জ্ঞাত হলেন। তিনি

১২০. বললেন,"বন্ধু মৌদগল্যয়ন এখান থেকে পায়েস সরিয়ে নেও, এপিণ্ডপাত আমার পরিভোগ্য নয়।" যে আয়ুষ্মান, আমার মতো ব্যক্তির দ্বারা আহরিত পায়েস ভোগ করলেন না"- একথা না ভেবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পায়েস ফেলে দিলেন। আর পায়েস ভূমি স্পর্শ করার সাথে সাথে স্থবিরের রোগ অন্তর্হিত হলো। সে সময় হতে

১২১. পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর পর্যন্ত তাঁর রোগ উৎপন্ন হয়নি। অতঃপর তিনি মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরকে বললেন, "বন্ধু, বাক্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত পায়েস ভূমিতে পড়লেও ভোগ করার যোগ্য নয়। তিনি নিম্নের উদান গাথায় বললেন ঃ

কাহমি চ অনেসনন্তি
বচি বিঞ্ঞত্তি বিপ্ফারা, উপ্পন্নং মধুপায়সং,

স চে ভুত্তো ভবেয়্যাহং, সাজিবো গরহিতো মম।
যদি পি মে অন্তগুণং, নিক্খয়িত্বা বহিচরে,
নেব ভিন্দেয়্যং আজীবং, চজমনোপি জীবিতং,
আরাধেমি সকং চিত্তং বিনজ্জেমি অনেসনং
নাহং বুদ্ধপ্পতি কুটঠং, কাহামি চ অনেমনম্হি
– মম আজীব শুদ্ধি গর্হিত যে এমতে,
যদ্যপি কভু আমি অনুজ্ঞপ্তি খেতে।
যেবা মধু পায়সান্ন হলো আহরিত ;
বাক বিজ্ঞপ্তিতে সিদ্ধ হয়েছে অর্জিত।
যদিও বা মম পাত্রপূর্ণ হল অনাদৃতে
অন্তগুণ সব যদি নির্গত বাহিরেত।
বিপন্নতা যদি আসে মম জীবনেতে,
তবু কদা দাগযুক্ত না হবে জগতে। (Mln- 370)
চিত্ত মম সন্তোষিতে থাকিব মগন,
বর্জন করিব যত নিষিদ্ধ বারণ।
কভু আমি করিব না নিষিদ্ধ গ্রহণ,
অনুজ্ঞা করেছেন যাহা বুদ্ধ ভগবান। (৪৩)

১২২. চীরগুম্ব নিবাসী আম্রখাদক মহাতিষ্য স্থবিরের আখ্যান এখানে উল্লেখ্য [১৩]। সুতরাং গভীর শ্রদ্ধায় উক্ত ঃ

অনেসনায চিত্তসিপ, অজানেত্বা বিচক্খণো,
আজীবং পরিসোধেয্য, সদ্ধাব্বজিতো জাতীতি।
– শ্রদ্ধা প্রব্রজ্যিত যেবা আরো বিচক্ষণ
আজীবতে পরিশুদ্ধ থাকে অনুক্ষণ।
অন্বেষায় স্বীয়চিত্ত না দেবে চিন্তিতে
অমঙ্গল অশুভ যা ঘটে অবনীতে।

১২৩. (ঘ) আজীব পারিশুদ্ধশীল যেমন বীর্যের দ্বারা পালিত হয় তেমনি প্রজ্ঞাদীপ্তভাবে প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল অতিপালিত হওয়া কর্তব্য। প্রজ্ঞা বলেই তা সম্পাদিত হয়। কারণ প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল প্রত্যয়ের আনিসংস এবং আদিনব প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ। সেজন্যে প্রত্যয়ের প্রতি লোভ পরিহার করে ধর্মত

এবং বিধি মোতাবেক প্রাপ্ত প্রত্যয় ব্যবহার করতে হবে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানত একমাত্র পর্যবেক্ষণ করতে করতে তা সম্পাদন করতে হবে।

১২৪. এখানে প্রত্যবেক্ষণ হলো দু প্রকার ঃ প্রত্যয় গ্রহণকালীন এবং প্রত্যয় পরিভোগ কালীন। চীবর, ইত্যাদি যে প্রত্যয় পরিভোগকালীন সামান্য ধাতু [১৪] কিংবা প্রতিকূলিকভাবে [১৫] প্রত্যবেক্ষণ করলে অনবদ্য পরিভোগ হয়। সে প্রত্যয় সমূহ তিনি পরবর্তীতে পরিভোগের জন্য রেখে দেন এবং সেগুলো পরিভোগের সময় প্রত্যবেক্ষণ করেন।

১২৫. বিষয়টি সমাধানার্থে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ পরিভোগ চার প্রকার ঃ (১) স্তেয় চৌর্য পরিভোগ ২. ঋণ পরিভোগ ৩. সামান্য পরিভোগ এবং ৪. স্বামী পরিভোগ। এখানে সংঘমধ্যে অবস্থান করেও দুঃশীলের পরিভোগ স্তেয় বা চৌর্য পরিভোগ বলে কথিত। প্রত্যবেক্ষণহীন পরিভোগকে ঋণ পরিভোগ বলে। সুতরাং চীবর পরিভোগ করার প্রত্যেক সময়ে প্রত্যবেক্ষণ এবং প্রতিগ্রাসে আহার প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। কেউ যদি তা যথাসময়ে না পারে তবে আহারের পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্নে প্রত্যবেক্ষণ অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যবেক্ষণহীন হয়ে যদি অরুণোদয় হয় তবে তা ঋণ পরিভোগ হিসেবে গণ্য হবে। সেভাবে শয়নাসন পরিভোগকালীন সময়ে প্রত্যবেক্ষণ করতে হবে। ভৈষজ্য গ্রহণকালেও পরিভোগকালে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রত্যবেক্ষণহীন গৃহীত প্রত্যয় পরিভোগকালে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রত্যবেক্ষণহীন গৃহীত প্রত্যয় পরিভোগ কালে প্রত্যবেক্ষণ না করলে দোষাবহ হয়। কিন্তু পরিভোগকালীন প্রত্যবেক্ষণ।

১২৬. শুদ্ধি চার প্রকার ঃ শেখার দ্বারা শুদ্ধি, সংবর দ্বারা শুদ্ধি, পরিদর্শন শুদ্ধি এবং প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি। এখানে প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলকে শেখার দ্বারা শুদ্ধি বলা হয় (৪৪)। শিক্ষার দ্বারা শুদ্ধি হয় বলে ইহাকে শেখন শুদ্ধি বলে ইন্দ্রিয় সংবর দ্বারা শুদ্ধি হয় বলে ইহাকে ইন্দ্রিয় সংবরশীল বলে। আমি পুনরায় এরূপ করব না বলে চিত্তে অধিষ্ঠান দ্বারা সংবরের মাধ্যমে শুদ্ধ হয় বলে সংবর শুদ্ধি নামে খ্যাত। পরিদর্শন (অন্বেষণ) দ্বারা শুদ্ধ হয় বলে আজীব পারিশুদ্ধি বলা হয়। কারণ অন্বেষণ পরিত্যাগ করে ধর্ম ও শমগুণের দ্বারা প্রত্যয় লাভকারী প্রত্যবেক্ষণ শুদ্ধ বলে তা পরিদর্শন শুদ্ধি নামে অভিহিত। প্রত্যবেক্ষণের দ্বারা শুদ্ধ শীলকে প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট শীল বলে। প্রত্যবেক্ষণের দ্বারা শুদ্ধ বলে প্রত্যবেক্ষণ শুদ্ধি বলে। সে কারণে উক্ত প্রত্যয় প্রতিগ্রহণের সময় প্রত্যবেক্ষণ না করে পরিভোগের সময় প্রত্যবেক্ষণ করলে কোন দোষাবহ হয় না।

১২৭. সাত প্রকার শৈক্ষ্যের পরিভোগকৃত প্রত্যয় “দায়াদ্য বা উত্তরাধিকার” বলে খ্যাত। তাঁরা সকলে বুদ্ধপুত্র। পৈতৃক অধিকার বলে তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যয় পরিভোগ করেন। কিন্তু তাঁরা কি ভগবানের প্রত্যয় পরিভোগ করেন কিংবা গৃহীগণের প্রত্যয় পরিভোগ করেন ? যদিও গৃহিগণ প্রত্যয়সমূহ দান করে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তা ভগবানের অধিকার। কারণ ভগবান তাঁদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এ কারণে ভগবানের প্রত্যয় পরিভোগ করছেন বলে জ্ঞাতব্য। মধ্যম নিকামের ‘ধম্মদায়াদ’ সূত্র এখানে স্মতব্য। (M.3)

যাঁদের তৃষ্ণা অপগত তাঁদের পরিভোগকে এখানে স্বামী পরিভোগ বলা হয়। তৃষ্ণার দাসত্ব থেকে তাঁরা মুক্ত হয়ে স্বামী পরিভোগ করে থাকেন।

১২৮. এসব পরিভোগের মধ্যে স্বামীপরিভোগ এবং উত্তরাধিকারী পরিভোগ উভয় সকলের জন্য প্রযোজ্য। ঋণ পরিভোগ করা উচিত নয়, চৌর্য ভাতারতো কথা নেই। কিন্তু শীলবানের প্রত্যবেক্ষিত পরিভোগ ঋণ পরিভোগ বিমুক্ত। কারণ ঋণ পরিভোগের বিপরীতে ইহার অবস্থান। কিংবা ইহাকে উত্তরাধিকারের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। শীলবানগণকে শৈক্ষ্য বলা হয়। কারণ তিনি শৈল্য সম্পন্ন।

১২৯. উক্ত তিন প্রকার পরিভোগের মধ্যে স্বামী পরিভোগ শ্রেষ্ঠ। যখন কোন ভিক্ষু প্রত্যয় সম্পৃক্ত শীল গ্রহণ করেন তাঁর পক্ষে বর্ণিতমতে প্রত্যবেক্ষণের আগ্রহ থাকা উচিত। এজন্য উক্ত হয়েছে (৪৫) ঃ

পিণ্ডং বিহারং সয়নানঞ্চ, আপঞ্চ সংঘাটি রজু পবাহনং।
সুত্তন ধম্ম নং সুগাতেন দেসিতং, সঙ্খাময় সেবে বরপঞ্ঞসাবকো।
তস্‌মাহি পিণ্ডে সয়নাসনে চ,আপে চ সঙ্ঘাটির জুপবাহনে।
এতেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো, ভিক্খু যথা পোক্খরে বারি বিন্দু।
কালেন লদ্ধা পারতো অনুগ্গহা, খজ্জেসু ভোজ্জেসু চ সয়নাসনেসু চ।
মত্তং স জঞ্ঞা সততং উপট্ঠিতে, কনস্‌স আলেপন রুহনে যথা।
কন্তারে পুত্ত মংসং ব, অকখ্ সস্‌বৃভ ঞ্জ নং- যথা
এবং আহারে আহারং, যাপনত্থ সমুচ্ছি তো তি”।
– দেশনাও ধর্মে যেবা স্থাপনে যথার্থ জন
তাহাকে বলে প্রাজ্ঞশিষ্যজন শ্রাবক।
যথাধর্ম শিখালেন সুগত মহান,
প্রত্যবেক্ষণ তথাপর পরিভোগক্ষণ।
পিণ্ডাবাস শয়নাসন গ্রহণ সময়,

বিশ্রাম স্থান আপ আদি বলি সুনিশ্চয়।
ধৌত তরে রজমল সংঘাটির পর (SN. 391)
সেবন করিবে যথা প্রাজ্ঞ শিষ্যবর।
যেবারূপ বিন্দুজল রহেপদ্মত্র,
তথারূপ লিপ্ত নাহি রবে ভিক্ষুমাত্র।
এসব প্রত্যয়েতে যথা বিনিশ্চয়,
পিণ্ডাবাস শয়নাসন সুনিশ্চয়।
বিশ্রামের স্থান দ্বারা জান অতঃপর,
ধৌত তরে রজ মল সংঘটির পর। (SN. 392)
অনুগ্রহ লাভ হয় বিদিত সময়,
অপরের ভাণ্ড হতে লভি করুণায়।
যথাযথ পরিমাণ করয়ে গ্রহণ,
স্মৃতিতে রমিত থেকে করেন ভোজন।
যতক্ষণ চর্বণে রবে অতঃ গলধকরণ,
চিত্ত সদা রক্ষিবারে স্মৃতি অনুক্ষণ।
স্বাদনীয় ভোজনীয় সুখাদ্য সম্ভার,
ভোজনে রসনা ত্যাগ ভাব অধিকতর।
ক্ষত স্থানের জ্বালা যথা নাশিবার তরে,
প্রলেপ করেন মলম আরোগ্য সবারে।
কান্তারেতে ভ্রমিকেরা আহার সংকটে,
নিজ পুত্রের মাংস ভোজে জীবন রক্ষা বটে।
যথারূপ অক্ষদণ্ড অভ্যঞ্জন কায়,
তথারূপ লোভ ত্যাগী যে সে ধরায়।
জীবন যাপিবারে ভোজন কারন,
লোভহীন চিত্তে খাদ্য কর আহরণ।

১৩০ প্রত্যয় সংমিশ্রিত শীলের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত ভাগনেয় সংঘরক্ষিত শ্রামণের উপাখ্যান এখানে স্মতব্য। তিনি প্রত্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট শীল পালন করেছিলেন। তদনুসারে হয়েছে ঃ

উপজ্ঝায়ো মং ভুঞ্জমানানং, সালিকূরং সুনিব্বুতং
মা হেব ত্বং সামনেরা জিব্হ ং ঝাপেসি অসঞ্ঞতো।

উপজ্‌ঝায়স্‌স বচো সুত্বা সংবেগ মলভিং তদা,
একাসনে নিসিদিত্বা, অরহত্তং অপাপুনিং।
সোহং পরিপূর্ণ সঙ্কপ্পো, চন্দো পন্নরস যথা।
সব্বাসব পরিক্‌খিনো, নত্থি দানি পুনব্‌ভবো তি।
তস্মা অন্নোপি দুক্‌খসস্‌, পথয়ন্তো পরিক্‌খয়ং।
যোনিসো পচ্চবেক্‌খিত্বা, পটিংসবেযম পচ্চয়েতি।
– ভোজনেরত দেখে মম উপাধ্যায় মহান,
শালিভাত সুশীতল সুস্বাদু সুঘ্রাণ।
ওহে শ্রামণ, যদি তুলিম সংবরিত হও,
সাবধানে থেকো যেন জিহ্বা না পুড়িও।
শুনি মম উপাধ্যায় বাক্য মহত্তর,
ততক্ষণে উপলব্ধি সংবেগ তৎপর।
অতঃপর বসি আমি এক আসনেতে,
মম লক্ষ্যে উপনীতে লভি অরহত্বে।
সে কারণে সংকল্প মম হইল পূরণ,
পঞ্চদশীর যথানিভ শোভিত গগণ (M. iii-277)।
একারণে ক্ষয়ীভূত সর্বতৃষ্ণা মম,
পুর্নজন্ম নাহি হবে ভূবন বিষম। (46)
এবংবিধ কর্তব্য যে, অভা সুজন,
যদি ইচ্ছে নিবারিতে দুঃখান্ত যে জন।
প্রত্যয় পরিভোগ সমস্ত সম্ভার,
প্রত্যবেক্ষ প্রজ্ঞানেত্রে অনন্ত অপার।
এভাবে প্রাতিমোক্ষ সংবর বলে শীল চার প্রকার ঃ

১৩১. ১৮. পাঁচ প্রকার প্রথমাংশের শীলকে অনুপসম্পন্নের বলে জ্ঞাতব্য। পটিসম্ভিদা গ্রন্থে উক্ত হয়েছে ঃ (ক) পর্যন্ত (সীমিত) পরিশুদ্ধি শীল কি ? অনুপসম্পন্নের পর্যন্ত (সীমিত) শিক্ষাপদ। ইহা সীমিত পারিশুদ্ধি শিক্ষাপদ। (খ) অপর্যন্ত বা অসীম পারিশুদ্ধি শীল কি ? উপসম্পানের অনুশীলন শিক্ষাপদ যাকে অসীম বা অপর্যন্ত পারিশুদ্ধি বলে। (গ) পরিপূর্ণ পারিশুদ্ধি শীল কি ? কুশলময় ধর্মে নিয়োজিত কল্যাণ পৃথগজন, অনুশীলন সম্পন্নকারীর শৈক্ষ্যশীল পরিপূরণ কারিগণ, জৈবিক দেহে ও জীবিতে অপেক্ষাকৃত হীনগণ এবং শীলত্যাগীগণের

মধ্যে ইহাই পরিপূর্ণ পারিশুদ্ধি শিক্ষাপদ। (ঘ) কঠোর সংকল্পে (অপরামঠা) আবদ্ধ পারিশুদ্ধি শীল কি? প্রথমে সাতটি মার্গ যারা লাভ করেছেন তাঁদের কঠোর সংকল্পবদ্ধশীল এরূপ শীলের অন্তর্গত। শৈক্ষ্যগণের প্রতিপালিত এশীল। অর্হৎগণকে শৈক্ষ্য বলা হয়। (ঙ) প্রতি প্রশ্রদ্ধি (সুশান্ত, পবিত্র) শীল কি ? সর্ব প্রকার বেদনার উপশম করে শান্তি প্রদানকারী অতি পরিশুদ্ধ শীলই এ শীলের অন্তর্গত। বস্তুতঃ ক্ষীণাশ্রব তথাগত, শ্রাবকগণ, প্রত্যেক বুদ্ধগণ এবং অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধয় এ শীল প্রতিপালন করেন। এরূপ শীলই প্রতিপ্রস্রদ্ধি শীল। (Ps.1-43-43)

১৩২. (ক) এখানে যারা এখনো পরিপূর্ণভাবে শাসনে প্রবেশ করেনি যাদের শীলকে সসীম শীল বলে। তাঁদের শীল (পঞ্চশীল, অষ্টশীল বা দশ শীল এর মধ্যে) সীমিত।

(খ) যারা পরিপূর্ণভাবে শাসনে প্রবেশ করেছেন তাঁদের শীল নিম্নভাবে বর্ণিত ঃ

নব কোটি সহস্স্যানি, অসীতি সতকোটি য়ো,
পঞ্ঞাস সত সহস্সানি, ছত্তিংসা চ পুনাপরে।
এতে সংবর বিনয়া, সম্বুদ্ধেন পকাসিতা,
পেয়্যাল মুখেন নিদ্দিট্ঠা, সিক্খা বিনয় সংবরেতি।
– নব সহস্র কোটি একশত পর,
আগে আছে আশি কোটি জান অতঃপর।
আরো যুক্ত পঞ্চদশ একশত হাজার,
অতপর যুক্ত কর ছয়ত্রিশ আবার।
সবেমিলে সংখ্যা যাহা বিনয় সংবর,
বিনয় নীতি সব ব্যাখ্যান শ্রী বুদ্ধ প্রবর।
সর্বমোট শিরোনামে পূর্ণতা বিধান,
বিনয় সংবর যাহা আছে বিদ্যমান।

সুতরাং সংখ্যায় সীমিত (৪৭) (সর্পযন্ত) হলেও অপর্যন্ত (অসীম) পারিশুদ্ধি শীল বলে জ্ঞাতব্য। যেহেতু ইহা অনবশেষ সমাদানভাব এবং লাভ, যশ, খ্যাতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবিত বশে অদৃষ্ট পর্যন্ত। ইহা চীবর গুম্ব নিবাসী অম্রখাদক মহাতিষ্য স্থবিরের শীলের সাথে (১৩ দ্রঃ) তুলনীয়।

১৩৩. সে কারণে সেই স্থবির কখনো ভাললোকের নিম্নোক্ত সংগ্রহ পরিহার করেননি ঃ

ধনং চজে অঙ্গবরসস্ হেতু, অঙ্গং চজে জীবিতং রক্খ মানো,
অঙ্গং ধনং জীবিতঞ্চাপি সব্বং, চজে নরো ধম্মমনুস্সরন্তোতি
– বলিষ্ঠ অঙ্গ রক্ষার তরে ত্যাজ ধন
জীবন রক্ষায় ত্যাজ অঙ্গ ধন।
অঙ্গ-ধন জীবন আদি সব করিদান,
নরগণ ত্যাজ সব ধর্মের কারণ।

শৈক্ষ্যগণের শিক্ষাপদ তিনি তাঁর জীবন সংশয়েও পরিত্যাগ কিংবা ব্যতিক্রম করেন না। এভাবে তিনি অর্হত্ত্বে উপনীত হন। এতে তাঁর অপর্যন্ত (অসীম) শীলের সহায়তা কাজ করে। এসময় তিনি গৃহী সৎপুরুষগণের পৃষ্ঠে অবস্থানের মতো শীর্ষদেশে অবস্থান করেন। সেজন্যে বলা হয়েছে ঃ

ন পিতা নপি তে মাতা, ন ঞাতি নপি বান্ধবো,
করোতোতাদিসং কিচ্চং, সীলবন্তস্স কারণা,
সংবেগং জনয়িত্বান, সম্মসিত্বান যোনিসো।
তসস্ পিঠিগতো সন্তো, অরহত্তং অপাপুনিত।
– নহে মাতা কিংবা নহে তব পিতা,
তব আত্মপরিজন কিংবা জাতি ভ্রাতা।
তব তরে করে যা যথেচ্ছা সম্ভার,
সেই শীল করেছে তাহা রক্ষে অনিবার।
অতএব, যাহা প্রজ্ঞা প্রণোদিত তৎপর,
বিদর্শন নয়নেতে যাহা উদয় ব্যয় অতঃপর।
তাহার সাহায্য দাতার পিঠেতে বাহিত,
লক্ষ্যে তিনি উপনীত লাভে অর্হত্ব।

১৩৪. (গ) কল্যাণ পৃথগজনের শীল হতে উপসম্পন্নের শীল পরিশুদ্ধ। উপসম্পদার সময় হতে তিনি চিত্তে মলবিরহিত। কারণ ইহার সুবিশুদ্ধতা পরিশ্রুতজলের মণি ও পরিশুদ্ধ স্বর্ণের মত। যার প্রেক্ষিতে তিনি অর্হত্ত্বের নিকটে উপনীত। এ কারণে ইহাকে পরিপূর্ণ পারিশুদ্ধি বলা হয়। যার উদাহরণ একমাত্র মহা সংঘরক্ষিত স্থবিরের ভাগনে সংঘরক্ষিতের সাথে তুলনীয়।

১৩৫. মহা সংঘরক্ষিত স্থবির। তাঁর বয়স ষাট, তিনি যেন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মহাভিক্ষু সংঘ তাঁকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, তিনি লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেছেন কিনা। উত্তরে স্থবির বললেন, তাঁর লোকোত্তরধর্ম অর্জিত হয়নি। একথা

শুনে তাঁর সেবক তরুণ ভিক্ষু বললেন, "ভন্তে আপনি পারিনিব্বুত হয়েছেন মনে করে চারদিকের বার যোজন স্থান হতে লোকজন এসে উপস্থিত। আপনার পৃথগজনিক প্রয়াস বিপুল জনতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে ?" স্থবির বললেন, "বন্ধু, আমি ভাবী মৈত্রের বুদ্ধকে দেখার অভিপ্রায় করে বিদর্শনে রমিত হইনি। যদি তা হয় তবে আমাকে বসিয়ে একটু অবকাশ দাও।" সেবক তাঁকে বসিয়ে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সেবক বাইরে যাবার সাথে সাথে বিদর্শনে চিত্ত নিমগ্ন করে অর্হত্বে উপনীত হন। সে সাথে আঙুলের তুরিত সংকেত দিয়ে সকলকে সম্মিলিত করেন। জনতা প্রশংসা করে বললেন, "ভন্তে প্রয়াণকালে লোকোত্তর ধর্ম অর্জন করে আপনি দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করলেন।" স্থবির বললেন, "বন্ধুগণ ইহা দুষ্কর নয়। বরং দুষ্কর কর্ম হলো আমি প্রব্রজ্যিতকাল হতে বিস্মৃত হয়ে কোন অজ্ঞতাকৃত কোন পাপ কর্ম করেছি বলে আমার স্মরণ হয় না।" তাঁর ভাগনেয় ও পঞ্চাশ ধর্মের বয়সে অর্হত্বে উপনীত হয়েছিলেন। তাই উক্ত হয়েছে :

১৩৬. সপ্পঞ্ঞং বুদ্ধসারকং
অপপসুতোপি চে হোপ্তিব, সীলেসু অসমাহিতো,
উভয়েনচরণং গরহন্তি, সীলতো চ সুতেন চ,
অপ্প স্সুতোপি চে হোতি, সীলেসু সুসমাহিতো,
সীলতোনং পসংসন্তি, তসস্ সম্পজ্জতে সুতং।
বহুসসুতোপি চে হেতি, সীলেসু অসমাহিতো
সীলতো নং পরহন্তি, নাস্স সম্পাজ্জতেসুতং।
বহুসসুতোপি চে হোতি, সীলেসু অসমাহিতো,
উভয়েন ন পসংসন্তি, সীলতো চ সুতেন চ।
বহুস্সুতং ধম্মধরং, নেক্খং জম্বোনদ সেসব,
কো তং নিন্দিতু মরহতি।
দেবাপি নং পসংসন্তি ব্রহ্মুনাপি পসংসিতেতি।
– যদি কোন লোকের থাকে, স্বল্প শিক্ষামান,
যদি তার শীল হয় অযত্ন পালন।
লোকে তারে নিন্দে সবে উভয় স্থানে,
শীলাভাব বিদ্যাভাব দুই বিধানে।
যদিও সে অল্প বিদ্যা হয় এ ভুবনে,
যদি থাকে অবিচল শীল অচরণ।

তাহাকে প্রশংসে তারা শীলবান বলে,
যদিও বা অল্প বিদ্যা লোকে তারে বলে।
যদি সে অর্জন করে বহুবিদ্যা ধন,
তবু সে যত্নহীন (তার) শীলানুশীলন।
সবে তাকে নিন্দা করে দুঃশীল কারণ,
যদিও বা তার নাহি বিদ্যা মহাধন।
যদি তার অর্জিত হয় বিদ্যা মহাধন,
যদি তিনি যত্নশীল শীলানুশীলন।
দ্বিগুণে গুণান্বিত প্রশংসয় সকলে,
যথা শীল তথা বিদ্যা মহাধন বলে।
বুদ্ধশিষ্য যত আছে শিক্ষিত সবাই,
বিনয়েতে অবিচল প্রজ্ঞাবান তাই।
জম্বুরত্ন নদ সোনার নিষ্কর যথা,
নিন্দে সাধ্যকার আছে নারবে এথা ?
দেব প্রশংসিত তিনি সদাবিদ্যমান
ব্রহ্মা প্রশংসিত তিনি লভে দিব্যধন। (A ii-7)

১৩৭. (ঘ) শৈক্ষ্যগণের শীল অপরামৃষ্টশীল। কারণ ইহা মিথ্যা দৃষ্টি দ্বারা দৃঢ়ালম্বন নয়। এবং পৃথক জনের শীল যখন লোভমূলক নয় কুটুম্বিক পুত্র স্থবির তিষ্যের শীলের মতো। এরূপ শীলের ওপর ভিত্তি করে অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়ে স্থবির এ গাথাগুলো ভাষণ করেন ঃ

উভো পাদানি ভিন্দিত্বা, সংযমিস্সামি বো অহং,
আট্টীয়ামি হরায়ামি,সরাগমরণং অহন্তি।
এবাহং চিন্তয়িত্বান, সম্মাসিত্বান যোনিসো,
সম্পত্তে অরুণগ্গমিহ অরহত্তং অপাপুনিন্তি।
আমি ভাঙ্গির উভয় পদের হার,
আমি দিলাম জিজ্ঞাসের ভার।
বিদ্রোহী আমি লজ্জিত আমি,
লোভের মৃত্যুরে করি সাথী আমি। (৪৯)
এবং এসব নিয়ে ভাবনা আমার,
প্রাজ্ঞ বিদর্শনে চিত্ত নিয়োজিত মোর।

যখন উদিল ভাস্কর উদ্ভাসি কিরণ,
উপনীত অর্হত্বে অপনীত মল সমীরণ। (M.A-1-283)

১৩৮. (অনন্তর) জনৈক শয্যাশায়ী খুবই পীড়িত মহাস্থবির স্বীয় হাতে ভোজনে অক্ষম তিনি। তিনি নিজ মূত্র করিয়ে সিক্ত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। কোন তরুণ ভিক্ষু তাঁকে দেখে বললেন, "আহা, জীবিতের সংস্কার কী দুঃখময় !" শুনে মহাস্থবির তাঁকে বললেন, "যদি এখন আমার মৃত্যু হয়, বন্ধু, আমি স্বর্গ সুখ লাভ করব। এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। শীলভ্রষ্ট হয়ে লব্ধ সম্পদ হলো-শিক্ষাচ্যুত হয়ে গৃহীভাব লাভ সদৃশ। সুতরাং স্বশীলে মৃত্যুবরণ করব।" সেভাবে তিনি শুয়েই রইলেন। আর রোগযন্ত্রণা চিন্তা করতে করতে অর্হত্ব লাভ করে ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে বললেন "ঃ

ফুট্‌ঠস্‌স মে অঞ্‌ঞতরেণ ব্যাধিনা,
রোগেন বাল্‌হং দুক্‌খিতস্‌ রূপস্‌সতো।
পরিসুস্‌সত্তি খিপ্‌পমিদং কলেবরং,
পুপ্‌ফং যথা পংসুনি আতপে কতং।
অজঞ্‌ঞং জঞ্‌ঞ সঙখাতং, অসুচিং সুচি সম্মতং,
নানাকুণপপরিপূরং জঞ্‌ঞরূপং অপস্‌সতো।
– ব্যাধিতে শিকার আমি উপদ্রুত রোগ,
তাক করে আছে নিঠুর বেদনাভর ভোগ।
পুষ্প যথা ধূসরিত দগ্ধ করে ভানু,
তথারূপ শব মম শুকাবে অতনু।
অসুন্দরে সুন্দরভাবে সুন্দরকে অসুন্দর,
মলিনে পরিচ্ছন্নভাবে নিরন্তর।
যদিওবা ময়লাপূর্ণ ভাবে সুন্দরতম,
সে কভু বুঝিবে না কী ভবে উত্তম।
ধীরত্থু মং আতুরং পূতিকায়ং দুগগন্ধিয়ং অসুচিং ব্যাধি ধম্মং,
অরহত্তাদীনং অধিমচ্ছিতা পজা হাপেন্তি মগ্‌গং সগতু পপাতিত্তয়াতি।
– সে কারণে পূঁতি দেহ যন্ত্রণা কাতর,
দুর্গন্ধ আর ময়লা ত্যক্ত ক্লেশ শান্তিকর।
বংশ সব মুখ বাহাত্তুভারে,
স্বর্গেতে জনম নেবে ভ্রষ্ট পথ অন্তরে (Ja. 11.437)।

(ঙ) অর্হৎগণের শীল প্রতিপ্রস্রদ্ধি বেদনা শান্তিকর শীল। সমস্ত বেদনার উপশান্ত এবং অতি পরিশুদ্ধ বলে ইহা প্রতিপ্রস্রদ্ধিকর।

সে কারণে পর্যন্ত পারিশুদ্ধি বলে ইহা পাঁচ প্রকার।

১৪০. ১৯. পঞ্চকের দ্বিতীয়াংশে প্রাণিহত্যাদি বিরতি শীল বর্ণিত হয়েছে। প্রতিসম্ভিদায় উক্ত হয়েছে পাঁচ প্রকার শীল :

১. প্রাণিহত্যায় : ক. প্রহান খ. বিরতি গ. চেতনা ঘ. সংবর এবং ঙ. অব্যতিক্রম শীল। ২. অদত্ত গ্রহণে, ৩. কামসমূহের মিথ্যাচারে ৪. মিথ্যা কথনে ৫. পিশুন বাক্য ৬. পৌরুষ বাক্যে ৭. সম্প্রলাপে, (৫০) ৮. অভিধ্যায় ৯. ব্যাপাদে ১০. মিথ্যাদৃষ্টিতে ১১. নৈষ্ক্রম্যের মাধ্যমে কামচ্ছন্দের ১২.অব্যাপাদের মাধ্যমে ব্যাপাদের ১৩. আলোক সংজ্ঞার মাধ্যমে স্ত্যানমিদ্ধের ১৪. অবিক্ষেপের মাধ্যমে ঔদ্ধত্যের ১৫. ধম্ম ব্যবস্থানের মাধ্যমে বিচিকিৎসালয় ১৬. জ্ঞানের মাধ্যমে অবিদ্যায় ১৭. প্রমোদ্যের মাধ্যমে অরতিতে ১৮. প্রথম ধ্যানের মাধ্যমে নিবারণ সমূহে ১৯. দ্বিতীয় ধ্যানের মাধ্যমে বিতর্ক-বিচারে ২০. তৃতীয় ধ্যানের মাধ্যমে প্রীতিতে ২১.চতুর্থ ধ্যানের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ ক. বিরতিশীল। ২২.আকাশান্তায়তন সমাপত্তির মাধ্যমে রূপ সংজ্ঞায়নতনে ২৩. প্রতিঘ সংজ্ঞার দ্বারা নানাত্ম সংজ্ঞার ২৪. বিজ্ঞানন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা আকাশসান ন্তায়তন ২৫. নৈবসংজ্ঞা - নাসংজ্ঞায়তনে সমাপত্তি দ্বারা আকিঞ্চনন্তায়েতনে সংজ্ঞার ২৬. অনিত্যানুদর্শন দ্বারা নিত্যসংজ্ঞাত্ত ২৭. দুঃখানুদর্শনের দ্বারা সুখসংজ্ঞার ২৮. অনাত্মানুদর্শন দ্বারা আত্মসংজ্ঞার ২৯. নির্বিদানুদর্শন দ্বারা নন্দীর ৩০. বিরাগানুদর্শন দারা রাগের ৩১. নিরোধানু দর্শন দ্বারা সমূদয়ের ৩২. প্রতি নিসর্গানুদর্শন দ্বারা আদানের ৩৩. ক্ষয়ানুদর্শন দ্বারা ঘন সংজ্ঞার ৩৪. ব্যয়ানুদর্শন দ্বারা আয়ু হনের (বৃদ্ধির) .... ৩৫. বিপরিণানুদর্শন দ্বারা .... ধ্রুব সংজ্ঞার ৩৬. অনানম্য দর্শনের দ্বারা, ৩৭. অপ্রণিহিতানু দর্শন দ্বারা প্রনিধির, ৩৮. শূন্যতানু দর্শনের দ্বারা অভিনিরিখার ৩৯. অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন দ্বারা সারাদানাভিনিবেশের ৪০.যথাভূত জ্ঞানদর্শনের নিমিত্তের দ্বারা সম্মোহাভি নিবেশের ৪১. আদি নবানুাদর্শনের দ্বারা আলয় অভিনিবেশের ৪২. প্রতি সংখ্যা ধর্মানুদর্শন দ্বারা অপ্রতি সংখ্যার ৪৩. [illegible]ণতানুদর্শন দ্বারা সংযোগাভিনিবেশের ৪৪. স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা দৃষ্টি একস্থ ক্লেশ সমূহের ৪৫. সকৃদাগামী মার্গ দ্বারা স্থূল ক্লেশ সমূহের ৪৬. অনাগামী মার্গ দ্বারা অনুসহগত ক্লেশ সমূহের ৪৭. অর্হত্বে মার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ সমূহের (ক) প্রহান

শীল (খ) বিরতি শীল (গ) চেতনা শীল (ঘ) সংবরশীল (ঙ) ও অব্যতিক্রম শীল বলে উক্ত।

এরূপ শীলসমূহ চিত্তের মধ্যে অননুশোচনার (অবিপ্রতিসার) সৃষ্টি করে প্রমোদ সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে প্রীতি, প্রস্রব্ধি, সৌমনস্য, অসেবন, ভাবনা, বহুলীকর্ম, আলংকার, পরিষ্কার, পরিবারের, পরিপূর্ণ, একান্ত, নির্বিদা, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞতা, সম্বোধি ও নির্বাণের জন্য অননুশোচনা সৃষ্টি করে। (PS i-46-47)

১৪১. বর্ণিত মতে পাণাতিপাতা আদি অনুৎপন্ন প্রহানশীল ব্যতীত অন্যকোন ধর্ম নেই। কিন্তু ইহার ভিত্তির জন্য প্রদত্ত প্রস্থান (অকুশলভাব) তুলে ধরে কুশলভাব উপস্থাপন করা হয়েছে। সে কারণে পূর্বে উপধারণও সমাধান শীলন অর্থে ব্যবহৃত। (৫১)

অপর চারটি যে ধর্ম উল্লিখিত, তা বেরমণি এবং সংবর এবং তদুভয় সম্পৃক্ত চেতনা বশে। সেসব শীল যারা ভঙ্গ করে না তাদের চিত্তের মধ্যে যে সদ্ভাব থাকে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে। শীলার্থ পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। এভাবেই পাঁচ প্রকার প্রহানশীল জ্ঞাতব্য।

১৪২. এতক্ষণ পর্যন্ত শীল কি? কোন অর্থে শীল? ইহার লক্ষণ, রস, স্থাপনা ও পদস্থান কি? শীল পালনের সুফল কি? শীল কত প্রকার? এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদর্শিত হয়েছে।

১৪৩. **শীলের মলিনতা এবং শীলের বিশুদ্ধিতা কি?** আমরা তদুত্তরে বলি শীলের ভাঙাভাবই শীলের মলিনতা। এবং শীলের অখণ্ডতা রক্ষা শীলের বিশুদ্ধিতা বলে খ্যাত। লাভ, যশ ইত্যাদির কারণে শীল বিখণ্ডিত হয়। বিখণ্ডিত হয় সাত প্রকার মৈথুন সেবন জনিত কারণে। যখন কারো শীল আদিতে কিংবা অন্তে সাতভাবে ভিন্ন হয় তবে তার শীল খণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। কোন বস্ত্র কোন একধারে কাটা থাকে। কিন্তু যখন মধ্যস্থলে হয় তাকে ছেঁড়া বলে। যেমন কাপড়ের মধ্যখানে ছেঁড়া। দুঃশীল ব্যক্তি যখন দুবার এমনকি তিনবার ক্রমান্বয়ে শীলভঙ্গ করে তখন তাকে বিসদৃশ বলা হয়। যেমন কোন গাভীর পিঠে বা রক্ষির কাল-নীল বা মিশ্রিত বর্ণের হয়। যখন কোনো শীল মাঝে মাঝে ভঙ্গ হয় তাঁর শীল উৎপন্ন বিসদৃশ বর্ণের গাভীর মতো হয়ে থাকে। যা লাভ, যশ আদি কারণে প্রথমত খণ্ড বিখণ্ড হয়ে থাকে।

১৪৪. অনুরূপভাবে আবার সাত প্রকার মৈথুন ভেদে বলেছেন ঃ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সঠিকভাবে ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন সঠিকভাবে যাপন (৫২) করতে গিয়ে স্ত্রী লোকের সাথে মৈথুন সেবনে লিপ্ত হয়। দুজনে সংযোগ সংসর্গ না করলেও স্ত্রীলোককে দিয়ে শরীরে সুগন্ধ দ্রব্য মাখান, স্নান করান, গা-হাত-পা টিপশনে, গায়ে সুগন্ধি দ্রব্য মাখান। তাতে তিনি আস্বাদ গ্রহণ করেন, আস্বাদ ইচ্ছা গ্রহণ করেন, এবং তাতে তার তৃপ্তি হয়। যিনি বিশুদ্ধজীবন চর্চায় অবতীর্ণ তাঁর ব্রহ্মচর্য্যার পক্ষে ইহা খণ্ড, ছিদ্র, শাবল এবং কল্মাহী বলে পরিগণিত। এতে তাঁর ব্রহ্মচর্য অপরিশুদ্ধ হয়। জাতি, জরা, ব্যাধি মরণ হতে তিনি মুক্ত হতে পারেন না। দুঃখ হতে বিমুক্ত হতে পারেন না। এ লোকটি বিশুদ্ধির জন্য অবতীর্ণ হলেও অপরিশুদ্ধ। যে ব্যক্তি মৈথুন সংযুক্তিতে অপরিশুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মচর্য যাপন করে সে জাতি জরা, মরণ হতে মুক্ত হতে পারে না ....

১৪৫. দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না। অধিকন্তু আমি বলি ঃ "যদি কেউ হে ব্রাহ্মণ, এসবের মধ্যে কোন সম্মতি নেই, তবুও সে মাতৃগ্রামের সাথে কৌতুক করে, অভিনয় করে, ক্রীড়া করে এবং ক্রীড়া করায়,"

১৪৬. অধিকন্তু আমি বলি ঃ যদিও এসবের মধ্যে তার কোন সম্মতি নেই, তবুও সে হে ব্রাহ্মণ, মাতৃগ্রামের দিকে অপলক নয়নে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অধিকন্তু হে ব্রাহ্মণ যদি এসবের মধ্যে তার, কোন সম্মতি নেই তবুও

১৪৭. সে মাতৃগ্রামের শব্দ শোনে, দেয়াল বা প্রাকারের অন্তরাল হতে হাসি, কথা, গান ও রোদনের শব্দ শোনে,

১৪৮. অধিকন্তু হে ব্রাহ্মণ যদিও এসবের মধ্যে তার কোন সম্মতি নেই, তবুও সে মাতৃগ্রামের

১৪৯. অধিকন্তু হে ব্রাহ্মণ, যদিও এসবে মধ্যে তার কোন সম্মতি নেই, তবুও (৫৩) তার পূর্বকৃত গৃহপতিকে দেখে কিংবা গৃহপতির পুত্রকে দেখে পাঁচ প্রকার

১৫০. কামদ্রব্যে সমর্পিত ও সঙ্গীতীতেই সমঙ্গীভূত হয়ে স্মরণ করে ......। অধিকন্তু হে ব্রাহ্মণ যদিও এ সবের মধ্যে তার কোন সম্মতি নেই। তবুও অন্যতর শ্রেণীর দেবতাভাব প্রবুদ্ধ হয়ে দেবভাবের জন্য প্রণিধান করে ব্রহ্মচর্য পালন করে যে, শীলব্রত, ব্রহ্মচর্য দ্বারা আমি মহত্তম বা ক্ষুদ্রতম দেবতা হব। এতে আস্বাদন করে তার তৃপ্তি হয়। হে ব্রাহ্মণ, ইহা তার ব্রহ্মচর্য শীলের খণ্ডতা, ছিদ্র, সবল ও মলিনত্ব। এ শ্রেণির মানুষ আমি বলি দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে না। (A. IV-

54-56) এভাবে লাভ ..... ইত্যাদি ভেবে সাত প্রকার মৈথুন সম্পর্কিত শীল বলে জ্ঞাতব্য।

১৫১. শীলের অখণ্ডতা বলতে শৈক্ষ্য শীলের পরিপূর্ণতা এবং ভঙ্গনহীনতা বোঝায়। যে সমস্ত শীল খণ্ডিত হয়েছে তা সংশোধনের দ্বারা, সাত প্রকার মৈথুন সংযোগের অভাব দ্বারা এবং অপরাপর, ক্রোধ, ঘৃণা, আধিপত্য, প্রতিহিংসা, লোভ, প্রবঞ্চনা, ছলনা, এক গুঁয়েমী, অনুমান, অহংকার, ঔদ্ধত্য, অহমিকা এবং অবহেলা (M. 57) প্রভৃতির অনুৎপত্তি এবং অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্ঠিতা, বিলুপ্তি গুণের উৎপত্তিতে সাধিত হয়। (M.5. 24)

১৫২. যেসব শীল লাভ ইত্যাদির জন্য লজ্জিত হয়নি এবং দোষযুক্ত হলেও পরিশোধিত এবং মৈথুন সেবন বা রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিতে অসংশ্লিষ্ট সে সব শীল সম্পূর্ণ, অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, অছিন্ন এবং অমলিন বলে উক্ত। সেসব শীল স্বাধীন কারণ এসব তৃষ্ণার দাসত্ব থেকে মুক্ত, জ্ঞানীজন নন্দিত বলে বিজ্ঞ প্রশংসিত, অসংশ্লিষ্ট বলে তৃষ্ণা এর দৃষ্টিজাত অনাহত। উপচার বা সমাধিতে প্রবেশ করায়। সে কারণে অছিন্ন, ইত্যাদি রূপে পরিষ্করণ (বিশুদ্ধকরণ) বলে জ্ঞাতব্য।

১৫৩. এ পবিত্রকরণ দু প্রকারে হয়ে থাকে ঃ শীল বিপত্তির পরিণাম দৃষ্ট এবং অখণ্ড শীল প্রতিপালনের সুফল দর্শনের মাধ্যমে (৫৪)। এখানে শীল বিপত্তির পরিণাম নিম্নোক্ত সূত্রের আলোকে প্রদর্শন করা যায়। "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের পাঁচ প্রকার পরিণাম আছে।" (A iii-252)

১৫৪. অধিকন্তু একজন দুঃশীল ব্যক্তি তার দুঃশীলতার জন্য মনুষ্য এবং দেবগণের মধ্যে বিরক্তিকর হয়ে থাকে, সব্রহ্মচারীগণের মধ্যে অননুশাসনীয় হয়ে থাকে। সে দুঃশীলের নিন্দায় কষ্ট পায় সুশীলের প্রশংসায় দুঃখিত হয়। দুঃশীলতার কারণে শান বস্ত্র পরিধানকারীর শরীরের মতো কদাকার (দুবর্ণ) হয়। তার সঙ্গলাভ দুঃখজনক, কারণ তার দোষে দুষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল ধরে অপায় দুঃখে আবর্তিত হতে হয়। দাতার মহাফলপদ হয় না বলে অল্পার্থ। প্রাচীনতম বিষ্ঠাকূপের মতো অপরিশোধনীয় দুর্গন্ধ হয়, চিতার কাষ্ঠ খণ্ডের মতো উভয় কাজের বহির্ভূত। (ওএও-৯৯) ভিক্ষু বলে দাবি করলে ও অভিক্ষু। সুতরাং পশু পালের অনুবন্ধন হলেও সে গাধার মতো। সকলের শত্রুর মতো সে সর্বদা উদ্বিগ্ন। সে শবের মতো সংবাস যোগ্য নয়। তার প্রজ্ঞা থাকলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন চিতাগ্নি, তদ্রূপ সব্রহ্মচারীদেরও শ্রদ্ধার অযোগ্য অন্ধের রূপদর্শনের মতো সে বিশেষাধিগণে অসমর্থ। চণ্ডাল যেমন রাজ্য প্রাপ্তির আশা করে না তেমনি দুঃশীল

ভিক্ষুও সদ্ধর্মের প্রতি নিরাশ হয়। সে নিজেকে সুখী বলে দাবি করলেও দুঃখ ভোগ করে। যেহেতু সে দুঃখকে পুনরাবৃত্তিঘটায় 'অগ্‌গিক্‌খন্ধ' সূত্রে বলা হয়েছে (A- IV-138-89)

১৫৫. এক্ষণে ভগবান বলেছেন যে, দুঃশীল ব্যক্তির মন যখন পঞ্চকামঞ্জা সিক্ত করে, সুখস্বাদে বিভোর করে, বন্ধন, মানন ইত্যাদি সুখাস্বাদে চিত্ত মথিত হয় তখনই সে প্রত্যয় অনুসরণ করে থাকে। আর তাতে হৃদয় সন্তাপ উৎপত্তি হয়ে উষ্ণ-লোহিত-উদ্গার হয়। পাঠ্যাংশে উদ্ধৃত্ত হয়েছে ঃ

" হে ভিক্ষুগণ। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঐ মহাগ্নি স্কন্ধ প্রজ্বলিত, সম্প্রজ্বলিত এবং সংজ্যোতিভূত ? হ্যাঁ ভান্ত। ভিক্ষুগণ তোমরা কি মনে কর কেউ এ যে প্রজ্বলিত, সপ্রজ্বলিত এবং সংজ্যোতিভূত ? "

হ্যাঁ ভান্ত। ভিক্ষুগণ তোমরা কি মনে কর কেউ ঐ যে প্রজ্বলিত সপ্রজ্বলি এবং সজ্যোতিভূত মহাঅগ্নিস্কন্ধর নিকট বসে বা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে শুয়ে থাকা উত্তম? কিংবা নরোম কোমল হাত-পাযুক্ত কোন ক্ষত্রিয় কন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা কিংবা গৃহপতির কন্যাকে আলিঙ্গন করে বসে বা শুয়ে থাকা উত্তম? ভন্তে, নরোম কোমল হাত-পাযুক্ত কোন ক্ষত্রিয় কন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা কিংবা গৃহপতির কন্যাকে আলিঙ্গন করে বসে বা শুয়ে থাকা উত্তম ? (৫৫) ভন্তে, যদি সে বসে বা শুইয়ে প্রজ্জ্বলিত, সম্প্রজ্বলিত এবং সঃজ্যোতিভূত মহা অগ্নিস্কন্ধ আলিঙ্গন করে তবে তা অতিবেদনা দায়ক হবে।

১৫৬. হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের বলছি, ভিক্ষুগণ আমি তোমাদের নিকট ঘোষণা করছি যে, কেউ যদি সংসারত্যাগী হয়ে দুঃশীল হয়, পাপধর্মী হয় অপরিচ্ছন্ন এবং সন্দেহজনক স্বভাবের হয়, তার গুপ্তকর্ম থাকে যে, অশ্রমণ নিজেকে শ্রমণ বলে দাবি করে, যে সুশীল নয়, সুশীল বলে দাবি করে, যে নিজে অন্তঃপূঁতিপ্রাপ্ত, অবশ্রুত (রাগদ্বারা) এবং অনাচারী বসে বা শুয়ে সে প্রজ্বলিত সম্প্রজ্বলিত এবং সংজ্যোতিভূত মহা অগ্নিদ্বন্ধ আলিঙ্গন করে। ঐরূপ কেন হয়? এ সমস্ত সম্পাদনের ফলে, ভিক্ষুগণ তার মৃত্যু হতে পারে অথবা মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক দুঃখে পতিত হতে পারে। তারপরও সেসব কারণে এদেহ ত্যাগের পর, মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম ধারণ করে অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত শিল্পপতি এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে দুঃশীল, সন্দেহজনক স্বভাবের হয়ে থাকে ..... দোষ স্বভাবপূর্ণ হয় [illegible] সে বসে বা শুয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ... কন্যাকে নিয়ে ....। [illegible] তার জন্য সুদৃঢ়প্রসারী ক্ষতিকর এবং দুঃখদায়ক। এই দেহান্তে, মৃত্যুর

পর সে পুনর্জন্ম ধারণ করে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। (Aiv-128-9)

১৫৭. এভাবে মহা অগ্নিদগ্ধ উপমায় স্ত্রীলোক প্রতিবদ্ধ পঞ্চ কামগুণ পরিভোগ জনিত দুঃখ প্রদর্শিত হয়েছে। একই লক্ষ্যে নিয়ে বর্ণিত উপমা গুলো হলো ঃ অশ্বালয়ে রজ্জু, তীক্ষ্ম, বর্শা, লৌহপাত, লৌহগোলক, লৌহশয্যা, লৌহ চেয়ার এবং লৌহ কুম্ভির যন্ত্রণাদায়ক দুঃখপ্রদান এর শর্ত সাপেক্ষে অভিবাদন অঞ্জলিকর্ম গ্রহণ, চীবর, পিণ্ডপাত পরিভোগ, শয্যা, চেয়ার, বিহার, পরিভোগ (দুঃশীল ভিক্ষু কর্তৃক) ঃ

"ভিক্ষুগণ তোমরা কোনটি উত্তম মনে কর ? কোন এক শক্তিশালী লোক কাউকে দৃঢ় অশ্ববাল রজ্জু দিয়ে পদযুগল পাক দিয়ে বেষ্টন করে বসায় যে, তাতে তার বহ্নি চামড়া চার পাশে কেটে যায়, চার পাশের বহিঃ চামড়া কাটার পর ইহা চারপাশের অন্ত চামড়া কাটে, চারপাশের অন্ত চামড়া কাটার পর ইহা চারপাশের মাংস কাটে, চারপাশের মাংস কাটারপর ইহা চারপাশের স্নায়ু কাটে। চারপাশের স্নায়ু কাটার পর চার পাশের অস্থি কাটে। চারপাশের অস্থি কাটার পর ইহা চারপাশের অস্থিমজ্জা কাটে। চার পাশে অস্থিমজ্জা কাটার পর ইহা স্থিত হয়। কিংবা তার উচিত কি ক্ষত্রিয় মহাশয়, ব্রাহ্মণ মহাশয় বা গৃহপতি মহাশয়গণের শ্রদ্ধা অভিবাদন গ্রহণ করা ? (Aiv- 129) (56)

হে ভিক্ষুগণ তোমরা কোনটি উত্তম মনে কর ? কোন এক শক্তিধর লোক তীক্ষ্ণ বর্শায় তৈল মর্দন করে কারো বক্ষে ক্ষতের সৃষ্টি করল। কিংবা তার উচিত কি ক্ষত্রিয় মহাশয়, ব্রাহ্মণ মহাশয়, গৃহপতি মহাশয়গণের শ্রদ্ধা অভিবাদন গ্রহণ করা ? (Aiv- 130)

হে ভিক্ষুগণ তোমরা কোনটি উত্তম মনে কর ? কোন এক শক্তিধর লোক কারো দেহে প্রজ্বলিত সম্প্রজ্বলিত এবং সংজ্যোতিভূত রক্তলাল তপ্ত লৌহপাত জড়িয়ে দিল। কিংবা তার উচিত কি ক্ষত্রিয় মহাশয়, ব্রাহ্মণ মহাশয়, গৃহপতি মহাশয়গণের শ্রদ্ধা অভিবাদন গ্রহণ করা ? (Aiv- 130-31)

হে ভিক্ষুগণ তোমরা কোনটি উত্তম মনে কর ? কোন এক শক্তিধর লোক কারো মুখ বিবৃত করে তাতে প্রজ্বলিত সম্প্রজ্বলিত ও সংজ্যোতিভূত তপ্তলাল লৌহগোলা ফেলে দেয়। এবং তা তার ওষ্ঠ, ঠোঁট, মুখ, জিহ্বা, গলা এবং পেট, অন্ত্র, ছোটঅন্ত্র হয়ে নিচের দিকে যায়। কিংবা তার উচিত কি ক্ষত্রিয় মহাশয়, ব্রাহ্মণ মহাশয়, গৃহপতি মহাশয়গণের শ্রদ্ধা অভিবাদন গ্রহণ করা ? (Aiv- 131-2)

হে ভিক্ষুগণ তোমরা কোনটি উত্তম মনে কর ? কোন এক শক্তিধর লোক কারো মাথা বা স্কন্ধ ধরে এবং তাকে বসিয়ে বা শুয়ে দিয়ে প্রজ্বলিত, সম্প্রজ্বলিত ও সংজ্যোতিভূত তপ্ত লাল লৌহশয্যা বা লৌহ চেয়ারে শুয়ে বা বসিয়ে রাখে। কিংবা তার উচিত কি ক্ষত্রিয় মহাশয়, ব্রাহ্মণ মহাশয়, গৃহপতি মহাশয়গণের শ্রদ্ধা অভিবাদন গ্রহণ করা ? (Aiv- 132-3)

হে ভিক্ষুগণ তোমরা কোনটি উত্তম মনে কর ? কোন এক শক্তিধর লোক কারো মাথা নিচের দিকে এবং পা উপর দিকে করে প্রজ্বলিত,সপ্রজ্বলিত ও সংজ্যোতিভূত তপ্ত কড়ায় টগবগিয়ে সিদ্ধ করে একবার উর্ধ্বে একবার নিচে এবং তির্যকভাবে সিদ্ধ করে। কিংবা তার উচিত কি ক্ষত্রিয় মহাশয়, ব্রাহ্মণ মহাশয়, গৃহপতি মহাশয়গণের শ্রদ্ধা অভিবাদন গ্রহণ করা ? (Aiv- 133-34)

১৫৮. **অগ্গিক্খন্ধা লিঙ্গন দুক্খা ধিক দুক্খকটুক ফলং,**
অবিজহতো কামসুখং, সুখং কুত্ত্বা ভিন্ন সীলস্স।
অভিবাদন সাধিয়নে কিংনাম, সুখং বিপন্ন সীলস্স,
দল্হবাল রজ্জুঘংসন, দুক্খাধিক দুক্খ ভাগিস্স।
সদ্ধান মঞ্জলিকম্প সাদিয়নে কিং, সুখং অসীলস্স,
সত্তিপ্পহার দুক্খাধি মত্তদুক্খস্সংহেতু।
চীবর পরিভোগ সুখং, কিংনাম অসংযতস্স,
যেন চিরং অনুভবিতবেবা, নিরয়ে জালিত অযোপট্ট সময়স্স।
– শীল ভঙ্গে মানবের কি আনন্দ আছে ?
কাম সুখ পরিহরি লভ ফল পাছে।
বেদনা প্রবলতর হয় তীব্রতর,
অগ্নিদগ্ধ আলিঙ্গনে জান বহুত্তর।
শ্রদ্ধালাভে মানবের কি আনন্দ আছে,
বিপন্ন বঞ্চিত শীলে নিশ্চয় অংশীছে।
অতিক্রম বেদনা যত যন্ত্রণা কাতর,
চূর্ণ করো পদযুগল দৃঢ় রজ্জু তার। (৫৭)
বর্জিত শীলেতে নর কি আনন্দ আছে,
অভিবাদন বিনন্দিত শ্রদ্ধাবান কাছে।
যাতে আছে বেদনা হেতু সূক্ষ্মদর্শন সার,
বর্শাবিদ্ধ তদাপেক্ষা বেদনা বিস্তার।

চীবর পরিধানেতে কি আনন্দ আছে,
অসংযতের নরক গতি জনশ্রুতি আছে।
চিরবাস অধঃবাস বাসিবে তাহারে,
প্রজ্বলিত লৌহতপ্ত স্পর্শিবে তারে।
যদিও বা পিণ্ডপাত স্বাদয়ে তাহার,
শীলহীন তরে জান বিষয় ভয়ঙ্কর।
যাহার কারণে পীড়ন রবে বহুকাল,
তপ্ত লৌহ রক্তবর্ণ বিছানা সম্বল।
অত:পর কি আনন্দ দুঃশীল মাজার,
শ্রদ্ধাবান প্রদত্ত যে আবাস বিহার ?
সে কারণে বসবাস করিবে নিশ্চয়,
অন্তবদ্ধ লৌহ কড়া জ্বলন্ত বিস্ময় ?
মহাপ্রভু বিশ্বভ্রাতা নন্দিত ধিক্কার,
বর্ণিলেন কথামালা ঃ দোষশীল সার।
অনাচারী দুরাচার কামাসক্ত আর
স্বভাব দুবর্ণ বটে অন্তপূঁতি সার।
জীবন বাহকে ধিক বাহিরেতে দায়ী,
অসংযতের বহির্বাস বেশমাত্র স্থায়ী।
কদাচ শ্রমণপদে বৃত নাহি হয়,
নিজেরে সে ধ্বংস করে অধন্য সভয়।
মধুরোপি পিণ্ডপাতো, হলালল বিসূপম অসীলস্‌স।
আদিত্তা গিলিতব্বা, অযোগুলহ্ নযেন চিররত্তং।
সুখ সম্মতোপি দুক্‌খো, অসীলিনো মঞ্চপীঠ পরিভোগো
যং বাদিস্‌সন্তি চিরং, জলিত অপোমঞ্চ পিঠামনি।
দুস্‌সীলস্‌স বিহারে সদ্ধাদেয়্যমিহ্ কা নিবাস রতি।
জালিতেসু নিবসিতব্বং, যেন অ ডোকুম্ভি মজ্ঝেসু।
সঙ্কসর মাচারো, কসাম্বতো অবস্‌সুতো পাপো
অন্তোপূর্তিতী চ মং নিন্দন্তো আহ লোকগুরু।
ধী জীবিতং অসঞ্‌ঞতস্‌স, তস্‌স সমনজন বেসধারিস্‌স,
অস্‌সমনস্‌স উপহতং খণ্ডমত্তানং বহন্তস্‌স।

– সেই নয় হয় তবে জীবন তরী বায়ে,
তুচ্ছ সব, সেবা লভে শীল কীর্তিলয়ে।
যদিও বা শোভমান ত্যাজ এভবেতে,
নিজেরে দূরত্বে রাখ বিষ্ঠা পূঁতি হতে।
কোন ভয় হতে নহে বিমুক্ত সেজন,
যদিও সমাপত্তি সুখ বঞ্চিত যেজন।
বিরুদ্ধে তার রুদ্ধার সরগ সুগম,
অপায় দ্বার অবারিত সাজন উত্তম,
কেবা আছে তার শীল বিনা বিস্ময়,
পুমং বিয় কুনপং বিয়,মগুণ কাম বিবজন্তধ,
যংনাম সীলবন্তো সন্তো কিং জীবিতং তস্স।
সব্ব ভয়েহি অমুত্তো-মুত্তো সব্বেহি অধিগম সুখেহি,
সুপিহিত মগ্গ দ্বারো
অপায় মগ্গং সমারুলেহা। করুণায় বত্থভূতো,
কারুণিক জনস্স নাম কো আঞ্ঞো
দুস্সীল তায় বাহুবিধা দোসাতি।
দুস্সীল মো দুস্সী
কেবা আছে যার শীল বিনা নিঃস্ব হয়
করুণার আধার পূর্ণ পরিপূর্ণ হয়।
বহুধা আসলে কিন্তু গভীর প্রদোষ,
আঁকে নর কলঙ্কচিহ্ন শীলে তুচ্ছবাস ?

এসব শীল বিপত্তি দর্শন করে প্রত্যবেক্ষণের মাধ্যমে শীল বিপত্তি অবগত হওয়া উচিত। বিপরীতক্রমে শীলের সুফল প্রত্যক্ষ করে পরিপূর্ণ শীলবান হওয়া কর্তব্য।

১৫৯. অধিকন্তু বলা হয়েছে ঃ (৫৮)

তস্স পাসাদিকং হোতি, পত্তচীবর ধারণং,
পব্বজ্জা সফলা তস্স যসস সীলং সুনীম্মলং।
অত্তানুবাদাদি ভয়ং, সুদ্ধ সীলসস্ ভিক্খু নো,
অন্ধকার বিয় রবিং হদয়ং নাবগাহতি।
সীল সম্পত্তিয়া ভিক্খু, সোভমানো তপোবনে,
পভাসম্পাত্তিয়া চন্দো, গগনে বিয় সোভতি।
কায়গন্ধোপি গামোজ্জং সীলবন্তসস্ ভিকখুনো,
করোতি অপি দেবানং সীলগন্ধে কথাব কা।
– বিশুদ্ধ নির্দোষ, শীল যার হয় জান,

পাত্র-চীবর তার ধারণ, শোভন।
আনন্দ-উৎসাহ প্রত্যয়ে যেবা দেয় মন,
প্রব্রজ্যা সকল তার সফল ধারণ।
ভিক্ষু যেবা স্বীয় শীলে বিশুদ্ধ নির্মল,
কখনো সে ভীত নহে অপবাদ ভয়াল।
অন্ধকার স্পর্শিতে রবি নাহি পারে,
ভিক্ষু তথা শুদ্ধশীল হৃদি গ্রাসি বারে।
সব্বেসং গন্ধজাতানং সম্পত্তিং অবিভুয়্যতি,
অবিখাতি দিসা সব্বা, সীলগন্ধে পবায়তি।
অপ্‌পকাপি কথাকারা সীলবন্তে মহাফল
হোন্তীতি সীলবা হোতি, পূজা সক্কার ভাজনং।
সীলবন্তং ন বাদন্তি, আসব দিট্‌ঠধম্মিকা,
সম্পরায়িক দুক্‌খানং, মূলং খনতি সীলবা।
যা মনুস্‌সেসু সম্পতি, যা দেবেসু সম্পদা,
ন সা সম্পন্ন সীলস্‌স, ইচ্ছতো হোতি কুল্লতা।
অচ্চন্তসন্তা পন যা, অয়ং নিব্বান সম্পদা,
মনো সম্পন্ন সীলস্‌স, তমেক অনুধাবতি।
সব্ব সম্পত্তি মূলমিহ, সীলমিহ ইতি পণ্ডিতো,
অনেকাকার বোকারং আনিসংসং বিভাবযেতি।
– ভিক্ষু এক শোভমান স্বশীল প্রভায়,
সমুজ্জ্বল তপোবন আলোক আভায়।
তাহার রশ্মি প্রভা যথা সমুজ্জ্বল,
চন্দ্র তথা প্রভাময় গগন মণ্ডল।
এক্ষণেতে কায়গন্ধে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান,
শীলবান ভিক্ষু পারে অসাধ্য অর্জন।
দেবগণে তুষিবারে যদি প্রয়োজন,
শীলগন্ধ কি প্রয়োজন কায়গন্ধবান।
উত্তম সব সুগন্ধ মাঝে সর্বোত্তম হয়,
লোকে আছে সুগন্ধ যত চর্চিত ধরায়।
যেহেতু শীলগন্ধ যে বিস্তার ছড়ায়,
সর্বদিকে প্রবাহিত সাদ্যকার দমায়।
কর্মযথা সুসম্পন্ন শীলবান তরে,
অল্পকৃত্যে মহাফল লভে বহুত্তরে।

সে কারণে শীলবান সমাগত হয়,
এমন এক পাত্র যাহা মান কীর্তি রয়।
বর্তমান আশ্রব তার নাহি অত:পর,
পৃথগজন মাঝে তাহা মহামারীতর।
দুঃখমূল শীলবান করেন খনন,
দুঃখ যত উপায় আসে অগনন।
সম্পদ যা মানব মধ্যে আছে নিরন্তর,
আছে দেবতার মাঝে সম্পদ বিস্তর।
ইচ্ছে যদি লভিতে চায় নহে দুর্লভতর,
পরিপূর্ণ শুদ্ধশীল যাহার অন্তর।
যদা তারশীল কিন্তু পরিপূর্ণ হয়,
তদা তার চিত্ত থাকে আপন আলয়।
পূর্ণতা নির্বাণ বটে জান সুনিশ্চয়,
শান্ত প্রণীত ধারা বিরাজে যেথায়,
শীলের সুফল এরূপ প্রশংসা প্রমোদ,
বহুভাবে প্রদর্শিত পরিপূর্ণ পদ।
সে কারণে প্রাজ্ঞগণ জান অবশেষে
পূর্ণতার শাখাগুল্ম সমূল অশেষ।

১৬০. এ প্রকারে শীল পালনের গুরুত্ব অনুধাবন করে শীল বিপত্তির উদ্বেগ রহিতের জন্য কোন ব্যক্তি শীল পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত হন। সুতরাং শীলভ্রষ্টতার পরিণাম এবং শীল বিশুদ্ধিতার সুফল অবগত হয়ে সর্ব প্রযত্নে বিশুদ্ধ শীল পালন করতে হবে।

১৬১. বিশুদ্ধি মার্গের শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা শীর্ষক শিরোনামের এ পর্যায়ে বর্ণিত শাখার বিশ্লেষণ করা হলো। যখন কোন প্রাজ্ঞব্যক্তিকে শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে তাঁকে সর্বপ্রথমে সুশীল হতে হবে।

বিশুদ্ধিমার্গের শীল নির্দেশ নামক প্রথম
অধ্যায় পরমার্থজনের হিতার্থে বিরচিত।

তথ্য সূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ

১. সংযুক্ত নিনায় ১ম খণ্ড পৃ. ১৩

২. প্রাগুক্ত

৩. মহাবিহার- শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানী শহর অনুরাধাপুর। এ বিহার ধর্মরা সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র স্থবির প্রতিষ্ঠা খৃ. পূ. তৃতীয় শতকে। তখন থেকে শ্রীলঙ্কার প্রাচীন থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত।

৪. সব্ব পাস্স অকরীয়া কুসলসয় উপসম্পদা, সচিত্ত পরিয়োপপানং এতং বুদ্ধানুসসনং ধম্মপদ- ১৮৩

৪. দসকথাবখুনি ঃ ১. সামান্য চাহিদা ২. সন্তুষ্টি ৩. নির্জনতা ৪. নির্লিপ্ততা ৫. উদ্যমতা ৬. শীল ৭. সমাধি ৮. প্রজ্ঞা ৯. বিবৃতি ১০. নিবৃত্তির দৃষ্টি। (M-1-145, iii- 113)

৫. তিন প্রকার বিদ্যা ঃ পূর্ব নিবাস স্মৃতি, চ্যুতিচিত্ত জ্ঞান এবং পুনর্জনম স্মৃতিজ্ঞান (দিব্যচক্ষু)।

৬. ষড়াভিজ্ঞান ঃ দিব্য স্মৃতি জ্ঞান, দিব্য শ্রোত জ্ঞান, চিত্ত পর্যায় জ্ঞান, পূর্ভ নিবাস স্মৃতি জ্ঞান, চ্যুতিচিত্ত জ্ঞান, পূর্বজন্ম।

৭. পতিসম্ভিদা ঃ ব্যাখ্যামূলক বিদর্শন জ্ঞান। চার প্রকার ঃ অর্থ প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম প্রতিসম্ভিদা, নিরুত্তি প্রতিসম্ভিদা এবং পাঠভান প্রতিসম্ভিদা (পালি বাংলা অভিধান ঃ শান্তরক্ষিত মহাথের)

তিন প্রকার কায়কর্ম (হত্যা, চুরি, ব্যাভিচার) তিন প্রকার বাচনিক কুশল কর্ম (মিথ্যা কথন, সম্প্রলাপ, পিশুন এবং কশ) এবং সম্যক জীবিকা।

উপোসব উপ-বসথ হতে উপোসথ শব্দের উৎপত্তি। প্রস্তুত বা পালন করা অর্থে 'উপোসথ' শব্দ ব্যবহৃত। প্রতিমাসের দুই অষ্টমী এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে উপোস দিবস প্রতিপালিত হয়। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী শীল ছাড়াও পঞ্চশীল, অষ্টশীল এবং দশশীলও হতে পারে।

৮. দসবত্থুনি ঃ ১. সামান্য চাহিদা ২. সন্তুষ্টি ৩. নির্জনতা ৪. নির্লিপ্ততা ৫. উদ্যমতা ৬. শীল ৭. সমাধি ৮. প্রজ্ঞা ৯. বিবৃতি ১০. নিবৃত্তির দৃষ্টি

৯. পুত্তমংস ঃ স্ত্রীপুত্র নিয়ে কোন ব্যক্তি অপর্যাপ্ত খাদ্য সাথে নিয়ে মরুভূমি অতিক্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মরুভূমির অপর প্রান্তে পৌছার আগে তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে তারা স্বীয় মৃত পুত্রের মাংস খেয়ে সীমান্তে পৌছে। সম্ভবত ঃ এ কাহিনীটি এখানে উক্ত ভুক্তবসিক রোগ।

১০. বিশুদ্ধিমার্গ- অনু ঃ স্বামী পূর্ণানন্দ শ্রমণ।

যা অনবদ্য তার পরিহার এবং সুখাবস্থানের জন্য। যা একঘেঁয়েমি, আলসতা, নিদ্রালুতা, পণ্ডিতদের নিন্দনীয়। সেসব তিনি দোষাভাবে অনবদ্যতা রক্ষা করেন। এবং পরিমিত ভোজন কৃত্যের দ্বারা তিনি দেহবল রক্ষা করেন। এ ভাবে তাঁর সুখবিহার হয়। তিনি প্রয়োজন মত ভোজন করে উদর পূর্ণ যোজন পরিহার করে সুখ পার্শ্ব পরিবর্তন, আলস্য, ত্যাগ অনবদ্যতা রক্ষা করেন। তিনি উদর পূর্তির চেয়ে ৪-৫ কাম রস ভোজন করে চার ইর্য্যাপথ অবলম্বনের দ্বারা সুখাবস্থান করেন। উক্ত হয়েছে ঃ

চত্তারো পঞ্চ আলোপে,
অভুত্তাউদকং পিবে,
অলং ফাসু বিহারায়,
পহিতত্তস্স ভিকখুনোতি
চার কিংবা পঞ্চালোপ ভোজন সময়,
কম ভোজী, জলপানে পূর্ণতা আনয়।
ধ্যান-সমাধিতে রত শ্রমণ যে জন,
সুখাবস্থানে বাস জানিবে সুজন। (Theg 743) (34)

চার থেকে পাঁচ গ্রাস আহার কম ভোজন করে সে পরিমিত স্থান জলপানে উদর পূর্ণ করলে ধ্যানস্থ ভিক্ষু শ্রমণের সুখাবস্থান বাস হয়ে থাকে। তাঁর ধ্যানসুখ বৃদ্ধি পায়। এ পর্যন্ত যা আলোকপাত করা হলো তা পরিভোগের প্রয়োজনীয়তা এবং মধ্যম পথ বলে বিদিতব্য।

৯. মুখসম্ভবিতা ঃ অপরের গুণ বর্ণনায় নিজেকেও জাহির করা।

১০. কুলোপগ : কুল বা বংশগতভাবে লালিত ভিক্ষু। তিনি প্রত্যহ কোন কুল হতে পিণ্ডপাত ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। সে জন্যে কুলগৃহে গিয়ে থাকেন এমন ভিক্ষু। (Vbh- 483)

মুখ হতে নিভৃত সাপের মিশ্রিত থুথু দেখলাম। সে (গৃহিণী) ভাবলো- 'কোন উপায়েই এমুণ্ডিত মস্তক বঞ্চিত করতে পারব না"- এভাবে তাকে ইক্ষু (২৯), চাল রান্না করে ঘৃত, গুড় ও মাছের সাথে ভাত দিল।

১১. অককোস দশবত্থু ঃ দশ প্রকার গালির (গালমন্দ) মধ্যে আছে, তুমি চোর তুমি নির্বোধ, তুমি অসভ্য, তুমি একটা উট, তুমি একটা ষাঁড়, তুমি একটা গাধা, তুমি পরাজিত, তুমি নরকবাসী, তুমি একটা পশু, তোমার সুখ-দুঃখের সীমা নেই। (Sn. A.S.- 364)।

১২. পূর্ণানন্দ স্বামী - বিশুদ্ধিমার্গ - বঙ্গানুবাদ (কপি- ১৯২৩) পৃ. ৪৫
১২. দি পাথ অফ পিত্তরিফিবেশন
অনুবাদ ঃ ভিকখু ঞানমোলি
সিঙ্গাপুর বুড্ডিস্ট মেডিটেশন সেন্টার ১৯৫৬ পৃ. ৩৪

১৩. একবার দুর্ভিক্ষের সময় মহাতিষ্য স্থবির ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। খাদ্যভাব এবং ভ্রমণজনিত ক্লান্তিতে তিনি এক ফলন্ত আম গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। মাটিতে ঝরে পড়া আম সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মালিকবিহীন আমগুলো সেখানে পড়ে থাকলেও তিনি মালিকের অবর্তমানে তাঁর নিকটস্থ আমও তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর চেয়ে জ্যেষ্ঠ কোন এক বৃদ্ধ উপাসক তাঁর ক্লান্তির কথা শুনে তাঁকে আমের রস পান করতে দেন। তারপর তিনি পাহাড় পর্যন্ত তাঁর পশ্চাৎ গমন করে বাড়িতে নিয়ে যান। ইত্যবসরে স্থবির নিজেকে উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ মাতা-পিতা যা করতে পারে না, পারে না জ্ঞাতিগণ। (১৩৩ দ্রষ্টব্য) তারপর তিনি সংস্কার সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়ে ধ্যান বৃদ্ধি করে অর্হত্বফল লাভ করেন। (Pm- 60)

১৪. ধাতুবশে ঃ এ চীবর ইত্যাদিতে চতুর্ধাতু বর্তমান। পরিভোগকারীর মধ্যেও উক্ত ধাতুধর্ম বিদ্যমান।

১৫. প্রতিকুল বশে ঃ প্রথমত : পিণ্ডাচরণ লব্ধ খাদ্যভোজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতিকুলকতা এবং পরে মনোময় চীবর ইত্যাদি ঘৃণিত নয়, কিন্তু মানুষ দেহে পৌঁছার সাথে সাথে মলিন হয়ে যায়। (Pm- 61) করলে দোষাবহ হয় না।

১৬. সাত প্রকার মৈথুন ঃ সাত প্রকার পারাজিকা সংঘাদিসেস, পাচিত্তিয়া, পটিদেশনীয়া, দুক্কট, থুলচ্চয়া দুরভাসিতা (MA ii-35) সাথে পূর্বকৃত যে হাসি, ঠাট্টা ও ক্রীড়া করেছে তা স্মরণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধুতাঙ্গ অনুশীলন

১. (৫৯) এক্ষণে শীলানুসরণ করে যখন কোন সাধক সাধনায় অবতীর্ণ হন, তখন অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্টিতা ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণতার জন্যে তাঁর ধুতাঙ্গ অনুশীলন করা কর্তব্য। যাতে ইতোমধ্যে শীল বিশুদ্ধিতে বর্ণিত হয়েছে ; অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্টিতা, কঠোর কৃচ্ছ্রতা, নির্জনতা, বিস্তারণ, বীর্যারম্ভ এবং পরিমিতি ইত্যাদি গুণরাশি দ্বারা তাঁর শীল এভাবে ধৌত করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করা হবে এবং তাঁর ব্রতাদি সম্পন্ন করা হবে। যখন নির্দোষ শীল এবং ব্রতাদি দ্বারা তাঁর সামগ্রিক আচার বিশুদ্ধ হবে এবং প্রাচীনজনের প্রথম তিন আর্য বংশত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তিনি চতুর্থ, যাকে 'ভাবনারামতা' বলে (A-ii-27), অধিগমই বলে খ্যাত হবেন। আমরা এবার যে ধুতাঙ্গ ব্রত কথা ব্যাখ্যা আরম্ভ করব।

তের প্রকার ধুতাঙ্গ অনুশীলন

২. যেসব কুলপুত্র লোকামিষ পরিহার করেছেন জীবন ও দেহের প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ করেছেন, যারা অনুলোম প্রতিপূর্ণ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য তের প্রকার ধুতাঙ্গব্রত অনুশীলন ভগবান অনুমোদন করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. পাংশুকুলিকাঙ্গ
২. ত্রৈচীবরিকাঙ্গ
৩. পিণ্ডপাতিকাঙ্গ
৪. সাপদানচারিকাঙ্গ
৫. একাসনিকাঙ্গ
৬. পাত্রপিন্ডিকাঙ্গ
৭. খলুপশ্চাৎভক্তিকাঙ্গ
৮. আরণ্যিকাঙ্গ
৯. বৃক্ষ মূলিকাঙ্গ
১০. অভ্যাকাশিকাঙ্গ
১১. শ্মশানিকাঙ্গ

১২. যথা সংস্তৃতিকাঙ্গ

১৩. নৈষদ্যেকাঙ্গ

৩. **অত্র :**

অত্থতো লক্‌খণাদীহি সমাধান বিধানতো,
পভেদতো ভেদতো চ, তস্‌স তস্মানিসংসতো।
কুসলত্তিকতো চেব ধুতাদীনং বিভাগতো,
সমাসাব্যাসাতো চাপি বিঞ্‌ঞানতয়েবা বিনিচ্ছবো

১) অর্থগত ২) চরিত্র, বিচার বশে ইত্যাদি,
৩) গ্রহণকরণ পরে আরও নির্দেশাদি,
অতঃপর ক্রমধাপ লক্ষণাদি সহ,
প্রতিপদে আছে আরো সুফল প্রতিগ্রহ।
৪) ত্রিকেতে কুশলফল হিসাবে আছয়,
৫) ধুতসহ আরও আছে সমুজ্জ্বল উদয়।
৬) দলগত পরে আরো আছয় (৭) নিমিত্তে।
এসবের বাখান বিস্তার হবে বিধিমতে।

৪.১ এখানে অর্থগতভাবে প্রথমত:

ক) **ইহা পরিত্যক্ত (পাংশুকুল)**। যেহেতু রাস্তার পাশে শ্মশানের ধারে এবং আবর্জনাস্তূপ হতে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত বস্ত্র বলে পাংশু। উপর্যুপরি পাংশুগুলো একই স্থানে পরপর ফেলতে ফেলতে স্তূপাকৃতি হয় বলে কুল। পক্ষান্তরে বলা যায়- পরিত্যক্ত, যা পাংশুর মতো কুৎসিত ভাব সম্পন্ন। এ কারণে ইহা পাংশুকূল। ইহা প্রতিক্ষণে কুৎসিৎ ভাব ধারণ করে এ অর্থে লব্ধ বস্ত্র পাংশুকুল। পাংশু নামক (গ্রাম-হীন) স্থান থেকে সংগৃহীত বলে পাংশুকুল। স্বভাবজাত উৎপন্ন পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিধানকারীকে বলে পাংশুকুলিক। পরিহিত ছেঁড়া বস্ত্রের অংশ (অঙ্গ) বিশেষকে বলে পাংশুকুলিকাঙ্গ। যা গ্রহণের (সমাদান) মাধ্যমে অঙ্গভূত হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি প্রতিপদাটি গ্রহণ করে এ পদবাচ্যের অধিকারী হতে পারেন বলে জ্ঞাতব্য।

খ) অনুরূপভাবে ত্রিচীবর পরিধানে অভ্যস্ত ব্যক্তি ত্রিচীবরি। পক্ষান্তরে সঙঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তরবাস সমন্বিত ত্রিচীবর ধারণকারী ত্রিচীবরিক তাঁর ব্যবহারকে ত্রৈচীবরিকাঙ্গ বলে।

৫. গ) ভিক্ষায় খাদ্যবস্তুর নিপতন বা পতন করা হয় বলে পিণ্ডপাত। পিণ্ড বলতে ভিক্ষার খাদ্যবস্তু এবং ‘পাত’ হলো নিক্ষেপ করা, ফেলা, পতন করা। মূলত ভিক্ষার পাত্রে খাদ্য নিপাত করাকে বোঝায়। সে পিণ্ডপাত আবেদনের মাধ্যমে সে সে পরিবারে গিয়ে খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করে বলে (পিণ্ডপাতিক) পিণ্ড সংগ্রহকারী বা সংগ্রহ শিশুভোজী। পক্ষান্তরে তাঁর অধিষ্ঠান ব্রত পতিত শিশু সংগ্রাহক। সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে গমন করতে হয়। পিণ্ড আহরণকারীই ভিক্ষান্ন ভোজী বা পিণ্ডপাতিক। ভিক্ষান্নভোজীর অনুশীলনই পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ।

ঘ) অবখণ্ডন বা দান বলতে বোঝায় ফাঁক। যা ফাঁক থেকে মুক্ত (অপেত) তা হলো ফাঁকহীন (অপদান)। ইহার অর্থ হলো যা ফাঁক বিহীন। উভয় এক সাথে বলতে (সহ, অপদান) যা ফাঁক শূন্যতা (সপদান), ফাঁকহীনতা। একটিও বাদ না দিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে বোঝাতে ফাঁক শব্দ ব্যবহৃত। তিনি স্বভাবত কোন বাড়ি বাদ না দিয়ে ইতস্তত প্রতি ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। তিনি নিষ্ফাঁক পরিভ্রমণকারী। যাকে প্রতি ঘরে ঘরে (সপদান চারিক) অনুসন্ধানকারী (সপদান চারিক) বলা যায়। তাঁর অনুশীলন হলো **সপদান চারিক ধুতাঙ্গ।**

ঙ) ‘একাসনে ভোজন এবং একবারে ভোজন’ এ ব্রত যার অধিষ্ঠিত, তিনি সে অভ্যাসে একাসনিক বলে খ্যাত হন। তাঁর অঙ্গ হলো **একাসনিকাঙ্গ।**

চ) মাত্র একপাত্র পিণ্ডই তিনি সংগ্রহ করেন এবং দ্বিতীয় পাত্রপিন্ড তিনি প্রত্যাখান করেন। ইদানীং পাত্রপূর্ণ পিণ্ড গ্রহণ করেন বলে পাত্রপিণ্ডিক। তাঁর অনুশীলন অঙ্গ পাত্রপিত্তিকাঙ্গ।

ছ) খলু একটি অব্যয় পদ। ইহার অর্থ নাবোধক। (61) খাদ্যবস্তু যে পরে প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট হয় তাকে পশ্চাৎ খাদ্য (পচ্ছাভত্ত) বলে। পশ্চাতের খাদ্যবস্তুই পশ্চাৎ খাদ্য গ্রহণ। পশ্চাতে খাদ্যে ভোজনকারী বলে তিনি “শেষ ভোজক” নামে অভিহিত। শেষের ভোজন তাঁর স্বভাব বলে পশ্চাৎভোজী। পশ্চাতের খাদ্য ভোজী নয় এমন ব্যক্তিই শেষে খাদ্যে অভোজী। তাকে পশ্চাতের খাদ্য গ্রহণে অস্বীকারী বলে। তিনি পরবর্তীতে কোন অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করেন না। এর থেকেই নামাঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু ‘খলু’-না অর্থে ভাষাগ্রন্থে কোন পাখিকে নির্দেশ করা হয়েছে। তার মুখে গৃহীত ফল যদি একবার পড়ে যায় অন্যফল খায় না। সেরূপ ভিক্ষুও খলু পশ্চাদভুক্ত। এভাবেই সে “পশ্চাৎভুক্ত না অঙ্গভূত। তাঁর এ অনুশীলনই **পশ্চাৎভুক্তাঙ্গ।**

জ) তিনি অরণ্যে বাসের শীলধারী তাই তিনি আরণ্যিকাঙ্গ। তাঁর অনুশীলন আরণ্যিকাঙ্গ।

ঝ) তিনি বৃক্ষমূলে বাস করেন বলে বৃক্ষমূলিকাঙ্গ। তাঁর শীল বৃক্ষ বাসধারীর বলে **বৃক্ষমূলিকাঙ্গ।** তাঁর অনুশীলন বৃক্ষমূল আবাসিক বলে বৃক্ষমূলিকাঙ্গ।

ঞ) অনুরূপভাবে মুক্তাশের তলে বাস এবং শ্মশানচত্বরে আবাসরত।

ট) শয়নাসন হিসেবে যেখানে যা সংস্থিত ও বিতরিত তা। 'এটি তোমার জন্য এবং প্রাপ্য'-এ অধিবচনের অন্তর্গত বরাদ্দকৃত শয়নাসনে বাস করা। এভাবে তাঁর শীল হলো, তাঁকে যা বিতরণ করা হয়েছে তা। এরূপেই তিনি যথা সংস্থিত তা অর্থাৎ যে কোন শয়নাসন বসবাসকারী। তাঁর অনুশীলন অঙ্গ হলো যথা **শয়নাসনিকাঙ্গ।**

ঠ) তিনি শয়ন প্রত্যাহার করে নৈষদ্য শীলধারী বলে নৈষদ্য অঙ্গ সমন্বিত। তাঁর ধুত হলো **নৈষদ্যকাঙ্গ।**

ড) যে ভিক্ষু যোগী এসব তাঁর অঙ্গ বিশেষ। তিনি এগুলোর যে কোন একটি গ্রহণ করে কলুষমল ধুনন করেছেন। পক্ষান্তরে জ্ঞানের মধ্যেই যোগী (দূত) নামের সার্থকতা বিরাজিত দেখেন। ইহা ক্লেশমল ধুনন করে (সরিয়ে দেয়) বলে অঙ্গ। একারণে এগুলো ধুতাঙ্গ নামে অভিহিত। অথবা তাঁরা ধুত যোগী হয়ে প্রতিপক্ষকে বিশেষভাবে ধুনন করেন। এসব তাঁরা অনুশীলন করে প্রতিপত্তি অর্জন করেন বলে ধুতাঙ্গ।

শাব্দিক বিশ্লেষণে প্রথমত ইহার অর্থগত ব্যাখ্যা এখানে জ্ঞাতব্য।

১২ (২) সমাদান (গ্রহণ) চেতনা সব ধুতাঙ্গের বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ), অর্থকথায় বলা হয়েছে যিনি গ্রহণ করেন তিনি হলেন ব্যক্তি। চিত্ত এবং চৈতসিক দ্বারা তিনি গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন। চেতনার যে গ্রহণ ক্রিয়া তা হলো ধুতাঙ্গ। যা প্রক্ষিপ্ত হয় তা বস্তু। লোভ ত্যাগ করা এসবের কাজ। নির্লোভভাব উৎপাদন তাঁদের সুস্পষ্ট প্রকাশ। অল্পেচ্ছতা ইত্যাদি আর্যধর্ম অবস্থা অর্জন তাঁদের প্রত্যক্ষাকার। (62) এখানে বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জানার জন্য এ ব্যাখ্যা।

১৩. (৩) **গ্রহণ এবং বিধানসহ পঞ্চ প্রস্তাবনা :** ভগবানের জীবিতকালীন সময়ে সকল প্রকার ধুতাঙ্গ ভগবানের উপস্থিতিতে গ্রহণ করা কর্তব্য। তাঁর পরিনির্বাণ প্রাপ্তির পর তাঁর মহাশ্রাবকের উপস্থিতিতে গ্রহণ কর্তব্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে একজন ক্ষীণাশ্রবের কাজ থেকে ক্রমে একজন

অনাগামীর 'একজন সকৃদাগামী' একজন স্রোতাপন্নের। একজন ত্রিপিটজ্ঞের, একজন দ্বিপিটকাভিজ্ঞ, একজন একপিটক অভিজ্ঞের, একজন একাগম অভিজ্ঞের [১] একজন অট্ঠীকথাচার্যের কাছ থেকে ধুতাঙ্গ গ্রহণ উচিত। যখন এরূপ ব্যক্তি পাওয়া না যায় তখন একজন ধুতাঙ্গ ধারীর কাছ থেকে ইহা গ্রহণীয়। তাঁর অভাবে চৈত্যের অঙ্গন সমার্জন করে উৎকঠিকভাবে বসে সম্যক সম্বুদ্ধকে বলার ন্যায় তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করা কর্তব্য। অধিকন্তু স্বয়ং নিজেও গ্রহণ করা উচিত এবং এক্ষণে চেতিয় পর্বতের দুভাই স্থবিরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের ধুতাঙ্গ অল্পেচ্ছতার কাহিনী বলা কর্তব্য। (M.A.ii-140)

প্রথমত ইহা সর্বসাধারণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (অনুশীলন) :

১৪. এক্ষণে আমরা গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লঙ্ঘন এবং প্রত্যেকটির সুফল পৃথক পৃথকভাবে **ব্যাখ্যাদানে অগ্রসর হবোঃ**

(১) প্রথমত : 'আমি গৃহী প্রদত্ত চীবর প্রত্যাখ্যান করছি' কিংবা 'পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি'–এ দুবাক্যের যে কোন একটি বিবৃতি উচ্চারণ করে পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। এটি হলো প্রথম সমাদান।

১৫. এরূপে যিনি এ ব্রতাধিষ্ঠান করেন : তাঁকে নিম্নে বর্ণিত যে কোন এক প্রকার চীবরধারী হতে হবে; শ্মশান হতে প্রাপ্ত 'আপনদ্বারে প্রাপ্ত, রাস্তায় প্রাপ্ত' পুরীষস্তুপে প্রাপ্ত, গর্ভমল মুছে পরিত্যক্ত, পুণ্যস্নানে পরিত্যক্ত বস্ত্র, স্নানতীর্থে পরিত্যক্ত বস্ত্র, শ্মশান প্রত্যাগতের পরিত্যক্ত, অগ্নিদগ্ধ গো খাদিত,উইয়ে খাওয়া, ইঁদুর খাওয়া, অন্তছিন্ন, প্রান্তছিন্ন, ধ্বজাঙ্কিত, পচীবর, ভিক্ষুচীবর, উৎসর্গীকৃত বস্ত্র, ঋদ্ধিময় চীবর, মহাসড়কে প্রাপ্ত, বাত্যাহত বস্ত্র, দেব প্রদত্ত চীবর ও সামুদ্রিক বস্ত্র। এরূপ বস্ত্রখণ্ড নিয়ে কেটে কিংবা ছিড়ে দুর্বল স্থান পরিহার করে শক্ত টুকরাগুলো সংগ্রহ করে পরিষ্কারভাবে ধৌত করে চীবর তৈরি করতে হয়। এবং গৃহীগণ প্রদত্ত চীবর পরিহার করে এরূপ চীবর পরিধান করা কর্তব্য।

১৬. এখানে 'শ্মশান হতে প্রাপ্ত' বলতে শ্মশানে যা পতিতরূপে পাওয়া যায়। আপন দ্বারে প্রাপ্ত বলতে কোন দর্জির দোকানের সামনে যা প্রাপ্ত। রাস্তায় প্রাপ্ত বলতে যা কোন পুণ্যার্থীব্যক্তি দৃষ্টি অন্তরালে থেকে জানালার ভিতর থেকে রাস্তায় নিক্ষেপ করা বস্ত্র। পুরীষস্তুপে বলতে (65) আবর্জনা স্তুপে নিক্ষিপ্ত বস্ত্র, গর্ভমল পরিত্যক্ত বলতে গর্ভমল মুছে

নিক্ষিপ্ত বস্ত্র। অমাত্য তিষ্যের মা নাকি শতমুদ্রা মূল্যের বস্ত্র দিয়ে গর্ভমল মোছাইয়ে 'পাংশুকুলিকগণ গ্রহণ করুক' সংকল্প করে তালবেলি রাস্তায় নিক্ষিপ্ত করিয়েছিলেন। জীর্ণস্থান মেরামত করার জন্য ভিক্ষুগণ ইহা গ্রহণ করেন।

১৭. পূণ্যস্নানে পরিত্যক্ত বলতে ভূতবাদী বৈদ্যগণ "দুর্ভাগ্যের বস্ত্র"-বলে তাদের স্নানসিক্ত এবং পাগড়ীর বস্ত্র স্নানতীর্থে পরিত্যাগ করে। সেরূপ পরিত্যক্ত বস্ত্র। স্নানতীর্থে পরিত্যক্ত বস্ত্র বলতে কোন অংশ আগুনে পুড়ে গেলে লোকেরা যে কাপড় ফেলে দেয়। গো, উইপোকা, ইঁদুর প্রভৃতি দ্বারা উপদ্রুত ছিন্নভিন্ন কাপড় মানুষেরা পথে প্রক্ষিপ্ত করে। ঐরূপ পরিত্যক্ত বস্ত্র। ধ্বজাঙ্কিত বস্ত্র হলো জাহাজ বা নৌকারোহীগণ যাত্রার পূর্বে নদীর তীরে যে পতাকা উত্তোলন করে তা। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকা বা জাহাজ দৃশ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়। কিংবা দুপক্ষের সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রস্থান করলে প্রোথিত পতাকা। এভাবে প্রাপ্ত বস্ত্র।

১৮. যে বস্ত্র দিয়ে স্তূপ আচ্ছাদিত করা সেরূপ বস্ত্র স্তূপচীবর। ভিক্ষু চীবর বলতে ভিক্ষুর অধিকার চীবর। উৎসর্গীকৃত বস্ত্র হলো যা কোন বাজার অভিষেক উপলক্ষে নিক্ষিপ্ত স্থানের বস্ত্র। ঋদ্ধিময় চীবর, যা "এস ভিক্ষু" বলার সাথে সাথে দেহে পরিহিত হয়ে যায় এরূপ চীবর। মহাসড়কের মধ্যস্থলে যে চীবর নিক্ষিপ্তাবস্থায় পাওয়া যায় এরূপ চীবর। কিন্তু নিক্ষিপ্তকারীর অসাবধানবশত হলো কিনা দেখে তা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই গৃহীতব্য। বাত্যাহত বস্ত্র হলো যে বস্ত্র জোড়ালো বাতাস তাড়িত হয়ে দূরান্ত হতে আগত। এরূপ ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর মধ্যে যদি মালিককে দেখা না যায়, তবে গ্রহণযোগ্য। দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত চীবর। যেরূপ বস্ত্র দেবগণ অনুরুদ্ধ স্থবিরকে দিয়েছিলেন। (Dh.A.ii-173-74) সামুদ্রিক বস্ত্র হলো-যা সমুদ্রের ঢেউ তাড়িত হয়ে তীরে এসে শুকনা ভূমিতে পতিত বস্ত্র।

১৯। যে চীবর সংঘ ক্ষেত্রে লব্ধ কিংবা ভিক্ষায় লব্ধ তা পাংশুকূল নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রদত্ত চীবর, বর্ষাবাসের শেষে প্রদত্ত চীবর অথবা কোন গৃহী কর্তৃক "শয়নাসনে রক্ষিত" চীবর পাংশুকুলিক হতে পারে না। উক্তভাবে গ্রহণ না করলে পাংশুকুলিক হয়। এখানে কোন দায়ক

কোনও ভিক্ষুর পাদমূলে অর্পণ করা চীবর ঐ ভিক্ষু কোন পাংশুকুলিক ব্যবহারকারীর হাতে দান করেন তবে তা একদিকে শুদ্ধ বলে গণ্য হয়। সেই ভিক্ষু হাতে দান করে পাদমূলে অর্পণ করলে উভয় দিকে শুদ্ধ পাংশুকুল হয়। (64) হাতে গৃহীত দান হাতেই দান করলে অনুৎকৃষ্ট পাংশুকুল হয়। পাংশুকুলের ভেদাভেদও গুরুত্ব অনুধাবন করে পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করা উচিত। এখানে ইহার ব্যবহার বিধান বিবৃত।

২০. নিম্নে ক্রমধাপ বিবৃত হলো ঃ তিন প্রকার পাংশুকুলিক আছে। তন্মধ্যে কঠোর (উত্তম) 'কোন প্রব্রজ্যিত গ্রহণ করুক'–প্রত্যাশায় প্রক্ষিপ্ত চীবরধারীর মাধ্যম এবং কোন ভিক্ষু কর্তৃক পাদমূলে নিক্ষিপ্ত চীবর ধারণকারী মৃদু বলে উক্ত। এ পর্যায়ের ৩ প্রকারের যে কোন প্রকার চীবর গৃহী প্রদত্ত হলে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এভাবে লঙ্ঘন বর্ণিত হয়েছে।

২১. পাংশুকুল ধারণের সুফলগুলো নিম্নরূপ : এখানে মূলত : নির্ভরশীলতা দৃঢ়ভাবে অনুশীলন হয়। যাতে উক্ত হয়েছে : পাংশুকুলিক চীবর পরিধানের ওপর নির্ভর করে প্রব্রজ্যা। (Vin.i-58,96) প্রথমে তিনি আর্যবংশের উপর প্রতিষ্ঠিত। (A ii-27), প্রতিরোধে কোন দুঃখভাব নেই, তাঁর অবস্থান পরনির্ভরশীল এতে কোন চোর-ডাকাতের ভয় নেই, ব্যবহারের মধ্যে তৃষ্ণা ভারের উদয় হয় না। শ্রমণ ব্রাহ্মণের জন্য উপযুক্ত, ইহা মূল্যহীন, সুলভ এবং কলুষমুক্ত বলে বর্ণনায় ভগবান কর্তৃক প্রত্যায়িত (A ii-26)। দৃঢ়বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ করে; ইহা অল্পেচ্ছতার সুফল বয়ে আনে। ইহা সম্যকপথের উন্নতি সাধন করে এবং ভাবী প্রজন্মের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ স্থাপন করে।

২২. **খত্তিয়ো বিয় সোভতি।**
পহায় কাসিকাদীনি,
বরবখানি ধারিতং
যং লোকগরুণা কো তং
পাংসুকুলং ন ধারয়ে।
তস্মাহি অত্তনো ভিক্খু,
পটিঞ্ঞানং সমনুস্‌র
– সমরে ক্ষত্রিয় যথা বিজিত পলায়ন

ছিন্ন বস্ত্রে যতিজন শোভে সুনিপুন।
মারসেন বিঘাতায়, পাংশুকূল ধরো যতি।
সন্নদ্ধ কবচো যুদ্ধে,
যোগাচারানুকূলমিহ
পাংশুকুলে রতো সিয়াতি।
– মারসেনা জিনিবারে পাংশুকুলধর,
সেইরূপে শাস্ত্রে শোভা ধারেন যোগীবর।
আবর্জনাস্তুপে লব্ধ যা বর্ণ সমুজ্জ্বল,
যুদ্ধে যথা সৈনিকেরা পরে ডাক পাল।
বিশ্বে শ্রেষ্ঠ লোকগুরু এবস্ত্র ধারণে,
কাশীকাদি দুর্লভ বস্ত্র পরিহার কারণ।
আবর্জনা স্তুপ লব্ধ ছিন্ন বস্ত্রদিয়া,
চীবর তৈয়ার কে না করে ধারণ লাগিয়া ?
মনোমাঝে শব্দগড়ে ভাষণ কারণ,
যদা তিনি গৃহত্যাগী হয় গৃহহীন।
তাকেই শোভিত করুক ছিন্ন বস্ত্র ধারণ,
দেখে তারে মনে হয় সমুজ্জ্বল বসন।

ইহা প্রথমতঃ পাংশুকুলিকাঙ্গের গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণ ভাষ্য।

২৩. ২. পরবর্তীতে আলেচিত হলো **ত্রৈচীবরিকাঙ্গ**। নিম্নে যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করে এ ব্রতাধিষ্ঠান করা যায়। যেমন–'আমি চতুর্থ চীবর পরিহার করছি' অথবা আমি ত্রৈচীবরিকাঙ্গ গ্রহণ করছি।' (65)

যখন কোন ত্রিচীবরধারী চীবর তৈরির কাপড় লাভ করার পর অসুস্থতার কারণে তিনি চীবর তৈয়ার করতে না পারেন অথবা এতোদিন ধরে তিনি সেলাইর জন্য সাহায্যকারী জোগাড় করতে না পারেন অথবা সুঁই ইত্যাদির অভাবের জন্য পারেননি বলে দীর্ঘদিন নিজের কাছে রেখে দিলে কোন আপত্তি বা দোষ নেই। কিন্তু কাপড় রং করার পর রেখে দেওয়া উচিত নয়। এরূপ করলে তাকে ধুতাঙ্গ প্রতাড়ক বলে। এগুলো ইহার বিধান।

২৪. এ ধুতাঙ্গে তিনটি ক্রমধাপ আছে। যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি প্রথমত অন্তর্বাস অথবা উত্তরাসঙ্গ রং করে ধারণ বেষ্টন করে পরিধান করা উচিত। এবং পরে অন্যসব রং করাবেন। অতঃপর তাঁর কাঁধের ওপর ধারণ করবেন এবং সংঘাটি রং করবেন। কিন্তু সংঘাটি দিয়ে তাঁর শরীর বেষ্টন করে পরিধান উচিত নয়। আবাসটি গ্রামের মধ্যে হলে ইহা কর্তব্য। কিন্তু আরণ্যিকের পক্ষে ধৌত করা এবং রং দেওয়া দুটি একসাথে অনুমোদন যোগ্য। যা হোক তাঁর (চীবর নিকটে রেখে) এমন স্থানে বসা উচিত যাতে কাউকে দেখে তিনি চীবর নিয়ে পরিধান করতে পারেন। কিন্তু মধ্যমের পক্ষে রং করার সময় ব্যবহারের জন্য রং ঘরে হলুদ কাষায় থাকে। রং করার কাজে ইহা পরিধান বা গায়ে দিয়ে রং করা উচিত। মৃদুর পক্ষে চীবর রং করার সময় পরিধান বা গায়ে দেওয়ার জন্য সমব্রতধারী ভিক্ষুর চীবর অনুমোদন করা যায়। সেস্থানের বিছানার আস্তরণ তাঁর জন্য অনুমোদন যোগ্য। কিন্তু তা তিনি অবশ্যই স্থানান্তর করবেন না। সমব্রতধারী ভিক্ষুদের চীবর তিনি সময় সময় ব্যবহার করতে পারবেন। ত্রিচীবর ধুতাঙ্গধারীদের জন্য চতুর্থ চীবররূপে হলুদ স্কন্ধ কাষায় অনুমোদিত। তা এক বিগত বিস্তার এবং দৈর্ঘ্যে তিন হাতের বেশি হওয়া উচিত নয়।

উক্ত তিন প্রকারের ধুতাঙ্গধারী চতুর্থ চীবর গ্রহণ করার সাথে সাথে ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এখানে ইহাই লঙ্ঘন বলে বর্ণিত।

২৫. এ ধুতাঙ্গ অনুসরণ করলে নিম্নোক্ত **সুফল লাভ** করা যায়। যে ভিক্ষু ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গধারী তিনি দেহাচ্ছাদনের চীবর দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন। সে কারণে পাখির ডানাসহ গমনের মতো তিনি ইহা সঙ্গে নিয়ে থাকেন (M-i-180)। এই বিশেষত্বের জন্য তিনি অল্প আয়োজক। বস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চয় পরিহার, মিতব্যয়িতা রক্ষা, বেশি চীবরের লোভ সংবরণ, যা অনুমোদিত তার থেকেও পরিকল্পিতরূপ লোলুপতা বর্জন। অল্পেচ্ছতার সুফল উৎপাদন ইত্যাদিতে পরিপক্বতা লাভ। (66) এখানে উক্ত হয়েছেঃ

২৬.
অতিরেক বত্থ তণহানং–পহায় সন্নিধি বিবজ্জিতো,
সন্তোস সুখর সঞ্ঞূ–তিচীবরধরো ভবতি যোগী
তস্মা সম্পত্ত চরণো –সচীবরো বা যোগীবরে,

সুখমনু বিচরিতুকামো–চীবর নিয়মে রতিং কয়িরাতি।
– বিজ্ঞ নর নাহি চায় গতায়াত ঝুঁকির ভান্ডার,
কেবা চাহে অতিবস্ত্র আবশ্যক প্রাকার ?
ত্রিচীবর পরিহিতের অবাধ গমন,
আনন্দেতে উদ্বেলিত তাহার জানন।
অনিশ্চিতে যথাদক্ষ সংসার বিরাগী,
শূন্যে তার চীবর যথা পক্ষীহতভাগী।
স্বীয় ডানা সাথে নিয়ে উড়ে অতঃপর,
ত্রিচীবরিক মিতব্যয়ে চীবর।

ইহা গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশেষণ ভাষ্য

২৭. ৩. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে **পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ** গ্রহণ করা যায়। যেমনঃ আমি 'অতিরিক্ত সম্পূরক (খাদ্য) সরবরাহ প্রত্যাহার করছি অথবা আমি পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি।

এখন পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু নিম্নোক্ত পিণ্ড গ্রহণ করবেন না। তন্মধ্যে চৌদ্দ প্রকার আহারঃ সংঘে প্রদত্ত আহার, বিশেষ ভিক্ষুগণকে প্রদত্ত আহার, নিমন্ত্রণে প্রদত্ত, টিকিটে প্রদত্ত আহার, পক্ষিকে প্রদত্ত আহার, উপোস দিকের প্রদত্ত আহার, প্রতিপাদিকে প্রদত্ত আহার, অতিথিদের জন্য প্রদত্ত আহার, পর্যটকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহার, রোগীর জন্য প্রদত্ত আহার, রোগীর সেবকের জন্য প্রদত্ত আহার, নির্দিষ্ট আবাসিকের জন্য প্রেরিত আহার, গৃহাধ্যক্ষের জন্য প্রদত্ত আহার, নির্দিষ্ট আবাসিকের জন্য প্রেরিত আহার, গৃহাধ্যক্ষের জন্য প্রদত্ত আহার, প্রত্যাগতদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহার।

যদি সংঘকে আহার দান করছি, বাক্যের পরিবর্তে, সংঘ আমাদের বাড়িতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করছেন' আপনিও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন' বলে জানায় তবে কে অনুমতি অনুমোদনযোগ্য। যেটি টিকিট প্রদত্ত বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে তা আহার নয়, (ঔষধ সংক্রান্ত)। বিহারে রন্ধনকৃত আহার গ্রহণযোগ্য।

১৮. **এগুলোর বিধান হলো :**

ইহারও তিনটি ক্রমধাপ আছে : এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি সম্মুখ এবং পশ্চাৎ হতে আনিত ভিক্ষা গ্রহণ করেন। দরজার বাইয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পাত্র প্রার্থনাকারীদের ইহা প্রদান করেন। তিনি ভোজন শালায় আনীত এবং প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেদিন সেখানে অবস্থান করে ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন না। মধ্যম ধুতাঙ্গধারী সেদিন সেখানে অবস্থান করে ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু তিনি আগামী দিনের জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারেন না। মৃদু ধুতাঙ্গধারী সেদিন ও পরবর্তী দিনের অনুমতি ভিক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। শেষেরগুলো স্বাধীন জীবনের সুখ হারিয়ে ফেলেন। এখানে আর্যবংশ গ্রাম সম্পর্কে এক দেশনা উল্লেখ করা যায় (Aii-28)। উক্ত ধুতাঙ্গধারী অন্যদের বললেন, ”চলুন, আমরা দেশনা শুনতে যাই। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, “ভন্তে আমি অপেক্ষা করার জন্য একজনকে কথা দিয়েছি। আর একজন বললেন, ভন্তে আগামীকাল ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কথা দিয়েছি।” সুতরাং তাঁরা উভয়েই পরিহীন (ক্ষতি) হল। অন্যজন প্রাতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেন তারপর ধর্মের স্বাদ অনুভব করলেন। (67)

এঁদের মধ্যে তিনজনেরই সঙ্গে প্রদত্ত অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করলে তৎক্ষণে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এ প্রসঙ্গে ইহাই লঙ্ঘন রূপে বর্ণিত।

১৯. **এ ধুতাঙ্গের সুফল হলো ঃ** প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্ভরশীলতার সাথে সঙ্গতি রাখেন। কারণ ভিক্ষান্ন ভোজনে ‘নির্ভরশীল প্রব্রজ্যা”–এ বাক্যে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (VIN. 1-5896)

দ্বিতীয়ত : তিনি আর্যবংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর অবস্থান পরের ওপর নির্ভরশীল। আর্থিক মূল্য রক্ষিত, সহজলভ্য, নির্দোষ, (A.ii-26) আলস্যতা [illegible], জীবন পরিশুদ্ধিকর, ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র প্রাতিমোক্ষশীল পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটায়। তিনি পরনির্ভরতা বর্জিত, তিনি অপরকে সহায়তা করেন, অহংকার দমিত হয়, রসতৃষ্ণা [illegible] হয়, গণভোজন, পরসার ভোজন ও শিক্ষাপদের লঙ্ঘন জনিত দোষ [illegible] হয়, সদাচার বিরুদ্ধ হয় না, তাঁর জীবন অল্পেচ্ছতায় রূপায়িত, তিনি সম্যক [illegible] করেন, তিনি ভাবী প্রজন্মের জন্য করুণা প্রদর্শন করেন বলে ভগবান [illegible] প্রশংসিত।

সুখমনু বিচরিতুকামো–চীবর নিয়মে রতিং কয়িরাতি।
– বিজ্ঞ নর নাহি চায় গতায়াত ঝুঁকির ভান্ডার,
কেবা চাহে অতিবস্ত্র আবশ্যক প্রাকার ?
ত্রিচীবর পরিহিতের অবাধ গমন,
আনন্দেতে উদ্বেলিত তাহার জানন।
অনিশ্চিতে যথাদক্ষ সংসার বিরাগী,
শূন্যে তার চীবর যথা পক্ষীহতভাগী।
স্বীয় ডানা সাথে নিয়ে উড়ে অতঃপর,
ত্রিচীবরিক মিতব্যয়ে চীবর।

ইহা গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশেষণ ভাষ্য

২৭. ৩. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে **পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ** গ্রহণ করা যায়। যেমনঃ আমি 'অতিরিক্ত সম্পূরক (খাদ্য) সরবরাহ প্রত্যাহার করছি অথবা আমি পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি।

এখন পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু নিম্নোক্ত পিণ্ড গ্রহণ করবেন না। তন্মধ্যে চৌদ্দ প্রকার আহারঃ সংঘে প্রদত্ত আহার, বিশেষ ভিক্ষুগণকে প্রদত্ত আহার, নিমন্ত্রণে প্রদত্ত, টিকিটে প্রদত্ত আহার, পক্ষিকে প্রদত্ত আহার, উপোস দিকের প্রদত্ত আহার, প্রতিপাদিকে প্রদত্ত আহার, অতিথিদের জন্য প্রদত্ত আহার, পর্যটকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহার, রোগীর জন্য প্রদত্ত আহার, রোগীর সেবকের জন্য প্রদত্ত আহার, নির্দিষ্ট আবাসিকের জন্য প্রেরিত আহার, গৃহাধ্যক্ষের জন্য প্রদত্ত আহার, নির্দিষ্ট আবাসিকের জন্য প্রেরিত আহার, গৃহাধ্যক্ষের জন্য প্রদত্ত আহার, প্রত্যাগতদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহার।

যদি সংঘকে আহার দান করছি, বাক্যের পরিবর্তে, সংঘ আমাদের বাড়িতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করছেন' আপনিও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন' বলে জানায় তবে কে অনুমতি অনুমোদনযোগ্য। যেটি টিকিট প্রদত্ত বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে তা আহার নয়, (ঔষধ সংক্রান্ত)। বিহারে রন্ধনকৃত আহার গ্রহণযোগ্য।

২৮. **এগুলোর বিধান হলো :**
ইহারও তিনটি ক্রমধাপ আছে : এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি সম্মুখ এবং পশ্চাৎ হতে আনিত ভিক্ষা গ্রহণ করেন। দরজার বাইয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পাত্র প্রার্থনাকারীদের ইহা প্রদান করেন। তিনি ভোজন শালায় আনীত এবং প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেদিন সেখানে অবস্থান করে ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন না। মধ্যম ধুতাঙ্গধারী সেদিন সেখানে অবস্থান করে ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু তিনি আগামী দিনের জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারেন না। মৃদু ধুতাঙ্গধারী সেদিন ও পরবর্তী দিনের অনুমতি ভিক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। শেষেরগুলো স্বাধীন জীবনের সুখ হারিয়ে ফেলেন। এখানে আর্যবংশ গ্রাম সম্পর্কে এক দেশনা উল্লেখ করা যায় (Aii-28)। উক্ত ধুতাঙ্গধারী অন্যদের বললেন, "চলুন, আমরা দেশনা শুনতে যাই। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "ভন্তে আমি অপেক্ষা করার জন্য একজনকে কথা দিয়েছি। আর একজন বললেন, ভন্তে আগামীকাল ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কথা দিয়েছি।" সুতরাং তাঁরা উভয়েই পরিহীন (ক্ষতি) হল। অন্যজন প্রাতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেন তারপর ধর্মের স্বাদ অনুভব করলেন। (67)

এঁদের মধ্যে তিনজনেরই সঙ্গে প্রদত্ত অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করলে তৎক্ষণে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এ প্রসঙ্গে ইহাই লঙ্ঘন রূপে বর্ণিত।

২৯. **এ ধুতাঙ্গের সুফল হলো ঃ** প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্ভরশীলতার সাথে সঙ্গতি রাখেন। কারণ ভিক্ষান্ন ভোজনে 'নির্ভরশীল প্রব্রজ্যা"–এ বাক্যে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (VIN. 1-5896)

দ্বিতীয়ত : তিনি আর্যবংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর অবস্থান পরের ওপর নির্ভরশীল। আর্থিক মূল্য রক্ষিত, সহজলভ্য, নির্দোষ, (A.ii-26) আলস্যতা বর্জিত, জীবন পরিশুদ্ধিকর, ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র প্রাতিমোক্ষশীল পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটায়। তিনি পরনির্ভরতা বর্জিত, তিনি অপরকে সহায়তা করেন, অহংকার দমিত হয়, রসতৃষ্ণা নিয়মিত হয়, গণভোজন, পরসার ভোজন ও শিক্ষাপদের লঙ্ঘন জনিত দোষ [illegible] হয়, সদাচার বিরুদ্ধ হয় না, তাঁর জীবন অল্পেচ্ছতায় রূপায়িত, তিনি সম্যক [illegible] করেন, তিনি ভাবী প্রজন্মের জন্য করুণা প্রদর্শন করেন বলে ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত।

পিন্ডিয়ালোপ পসনতুট্ঠো, অপরায় জীবিত্তক,
পহীনাহার লোলুপেপা, হোতি চাতুদ্দিসো যতি।
বিনোদয়তি কোসজ্জং, আজীবস্‌স বিসজ্ঝতি,
তস্মা হি নাতিমঞ্ঞেঞ্ঞয্য, ভিক্‌খা চারিয্‌স সুমেধসো।
– ভিক্ষালব্ধ আহারেতে তুষ্ঠ ভিক্ষুবর,
জীবন স্বাধীন তাঁর জানত তাহার।
লোভদুষ্ট পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্ট নাহি হয়,
চতুর্দিশ বায়ুসম তিনি মুক্ত হয়।
অলসতা কখনো তাঁর হয় না কারণ,
জীবন চর্যা হয় তাঁর দোষ বিবর্জন।
অতএব 'বিজ্ঞজন নাহি হয় অবজ্ঞা ভাজন'
তাঁর তরে কর্মক্ষেত্র ভিক্ষা আচরণ।

যেহেতু বলা হয়েছে :

পিন্ডপাতিকস্‌স ভিক্‌খুনো
অত্তভরস্‌স অনঞ্ঞেঞ্ঞপোসিনো।
দেবাপি পিহয়ন্তি তাদিনো,
নো চে লাভসিলোক –নিস্‌সতোতি।
– যদি কোন ভিক্ষুবর ভিক্ষাজীবি হয়,
বামা নাহি করে কভু পর নির্ভরতায়।
লাভ প্রশংসাতে নাহি হয় বশীভূত,
তিনি শুধু দেবগণের হয় ঈর্ষান্বিত। (Ud-31)

এই পর্যন্ত পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণ ভাষ্য প্রদর্শিত হলো।

৩১. ৪. নিম্নে যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে সপদান চারিকাঙ্গ ধুতাঙ্গগ্রহণ করতে হয়। যেমন,'আমি লোলুপ্য চারিকাঙ্গ পরিহার করছি' অথবা 'আমি সপদান চারিকাঙ্গ' গ্রহণ (সমাদান) করছি।'

সাপদান চারিকাঙ্গ ধুতাঙ্গধারী গ্রামের দ্বারে উপনীত হয়ে দাঁড়াবেন এবং নিশ্চিত হবেন যে তাতে কোন আপদ আছে কিনা। যদি কোন রাস্তায় বা গ্রামে আপদ থাকে তবে তা পরিহার করে অন্য কোথাও ভিক্ষাচরণ করবেন। যেসব রাস্তা বা গ্রাম দ্বারে তিনি (নিয়মিত) কিছু লাভ করেন না সেসবকে তিনি গ্রাম বলে গণনা

না করে অগ্রসর হতে পারবেন। কিন্তু যেখানে তিনি কিছুলাভ করেন তবে তা পরিহার করে অগ্রসর হতে পারবেন না। ভিক্ষু সবার আগে সে গ্রামে প্রবেশ করবেন এবং গ্রামে থেকে প্রত্যাবর্তন করে সুবিধাযুক্ত স্থান এবং যে কোন জায়গায় যেতে পারবেন। (8) কিন্তু যেসব লোকজন বিহারে আহার্য দান করতে যেতে পথে দেখা হয়, তাঁরা যদি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাতে ভিক্ষান্ন দান করেন তবে তা গ্রহণযোগ্য। এই ভিক্ষু পথ দিয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাতে ভিক্ষান্ন দান করেন তবে তা গ্রহণযোগ্য। এই ভিক্ষু পথ দিয়ে যেতে যদি ভিক্ষাচরণের সময় হয় তবে কোন গ্রাম অতিক্রম (পরিহার) না করে ভিক্ষাচরণ করা উচিত। যদি তাতে কিছু লাভ না করেন বা সামান্য লাভ হয় তবে তিনি ক্রমে অন্য গ্রামে যেতে পারেন। এগুলোই ইহার বিধান।

৩২. এটির তিনটি ক্রমধারা বিদ্যমান। যেমন-যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি সম্মুখ হতে পশ্চাৎ হতে অথবা ভোজনশালায় আনীত এবং প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তবে তিনি গৃহদ্বারে ভিক্ষান্নের জন্য পাত্র হস্তান্তর করেন। এরূপ ধুতাঙ্গধারীগণের মধ্যে মহাকাশ্যপ স্থবিরের সাথে কারো তুলনা হয় না। তাঁর পাত্র হস্তান্তরের উদাহরণ এখানে উল্লিখিত হলো (ud.29)। যিনি মধ্যম ধুতাঙ্গধারী তিনি সম্মুখ হতে, পশ্চাৎ হতে অথবা ভোজনশালায় আনীত, প্রদত্ত ভিক্ষা এবং দ্বারে হস্তান্তরিত পাত্রের ভিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ভিক্ষার জন্য বসে অপেক্ষা করেন না। এভাবে তিনি উত্তম ধুতাঙ্গকারীর অনুরূপ নীতি পালন করেন। যিনি মৃদু ধুতাঙ্গধারী তিনি বসে অপেক্ষা করে সেদিন ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

এ তিনজনের লোলুপ্যাচার ভিক্ষাচরণ আরম্ভের সাথে সাথে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এরূপ ধুতাঙ্গ লঙ্ঘনের উদাহরণ এখানে বিবৃত।

৩৩. **এরূপ ধুতাঙ্গের সুফল হলো :** তিনি পরিবারের মধ্যে সর্বক্ষণ আগন্তুক এবং চন্দ্রোপম (S.ii-197) পরিবারগত মাৎসর্য পরিহার করেন, তিনি নিরপেক্ষ দয়ার্দ্র, তিনি পরিবারগতের উর্দ্ধে, তিনি নিমন্ত্রণানন্দ বিরহিত, তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে ভিক্ষান্ন আনায় অপ্রত্যাশিত, তাঁর জীবন অল্পেচ্ছতার আদর্শে গঠিত, ইত্যাদি।

৩৪.

চন্দুপমো অনুলোম, নিচ্চনবো কূলেসু,
অমচ্ছারী সব্বসমানুকম্পো,
কুলুপকাদীনব বিপ্পমুত্তো

হোতীধ ভিক্‌খু সপদানচারী।
লোলুপ্‌পচায়ঞ্চ পহায় তস্মা,
ওক্খিত্ত চক্‌খু যুগমত্তদস্‌সী।
আকঙ্খমানো ভুবি সেরিচারং,
চরেয্য ধীরো সপদান চরন্তি।
– ভিক্ষু যেবা ভিক্ষাবৃতি চালায় প্রতি ঘরে,
চন্দ্রোপম নিত্যনব যথা পরিবারে।
সকলেরে সমসেবে নাহি কোন দ্বেষ,
গৃহভার আবাদ হতে বিমুক্ত সুযশ।
কেবা আত্ম প্রশয়দাতা বিবর্ত ত্যাগী,
স্বেচ্ছায় ভ্রমিবে বিশ্ব সৃষ্টি ক্ষণে যোগী।
চক্ষু তাহার অধো দৃষ্টি যুগমাত্র সার,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাজীবী আকাঙ্খা হোক তাঁর।

৩৫ ৫. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে একাসনিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। যেমন–'আমি নানাসন ভোজন পরিহার করছি' অথবা 'আমি একাসনিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান) করছি।'

একাসনিক ধুতাঙ্গধারী ভোজনশালায় আসন গ্রহণ করে বসবেন। তবে তিনি এমন আসনে বসবেন, যে আসন জ্যেষ্ঠতার বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্য হয়। আচার্য বা উপাধ্যায় পরে আসলেও যাতে আসন ছেড়ে দিয়ে সেবা করতে না হয়। তার ব্যতিক্রম হলে আসন ছেড়ে দিতে হবে। আর আসন ছেড়ে দিলে ব্রতভঙ্গ হয়। এক্ষেত্রে ত্রিপিটকধর চুল অভয় থের বলেন, "আসন রক্ষা করবে না ভোজন রক্ষা করবে'–এরূপ সমস্যার উদ্ভব হলে (ভোজন অসমাপ্ত) সেক্ষেত্রে তিনি ব্রত সম্পাদন করবেন এবং ভোজন করবেন না। এগুলো ইহার বিধান।

৩৬। ইহারও তিনটি ক্রমধাপ বিদ্যমান। এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গদারীর পক্ষে অল্প হোক কিংবা বেশি হোক যেই একবার খাদ্যে স্পর্শ করেছেন তিনি তার চেয়ে বেশি খাদ্যগ্রহণ, করতে পারেন না। যদি লোকেরা এরূপ বলে যে, স্থবির কোন কিছু খাননি, তাঁকে ঘি, ইত্যাদি তাঁর নিকট নিয়ে আসেন, তবে তা ভৈষজ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন, খাদ্যের উদ্দেশ্যে নয়। মধ্যম ধুতাঙ্গধারী তাঁর পাত্রের মধ্যে যতক্ষণ খাদ্য থাকে

ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেন। ইহাকে ভোজন পর্যন্ত ধুতাঙ্গ বলা হয়। মৃদু ধুতাঙ্গধারী যতক্ষণ পর্যন্ত আসনে বসা থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভোজন করতে পারেন। তাঁকে উদক পর্যন্তিক বলা হয়। তিনি যে পর্যন্ত পাত্র ধোয়ার জল গ্রহণ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভোজন করতে পারেন। অথবা তিনি ভোজনাসন হতে না উঠা পর্যন্ত ভোজন করতে পারেন বলে তাঁকে আসন পর্যন্তিক বলা হয়।

এ তিন প্রকার ধুতাঙ্গধারী ভিন্নাসনে ভোজন মাত্রেই তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। ইহাই এ ধুতাঙ্গের লঙ্ঘন।

৩৭. এই ধুতাঙ্গের সুফল হলো ঃ যিনি এ ধুতাঙ্গ অনুশীলন করেন তাঁর দৈহিক ও মানসিক সামান্য ক্লেশ ভোগ করেন। তিনি ক্ষণিকের জন্য অসুস্থ হন। তাঁর শরীর হালকা থাকে। তিনি বলবান থাকেন এবং তাঁর জীবন সুখের হয়। খাদ্য সংক্রান্ত বিরুদ্ধ ভাবের উৎপত্তি হয় না। স্বাদ জনিত তৃষ্ণা হ্রাস পায়, তাঁর জীবন অল্পেচ্ছতার আদর্শে গঠিত হয়, ইত্যাদি।

৩৮.

একাসনে ভোজনে রতং
ন যাতিং ভোজনপচ্চরুজায়
বিসহন্তিরসে আলোলুপো
পরিহাপেতিন কম্মমত্তনো,
ইতি ফাসু বিহার কারণ
সুচিসল্লেখ রতু পসেবিতে।
জনয়েত বিসুদ্ধমানসো
রতিমেকাসন ভোজনে যাতীতি।

– একাসনে আহার যে করে আনন্দেতে,
ভোজন কারণে রোগ ভুগিবে না তাতে।
স্বাদনে লোভপাশ করেন ছেদন,
নিরর্থক ধ্বংস তাঁর প্রলুব্ধ কারণ।
একাসনে ভোজনেতে শুদ্ধচিত্ত হয়,
ভিক্ষু যেবা নিজসুখ দেখে সুনিশ্চয়।
প্রতীক্ষিত বিশুদ্ধিতা আরও বিলোপতা,
সুখবাস হেতু ইহা পরাশান্তি দাতা।

এই পর্যন্ত একাসনিক ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য প্রদর্শিত হলো (70) .

৩৯. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করে পাত্রপিণ্ডিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। যেমন 'আমি দ্বিতীয় ভাজন গ্রহণ পরিহার করছি' অথবা 'পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি।'

পাত্রস্থ যাগুপান কালে যদি ব্যঞ্জন লাভ হয় তবে পাত্রপিণ্ডিক ধুতাঙ্গধারী প্রথমে ব্যঞ্জন খাওয়া উচিত অথবা যাগুপান করা উচিত। যদি যাগুতে ব্যঞ্জন প্রক্ষিপ্ত হয় তবে যাগু পচা মাছের গন্ধে রূপায়িত হয়। যদি ব্যঞ্জনটি পচা মাছ দিয়ে রান্না করা হয়ে থাকে। যাগুর প্রতিকূলতা এড়ানোর জন্য এ ব্যবস্থা। মূলত অপ্রতিকূল যাগু পান করাই ইহার উদ্দেশ্য। একারণে ব্যঞ্জন বিষয়ে এরূপ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যাগুতে মধু, চিনি ইত্যাদি যা অপ্রতিকূল তা প্রক্ষিপ্ত করা যায়। গ্রহণের সময় তিনি পরিমাণমতো গ্রহণ করবেন। কাঁচা শাক-সবজি হাতে গ্রহণ করে খাওয়া উচিত। কিন্তু তা না হলে সেগুলো পাত্রে প্রক্ষিপ্ত করা উচিত। দ্বিতীয় ভাজন প্রত্যাহৃত বলে এমনকি বৃক্ষপত্রেও গ্রহণ উচিত নয়। ইহাই এ ধুতাঙ্গের বিধান।

৪০. ইহারও তিনটি ক্রমঃধাপ বিদ্যমান। এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তাঁর ইক্ষু খাওয়ার সময় ব্যতীত কোন আবর্জন নিক্ষেপ করা অনুমোদিত নয়। ভাতের পিণ্ড, মাছ, মাংস ও পিঠা খাওয়ার সময় ভাঙা উচিত নয়। [তবে আবর্জনা ফেলা, ভাতের পিন্ড, ইত্যাদি খাওয়ার পূর্বে ভাঙানো যাবে। মধ্যম ধুতাঙ্গধারী এসব ভাঙতে পারবেন, তবে খাওয়ার সময় এবং এক হাতে ভাঙতে হবে। তাঁকে হস্তযোগী বলা হয়। মৃদু ধুতাঙ্গধারীকে 'পাত্রযোগী' বলা হয়। তাঁর পাত্রে যে কোন কিছু প্রক্ষেপণ করতে অনুমোদন করা যায়। খাওয়ার সময় ভাতের ঢেলা ইত্যাদি হাতে ভাঙা অথবা ইক্ষু, আদা, ইত্যাদি দাঁতে ভেঙে খাওয়া উচিত।

এ তিনজনেরই দ্বিতীয় পাত্র ব্যবহারক্ষণেই ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। ইহাই এ ধুতাঙ্গের লঙ্ঘন।

৪১. **এই ধুতাঙ্গের সুফল হলো ঃ** বিভিন্ন স্বাদের তৃষ্ণা এতে বিলুপ্ত হয়, ইচ্ছার বিপুলতা পরিত্যক্ত হয়, তিনি আহারের প্রয়োজনীয়তা এবং

মাত্রাদর্শী, তিনি থালা ইত্যাদির জন্য কষ্টভোগ করেন না, তাঁর জীবন অল্পেচ্ছাতার আদর্শে বশীভূত, ইত্যাদি।

নানা ভাজন বিক্খেপং, হিত্বা ওক্খিত্তা লোচনো,
খনন্তো বিয় মুলানি, রস তন্হায় সুব্বতো।
সরূপং বিয় সন্তুট্ঠিং, ধারয় য়ন্তো সুমানসো,
পরিভুঞ্জেয়্য আহারং, কো অঞ্ঞো পত্তপিন্ডিকোতি।
– অতি ভাজনেতে আছে সন্দেহ উদিতে
পরিত্যক্ত তাহা জান পাত্র পিণ্ডিকেতে।
বিক্ষিপ্ত নয়নত্যাগী স্বরূপেতে তুষ্ট,
ভক্ত যথা রস তৃষ্ণা খননে সন্তুষ্ট।
অংশে যেন পরিতৃপ্ত পরিধান তাহার,
স্বভাব তার সুগঠিত হৃদয় মাঝার।
শুধুমাত্র পাত্রপিণ্ডিক কেবা আছে আর ?
পরিভোগ করে মাত্র সুব্রত সম্ভার।

এ পর্যন্ত পাত্রপিণ্ডিক ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাধান), বিধান, ক্রম:ধাপ, লঙ্ঘন ও সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য প্রদর্শিত হলো। (71)

৪৩. ৭. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে পশ্চাৎ ভক্তিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। যেমন 'আমি অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ পরিহার করছি' অথবা ' আমি পরের খাদ্য গ্রহণ পরিহার ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি'। এখানে পরে খাদ্য গ্রহণ পরিহার' ধুতাঙ্গধারী তাঁকে প্রদত্ত খাদ্যে তিনি তৃপ্ত বলে ইঙ্গিত করার পর ভোজনের জন্য হাত আহার স্পর্শ করেছে। এমত অবস্থায় আর কোন খাদ্য গ্রহণ এবং ভোজন করতে পারবেন না। এগুলো ইহার বিধান।

৪৪. এটিরও তিনটি ক্রম:ধাপ আছে : এক্ষেত্রে তিনি প্রথম পিণ্ড খেতে খেতে তাঁর পিণ্ড পর্যাপ্ত ছিল বলে তা প্রদর্শন করলেন না। কিন্তু প্রথম পিন্ড চিবানোকালীন যদি পাত্রে আরও খাদ্য প্রক্ষিপ্ত হয়, তবে উত্তম ধুতাঙ্গধারী আর দ্বিতীয় গ্রাস মুখে নেবেন না। মধ্যম ধুতাঙ্গধারী তার পর্যাপ্ত আহার ছিল বলে সংকেত দিয়েও চিবানোর সময় আরও খাদ্য প্রক্ষিপ্ত হলেও সব তিনি ভোজন করবেন। কিন্তু যিনি মৃদু ধুতাঙ্গধারী

আসন ছেড়ে না উঠা পর্যন্ত ভোজন করতে থাকবেন। এ তিনজনের মধ্যে যিনি তাঁর (পাত্রে) আহার পর্যন্ত প্রদর্শন করার (বলার) পর পাত্রে প্রক্ষিপ্ত আহার ভোজন করলে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এহলো এ প্রসঙ্গের লঙ্ঘন।

৪৫. **এই ধুতাঙ্গধারীর সুফল হলো ঃ** তিনি অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণজনিত আপত্তি হতে নিবৃত্ত থাকেন। উদরে অতিবোঝার ভার থাকে না। ফিরিয়ে দেওয়ার খাদ্য থাকে না। খাদ্যের জন্য পুনঃ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তিনি অল্পেচ্ছতার ইত্যাদির আদর্শে বশীভূত ইত্যাদি।

৪৬. **পরিয়েসনীয় খেদং নযাতি ন করোতি সন্নিধিং ধীরো,**
ওদরিকত্তং পজহতি খলু পচ্ছা ভত্তিকো যোগী।
তস্মা সুগতপসত্থং সন্তোসগুণাদি, অস্ভিসঞ্জননং।
দোসে বিত কামো ভজেয্য, যোগী ধুতঙ্গ মিদন্তি।
ধীরজন বাড়তি খাদ্য করেন বর্জন,
নিষ্প্রয়োজন নবখাদ্য বিষণ্ন বদন।
দিবা শেষে খাদ্য না করেন সঞ্চয়,
করে না উদর বোঝা লাগে অতিশয্য
অতএব বিরত খেকো বাড়তি পরিহার
নিজ সাথে এ ধৃতাঙ্গ জ্ঞ জ্ঞাতাড়ি।
ভগবান প্রসংশিত যাহা বৃদ্ধি হটে,
বিশেষ গুণে পরিতৃপ্ত বৃদ্ধি করি ভবে।

পশ্চাৎ খাদ্য গ্রহণ পরিহার ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমঃধাপ,লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য প্রদর্শিত হলো।

৪৭. ৮. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে আরণ্যিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। 'আমি গ্রামান্ত শয়নাসন পরিহার করছি' অথবা 'আমি আরণ্যিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি'।

৪৮. আরণ্যিক ধুতাঙ্গধারী গ্রাম বা নগরের শয়নাসন পরিহার করে অরণ্যে অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করবেন। এখানে একটি আবাস বা কুটির একটি গ্রাম সীমার মধ্যে অবস্থিত। গ্রামে এক বা একাধিক কুটির থাকে। গ্রাম ঘেরা বা ঘেরাহীন, মানব বসতি থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে এবং ইহা বড় আকারের যানবাহনও হতে পারে। যাতে কমপক্ষে বিগত চার

মাস ধরে লোকবাস করে আসছে (72)। গ্রামের সীমা অল্প দূরত্ব সম্পন্ন (যদি অনুরাধাপুর গ্রামের দুটি প্রবেশদ্বার থাকে তবে প্রথম দ্বার হতে মধ্যম বল সম্পন্ন পুরুষ ঢিল ছুড়লে ঢিল পতন স্থান পর্যন্ত দূরত্ব।) (Vin.iii-46) বিনয়ধর পণ্ডিতগণ মনে করেন 'ঢিল যেখানে গিয়ে পড়ে সে পরিমাণ দূরত্ব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–যুবকগণ শরীর চর্চা করতে অন্যদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য ঢিল নিক্ষেপ করে। কিন্তু সূত্রধরগণের মতে কাক তাড়াতে গিয়ে ঢিল ছুড়লে তা গিয়ে সাধারণত যেখানে পড়ে সে পরিমিত দূরত্ব ঘেরাবিহীন গ্রামের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে মাতৃগ্রাম পাত্রে জল নিয়ে ছুড়ে ফেলে তার পতনস্থান হল ঘরসীমা। সেখান হতে এক ঢিল পতনস্থান গ্রাম এবং দ্বিতীয় ঢিল পতনস্থান গ্রামসীমা বলে।

৪৯. বিনয় পদ্ধতি অনুসারে নিম্নের অবস্থান প্রথমত : অরণ্য বলে উক্ত। যথা গ্রাম এবং গ্রামসীমা ব্যতীত সমস্তই অরণ্য। (Vin.iii.46) অভিধম্ম মতে গ্রাম্য সীমান্ত স্তম্ভ অতিক্রম করলে "অরণ্য" বলা হয় (Vbh. 251, Ps.1-176) কিন্তু সূত্রধরদের মতে "অরণ্য আবাস হলো গ্রাম হতে ৫০০ ধনুর্গ্রহণ পর্যন্ত দূরত্বের (Vin.iii.18) অন্তে অবস্থিত। উহা চিহ্নিত করণের জন্য দক্ষ ধনুকাচার্য প্রাচিল গ্রাম ফটক হতে নিক্ষিপ্ত কশ যে দূরত্বে গিয়ে পড়ে সে পরিমাপ বলে সংজ্ঞায়িত। অথবা প্রথম ঢিল ছোড়ার দূরত্ব ঘেরাবিহীন গ্রাম হতে বিহারের ঘেরা পর্যন্ত মাপ দিয়ে ঠিক করবেন।

৫০. কিন্তু বিহার ঘেরাহীন হলে বিনয়ার্থকথা অনুসারে শয়নাসন অথবা ভোজনশালা, বা সভাকক্ষ বা বোধিবৃক্ষ, বা চৈত্য শয়নাসন হতে দূর হলেও মাপা উচিত। কিন্তু মধ্যম অর্থকথায় উক্ত হয়েছে বিহার এবং গ্রামের সীমা বাদ দিয়ে দুটি ঢিল ছোড়ার দূরত্ব পরিমাপ করা উচিত। এখানে ইহাই পরিমাপ।

৫১. এমনকি যদি গ্রাম সন্নিকটে হয়, বিহার থেকে গ্রামের মানুষের শব্দ শোনা যায়, দুই স্থানে পর্বত, নদী, ইত্যাদির প্রতিবন্ধকতার কারণে সোজা গমন করা যায় না। সে পথ ধনুর্গ্রহণ হিসেবে পাঁচশত দূরত্ব ধরে গণনা করা হয়। এমনকি তা নৌকায় যেতে হয়। কিন্তু কেউ যদি ধুতাঙ্গ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ্রামের পথকে এখানে সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে

পথকে দীর্ঘতর করে প্রকাশ করতে চায় যে, তিনি ধুতাঙ্গ গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি ধুতাঙ্গ প্রতারক হন।

৫২. যদি আরণ্যিক ভিক্ষুর উপাধ্যায় বা আচার্য অসুস্থ হন এবং যা প্রয়োজন তা অরণ্যে পাওয়া না যায় তবে তিনি তাকে গ্রামের শয়নাসনে নিয়ে গিয়ে সেবা করবেন। কিন্তু তিনি ধুতাঙ্গ গ্রহণ স্থানে যথা সময়ে প্রত্যাবর্তন করে অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করবেন। যদি অরুণোদয়ের সময় রোগ বৃদ্ধি পায় তবে তিনি তাঁকে সেবা করবেন। ধুতাঙ্গ শুদ্ধির ব্যাপারে কষ্টকর মনে করবেন না। এসবই ইহার বিধান।

৫৩. ইহারও তিনটি ক্রমঃধাপ বিদ্যমান ঃ এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি সবসময় অবশ্যই অরণ্যে অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করবে না। মধ্যম ধুতাঙ্গধারী চার মাস বর্ষা গ্রামে অবস্থান করবেন। মৃদু ধুতাঙ্গধারী হেমন্তের মাসগুলোও গ্রামে বাস করতে পারবেন।

যদি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিজনের যে কেউ অরণ্য থেকে গ্রামের শয়নাসনে ধর্ম শ্রবণের উদ্দেশ্যে গমন করতে গিয়ে শ্রবণান্তে সেখানে কিংবা প্রত্যাবর্তন পথের মধ্যে অরুণোদয় প্রত্যক্ষ হয় তবে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয় না। কিন্তু ধর্মদেশক উঠে যাবার পর মনে করলেন আমরা কিছুক্ষণ শুইয়ে পড়ে চলে যাব"–এভেবে শুয়ে পড়লে ঘুমের মধ্যেই অরুণোদয় হলে অথবা নিজের ইচ্ছাতেই অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করলে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। উদাহরণস্বরূপ ইহাই এ ধুতাঙ্গের লঙ্ঘন।

৫৪. **এ ধুতাঙ্গের সুফল হলো ঃ** একজন আরণ্যিক ভিক্ষু অরণ্য সংজ্ঞায় স্মৃতিসাধনা করে অলব্ধ সমাধি লাভ করেন এবং লব্ধ সমাধি সংরক্ষণ করেন (M. sutta121)। শাস্তা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি হলো; "হে নাগিত, ভিক্ষুগণের মধ্যে যে আরণ্যিক , আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট" (A.iii-343)। যিনি কোন দূরবর্তী আবাসে বাস করেন তাঁর চিত্ত অনন্যরূপ রূপাদি দর্শনে বিক্ষিপ্ত হয় না, ইত্যাদি। তিনি উদ্বেগ রহিত, তিনি জীবনের মায়া পরিহার করেন, তিনি নির্জনতার স্বাদ অনুভব করেন, তাঁর মধ্যে পাংশুকূলিক পরিধান ইত্যাদি ভাব বিরাজ করে।

৫৫. **পবিবিত্তো অসংসট্ঠে, পন্তসেনাসনে রতো,**
আরাধয়ন্তো নাথস্স, বনবাসেন মানসং।

একো অরঞ্ঞে নিবসযং, সুখং লভতে যতি,
রসংতস্স ন, বিন্দন্তি, অপি দেবাস ইন্দকা
পংসকুলঞ্চ এসো ব, কবচং বিয় ধারয়ং
অরঞ্ঞে সঙ্গামগতো, অবস্সেসধুথাযুধো।
সমথো ন চিরস্সেব জেতুং, মারং সবাহনিং,
তস্মা অরঞ্ঞবাসম্হি, রতিং কষিরত পণ্ডিতোতি।
– একাজীবী তিনি আরও অসংশ্লিষ্ট বাস,
প্রান্ত শয়নাসন তার হৃদানন্দ শ্বাস।
অধিকন্তু রক্ষাকর্তা এভব মাজার,
কুঞ্জবন পরিবৃতে প্রফুল্ল বিস্তার।
বন মাঝে বসবাস করে যতিবর
শান্তরস লভে তিনি নিঃসঙ্গ প্রবর।
স্বাদ যার মূল্য কভু ধারণ অতীত,
রাজসুখ রহে যেথা স্বরগে সুব্রত।
পাংশুকূল পরিধানে চীবর বিশুদ্ধ,
পরিহরি গৃহবাস বনচারী ঋদ্ধ।
ডাধ-আয়ুলে সুসজ্জিত এসব যথা,
পরাপর ধুতাঙ্গশীল অতঃপর তথা।
এরূপেতে যে পারয়ে সজ্জিত নিশ্চিত,
সবাহন মাররাজে করে অভিজিত।
অতএব আলোকিত করে বনবীথি,
প্রাজ্ঞজন করে রতি অরণ্যে বসতি।

এ পর্যন্ত আরণ্যিক ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লজ্মন ও সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য বর্ণিত হলো (74)।

৫৬. ৯. নিম্নে যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে বৃক্ষমূলিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। যেমন–'আমি আচ্ছন্ন বাসস্থান পরিহার করছি' অথবা 'আমি বৃক্ষমূলিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি।'

বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গধারী সীমান্ত বৃক্ষ, চৈত্যবৃক্ষ, নির্যাসবৃক্ষ, ফলবৃক্ষ, বাদুড়াশ্রিত বৃক্ষ, শূণ্যগর্ভবৃক্ষ এবং বিহার মধ্যস্থবৃক্ষের মূলে ব্রতপালন

করতে পারবেন না। তিনি বিহার প্রত্যন্তে স্থিতবৃক্ষ নির্বাচন করতে পারেন। এগুলোই এ ধুতাঙ্গের বিধান।

৫৭. ইহারও তিনটি ক্রমধাপ আছে। এক্ষেত্রে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী যে বৃক্ষ পরিচ্ছন্ন করা সে বৃক্ষ তিনি নির্বাচন করতে পারেন না। তিনি গাছের পতিত পাতা, ময়লা পায়ে সরিয়ে বাস করতে পারেন। যিনি মধ্যম ধুতাঙ্গধারী তাঁর সঙ্গে আগত লোক দিয়ে গাছ পরিচ্ছন্ন করাতে পারেন। যিনি মৃদু ধুতাঙ্গধারী তিনি সেবক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে পরিষ্কার, সমতল, বালি ছড়িয়ে এবং দরজাযুক্ত ঘেরা দেওয়ার পর বাস করতে পারেন। বিশেষ দিনে বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গধারী যে কোন গুপ্তস্থানে বসতে পারেন। উক্ত তিনজনের মধ্যে যে কেউ আচ্ছাদিত আবাসে বাসক্ষণে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এ প্রসঙ্গে অঙ্গুত্তর ভাণকের ভাষ্য হলো ঃ জ্ঞাতসারে আচ্ছন্ন ছাদের নীচে তিনি অরুণোদয় করা মাত্রই তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এহলো ধুতাঙ্গ লঙ্ঘনের উদাহরণ।

৫৮. **এ ধুতাঙ্গের সুফল হলো :** তিনি তাঁর আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অভ্যাস আচরণ করেন। "বৃক্ষমূলে শয়নাসন" প্রতিজ্ঞা করে প্রব্রজ্যা। (Vin.i-5896);যেসব প্রত্যয় মূল্যহীন, সহজলভ্য, এবং নিষ্কলুষ (Aii-26) কচি পাতার ক্রমাগত বিবর্তন দৃশ্য দর্শনজনিত অনিত্য সংজ্ঞার উদয়, শয়নাসনের লিপ্ত এবং কর্মচাঞ্চল্যের অভাব, দেবসঙ্গবাস, অল্পেচ্ছতা, ইত্যাদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় ভগবান সেসব আবশ্যিক বিষয়ে প্রশংসা করেছেন।

৫৯. **বন্নিতো বুদ্ধসেট্ঠেন-নিস্সয়োতি চ ভাসিতো,**
নিবাসো পবিবিত্তস্স-রুক্খমূলসমো কুতো ?
আবাসমচ্ছের হরে, দেবতা-পরিপালিতে,
পবিবিত্তে বসন্তো হি-রুক্খমূলম্সিুতো
অভিরত্তানি নীলানি পন্ডুনি-পরিপালি তে,
পস্সন্তো তরুপন্নানি-নিস্সঞ্ঞনি পনুদতি।
তস্মাহি বুদ্ধ দায়েজ্জ ভাবনাভিরতালয়ং ?
বিবিত্তং নাতিমঞ্ঞেয়্য, রুক্খ মুলং বিচক্খণোতি
– বৃক্ষমূল প্রশংসিত ভগবান মহান,
একেক আছে যত প্রতিরোধ্যমান।(VIN.58,96);

কেনা ভালবাসে আহা নির্জন যাপন।
খুঁজে পাবে অনুরূপ এক বাসস্থান ?
বৃক্ষমূলে সুনিভৃতে থাকে যেবা জন,
দেবগণ উত্তমেতে পাহারায় মগন।
যথাসাধ্য অনুরক্ত সেজন বাসয়
নতুবা লোভের আশে বাসস্থান চায়।
যদা দৃষ্টে কচিপাতা নয়ন মাঝার,
প্রথমেতে রক্তবর্ণ সবুজ অত:পর।
হরিৎ বরণ করে ধারণ পতন তখন,
বিসর্জন বিশ্বাস তার অনিত্য যখন।
একবার সকলে মোরা আদি মূল বৃক্ষ,
স্বেচ্ছাকৃত নির্জন দৃশ্য তাহার কর্তৃক।
কোন প্রাজ্ঞজন আছে ঘৃণা করিবারে,
উদয়-ব্যয় স্মৃতি স্মরে বারেবারে ?

এ পর্যন্ত বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লজ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য বর্ণিত হলো।

৬০. ১০. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করে **অভ্যাবকাশিক** ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। যেমন 'আমি আচ্ছন্ন ও বৃক্ষমূল বাস পরিহার করছি' অথবা 'আমি অভ্যাবকাশিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান) করছি।'

একজন অভ্যাবকাশিক ধুতাঙ্গধারী উপোসথাগারে ধর্ম শ্রবণের জন্য উপোসথের জন্য প্রবেশ করতে পারেন। ভিতরে থাকাকালীন বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টিতে বহির্গমন না করে বৃষ্টি শেষে বহির্গমন করতে পারেন। তিনি ভোজনশালায় অথবা অগ্নিশালায় ব্রত সম্পাদনের জন্য প্রবেশ করতে পারেন। অথবা ভোজনশালায় ভিক্ষুগণকে ডেকে আনতে ছাদের নিচে প্রবেশ অধিকার রাখেন। অথবা আপত্তি উদ্দেশ করতে বা করাতে আচ্ছাদিত গৃহে প্রবেশ করতে পারেন না অথবা ভুলবশত বাইরে ফেলে রাখা বিছানা, চেয়ার ইত্যাদি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। উপরস্থ স্থবিরের অষ্ট পরিষ্কার বহনকালে রাস্তায় বর্ষণ আরম্ভ হলে পথিমধ্যে পার্শ্বস্থ আশ্রয়শালায় প্রবেশ করতে পারেন। যদি তেমন কোন বহনযোগ্য কিছু না থাকে তবে উক্ত আশ্রয়শালায় তিনি বেগে যেতে

পারবেন না। স্বাভাবিক গতিতে গিয়ে প্রবেশ করতে পারেন এবং বৃষ্টি থামার পরই গমন করবেন। ইহাই বিধান। **বৃক্ষমূলিক** ধুতাঙ্গের ও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

৬১. ইহারও তিনটি ক্রমধাপ বিদ্যমান : এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি বৃক্ষ, পাষাণ (পর্বত) বা আশ্রয়-এর নিকটে বাস করবেন না। তিনি চীবর দিয়ে তাঁবু কাটিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাস করবেন। যিনি মধ্যম ধুতাঙ্গধারী তিনি বৃক্ষ, পাষাণ (পর্বত), বা আশ্রয়ের নিকট বাস করতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এসব তাঁকে আবৃত করে। মৃদু ধুতাঙ্গধারীর নিম্নের শর্তগুলো তাঁর জন্য অনুমোদিত। পর্বত গুহার ছাদের ধারে আশ্রয় নিয়ে (ভিতরে প্রবেশ না করে), শাখা গুল্ম দিয়ে তৈরি কুঁড়ে ঘরে, আঠা দিয়ে শক্ত করে আঠানো কাপড়ে, বাঁকা তাঁবুতে, মাঠরক্ষক কর্তৃক পরিত্যক্ত টংগী ইত্যাদি।

উক্ত তিনজনের যে কেউ যদি ছাদের নিচে যায়, বা বৃক্ষের মূলে গিয়ে বাস করে (7-6) তৎক্ষণেই তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। অঙ্গুত্তর ভাণক বলেন, তিনি তাঁর জ্ঞাতসারে এসব স্থানে অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এক্ষেত্রে ইহাই লঙ্ঘন।

৬২. **এ ধুতাঙ্গের সুফল হলো :** আবাসে প্রতিবন্ধকতা মান্য করা হয়, শক্ত, অনঢ়তার অপনোদন হয় (স্ত্যানসিদ্ধ), তিনি প্রশংসিত আচরণের দাবিদার, মৃগোপম ভিক্ষুগণ, অসচারী এবং আলয়বিহীন, (S.i-199). তিনি অংশ্লিষ্ট, চাতুর্দিশ, অল্পেচ্ছতাদি, আদর্শে বশীভূত।

৬৩.
অনগারিয় ভাবস্স অনুরূপে অদুল্লভে,
তারামণি বিতানং হিং চন্দদীপ্প পভাসিতে।
অব্ভোকাসে বসংভিক্খু মিগভূতেন চেতসা,
থীনমিদ্ধং বিনোদেত্বা, ভাবনারামতং সিতো।
পবিবেক রসাস্সাদং ন চিরস্সেব বিন্দতি,
যস্মাতস্মা হি সপ্পঞ্ঞো অব্ভোকাসে বুতো সিয়াতি

– উন্মুক্ত আকাশে যিনি যাপিত জীবন,
অনাগার ভাবে আনে দ্বন্দ্ব নিরসন।
সহজ লাভ অতপর বিগম মানস,

সতর্কিত মৃগসম দেখিবে আশিস।
সুদৃঢ়অনড়তা (স্ত্যানসিদ্ধ) নাশে অর্জিত স্থবির,
তারামণি বিভাসিত বিতান বিস্তার।
চন্দ্র-সূর্য সুসজ্জিতে আলোক মন্ডল,
সমাধিগত চিত্তযথা আনন্দ সম্বল।
নির্জনবাস মনানন্দ স্বাদনে উদয়,
যেবা বাসে মুক্তাকাশে ত্বরিৎ প্রকাশয়।
সে কারণে আকাশতলে যাপে যতিবর,
অচিরে জীবন তীর হউক সুস্থির।

এ পর্যন্ত অভ্যাবকাশিক ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গগ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য বর্ণিত হলো।

৬৪. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে **শ্মশানিক ধুতাঙ্গ** গ্রহণ করতে হয়। যেমন–'আমি অশ্মশানিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ পরিহার করছি' অথবা 'আমি শ্মশানিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান) করছি।'

এখানে একজন শ্মশানিকাঙ্গ ধুতাঙ্গধারী লোকজন 'শ্মশান' নাম দিয়ে কোন গ্রামের নামকরণ করলে সেখানে বাস করতে পারবেন না। কারণ কোন মৃতদেহ সেখানে দাহ না করা পর্যন্ত তা শ্মশান হতে পারে না। কিন্তু মৃতদেহ পোড়ানোর সাথে সাথে তা শ্মশান হয়ে যায়। পরে বার বছর ধরে পতিত থাকার পরও তা শ্মশান।

৬৫. শ্মশানে বসবাসকারী ধুতাঙ্গধারী চংক্রমণ মণ্ডপ, তৈয়ার করে চংক্রমণ, শয়নাসন, বসার পীঠ, পানীয় এবং ধৌতকরণ জল প্রস্তুত রাখা, এবং ধর্ম আবৃত্তি করে বাস করতে পারেন না। কারণ এ ধুতাঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী বিষয়। যিনি বাস করতে যাবেন তাঁকে অধ্যবসায় ও শ্রমশীল হতে হবে। উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে তিনি সংঘস্থবির কিংবা রাজার প্রতিনিধিকে প্রথমে অবগত করতে হবে। তিনি চংক্রমণকালে অর্দ্ধাক্ষি হয়ে জ্বলন্ত চিতা অবলোকন করবেন। (77) শ্মশানে গমনকালে তিনি প্রশস্ত প্রধান সড়ক পরিহার করে অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা অনুসরণ করবেন। দিনের বেলায় তিনি সেখানকার সব দৃশ্য-সামগ্রী সংজ্ঞায়িত করবেন, যাতে রাতের বেলায় সেগুলোর

ভয়াকৃতির রূপ ধারণ (মনে) করবেন না। তিনি পারিবারিক কোন গৃহে প্রবেশ করবেন না। এগুলোই এ ধুতাঙ্গের বিধান।

৬৬. ইহারও তিনটি ক্রমঃধাপ বিদ্যমান : এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি সর্বক্ষণ জ্বলন্ত চিতা, লাশ এবং বিলাপমান স্থানে বাস করবেন। মধ্যম ধুতাঙ্গধারী উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে যে কোন এক প্রকার বিদ্যমান স্থান বাস করবেন। মৃদু ধুতাঙ্গধারী উক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চিতার যে কোন একস্থানে বসবাস করা উচিত।

উক্ত তিনজনের মধ্যে কেউ শ্মশান ব্যতীত অন্যত্র তাঁর আবাস তৈয়ার করেন তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। অঙ্গুত্তর ভাণকের মতে তিনি দিনের বেলায় শ্মশানে যাবেন না। এক্ষেত্রে ইহাই লঙ্ঘন।

৬৭. **এ ধুতাঙ্গধারীর সুফল হলোঃ** তিনি মরণস্মৃতি লাভ করেন, তিনি অপ্রমাদের সাথে বাস করেন, অশুভ লক্ষণ বাহুল্যতা লাভ করেন, তাঁর ইন্দ্রিয়াসক্তি (কায়াসক্তি) অপসারিত হয়। তিনি প্রতিনিয়ত দেহের প্রকৃতাবস্থা প্রত্যক্ষ করন, তাঁর মধ্যে সংবেগ বহুল্যতা কাজ করে, শরীর নিয়ে তাঁর কোন দাম্ভিকতা থাকে না, ইত্যাদি, তাঁর মধ্যে হতে ভয়-ভীতি অপসৃত হয় (M.s.-4), অমনুষ্য তাকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করে। তিনি অল্পেচ্ছতাদি আদর্শে বশীভূত ইত্যাদি।

৬৮. **সোসানিক ং ঞিহমরণানুসতিপ্পভবা,**
নিদ্দাগতম্পি ন ফুসন্তি পমাদদোসা ।
সম্পা স্সতো চকুণপানি –বহুনি উপেতি।
কামানুভবস গতম্িপ হোন্তি চিত্তং
সংবেগমেতি বিপুলং ন মদং উৎপত্তি
সম্মা অথো ঘটতি নিব্বুতিং এস মানো
গোসানিকঙ্গমিতি নেকগুণাবহত্তা,
নির্ব্বান নিন্নহদয়েন নিসেবি তব্বন্তি।
– শ্মশানিক ঘুমে ও কভু না হয় বিস্মৃত,
মৃত্যু তার সদাস্থিত স্মৃতিতে মনস্থ।
তিনি ধ্রুব কামহীন ইন্দ্রিয়ের শিকার।
শবস্তূপে স্থির চক্ষু নিত্য মনস্কার।
সঠিক সচেষ্ট তিনি লাভ ক্ষিপ্র জ্ঞান,

অন্তিম শান্তি সন্ধান তার সংযত দম্ভমান।
তার মনে বিরাজুক সদা হৃদয়ে নির্বাণ,
আলিঙ্গণে রতব্রত বিনাশী শীলন।

এ পর্যন্ত **শ্মশানিকাঙ্গ ধুতাঙ্গধারীর** ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমধাপ লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য বর্ণিত হলো। (78)

৬৯. ১২. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করে যথাসংস্তিতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয়। যেমন–'আমি শয়নাসন লোলুপ্যতা পরিহার করছি' অথবা 'আমি যথাসংস্থিতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান) করছি।

যথাসংস্থৃতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গকারীকে প্রাপ্ত যে কোন শয়নাসন গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। 'ইহাই তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত।' তিনি কাউকে তাঁর শয়নাসন হতে অবশ্যই বিরত করতে পারবেন না। এগুলো ইহার বিধান।

৭০. ইহাও তিনটি ক্রমধাপ আছে: যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি তাঁর শয়নাসন 'কত দূরে' বা কি অতি নিকটে, বা তা অমনুষ্য, সাপ, ইত্যাদি দ্বারা উপদ্রুত কিনা। অথবা ইহা কি গরম, অথবা শৈত্য কিনা জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। যিনি মধ্যম ধুতাঙ্গধারী তিনি এসব জিজ্ঞেস করতে পারেন। কিন্তু গিয়ে পরিদর্শন করতে পারেন না। মৃদু ধুতাঙ্গধারী তা পরিদর্শন করতে পারবেন। যদি পছন্দ না হয় তবে অন্যটি পছন্দ করতে পারবেন। উক্ত তিন প্রকারের যে কোনটি জন্য লোভ উৎপন্ন মাত্র তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। এক্ষেত্রে ইহাই লঙ্ঘন।

৭১. **এ ধুতাঙ্গের সুফল হলো :** যা লব্ধ তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত'–এ উপদেশ তিনি পালন করবেন (Ja.i-476, Vin.iv-259)। বিশুদ্ধ জীবন সব্রহ্মচারীদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠভাব পরিহার করবেন।, সম্মতি এবং অসম্মতি পরিহার করবেন, অতিচ্ছেতার দ্বাররুদ্ধ করবেন, তিনি অল্পেচ্ছতার আদর্শে বশীভূত।

৭২. **যংলদ্ধং তেন সন্তুট্ঠো –যথাসন্থতিকো যতি,**
নিব্বিকপেপা সুখং সেতি–তিন সন্থরকে সুপি।
ন সো রজ্জতি সেট্ঠমিহ হীনলদ্ধান কুপ্পতি,
সব্রহম চারি নবকে, হিতেন অনুকম্পতি।
তস্মারিয় সতাচিন্নং মুনিপুঙ্গববন্নিতং

অনুযুঞ্জেথ মেধাবী যথা সন্থতরাম তন্তি।
– শয়নাসন যাহা লব্ধ সন্তুষ্ট তাহাতে,
শপথ হউক তার ভিন্নতা না যাতে।
সশুপ্তি তাহার হয়, হয় না সভয়,
বিস্তৃত শুদ্ধ তৃণে তাতে কিবা হয়।
রাগচিত্ত উত্তমের তবে প্রমত্তমানের
পালঙ্কের তার ঘৃণা নাহি করে।
সদা তিনি বন্ধু বৎসল কনিষ্ঠের তরে,
সব্রহ্মচারী নবজনে জীবন বহরে।
অতএব প্রাজ্ঞজনের আনন্দের জন্য,
সঠিক শয়নাসন হোক তবু দৈন্য ?
সে কারণে পুঙ্গব মুনি যে রাতি নন্দিত,
সে মুনির প্রভু যিনি তিনি অনুজ্ঞাত।

এ পর্যন্ত যথাসংস্থিতিকাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রম:ধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য বর্ণিত হলো।

৭৩. ১৩. নিম্নের যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে **নৈষ্যদ্যিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ** গ্রহণ করতে হয়। নৈষ্যদিকাঙ্গ ধুতাঙ্গধারী রাতের তিন যামের এক যামে ঘুম থেকে উঠে চংক্রমণ করবেন। ইর্যাপথগুলোর মধ্যে তিনি শয়ন করতে পারবেন না। ইহাই এ ধুতাঙ্গের বিধান। (79)

৭৪. ইহারও তিনটি ক্রমঃধাপ বিদ্যমান : এখানে যিনি উত্তম ধুতাঙ্গধারী তিনি পৃষ্ঠ-বিশ্রাম, (মঞ্চ) বা বস্ত্র দিয়ে বাঁকানো, চামড়া দিয়ে বাঁধা (আযোগপত্ত) (যাতে করে ঘুমিয়ে পড়ে না যায়) কেদারা ব্যবহার করা উচিত নয়। যিনি মধ্যম ধুতাঙ্গধারী তিনি উক্ত তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার ব্যবহার করতে পারেন। মৃদু ধুতাঙ্গধারী পৃষ্ঠ-বিশ্রাম, কাপড় দিয়ে বাঁকানো, চামড়া দিয়ে বাঁধা, কেদারা, বালিশ, পঞ্চাঙ্গ এবং সপ্তাঙ্গ পৃষ্ঠ ব্যবহার করতে পারেন। পঞ্চাঙ্গ হচ্ছে–একটি হেলানযুক্ত চারপা ওয়ালা চেয়ার, এবং সপ্তাঙ্গ হচ্ছে–চার পাযুক্ত হেলান এবং দুহাতের হাতলযুক্ত চেয়ার। এটি তৈরি হয়েছিল পিথাভয় থেরোর জন্য। স্থবির ছিলেন অনাগামী ফলপ্রাপ্ত, পরে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

উক্ত তিনটির মধ্যে যে কোন একটিতে শুয়ে পড়লে তাঁর ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। ইহা এ ধুতাঙ্গ লঙ্ঘনের উদাহরণ।

৭৫. **এ ধুতাঙ্গের সুফলগুলো হলো ঃ** তাঁর মানসিক বাধাগুলো এভাবে বর্ণিত : তিনি শয্যাসুখ বাসকে প্রশ্রয়, অলসভাবে শোয়ার আনন্দ, তন্দ্রাসুখ (মিদ্ধ) (M-i-102) ভোগ পরিহার করেন বলে অবস্থান সুফল স্মৃতি সাধনার অনুকূল, তাঁর আচরণ বিশ্বস্থতার পরিবর্দ্ধক, তাঁর দৃঢ়তা প্রায়োগিক, তিনি সম্যকাঙ্গ বর্ধন করেন।

৭৬. **বিঞ্‌ঞা তব্বো বিনয়চ্ছয়োতি।**
আভুজিত্বান পল্লঙ্কং পনিধায় উজুং তনুং,
নিসীদন্তো বিকম্পেতি, মারস্‌স হদয়যতি।
সেয়্য সুখং মিদ্ধসুখং –হিত্বা আরদ্ধবীরিয়ো,
নিসজ্জাভিরতো ভিক্‌খু –সোভয়ন্তো তপোবন।
নিরামিসং পীতিসুখং যস্মা সমাধিগচ্ছতি,
তস্মা সমযুজেয়্য –ধীরেক নেসজ্জিত বকতি।
কুসলত্তিকতো চেব ধুতাদীনং বিভাগতো।
সমাস ব্যসতো চাপি
– আড়াআড়ি সুস্থাপন কুশল তৎপর,
পদদ্বয় নিবৃত্ত থাকে উরুর উপর।
পৃষ্ঠ সোজা রেখে বসিবেন যতিবর,
পাপী মারের দুষ্ট হৃদয় কাঁপে থরথর।
চিত শয্যা হৃষ্ট পুষ্ট আনন্দ নয় আর,
অলসের গড়াগড়ি ধপাস শব্দ তার।
কে বসে নিবৃত্ত থাকে শুভ দৃষ্টিপাত,
ধুতজনের সম্মুখে শিখা অটবী সংম্‌পাত।
বিরাজে সুখ, শান্তি বহে আনে নিরন্তর,
তুচ্ছ বলে যাহা আছে আশা সংসার।
সে কারণে যথা শপথ নিশ্চয় গ্রহণ,
নৈষদিক ধীরজন স্বভাব শোভন।

এ পর্যন্ত নৈষদ্যিক ধুতাঙ্গধারীর ধুতাঙ্গ গ্রহণ (সমাদান), বিধান, ক্রমঃধাপ, লঙ্ঘন এবং সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণী ভাষ্য বর্ণিত হলো।

কুসলত্তিকতো চেব, ধুনদিনং ত্রিজগতো,
সমাস ব্যাসতো চাপি বিঞ্ঞেয়্য তব্বে বিনিচ্ছয়াতি
ইমিস্সা গাঙ্গয় বসেন বন্ননা হোতি।

৭৭. এক্ষণে গাথাবলম্বনে অর্থকথা বর্ণিত হলো ঃ
৪) কুশলময় ত্রিকেতে যা হইল ব্যাখ্যাত,
৫) কঠোর সংযম (ধুতাঙ্গ)তথা পৃথক সুখ্যাত।
৬) দল-গত বশে আরও (৭) এককে ভাজিত,
ব্যাখ্যাতে বিস্তর যাহা অভিজ্ঞান উচিত।

৭৮. ৪. এখানে **কুশল ত্রিকে** (Dhs.p.i) : 'ধুতাঙ্গ' শৈক্ষ্য, পৃথগজন এবং ক্ষীণাশ্রবগণ ভেদে সকল পর্যায়কে কুশল এবং অব্যাখ্যাত অনুসারে দু'ভাগে বিভক্ত। কোন ধুতাঙ্গে অকুশল নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে যে অকুশল ধুতাঙ্গ বিদ্যমান। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে "পাপেচ্ছুক ইচ্ছার শিকার হয়ে আরণ্যিক হয়ে থাকেন (A.iii-219) ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে তাকে বলা সঙ্গত, "অকুশল চিত্তে তিনি অরণ্যে বাস করেন না"–একথা আমরা বলি না। অরণ্যাবাসে তাঁর যে গুণ থাকুক না কেন তিনি আরণ্যিক। তিনি পাপেচ্ছুক বা অল্পেচ্ছুক হতে পারেন। কিন্তু পূর্বাহ্নে উক্ত হয়েছে (১১) এসব হলো ধুত ভিক্ষুর অঙ্গ। তিনি সেসব (ধুতাঙ্গ) গ্রহণের মাধ্যমে ক্লেশধূতে আঘাত করে (বিনষ্ট) করেছেন। অথবা তিনি 'ধুত' নামে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, যেহেতু ইহা দিয়ে ক্লেশকে ধুনন্ করেছে তা (এসকল) হলো এসবের অন্তর্গত অঙ্গ। এভাবেই তাঁরা ধুতাঙ্গধার অথবা এসকল 'ধুত'। কারণ এসব বিরুদ্ধ পক্ষকে নিধুনন্ করে বলে 'অঙ্গ'। এসব অঙ্গের প্রতিপত্তি বা আচরণ। অকুশল যতক্ষণ পর্যন্ত বিরাজমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে ধুতাঙ্গী বলা যাবে না। নতুবা যে কোন অকুশলকে অঙ্গের দ্বারা বিধুনন করা হয়েছে বলে তাকে 'ধুতাঙ্গ' বলে। অকুশল চীবরের লোলুপ্যতা, এবং প্রতিপত্তির অঙ্গ এ উভয় ধুনন করে না। এজন্যে বলা হয়েছে অকুশলের মধ্যে ধুতাঙ্গ নেই।

৭৯. কুশল ত্রিকের মধ্যে ধুতাঙ্গ বিনির্মুক্ত বলে যাদের ধারণা অর্থত: তাদের মধ্যে ধুতাঙ্গ নেই। অস্তিত্বহীন কি ধুনন্ করে ধুতাঙ্গ হবে? 'ধুতাঙ্গ পুর্ণ অনুসরণ (গ্রহণ) করে অগ্রসরমান (Vin.iii-15) এরূপ প্রবচন ও

প্রচলিত আছে। এ প্রবচন বিরুদ্ধার্থক বলে উক্ত। একারণে ইহা গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্থকথায় কুশল ত্রিক সম্পর্কে ইহা প্রথম আলোচিত।

৮০. **৫. ধুত এবং বৈশিষ্ট্যতা :** ধুত, ধুতবাদী, ধুতধর্মী, ধুতাঙ্গ এবং কার জন্য কোন ধুতাঙ্গ উপযোগী এসব বিষয় অবগত হওয়া উচিত।

৮১. এখানে ধুত : বলতে যে ব্যক্তির ক্লেশ অপসৃত হয়ে গেছে তাঁকে বোঝায়। ধুতবাদী ঃ তিনি ধুতাঙ্গধারী কিন্তু ধুতবাদী নহেন। অন্যজন ধুতাঙ্গ নহেন, কিন্তু ধুতবাদীধারী এবং আর একজন ধুতাঙ্গধারী এবং ধুতাঙ্গবাদী নহেন।

৮২. এখানে যিনি ধুতাঙ্গ অনুশীলনে নিজের ক্লেশমলকে ধুনন করেছেন কিন্তু অপরকে ধুতাঙ্গ অনুশীলনের জন্য উপদেশ এবং নির্দেশ প্রদান করেন না। তিনি বক্কুল স্থবিরের ন্যায় ধুতাঙ্গধারী কিন্তু ধুতাঙ্গবাদী নহেন। বক্কুল স্থবির ছিলেন ধুতাঙ্গধারী কিন্তু ধুতাঙ্গবাদী নয়। যিনি (81) ধুতাঙ্গ অনুশীলন করে ক্লেশমলকে ধুনিত করেননি কিন্তু অন্যকে ধুতাঙ্গ অনুশীলন করার জন্য উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তিনি উপানন্দ স্থবিরের ন্যায় ধুতাঙ্গধারী নহেন কিন্তু ধুতাঙ্গবাদী। উক্ত হয়েছে শাক্যপুত্র ভদন্ত উপানন্দ ধুতাঙ্গধারী নহেন কিন্তু ধুতাঙ্গবাদী। যিনি উভয়েতে ব্যর্থ তিনি লালুদায়ী স্থবিরের ন্যায় ধুতাঙ্গধারী নহেন এবং ধুতাঙ্গবাদী নহেন। যিনি এ উভয়ে সফলকাম তিনি ধর্ম সেনাপতির ন্যায় উক্ত হয়েছে ধুতাঙ্গধারী ভদন্ত সারীপুত্র ধুতাঙ্গধারী এবং ধুতাঙ্গবাদী ছিলেন।

৮৩. **ধুতাঙ্গের ধর্ম :** ধুতাঙ্গ অনুশীলনে পাঁচ প্রকার চেতনাধর্ম বিরাজ করে। তন্মধ্যে রয়েছে অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্ঠিতা, সল্লেখতা (কঠোর কৃচ্ছ্রতা), নির্জনতা-উৎকণ্ঠা রহিত-অবসন্নতা (পবিবেক) এবং ইদমত্থিতা (বিশেষজ্ঞ গুণ) গুণগুলো থাকলে তাকে ধুতধর্ম বলা হয। এসব ধুতধর্মের নির্ভরতা হচ্ছে অল্পেচ্ছতা, ইত্যাদি অধিবচন। (A.iii-219)

৮৪. এখানে অল্পেচ্ছতা এবং সন্তুষ্টিতা আলোভের প্রতীক। কঠোর কৃচ্ছ্রতা (সল্লেখ) এবং নির্জনতা উৎকণ্ঠাহীনতা-অবসন্নতা (পবিবেক) এবং ইদমস্তিতা (বিশেষ গুণ) হলো বিষয় জ্ঞানের নামান্তর। অবৈধ বস্তুতে লোভহীনতা অলোভ। সে বস্তুতে যে বিপজ্জনক অবস্থা লুক্কায়িত, তাকে

ধুনিত করণই অমোহ। অলোভ বলতে যেসব বস্তু ধুতাঙ্গে ব্যবহারযোগ্য তার মধ্যে ইন্দ্রিয় সঞ্জাত কামসুখের প্রসাদ ধুনন্ করা হয়। অমোহ হলো–যে কঠোরকৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে ধুতাঙ্গ অনুসৃত হয় তদ্বারা আত্মক্লিষ্টতাজনক যে ধুনন্ করা হয়। সে কারণে এগুলো ধুতাঙ্গের ধর্ম বলে অনুজ্ঞাত।

৮৫. **ধুতাঙ্গ** : তের প্রকার ধুতাঙ্গ জ্ঞাতব্য : তন্মধ্যে পাংশুকুলিকাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, পিন্ডপাতিকাঙ্গ, সাপদান চারিকাঙ্গ, একাসনিকাঙ্গ, পাত্রপিন্ডিকাঙ্গ, খলুপশ্চাৎ ভক্তিকাঙ্গ, আরণ্যিকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, অভ্যাবশিকাঙ্গ, শ্মশানিকাঙ্গ, যথাসন্থিতিকাঙ্গ, এবং নৈষ্যদ্যিকাঙ্গ। এগুলোর অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বশে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮৬. কাদের জন্যে কোন ধুতাঙ্গ অনুশীলন উপযুক্ত : রাগ চরিত এবং মোহ চরিতের পক্ষে ধুতাঙ্গ অনুশীলন উপযুক্ত সহায়ক। কেন? কারণ ধুতাঙ্গ অনুশীলনের ফলে দুঃখ প্রতিপদ এবং সল্লেখ (কঠোর কৃচ্ছ্রতা) বিহার হয়ে থাকে। ফলে দুঃখ প্রতিপদের ফলে লোভ উপশম হয়। সল্লেখতার ফলে মোহ উপশম হয়। অথবা অরণ্যিকাঙ্গ এবং বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ অনুশীলনে রাগ চরিতের জন্য উপযুক্ত। যারা এসবে বাস করে তাদের সংঘাতে যাবার পূর্বে দ্বেষ (ক্রোধ) অপনোদন হয়ে যায়।

ইহা ধুতাঙ্গ এবং বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির অর্থকথার ভাষ্য।(82)

৮৭. **৬+৭ দলগত এবং একৈক** : দলগত বশে : ধুতাঙ্গ সমূহ মূলত : আট প্রকার। তন্মধ্যে প্রধান তিনটি এবং পাঁচটি ব্যক্তিগত অঙ্গ। তিনটির মধ্যে সপদান চারিকাঙ্গ একাসনিকাঙ্গ এবং অভ্যাবশিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ প্রধান। যিনি সপদান চারিকাঙ্গ অনুশীলন করেন তাঁর পিণ্ডপাতিকাঙ্গি ধুতাঙ্গ অনুশীলিত হয়ে থাকে এবং যিনি পাত্রপিন্ডিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ এবং পশ্চাৎভক্তিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ অনুশীলন করেন, তিনি একাসনিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ পূর্ণভাবে অনুশীলন করেন। যিনি অভ্যাবকাশিক ধুতাঙ্গ অনুশীলন করেন তাঁকে বৃক্ষমুলিকাঙ্গ বা যথাসেংস্থিতিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ অনুশীলন করতে হবে ? এই তিনটি হল প্রধান ধুতাঙ্গ, যাতে অপর পঞ্জ ব্যক্তিগত ধুতাঙ্গ বর্তমান। অরণ্যিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ, পংশুকুরিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাকাঙ্গ ধুতাঙ্গ, নৈষ্যদ্যিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ এবং শ্মশানিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ আট ধুতাঙ্গের অন্তর্গত।

৮৮. **পুনরায় ধুতাঙ্গ চার প্রকার :** দুটি চীবর সম্পর্কিত এবং পাঁচটি পিন্ডনাত সম্পর্কিক সংক্রান্ত পাঁচটি শয়নাসন সম্পর্কিত একটি বীর্য সম্পর্কিত। এখানে নৈষদ্যিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ বীর্য সম্পর্কিত অবশিষ্টগুলো সুনির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট।

পুনঃরায় ধুতাঙ্গ সর্বমোট দুটি মাত্র। যেহেতু বারটি ধুতাঙ্গ প্রত্যান্তর্গত এবং একটি বীর্য সম্পর্কিত। ধুতাঙ্গ অনুশীলন এবং ধুতাঙ্গ অননুশীলন প্রেক্ষিত দু প্রকার। কোন ধুতাঙ্গধারী কর্মস্থান গ্রহণ করে যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে তাঁর ধুতাঙ্গ অনুশীলন কর্তব্য। আর কারো যদি কর্মস্থানের ক্ষতি হয তবে তাঁর ধুতাঙ্গ অনুশীলন উচিত নয়। যদি উক্ত দুইটি তার পক্ষে শ্রীবৃদ্ধির কারক, হানিকর নয় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুকম্পা করে তিনি ধুতাঙ্গ অনুশীলন করবেন। যদি তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, ধুতাঙ্গ অনুশীলন বা অননুশীল কোনটাতে তাঁর কর্মস্থান বৃদ্ধি হচ্ছে না ভবিষ্যতের সংস্কারার্থে তিনি ধুতাঙ্গ অনুশীলন করে চলবেন। সুতরাং অনুশীলন (সেবন) এবং অননুশীলন (অসেবন) বেধে ধুতাঙ্গ দুই প্রকার।

৮৯. **চেতনানুসারে সমস্ত ধুতাঙ্গ এক প্রকার।** এক প্রকার ধুতাঙ্গ অনুশীলন আছে। যার নাম হচ্ছে গ্রহণ (সমাদান) চেতনা। অর্থকথায় বলা হয়েছে। "চেতনাই ধুতাঙ্গ"।

ধুতাঙ্গ বিয়াল্লিশটি। তন্মধ্যে

৯০. **ঐকৈক :** ভিক্ষুগণের তেরটি, ভিক্ষুনিগণের আটটি, শ্রামণগণের বারটি, শ্রামণিগণের এবং শিক্ষমান শ্রামণীগণের সাতটি এবং উপাসক-উপাসিকাগণের দুটি।

৯১। বদি উন্মুক্ত আকাশের নিচে শ্মশানভুমি থাকে এবং তাতে আরণ্যিক ধুতাঙ্গ পালন হয় তবে এক ভিক্ষু একই সাথে সমস্ত ধুতাঙ্গ যুগপথ পালন করতে সমর্থ হন। কিন্তু আরণ্যিকাঙ্গ, খলু পশ্চাৎভক্তিকাঙ্গ এবং শ্মশাননিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ শিক্ষ্যমান ভিক্ষুণীগণের জন্য নিষিদ্ধ (৮৩)। এ তিনটি পালন তাদের জন্য কষ্টকর ঃ

অভ্যাবকাশিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ, বৃক্ষমুলিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ এবং শ্মশানিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ। কারণ কোন ভিক্ষুণী তার সঙ্গিনী ছাড়া বসবাস করা নিষিদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে সমমতের সঙ্গিনী মেলাও দুর্লভ। যদি লাভ করা যায় তবে সংশ্লিষ্ট

বিহার থেকে বিমুক্তি পাওয়া যায়া না। যদি তা সম্পাদিত হয় ধুতাঙ্গ অনুশীলন ক্বচিৎ সম্পন্ন হয়। এভাবে ধুতাঙ্গ অনুশীলন সম্ভব নয় বলে ভিক্ষুণীদের জন্য পাঁচটি পরিহার করে আটটি জ্ঞাতব্য।

৯২. ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গ ব্যতীত উপযুক্ত অপর বারটি শ্রমণদের জন্য। অপর সাত ধুতাঙ্গ শ্রামণী এবং উপাসিকাদের জন্য প্রতিপাল্য। একাসনিকাঙ্গ এবং পাত্রপিন্ডিকাঙ্গ এই দুই ধুতাঙ্গ উপাসক উপাসিকাদের জন্য প্রয়োগযোগ্য বলে ধুতাঙ্গ দুই।

৯৩. এই পর্যন্ত অর্থকথা ভাষ্যমতে দলগত এবং একৈক।

৯৩. অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্টিতা ইত্যাদির মতো বিশেষ গুনঃ বৈশিষ্ট্য পরিপুর্ণতার মাধ্যমে বিশুদ্ধিমার্গে বর্ণিত শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এ তিন শিরোনামের প্রথম শীল বিশুদ্ধি তা সম্পাদনার্থে যা গ্রহণ (সমাদান) করা উচিত এখানে সে ধুতাঙ্গ অনুশীলন বিবৃত হলো। গাথায় বিবৃতঃ

শীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো'তি শীলগুণে ভূষিত যে বিজ্ঞজন হয়' (১ম খন্ড)

উত্তম জনের প্রফুল্লতা বর্ধনের লক্ষ্যে বিরচিত "বিশুদ্ধিমার্গ" গ্রন্থের ধুতাঙ্গ অনুশীলন নামে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তথ্য সূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জি

১. একাসমিক : পাঁচ নিকায়ের মধ্যে যিনি এক নিকায়ে অভিজ্ঞ তিনি একাগমিক দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়।
(pm76)

২. দু ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন নৈষদ্যাঙ্গিক ধুতাঙ্গধারী। একথা কেউ জানত না। এক রাতে অপর ভাই আলোক সম্পাতে বলেন যে, তিনি বিছানায় বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, আপনি কি নৈষদ্যিক? অল্পেচ্ছতার কারণে তিনি যে ধুতাঙ্গধারী তা তাঁর জানা উচিত। স্থবির শুয়ে পড়লেন। তাঁকে পুনরায় ধুতাঙ্গ গ্রহণ করতে হয। সে কারণে কাহিনীটি বিবৃত হলো (pm.-77)

দ্বিতীয় খণ্ড

সমাধি

চিত্ত বিশুদ্ধি নির্দেশ

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মস্থান গ্রহণ বিবরণ

চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবয়ে,

'বিকশিত চিত্ত সদা প্রজ্ঞা ভাবময়'

১. (৮৪) উক্ত অধিবচনের আলোকে চিত্ত বিশুদ্ধি শিরোনামে সমাধি বর্ণিত হলো। ধুতাঙ্গ অনুশীলন করে অল্পেচ্ছতা, ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে যিনি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত তিনি কর্মস্থান ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারেন। কিন্তু কর্মস্থান অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত বলে অভিজ্ঞান লাভ সুখকর নয়, বৃদ্ধির প্রশ্নই আসে না। সে কারণে তার বৃদ্ধির বিস্তারিত উপায় কৌশল প্রদর্শনের লক্ষ্যে নিম্নের প্রশ্নমালা উপস্থাপিত হলো ঃ

ক. সমাধি কি ?

খ. কোন অর্থে সমাধি ?

গ. ইহার বৈশিষ্ট্য, কৃত্য (রস), অভিব্যক্তি (পচ্চুপট্ঠান) এবং প্রত্যেক কারণ (পদট্ঠান) কি কি ?

ঘ. সমাধি কত প্রকার ?

ঙ. সমাধির সংক্লেশ বা (মল) কি ?

চ. ইহার পারিশুদ্ধি (ব্যবধান) কি ?

ছ. কিরূপে অভিবৃদ্ধি করা যায় ?

জ. সমাধি অভিবৃদ্ধির সুফল (আনিসংস) কি কি ?

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর এখানে প্রদত্ত হলো ঃ

ক. **সমাধি কি ?**

সমাধি অনেক প্রকার এবং বিভিন্ন দিক আছে। তৎসমূদয়কে অন্তর্ভুক্ত করে উত্তর দিতে গেলে অভিপ্রেত অর্থ কিংবা উদ্দেশ্য কোনটাই সফল হয় না। অধিকন্তু চিত্ত বিক্ষেপ উৎপত্তি হয়। সে কারণে আমরা এখানে শুধু অভিপ্রেত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকব। তা হলো 'কুশল চিত্তের একাগ্রতাকে'[১] সমাধি বলবো।

খ. **কোন অর্থে সমাধি ?**

সমাধান অর্থে সমাধি। মূলত সমাধি কি ? একটি আলম্বনে (লক্ষ্য) সমভাবে (সসং) এবং সম্যকরূপে (সম্‌স) চিত্ত-চৈতসিকের ক্রীরেন্দ্র করচক্রে (আধান) সমাধি বলে। (৮৫) সমাধি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যাতে বিত্ত-বৈতসিকের গুণাবলি সমভাবে এবং সম্যকরূপে একটিমাত্র অবলম্বনে অবিক্ষিপ্ত ও বর্তমান।

৪. **গ. ইহার বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ), কৃত্য (রস), অভিব্যক্তি (পচ্চুপট্‌ঠান) এবং প্রত্যক্ষ কারণ (পদট্‌ঠান) কি কি ?**

চিত্তের অবিক্ষেপতা সমাধির বৈশিষ্ট্য। অবিক্ষেপতা দূর করা ইহার কৃত্য (রস) কম্পনহীনতা ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ (পচচুপট্‌ঠান) কারণ সুখময় চিত্তই সমাধিপ্রবণ হয়। (D.i-73)। সুখ ইহার প্রত্যক্ষ কারণ (পদট্‌ঠান)।

ঘ. **সমাধি কত প্রকার ?**

১. চিত্তের 'কম্পনহীন অবস্থা'- এ বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাধি প্রথমতঃ এক প্রকার।

২. উপচার এবং অপর্ণা ভেদে সমাধি দুই প্রকার। ৩. অনুরূপভাবে লৌকীয় এবং লোকোত্তর অনুসারে ৪. প্রীতিসম্পৃক্ত এবং নিস্প্রীতিক সম্পৃক্ত ৫. এবং সুখ সম্পৃক্ত এবং উপেক্ষা সম্পৃক্ত। ইহা তিন প্রকার ঃ ৬. হীন, মধ্যম এবং প্রণীত। অনুরূপভাবে ৭. সবিতর্ক এবং সবিচার ইত্যাদি ৮. প্রীতিযুক্ত ইত্যাদি এবং ৯. পবিত্র (সীমিত), মহদগত (উচ্চাশা প্রত্যাশী) এবং অপ্রমেয় সমাধি। ইহা চার প্রকার ঃ ১০. মন্দ-অভিজ্ঞা (অগ্রগতিতে কষ্ট) এবং শ্লথ- অভিজ্ঞা (ঢিলা অগ্রগতি) ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ১১. মন্দ-অভিজ্ঞা এবং ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা (দ্রুতগতি) ইত্যাদি। ১২. চার ধ্যানোপদান অনুসার ১৩. অংশগ্রহণ হ্রাস ইত্যাদি ১৪. কামাবচর, ইত্যাদি এবং ১৫. অধিপতি ইত্যাদি এবং ১৬. পাঁচ উপাদানের ভিত্তিতে পঞ্চধ্যান।

১. এখানে সকল সমাধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো- একই অবলম্বনে চিত্তের একাগ্রতা / একারণে সমাধি এক প্রকার।

২. এ অংশে উপচার সমাধিকে সমাধি বলা যায়। উপাচারে নিপন্ন হলে নীবরণ হতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ছয় অনুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, উপশমানুকুস্মৃতি, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, চার ধাতু ব্যবস্থাপন, এ চার

ভাবনা দ্বারা অর্জিত অপর্ণা সমাধির পূর্বভাগে চিত্তের যে একাগ্রতা তা উপচার সমাধি। অপর্ণা সমাধিকে পরিপূর্ণ সমাধি বলে। অর্পণা সমাধি সতত উপচার সমাধির অনুবর্তী হয়। এ কারণে ইহা দুই প্রকার।

৭. ৩. দ্বিতীয়াংশে তিন ভূমি ভেবে কুশল চিত্তের একাগ্রতাকে লৌকীয় সমাধি বলে। আর্যমার্গ সংযুক্ত একাগ্রতা লোকোত্তর সমাধি। এ কারণে সমাধি দুই প্রকার।

৮. ৪. তৃতীয়াংশে আনন্দযুক্ত তিন ধ্যানে যে একাগ্রতা তা সপ্রীতিক সমাধি এবং আনন্দহীন অবশিষ্ট দুইধ্যানে যে একাগ্রতা তা হলো নিষ্প্রীতিক সমাধি। (৮৬) উপচার ধ্যানে সপ্রীতিক এবং নিষ্প্রীতিক দুই থাকে। এ কারণে সমাধি প্রীতি সম্পৃক্ত এবং নিষ্প্রীতি সম্পৃক্ত বশে দুই প্রকার।

৯. ৫. চতুর্থাংশে চার পদ্ধতিতে তিন প্রকার ধ্যানপঞ্চে চার ধ্যানে সুখসহ যে একাগ্রতা তাকে বলে সুখ সম্পৃক্ত সমাধি। অপর পক্ষে উপেক্ষা বা মধ্যস্থ যে সমাধি ভাবনা সম্পাদিত হয় সে সমস্ত ধ্যান উপেক্ষা সম্পৃক্ত সমাধি। সুখ সম্পৃক্ত এবং উপেক্ষা সম্পৃক্ততার মধ্যে উপচার সমাধি বিদ্যমান। সুতরাং ইহা সুখ ও উপেক্ষা সম্পৃক্ত বশে দুই প্রকার।

১০. ৬. তৃতীয়াংশের এ স্থলে ধ্যানে সবেমাত্র যা প্রতিলব্ধ তা হীনপর্যায়ক্ষণ, যা সামান্যতম ভাবিত তা মধ্যম এবং যা সুসমাহিত তা প্রণীত সমাধি। এভাবে সমাধি হীন, মধ্যম এবং প্রণীত হয়ে থাকে।

১১. ৭. তৃতীয়াংশের এক্ষেত্রে সমাধি বির্তক ও বিচারের সঙ্গে উপনীত হলে তর্ক-বিতর্ক এবং সবিচার নামে খ্যাত হয়। সবিতর্ক-সবিচার, অবিতর্ক-সবিচার এবং অবিতর্ক-অবিচার ভেদে সমাধি হয়। এখানে প্রথম ধ্যানে সাধারণত সবিতর্ক-সবিচার সমাধি হয়। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক ব্যতীত বিচার সংযুক্ত সমাধি হয়। বিতর্ক-বিচার বিহীন অপরাপর ধ্যান লাভ হয়। এরূপে বিতর্ক-বিচার ইত্যাদি সহযোগে সমাধি তিন প্রকার।

১২. ৮. তৃতীয়াংশের এক্ষেত্রে প্রীতির সাথে উৎপন্ন সমাধি প্রীতি সহাগত ধান, সুখের সাথে উৎপন্ন সমাধি সুখ মহাগত ধ্যান, এবং উপেক্ষার সাথে উৎপন্ন সমাধি উপেক্ষা সহাগতধ্যান নামে উক্ত। আদি হতে দুধ্যানের একাগ্রতা প্রীতি সহাগত তৃতীয় ধ্যানের একাগ্রতা সুখ সহগত অবসানে চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা সহাগত হয়।

১৩. ৯. চতুর্থাংশের এ স্থলে উপচার ভূমিতে একাগ্রতা সীমিত সমাধি। ইহা অপরিপক্ব সমাধি। কারণ তাতে সমাধি বৃদ্ধির কোন উপযোগিতা নেই। রূপারচর ও অরূপারচর কুশলে মহদগত (মহগ্‌গত), সমাধি এবং আর্যমার্গ লোকোত্তর ভূমি সম্পৃক্ত একাগ্রতা (অপ্পমান) অপ্রমেয় সমাধি নামে অভিহিত।

১৪. ১০. চতুর্থাংশের এক্ষেত্রে দুঃখ প্রতিপদ শ্লথ অভিজ্ঞান, দুঃখ প্রতিপদ ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান সুখ প্রতিপদ শ্লথ অভিজ্ঞান এবং সুখ প্রতিপদ ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান সমাধি আছে। এতে চার প্রকার প্রতিপদ আছে সমাধিতে প্রথম অভিনি।

১৫. কেশ থেকে আরম্ভ করে সে পর্যন্ত না সে সে ধ্যানের উপচার উৎপন্ন হয়, সে পর্যন্ত প্রবর্তিত সমাধি-ভাবনা প্রতিপদা নামে অভিহিত। সে প্রতিপদা-কারো কাছে দুঃখজনক হয় আবার কারো নিকট সুখের হয়। অভিজ্ঞান কারো কাছে শ্লথ (কঠিন), কারো নিকট মন্থর, আবার কারো কাছে ক্ষিপ্র, অমন্দা ও শীঘ্র প্রবর্তিনী হয়ে থাকে।

১৬. এখানে আমরা অনুকূল (সপ্‌পায়) এবং অননুকূল (অসপ্‌পায়), প্রতিবন্ধক জনিত পূর্বকৃত্যাদি ও অপর্ণা ধ্যান বর্ণনা করব। যখন কেউ তার অনুকূলে কি তা সেবা করে তখন তার দুঃখ প্রতিপদ হয়। এবং তার অভিজ্ঞা মন্দ হয়। যখন তিনি অনুকূল সেবা করেন তখন তার সুখ প্রতিপদ হয় এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্ত হয়। সে প্রথমে অননুকূল ও পরে অনুকুলসেবী হয় অথবা প্রথমে অনুকূল ও পরে অনুকূলসেবী হয় তার বিমিশ্রিত অভিজ্ঞা হয়। পূর্বকৃত্য পরিবন্ধ ও উপচ্ছেদ অসম্পন্ন রেখে ভাবনা করলে তার দুঃখ প্রতিপদ হয়ে থাকে। এছাড়া বিপরীতক্রমে তার সুখ প্রতিপদ হয়ে থাকে। অপর্ণা কৌশল অসম্পন্ন থাকলে তার অভিজ্ঞা মন্দ হয় এবং সম্পন্নকারীর ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা হয়।

১৭. অধিকন্তু, সাধক শমথ বিদর্শনে[২] অভিসুখী হলেও তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা এ দুই শ্রেণীতে প্রভেদ জ্ঞাতব্য তৃষ্ণাবিভূত হলে দুঃখ প্রতিপদ এবং প্রতিপদ তৃষ্ণা বিহীন হলে সুখ প্রতিপদ হয়ে থাকে। অবিদ্যায় অভিভূত হলো মন্দাভিজ্ঞা এবং প্রবিদ্যা অনভিভূতের ক্ষিপ্র প্রতিজ্ঞা হয়।

১৮. এছাড়া ক্লেশ এবং ইন্দ্রিয় অনুসারেও প্রভেদ (শ্রেণি বিন্যাস) করা যায়। কারো ক্লেশ যদি ক্ষিপ্র হয় এবং ইন্দ্রিয় মন্দ হয়, তবে তার প্রতিপদ মন্দ এবং অভিজ্ঞাত (শ্লথ) হয়। কিন্তু যদি তার ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ম হয় তবে তার

অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র হয়। যদি তার স্থুল ক্লেশ এবং ইন্দ্রিয় মৃদু হয় তবে অভিজ্ঞা শ্লথ হয়ে থাকে। যদি তার ইন্দ্রিয় তীক্ষণ হয় তবে তাঁর অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র হয়ে থাকে।

১৯. সুতরাং এসব প্রতিপদ ও অভিজ্ঞার ভেতর দিয়ে যে পুদগল প্রতিপদ ও শ্লথ অভিজ্ঞায় সমাধি লাভ করেন তাঁর সমাধিকে দুঃখ প্রতিপদ মন্দাভিজ্ঞা বলে। অবশিষ্ট তিন সমাধিতে ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এভাবে দুঃখ প্রতিপদ এবং মন্দ অভিজ্ঞা অনুসারে চার প্রকার হয়ে থাকে।

২০. ১১. চতুর্থাংশের দ্বিতীয় ভাগে সীমিত আলম্বনে সীমিত সমাধি, সীমিত আবলম্বনে অপ্রমেয় সমাধি, অপ্রমেয় সমাধির সঙ্গে সীমিত আলম্বন, সীমিত আম্বনের সঙ্গে অপ্রমেয় সমাধি এবং অপ্রমেয় আলম্বনের সঙ্গে অপ্রমেয় সমাধি। এখানে যে সমাধি দুর্বল (অল্পগুণ সম্পন্ন) যা উচ্চতর সমাধির প্রত্যয় হতে পারে না তা সীমিত (পবিত্র) সমাধি। (৪৪) যে অবর্দ্ধিত আলম্বনে প্রবর্তিত করে তখন সীমিত (পবিত্র) আলম্বন। যে আলম্বনে পুর্ণাধিক্য বিদ্যমান, সুভাবিত ও উচ্চতর সমাধির প্রত্যয় হতে সক্ষমতা অপ্রমেয়। যখন ইহা বর্দ্ধিত আলম্বনের সাথে প্রবর্তিত হয় তখন ইহা অপ্রমেয় আলম্বন। মিশ্রিত প্রক্রিয়া মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য বলে জ্ঞাতব্য। এভাবে সীমিত আলম্বনের সীমিত সমাধি ইত্যাদিরূপে জ্ঞাতব্য।

২১. ১২. চতুর্থাংশের তৃতীয়ভাগে পঞ্চ নীবারণ - বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও সমাধি যুক্ত সমাধি যে সে নামে অভিহিত। উক্ত পঞ্চ নীবারণ প্রথম ধ্যানে বিমুক্ত থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে তিন উপাদান বর্তমান থাকে এবং বিতর্ক ও বিচার উপশান্ত হয়। তারপর প্রীতিহীন তৃতীয় ধ্যান লাভ হয় এবং তাতে শুধু সুখ ও সমাধিজনিত দুই উপাদান বর্তমান থাকে। অত:পর সুখ সমন্বিত উপেক্ষা বেদনা সংযুক্ত চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়। চার ধ্যানের উপাদান অনুসারে ধ্যান চার প্রকার। সুতরাং চার ধ্যানের উপাদান অনুসারে ধ্যান চার প্রকার।

২২. ১৩. চতুর্থাংশের চতুর্থভাগে - নিস্কৃতম সমাধি, স্থিতিশীল সমাধি, বিশেষত্ব সমাধি এবং নির্বেদ সমাধি অনুসারে সমাধি চার প্রকার রয়েছে। এখানে প্রথম অংশগ্রহণ হ্রাস প্রতিকূলজনক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ধ্যানরূপে জ্ঞাতব্য। দ্বিতীয়টি (হানভাগীয়)

২৩. (১৪) পঞ্চমাংশের চতুর্থভাগে কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর এবং অপর্যাপন্ন ভেদে সমাধি চার প্রকার। এখানে কামাবচর ধ্যান হলো সর্ব সমাধিতে প্রবেশ সমাধি। নিরোধ ধর্মসমূহের দ্বারা পঞ্চ নীবরণ অপসারণ করে যে সমাধি লাভ হয় তা কামাবচর ধ্যান, চারধ্যানকে রূপাবচর ধ্যান এবং চার অরূপভূমির ধ্যানকে অরূপাবচর ধ্যান বলে। চার মার্গ ও চার ফলধ্যনকে অপর্যাপন্ন ধ্যান বলে। সুতরাং কামাবচর ভেগে ধ্যান চার প্রকার ইত্যাদি।

২৪. (১৫) ষষ্ঠাংশের চতুর্থভাগে–যদি ভিক্ষু প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে (ছন্দ) প্রাধান্য দিয়ে সমাধিতে চিত্তৈকাগ্রতা উৎপাদন করেন, চিত্ত সংযমের মাধ্যমে একাগ্রতা উৎপাদন করেন প্রবল বীর্যশক্তি কে প্রাধান্য দিয়ে সমাধিতে চিত্তেকাগ্রতা উৎপাদন করেন, চিত্ত সংযমের একাগ্রতা উৎপাদক করেন। এবং নিরীক্ষার (বিমংসা) মাধ্যমে প্রবল একাগ্রতা আনায়ন করেন তাকে অধিপতি সমাধি বলে (৪৪)। অধিপতি সমাধি এখানে শ্রেষ্ঠার্থে প্রবলার্থে ব্যবহৃত। এভাবে অধিপতি অর্থে সমাধি চার প্রকার।

২৫. (১৬) ষষ্টাংশের পঞ্চভাগে পাঁচ প্রকার ধ্যানকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাতে বিতর্ক অতিক্রম (বিহীন) সমাধি দ্বিতীয় ধ্যান। অনুরূপভাবে বিতর্ক ও বিচার ইত্যাদি অতিক্রম করে যে সমাধি লাভ হয় তা তৃতীয় ধ্যান। এভাবে পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ অনুসারে সমাধি পাঁচ প্রকার। সুতরাং সমাধি পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ অনুসারে জ্ঞাতব্য।

২৬. ঙ. **সমাধির সংক্লেশ (মল) কি ?**

চ. **ইহার পরিশুদ্ধি (ব্যবধান) কি?** এ প্রশ্নের উত্তর বিভঙ্গ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ সংক্লেশ হলো হানভাগীয় ধর্মের বিদ্যমানতা। আর পরিশুদ্ধি হলো বিশেষভাগীয় ধর্মের অবস্থা। (Vbh.343). এখানে প্রথম ধ্যান লাভীর পক্ষে যদি তাঁর মধ্যে কামসহাগত সংজ্ঞাও মনসিকারবহুল হয়, তবে তাঁর প্রজ্ঞা হানভাগীয় হয় এবং অবিতর্ক সহাগত ও মনসিকারবাহুল্য হয়, তবে তাঁর প্রজ্ঞা বিশেষভাগীয় বলে জ্ঞাতব্য। (Vbh.330) পারিশুদ্ধি হলো বিশেষভাগীয়তা।

২৭. **ছ. সমাধি কিভাবে অভিবৃদ্ধি করা যায়?**

(ক. অভিবৃদ্ধি সংক্ষিপ্তাকারে)

সমাধি অভিবৃদ্ধির উপায় দু প্রকার আর্যমার্গ সম্পৃক্ত। মার্গদ্বয় হলো লৌকিয় ও লোকোত্তর। এজন্যে এখানে আমরা পৃথকভাবে অভিবৃদ্ধি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করবো না। প্রজ্ঞা ভাবনা বিধানে এসম্বন্ধে আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে।

২৮. কিন্তু পূর্বে বর্ণিত মতে কেউ নিজের শীল বিশোধন করে বিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠিত হলে লৌকিয় সমাধি বৃদ্ধির সাধনা করতে পারেন। তাঁকে দশ প্রকার প্রতিবন্ধকতা উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি কর্মস্থান প্রদানকারী কল্যাণমিত্রের নিকট গমন করবেন। চল্লিশ প্রকার কর্মস্থান ভাবনায় তাঁর চরিতানুকূল যেটি সেটিই বেছে নিয়ে সমাধি ভাবনা করবেন। ভাবনার অন্ত-রায়কর বিহার পরিত্যাগ ও অনুরূপ নির্বাচন করবেন। অত:পর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অন্তরায়কর প্রতিবন্ধক উচ্ছেদান্তে ধ্যানের সকল বিধান অনুসরণ করে সাধনায়রত হবেন। ইহা সংক্ষেপ বর্ণনা।

(খ. অভিবৃদ্ধি বিস্তৃতাকারে)

২৯. দশ প্রকার প্রতিবন্ধকসমূহ :

পূর্বোক্ত দশ প্রকার প্রতিবন্ধকের মধ্যে যা তাঁর কাছে বিদ্যমান তা উচ্ছেদ করতে হবে। এ স্থলে সে দশ প্রতিবন্ধক হচ্ছে :

অবাসো চ কুলং লাভো, গণবম্মঞ্চ মাঞ্চমং,
তদ্ধানং ঞাতি অলাভো গন্ধো ইদ্ধীতি তে দশাতি।

– বাসগৃহ কূল আর স্থান লাভময়,
শৈক্ষ্যগণ পঞ্চ যথা গৃহ সুআশ্রয়।
পর্যটন স্থান আপনজন ব্যাধি গ্রন্থালয়,
ঋদ্ধিবিদ্যাসহ দশ বিরাজে তথায়।

এখানে আবাসগৃহ আবাস প্রতিবন্ধক। এরূপে কুলক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক।

৩০. ১) আবাস অর্থে এখানের সংঘের জন্য এক কক্ষ, ভিতরের এক ঘর, একটি পর্ণকুটীর অথবা গণসংঘের এক কামরা বোঝায়। সকলের জন্য এটি প্রতিবন্ধক হয় না, মুক্ত আবাসের প্রতি যে সকল সাধকের আকর্ষণ থাকে। লুব্ধ প্রবণতা থাকে তাদের জন্যে তা প্রতিবন্ধক স্বরূপ। শুধু যারা আবাস সংক্রান্ত কাজে আবদ্ধচিত্ত তাঁদেরই প্রতিবন্ধক, অন্যদের জন্য নয়।

৩১. এখানে একটি প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান উপস্থাপিত হল: দুইজন কুলপুত্র নাকি অনুরাধাপুর হতে নিস্ক্রান্ত হয়ে প্রধান বিহার স্তুপারামে গিয়ে প্রব্রজ্যিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দুই মাতিকা কণ্ঠস্থ করে পাঁচ জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়ে প্রবারণা গমন করেন। এবং অপরজন সেখানে থেকে গেলেন। প্রাচীন নগর খণ্ডরাজিতে অবস্থানকারী ভিক্ষু স্থবির হয়ে চিন্তা করলেন "এ স্থান

ধ্যান-সমাধির উপযুক্ত স্থান” বলে আমার অপর বন্ধুকে জানাই। এরূপ চিন্তা করে তিনি স্তুপারামে গমন করেন। স্তুপারাম নিবাসী স্থবির বন্ধুকে সম্মানে স্বাগত জানান।

৩২. আগন্তুক স্থবির নিজের জন্য নির্ধারিত শয়নাসনে গমনপূর্বক পানীয় ও ভৈষজ্যাদি প্রত্যয় পরিভোগের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু কোন প্রত্যয় বিহারাধ্যক্ষ পাঠালেন না।

৩৩. রাতের পর পরের দিন সকালের প্রাত:রাশের আশাহত হয়ে ভিক্ষাচরণ করে উভয়ে লব্ধ যাগুপানী করলেন। এভাবে আহারের সময়েও অনায়াস ভাত না পেয়ে উভয়ে ভিক্ষাচরণ করে লব্ধ পিণ্ড ভোজন করেন। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আগন্তুক স্থবির “সুখের স্থান” খণ্ডরাজিতে বন্ধুকে নিয়ে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু স্তুপারাম অধ্যক্ষ কুম্ভকার গ্রামের পথ ধরে দক্ষিণ দিকে নিষ্ক্রান্ত্র হলেন। খণ্ডরাজির দিকে না গিয়ে কুম্ভকার গ্রামের দিকে যাত্রা করলে আগন্তুক স্থবির বললেন, “ভন্তে এ পথে যাচ্ছেন কেন ?” উত্তরে অপর বন্ধু বললেন, “বন্ধু, তুমি প্রাচীন খণ্ডরাজির প্রশংসা করলে কিনা? তাই।

৩৪. প্রাচীন খণ্ডরাজির স্থবির প্রসন্ন অন্তরে স্তুপারামের স্থবিরের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে বললেন, “ভন্তে, আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির সর্বত্রই অরণ্যবাস হয়ে থাকে। “স্তুপারামে পরপর চারজন বুদ্ধের ধাতুনির্বাণ আছে, লৌহ-প্রাসাদে-অনুকূল ধর্ম শ্রবণ, মহাচৈত্য দর্শন ও স্থবিরগণের দর্শন লাভ হয়। বুদ্ধ সমকালীন অবস্থা যেন প্রবর্তিত হচ্ছে। আপনি এখানে বাস করুন। দ্বিতীয় দিন স্থবির স্তুপারামে ফিরে গেলেন। প্রাচীন খণ্ডরাজির স্থবিরের মতো ব্যক্তির আবাস পরিবন্ধ হয় না।

৩৫. কুল বা পরিবার বলতে আত্মীয় স্বজন বা পরিপোষণকারীকে বোঝায়। ভিক্ষুদের কুললতে চার প্রকার প্রত্যয় দায়কগণকে বোঝায়। তারা উপস্থায়ক। তারা সুখী হলে ভিক্ষু সুখানুভব করেন (s-ii-11)। এভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে বসবাস করতঃ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। এরূপ কুলের লোকজন ছাড়া স্থানীয় কোন বিহারে ধর্ম শুনতেও যান না। আবার কারো মাতা-পিতাও প্রতিবন্ধক হয় না। যেমনটি ঘটেছিল কোরণ্ডক বিহার নিবাসী স্থবিরের ভাগিনা তরুণ ভিক্ষুর বেলায়।

৩৬. তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে রোহন মামা স্থবিরের নিকট যেতেন। স্থবিরের বোন তাঁকে প্রতিনিয়ত জিজ্ঞেস করতেন তার ছেলে রোহন কেমন করছে। একদিন স্থবির রোহনকে ফিরিয়ে আনতো যাত্রা করলেন।

৩৭. তরুণ ভিক্ষু ভাবলেন "দীর্ঘদিন ধরে এখানে বাস করছি এবং উপাধ্যায়কে দেখা হয়নি এবং উপাসিকাকে (মা) দেখা হবে।" এভেবে রোহন যাত্রা করলেন। তারা উভয়ে মহাবেলীর তীরে নদীর পরস্পর দেখা হলো্ স্থবির রোহনকে পেয়ে এক বৃক্ষের তলায় বসলেন।

৩৮. পরদিন তার পিতা বিহারে এসে জিজ্ঞেস করল, "ভন্তে আমাদের প্রদত্ত শয়নাসন কে পেলেন?" উত্তরে "একজন আগন্তুক ভিক্ষু" পেয়েছে শুনে খুশি হল এবং তার নিকট গিয়ে বললো-"ভন্তে আমাদের প্রদত্ত শয়নাসনে বর্ষাবাসকারীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আছে।" "তা কি উপাসক?" "তিন মাস আমাদের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রবারণা করবেন এবং যাবার সময় আমাদের জ্ঞাত করে যাবেন।" আগন্তুক তুষ্ণীভাবে সম্মতি জানালেন। উপাসক ঘরে গিয়ে পরিবার পরিজনকে জানালেন "আমাদের শয়ানাসনে একজন আগন্তুক ভিক্ষু বর্ষাযাপন করবেন। তাঁকে যত্নের সাথে দেখাশোনা করতে হবে।" তার স্ত্রী তাতে সম্মতি জানিয়ে উত্তম খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করল। যুবক ভিক্ষু জ্ঞাতি ঘরে পিণ্ডাচরণে এসে ভোজন করলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারল না।

৩৯. তাদের ঘরের পিণ্ড ভোজন করে তিনমাস বর্ষা অতিক্রান্ত করে তিনি তাঁর প্রস্থানের সময় জানালেন। জ্ঞাতিগণ "আগামীকাল যাবেন" বলে সময় নিলেন। পরের দিন নিজেদের ঘরেই ভোজন করালেন আর তৈল, গুড়, নয় হাত নব বস্ত্র তাকে দান করে বিদায় জানান। বিদায় নিয়ে রোহন স্থবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

৪০. তাঁর উপাধ্যায় স্থবির বর্ষাব্রত শেষে প্রবারণার পর প্রত্যাবর্তন পথে পূর্বোক্ত স্থানেই তাঁর সাথে দেখা হল। তিনি বৃক্ষমূলে গুরুর প্রতি ব্রত সম্পাদন করেন। উপাধ্যায় জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে, ভদ্রমুখ, কি, কেমন কাটালে সেখানে? উপাসিকার (মা) সাথে দেখে হয়েছিল কি ?" উত্তরে রোহন বললেন, "হ্যাঁ ভন্তে"। তিনি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে খুলে বললেন। রোহন সে তৈল, গুড় এবং বস্ত্র দান করে গুরুর সেবা করলেন। স্থবির আমার রোহন অতীব সৈন্য"-একথা বলে শিষ্য ও উপাধ্যায় পরস্পর বিপরীত মুখে চলে গেলেন। পরদিন স্থবির কোরণ্ডক গ্রামের বিহারে প্রবেশ করলেন।

॥১. তাঁর বোন উপাসিকা 'আমার ভাই রোহনকে নিয়ে আসছেন'-ভেবে পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। যখন সে স্থবিরকে একা প্রত্যাবর্তন করতে দেখলেন, তখন ভাবলেন, "আমার পুত্র রোহন নিশ্চয় মারা গেছে।"-উপাসিকা স্থবিরের পদতলে নিপতিত হয়ে কান্না ও বিলাপে ভেঙে পড়লো। যুবক

অল্পেচ্ছতায় ঋদ্ধ হয়ে নিজেকে প্রকাশ না করে চলে গেলো” বলে সন্দেহ করেন। (93) অতঃপর স্থবির ভাগিনা রোহনের পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে প্রকাশ করে তাদের প্রদত্ত নয় হাত নব বস্ত্র প্রদর্শন করে আশ্বস্ত করলেন।

৪২. উপাসিকা প্রসন্নতা উৎপাদন করলো। যেদিকে তার পুত্র গমন করেছে সেদিকে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করলো। সো বললো–“ভগবান, রথবিনীত, নালক, তুবটক এবং মহা অরিয় পরিয়েসন সুত্তান্ত এবং চার প্রত্যয় ভোগী। ভাবনারামজনিত যে উদ্দীপক উপদেশ দিয়েছেন–“আমার পুত্র সদৃশ ভিক্ষুদের উদ্দেশ করেই দেশনা করেছেন। গর্ভধারিণী মায়ের ঘরে তিন মাস পিণ্ডাচরণ করেও “আমি পুত্র এবং তুমি মাতা” বলে প্রকাশ করল না। কি আশ্চর্য মানুষ। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মাতা পিতার প্রতিবন্ধক হয় না, কোথায় অপর উপস্থাপককুল?

৪৩. ৩) **লাভ** হলো-চার প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট লাভ : এগুলো কিভাবে প্রতিবন্ধক হয় ? যখন কোন পুণ্যবান কোথাও যায় লোকেরা তাঁকে প্রচুর পরিমাণে চতুর্প্রত্যয় দান করে। তাদের আশীর্বাদ প্রদান এবং ধর্মদেশনা করতে করতে শ্রমণ ধর্ম আচরণ করার সময় পায় না। সূর্যোদয় হতে রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত লোক সমাগম লেগে থাকে। বহু পিণ্ডপাতগ্রহকারী অতি ভোরে এসে “ভন্তে অমুক উপাসক, অমুক উপাসিকা। বন্ধু, বন্ধুর কন্যা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়” বলে খবর পাঠায়। তিনি উত্তরে বলেন, আমি পাত্র চীবর নিচ্ছি। সুতরাং তাঁকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। তাঁকে তার সঙ্গ ত্যাগ করে নির্জন বিচরণ করা উচিত। এরূপে প্রতিবন্ধক ছিন্ন করা যায়।

৪৪. ৪) **গণ** হলো একাধিকজন। শ্রেণি অর্থে গণ হয়। সূত্রান্তি ও আভিধানিগণ বোঝায়। এ পর্যায়ে প্রশ্নকরণ এবং উত্তর দান অনুষ্ঠান হয় তবে ধুতাঙ্গ অবলম্বনের সময় থাকে না। সেক্ষেত্রে শ্রেণী প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অসমাপ্ত গণ শিক্ষা সমাপ্ত করে অতিশীঘ্র অরণ্যবাসী হয়ে তাঁকে প্রতিবন্ধকমুক্ত হওয়া উচিত। যদি শ্রেণিতে সামান্যতম শিক্ষা সমাপ্ত। কিন্তু বেশিরভাগ বাকি থাকে (94) তবে যোজন অন্তর না গিয়ে যোজনের মধ্যে অপর গণাচার্যকে শিক্ষা দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। তাতেও সম্ভব না হলে “বন্ধুগণ, আমার এক কাছ আছে, তোমরা সুবিধামতো স্থানে যেতে পারে” বলে গণসংযোগ ত্যাগ করা কর্তব্য।

৪৫. ৫) **কর্ম**-কাজ করাকে বোঝায়। এ কাজ হচ্ছে নতুনের জন্য কাজ। যে নতুন কাজ সম্পন্ন করান তাঁকে কাজ কতদূর হলো, কি পরিমাণ বাকি

আছে তার উপকরণ সংগৃহীত আছে কিনা বাটুই পাওয়া গেল কিনা জানার জন্য উৎসুক্য, যদি সামান্য বাকি থাকে তা সমাপ্ত করা উচিত। যদি অধিক বাকি থাকে তবে তা ভিক্ষু সংঘকে হস্তান্তর করা কর্তব্য; যদি তা সংঘের জন্য হয়ে থাকে, যদি তা নবকর্ম হয়ে থাকে বা যদি তা নিজের জন্য হয়ে থাকে তবে তা সংশ্লিষ্টদের হাতে ন্যস্ত করেন যদি সেভাবে হস্তান্তর সম্ভব না হয়, তবে সংঘের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

৪৬. ৬) ভ্রমণ মার্গমগন অর্থে কোথাও গমন করা। যার কোথাও প্রব্রজ্যা দানের কথা থাকে যদি কোথাও গেলে প্রত্যয় লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা লাভ না করা পর্যন্ত আক্রান্ত অনুভব করে, অরণ্যে গমন করে শ্রমণ ধর্ম যাপন করা দুর্দমনীয় চিত্ত হয়ে থাকে। তবে তথায় গিয়ে সে কাজ নিষ্পন্ন করে শ্রমণ ধর্মে প্রীতিবর্ধন করা উচিত।

৪৭. ৭) **জ্ঞাতি** বা স্বজন হলো আপনজন। তন্মধ্যে আচার্য, উপাধ্যয়, অন্তেবাসী, সমান উপাধ্যায়, সমান আচার্য বিহারে অবস্থান করে। ঘরে মাতা-পিতা, ভাই ইত্যাদিকে বোঝায়। তাঁরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা যথাযথ চিকিৎসা এবং সেবা প্রদান করে উচ্ছেদ করা কর্তব্য।

৪৮. এখানে উপাধ্যয় যদি পীড়িত হয়ে পড়েন, অদূর ভবিষ্যতে শীঘ্র আরোগ্য লাভের আশা না থাকে তবে যাবজ্জীবন তাঁর সেবা করা উচিত। সেরূপ প্রব্রজ্যা আচার্য, উপসম্পদা আচার্য, সার্দ্ধবিহারী উপসম্পদা প্রদত্ত প্রব্রজ্যিত, অন্তেবাসকারী, সমানোপাধ্যায়ককেও যাবজ্জীবন সেবা শুশ্রুষা করা উচিত। নিশ্রয়াচার্য, উদ্দেশাচার্য, নিশ্রয় অন্তেবাসকারী, উদ্দেশ অন্তে বাসকারী, সমানাচার্যের যতক্ষণ পর্যন্ত রোগমুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেবাদান করা উচিত।

৪৯. উপাধ্যায়ের ন্যায় মাতাপিতা সেবা করা কর্তব্য। যদি তারা একই রাষ্ট্রে বাস করে এবং পুত্রের সেবা প্রত্যাশী হয় তবে সেবাদান কর্তব্য। (95) যদি তাদের ঔষুধ না থাকে তবে নিজের ঔষধপথ্য তাদের দেওয়া উচিত। যদি তাদের সঞ্চয় না থাকে তবে ভিক্ষাচরণে সংগ্রহ করে প্রধান করা উচিত। কিন্তু ভাই-বোনের ক্ষেত্রে তার যা থাকে তা যোজনা করে দেওয়া কর্তব্য। যদি তাদের কিছু না থাকে তবে তাদের ধার স্বরূপ প্রদান উচিত। অবশ্য পরে তা ফিরিয়ে নিতে হবে। যদি পরে ফিরিয়ে না দেয় তবে কোন অভিযোগ করা যাবে না। অজ্ঞাতি ভগ্নিপতিকে ঔষুধপথ্য দেওয়া কিংবা প্রস্তুত করা উচিত নয়। কিন্তু ভগ্নিকে তার স্বামীর জন্য "এটা তোমার স্বামীকে দেবে" বলে বোনকে যেতে পারে। তেমনিভাবে ভ্রাতৃবধূর জন্য

প্রযোজ্য। কিন্তু তাদের ছেলেমেয়ে জ্ঞাতি বলে তাদের দেওয়া অনুমোদনযোগ্য।

৫০. ৮) **শারীরিক বা মানসিক ক্লেশকে রোগ বোঝায়।** যখন এসব বাধা জন্মায় তখন তাকে ক্লেশ প্রতিবন্ধন বলে। এক্ষেত্রে চিকিৎসান্তে ঔষুধ সেবন করে তা মুক্ত হওয়া দরকার। কিছুকাল ব্যবহারের পর সুস্থ না হলে নিজেকে সম্বোধন করে। আমি তোমার দাস নই, ভৃত্যও নই, তোমাকে শূন্যগর্ভ হতে পুনর্জন্ম অবধি পোষণ করতে গিয়ে সংসারাবর্তে দুঃখভোগ করছি। বলে আত্মনিগ্রহ করে শ্রমন ধর্ম প্রতিপালন কর্তব্য।

৫১. ৯) **গ্রন্থ বা গ্রন্থপাঠ, গ্রন্থন বোঝায়।** শাস্ত্র নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ততার দায়। যিনি সর্বক্ষণ আবৃত্তি, পাঠ, লেখন প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকেন তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যদের জন্য নয়। এখানে প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। জনৈক মজ্ঝিম ভানক রেবত স্থবির পার্বত্য দেশের মালয়ের অধিবাসী রেবত স্থবিরের নিকট গিয়ে কর্মস্থান প্রার্থনা করেন। স্থবির তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “বন্ধু, তুমি পর্যাপ্ত শিক্ষায় ক প্রকার? উত্তরে তিনি বললেন, মজ্ঝিম নিকায় আমার কণ্ঠস্থ” স্থবির বললেন “মজ্জিমতে” কঠোর দায়িত্ব আছে। ‘মূল পন্নাস’ মুখস্থ করতে গিয়ে তাকে “মজ্ঝিমপন্নাসক” এর সম্মুখীন হতে হয়। যখন তিনি মজ্ঝিম পন্নাস আবৃত্তি করেন তখন “উপরিপন্নাস” এসে পড়ে। সুতরাং তোমার কর্মস্থানের সময় কোথায়? পূজ্য ভন্তে, আমি আপনার থেকে কর্মস্থান নিয়ে “আমি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করব না। তিনি কর্মস্থান গ্রহণ করে “বিশ বৎসর পরে অর্হত্ব লাভ করেন। এসময় তিনি পিটক আবৃত্তি বন্ধ রেখেছিলেন। পরে শৈক্ষ্যগণ তার কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের বললেন, “বন্ধুগণ, আমি বিশ বৎসর ধরে পিটক আবৃত্তি করিনি। (99) তারপরও তাতে আমার ব্যুৎপত্তি আছে। তোমরা আরম্ভ কর। আদি হতে অন্তপর্যন্ত এক অক্ষরেও তাঁর দ্বন্দ্বে বোধ হয়নি।

৫২. কুরলিয়াগিরি নিবাসী নাগ স্থবিরও দীর্ঘ আঠার বৎসর ধরে কণ্ঠস্থ বিদ্যা পরিহার করেছিলেন। পরে তিনি ভিক্ষুদের ‘ধাতুকথা’ আবৃত্তি করে শোনান। অনুরাধাপুর নগরবাসী স্থবিরগণ অনুবেক্ষণ করে দেখলেন, “কোন প্রশ্নই তার শ্রেণিক্রম লঙ্ঘন করেনি।

৫৩. মহাবিহারের ত্রিপিটক চুল-অভয় স্থবির ও অট্‌ঠকথা অধ্যয়নের পূর্বে ত্রিপিটকের পঞ্চনিকায় আবৃত্তি করবেন বলে সুবর্ণভেরী ছড়ালেন। ভিক্ষুগণ জিজ্ঞেস করলেন, “কোন আচার্যের নিকট এ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন? আমাদের আচার্যের শিক্ষা ব্যতীত কোন কথা বলতে দেব না।” তাঁর জন্যে

অপেক্ষমান আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, “বন্ধু, তুমি কি ভেরী ছড়িয়েছ?’ উত্তরে হ্যাঁ ভন্তে,? কি কারণে? ভন্তে আমি ত্রিপিটক বিস্তার করব।’ ‘বন্ধু অভয় আচার্যগণ কিভাবে ধর্ম ব্যাখ্যা করেন? ভন্তে, তাঁরা এরূপে ধর্মভাষণ করেন !’ বলার সাথে সাথে আচার্য ‘হুং’ উচ্চারণ করে নামঞ্জুর বলে জ্ঞাপন করেন। পরবর্তী তিনবারের প্রতিবারে ভিন্নভাবে তিনি বললেন, “ভন্তে তাঁরা ইহা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন’। আচার্য স্থবির ‘হুং’ উচ্চারণ করে নামঞ্জুর করে বললেন, বন্ধু, তুমি প্রথমে যা বলেছিলে তা আচার্যের ধর্ম অভিমত। কিন্তু আচার্যের মুখ হতে শোননি। তাই আচার্যগণ এরূপ বলেছেন”–একথার মধ্যে স্থির থাকতে পারনি। আমাদের আচার্যের নিকট গিয়ে শিক্ষা কর। ভন্তে আমি কোথায়, কোন আচার্যের নিকট যাব’? মহাবেলি (গঙ্গা) নগরীর পরপারে রোহন জনপদে তুলাধার পর্বত বিহারে মহাধর্মরক্ষিত স্থবির বাস করেন। তিনি ত্রিপিটক পারগূ। তাঁর নিকট গমন করো।” “উত্তম ভন্তে” বলে বন্দনান্তে ৫০০ জন ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে তিনি মহা ধর্মরক্ষিত স্থবিরের নিকট গেলেন। অতঃপর তথায় গিয়ে স্থবিরকে বন্দনান্তে তিনি বসে পড়লেন। স্থবির তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন এখানে কেন এসেছো? “আমরা ধর্মশ্রবণ করতে এসেছি।” বন্ধু, অভয়, দীর্ঘ-মজ্ঝিম’ সম্বন্ধে শিষ্যগণ মাঝেমাঝে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু আমি ত্রিশ বৎসর ধরে তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিনি। এখন রাতের বেলায় তুমি আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করলে। আমি দিনের বেলায় তোমার নিকট ব্যাখ্যা দান করবো। তিনি ‘তথাস্তু’ বলে সম্মতি জানালেন।

৫৪. গ্রামের লোকেরা পরিবেনের বর্হিদ্বারে এক বিরাট সভামঞ্চ তৈরি করে প্রতিদিন ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করে। দিনে যা ব্যাখ্যা হতো রাতে তা পুনরাবৃত্তি হতো। (97) স্থবির অভয়ের সামনে ভূমিতে মাদুরের উপর বসে পড়লেন। এবং বললেন বন্ধু আমাকে কর্মস্থান শোনাও, “ভন্তে আপনি কি বলছেন ?” ভন্তে আমি কি ইহা আপনার নিকট অবগত হয়নি? আমি কি বর্ণনা দেব, যা আপনার অজ্ঞাত? জ্যেষ্ঠ স্থবির বললেন, “সত্যিকার অর্থে যার আগমন তার পথ ভিন্নতর। অভয় স্থবির তখন স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন।৩য় অধ্যায় ঃ বিশুদ্ধিমার্গ

৫৫. স্থবির অভয় তাঁর আচার্যকে কর্মস্থান প্রদান করে অনুরাধপুর ফিরে যান। সেখানে পিতল নির্মিত (লৌহ?) প্রাসাদে ধর্মদেশনায়রত সে সময় (আচার্য) স্থবির পরিনিব্বুত বলে খবর পেলেন। একথা শুনে বললেন, বন্ধুগণ আমার চীবর নিয়ে আস। চীবর পরিধান করতে করতে বললেন, “বন্ধুগণ আমার আচার্য অর্হত্ব মার্গের উপযুক্ত। তিনি সরল এবং জ্ঞানী।

তিনি তাঁর অন্তেবাসীদের নিকট এসব বলতে বলতে মাদুর পেতে বসে বললেন। আমাকে কর্মস্থান প্রদান করো। আমাদের আচার্য অর্হত্ব মার্গের উপযুক্ত বন্ধুগণ। এক্ষেত্রে গ্রন্থ কোন প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

৫৬. ১০) ঋদ্ধি বলতে পৃথগজন ঋদ্ধি বোঝায়। ঋদ্ধি সংরক্ষণ অতি কষ্টদায়ক। যা অধোমুখে শায়িত শিশু (চিত?) অথবা কেমন শস্যক্ষেতের মতো। সামান্য আঘাতে নুইয়ে পড়ে। বিদর্শনের জন্য ইহা প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কিন্তু সমাধির জন্য নয়। শমথ ভাবনায় তা অর্জনযোগ্য। যারা বিদর্শন ধ্যান করেন তাদের ইহা প্রতিবন্ধক বলে তা উপচ্ছেদ করা কর্তব্য। অপর ধ্যানের জন্য অবশিষ্ট উপচ্ছেদ প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধক সংক্রান্ত ইহাই প্রথম বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

৫৭. **কল্যাণমিত্রের নিকট কর্মস্থান প্রার্থনা :** কর্মস্থান দুই প্রকার। সাধারণত ব্যবহৃত কর্মস্থান এবং বিশেষ কর্মস্থান। ভিক্ষু সংঘের প্রতি মৈত্রী এবং মরণস্মৃতি হলো সাধারণ কর্মস্থান। আবার কারো মতে অশুভ কর্মস্থান ও সাধারণ।

৫৮. কোন ভিক্ষু মৈত্রী কর্মস্থান গ্রহণ করে বিহার সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী ভিক্ষু সংঘের প্রতি প্রথমে তা বিস্তার করবেন। "তাঁরা সুখী হোক, এবং আপদহীন হোক। অত:পর সীমানার মধ্যে অবস্থিত সব দেবতাদের প্রতি মৈত্রী বিস্তার। পরে গ্রামের প্রধানগণ, তাঁর অন্নদাতা সকল মানুষ হতে সর্বস্তরের সত্ত্বে মৈত্রী বিস্তার কর্তব্য। সীমানাস্থ ভিক্ষু-সংঘের প্রতি মৈত্রী উৎপাদনের ফলে তিনি সহনিবাসীদের প্রতি দয়ার্দ্র হন। তখন তাদের সাথে সহবাস সুখের হয়। সীমানাস্থ দেবগণের প্রতি মৈত্রী পোষণ করায় তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হন। (74) গ্রামের গণ্যমান্যদের প্রতি মৈত্রী ভাবনার ফলে প্রধানগণ তাঁর প্রত্যয়ও ভিক্ষান্নে নীতিগত নিশ্চয়তা বিধান করেন। মানবজাতির প্রতি মৈত্রী ভাবনার ফলে প্রসাদচিত্তে তারা অজিতব্যক্তিরূপে রক্ষা করেন। সকল সত্ত্বের প্রতি মৈত্রী ভাবনার ফলে তিনি নির্বিঘ্ন সর্বত্র গমনাগমন করতে পারেন। মরণস্মৃতি ভাবনা "আমাকে মরতে হবে'-চিন্তা করতে করতে তার অন্বেষা বৃত্তি পরিত্যাগ হয় (s.ii-194, MA.i.115)। এভাবে সংবেগ বৃদ্ধি পেয়ে তিনি অসংশ্লিষ্ট জীবনযাপন করেন।

অশুভ ভাবনার ফলে তাঁর চিত্ত দিব্যালম্বন প্রবণ হয় এবং চিত্ত লোভাসক্ত হয় না।

৫৯. এ কারণে এসব কর্মস্থান বহু উপকারী বলেই অর্থপূর্ণ, ইচ্ছিতব্য ও অভিপ্রেত। সেহেতু এসব কর্মস্থান যোগানুকূল বলে সর্বকর্মস্থান নামে অভিহিত।

৬০. **বিশেষ কর্মস্থান :** একজন মানুষের চরিত্রের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন চল্লিশ প্রকার কর্মস্থানের মধ্যে যেটি অনুশীলনযোগ্য সেটি হলো বিশেষ কর্মস্থান। ইহা বিশেষ (পরিহারিয়) পরিহার্য। কারণ তিনি নিজের সঙ্গে নিজ তা ধারণ করেন। প্রত্যেকটি উচ্চতর ধ্যানস্তরের জন্য ইহার প্রসঙ্গ অনিবার্য। সুতরাং এদ্বিবিধ কর্মস্থান যিনি দিয়ে থাকেন তিনি কর্মস্থান দাতা।

৬১. নিম্নে বর্ণিত বিশেষ গুণাবলি যিনি ধারণ করেন তিনিই কল্যাণমিত্র। যেমন :

পিয়োগরু ভাবনীয়া বত্তা চ বচনকখ্‌মো
গম্ভীরঞ্চ কথংকত্তা, নো চট্ঠবনে–নিয়েজয়েতি।
– প্রিয়ভাবে ভালবাসেন গুরুভাবজন,
বক্তব্যে পটুতা ধীর বিচিত্র ভাষণ,
গম্ভীর তত্ত্ব কথায় বাগীশ্বর বটে।
বিনা হেতু প্রাণ নাহি তাঁর যাচ্‌না সংকটে। (A.iv.32)

তিনি সার্বিকভাবে হিতার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং আংশিকভাবে বিস্তার লক্ষ্যে সহায়ক।

৬২. বুদ্ধ আনন্দকে উদ্দেশ করে বলেছেন, হে আনন্দ, 'আমার মতো কল্যাণমিত্র লাভ করে তারা জন্ম পরিগ্রাহী হয়েও জাতিমুক্ত (S.i-88) যিনি সম্যকসম্বুদ্ধ, যার মধ্যে উক্ত গুণসমূহ বিরাজিত। সেকারণে তাঁর জীবনকালে তাঁর উপস্থিতি কর্মস্থান গ্রহণ উত্তম। তাঁর মহা পরিনির্বাণের পর তাঁর অশীতি মহাশ্রাবকের অন্যতর জীবিত শ্রাবকের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ উচিত। তাঁদের অবর্তমানে বিগততৃষ্ণ, যিনি উক্ত একই কর্মস্থান গ্রহণান্তে চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান অধিগত হয়ে প্রত্যক্ষ বিদর্শন ধ্যানে তৃষ্ণাক্ষয় করেছেন তাঁর কাছ থেকে কর্মস্থান গ্রহণ করা উচিত।

৬৩. কিন্তু একজন ক্ষীণাশ্রয এভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। আমি বিগততৃষ্ণ। ক্ষীনাশ্রকন নয় কি ? তিনি তার নির্দেশ পালিত হবে জ্ঞাত হয়ে এ ঘোষণা দিতে পারেন। অশ্বগুপ্ত স্থবির তা জেনেই কি গগনের শূন্যমার্গে বিস্তারিত চর্মখণ্ডে পর্যাঙ্খাসনে উপবেশন করে একজন ভিক্ষুকে কর্মস্থান প্রদান করেছিলেন। এ ভিক্ষুটি কর্মস্থান গ্রহণরত অবস্থায় তিনি (স্থবির) নিশ্চিত ছিলেন যে গ্রহীতা তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করবে।

৬৪. সুতরাং তৃষ্ণাবিমুক্ত কাউকে যদি কর্মস্থান দাতা পাওয়া যায় তবে উত্তম। আর যদি দুর্লভ হয় তবে একজন অনাগামীর কাছ থেকে, তার অভাবে সকৃদাগামীর কাছ থেকে, এভাবে ত্রিপিটকজ্ঞ, দ্বিপিটকজ্ঞ, একপিটজ্ঞ অভাবে ক্রম নিম্নস্তরে যাকে পাওয়া যায় তার কাছ থেকে কর্মস্থান গ্রহণ প্রয়োজন। একপিটজ্ঞ যদি দুর্লভ হয় তবে সাট্ঠকথ এক নিকায়বিদ এবং যিনি লজ্জী তাঁর কাছ থেকে গৃহীতব্য। আচার্য হিসেবে যিনি ঐতিহ্য রক্ষক এবং বংশরক্ষী, নিজের চেয়ে নিজের আচার্যের বেশি মূল্যায়ন করেন তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সেজন্যে "প্রাচীনগণ বলেছেন"-এরূপ তিনবার ঘোষণা দিয়ে "লজ্জী রক্ষা করবে" বলে উচ্চারণ করেছেন।

৬৫. পূর্বোক্ত "ক্ষীণাশ্রবগণ" যে মার্গারোহণ করেছেন তাঁরাই শুধু তা বর্ণনা দিতে পারেন। কিন্তু একজন অভিজ্ঞা (বহুশ্রুত) ব্যক্তি উত্তরে বলেন "অমুক অমুক আচার্য পরিশুদ্ধ হয়ে এরূপ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তিনি একটি পরিসরে বিষয়টি বোঝাবেন। যা মহাবনে গমনকারী এক বিরাট হাতির মতো। তিনি বিভিন্ন হতে সংকলিত সূত্র কোনটি সঠিক কোনটি বেঠিক প্রদর্শন করে উল্লেখ করবেন। সে কারণে একজন "কল্যাণমিত্রের" নিকট গমন করে তাঁর প্রতি ব্রতাদি সম্পন্ন করে কর্মস্থান গ্রহণ করা উচিত।

৬৬. একই বিহারে তাঁকে লাভ হলে উত্তম। যদি পাওয়া না যায় তবে তিনি যেখানে থাকেন সেখানে গমন করা উচিত।

কোন কেউ (ভিক্ষু) তাঁর নিকট যাবার সময় ধৌত-সিক্ত পায়ে, পাদুকা পরে, ছত্র ধরে শিষ্য পরিবৃত হয়ে, তৈলাধার, মধু, গুড় ইত্যাদি সঙ্গে দিয়ে যাওয়া উচিত নয়। তিনি গমন জনিত ভিক্ষুব্রত সম্পাদন করে যাত্রা করবেন নিজেই চীবর এবং পাত্র বহন করবেন। পথে যেসব বিহারে বিশ্রাম নেবেন সেসব বিহারে ব্রত করবেন। সামান্য প্রত্যয়ে নিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে তিনি বিহার ত্যাগ করবেন। সে বিহারে প্রবেশের প্রাক্কালে পথে লব্ধ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া কর্তব্য। আচার্যের নিকট যাবার পূর্বে কোন কক্ষে বিশ্রামার্থে গমন উচিত নয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, মুখ হাত ধোয়ার পর, পা ধৌতের পর আচার্যের নিকট যাওয়া উচিত নয়।

৬৭. কারণ কি ? উত্তরে বলা যায়, যদি কোন বিরুদ্ধবাদী ভিক্ষুর সাথে সেখানে দেখা হয়। তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করবেন এবং আচার্যের এ বলে কুৎসা প্রচার করতে পারেন, "যদি তাঁর কাছে এসে থেকো তবে ভুল করেছো" (১০০)। তাঁরা তাঁর আগমনকে হতাশ করতে পাররে,

প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে। সুতরাং আচার্য কোথায় জিজ্ঞেস করে সরাসরি সেখানে উপনীত হবেন।

৬৮. আচার্য কনিষ্ঠতর 'যদি' হয় তবে চীবর, পাত্রাদি গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা উচিত। আর যদি জ্যেষ্ঠতর হয় তবে তাকে বন্দনা করে কুশল জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি 'যদি' পাত্র চীবর রাখতে বললে রাখতে হবে। যদি বলেন, "তোমার পানীয় জল আছে? তবে ইচ্ছে করলে জল পান করা উচিত। পা ধুয়ে আস"—বললে সে মুহূর্তে পা না ধুয়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করলে আচার্য বলবেন "ধুয়ে নাও, আমি আহরণ করিনি"। অন্যের আহরণ জল নিয়ে একান্তে গিয়ে যাতে আচার্যের দৃষ্টি না পড়ে অথবা আবাসের এক পাশে বসে পা ধুইবেন।

৬৯. যদি আচার্য তেলের নালি এনে দেয়, তবে তা দাঁড়িয়ে দুহাতে গ্রহণ করা উচিত। যদি গ্রহণ না করে তবে আচার্য "এই ভিক্ষু এতো শীঘ্র অংশ গ্রহণ অস্বীকার করছে বলে ভাবোদয় হতে পারে। কিন্তু নেওয়ার সাথে সাথে পায়ে তৈলমর্দন করা অনুচিত। তা যদি আচার্যের গাত্রমর্দন তৈল হলে তা অনুচিত হবে। সে কারণে তৈল প্রথমে মাথায় ও পরে কাঁধ ইত্যাদি অঙ্গে মর্দন করা কর্তব্য। যদি তিনি বলেন "সমস্ত অঙ্গে প্রতঙ্গে মালিশ করো"—তবে প্রথমে মাথা ও পরে পায়ে মালিশ করা উচিত। তারপর এটি ফিরিয়ে দেবেন। আচার্য গ্রহণ করলে "ভন্তে আমি এ তৈলাধার ফিরিয়ে দেব।"

৭০. তিনি আগমন দিনে কর্মস্থান সম্বন্ধে আচার্যের কাছে কোন ব্যাখ্যা চাইবেন না। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে যদি আচার্যের স্বাভাবিক সেবক থাকে তবে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সেবাব্রত সম্পাদন কর্তব্য। জিজ্ঞাসিত হয়ে যদি অনুমতি পাওয়া না যায় তাহলে যখন সুযোগ হয় তখন করবে। সেবাব্রত করতে গিয়ে তিন প্রকারের ক্ষুদ্র, মধ্যম, উত্তম ধরণের দন্তকাষ্ঠ আনায়ন করা উচিত। মুখ ধোয়া এবং স্নানের জন্য ঠান্ডা এবং এবং গরম এ দু ধরনের জলের ব্যবস্থা করতে হবে। যেটি হোক না কেন তিনদিন ধরে নিয়মিত এ প্রস্তুতি সম্পাদন করবেন। যদি আচার্য অনিয়মভাবে ব্যবহার করেন তবে যা পাওয়া যাবে তা আনা উচিত।

৭১. বেশি বলার প্রয়োজন কি ? ভগবান খন্ধক সমূহে যে বিহীত সেবাব্রতে কথা উল্লেখ করেছেন "ভিক্ষুগণ যথাযথভাবে আচার্যের সেবাব্রত সম্পাদন করা কর্তব্য। (101) এখানে যথাব্রতের কথা উল্লেখ করা হলো: খুব ভোরে গাত্রোত্থান করে তিনি আচার্যের পাদুকা মর্দন করে উত্তরাসঙ্গ এক কাঁধে করে, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক দেওয়া উচিত। তিনি বসার আসন স্থাপন

করবেন। যদি যাগু প্রস্তুত হয় তবে ধৌত ভাজন খুলে যাগু প্রদান করা কর্তব্য। (vin.1-61)

৭২. এভাবে ব্রত সম্পাদনের পর সন্ধ্যাবেলা আচার্যকে বন্দনা করবেন এবং যাও বলে অনুমতি প্রদান করলে প্রস্থান করবেন। যদি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চায় তবে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবেন। যদি জিজ্ঞেস না করেন এবং সেবাব্রত প্রত্যাশা করেন তাহালে দশদিন বা পক্ষকাল অতিবাহিতের পর "বিদায়" দিলে তবে অবকাশ চেয়ে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা উচিত। অথবা অসময়ে গিয়ে যদি "কেন এসেছ" জিজ্ঞেস করে তাহলে 'উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা কর্তব্য।

৭৩. তারপর যদি বলেন "সকালে এসো"–তবে তাই করা উচিত। যদি সে সময়ে তার উদর অবাধে কিংবা অন্যকোন রোগজনিত বাধার সৃষ্টি হয় তবে তা প্রকাশ করে যে সময়ে আসতে বলেন সে সময়ে গমনকর্তব্য। যেহেতু অসময়ে কর্মস্থান প্রদান করলে কেউ তাতে মনোযোগ রাখতে পারে না। 'কল্যাণমিত্রের নিকট প্রার্থনা-বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে প্রদত্ত হলো।

৭৪. **চরিতানুকূল কর্মস্থান :** যে চরিত্রের যে কর্মস্থান অনুকূল তাকে সে কর্মস্থান প্রদান করতে হয়। চরিতসমূহ ছয় প্রকার : রাগ চরিত, দ্বেষ চরিত, মোহ চরিত, শ্রদ্ধাচরিত, বুদ্ধিচরিত এবং বিতর্কচরিত। কেউ কেউ রাগ চরিতে আরো চার এবং শ্রদ্ধা চরিতের সাথে চার চরিত যোগ করেন। সে মতে মোট চরিত চৌদ্ধ প্রকার। এরূপ ক্ষেত্রে বহু প্রকার চরিত বিস্তার না করে ছয় প্রকার চরিত সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য। চরিতের অর্থানুসারে মূলত চরিত এক প্রকার। চরিত অর্থ ব্যক্তির প্রকৃতি, স্বভাব এবং পূর্ণতা বোঝায়। সুতরাং ছয় চরিতানুসারে পুদগল (ব্যক্তি) ছয় প্রকার। (102) কেউ রাগ চরিত, কেউ দ্বেষ চরিত, কেউ মোহ চরিত, কেউ শ্রদ্ধা চরিত, কেউ বুদ্ধি চরিত এবং কেউ বিতর্ক চরিত।

৭৫. একজন শ্রদ্ধা চরিতের প্রকৃতি একজন রাগ চরিতের মধ্যে থাকতে পারে। কারণ রাগ চরিতের কুশল প্রবর্তন কালে শ্রদ্ধা প্রবল হয়। যেহেতু ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাগের আসন্ন নিকটতম হওয়া। অকুশল পক্ষে রাগ স্নেহশীল এবং অনতিকৃচ্ছ্র। কুশল পক্ষেও শ্রদ্ধা অনুরূপ। রাগ বস্তুকামে পর্যেষণ করে পক্ষান্তরে শ্রদ্ধা শীল গুণ পর্যষোণ করে। রাগ ক্ষতিকারক পরিহার করে না। তেমনি শ্রদ্ধা হিতকারককে পরিহার করেন না।

৭৬. একজন বুদ্ধি চরিতের প্রকৃতি একজন দ্বেষ চরিতের সমসম। কারণ দ্বেষ চরিতের কুশল প্রবর্তনকালে প্রজ্ঞা প্রবল হয়। দ্বেষের আসন্ন (নিকটতম)

হেতু গুণ বিধায়। অকুশল পক্ষে দ্বেষ বিছিন্ন এবং আলম্বনকে জড়িত করে না। সুতরাং কুশল পক্ষে প্রজ্ঞা। দ্বেষ সততা অবাস্তব (উদ্ভুত) দোষ অন্বেষণ করে। পক্ষান্তরে প্রজ্ঞা সতত সৃষ্ট বাস্তব দোষ সন্ধান করে এবং দ্বেষ সত্ত্ব নিন্দায় উৎপত্তি হয় আর প্রজ্ঞা সংস্কার নিন্দায় উৎপত্তি হয়।

৭৭. একজন মোহ চরিতের প্রকৃতি একজন বিতর্ক চরিতের প্রকৃতি সমসম। কারণ মোহ চরিতের বাধা প্রদায়ী (অন্তরায় কর) বিতর্ক চিত্ত মোহ চরিতের মধ্যে প্রায় উৎপন্ন হয়। তিনি অনুৎপন্ন কুশল উৎপন্নের জন্য ব্যায়ামরত বিধায় বিতর্ক চরিতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি মোহ চরিতের নিকটতম প্রকাশ। মোহ চরিতের ক্ষেত্রে তিনি ব্যাকুল বিধায় অনবস্থিত-চঞ্চল, আর বিতর্ক চরিত বিবিধ বিষয়ে চিন্তান্বিত শাশব্যস্ত। মোহ চরিত লঘুতার জন্যে দোলায়মান-চঞ্চল, আর বির্তক চরিত সাবলীল ধারণা প্রবণ।

৭৮. ভিন্নমতে তৃষ্ণা, মান এবং দৃষ্টি নিয়ে আরও তিনটি চরিতের কথা বলে থাকেন। তৃষ্ণা, রাগ চরিতের অন্তর্গত মান তার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তৎসমূদয় লোভাচরিতে বাইরে নয়। মোহের কারণে দৃষ্টির উদ্ভব। সে কারণে দৃষ্টি চরিত মোহ চরিতের মধ্যে পড়ে।

৭৯. **এসব চরিতের উৎস কী ?**

কোন ব্যক্তি (পুদ্‌গল) কোন চরিতের কিভাবে জানা যাবে? কিরূপে এ ব্যক্তি রাগ চরিতের, এ ব্যক্তি দ্বেষ, ইত্যাদির মধ্যে অন্যতর চরিতের ? কোন চরিতের কি অনুকূল?

৮০. প্রথমোক্ত তিন চরিত তাদের পূর্বাভ্যাস, গঠন উপাদান এবং মনোভাব জনিত উৎস থেকে জ্ঞাত। দৃশ্যত: একজন রাগ চরিত্র পুদ্‌গলের পূর্বযোগ বশত: বহু শুভ কর্ম এবং সন্তোষজনক কর্ম প্রবণ থাকে অথবা স্বর্গচ্যুত সত্ত্ব রাগ চরিত্রের হয়ে থাকে। এবং একজন দ্বেষ চরিত্র পুদগলের পূর্বজন্মে ছেদন, বন্ধন, বধ কর্মপ্রবণ হয়ে থাকে। অথবা নিরয় কিংবা নাগ যোনি হতে চ্যুত হয়ে ইহলোক পুনর্জন্ম গ্রহণকারী দ্বেষ চরিত্রের হয়। একজন মোহ চরিত পুদগলের পূর্বজন্মে মদ্যপান বহুল, পঠন-পাঠন এবং প্রশ্নকরণ ইত্যাদি অবহেলাকারী হয়ে থাকে। অথবা তির্যক যোনী হতে চ্যুত হয়ে ইহলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণকারী মোহ চরিতের হয়। এভাবে পূর্বজর্ন্মাজনে কর্ম চরিতে উৎস বা নিদান বলা হয়ে থাকে। (১০৩)

৮১. একজন মোহ চরিত পুদ্‌গল পৃথিবী ধাতু এবং পৃথিবী এবং তেজ ধাতু এই দুই উপাদান প্রবণ হয়ে থাকে। অপর দুই ধাতুর আধিক্য বশত: পুদগল দ্বেষ চরিতের হয়ে থাকে। কিন্তু চতুর্ধাতু সমান হলে পুদগল রাগ চরিতের

চরিত্র নির্ণিত হয় বিজ্ঞজন ভণে।

৮৮. ইর্যাপথ : যখন একজন রাগচরিতের লোক স্বাভাবিক গতিতে হাঁটে। তখন তিনি সাবধানে হাঁটেন, ধীরে পদবিক্ষেপ করেন, সমানভাবে পদ নিক্ষেপ করেন, সমানভাবে উঠান এবং পা উৎকুটিক ভাবে বসেন তাঁর পদক্ষেপ সমান হয়।

একজন দ্বেষ চরিত পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে মাটি খনন করে করে অগ্রসর হন, দ্রুত পদবিক্ষেপ করে, দ্রুত পদবিক্ষেপ উদ্ধার করে এবং মাটি অনুকর্ষিত হয়ে থাকে।

একজন মোহ চরিত হতবুদ্ধির মতো গমন করে, দন্ধিকভাবে পদৃদ্ধার এবং পদবিক্ষেপ করে (105) এবং ভীতপীড়িতের মতো হঠাৎ পদবিক্ষেপ হয়।

বসতস্‌স হি উক্কুটিকং-পদং ভবে,
দুট্‌ঠসস্‌ হোতি-অনুকড্‌ঢিতং পদং।
মল্‌হস্‌স পদং সহসানুপীলিতং
বিট্টচ্ছদস্‌স ইদং ঈদিসং পদন্তি।

– আগন্দিয় সূত্রোৎপত্তিতে বলা হয়েছেঃ
রাগ চরিতের পদবিক্ষেপ উৎকুটিক হয়,
দ্বেষ চরিতের পদবিক্ষেপ খনন সদায়
মোহ চরিত্রের পদবিক্ষেপ হঠাৎ আঘাতে।
নিষ্কলুষের পদবিক্ষেপ ভবে এরূপেতে। (Sn.A.544)

৮৯. একজন রাগ চরিতের পদভঙ্গিমা হবে আস্থাশীল এবং কমনীয়। তেমনি দ্বেষ চরিতের পদভঙ্গিমা হবে দৃঢ়। মোহ চরিতের পদভঙ্গিমা যা হবে জগাখিচুড়ি (আকুলাকার)। অনুরূপভাবে উপবেশনে নিয়মে রাগ চরিতের ধীরসুস্থে বিছানা বিস্তার,–আস্তে আস্তে শুইয়ে পরা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিন্যস্ত করা এবং আস্থাবান হয়ে ঘুমিয়ে পরা। জাগরিত হয়ে তাড়াহুড়া করে উঠেন না; তিনি দ্বন্দ্বসত্ত্বেও ধীরে উত্তর প্রদান করেন। যিনি দ্বেষ চরিত তিনি যে কোন উপায়ে দ্রুত তাঁর বিছানা বিস্তার করেন, দেহ ছড়িয়ে দিয়ে ভ্রুকটি নিক্ষেপ করে শুয়ে পড়ে না জাগরিত হয়ে হতচকিতে বসে পড়ে, বিরক্তির সাথে উত্তর দান করে। যিনি মোহ চরিত তিনি বক্রভাবে বিছানা বিস্তার করেন এবং অধোমুখে হাত পা ছড়িয়ে শুইয়ে পড়েন। জাগরিত হয়ে তিনি ধীরে ধীরে উঠেন এবং হুঙ্কার করেন।

৯০. যেহেতু শ্রদ্ধা ইত্যাদি চরিত রাগ চরিতের সমধর্ম, ইত্যাদি সেহেতু সে সময়ের ঈর্ষাপথও এভাবে ব্যাখা করা হয়।

প্রথমত : চরিতসমূহ যেভাবে অবগত হওয়া যায়া তার বর্ণনা দেওয়া হলো:

৯১. **কৃত কর্মের মাধ্যমের :** ঝাড়ু দেওয়া সহ অন্যান্য কর্মের মাধ্যমে রাগ চরিতের প্রকাশ ঘটে। যেমন তিনি ঝাড়ু হাতে নিয়ে ধীরে সুন্দরভাবে ধুলি না উড়ে মতো ঝাড়ু দিয়ে থাকে। সিন্ধুবার পুষ্পের আস্তরণের মতো পরিষ্কারভাবে কারুকর্ম সম্পাদন করে। দ্বেষ চরিত ঝাড়ু দৃঢ় হাতে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ধূলি উড়িয়ে ঝাড়ু দিয়ে থাকে। অপরিষ্কার এবং অসমানভাবে কর্কশ শোরগোল করে করে ঝাড়ু কর্ম সম্পাদন করে। মোহ চরিত ঝাড়ু হাতে নিয়ে অলসভাবে ঘুরে ঘুরে ধূলিও ময়লা আলোড়ন করে ঝাড়ুকর্ম সম্পাদন করে। তাঁর ঝাড়ুদান অসম এবং পরিষ্কারবিহীন হয়।

৯২. ঝাড়ুকর্ম সম্পাদনের মতো চীবর ধৌতকরণ এবং রং দেওয়া ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে চরিতে প্রকাশ ঘটে। রাগ চরিত পুদগল নিপুণভাবে, মধুরভাবে, সমভাবে এবং যত্নের সাথে কাজ করেন। দ্বেষ চরিত পুদগল অনিপুণভাবে ব্যাকুল হয়ে, বিষম কৃত্রিমভাবে কর্ম সম্পাদন করেন। মোহ চরিত পুদগল অদক্ষভাবে, অলসভাবে এবং তীক্ষ্মভাবে কর্ম সম্পাদন করে। (106)

রাগ চরিতের পুদগল দৃঢ় কিংবা ঢিলা করে, আস্থাবান হয়ে এবং পরিমণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করে। একজন দ্বেষ চরিতের পুদগল অতিদৃঢ়ভাবে এবং অপরিমণ্ডল আকারে পরিধান করে। মোহ চরিতের পুদগল ঢিলা এবং অলসভাবে পরিধান করে।

শ্রদ্ধা চরিতের, ইত্যাদি পুদগলগণের ক্ষেত্রে উক্তভাবে চরিত জ্ঞাতব্য। যেহেতু তাঁরা সমসম বলে বর্ণিত। কৃতকর্মের মাধ্যমে চরিত নির্ণয়ের ইহাই বিধান।

৯৩. **ভোজনাদির মাধ্যমে :** রাগ চরিতের পুদগল উন্নত-মিষ্টি খাদ্য পছন্দ করে। ভোজনকালে গোলাকার নাতিবৃহৎ গ্রাস গ্রহণ করে, অতি দ্রুত ভোজন করে না। বিভিন্ন রসাস্বাদন অনুভব করেন। তিনি ভালো কিছু পেয়ে সন্তোষ লাভ করে। একজন দ্বেষ চরিতের পুদগল রুক্ষ্ম-টক খাদ্য পছন্দ করে। ভোজনের সময় মুখপূর্ণ গ্রাস গ্রহণ করে। স্বাদ অনুভব না করে তাড়াতাড়ি গলধকরণ করে। কোন স্বাদ না পেলে সৌর্যনস্য (অসন্তোষ) প্রকাশ করে। মোহ চরিতের পুদগলে স্থায়িত্ব কোন রুচি নেই। ভোজনের সময় অগোলাকৃতি ছোট গ্রাস গ্রহণ করে। ভাজনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, মুখ এঁটো করে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে এটা সেটা চিন্তা করে।

শ্রদ্ধা চরিত ইত্যাদি পুদগলগণের ক্ষেত্রে উক্তভাবে চরিত নির্ণয় জ্ঞাতব্য। যেহেতু তাঁরা সমসম বলে বর্ণিত। ভোজনের দ্বারা কিভাবে চরিত নির্ণয় করা যায় ইহা তার বিবরণ।

৯৪. **দর্শনাদির মাধ্যমে :** রাগ চরিতের পুদগল সামান্য রমণীয় রূপ অভিভূতের মতো তাকিয়ে থাকে। সাধারণ গুণে মুগ্ধ হয়, মুখ্য দোষ পরিহার করে। প্রস্থানের সময় অনিচ্ছাকৃত পরিত্যাগের দুঃখে আশাহত হন। দ্বেষ চরিত পুদগল সামান্য অরমণীয় রূপ দেখেও ক্লান্তের মতো দীর্ঘক্ষণ অবলোকন করে না। তুচ্ছ দোষ তুলে ধরে, মুখ্য গুণ বর্জন করে, প্রস্থানকালে বিনা ক্লেশে যেন পরিত্যাগের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। একজন মোহ চরিতের পুদগল কোন দর্শনীয় বস্তু যখন অবলোকন করেন তখন অপরের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়। অনুরূপভাবে শব্দ শ্রবণ, ইত্যাদিতেও সম প্রযোজ্য।

শ্রদ্ধাচরিত, ইত্যাদি পুদগলের ক্ষেত্রে উক্তভাবে চরিত নির্ণয় জ্ঞাতব্য। যেহেতু তাঁরা সমসম বলে প্রযোজ্য।

দর্শনাদির মাধ্যমে কীভাবে চরিত নির্ণয় করা যায়, ইহা তার বিবরণ।

৯৫. **ধর্মাদির মাধ্যমে :** রাগ চরিতের পুদগল সচরাচর প্রবঞ্চক, দোষান্বেষী, মানী, পাপেচ্ছুক, উচ্চাভিলাষী, অসহিষ্ণু, ফুলবাবু এবং আত্মাহঙ্কার হয়ে থাকে। (107) দ্বেষ চরিতের মধ্যে সাধারণতঃ ক্রোধ, শত্রুতা, তাচ্ছিল্যতা, উদ্যতভাব, হিংসা, লোভজনক ঘটনা ঘটে। মোহ চরিতের মধ্যে সচরাচর, রুক্ষ্মতা, নিষ্ক্রিয়তা আকুলতা উদ্বেগ প্রবণ, অনিশ্চয়তা একগুঁয়েভাব বশত পরিহারে অস্বীকার হয়ে থাকেন।

শ্রদ্ধা চরিত পুদগল সাধারণত সার্বক্ষণিক উদার, আর্যগণের দর্শনেচ্ছা, সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছা, প্রমোদ বহুল, দানশীল, সততা, প্রসাদ পরায়ণ গুণের সংগঠন হয়। বুদ্ধি চরিত পুদগলের মধ্যে কল্যাণমিত্রের সান্নিধ্যে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, স্মৃতিমান, সদা জাগরণশীল, সংবেগ পরায়ণ বিচক্ষণতায় ত্বরিৎ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এবং বিজ্ঞ ব্যায়ামের মতো বিষয়ে প্রায় সংঘটিত হয়ে থাকে। একজন বিতর্ক চরিতের মধ্যে বাচালতা, গণ-সংযোগপ্রিয়তা, সামাজিকতা, কুশলানুযোগে বিরক্তভা, আবদ্ধ কার্য সমাপ্তিতে ব্যর্থতা, রাতের ধূনোৎগীরণ ও দিনে প্রজ্বলন সদৃশ এবং এখানে সেখানে ধাবন (মন) ইত্যাদি ধর্ম প্রায় সংঘটিত হয়ে থাকে। (UD.37).

এভাবে ধর্মাদির মাধ্যমে যেভাবে চরিত নির্ণয় করা যায় তার বিবরণ প্রদর্শিত হলো।

৯৬. এসব নির্দেশনায় চরিত নির্ধারণের বিষয় পালি পিটক কিংবা অট্ঠকথা গ্রন্থে পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে না। কল্যাণমিত্রের বিবৃত অভিমতের বিস্তার মাত্র প্রামাণিক কোন ভিত্তি নেই। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে দ্বেষ চরিতের ক্ষেত্রে যে ঈর্যাপথ প্রদর্শিত হয়েছে। রাগ চরিতের ক্ষেত্রে অধ্যবসায় সহকারে তা চেষ্টা করা যায়। এবং একজন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মিশ্র চরিত পুদগলের মধ্যে ঈর্যাপথাদি কখনও উৎপন্ন হয় না। চরিত নির্ণয়ের জন্য যেসব নির্দেশনা অট্ঠকথায় বর্ণিত তা বিশ্বাস যোগ্যতার দাবি রাখে। সে কারণে বলা হয়েছে, যে আচার্য চিত্ত বিচক্ষণতা অর্জন করেছেন। তিনি চরিত অবগত হয়ে কর্মস্থান প্রদান করতে পারবেন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। সুতরাং চিত্তের বিচক্ষণতা অথবা পুদগলকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তিনি রূপ চরিত অথবা দ্বেষ অবধি চরিতের কিনা পুদগল জানতে পারেন।

৯৭. **কোন চরিতের কি পছন্দ :** একজন রাগ চরিত পুদগলের অনুকূল শয়নাসন হবে অধৌত, ভূমি-বেদি নির্মিত, ইহা যা চান কিংবা আস্ত পাথরের উপর তৈরি, (ছাদের ধার দিয়ে ফোটা ফোটা বৃষ্টির পানি পড়া) তৃণ বা পর্ণ কুটির ইত্যাদি ময়লা আবর্জনা ছড়ানো, বাদুড়পূর্ণ, জীর্ণ, অত্যুচ্চ বা নিচ, চতুর্দিক বিবর্ণ, ভয়সঙ্কুল (সিংহ, বাঘ দ্বারা) কর্দমাক্ত, বিষমমার্গ, (108), উপবেশন, শয়নাসন ছারপোকাপূর্ণ। ইহা কুৎসিত, কদাকার, দৃশ্যমাত্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র ছিন্ন। ছেড়া পরা নিচে ঝুলিয়ে পড়া ছিন্নাংশ, জাল পিঠার মতো, কর্কশ সার্শপর্দার ন্যায়, নোংরা ভারী, এবং কষ্টবাহন অনুকূল। তাঁর উপযুক্ত মাটির দুবর্ণ পাত্র, ছিপিবদ্ধ ছিদ্রযুক্ত জোড়া লাগানো, অথবা ভারী এবং কদাকার লৌহপাত্র মানুষের মাথার খুলির মতো ঘৃণ্য। তাঁর ভিক্ষাচরণ মার্গ অসুন্দর অনিকট গ্রাস এবং বিষম হওয়া উচিত। তাঁর ভিক্ষাচরণের অনুকূল গ্রাম মার্গ হলো যেখানে মানুষ কাউকে দেখেও না দেখার মতো বিচরণ করে। যেন কোন এক পরিবারে ভিক্ষা না পেয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে এবং লোকজন তাঁকে দেখে বলবেন।"ভন্তে আসুন" বলে বৈঠকখানায় বসিয়ে যাগু এবং পিণ্ড দান করে। এরূপ কর্ম সম্পাদন হয় দৈবক্রমের যেন খোঁয়াড়ে গরু রেখে যেমন আর পেছনে ফিরে না তাকিয়ে চলে যায়। এক্ষেত্রে সেরূপ হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তাঁর সেবার অনুকূল হবে, অখ্যাত অবহেলিত দাস-দাসী যারা দুবর্ণ, বিশ্রী, ক্লিষ্ট বসন পরিহিত, দুর্গন্ধ ও দুবর্ণ, যারা তাচ্ছিল বশে যাগু পরিবেশন করে। উপযুক্ত যাগু, ভাত এবং শক্ত খাবার নিম্নমানের, রুক্ষ্ম, দুবর্ণ, কুদুষ্ক, কণাভাত ইত্যাদি বাসীঘোল, টক যাগু, জীর্ণসবজির তরকারি

অথবা উদরপূর্তির লক্ষ্যে যে কোন কিছু গ্রহণ করা উচিত। সঠিক ঈর্যাপথ হলো দাঁড়ান বা চক্রমণ করা নীল কৃৎস্ন থেকে শুরু করে যে কোন বর্ণের কৃষ্ণালম্বন তার কর্মস্থানের বিষয় হওয়া উচিত। এ পর্যন্ত রাগ চরিতের যা অনুকূল তা বর্ণিত হলো।

৯৮. একজন দ্বেষ চরিত পুদগলের শয়নাসন অতি উচ্চ কিংবা নীচ হবে না। ছায়া, উদক, সম্পন্ন, সুভাজিত দেয়াল ভিত্তিস্তম্ভ-সোপান সংযুক্ত, সুপরিকল্পিত মাল্যকর্ম, লতাকর্ম, জাকরিকর্ম, নানাবিধ চিত্র কর্মে সমুজ্জল, সুসমান-মসৃণ-ভূমিতল, ব্রহ্মবিমানের মতো পুষ্পমাল্য এবং বিবিধ বর্ণে বস্ত্রে সজ্জিত চন্দ্রাতপ শয়নাসন, সুবিস্তার পরিচ্ছন্ন মনোরম আস্তরণ, সমলঙ্কৃত, সুবাসিত সুমদান সুগন্ধকৃত গন্ধসার ছড়ানো, সুপরিচিত স্বাচ্ছন্দ্যেপূর্ণ যা দর্শনমাত্র। যে কোন জনকে আনন্দ ও সুখ দান করে। এরূপ অনুকূল শয়নাসন। শয়নাসন সংযুক্ত রাস্তা সোজা, সকল বিপদমুক্ত, বন্ধনমুক্ত। সমতলভূমি ও সুব্যবস্থাপিত হওয়া কর্তব্য (১০৯)।

৯৯. শয়নাসন আসবাবপত্র খুব বেশি হবে না। যাতে পোকামাকড়, ছারপোকা, সাপ এবং ইঁদুর লুকিয়ে থাকতে পারে। মাত্র একটি শয়নাসন ও মঞ্চপীঠ থাকবে। পরিধেয় ও গায়ের বস্ত্র সঠিক মানের। যেমন-চীনা, সোমার পট্ট, সূক্ষ্ম কার্পাস, উন্নত লেলিন, একপট্ট বা দুপট্ট, সম্পূর্ণ প্রণীত, সুরঞ্জিত শ্রমণযোগ্য শুদ্ধ বর্ণ হওয়া উচিত। সঠিক ভোজন পাত্র হলো-লৌহ নির্মিত, জল বুদ্‌বুদের মতো গোলাকৃতি, মনি সদৃশ মসৃণ, নিদাগ এবং শ্রমণ স্বারূপ্য পরিপূর্ণ শুদ্ধবর্ণ হওয়া উচিত। সঠিক রাস্তা সংযুক্তি থাকা উচিত শয়নাসনের সাথে। যে পথালম্বনে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের যাওয়া যায়। তা হতে হবে বিপদমুক্ত, সমতল, গ্রহণযোগ্য, গ্রাস হতে খুব দূরে বা নিকটে নয়। সঠিক গ্রাম হতে হবে গ্রামের লোকজ।

এভেবে বলবেন, "আমাদের আর্য এখন আসবেন–এরূপে এ মনে করে নিজের ঘরে আসন পাতিয়ে রাখে, স্থানসিক্ত করে জলে, তাঁর সাথে মিলিত হতে বাইরে গিয়ে থাকে, হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র নেয়, তাঁর অগ্রে গিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে যায়, প্রস্তুত আসনে বসায়, এবং স্বহস্তে যত্নের সাথে খাদ্য পরিবেশন করে।

১০০. অনুকূল পরিবেশকগণ অভিরূপ, প্রস্নাদিক, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত সুগন্ধ, সুবাস, কুসুমগন্ধ সুরভিত নানা বিরাগ শুচি-মনোজ্ঞ বস্ত্রাভরণ বিভূষিত হয়ে যারা তাদের কাজ সুসম্পন্ন করে, সঠিক প্রকারের যাগু, ভাত, বর্ণ গন্ধকযুক্ত, স্বাদ ওজনসম্পন্ন মনোরম এবং সবদিক হতে শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজন মতো হওয়া উচিত। তাঁর পক্ষে সঠিক ইর্ষাপথ হচ্ছে-শয়ন এবং

উপবেশন। কর্মস্থানের বিষয় হলো দ্বেষ চরিতে পক্ষে নীলাদি কর্মের মধ্যে যেটি পরিশুদ্ধ কৃৎস্ন। দ্বেষ চরিতের ইহা অনুকূল।

১০১. মোহ চরিতের পক্ষে শয়নাসন হতে হবে খোলা জায়গায় এবং বন্ধনহীন; সেখানে থেকে সবদিক দেখা যায়। ঈর্যাপথের মধ্যে চঙ্ক্রমণই প্রশস্ত। কর্মস্থান ভাবনার সঠিক বিষয় ক্ষুদ্র নয়, অর্থাৎ কথিত জানালার বাস্কেট বা শরাবের মতো ক্ষুদ্র হবে না। সীমিত পরিসরে চিত্ত অধিক মোহবান হয়। সে কারণে কৃৎস্ন বড় আকার হবে। অবশিষ্ট দ্বেষ চরিতের অনুকূল হবে। ইহা মোহ চরিতের যা অনুকূল তার বিবৃতি।

১০২. একজন দ্বেষ চরিত পুদগলের পক্ষে প্রদত্ত বিধি নির্দেশ একজন শ্রদ্ধাচরিত পুদগলের অনুকূল। কর্মস্থান ভাবনার জন্য অনুস্মৃতি কর্মস্থান উপযুক্ত।
একজন বুদ্ধিচরিত পুদগলের জন্য শয়নাসন ইত্যাদি কিছুই অননুকূল নেই। একজন বিতর্ক চরিত পুদগলের জন্য শয়নাসন হবে খোলা জায়গায়। (110) সেখানে বসলে প্রাকৃতিক দৃশ্য বাগান, বন, পুষ্করিণী, মনোরম স্থান, গ্রামের সম্মিলিত দৃশ্য। নগর গ্রামান্তর এবং অস্পষ্ট নীল পাহাড় দেখা যায় এমন হওয়া উচিত নয়। তা বিতর্ক চরিতের বিধানই হয়ে থাকে। সুতরাং তার শয়নাসন হবে হস্তী বেলী অথবা মহিন্দের গুহা সদৃশ গুহার গভীরে এবং গহিন বনে। ইহার আলম্বন বিলুপ্ত হওয়া অনুচিত। বিতর্ক চরিতের এখানে সেখানে দৌঁড়ের মতো হয়ে থাকে। তাই আলম্বন ছোট হওয়া উচিত। রাগ চরিতের জন্য প্রদত্ত বিধি বিধান অপরগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। ইহাই বিতর্ক চরিত পুদগলের অনুকূল।
“অত্তনো চরিয়ানুকূলং” নিজের চরিতের যা অনুকূল বাক্যে বিভিন্ন চরিতের সংজ্ঞা, উৎস, স্বীকৃতি, কোনটি অনুকূল, তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে বর্ণিত হলো।

১০৩. কিন্তু পুদগলের চরিত অনুকূল কর্মস্থান এখনো সর্বাংশে পরিস্ফুট করা হল না। যখন নিম্নের তালিকা বিস্তৃতভাবে প্রকাশতা হবে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
উক্ত হয়েছে “চল্লিশ প্রকার কর্মস্থান ভাবনার মধ্যে যেটি তাঁর চরিতের সাথে অনুকূল সেটি উপলব্ধি করা উচিত। কর্মস্থানের বিষয় এখানে ব্যাখ্যাত হলো। নিম্নের দশ প্রকার বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ১) সংখ্যা নির্দেশনায় গণনায় ২) উপাচার অর্পণায় ৩) ধ্যানের প্রকার ভেদে ৪) সমতিক্রমে জয় করা ৫) বর্দ্ধনাবর্দ্ধনে ৬) আলম্বনে ৭) ভূমি বেশে ৮) গ্রহণ বেশে ৯) প্রত্যয়বশে ও ১০) চরিতানুকূল বশে।

১০৪. **১. সংখ্যা (গণনায়) নির্দেশনায় :** পূর্বোক্ত চল্লিশ প্রকার কর্মস্থান হলো ঃ

* দশকৃৎস্ন * দশ অশুভ * দশ অনুস্মৃতি * চার ব্রহ্মবিহার * চার অরূপ * এক সংজ্ঞা * এক ব্যবস্থান

১০৫. **দশ কৃৎস্নের মধ্যে আছে :** পৃথিবী কৃৎস্ন, আপকৃৎস্ন, তেজকৃৎস্ন, বায়ুকৃৎস্ন, নীলকৃৎস্ন, পীতকৃ কৃৎস্ন, লোহিত কৃৎস্ন, অবদাত কৃৎস্ন, আলোক কৃৎস্ন, পরিচ্ছিন্ন ও আকাশ কৃৎস্ন ।

দশ অশুভের মধ্যে আছে : উর্দ্ধমিতক, বিনীলক, বিপুঁজক, বিচ্ছিদ্রক, বিখাদিতক, বিক্ষিপ্তক, হতবিক্ষিপ্তক, লোহিতক, পুলবক ও অস্থিক।

দশ অনুস্মৃতির মধ্যে আছে : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতাস্মৃতি, আনপানস্মৃতি ও উপসয়ানুস্মৃতি

চার ব্রহ্মবিহারের মধ্যে আছে : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

চার অরূপ্যের মধ্যে আছে : আকাশ অনন্তায়তন, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, অকিঞ্চন আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন।

এক সংজ্ঞায় আছে : আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা।

এক ব্যবস্থানের মধ্যে আছে : চারধাতু ব্যবস্থান।

এভাবে সংখ্যা গণনায় ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

১০৬. **২. উপাচার এবং অর্পণায় :** দশ প্রকার অনুস্মৃতির মধ্যে কায়গত অনুস্মৃতি ও আনপান স্মৃতি ব্যতীত অপর আট অনুস্মৃতি, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, চার ধাতু ব্যবস্থানসহ দশ প্রকার কর্মস্থান ভাবনার ফলে উপচার ধ্যানস্তর পর্যন্ত লাভ করা যায়। এছাড়া অবশিষ্ট অপর কর্মস্থান ভাবনার ফলে অর্পণা ধ্যানস্তর লাভ হয়ে থাকে। ইহাই উপাচার এবং অর্পণায় যা আনায়ন করে।

১০৭. **৩. ধ্যানের প্রকার ভেদে :** দশ প্রকার কৃৎস্ন কর্মস্থান এবং আনপান স্মৃতি ভাবনার-ফলে ধ্যানের চারস্তরই লাভ করা যায়। দশ প্রকার অশুভ কর্মস্থান এবং কায়গত অনুস্মৃতি ভাবনার ফলে প্রথম ধ্যান লাভ হয়। প্রথম তিন প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনার ফলে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত লাভ হয়। চতুর্থ নং ব্রহ্মবিহার ভাবনা এবং চার অরূপ ধ্যানের ফলে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ হয়। ইহাই ধ্যানের প্রকারভেদ যা অর্জিত হয়।

১০৮. **৪. সম্মতিক্রমে জয় করা :** দুধারে জয়সূচক অতিক্রমকে সম্মতিক্রম বলা হয়। ইহা দুই প্রকার : অঙ্গ (ধ্যানাঙ্গ) সম্মতিক্রম এবং আলম্বন (কর্মস্থান) সম্মতিক্রম। তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের ফল আনায়নকারী সকল কর্মস্থান অঙ্গ সম্মতিক্রম হয়ে থাকে। বিতর্ক ও বিচার সহ ধ্যানাঙ্গ অতিক্রম করে সেসব আলম্বনে দ্বিতীয়ধ্যান লাভ হয়ে থাকে। চতুর্থ ব্রহ্মবিহার উপেক্ষা ভাবনা করলে তা লাভ হয়। মৈত্রী ইত্যাদি অপর

ব্রহ্মবিহার ভাবনার ফলেও সৌমনস্য অতিক্রম করে উক্ত ধ্যান ফল লাভ হয়। চার অরূপ ধ্যানের ফলেও আলম্বন অতিক্রম হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত দশ কৃৎস্নের শেষ নয় কৃৎস্নেস্নর মধ্যে যে কোন কৃৎস্ন সম্মতিক্রম হলে আকাশ অনন্ত আয়তন এবং আকাশ অনন্ত আয়তন সম্মতিক্রম করে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন লাভ হয়। এছাড়া অবশিষ্টগুলোতে সম্মতিক্রম হয় না। ইহাই সম্মতিক্রম ব্যাখ্যা।

১০৯. **৫.বর্ধনা-বর্ধনে :** কোন ধ্যান বৃদ্ধি করা যায় এবং কোন ধ্যান বৃদ্ধি করা যায় না তাহাই বর্ধনা-বর্ধন বিষয়। চল্লিশ প্রকার কর্মস্থানের মধ্যে দশবিধ কৃৎস্ন কর্মস্থান ভাবনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কৃৎস্ন কর্মস্থান ভাবনা দ্বারা কেউ যতদূর স্থান বিস্তার করতে পারে ততদূর পর্যন্ত তিনি দিব্য শ্রোতধাতু দ্বারা শোনা, দিব্য চক্ষু দিয়ে দেখতে অপর সত্ত্বের চিত্ত স্বীয় চিত্তদ্বারা জানতে পারা যায়।

১১০. কিন্তু কায়গতাস্মৃতি এবং দশ অশুভ কর্মস্থান ভাবনা বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কারণ কি ? কারণ হলো এগুলোর বিস্তার নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ এবং সফলতা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। এগুলোর অবস্থান সীমিত পরিসরে আবদ্ধ। এগুলোর অবকাশ নিশ্চয়তার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। যদি শেষগুলো বাড়ানো হয় তবে শবরাশি বৃদ্ধি পাবে, (112) তাতে কোন ফল পাওয়া যাবে না। সোপাক প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে– ভগবান, রূপসংজ্ঞা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন, অস্থি সংখ্যা অপরিচ্ছন্ন।

১১১. এখানে নিমিত্ত বর্দ্ধনের ক্ষেত্রে রূপ সংজ্ঞা "সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন"। নিমিত্ত বর্দ্ধনে ব্যর্থ হলো "রূপ সংজ্ঞা সম্পূর্ণ অপরিচ্ছন্ন হয়। কিন্তু উক্ত হয়েছে, আমি অস্থিক সংজ্ঞায় সমগ্র পৃথিবীর উপর চিত্ত নিবন্ধ করেছিলাম।" (Theg. 18)। এ প্রসঙ্গ এসেছিল যে সে সংজ্ঞা অর্জন করেছেন তাঁর উদাহরণস্বরূপ : ধর্মালোকের সময় করবীক পাখিরা চারদিকের দেয়ালের আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে চারিদিকে করবীকের দল (করবীক সংজ্ঞায়) (মনে করে) আনন্দে মধুর সুরে যেমন গান ধরেছিল, তেমনি স্থবির (সঙ্গাল পিতর) চতুর্দিকে অস্থিক সংজ্ঞা লাভ করে ভেবেছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী অস্থিতে আবৃত হয়ে গিয়েছিল।

১১২. যদি তাই হয়, তবে, অশুভ ভাবনায় উৎপন্ন ধ্যানের অপ্রমাণ আলম্বন বিরুদ্ধভাব নয় কি? না, কি তা বিরুদ্ধভাব নয়। উদ্ধমাতিক ও অস্থিক ভাবনায় কেউ বৃহৎ নিমিত্ত কেউ ক্ষুদ্র নিমিত্ত গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে কারও ভাবনা সীমিত পবিত্র। সংজ্ঞা হয়ে থাকে আবার

কারও অসীম (অপ্পমান) সংজ্ঞা হয়ে থাকে। অথবা বিকল্পে অসীম সংজ্ঞায় (Dhs. 182-4) বলা হয়েছে তারা বৃদ্ধি করে, তারা বৃদ্ধিতে কোন অসুবিধা (আদিনব) না দেখেই তা করে বৃদ্ধি করে। কিন্তু ইহাতে সুফল (আনিসংস) নেই বলে বর্দ্ধিত করার কোন প্রয়োজন নেই।

১১৩. অনুরূপভাবে অবশিষ্ট (অশুভ) বর্দ্ধিত করার উচিত নয়। কিন্তু কেন? কোন কেউ অনেপান স্মৃতি বর্দ্ধিত করলে কেবল বায়ুরাশিই বৃদ্ধি পায়। যেহেতু ইহার অবস্থান (অবকাশ) নাসায়। সীমিত অবস্থান এবং অসুবিধার (আদিনব) বশত নিমিত্ত বর্দ্ধিত করা উচিত নয়। ব্রহ্ম বিহার ভাবনার আলম্বন হলো সত্ত্ব। এক্ষেত্রে নিমিত্ত বর্দ্ধিত করলে সত্ত্ব সমষ্টিই বাড়ে। সুতরাং সত্ত্ব নিমিত্ত বদ্ধিত করার প্রয়োজন নেই। সেজন্যে (সংজ্ঞা) বাড়ানো উচিত নয়।

১১৪. যখন বলা হয়, কোন একটি ঘরে তার হৃদয় জুড়ে মৈত্রী, ইত্যাদি শোভিত থাকে (D.1.250) যা ব্যাপক অন্তর্ভূক্তির নিরিখে বলা হয়। বলা হয়েছে যখন কোন লোক এক ঘর, দুই ঘর করে তার মৈত্রী ভাবনা বাড়াতে থাকেন তখন তাকে বলা হয় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগী। (103) কিন্তু যখন সংজ্ঞা বাড়ান তখন বলা হয় না। এতে কোন বিকল্প সংজ্ঞা থাকে না। যা বর্দ্ধিত করা যায়। সসীম (পবিত্র) অথবা অপ্রমেয় সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্তি অনুসারেও জ্ঞাতব্য।

১১৫. অরূপ আলম্বনে আকাশ কৃৎস্ন বর্দ্ধিত করা উচিত নয়। ইহা কৃৎস্ন অপসারণমাত্র। কৃৎস্ন অপসারণই মনে করতে হবে। যদি ইহা বর্দ্ধিত করা হয় তবে কিছুই হবে না। ব্যক্তিক স্বভাবধর্ম বিধায় বর্দ্ধিত করা অনুচিত। অধিকন্তু ব্যক্তিক স্বভাবধর্মকে বর্দ্ধিত করা যায় না। বিজ্ঞানে অনুপস্থিতি বর্দ্ধিত করা যায় না। বিজ্ঞান স্বভাবধর্ম মাত্র (অনবস্থিতি)। নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন বর্দ্ধিত করা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু ইহাও স্বভাবধর্ম মাত্র।

১১৬. অবশিষ্ট কর্মস্থানগুলো বর্দ্ধিত করা উচিত নয়। কারণ এগুলোর কোন নিমিত্ত নেই। প্রতিভাগ নিমিত্ত (প্রতিবিম্ব) বর্দ্ধিত করা যেতে পারে।

বুদ্ধানুস্মৃতি ইত্যাদি আলম্বন প্রতিভাগ নিমিত্ত নয়। সে কারণে এখানে বৃদ্ধি করা নিস্প্রয়োজন।

এরূপে বর্দ্ধন-অবর্দ্ধন বর্ণিত হলো।

১১৭. **৬.আলম্বনেঃ** চল্লিশ প্রকার কর্মস্থানের মধ্যে বাইশ প্রকার কর্মস্থানে প্রতিভাগ নিমিত্ত আলম্বন আছে। তন্মধ্যে দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, আনাপান স্মৃতি এবং কায়গতা স্মৃতি রয়েছে। অবশিষ্টগুলোর মধ্যে প্রতিভাগ নিমিত্ত আলম্বন নেই। বার প্রকার কর্মস্থানে ব্যক্তির স্বভাবধর্ম আলম্বন বশে বিদ্যমান। অর্থাৎ দশ অনুস্মৃতির মধ্যে আনপান স্মৃতি এবং কায়গতা স্মৃতি ব্যতীত অপর আট অনুস্মৃতি, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা চার ধাতু ব্যবস্থান বিজ্ঞান আয়তন এবং নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন স্বভাবধর্ম আলম্বন। বাইশ প্রকার কর্মস্থানে প্রতিভাগ নিমিত্ত হয়। তন্মধ্যে দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, আনপান স্মৃতি এবং কায়গতা স্মৃতি। অবশিষ্ট ছয় প্রকার কর্মস্থানে শ্রেণীযোগ্য কোন আলম্বন নেই। আট প্রকার আলম্বনকে চালিতালম্বন বলে। তাও পূর্বভাগে প্রতিভাগ নিমিত্ত স্থির। এগুলোর মধ্যে বিপূঁর্যক, লোহিতক, পুলুবক, আনপানস্মৃতি, আপ কৃৎস্ন, তেজকৃৎস্ন, বায়ুকৃৎস্ন এবং আলোক কৃৎস্নের মধ্যে সূর্যাদির অবভাস আলম্বন। এরূপে আলম্বন বর্ণিত হলো।

১১৮.৭ **ভূমি বশে :** বারটি কর্মস্থান দেবলোকে সংঘটিত হয় না। তন্মধ্যে দশ অশুভ, কায়গতা স্মৃতি এবং আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা। উক্ত বারটি এবং আনপান স্মৃতি ব্রহ্মলোকে সংঘটিত হয় না। কিন্তু অরূপভাবে চার অরূপ কর্মস্থান আর কোন কর্মস্থান সংঘটিত হয় না। কিন্তু সব কর্মস্থানই মনুষ্যলোকে সংঘঠন করা যায়।

এরূপে ভূমি বশে কর্মস্থান বর্ণিত হলো। (১১৪)

১১৯. **৮. গ্রহণবশে :** এখানে দর্শন, স্পর্শ এবং শ্রবণানুসারে কর্মস্থান ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। এখানে বারকৃৎস্ন ব্যতীত উনিশ প্রকার কৃৎস্ন কর্মস্থান, দশ অশুভ কর্মস্থান দর্শন দ্বারা বোঝা যায়। ইহার সংগঠন হলো-পূর্বাহ্নে বস কর্মস্থানের অবশ্যই চোখে অবিরত দর্শন করে নিমিত্ত গ্রহণ করতে হয়। কায়গতা স্মৃতির ক্ষেত্রে ত্বক পর্যন্ত পাঁচটি অঙ্গ চোখে দেখে অবশিষ্ট গুলো

শ্রবণ করে আলম্বন হয়। সুতরাং এরূপে দর্শন এবং শ্রবণ বশে আলম্বন সংগটিত হয়। আনপান স্মৃতিতে স্পর্শের মাধ্যমে আলম্বন গৃহীত হয়। বায়ু কৃৎস্ন কর্মস্থানে দর্শন এবং স্পর্শের মাধ্যমে আলম্বন হয়। অবশিষ্ট আঠার প্রকার কর্মস্থান শ্রবণের মাধ্যমে আলম্বন হয়। উপেক্ষা ব্রহ্মবিহার ভাবনা এবং চার অরূপ ধ্যাননবিশদের আয়ত্ত হয় না। কিন্তু অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশ প্রকার নবিশদের পক্ষে সুবিধাজনক।

এরূপে গ্রহণবশে কর্মস্থান বর্ণিত হলো।

১২০. **৯. কারণ/প্রত্যয় বশে :** আকাশ কৃৎস্ন ব্যতীত অপর নয় কৃৎস্ন ধ্যান আরূপ্য ধ্যানের প্রত্যয় হয়ে থাকে। দশ কৃৎস্নে ধ্যানের দ্বারা অভিজ্ঞার প্রত্যয় হয়ে থাকে। এভাবে প্রথম তিনি ব্রহ্মবিহার ভাবনা চতুর্থ ব্রহ্মবিহার ভাবনার প্রত্যয়, প্রত্যেকটি অরূপ ধ্যান উপরস্থ অরূপ ধ্যানের প্রত্যয়। নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ভাবনা নিরোধ সমাপত্তির প্রত্যয়। সমস্ত প্রত্যয় হলো ভবসম্পদ বিদর্শন সুখ বিহারের জন্য।

এরূপে প্রত্যয় বশে কর্মস্থান বর্ণিত হলো।

১২১. **১০. চরিতানুকূল বশে :** এখানে চরিতানুকূল বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। প্রথম দশ প্রকাশ অশুভধ্যান ও কায়গতাস্মৃতি সহ এগারটি কর্মস্থান রাগ চরিতের পক্ষে অনুকূল। চার ব্রহ্মবিহার, চার বর্ণকৃৎস্নসহ আট কর্মস্থান দ্বেষ চরিতের পক্ষের অনুকূল। আনপান স্মৃতি, মোহ চরিত এবং বিতর্ক চরিতের পক্ষে অনুকূল।

ছয় অনুস্মৃতি কর্মস্থান শ্রদ্ধাচরিতের উপযোগী। মরণস্মৃতি, উপসমানুস্মৃতি, চতুর্ধাতু অবস্থান ভাবনা। আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞাসহ চার কর্মস্থান বুদ্ধি চরিতের উপযোগী। অবশিষ্ট কৃৎস্নধ্যান এবং চার অরূপধ্যান সর্ব প্রকার চরিতের জন্য উপযোগী। কৃৎস্ন ধ্যানের মধ্যে যেটি যেটি বিতর্ক চরিতের এবং যেটি অসীম তা মোহচরিতের পক্ষে অনুকূল। এরূপে চরিতানুকূল বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

১২২. এ পর্যন্ত যা প্রদর্শিত সেগুলো সরাসরি প্রতিকূল এবং সম্পূর্ণ অনুকূল অনুসারে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাগাদির বিদ্যমান জনক এবং শ্রদ্ধাদির কোন কুশল ভাবনা নেই। এছাড়া চার প্রকার ভাবনা আবশ্যক : রাগ প্রশনের জন্য অশুভ ধ্যান করা উচিত, ব্যাপাদ (ঈর্ষা) দমনের জন্য মৈত্রীভাবনা (১১৫) বিতর্ক নির্ধারণের জন্য আনপানস্মৃতি ভাবনা করা উচিত। আমিত্ব নিবারণের জন্য অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত। (A-iv-358) রাহুল সূত্রের প্রারম্ভে বলা হয়েছে : রাহুল মৈত্রী ভাবনা বৃদ্ধি কর

(M-1-424) এতে একটি মাত্র কর্মস্থানে সাতটি কর্মস্থান নিহিত আছে। সুতরাং অক্ষর মাত্র মৈত্রীর পরিবর্তে অভিপ্রায় পর্যবেক্ষণ কর।
এ পর্যন্ত কর্মস্থান ভাবনার বিষয় তাকে বিচক্ষণতার সাথে হৃদয়ঙ্গম বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হলো।

১২৩. এখানে "বিচক্ষণতার সাথে হৃদয়ঙ্গম" বলতে যা বোঝায়, নিম্নে তা বিস্তৃত আলোচিত: পূর্বোক্ত "কল্যাণ মিত্রের নিকট গিয়ে কর্মস্থান প্রদানের প্রার্থনা" (কর্মস্থানের বিষয়দাতা) করেন। নিজেকে পরম করুণাময় বুদ্ধের কাছে কিংবা আচার্যের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ করে বিনম্রচিত্তে, এবং আন্তরিক প্রত্যয় নিয়ে কর্মস্থান প্রার্থনা করা উচিত।

১২৪. তিনি ভগবানের নিজেকে এ বলে নিবেদন (আত্মসমর্পণ) করা কর্তব্য; "ভগবান আমি (আমার শরীর) আপনার নিকট সমর্পণ (পরিহার) করছি। এভাবে নিজেকে সমপর্ণ না করলে আরণ্যক আবাসে কিংবা দুরাভাসে বাস করতে গিয়ে ভীতিপূর্ণ আলম্বন উপস্থিত হলে সহ্য নাও হতে পারে। এরূপ হলে তাকে গ্রাম্য আবাসে ফিরে যেতে হবে। তাতে পৃথগজন হবে। ফলে তাকে অযোগ্য এষণায় পড়ে ধ্বংসের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু পূর্বোক্ত নিয়মে নিজেকে উৎসর্গ করলে তাঁর মধ্যে কোন ভয়ের উদ্রেক হয় না। ভীতিকর কোন আলম্বন উপস্থিত হলে তার মধ্যে তা সন্তোষের উদ্রেক করে। "তুমি কি তোমাকে বুদ্ধের কাছে প্রাজ্ঞ-নিবেদন করেছো ?"

১২৫. যেমন কোন লোকের কাছে একখন্ড উত্তম কাশীবস্ত্র আছে। সেটি ইঁদুর বা কীটদৃষ্ট হলে মনে ব্যথার উদ্রেক হয়। যদি সেটি কোন চীবরহীন ভিক্ষুকে দান করলে সে ভিক্ষু তা খণ্ড খণ্ড করতে দেখলে সন্তোষ (সৌমনস্য) উৎপন্ন হয়। সুতরাং এরূপে আত্মদান জ্ঞাতব্য।

১২৬. আচার্য্যের নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তিনি বলবেন, "ভন্তে, আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম।" এভাবে সে নিজেকে সমর্পণ করবে না তিনি অপরিশোধনীয় অপরাধ করেন, অবাধ্য, উপদেশ উপেক্ষাকারী, যথেচ্ছাকারী ও আচার্য্যের অনুমতি ছাড়া যত্রতত্র গমনকারী হয়ে থাকেন। ফলে আচার্য তাকে আমিষ কিংবা ধর্ম বিষয়ে কোন সাহায্য করে না, গূহ্যগ্রন্থ শিক্ষা দেয় না (116)। এ দুপ্রকারের সাহায্য বঞ্চিত হয়ে শাসনে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অচিরেই গৃহীভাব ধারণ করে দুঃশীল হয়ে যায়। কিন্তু যদি তিনি নিজের (আত্মভাব) সমর্পণ করেন, তবে অপরিশোধনীয় অপরাধ প্রবণ হন না।, সুবাধ্য, উপদেশ পালন, যথেচ্ছা গমন করেন না, আচার্যেল অনুমতি নিয়ে গমন করেন, যত্রতত্র গমন করেন না, সহজ ভাষণ করেন, এবং আচার্যের অনুবর্তি হয়ে থাকেন।

তিনি আচার্যের কাছ থেকে দুই প্রকার উপকার লাভ করেন। তাতে তাঁর শাসনে বৃদ্ধি-বর্ধন ও বৈপুল্য লাভ হয়। স্থবির চুল পিণ্ডপাতিক তিষ্য-এর অন্তেবাসীর মতো।

১২৭. উক্ত স্থবিরের নিকট তিনজন কর্মস্থান প্রার্থী হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'ভন্তে, যদি আপনার উপকারে আসব বলে মনে করেন, তবে আমি শতপুরুষ পরিমাণ গভীর প্রপাতে পড়তে পারি। দ্বিতীয়জন বললেন, "ভন্তে, যদি আপনার উপকার হয় তবে আমি এ দেহের পায়ের গোড়ালী হতে ঘসে ঘসে নিরবশেষ ক্ষয় করতে প্রস্তুত আছি।' তৃতীয়জন বললে, "ভন্তে, যদি আপনার উপকারে আসে তবে আমি আমার আশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেহত্যাগ করতে প্রস্তুত।" ভিক্ষুদের দৃঢ়তা লক্ষ্য করে "এ ভিক্ষুগণ্ অবশ্যই উন্নতি বিধান করতে পারবে' প্রত্যয়ে আচার্য তাঁদেরকে কর্মস্থান প্রদান করলেন। তাঁর উপদেশ অনুসরণ করে তিনজনেই অর্হত্বফল লাভ করলেন। ইহা আত্মসমর্পণের সুফল। সে কারণে উক্ত হয়েছে ভগবানের বুদ্ধের নিকট অথবা আচার্যের নিকট আত্মসমর্পণ।

১২৮. 'বিনম্র চিত্ত এবং আন্তরিক প্রত্যয়' : সাধকের বিনম্র চিত্ত হবে সহজ সরল। তার মধ্যে অলোভসহ ছয় প্রকার সম্পন্ন রীতি (অধ্যানকায়) বিদ্যমান। যাদের এরূপ গুণ সমন্বিত তাঁরা তিন প্রকারের বোধির অন্যতরে উপনীত হন। তদনুসারে বলা হয়েছে : ছয় প্রকার রীতি (অধ্যাকায়) বোধিসত্ত্বকে বোধি লাভের পক্ষে সহায়তা করে। অলোভে প্রবৃত্ত হয়ে বোধিসজ্ঞান লোভের দোষদর্শী হয়ে থাকেন; অদ্বেষে প্রবৃত্ত হয়ে বোধিসত্ত্বগণ দ্বেষে দোষদর্শী হয়ে থাকেন, অমোহে প্রবৃত্তি হয়ে বোধিসত্ত্বগণ মোহে দোষদর্শী হয়ে থাকেন। নৈষ্ক্রম্যে প্রবৃত্ত হয়ে বোধিসত্ত্বগণ গৃহবাসে দোষদর্শী হয়ে থাকেন। নির্জনবাসে প্রবৃত্ত হয়ে বোধিসত্ত্বগণ সমাজে দোষদর্শী হয়ে থাকেন। তগগে প্রবৃত্ত বোধিসত্ত্বগণ সমস্তভাবে দোষদর্শী হয়ে থাকেন। যারা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, ক্ষীণাশ্রব, প্রত্যেক বুদ্ধ, সম্যক সম্বুদ্ধগণ, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের সকল স্তরে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ লভ্য ছয় প্রকারের ভিত্তিতে লাভ করেছেন।

১২৯. এতে সর্বান্তকরণে তার এ প্রণিধান হওয়া কর্তব্য। তাঁর অর্থ (117) এই যে, তাঁর প্রণিধান সমাধিমুখী, শ্রদ্ধা-সমাধিমুখী, সমাধি অধিমুক্ততা, নির্বাণাধিমুক্ততা শ্রদ্ধা-নির্বাণতা, নির্বাণ নির্ভরতা হওয়া কর্তব্য।

১৩০. শ্রদ্ধাদিমুক্ততা এবং আন্তরিক প্রত্যয়সহকারে সাধক কর্মস্থানের বিষয় যাচ্ঞা করেন। অতঃপর চিত্ত পর্যায় জ্ঞানে অভিজ্ঞ কল্যাণমিত্র তার চিত্তভাব পর্যবেক্ষণ করেন। যে কল্যাণমিত্র উক্তভাবে জানতে পারেন না, তিনি প্রশ্নাকারে বলবেন তুমি কোন চরিতের অধিকারী? অথবা কোন ধর্মভাব তোমার মধ্যে বারবার উদয় হয়? অথবা কোন কর্মস্থানে তোমার চিত্ত রসিত হয়। এভাবে প্রশ্ন করা কর্তব্য। উক্ত নিয়মে প্রশ্নোত্তর জেনে চরিত অনুকূল কর্মস্থান নির্ধারণ করবেন। কর্মস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে তিন প্রকারে তা বিস্তার করবে। যিনি কর্মস্থান অনুগত তাঁকে ভিন্ন বৈঠকে একবার বা দুইবার মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়ে দেওয়া উচিত। নিকটে অবস্থানকারীকে আগত সময়ে বলে দেওয়া কর্তব্য। তাঁকে নাতি স্বল্পক্ষণে বা নাতি দীর্ঘক্ষণে বিস্তার করে অন্যত্র গমন করতে পারবেন।

১৩১. পৃথিবী কৃৎস্ন কর্মস্থান দেওয়ার সময় নয় প্রকারে তা বিস্তার করবেন। তাতে চার প্রকার দ্বেষ, কৃৎস্ন প্রস্তুতকরণ, কৃৎস্ন ভাবনা বিধি দুই প্রকার নিমিত্ত, দুই প্রকার সমাধি, সাত প্রকার আনুকূল্যতা-অনানুকূলতার, দশ প্রকার অর্পণা কৌশল, বীর্যের সমতা বিধান, ও অর্পণা বিধান। যথোপযুক্ত ও অপরাপর কর্মস্থান ভাবনায় বিষয়ের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ও অনুকূল বিস্তার করা উচিত। উক্ত সমস্ত বিষয় ধ্যান নির্দেশের সময় সুস্পষ্ট করে বলা কর্তব্য। সাধকের এসব শ্রবণের মুহূর্তেই "নিমিত্ত গ্রহণ" করা কর্তব্য।

১৩২. নিমিত্ত গ্রহণ : ইহার অর্থ হলো-তাকে প্রত্যেকটি বিষয়ে অবশ্যই সংযুক্ত থাকতে হবে। এটি শেষের পদ, এটি পরবর্তী পদ, এটি ইহার অর্থ, এটি ইহার উদ্দেশ্য, ইহা উপমা।' মনোযোগ সহকারে শ্রবণের সময় এভাবে নিমিত্তগ্রাহী-হবেন– তাঁর কর্মস্থান ভাবনার বিষয় সুব্যাখ্যাত। তাতে তিনি সফলতার সাথে বিশেষাধিগ হয়ে থাকেন। তাছাড়া সম্ভব নয়। ইহা তার বিস্তৃত অর্থ বলে অবশ্যই গ্রহণ করেন।

১৩৩. উপযুক্ত বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা হলো "কল্যাণ মিত্রের নিকট গিয়ে নিজের চরিতানুকূল কর্মস্থানের গ্রহণ করে"–বিষয়ের বিবিধাকারে বিস্তারণ।

গুণীজনের সন্তোষ বিধানে বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের কর্মস্থান গ্রহণ সমাধি, চিত্ত বিশুদ্ধি নির্দেশ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায় ঃ বিশুদ্ধিমার্গ

পাদটীকা

১. 'চিত্তস্স একাগ্গতা' বলতে চিত্তকে একী কেন্দ্রভূত করাকে বোঝায় কোন একটি নির্দিষ্ট আলম্বন (বিষয়ে) চিত্তের হার চৈতসিকের যে সামগ্রিক (সমগ্গ) এক কেন্দ্রীভূতভাব। (A.F.70) কোন সময় ইহাকে এক কেন্দ্রিক বলা হয়। একই অর্থে ইহা সসাধির সমার্থক। সংস্কার বন্ধে ইহার সংজ্ঞা অনুরূপ। (M.A.I-124)

২. সময় ধ্যানের মধ্যে দু প্রকার ধ্যান শমথ এবং বিদর্শন। শমথ - ইন্দ্রিয় সমূহে সমতা আনায়ন করে। যার অর্থ হলো- শান্ত। চঞ্চল চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত করে শমথ ধ্যান। শমথ ধ্যান ৪০ প্রকার। বস্তুত ধ্যানের দ্বারা ইহজীবনে সুখলাভ হয়, অনুকূল পুনর্জন্ম হয় এবং মনের কলুষতা বিনষ্ট হয় ..... মূলত অনাত্ম দর্শনকে বিদর্শন বলে। (বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব পৃ. ১১৮) অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত বলে সুস্থির থাকে। তৃতীয়টি বিশেষ সমাধি শুধু ধ্যানে সুস্থির থাকে না বরং উচ্চতর সমাধি লাভের ভিতরূপে কাজ করে। চতুর্থটি উচ্চতর সমাধির (নিব্বেদ) উপর ভিত্তি করে যোগাবচর বস্তুর যথা স্বরূপ অবগত হয়ে থাকেন। তদনুসারে বলা হয়েছে যিনি প্রথম ধ্যান লাভ করেন তাঁর কামসহগতা সংজ্ঞা ও মনসিকার প্রজ্ঞা নিস্কৃততম (হানভাগিয়) হয়। যখন তাঁর ধ্যান স্থিতাবস্থা তখন প্রজ্ঞা স্থিতিভাগীয় হয়। যখন তিনি অবিতর্ক সহগতা সংজ্ঞা ও মনসিকার হন তখন প্রজ্ঞা বিশেষভাগীয় হয়। যখন তিনি উচ্চতর (নিব্বেদ)। সহগতা বিরাগ উপসংহিতা সংজ্ঞা ও মনসিকার বহুল হন তখন প্রজ্ঞা উচ্চতর (নির্বেধ) ভাগীয় হয়। (Vbh.330) সে প্রজ্ঞালব্দ সমাধি চার প্রকার। এভাবে অংশহগ্রহণ,হ্রাস ইত্যাদি ক্রমে সমাধি চার প্রকার।

৪. দুই মাতিকা : পালি দ্বে মাতিকা। পরমার্থ মঞ্জুষার মতে ধর্ম-বিনয়-অনুসরণকারী। (pm.117).

৫. প্রবারণা : ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত সমাপ্ত করে পবারণা বা প্রবারণা উদ্‌যাপিত হয়। এ তিন মাস ধরে ভিক্ষু বা একই বিহারে বসবাসের অধিষ্টান করেন। পর্যটন বন্ধ করণার্থে এ ব্যবস্থা। এ সময় শস্য উৎপাদিত হয়। ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত ত্যাগের উদ্দেশ্যে সকলে সমবেত হয়। তাঁরা পরস্পরকে দোষ বর্জন করার জন্য অনুরোধ জানায়, তা দৃষ্ট শ্রুত হোক। (Vin.i-155).

৬. প্রাচীন খন্ডরাজি : পূর্বদিকে পর্বতখন্ডের মধ্যে প্রাচীন খন্ডরাজি অবস্থিত (pm-97) আগন্তুক স্থবির বললেন, "ভন্তে, আপনার দীর্ঘকালের বাসস্থানে অতিরিক্ত কোন পরিস্কার নেই কি ? "বন্ধু, মঞ্চপীঠ শয়নাসন আছে, এসব সাংঘিক সম্পদ, তাই গুটিয়ে রেখে দিয়েছে।" প্রস্থানকারী বন্ধু বললেন, আমার লাঠি, তেলের ডিবা ও পদুকা খলিয়া ফেলে এসেছি।" "বন্ধু, মাত্র একদিন এখানে বাস করে এতো সঞ্চয় করেছো? "হাঁ বন্ধু। উত্তরে আগন্তুক বন্ধু বললেন।

৭. যাগু : অনুরাধাপুরে প্রচলিত প্রথানুসারে বিনা পয়সায় যাগু বিতরণ রীতি প্রচলিত ছিল।

৮. নবোপসম্পন্ন ভিক্ষু আচার্যের অধীনে পাঁচ বৎসর অবস্থান করে বিনয় শিক্ষা করার পর কোন বিহারের দায়িত্বে পাঠানোর রীতি বিনয় সম্মত। ভিক্ষুত্ব পাঁচ থেকে দশ বৎসরের মধ্যে হলে তাঁকে বা মধ্যম ভিক্ষু বলে। ভিক্ষু দশ কিংবা তদোর্ধ জ্যৈষ্ঠতা অর্জন করলে তাকে স্থবির (থের) বলে।

বৃক্ষের গোড়ায় স্থবিরের ব্রত সম্পাদন করলেন রোহন। তুমি কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞাসিত হলে তিনি (রোহন) তার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করলেন।

স্থবির তাকে বললেন। তুমি ভালই করেছো। উপাসিকা সব সময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। সে কারণে আমার অমনন। তুমি যাও, আমি বর্ষাটা এখানে কাটিয়ে দেব। (92) তিনি তাঁকে বিদায় দিলেন। ঠিক সময়ে তিনি বিহারে পৌঁছিলেন। তাকে যে শয়নাসন প্রদান করা হলো ভাগ্যক্রমে তাঁর পিতার সেটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ঠোঁটে চেপে ধরে উড়ে যাচ্ছিল। ঠোঁটের চাপে আমের রস ঝরে পড়ছিল। উড়ন্ত পাখায় রসের ঝাপটা লাগছিল। আর গান ধরেছিল। গান শুনে চঞ্চল চতুস্পদগুলো যেন মত্ত হয়ে নারছে। চতুস্পদগুলো চড়ছিল ছাড়নভূমিতে আর ঘাসগুলো মুখে পুড়ছিলো। আর গানের ছন্দে শুনছিলো। শিকারী জন্তুগুলো ছোট ছোট প্রাণীদের এক পা হয়ে শিক্ষার ধরছিল। শিকার প্রাণীগুলো জীবনের মায়াভূলে নিজেদের সীমা রেখায় উপনীতি। গগনে পাখিরা ডানা মেলে অবস্থানরত। জলের মিনগুলো ছিল নীরব নিথর স্থিত পাখনা। সকলে মধুর ছন্দে গীত করবীক গান শুনছিল। ধর্মাশোকের স্ত্রী রাণী অসন্ধিমিত্রা, সংঘকে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে জগতে এমন কোন কিছু আছে, "যে বুদ্ধের মত শব্দ করে"? করবীক পাখি। তিনি রাজাকে নিবেদন করলেন, "প্রভু, আমি করবীক পাখির গান শুনতে চাই।" রাজা একটি সোনার খাঁচা প্রেরণ করে। একটি করবীক পাখি এ খাঁচায় এসে বসে থাকা হোক।" বলে ফরমান পাঠালেন। খাঁচা চলতে চলতে এক করবীক পাখির।

সামনে গিয়ে উপস্থিত। পাখি চিন্তা করল, "রাজার নির্দেশে খাঁচার আগমন। না যাওয়া সম্ভব নয়।" পাখিটি এর ভেতরে প্রবেশ করল। খাঁচা প্রত্যাবর্তন করে বাজার সমীপে গিয়ে উপনীত। তাঁরা করবীকের একটি শব্দও শুনতে পেলেন না। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কখন তারা শব্দ করে?" তারা বলল, "তাদের স্বজনকে দেখে।" রাজা তারপর খাঁচার পরিবৃত করে আয়নাযুক্ত করালেন। আয়না নিজের প্রতিবম্ব দেখে মনে করল তার স্বজনেরা এসেছে। পাখি তার পাখা বিস্তার করে অতি সুন্দর স্বরে ধরল যা স্কটিকের স্বরের মত ধ্বনিত হলো। পাগল প্রায় হয়ে সমস্ত নগরবাসী সমবেত হলো শব্দ শুনে। অসন্ধিমিত্রা ভাবলেন, "এ পাখির শব্দ যদি এতো মধুর হয়, তাহলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের কণ্ঠধ্বনি কিরূপ হতে পারে?" তিনি তার প্রীতি উৎপাদন করে শ্রোতাপাতিফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মস্থান গ্রহণ বিবরণ

পৃথিবী কৃৎস্ন নির্দ্দেস

(পাঠবী কসিন)

১. (118) পূর্বাহ্নে উক্ত হয়েছে "কর্মস্থান ভাবনার অননুকূল বিহার ত্যাগ করে অনুকূল বিহারে গমন করবে।" কর্মস্থান বিষয়ের উপকরণ নির্মার্থ কিছুদিন যদি কেউ প্রথম মনে করে যে, আচার্যের সাথে একই বিহারে বসবাস সুবিধা মনে করেন তবে থাকতে পারেন। যদি সে বিহার সুবিধাজনক মনে না করেন তবে তিনি অন্য সুবিধাজনক বিহারে বাস করতে পারেন। তবে সে বিহার আচার্যের বিহার থেকে এক চতুর্থাংশ বা অর্ধাংশ অথবা এক যোজন দূরত্বের মধ্যে হবে। এক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে যদি সন্দেহ জাগে, কিংবা কর্মস্থান বিষয়ে ভুল হলে, তিনি আচার্যের নিকট যাবেন। পূর্বাহ্নে তিনি নিজ বিহারে ব্রত সম্পাদন, পথে ভিক্ষাচরণ ও ভুক্তকর্ম সম্পাদন করে আচার্যের বিহারে গিয়ে উপনীত হবেন। সে দিন আচার্যের উপস্থিতিতে তিনি কর্মস্থান বিষয়ে কিছু উপকরণ তৈরি করবেন। পরদিন আচার্যকে বন্দনা জানিয়ে ফেরার পথের ভিক্ষাচরণ ও ভুক্তকর্ম সম্পাদন করে বিনা শ্রান্তিতে স্ববিহারে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু যিনি এক যোজনের মধ্যেও কোন সুবিধাজনক স্থান পাওয়া না যায় তবে তিনি কর্মস্থানের জটিল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে এবং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবেন। যাতে সঠিকভাবে মনোনিবেশ করা যায়। তারপর তিনি অনেক দূরে গিয়ে বিহার সংক্রান্ত অনুকূল অবস্থা পরিত্যাগ করে কর্মস্থানে মনোনিবেশ করবেন। ইহাকেই অনুরূপ বিহার বলে।

আঠার প্রকার অননুরূপ বিহার :

২. আঠার প্রকারের মধ্যে যে কোন একটি অনুকূল হলে তাকে অননুরূপ বিহার বলা হয়। তন্মধ্যে রয়েছেঃ মহত্ত্ব, নবত্ব, জীনত্ব, পথনিশ্রিত, পানীয়জলের পুকুর সংলগ্ন, পর্ণসংস্থিত, পুষ্প, ফল, মহত্ত্বপূর্ণ, নগর সন্নিকট, কাষ্ঠ সংগ্রহ সংলগ্ন, হল যোগ্য মাঠ, বিরুদ্ধ চরিত্র পুরুষ, বন্দর প্রবেশদ্বার সংলগ্ন, সীমান্ত দেশ সন্নিকট, রাজধানী সন্নিকট, অননুকূলতা কল্যাণমিত্রের অভাব। (119) এসের একটি অসুবিধাও যদি থাকে তবে তা অননুরূপ হয়ে থাকে। কেন?

৩. **১. মহাবিহারে** বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বহুলোকের সমাগম হয়ে থাকে। তারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় বলে ব্রত সম্পাদনে অবহেলা করে। বোধিবৃক্ষ মণ্ডপ ইত্যাদি অসমার্জিত থাকে। পানীয় ও ধৌত নিমিত্ত জল পরিশোধিত হয় না। সুতরাং যদি তিনি ভাবেন, উদ্দেশ্য গ্রাম-অনুগামী হয়ে পাত্র-চীবর নিয়ে উদ্যোগ নিলাম। যদি তার দৃষ্টিপাত হয় যে, ব্রত সম্পাদন করা হয়নি–পানীয় জলের ভাণ্ড শূন্য, অপ্রত্যাশিত হলেও তাকে দৃষ্ট ব্রত সম্পাদন করতে হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হয়। না করলে ব্রতভঙ্গের দোষে দুষ্ট হতে হয়। অথচ করতে গেলে তার কাল বিলম্ব হয়। কাল বিলম্বে গ্রামে গেলে কোন ভিক্ষা প্রদান শেষ হয়ে যায় বলে কিছু পাওয়া যায় না। এছাড়া-তিনি নির্জনে ধ্যানে বসলে কনিষ্ঠ ভিক্ষু ও অল্প বয়স্ক শ্রামণ কি ? সংঘ কর্মের উচ্চ শব্দে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যে সব মহাবিহারে অন্যের দ্বারা ব্রত সম্পাদিত হয় এবং অন্য কোনরূপ উপদ্রব থাকে না সেরূপ মহাবিহারে বাস করা যায়।

৪. ২. **নব বিহারে** নানা প্রকার নতুন গঠন কার্য হয়ে থাকে। কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করলে লোকে, নিন্দা করে। কিন্তু যদি ভিক্ষুগণ বলেন, “আয়ুষ্মান যথেচ্ছা শ্রমণধর্ম আচরণ করুক। আমরা বিহার গৃহ নির্মাণ কার্য তদারক করব”–এক্ষেত্রে নববিহারে বাস করা উচিত।

৫. ৩. **জীর্ণতাপ্রাপ্ত বিহারে** মেরামত জনিত অনেক কাজের সমারোহ থাকে। অন্তর তার নিজের শয়নাসন মেরামতকালীন তদারকি না করলে লোকজন নিন্দা ও তিরস্কার করে। অথচ কাজ তদারকি করতে গেলে তার কর্মস্থানের পরিহানী হয়।

৬. ৪. বিহার যদি **পথ নিশ্রিত হয়** হয় তবে দিবারাত্র পর্যটকগণ গমনাগমন করে থাকে। এমনকি যারা গভীর রাতে আসে তাদেরকে নিজের শয়নাসন ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষের নিচের কিংবা পাষাণ খণ্ডের উপর গিয়ে থাকতে হয়। পরবর্তী দিনেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং তার কর্মস্থানে চিত্ত নিবিষ্ট করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু যে পথ নিশ্রিত বিহারে পর্যটক কর্তৃক এরূপ অসুবিধা ঘটায় না সেরূপ বিহার বাসযোগ্য হয়।

৭. ৫. **পানীয় জলের পুকুর** সোণ্ডী থেকে জল সংগ্রহের জন্য নানা জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণির লোক সমাগম হয়। নগরবাসী লোকজন এবং রাজানুগ্রহ লাভকারী স্থবিরগণের ভক্তবৃন্দ কাপড় রং করতে এখানে আসেন। এসে

তারা কেউ পাত্র, কাঠ, গামলা ইত্যাদি (120) চাইলে দিতে হয়, তাদেরকে স্থান নির্দেশের জন্য সঙ্গে যেতে হয়। সুতরাং তাকে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়।

৮. ৬. দিবাভাগে কর্মস্থান নিয়ে যেখানে যোগী বসবেন পাশের ক্ষেত্রে যদি নানা **শাকপর্ণ** থাকে তবে শাক সংগ্রহের জন্য সেখানে স্ত্রী সমাগম হয় নিত্য। তারা শাক তুলতে তুলতে নানা গীতে মুখর করে তোলে। গীতশব্দে সাধকের ধ্যানান্তরায় ঘটে।

৭. যেখানে **প্রস্ফুটিত ফুলের নানা গাছড়া** আছে সেখানেও অনুরূপ ধ্যান বিপত্তি হয়।

৯. ৮. যেখানে বিবিধ প্রকার আম, জাম ও কাঁঠাল **ফলের বাগান আছে** সেখানে লোকজন ফল সংগ্রহার্থে যাতায়াত করে ফল না পেলে ঝগড়া বিবাদ করে। শক্তি প্রয়োগ করে ফল নেয়। কর্মস্থান পালনকারী সায়াহ্নে বিহারে চংক্রমণের সময় তা দেখে যদি জিজ্ঞেস করে “উপাসকগণ কেন এরূপ করছেন?” তবে তারা তাকে ইচ্ছেমতো গালি গালাজ করে, আবাস থেকে তাড়াতে চেষ্টা করে।

১০. ৯. জগৎবিখ্যাত এবং স্বনামখ্যাত দক্ষিণ গিরি, হস্তকুক্ষি, চৈত্যগিরি অথবা চিতল পর্বতের মতো **প্রসিদ্ধ বিহারে বাস** করলে কর্মস্থান গ্রহণকারীকে অর্হৎ মনে করে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য চারদিক থেকে লোকজন সমবেত হয়। তাতে তার ধ্যানান্তরায় হয়। যদি তিনি সেখানে রাত্রিবাস এবং অন্যত্র দিবাবাস করেন তবে সে বিহারে বাস করা যায়।

১১. ১০. বিহার **নগর সংনিশ্রিত হয়ে** তা যদি বিপরীত লিঙ্গ মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে সে বিহার অননুকূল বিহার। সেস্থানে জল আহরণকারিণীগণ কলসীর ঘেঁষা দেয়, যাতায়াতের পথ ছেড়ে দেয় না এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিহারে গালিচা পেতে বসে পড়ে।

১২. ১১. **কষ্ঠসংস্থিত বিহার** যেখানে জ্বালানি কাষ্ঠ বা অনুরূপ উপকরণসমৃদ্ধ সেখানে পূর্বোক্ত শাক-পুষ্পাহরণকারীগণের মতো কাষ্ঠ সংগ্রহকারীগণ ধ্যানের অন্তরায় ঘটায়। বিহারে যে বৃক্ষ রক্ষিত আছে তা ঘর তৈরি করার জন্য কাটে। সায়াহ্নে ধ্যানাগার হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চংক্রমণরত সময়ে তা দেখে যদি জিজ্ঞেস করা হয় উপাসকগণ, এরূপ করছ কেন ?” তাতে

তারা রাগান্বিত হয়ে তাকে নানা গালিগালাজ করে এবং বিহার থেকে তাড়াতে চেষ্টা করে।

১৩. ১২. হলে **যোগ্য মাঠের** মধ্যস্থলে বিহার প্রতিষ্ঠিত চাষারা বিহারের উঠানে খল তৈয়ার করে, ধান মাড়ায়, ধান শুকায় এবং অন্যান্য। ধ্যানান্তরায় কর কাজকর্ম করে। বিহার সম্পূর্ণ সাংঘিক সম্পদ হয়েও আরামকূল গৃহীরা সেখানে গরু বান্ধে।, রাস্তায় বাঁধ দিয়ে ক্ষেতে পানি দেয় (১২১) তারপর ক্ষেত্রের কোন রকম ক্ষতি হলে ধানের অগ্রভাগ ধরে এনে সংঘকে দেখায়। "দেখুন আপনাদের সেবকের কাণ্ড" বলে দোষারোপ করেন। এ ব্যাপারে এক বা একাধিকবার রাজসদনে কিংবা অমাত্য সদনে যেতে হয় বিধায় ক্ষেত্র সংনিশ্রিত বিহার অননুকূল বলে উক্ত।

১৪. ১৩. যে বিহারে **'বিরুদ্ধ চরিত পুরুষ'** বাস করে তারা পরস্পর অসহনীয় এবং কলহপ্রবণ হয়। যখন তাদের মধ্যে সংঘাত হয় আর যদি তাতে বাধা প্রদান করা হয়। আয়ুষ্মানগণ, এরূপ করবেন না বলে শান্ত করতে চাইলে তারা বলে "এ পাংশুকুলিকের আগমন হতে নষ্ট হলাম" বলে দোষারোপ করে।

১৫. ১৪ বন্দর **গমনদ্বার সংনিশ্রিত বিহার** অথবা ভূমি বন্দর গমনদার বিহারে লোকজন অনবরত আসা-যাওয়া করে কিংবা মালবহনকারী গাড়ি এবং কোলাহল দিবারাত্র লেগেই থাকে। কেউ স্থানের জন্য, কেউ পানির জন্য, কেউ নুনের জন্য ধর্ণা দেয় বলে ধ্যানের জন্য অসুবিধাজনক।

১৬. ১৫. **সীমান্তের দেশের বিহার** কর্মস্থানের জন্য অসুবিধাজনক। কারণ সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ ধর্মানুরাগী হয় না তথা বুদ্ধাদির প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করে না।

১৭. ১৬. **রাজ্য সীমানায় স্থিত বিহার** রাজভয় সংযুক্ত। এ স্থান আমার অনুগত নয়, ভয়ে আক্রমণ করে এক রাজা তেমনি অপর রাজা কর্তৃকও আক্রান্ত হয় "আমার অনুগত নয়" ভেবে যে ভিক্ষু উক্ত স্থানে বাস করে তিনি কতক্ষণ এ বাজার বিজিত পরক্ষণে অপর রাজার বিজিয়ত হয়ে থাকেন। তখন তারা ভিক্ষুকে চর ভেবে বন্ধন ব্যসন ঘটান।

১৮. ১৭. **অননুকূলতা** হলো-প্রত্যক্ষভাবে শত্রুর মুখোমুখী হওয়া। তা নিমিত্ত হয়ে বিপরীত লিঙ্গ অথবা অমনুষ্যের গতিবিধি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কথিত আছে "এক অরণ্যে এক স্থবির বাস করতেন। তাঁর

পর্ণশালার দ্বারে দাঁড়িয়ে এক যক্ষিনী দরজায় দাঁড়িয়ে গান গাইল। স্থবির দরজার বাহির হয়ে দাঁড়ালেন। সে চক্রমণশালার শেষে গেল। স্থবির চংক্রমণশালার অপর প্রান্তের আসলেন। সে ছয়শতফুট গভীর গহবরে দাঁড়িয়ে গাইল। স্থবির প্রতিনিবৃত্ত রইলেন। অতঃপর সে দৌড়ে এসে তাঁকে চেপে ধরে বলল, “ভন্তে আপনার মতো একটি বা দুটি নয়, (আরও বহু) খেয়েছি।”

১৮. **কল্যাণমিত্রের অভাব** যদি থাকে, যদি তদনুরূপ আচার্য বা উপাধ্যায় অথবা সম কল্যাণমিত্রের লাভ না হলে কর্মস্থান গ্রহণে মহা অসুবিধা হয়। সে স্থান অননুকূল।

উক্ত আঠার প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে যে কোন একটি প্রতিকূল হলে তা কর্মস্থান গ্রহণের পক্ষে অননুকূল বলে জ্ঞাতব্য। অটঠকথা গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

মহাবাসং নবাবাসং, জরাবাসং চপত্থনিং,
সোণ্ডি পন্নঞ্চ পুপ্পঞ্চ, ফল পত্থিতং এবচ।
নগরং, দারুণা, খেত্তং, বিসভাগেন পট্টনং,
পচ্চন্ত সীমাসপ্পায়ং যত্থ মিত্তেন লবৃভতি।
অটঠার সে তানি ঠানানি, ইতি বিঞ্‌ঞায় পন্ডিতো।
আরকা পরিবজ্জেয়্য মগৃগং সপ্পটিভয়ং বয়াতি।
– মহাবাস, নবাবাস আর যে বাস আছে,
জরাজীর্ণ বাসস্থান জনপদ কাছে।
পেয়জল পুষ্করিণী শাক পুষ্পদল,
ফলভার বৃক্ষ খোঁজে লোকে দলেদল। (১২২)
নগর, কাষ্ঠ সম্ভার, শস্যক্ষেত্র মাঠ,
বন্দরেতে কোলাহল ঝগড়া ঝঞ্ঝাট।
প্রত্যন্ত প্রদেশ আর সীমান্তে বাসস্থান,
প্রতিকূল বাস বলে কল্যাণ মিত্র হীন।
এসব মিলে অষ্টাদশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ,
প্রাজ্ঞজন প্রয়োজন জানা যথারূপ।
ভয় শঙ্কুল পথ ভেবে পণ্ডিত সুজন,
পরিহারে দূর হতে যথা অকুস্থান।

পঞ্চগুণযুক্ত বিহার :

১৯. ভিক্ষাগ্রাম হতে 'অতি নিকটে কিংবা অতি দূরে নয়' প্রথমে এরূপ পাঁচ প্রকার গুণযুক্ত বিহারকে অনুরূপ বিহার বলে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন, "ভিক্ষুগণ শয়নাসন (বিহার) পাঁচ প্রকার গুণমুক্ত কিভাবে হয়ে থাকে ? ভিক্ষুগণ ১) শয়নাসন অতি দূরে বা অতি নিকেটে হবে না। যাতে গমনাগমণের জন্য রাস্তা থাকবে। ২) দিবাভাগে অল্প শব্দ শোনা যাবে রাতে কোন শব্দ শোনা যাবে না। ৩) ডাঁশ, মশা, বাতাস, আতপ এবং সরীসৃপ শূন্য হবে। ৪) এ বিহারে বসবাসকারীগণ বিনাকষ্টে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ ভৈষজ্য লাভ হয়। ৫) সে বিহারে যাঁরা বাস করেন তাঁরা হবে প্রাজ্ঞ, বহুশ্রুত, আগত আগমন, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মতিকাধর। সময় তাঁদের প্রশ্ন করা হয় ভন্তে, ইহা কিরূপ? ইহার অর্থ কি?" "তখন ভক্তগণ আবৃত্তকে অনাবৃত্ত করে দেয়, অব্যাখ্যাত ব্যাখ্যা করেন, যাতে সন্দেহ জন্মে তা অপনোদন করেন। ভিক্ষুগণ এরূপে বিহার পাঁচ প্রকার গুণযুক্ত হয়ে থাকে।" (A.v.15) উক্ত বাক্যের "অননূরূপ বিহার পরিহার করে অনুরূপ বিহার বাস" এর বিস্তৃত বিবরণ।

২০. **ক্ষুদ্র বাধাসমূহ :** উক্ত গুণযুক্ত বিহারে বাস করে সাধক নিজের মধ্যে স্থিত ক্ষুদ্র বাধাসমূহ অপসারণ করেন। যেমন দীর্ঘ কেশ, লোম, নখ কাটেন, পুরাতন জীর্ণ চীবর দৃঢ় এবং সেলাই করবেন, ময়লা চীবর ধুয়ে রং করাবেন। যদি পাত্রে মরিচা ধরে তবে তা পুড়িয়ে নেবেন। শয়নাসন মঞ্চপীঠ ইত্যাদি পরিষ্কার করে নেবেন। উক্ত বাক্যের "ক্ষুদ্র বাধাসমূহ অপসারণ করে"–এর বিস্তৃত বর্ণনা।

২১. **কর্মস্থান গ্রহণের বিস্তৃত বিধান :** কর্মস্থান গ্রহণের কোন বিধান পরিত্যাগ না করে–এ বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় পৃথিবী কৃৎস্ন বর্ণনা করা হলো।

২২. **পৃথিবী কৃৎস্ন :** (123) ভিক্ষু তাঁর ক্ষুদ্র বাধা অপসারণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণ ও ভোজনান্তে ভুক্তালস্য অপনোপন করেন। অতঃপর তিনি নির্জনস্থানে সুখাসনে বসে কৃত বা অকৃত পৃথিবীর নিমিত্ত গ্রহণ করেন। এ কারণে উক্ত হয়েছে "যিনি সুখাসনে বসে কৃত বা অকৃত করেন অর্থাৎ বদ্ধ-আবদ্ধ নয়, সসীম অসীম নয়, বৃত্তাকার-অবৃত্তাকার নয়, সীমাবদ্ধ সীমাহীন নয় কূলা পরিমাণ বা শ্লেট (লেখার) পরিমাণ নিমিত্ত গ্রহণ করেন। তিনি সে নিমিত্ত

ভালোভাবে গ্রহণ করেন। মনোযোগ দেন, ভালোভাবে রূপায়িত করেন। উহা সম্পন্ন করে এবং উপকারিতা অবগত হয়ে তিনি উহাকে সম্পদরূপে গ্রহণ করে। উহাতে গভীর শ্রদ্ধাবোধ করে নিজের কাছে প্রিয়জ্ঞান করে নিজের মনের মধ্যে নোঙররূপে স্থাপন করেন। এরূপে তিনি প্রণিধান করেন, আমি জরা-মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি নিশ্চয়ই নিস্কৃতি লাভ করব। এভাবেই তিনি কাম হতে বিমুক্ত হয়ে ---- তিনি প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন।

২৩. এখানে অতীত জন্মে কেউ বুদ্ধশাসনে কিংবা ঋষি প্রব্রজ্যিত হয়ে পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানে তৃতীয় বা পঞ্চম ধ্যান পর্যন্ত লাভ করে থাকেন অথবা সেরূপ পুণ্য সঞ্চিত থাকে (কৃত পুণ্য) সেরূপ ক্ষেত্রে অকৃত নিমিত্তে ও ধ্যান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ মল্লক স্থবিরের ন্যায় কর্ষিত জমি দর্শনে বা খলমন্ডল দেখে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। মনে করা হয় সে আয়ুস্মান কতিত জমির রূপ দর্শন করে সে পরিমাণ স্থানে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি সে ধ্যানকে বর্দ্ধিত করে পঞ্চম ধ্যানে উপনীত হয়ে বিদর্শন ধ্যান লাভ করে অর্হত্ব লাভ করেন।

২৪. **পৃথিবী কৃৎস্ন প্রস্তুতকরণ :** কিন্তু অতীত জন্মের যদি কারও সঞ্চিত পুণ্য না থাকে তিনি কৃৎস্নমণ্ডল তৈরি করবেন। তবে সে কৃৎস্নমণ্ডল চার প্রকার দোষ বিবর্জিত হতে হবে এবং কল্যাণ মিত্রের কোন নির্দেশ যেন লঙ্ঘন না হয়। পৃথিবী কৃৎস্নের চার প্রকার দোষ হলো: নীল, পীত, লোহিত ও অবদাত ও সাদা। উক্ত বর্ণের কাদামাটি ছাড়া গঙ্গাবহের অরুণ বর্ণের মাটি দিয়ে কৃৎস্নমণ্ডল তৈরি করা উচিত। (২৪) আবার তাও বিহারের মধ্যস্থলে, যেখানে শ্রামণেরগণ ও অন্যান্যবৃন্দের গমনাগমনস্থানে করা উচিত নয়। পর্দা দিয়ে ঘেরা বিহারে নিভৃত ও প্রান্তস্থানে শিলার উপর অথবা টাঙ্গানো ভাবে পর্ণ মালায় নির্ধারিত হওয়া উচিত। তিনি তা বহনযোগ্য বা দৃঢ়সংলগ্ন যোগ করে তৈরি করেন।

২৫. বহনযোগ্য কৃৎস্নমণ্ডল তৈরি করতে একখণ্ড ছেড়া কাপড় বা একখণ্ড চামড়া খণ্ডে অথবা মাদুরের চারধারে চারটি শলাকা বেঁধে তার উপর মর্দনকৃত কাদামাটি সমানভাবে ছড়িয়ে তৈয়ার করতে হয়। মাটিতে তৃণ, কাঁকর, শেখর বালি এবং প্রস্তর থাকলে তা পূর্বাহ্নে বাছিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। প্রথমত: এটি ভূমিতে রেখে তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কর্তব্য। দৃঢ়

সংলগ্ন মণ্ডল হবে–ভূমিতে পদ্মকর্ণিকা আকারে খুঁটি স্থাপন করে তাতে লতা রজ্জু বন্ধন করা কর্তব্য এবং মাটি পর্যন্ত না তবে নিচে অন্য মাটি দিয়ে উপরে অরুণ বর্ণের পরিষ্কার মাটি প্রক্ষেপ করা উচিত। তা হবে এক বিগত চার আঙুল প্রস্থ এবং বৃত্তাকারা বিস্তারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সুপ্প (তুষ ঝাড়ার ডালা) বা সরাব (প্লেট)'এর প্রমাণ হওয়া কর্তব্য। কিন্তু সীমিত অসীম নয় বলা হয়েছে সীমানা নির্ধারণের জন্য।

২৬. এভাবে বর্ণিত সীমানা নির্ধারণ এবং পরিমাপ শেষ করে সে স্থান পাষাণ মর্দক দিয়ে পরিমার্জন করা কর্তব্য। মাটির মাজন দিয়ে ঘর্ষণ করলে মাটির বর্ণে ক্লিষ্ট হতে পারে বিধায় তা পরিত্যাজ্য। ভেরীর (ঢোল) মতো সমতল করে উপরিভাগ সমার্জন করা কর্তব্য। সে স্থান সমার্জন ও স্নানাদি সমাপ্ত করা প্রয়োজন। স্থান প্রত্যাবর্তন করে কৃৎস্নমণ্ডল হতে আড়াই হাত দূরে এক বিগত চার আঙুল পরিমাণ উপর আচ্ছাদিত পীঠে ধ্যানাসনে বসা উচিত। তার চেয়ে দূরে উপবেশন করলে কৃৎস্ন দেখা যায় না আবার কাছে বসলে কৃৎস্ন দোষ দেখা যায়। উচ্চাসনে বসলে গ্রীবা বেদনা নিম্নাসনে বসলে জানুবেদনা উপস্থিত হয়।

২৭. **কর্মস্থান ভাবনা আরম্ভ :** যথোপদিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে তিনি কামের অপকারিতা অনিষ্টকারিতা প্রত্যবেক্ষণ করে কাম হতে অতি সামান্য সুখোৎপত্তি হয় চিন্তা করবেন (M.i.91)। কাম হতে নিষ্কৃতি লাভের স্পৃহা উৎপন্ন করেন। নৈষ্ক্রম্যের মাধ্যমে সকল দুঃখের অবসান করতে অভিলাষী হন। তারপর বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের প্রতি প্রীতি ও প্রমোদ্য উৎপাদন করেন। এ বলে তিনি শ্রদ্ধা ও ভয় উৎপাদন করেন। "বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং আর্য শ্রাবকগণ নৈষ্ক্রম্যের প্রতিপদে প্রবেশ করেছেন।" এরূপ ভাবোদয় করে আকাঙ্খা জন্মান। "এ পথে আমিও নিশ্চয়ই প্রবিবে্ক–নির্জনতা সুখ উপভোগ করতে পারব।" (125) তিনি অতঃপর চক্ষু সমানভাবে নিমিত্ত গ্রহণ ও ভাবনায় অগ্রসর হবেন।

২৮. চোখ বেশি উন্মীলন করলে কষ্ট এবং অতি স্পৃষ্ট হয়। যার ফলে নিমিত্ত (তার কাছে) উৎপন্ন হয় না। আবার চোখ কম উন্মীলন করলে মণ্ডল যথেষ্টাকারে স্পষ্ট হয় না। এতে চিত্ত লীন হয়, নিদ্রালুতা আসে। তাতেও নিমিত্ত দর্শন হয় না। সে কারণে মধ্যমাকারে চক্ষু উন্মীলন করে নিমিত্ত

গ্রহণ করা কর্তব্য। সেটি হবে তিনি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখমণ্ডল দর্শন করার ন্যায়।

২৯. মণ্ডলের বর্ণ প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত নয়। মণ্ডলের লক্ষণের (অরুণ বর্ণ) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ও উচিত নয়। অধিকন্তু বর্ণকে প্রাধান্য না দিয়ে কৃৎস্ন বর্ণকে আশ্রয় করে যাতে যথার্থ বর্ণ জানা যায় তাতে চিত্ত নিবদ্ধ করা কর্তব্য। প্রতিশব্দ পৃথিবী , মহী, মেদিনী, ভূমি, বসুধা, বসুন্ধরা ইত্যাদি শব্দসমূহের মধ্যে যেটি মনোগ্রাহী ও সহজ সংজ্ঞা হয় সেটি আবর্জন করা উচিত। তন্মধ্যে "পৃথিবী" শব্দই অধিকতর প্রকট হয়। এ প্রকট শব্দ 'পৃথিবী' 'পৃথিবী' বলে ক্ষণে উন্মীলিত চোখে দেখে আবর্জন। ক্ষণে নিমীলিত চোখে মনে মনে আবর্জন করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধকের অন্তর দৃষ্টিতে উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ এমনকি শতবার সহস্রবার তার চেয়েও বেশি আবর্জন (আবৃত্তি) করা কর্তব্য।

৩০. এভাবে ভাবনা চলাকালীন যোগী যখন নিমীলিত (চোখ বন্ধ) করে আবর্জন করার ন্যায় উন্মীলিত অবস্থায় আলম্বনে দৃষ্ট হয় তখন উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য। এ নিমিত্ত উৎপন্নের পর সাধকের সেখানে অবস্থান করা অনুচিত। তাঁর নিজের শয়নাসনে ফিরে গিয়ে ধ্যানাসনে বসে ভাবনা করা কর্তব্য তৎমুহূর্তে পা ধোয়া জনিত কালক্ষেপ অপনোদনের লক্ষ্যে তিনি একতলী বিশিষ্ট পাদুকা এবং যষ্টি ব্যবহার তাঁর বাঞ্ছনীয়। যদি এ নতুন সাধনা (নিমিত্ত) কোন বিরুদ্ধ প্রতিবন্ধনে নিয়িত্ত নিমিত্ত অদৃশ্য হয় তখন সাধক পাদুকা পায়ে যষ্টি হাতে পূর্বস্থানে ফিরে গিয়ে আবার নিমিত্ত গ্রহণ করবেন এবং নিমিত্ত গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তন করে সুখাসনে বসে ভাবনা করবেন। তারপর পুনঃ পুনঃ আবর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তর্কে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ করবেন।

৩১. **প্রতিভাগ নিমিত্ত :** সাধক এভাবে আবর্জন করার ফলে নিবরণ (বাধা) সমূহ ক্রমান্বয়ে বিদূরিত হয়। কলুষসমূহ প্রশমিত হয়, উপাচার সমাধিতে চিত্ত সমাহিত হয় এবং পতিভাগ (অনুরূপ) নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

পূর্বের উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত এবং পরের উৎপন্ন প্রতিভাগ নিমিত্তের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উদ্‌গ্রহ নিমিত্তে কৃৎস্নদোষ প্রকটিত হয় কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্তে (126), উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত যেন বিচূর্ণ হয়ে প্রতিভাগ নিমিত্ত উদ্ভূত হয়।

উদ্ভূত হয় শতগুণ, সহস্রগুণ এমনকি তার চেয়েও বেশিগুণ। বিশুদ্ধভাবে। যার তুলনা মেলে ঢাকনামুক্ত দর্পণের মতো বিধৌত মুক্তাবার্তা শঙ্খ থালার মতো, মেঘমুক্ত চন্দ্র মণ্ডলের মতো বজ্রমুখর মেঘালয়ে উড়ন্ত বলাকার মতো স্বচছ। এর বর্ণ নেই আকার নেই। যদি উক্ত উভয়রূপ থাকত, তবে তা চক্ষু বিজ্ঞেয়, স্থূল বিদর্শনে সংবেদনশীল এবং ত্রিলক্ষণান্তিক স্বভাবের হত। কিন্তু তা সেরূপ নয়। ইহা সমাধিলাভীগণের মধ্যে একটি আদর্শ স্বরূপ উপস্থাপন মাত্র। কিন্তু ইহার উৎপত্তির সাথে সাথে নিবারণসমূহ দূরীভূত হয়, ক্লেশসমূহ অপনোদন হয় এবং উপচার সমাধিতে চিত্ত সমাহিত হয়।

৩২. **সমাধি দুই প্রকার :** উপচার ও অপর্ণা ভেদে সমাধি দুই প্রকার। চিত্ত দুই প্রকারে সমাধিস্থ হয়। উপচার ভূমিতে এবং প্রতিলাভ ভূমিতে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। নিবারণ পরিহার করে চিত্ত উপচার ভূমিতে সমাধিস্থ হয় এবং প্রতিলাভ ভূমিতে ধ্যানাঙ্গের বিকাশে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। উক্ত দুই প্রকার ধ্যানের মধ্যে প্রভেদ হলো : উপচার ভূমিতে ধ্যানাঙ্গসমূহ শক্তিশালী থাকে না।

৩৩. অঙ্গসমূহ যখন উৎপন্ন হয় তখন শক্ত থাকে না। এ সময়ে ছোট্ট শিশু দাঁড়ান শেখার সময় যেমন কখনো দাঁড়ায় আবার কখনো ভূমিতে পড়ে যায়। তেমনি উপচার উৎপন্ন হলে চিত্ত সময়ে নিমিত্তকে অবলম্বন করে আবার সময়ে জীবন প্রবাহে (ভবাঙ্গে) নিপতিত হয়। কিন্তু অর্পণাতে ধ্যানাঙ্গসমূহ (বলবত্তর) শক্তিশালী থাকে। আর শক্তিশালী বলে যখন অর্পণা ধ্যান উৎপন্ন হয় তখন ভবাঙ্গ প্রবাহে নিপত্তি হওয়াকে প্রতিহত করে এবং কুশলময় জবনানুক্রম স্রোতে প্রবর্তিত হয়। যেমন বলবান কোন লোল আসন হতে উঠে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তেমনি একবার অর্পণা সমাধি উৎপন্ন হলে চিত্ত একবার ভবাঙ্গে পতন উচ্ছেদ করে সারারাত এবং সারা দিন সমাধিস্থ থাকে।

৩৪. **নিমিত্ত সংরক্ষণ :** উপচার সমাধির সাথে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হওয়া অতি দুষ্কর। সুতরাং যদি এ নিমিত্ত লাভ হয় তবে তা সে আসনে বসেই বৃদ্ধি করে অর্পণা ধ্যান লাভ করা সম্ভব এবং তা হারে খুবই উত্তম। আর যদি লাভ না হয় তবে চক্রবর্তী রাজার ন্যায় সে নিমিত্ত দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ করা কর্তব্য। যেমন বলা হয়েছে:

নিমিত্তং রক্খতো লদ্ধং পরিহানি ন বিজ্জতি,
আররক্খম্হি অসন্তম্হি লদ্ধং লদ্ধংবিনস্মতি
নিমিত্ত রক্ষিবে সদা নাহি গণনায়,
তাতে অর্জিবে যাহা না হইবে ব্যয়।
রক্ষণে আর সুব্যবস্থায় যে হবে ব্যর্থ
প্রতিক্ষণে নষ্ট হবে যা অর্জিত অর্থ। (১২৭)

৩৫. **তার রক্ষণ বিধি নিম্নরূপ :**

১) আবাস ২) শয়নাসন ৩) ভাষণ ৪) পুদগল ৫) ভোজন/আহার ৬) ঋতু এবং ৭) অবস্থান/ঈর্ষাপথ।

আবাসো, গোচরো, ভস্সং-পুগ্গলো, ভোজনং, উতু,
ইরিয়া, পযোতি সত্তেতে-অসপ্পায়ে বিবজ্জয়ে।
সপ্পায়ে সত্তঃ সেরে-এবং হি পটিপজ্জতো,
ন চিরেনেব কালেন-হোতি কস্সূচি অপুনাতি।
ত্যাজ সপ্ত পরিহার্য বিভিন্ন প্রকৃতি,
যখন দর্শিবে যাহা বিরুদ্ধ আকৃতি।
অধিকন্তু কর্ষিবে সদা যাহা সদাশয়,
যে জন ঘটনাচক্রে কর্মে উপজয়।
প্রয়োজন নাহি তার দীর্ঘ অপেক্ষায়,
অর্পণা তাহার লক্ষ্য পরিপূর্ণ হয়।

৩৬. **১. আবাস :** যে বাসস্থানে বসবাস করলে যোগীর অনুৎপন্ন নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না অথবা উৎপন্ন নিমিত্ত বিনষ্ট হয়, এবং অনবস্থিত স্মৃতি স্থিত হয় না, অসমাধিস্থ চিত্ত সমাধিস্থ হয় না। সে আবাস অযোগ্যবাস। যে আবাসে নিমিত্ত উৎপন্ন হয় এবং স্থায়ী হয়, চিত্ত সমাধিস্থ হয়, যেমনটি হয়েছিল নাগর পর্বত নিবাসী প্রধানীয় তিষ্য স্থবিরের মধ্যে। সে কারণে যে বিহারে বহু আবাস আছে সেসব বিহারে প্রতিটিতে তিনদিন করে বাস করে বিহার নির্বাচন কর্তব্য এবং যে বিহারে চিত্তৈকাগ্রতা জন্মে সে বিহারে বাস করবেন। আবাসিক আনুকূল্যতার কারণে তাম্রপর্ণী দ্বীপে চলনাগলেনে (গুহায়) (শ্রীলঙ্কা) বাস করেও পাঁচশ জন ভিক্ষু কর্মস্থান ভাবনা করে অর্হত্বে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু আর্যভূমির অন্যত্র পৌঁছে অগণিত

স্রোতাপন্নগণ অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। অনুরূপভাবে চিতল পর্বত বিহার এবং অন্যত্রও ঘটেছিল।

৩৭. **শয়নাসন :** যোগী যে বিহারে বাস করেন তার শয়নাসন হতে উত্তরে ও দক্ষিণে দেড়ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে ভিক্ষাসুলভ স্থানই সুবিধাজনক শয়নাসন বলে উক্ত। এছাড়া বিপরীতমুখী অসুবিধাজনক শয়নাসন।

৩৮. **এ ভাষণ :** বত্রিশ প্রকার নিরর্থক আলাপ অসুবিধাজনক ভাষণ। এসবে লিপ্ত হলে নিমিত্ত অপসারিত হয়। দশ প্রকার ভাষণ সহায়ক আলাপ তাও আবার পরিমার্জিত হওয়া উচিত।

৩৯. **৪.পুদ্গল :** যে ব্যক্তি নিরর্থক আলাপ করেন না, যিনি শীলবান, ইত্যাদি যার সংস্পর্শে আসলে সমাধিবিহীন চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সমাধিপরায়ণ চিত্ত গভীরতর হয় সেরূপ পুদ্গল সহায়ক। যিনি দেহ শোভায় আসক্ত, যিনি লক্ষ্যহীন সংলাপে অভ্যস্থ তিনি সহায়ক পুদগল নয়। এরূপ পুদগল হলো পরিষ্কার জলে কাদা মেশানো সদৃশ। তাদৃশ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে কোট পর্বত নিবাসী তরুণ ভিক্ষুর সমাপত্তি নষ্ট হয়ে যায়, কোথায় তার নিমিত্ত লাভ ? (১২৮)

৪০. **৫. ভোজন :** ভোজনের বেলায় কেউ মধুরতা পছন্দ করে আবার কেউ টক্ পছন্দ করে।

৬. **ঋতু :** কারও গ্রীষ্ম ঋতু আবার কারও শীত ঋতু অনুকূল হয়। এ কারণে যেরূপ আহার করলে বা যে ঋতু অনুকূল বা সুখ লাভ হয় সেভাবে সেবন করলে অসমাহিত চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ চিত্ত স্থিরতর হয়। সে ঋতু এবং সে আহার সহায়ক এবং অপর ঋতু বা খাদ্য অনুকূল হয় না।

৪১. ৭. **অবস্থান :** ঈর্ষাপথের অপর নাম অবস্থান। কারও কাছে চংক্রমণ, আবার কাছে দাঁড়ান, বা উপবেশন বা শয়ন পছন্দ নয়। সুতরাং আবাসের মতো তিনি তিন দিন করে প্রত্যেকটি অনুশীলন করে যে অবস্থানে তিনি সুখানুভব করেন যাতে করে তাঁর অসমাহিত চিত্ত সমাধিস্থ হয় অথবা তাঁর সমাধিস্থ চিত্ত স্থিরতর হয় সে অবস্থান সহায়ক। অপরাপর অবস্থান সহায়ক নয়।

৪২. **দশ প্রকার অর্পণা কৌশল :** যদি এভাবে কৃৎস্ন ভাবনা অনুশীলন করেও 'অর্পণ' লাভ না হয় তবে তাঁকে দশ প্রকার অর্পণা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পদ্ধতিগুলো এরকম। অর্পণা লাভ করতে যে দশ প্রকার কৌশল

অলম্বন দরকার তা হলো: ১) ভিত্তিমূল বিশুদ্ধিতা ২) ইন্দ্রিয় সমতা ৩) নিমিত্ত কুশলতা ৪) চিত্তকে বল প্রয়োগের সময় বল প্রয়োগ করা ৫) প্রয়োজনের ক্ষেত্রে চিত্ত সংযম রক্ষা করা। ৬) প্রয়োজনে চিত্ত উৎসাহিত করা ৭) চিত্ত সমতা প্রতিপাদন ৮) অসমাহিত পুদগল পরিত্যাগ ৯) সমাহিত পুদগল অনুকরণ এবং ১০) দৃঢ়তা উৎপাদন (ডানে)।

৪৩. ১. ভিত্তিমূল বিশুদ্ধিতা বলতে এখানে অভ্যন্তর ও বাহির পরিচ্ছন্নতা বোঝায়। নখ, কেশ, লোম যখন দীর্ঘ হয় কিংবা শরীর ঘামে সিক্ত হলে, অভ্যন্তর ময়লাযুক্ত ও অপরিচ্ছন্ন হয়। কিন্তু যখন পুরাতন দুর্গন্ধযুক্ত চীবর পরিধান করা হয় কিংবা যখন শয়নাসন ময়লাযুক্ত হয়; তখন বাহ্যিক আবরণ মলিন এবং অপরিচ্ছন্ন হয়। অভ্যন্তর এবং বাহ্যিক বেশ অপরিচ্ছন্ন হলে উৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিকের প্রজ্ঞা ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যেমন অপরিষ্কার দীপাধার হতে সলিতা-তেল সহযোগে উৎপন্ন আলোক শিখা অপরিচ্ছন্ন হয়, তেমনি অপরিশুদ্ধ জ্ঞানে সংস্কার সমুচ্চ, পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে না। কর্মস্থানে নিজেকে নিবেদন করলেও তা উৎপত্তি।

৪৪. বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করে না।

৪৫.২ ইন্দ্রিয় সমতা প্রতিপাদন হলো শ্রদ্ধা ইত্যাদি (পঞ্চ) ইন্দ্রিয় সমূহের সমতা আনায়ন। যদি শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবল হয় অন্যসব দুর্বল হয় তাহলে বীর্য ইন্দ্রিয় করণীয় কার্য সম্পাদন

৪৬. করতে, স্মৃতি ইন্দ্রিয় উপস্থাপন করতে, সমাধি ইন্দ্রিয় অবিক্ষেপণতা রক্ষা করতে এবং প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় দর্শনকার্য সম্পাদন করতে পারে না। সে কারণে যথা স্বভাব প্রত্যবেক্ষণের দ্বারা অবগত হয়ে প্রাবল্যকে একই মানসিকতা দিয়ে দুর্বল করে সমতা আনায়ন করতে হবে। বক্কলি স্থবির-এর উপাখ্যানে তা বিবৃত হয়েছে (S. iii- 19)। কিন্তু যদি বীর্যে ইন্দ্রিয় প্রবল হয় তবে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় মীমাংসা করতে সমর্থ হয় না। অন্যথা অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বীর্য ইন্দ্রিয়কে প্রস্রদ্ধি (প্রশান্তি) বিবৃত হয়েছে (Vin- 1-179-L79-85)। অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও একের প্রাবল্যতায় অপরাপরের নিজ নিজ কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

৪৭. বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সাথে প্রজ্ঞার এবং সমাধির সাথে বীর্যের সমতা রক্ষা জ্ঞানিগণ প্রশংসা করেছেন। কারো শ্রদ্ধা বলবান এবং প্রজ্ঞা দুর্বল হলে সে

অতি সহজে বিশ্বাস স্থাপন করে। যার প্রজ্ঞা প্রাধান্য বেশি এবং শ্রদ্ধা দুর্বলতর সে কূটিল ও তার্কিক হয়ে থাকে। সে ভৈষজ্যজাত রোগের ন্যায় দুশ্চিকিৎসাও হয়ে থাকে। কিন্তু উভয়ের মমতা বিধানে বিবেচনা সহকারে বিষয়টি গৃহীত হয় বলে প্রসন্নতা আসে। যোগীর সমাধি প্রবল হলেও যদি বীর্য মন্দ হয় তবে আলস্য উৎপন্ন হয়। (130) আবার বীর্য প্রবল হলেও সমাধি দুর্বল হলে যোগী ঔদ্ধত্যে প্রভাবিত হয়। কিন্তু সমাধি বীর্যের সাথে এবং বীর্য সমসম সংযোজিত হলে আলস্য কিংবা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় না। উভয়ের সমতায় অর্পণা উৎপন্ন হয়।

৪৮. পুনশ্চ সাধকের শ্রদ্ধা প্রবল হওয়া প্রয়োজন। প্রবল শ্রদ্ধাবল দ্বারা আলম্বন করতে করতে অর্পণা লাভ হয়ে থাকে। সাধক মানেই সমাধি এবং প্রজ্ঞায় প্রবল একাগ্রতা উৎপাদন কর্তব্য। এতেও অর্পণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদর্শন সাধকেরও প্রজ্ঞা বহুল হওয়া দরকার। এতে লক্ষণ জ্ঞান লাভ হয়। উভয়ের ক্ষমতায়ও অর্পনা লাভ হয়।

৪৯. বস্তুতপক্ষে স্মৃতি সর্বত্রই প্রবল হওয়া উচিত। এতে চিত্ত ঔদ্ধত্য ও অলসতা হতে পরিবর্তন পায়। স্মৃতি চিত্তকে (ঔদ্ধতা) জনিত পতন থেকে শ্রদ্ধার বীর্য এবং প্রজ্ঞার দ্বারা অকুশল সহায়ক রক্ষা করে এবং আলস্যের সহায়ক আলস্য (কৌসিচ্ছ্য) জনিত পতন হতে রক্ষা করে। রাজ কার্যে প্রধানমন্ত্রীর সমন্বয় করার মতো, সর্ব ব্যঞ্জনে নিমক সদৃশ সর্বত্র প্রযোজ্য। কি কারণে উক্ত ? স্মৃতি চিত্তের আশ্রয়স্থল, স্মৃতির সুস্পষ্ট প্রকাশ সুরক্ষা স্মৃতি ব্যতীত চিত্তের কার্যকারিতা এবং প্রতিবন্ধকতা নেই।

৫০.৩ **নিমিত্ত কুশলতা :** পৃথিবী কৃৎস্ন ইত্যাদি কর্মস্থান ভাবনার মাধ্যমে অনুৎপন্ন চিত্তৈকাগ্রতার দ্বারা নির্মিত, উৎপাদন, দক্ষতা, উৎপন্ন নিমিত্ত বৃদ্ধি ও ভাবনা কুশল সংরক্ষণ। শেষেরটিই অত্র প্রত্যাশিত।

৫১.৪ **চিত্তকে বল প্রয়োগ করা :** যে সময়ে চিত্তকে বল প্রয়োগ (পগ্‌গহ) করতে হয় তা কিভাবে করা উচিত ? যখন (যোগীর) চিত্ত শিথিল বীর্যের ইত্যাদির প্রভাবে হীনবল হয়, তখন প্রশান্তিসহ অপর তিন অঙ্গ ভাবনা না করে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গসহ তিনটি ভাবনা করা কর্তব্য। এজন্যে ভগবান বলেছেন : "ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র আগুনকে প্রজ্জ্বলন করতে গিয়ে যদি তাতে আর্দ্রতৃণ, আর্দ্র গোময়, আর্দ্র কাষ্ঠ, বারি বিন্দু ধূলিকণা ছড়িয়ে থাকে তবে সে লোক কি ক্ষুদ্র (পরিত্ত) আগুন প্রজ্জ্বলন করতে পারবে? "

(131) না ভন্তে। ভিক্ষুগণ, তেমনি যখন চিত্ত শিথিল থাকে তখন প্রশান্তি (পস্‌সদ্ধি) সম্বোধ্যেঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ এবং প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার সময়। তার কারণ কি ? শিখির চিত্তকে সে অবস্থায় সুজাগরিত করা যায়।

ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি ক্ষুদ্র আগুনকে প্রজ্জ্বলন করতে চেয়ে তাতে শুকনা তৃণ, গোময়, কাষ্ঠ নিক্ষেপ মুখ দিয়ে বাতাস দেয়, উপরে কোন বালি ছড়ায় না তবে কি লোকটি আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে পারবে? হ্যাঁ ভন্তে, পারবে (S.v.112)।

৫২. এখানে প্রত্যেকটি বোধ্যঙ্গ আহার জ্ঞান সহ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যয় ইত্যাদি ভাবনা করা কর্তব্য। সে কারণে উক্ত হয়েছে !" ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল, ধর্ম, তিরস্কার এবং নির্দোষ ধর্ম, হীন-প্রণীত ধর্ম, কৃষ্ণ - শুক্ল প্রভৃতি বিরোধার্থক ধর্ম আছে। প্রাজ্ঞ-মনোযোগ গভীর অনুশীলন দ্বারা অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপত্তি এবং উৎপন্ন ধর্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গের বৃদ্ধি, অথবা উৎপত্তি, পূর্ণতা ও ভাবনায় আহার হেতুর কারণ হয়। অনুরূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, আরম্ভ ধাতু, নৈষ্ক্রম্য ধাতু ও পরাক্রম ধাতু বিদ্যমান। তাতে প্রাজ্ঞ মনোযোগ, গভীর অনুশীলন হলো অনুৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্নের অথবা উৎপত্তি, পূর্ণতা, ভাবনা এবং উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের পূর্ণতায় আহার হেতুর কারণ হয়। অনুরূপভাবে হে ভিক্ষুগণ, উৎপন্নশীল প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ বিদ্যমান। প্রাজ্ঞ মনোযোগ, গভীর অনুশীলন, দ্বারা অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, উৎপন্নের অথবা উৎপত্তি, পূর্ণতা, ভাবনা এবং পরিপূর্ণতা আহার হেতুর কারণ (S.v.104) (132)।

৫৩. এখানে কুশল ইত্যাদিতে প্রাজ্ঞ মনোযোগ হলো- ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবের সংগঠনে মনোযোগ স্থাপন। আরম্ভ ধাতু ইত্যাদিতে মনোযোগ হলো- আরম্ভ ধাতু ইত্যাদির উৎপাদনে মনোযোগ। এখানে আরম্ভ বীর্যকে আরম্ভ ধাতু বলা হয়েছে। নৈষ্ক্রম্য ধাতু তা থেকে প্রবলতর কারণ আলস্য হতে নৈষ্ক্রম্য হতে নিষ্ক্রান্ত। আবার পরাক্রমধাতু তা অপেক্ষা প্রবলতর। কারণ তা পরবর্তী ধাপে ধাপে পরাক্রম ঘটায়। প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপত্তির স্বভাবই প্রীতিনামে অভিহিত। যে মনসিকার বা মনোযোগ উৎপত্তি হয় তা হলো- প্রাজ্ঞ মনোযোগ (যোনিস মনসিকার)।

৫৪. **অধিকন্তু সাত প্রকার ধর্ম নিয়ে সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে সহায়তা করে ঃ** ১. পরিপৃচ্ছকতা, ২. ভিত্তিমূল বিশুদ্ধিতা, ৩. ইন্দ্রিয় সমতা, ৪. দু প্রাজ্ঞ পুদগল বর্জন, ৫. প্রাজ্ঞ পুদগল অনুশীলন, ৬. নিগূঢ় প্রজ্ঞা ভূমি নিরীক্ষণ এবং ৭. তদধিযুক্ততা (এতে গভীর মনোনিবেশ)

৫৫. বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে **এগার প্রকার ধর্ম সহায়তা করে থাকে :** ১. অপায়াদি ভয় প্রত্যবেক্ষণ ২. বীর্য নির্ভরতায় লৌকিক ও লোকোত্তর পার্থক্য করণে সুবিধা ৩. বুদ্ধ, প্রত্যক বুদ্ধ ও মহাশ্রাবকগণ অনুসৃত মার্গ আমার মার্গ এবং অলসদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এভাবে গমন বীথি প্রত্যবেক্ষণ; ৪. দাতাদের মহাফল কামনায় পিণ্ডাচরণ। ৫. 'আমার শাস্তা বীর্যারম্ভ প্রশংসা করেছেন'- এভাবে তিনি শাসন অনতিক্রমী, তা আমাদের সহায়ক, পূজনীয়, অন্যথা নয়"- এরূপে শাস্তার মহত্ব প্রত্যবেক্ষণ করা ৬. ঐতিহ্যের মহত্ব আরোপ করে- "সদ্ধর্ম ঐতিহ্য অতি মহৎ আমাকে তা অর্জন করতে হবে। ৭. আলোক সংজ্ঞা ভাবনায় মনোযোগ প্রদান, ইর্যাপথ পরিবর্তন, পুনঃপুন বিমুক্ত আকাশ তলে বাস ইত্যাদির মাধ্যমে স্ত্যানসমৃদ্ধ (অনমনীয়তা) অপসারণ ৮. আলস্য পরায়ণ পুদ্গল পরিবর্জন। ৯. বীর্যবান পুদ্গলের সঙ্গলাভ, ১০. সম্যক প্রচেষ্টায় প্রত্যবেক্ষণ এবং ১১. তদধিমুক্ততা (গভীর মনোনিবেশ)।

৫৬. প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে **এগার প্রকার ধর্ম (অগ্রবর্তী) করে থাকে :** ১. বুদ্ধানুস্মৃতি ২. ধর্মানুস্মৃতি ৩. সংঘানুস্মৃতি ৪. শীলানুস্মৃতি ৫. ত্যাগানুস্মৃতি ৬. দেবতানুস্মৃতি ৭. উপশসানুস্মৃতি (১৩৩) ৮. রুক্ষ্ম পুদগলের সঙ্গত্যাগ ৯. মার্জিত পুদগণের সঙ্গলাভ ১০. উদ্যোগ ব্যঞ্জক ধর্মোপদেশ প্রত্যবেক্ষণ এবং ১১. তদধিমুক্ততা

সুতরাং এসব ধর্ম উৎপাদনের মাধ্যমে তিনি (যোগী) ধর্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, এবং এভাবেই চিত্তকে বল প্রয়োগের সময় বল প্রয়োগ করেন।

৫৭. **কিভাবে তিনি চিত্তকে সংযম করার সময় সংযম করেন ?** যখন সাধকের চিত্ত অতি বীর্যারম্ভের ফলে উদ্বিগ্ন হয়, তখন ধর্মবিচয় বোধ্যাঙ্গসহ তিন বোধ্যঙ্গ ভাবনার পরিবর্তে তাঁর প্রথমে প্রশান্তি (পস্সদ্ধি) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা কর্তব্য। সে কারণে বলা হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, কেউ যদি মহাগ্নিস্কন্ধ নিভাতে চায় তাতে যদি শুকনো খড় নিক্ষেপ করে, এবং তাতে ধূলা

নিক্ষেপ করে না, তাহলে লোকটি কি সে মহাগ্নিস্কন্ধ নিভাতে পারবে ? না, ভন্তে পারবে না। সেরূপ হে ভিক্ষুগণ, তেমনি যখন চিত্ত উদ্ধত (অতি বীর্যারম্ভ) হয়, তখন ধর্ম বিষয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ অথবা প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার সময় নয়। তার কারণ কি ? কারণ উদ্ধত চিত্ত সে সমস্ত ধর্মের সাথে সুসমান্তরাল করা যায় না। যখন চিত্ত উদ্ধত হয়, তখন প্রশান্তি (পস্‌সদ্ধি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার সময়। তার কারণ কি? কারণ উদ্ধত চিত্ত সেব ধর্মের সাথে সুসমান্তরাল যোগ্য।

যেমন হে ভিক্ষুগণ, কোন লোক কোন মহাগ্নিস্কন্ধ নিভাতে চেয়ে আগুনে ভেজা তৃণ নিক্ষেপ করে..... ধূলা নিক্ষেপ করে। তাহলে সে লোকটি কি আগুন নেভাতে সক্ষম হবে? হ্যাঁ ভন্তে। (S.v.114)

৫৮. এখানে প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ইত্যাদি ভাবনার প্রত্যেকটিকে আহাররূপে ধর্ম বিষয় সম্বোধ্যঙ্গ জ্ঞাতব্য। এজন্যে উক্ত হয়েছে: "ভিক্ষুগণ, কায় প্রশান্তি এবং চিত্ত প্রশান্তি রয়েছে। (134) অনুৎপন্ন প্রস্রদ্ধি (প্রশান্ত) সম্বোধ্যঙ্গ উৎপত্তির জন্য অথবা উৎপন্ন প্রস্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ পূর্ণতা, ভাবনা এবং পরিপূর্ণতার জন্য প্রাজ্ঞ মনোসংযোগ আহার স্বরূপ। অনুরূপভাবে হে ভিক্ষুগণ শপথ নিমিত্ত এবং অব্যর্থ নিমিত্ত বিদ্যমান। অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তি অথবা উৎপত্তি, পূর্ণতা, বৃদ্ধি, ভাবনা এবং পরিপূর্ণতার জন্য প্রাজ্ঞ মনোসংযোগ আহার স্বরূপ। তথা হে ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গে উৎপন্নশীল ধর্মসমূহ বিদ্যমান। অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপত্তি অথবা উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ পূর্ণতা, ভাবনা এর পরিপূর্ণতার জন্য প্রাজ্ঞ মনোযোগ আহার স্বরূপ। (S.v.114)

৫৯. এখানে সাধকের মধ্যে পূর্বাহ্নে উদিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তিন প্রকার পদে প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ইত্যাদি উৎপাদনে প্রাজ্ঞ মনোসংযোগ দেবেন। শমথ নিমিত্ত হলো-শমথ ধ্যানেই নিমিত্ত এবং অবিক্ষেণই অব্যর্থতার নামান্তর।

৬০. অধিকন্তু প্রশান্তি (পস্‌সদ্ধি) সম্বোধ্যঙ্গ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য সাত প্রকার উপাদান বিদ্যমান: ১. উত্তম খাদ্য গ্রহণ ২. উত্তম ঋতুবাস ৩. বর্তমান ঈর্যাপথ সুরক্ষা মধ্যস্থ অবস্থান ৫. চরম ব্যক্তি বর্জন ৬. প্রশান্ত ব্যক্তির সঙ্গলাভ ৭. প্রশান্ততে অধিমুক্ততা।

৬১. সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য **এগার প্রকার উপাদান বিদ্যমান** : ১. মূলসূত্র পরিচ্ছন্নতা ২. নিমিত্তকুশলতা ৩. ইন্দ্রিয় সমতা ৪. চিত্তের নিগ্রহণ ৫. চিত্তের প্রগ্রহণ ৬. নিরাস্বাদ চিত্তের শ্রদ্ধা এবং সংবেগ দ্বারা উদ্বুদ্ধকরণ ৭. সম্যক সমুৎপন্নে উপেক্ষাভাব ৮. অসমাহিত পুদগল বর্জন ৯. সমাধিস্থ পুদগলের সঙ্গলাভ ১০. ধ্যান বিশেষের প্রত্যবেক্ষণ ১১. সমাধিতে অধিমুক্ততা।

৬২. উপেক্ষা সম্বোধঙ্গ উৎপাদনে **পাঁচ প্রকার উপাদান বিদ্যমান** : ১. সত্ত্ব (সংস্কার) মধ্যস্থতা ২. সংস্কার মধ্যস্থতা (জড় পদার্থ) ৩. সত্ত্ব-সংস্কার প্রিয় পুদগল বর্জন ৪. সত্ত্ব-সংস্কার মধ্যস্থতাকারী পুদ্গলের সঙ্গলাভ ৫. উপেক্ষা অধিমুক্ততা (135)

সুতরাং এরূপে উপরোক্ত ধর্ম সমূহের উৎপাদনের মাধ্যমে প্রস্রদ্ধি (প্রশান্তি পস্‌সদ্ধি) সম্বোধ্যঙ্গ অপরাপর সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করা হয়।

৬৩. ৬. **প্রয়োজনে চিত্তকে উৎসাহিত কিভাবে করতে হয়?** প্রজ্ঞা প্রয়োগের কারণে চিত্ত শিথিল হয়ে মন্থর গতি হলে অথবা সুখ অধিগমে (লাভে) ব্যর্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আটটি ধর্মের ভিত্তিতে প্রত্যবেক্ষণ করে উৎসাহিত করতে হবে। সেগুলোর মধ্যে চারটি হচ্ছে : জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু। পঞ্চম পদে অপায় দুঃখ এবং অতীত সংসারাবর্তন দুঃখ, অনাগতে আবর্তনমূলক দুঃখ (জন্মান্তর) এবং বর্তমান সংসারাবর্তন দুঃখ (আহার অন্বেষণ)। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বিশেষ গুণানুস্মরণে ও বিশ্বস্ততায় চিত্তকে উৎসাহিত করা যায়। এরূপে বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনে চিত্তকে উৎসাহিত করা যায়।

৬৪. ৭. **কিভাবে চিত্ত সমতা প্রতিপাদন করতে হয়?** এভাবে ভাবনায় চিত্ত শমথ বীথিরত হয়, নিমিত্তে সমতা রক্ষিত হয় এবং অনলস হয় অনুদ্ধত হয় এবং উদাস হয় তখন চিত্তকে উদ্যম সংরক্ষণ অথবা উৎসাহিত করার স্পৃহা জাগে না। সেসময় তাকে সম ধাবমান অশ্বচালিত রথের সারথীর মতো উপেক্ষক মনে হয়। এভাবে তিনি চিত্তকে সমতা প্রতিপাদন করেন।

৬৫. ৮.অসমাহিত চিত্ত পুদ্গল পরিবর্জন হলো নৈষ্কম্য যারা পথ মাড়ায়নি বহু করণীয়ে ব্যাপৃত এবং বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের পুদ্গল।

৯. সমাহিত চিত্ত পুদগলের সঙ্গলাভ হলো–যে সব পুদ্গল নৈষ্ক্রম্যে আরুঢ় এবং সমাধি লাভ করেছেন সময়ে তাঁদের সঙ্গলাভ।

১০.তদাধিমুক্ততা বলতে বোঝায় সমাধিতে দৃঢ় সঙ্কল্প অর্থাৎ সমাধিতে বিশেষ আরোপ, সমাধি প্রবণ এবং সমাধিতে প্রবৃত্তি উৎপাদন।

এভাবে দশবিধ অর্পণা কৌশল সমাধিতে গ্রহণ করতে হয় :

৬৬. **এবং হি সম্পাদয়তো অপ্‌পনাকোসলং ইসং,**
পটিলদ্ধে নিমিত্তস্মিং অপ্‌পনা সম্পবত্ততি।
এবং হি পটিপন্নস্‌স সচে সনপ্‌পবত্ততি,
তথাপি ন জহে যোগং বায়মেথের পন্ডিতো।
হিত্বা হি সম্ম বায়াম বিসেসংনাম মানবো,
অধিগচ্ছে পরিত্তংপি ঠানমেতং বিজ্জতি।
চিত্তপ্পবত্তি আকারং তস্মা সল্লক্‌খয়ং বুধো,
সমথং বিরিয়স্‌সেব যোজয়েত পুনপ্‌গনং।
ইসকংপি লয়ং যন্তং পগ্‌গহ্বেব মানসং,
অচ্চারদ্ধং নিসেধেত্বা সমমেব পবত্তয়ে।
রেনুম্হি উপ্পলদলে সত্তে নাবায় নালিয়া,
যথা মধুকরাদীনং পবত্তি সম্পবন্নিতা।
লীন-উদ্ধত ভাহেবি মোছয়িত্বান সব্বসো,
এবং নিমিত্তাভিমুখং মাসং পটিপাদয়েতি।
– নর যেবা করায়ত্ব এনিমিত্ত সার,
দশবিধ কৌশল প্রয়োগ মনোযোগ তার।
অর্পণা লভিতে আছে কারণ-নির্ভর,
এরূপে লভিবে ভবে শ্রেয় সুদুষ্কর।
কিন্তু যদি ব্যর্থ কভু সকর্মে তৎপর,
যে ফল বাঞ্ছিত তাহা ব্যর্থ অতপর।
দূরভাগ্য প্রজ্ঞাবান দৃঢ় আলম্বনে,
কখনো ত্যাগেনা কভু স্বীয় (১৩৬) রম্য স্থান।
শৈক্ষ্য হয়ে যদিওবা হেড়ে প্রস্থান লয়
কর্মচ্ছেদে বিরমন্তে যদি বা চিন্তয়।
পার্থক্যতে তুচ্ছাতুচ্ছ যদি হয় চিন্তন
নাহি লভে যেবা করে তুলনা বিধান।
সম্যক চেষ্টাতে নর যিনি প্রণিধান,

বীর্যবন্ত পূতবন্ত যুগলে যুগল
অনুরাগ চিত্তমাঝে নর সে উজ্জ্বল।
চিত্ত যদি পিছুটানে দেখে নিরীক্ষয়,
লাগাম আঘাতে টানে করে সুরক্ষয়।
প্রত্যক্ষে সে যদি হয় অতীব কঠোর,
তবে তারে পদেপদে শাস দুর্নিবার।
সুনিয়ন্ত্রিত মক্ষিকা লভে পরাগ যথা,
সম্যক নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা প্রলভেতে লক্ষ তথা।
পত্র, সূত্র, পোত আরো তৈল নালি আর,
এরূপেতে লব্ধ হয় অন্যথা নিঃসার।
সাধক মানসে রাখে সবে নিজ পাশে,
শিথিল করয়ে ধীরে রাগ অবকাশে
নিমিত্তেতে চিত্ত সদা থাকে অবিচল
মধুকর যথা রাখে সংকেত নিরমল।

[চারটি উপমা]

৬৭. **নিম্নে কবিতার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করা হলোঃ**

একটি সুচতুর মধুকর কোন এক বৃক্ষে প্রষ্ফুটিত ফুলের সংবাদ পেয়ে ত্বরিৎ বেগে অগ্রে সেদিকে ধাবিত হলো। গতি দ্রুততর বিধায় ইহা ফুলবৃক্ষকে অতিক্রম করে গিয়ে ফিরে এলো। তখন দেখা গেল ফুলের রেণু ইতোমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। (আবার) কোন এক অচতুর মধুকর অতি শিথিলভাবে পুষ্পিত বৃক্ষের উপর পোঁছাল তখন ফুলরেণু নিশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু একটি দক্ষ মধুকর পরিমিত গতি নিয়ে পুষ্পিত গাছের উপর এসে পোঁছে পর্যাপ্ত রেণু আহরণ করে তৃপ্ত হলো এবং মধুবিন্দু উপভোগ করলো।

৬৮. অন্যত্র, কোন এক শল্য চিকিৎসকের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের সময় (পুষ্করিণীর) পদ্মপত্রের (বাটির) জলে শস্ত্র সরঞ্জাম রাখল। তন্মধ্যে যে শিক্ষার্থী সুচতুর সে দ্রুততার সাথে শস্ত্রপাত করে পদ্মপত্র দুভাগে ছেদ করে কিংবা জলের মধ্যে প্রবেশ করে দেয়। অপর অচতুর প্রশিক্ষণার্থী যে পদ্মপত্র দুভাগে কর্তিত হওয়ার কিংবা জলের মধ্যে ডুবে যায় এ ভয়ে ভয়ে

শস্ত্রপাত করতে সাহস পায় না। কিন্তু যে অপেক্ষাকৃত দক্ষ প্রশিক্ষণার্থী যে সমদক্ষতায় নিপুণ সে শস্ত্রপাত করে এক্ষেত্রে পুরস্কৃত হয়।

৬৯. পুনশ্চ, কোন রাজা ঘোষণা করেন, কোন কেউ যদি চার হাত দৈর্ঘ্য মাকড়সার সুতা নাটাই বদ্ধ করতে পারে তাকে চার সহস্র মুদ্রা প্রদান করা হবে। অতি দক্ষ কোন লোক সে প্রতিযোগিতায় গিয়ে দ্রুততা অবলম্বন করে স্থানে স্থানে সুতা ছেদন করে বসে। অপর অদক্ষ ব্যক্তি সুতা ছিড়বে ভয়ে স্পর্শও করতে পারল না। কিন্তু সুদক্ষ ব্যক্তি প্রান্ত হতে আরম্ভ করে সম-দক্ষতা প্রয়োগ করে দণ্ডে সুতা আহরণ করে পুরস্কৃত হয়।

৭০. পুনশ্চ, অতিদক্ষ কর্ণধার (মাঝি) (187) পূর্ণ বায়ু প্রবাহে জাহাজের পাল পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে বিদেশে পারি জমায়। অপর অদক্ষ কর্ণধার হালকা বায়ুতে সামান্য পাল ছেড়ে দিয়ে জাহাজ ছাড়ে। তাতে জাহাজ যথাস্থানেই স্থির থাকে। কিন্তু দক্ষ নিয়ামক হালকা বায়ুতে পূর্ণপাল ছাড়ে এবং প্রবল বায়ুতে অধেকপাল ছেড়ে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়।

৭১. পুনশ্চ, কোন আচার্য ঘোষণা করলেন, "যে তৈল বিন্দু না পড়ে মত নালিতে তৈলপূর্ণ করতে পারবে সে পুরস্কৃত হবে।' যে অতিদক্ষ সে পুরস্কারের লোভে দ্রুততার সাথে নালিপূর্ণ করতে গিয়ে তৈল নালির বাইরে পতিত হলো। অপর অদক্ষ সে মাটিতে তৈল পতনের ভয়ে তৈলভর্তির সাহস পেল না। কিন্তু দক্ষ ব্যক্তি দক্ষতার সমপ্রয়োগ করে নালিতে তৈলপূর্ণ করে পুরস্কৃত হলো।

৭২. সেরূপ, উক্ত চার উপমার মতো, যখন নিমিত্ত উৎপন্ন হবে, তখন ধ্যানী ভিক্ষু এ বলে দৃঢ় বীর্য উৎপাদন করবেন, "আমি শীঘ্র অর্পণ লাভ করব। তখন তাঁর চিত্তের অতিবীর্যের কারণে ঔদ্ধ্যত ভর করে। এতে তাঁর অর্পণায় উপনীত হতে বাধাগ্রস্থ হয়। পক্ষান্তরে কেউ তাঁর চিত্তের মধ্যে অতিবীর্য প্রত্যক্ষ করে। "এখন অর্পণালাভ কি প্রয়োজন"–চিন্তা করে বীর্য শিথিল করে। এতে তাঁর চিত্ত কৌশিদ্যে পতিত হয়। কারণ তার চিত্ত হীনবীর্যে পরিণত হয় এবং তাঁর দ্বারা অর্পণা লাভ হয় না। অপর পক্ষে শিথিল চিত্ত শিথিলতা থেকে সামান্য মুক্ত করে এবং উদ্ধত চিত্তকে ঔদ্ধ্যত্যে থেকে সামান্য অপসারণ করে সম-দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে অর্পণায় উপনীত হয়। প্রত্যেকের পক্ষে শেযোক্ত ব্যক্তির আদর্শ অনুকরণীয়।

৭৩. **উক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষের অর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ**

রেণুন্ধি উপ্পলদলে-সত্তে নাবায় নালিয়া,
যথা মধুরাদীনং-পবত্তি সম্পবন্নিতা।
লীন উদ্ধত ভাবেহি-মোচয়িত্বান্ সব্বসো,
এবং নিমিত্তামুখং
-মানসং পটিপাদয়েতি।
পত্রদল, সূত্র গোত্র তৈলনালি,
যথা লভে পুরস্কার অন্যথা নয় বলশালী
সুশাসিত মধুকর ফুলরেনু লভে,
সম-দক্ষ কর্মফল শীলন অনুভবে।
সমর্পণ কর তারে লীনস্তর পাশে,
উদ্ধ্যত্যের পাশে যথা রাখ অনায়াসে।
স্থিতকর চিত্ত এথা নিমিত্ত উদয়ে
মধুকর অতপর অন্যথা উপায়ে।

৭৪. **[অর্পণা উৎপত্তিতে চিত্তবীথিঃ]**

এভাবে সাধক তাঁর চিত্ত সমাহিত করে নিমিত্তাভিমুখে চিত্ত প্রতিপাদন করে "এখন আমার অর্পণা লাভ হবে"– জেনে মনোদ্বারে আবর্জন" পৃথিবী পৃথিবী এ বলে চিত্তৈকাগ্রতা বশে পথিবী মন্ডল নিমিত্ত উদিত হয়। সে নিমিত্তকে আলম্বন করে মনোদ্বার আবর্জন শুরু হয়। আবর্জনের ফলে চার বা পাঁচ দ্রুত অভিজ্ঞান (জবন) চিত্ত উৎপন্ন হয়। সে জবনচিত্তের মধ্যে এবং শেষে যে চিত্ত, তা হলো এক রূপাবচর চিত্ত। অবশিষ্ট চিত্ত হলো-কামাচর (স্বাভাবিক) চিত্ত। কিন্তু সেগুলো স্বাভাবিক চিত্ত হতে শক্তিশালী। তন্মধ্যে রয়েছে-বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্র চিত্ত। অর্পণা লাভের পক্ষে এগুলো প্রাথমিক কর্ম বা চিত্ত প্রবাহ। এজন্য এগুলোকে পরিকর্মও বলা হয়। এগুলো অর্পণার নিকটবর্তী বলে উপাচার নামে অভিহিত। অর্পণার প্রতিবেশী বলে এরূপ বলা হয়। এবং অর্পণার পরে বলে অনুলোম চিত্ত বলা হয়।

৭৫. পুনরুক্তি পরিহার করে প্রথম পরিকর্ম, দ্বিতীয় উপচার, তৃতীয় অনুলোম এবং চতুর্থ গোত্রভু (বংশ) অথবা প্রথম উপচার, দ্বিতীয় অনুলোম, তৃতীয় গোত্রভু, চতুর্থ বা পঞ্চম অর্পণা চিত্ত অর্পণা লাভের জন্য চতুর্থ বা পঞ্চম

নির্ধারিত। ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা এবং মন্দাভিজ্ঞ বশে তা ঘটে থাকে। তারপর জবন চিত্ত উদিত হয় এবং জীবন প্রবাহ প্রবর্তিত হয় (ভবাঙ্গ)।

৭৬. কিন্তু আভিধার্মিক গোদত্ত থের'র মতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, আসেবন প্রত্যয় বশে পূর্বের কুশল ধর্ম প্রত্যায়িত। আসেবন বন প্রত্যয়ের কারণে পরবর্তী ধর্ম শক্তিবান হয়। একারণে ষষ্ঠ বা সপ্তমে চিত্তে অর্পণা অর্জিত হয় বলে অর্থকথায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে থের মতবাদ বলে তা সুগৃহীত হয়নি।

৭৭. অর্পণা লাভ হয় চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তে। তারপরে চিত্ত যবনে পতিত হয়। একে ভবাঙ্গের (জীবন প্রবাহের) নিকটবর্তী বলে ধারণা করা হয়। তা এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, "বিবেচনাপর"। এ কারণে তা প্রক্ষিপ্ত নয়। উদাহরণে বলা হয়েছে : কোন লোক খাড়াস্থানে দৌঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা হলেও (কিনারায়)পাশে কাঁছায় পা রেখে দাঁড়াতে পারে না। সে তাতে পতিত হয়। ভবাঙ্গের আসন্নতম বলে ষষ্ঠ বা সপ্তম চিত্তে অর্পণা লাভ করতে সক্ষম হয় না। তাই চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তে অর্পণা লাভ হয় বলে জানতে হবে।

৭৮. এক চিত্তক্ষণে অর্পণা লাভ হয়। সাত প্রকার উদাহরণের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় (অদ্ধান) তার প্রয়োগ নেই। সে কারণসমূহ হলো: প্রথম অর্পণা, লৌকিক অভিজ্ঞান সমূহে, চারমার্গে, মার্গান্তর ফলে, রূপারূপ ভবসমূহে, ভবাঙ্গধ্যানে, নিরোধের প্রত্যয়ে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাতনে এবং নিরোধ ধ্যান হতে উত্থানকারীর ফল সমাপত্তিতে (সমাপ্তিতে)। এখানে মার্গান্তর ফল তিনটির অধিক হয় না। নিরোধের প্রত্যয়ে নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তনের দুটির অধিক হয় না। রূপারূপ সমূহে ভবাঙ্গের কোন পরিমাণ নেই। অবশিষ্ট স্থানগুলোতে এক চিত্তক্ষণ মাত্র অবস্থান। সে কারণে অর্পণা মাত্র একচিত্তক্ষণ। অতঃপর ভবাঙ্গে পতিত হয়। অতঃপর ভবাঙ্গ পরিহার করে ধ্যান প্রত্যবেক্ষণ আবর্জন শুরু হয় এবং পরে ধ্যান প্রত্যবেক্ষণ হয়ে থাকে।

[প্রথম ধ্যান]

৭৯. এ মুহূর্তে সাধক কাম থেকে অকুশলধর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে বিবিক্ত(মুক্ত) হয়ে প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করে অবস্থান করেন। বিক্তিতাজনিত তাতে সম্পৃক্ত বিতর্ক, বিচার প্রীতিও সুখ (Vbh.-245)। এভাবে তিনি প্রথম

ধ্যান লাভ করেন। তাতে পঞ্চ নিবারণ অপসৃত হয়, পঞ্চাঙ্গ সংযুক্ত হয়। ত্রিবিধ কল্যাণ প্রসূত ও দশ প্রকার কুশল সম্পন্ন পৃথিবী কৃৎস্ন সাধনায় প্রথম ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়।

৮০. এখানে কাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলতে–কাম হতে মুক্ত হয়ে, কাম বিনা হয়ে, কামকে পরাভূত করা বুঝায়। এ স্থলে সম্পূর্ণ (এব) বলতে সন্দেহাতীত ভাবে উপলব্ধ অর্থ নির্দেশ করে। সংক্ষেপত 'সন্দেহাতীত' অর্থে প্রথম ধ্যানে প্রবেশ এবং অবস্থান নির্দেশ করে। কামের প্রহীনতা, যা প্রথম ধ্যানের পরিপন্থী তাকে বুঝায়। কামের বিমুক্ততা আনায়নে (এব) প্রস্থানের মাধ্যমকে বুঝায়। তা কিভাবে সম্পন্ন হবে ?

৮১. যখন 'সন্দেহাতীত' এরূপে 'কাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'–এতে বুঝায়ঃ ধ্যানের সাথে কামের অবশ্যিই তুলনা করা যায় না। কামের অবস্থানে ধ্যানের উদ্ভব অসম্ভব। যেমন অন্ধকারের অস্থিত্বে প্রদীপের আলোকের মতো। এ অপসারণেই তার আয়ত্ত সম্ভব। নদীর অতীত ত্যাগেই অপর তীর লাভে মতো। সে কারণে 'সন্দেহাতীত' শব্দটি প্রবর্তিত হয়েছে।

৮২. এখানে জিজ্ঞেস্য থাকতে পারেঃ (সম্পূর্ণ) শব্দ এটি প্রথম পদে উচ্চারিত হল। কিন্তু উত্তরপদে হলো না কে ? অকুশল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কথাটি বলা হয়েছে এবং যদিও 'বিমুক্ত' হয়ে এ সাধারণ রচনাটি দ্বারা সমস্ত বিপরীতধর্মী নিবারণ এবং দৈহিক বিমুক্তকে বোঝানো হয়েছে। সেগুলো-তিন প্রকার দৈহিক বিমুক্তি, চৈতসিক বিমুক্তি এবং বৈরাগ্যজনিত মহা ঝঞ্ঝাট (বিকম্ভন) বিমুক্তি বলে বুঝতে হবে।

৮৩. পদবাচ্য **"কাম"** বলতে সব রকম অন্তর্ভূক্ত। কাম বলতে নিদ্দেস্য গ্রন্থে বলা হয়েছে বস্তুকাম কি কি ? সেগুলো মানস প্রিয়তা রূপই বস্তুকাম (Nd. i-1)। কামকে ক্লেশ রূপে সেখানে দেখানো হয়েছে। রাগকাম, সংকল্প রাগকাম বশে কামের প্রকারভেদ দেখা যায়। এভাবে যে ক্লেশ কাম দেখানো হয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে (Nd. 1-2; Vbh. 256)। তা সত্ত্বেও "সম্পূর্ণ মুক্ত"–শব্দগুচ্ছ কায় বিমুক্ত বলা হয়। আর যথাযথ অর্থে বস্তুকাম থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এবং তাতে ব্যক্ত করা হয়েছে কায বিমুক্ত সকল প্রকার অকুশল বিমুক্ত বলতে সঠিক অর্থে সব অকুশল বা ক্লেশ কাম বুঝায়। এবং তা চিত্ত বিমুক্ত নির্দেশ করে। এ মর্মে বস্তুকাম হতে সুখ প্রত্যাহার অর্থে বস্তকাম বিমুক্তি দ্বারা প্রথম পদকে নির্দেশ করে।

পক্ষান্তরে নৈষ্কম্য সুখ অর্জনে দ্বিতীয় পদনির্দেশ করে। যেহেতু এর দ্বারা ক্লেশ কাম বিমুক্ত বোঝায়।

৮৪. এভাবে বস্তুকাম ও ক্লেশকাম পরিহার দ্বারা দুইপদের মধ্যে প্রথম পদকে বস্তুকাম পরিহারকে এবং দ্বিতীয়পদ দ্বারা সংক্লেশ পরিহার বুঝায়। (আরো) বুঝায় লোভ-লালসা, হেতু পরিহার প্রথম পদে এবং দ্বিতীয় পদে নির্বুদ্ধিতার হেতু এবং বুঝায়, ব্যক্তির প্রয়োগ পরিশুদ্ধি প্রথম পদে এবং দ্বিতীয় পদে প্রবৃত্তি (আশ্রয়) বিভাবিত (মার্জিত) হয়।
প্রথম পদ্ধতিতে 'কাম' শব্দটি বস্তুকাম বলে ব্যবহৃত।

৮৫. কিন্তু ক্লেশ কাম গুচ্ছ হতে বললে বহুবিধ কাম সংক্লেশ যথা- ছন্দ, রাগ, কাম প্রভৃতিকে বুঝায়। যা কাম নির্দেশক এবং তা অকুশল বশেই ব্যবহৃত। বিভঙ্গ গ্রন্থে এসব পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরম্ভে বলা হয়েছে কাম কি কি ? ছন্দকাম .... ইত্যাদি (Vbh. 256) ধ্যান প্রতিপক্ষ বলে খ্যাত। অথবা পক্ষান্তরে তা প্রথম পদে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ এগুলো হচ্ছে কাম সংক্লেশ। দ্বিতীয় পদে ইহা অকুশলের অন্তর্গত। এ কাম প্রবৃত্তি বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে কাম গুচ্ছ উল্লেখ না করে 'কাম' বলাই শ্রেয়।

৮৬. অপরাপর ক্ষেত্রে অকুশলময় তা সত্ত্বেও বিভঙ্গে ধ্যান প্রতিপক্ষ বলে উক্ত। এখানে অকুশল কি কি বিভঙ্গে উক্ত কামছন্দ ইত্যাদি ধ্যান উপাদানের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যান উপাদানের অযোগ্য বলে পৃথকভাবে বলা হয়েছে।
ধ্যানের অন্তরায়কর প্রতিপক্ষ বলতে যা বোঝায় তা ধ্যানোপাদানের অযোগ্য। সেগুলো সরিয়ে নিঃশেষ করা হয়। পিটকের আলোকে বলা যায় "সমাধি কামছন্দের, প্রীতি ব্যাপাদের, বিতর্ক আলস্যের, সুখ ঔদ্ধত্য ও কুকৃত্যের এবং বিচার বিচিকিৎসার অন্তরায় ও প্রতিপক্ষ (পেটকোপদেসে তা নেই)।

৮৭. সুতরাং এক্ষেত্রে বাক্যে [৪] কাম হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত উক্তি বলতে কামচ্ছন্দের বিমুক্তি এবং পঞ্চ নিবারণ থেকে বিমুক্তি" বলতে অকুশল ধর্ম হতে বিমুক্তি বুঝায়। কিন্তু পুনরুক্তি পরিহার করে প্রথম পদে কামছন্দ দ্বিতীয় পদে অবশিষ্ট নিবারণ। অনুরূপভাবে তিন অকুশল মূলে পঞ্চকাম গুণের আবাস ক্ষেত্র লোভের দ্বারা প্রথম এবং দ্বেষ এবং মোহ মূলের আবাস ক্ষেত্রে বিরক্তিকর বস্তু ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয়। অথবা প্রথম পদে

কাম ওঘ, কামযোগ, কামাসব, কমোপাদান, অভিধ্যাকায়গ্রন্থ ও কামরাগ সংযোজন বিক্ষম্ভন উক্ত। দ্বিতীয় পদে অবশেষ ওঘ, যোগ, আসব, উপাদানগ্রন্থ ও সংযোজনের বিক্ষম্ভন উক্ত। প্রথম পদো তৃষ্ণা ও তার সহযোগী ধর্মাদি, দ্বিতীয় পদে অবিদ্যা ও তার সহযোগী ধর্মাদি প্রথম পদে লোভযুক্ত আট প্রকার চিত্তোৎপাদাদি দ্বিতীয় পদে চার প্রকার অকুশল চিত্তোৎপাদাদি ত্যাগ করা (বিক্ষম্ভন) বিবেক বলে উক্ত।

এ হলো প্রথম পদে "কাম হতে অকুশলধর্ম হতে বিমুক্ত" বচনের ভাবার্থ প্রকাশ।

৮৮. এ পর্যন্ত ধ্যানের মাধ্যমে পরিত্যাজ্য প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শিত হলো। এখন ধ্যানের সাথে সংযোগাঙ্গ বিতর্ক, বিচার প্রদর্শিত হচ্ছে। বিতর্কিত চিন্তা করে বলে বিতর্ক। তার অর্থ হচ্ছে তপ্ত করা এবং বৈশিষ্ট্য হলো ধ্যায় বিষয়ে (আলম্বন) মনকে পরিচালনা করা। তার কাজ আঘাত করা এবং মাতিয়ে বের করা। যোগাবচরকে (ধ্যানী) এর দ্বারা বিতর্কাহত বিতর্ক পর্যাহত করা হয়। অনুসন্ধান চিন্তন (বিচরণ) অথ বিচার। যোগাবচর আলম্বনে অনুসঞ্চরণ করে বলে বিচার। এর বৈশিষ্ট্য হলো আলম্বনে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করা। এর কাজ হলো মনের অবস্থাকে অনুমোদনে রত থাকা। চিত্ত সন্ততিতে আলম্বনকে অনুবন্ধি করে রাখা এর প্রতিস্থাপন।

৮৯. ঘন্টায় আঘাতের যত চিত্ত স্থুল এবং সূক্ষ্ম কোনটা হতে পৃথক না থেকে উভয়ে মধ্যে যে নিমজ্জন তা বিতর্ক। ঘন্টার ধ্বনির অনুরন সদৃশ চিত্তের উপর যে ক্রমাগত অনুচাপা বিদ্যমান তার সাথে অনুবন্ধন বিচার। আলম্বন প্রথম উৎপত্তির সময় চিত্তের মধ্যে যে স্পন্দন জনিত যে বিস্তার তা বিতর্ক। আকাশে উড্ডয়নমুখী পাখির পাখা বিস্তারণের মত, মক্ষিকার পদ্মফুলে গন্ধে অভিভূতচিত্ত হয়ে নিম্নাভিমুখী পতনের মত। বিচার (চিত্তবৃত্তি) ভাব শান্তশীল। কারণ চিত্ত তখন পরিবন্ধন (বাধ) হীনতার সন্নিকটে। তা পাখির আকাশে পাখা বিস্তারণ পরিকল্পনা সদৃশ এবং মৌমাছির পদ্মাভিমুখী পাপড়ির উপরি পতন সদৃশ।

৯০। **অঙ্গুত্তর নিকায়ের দুক্ নিপাতে উক্ত হয়েছেঃ** "চিত্তকে আলম্বনে নিবন্ধ করতে বিতর্ক উদিত হয়। যেমন কোন বৃহৎপক্ষী আকাশে উড্ডিয়নের জন্য তার পাখায় নিচের দিকে করে নেয়। আলম্বনে চিত্তে একাগ্র অভিনিরোপন প্রবৃত্তি বিতর্ক। আকাশে উড্ডয়নের জন্য পক্ষীর পক্ষদ্বয়ের

সঞ্চালন সদৃশ সাধকের চিত্তে ক্রমাগত যে চাপ তা বিচার। তা আলম্বনকে ধরে রাখতে চাপের মধ্যে রাখে এবং তা পশ্চাৎবর্তীকে গভীরভাবে আঁকড়ে রাখে। এ পার্থক্য মূলত: প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

৯১. অধিকন্তু, ময়লাযুক্ত কাঁসের থালা বিমল করার সময় এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখে অপরহাতে পরিষ্কারক পশমযুক্ত মাজন, চূর্ণ ও তেল দিয়ে ঘর্ষণ করতে হয়। এখানে যে হাত শক্ত করে ভাজন ধরে রাখে তা বিতর্ক সদৃশ আর যে হাতে ঘর্ষিত হয় তা বিচার সদৃশ জ্ঞাতব্য। তদ্রুপ, কুম্ভকার ভাজন তৈরির সময় দণ্ডের প্রহারে কুম্ভকারের চক্র ঘুরিয়ে পাত্র প্রস্তুত করে। যে হাতের দ্বারা আঘাত করা হল তা বিতর্ক সদৃশ এবং তার যে হাত আগে-পিছে পরিচালিত হয় তা বিচার সদৃশ। অনুরূপভাবে ছবি অংকনকারীর পক্ষে মধ্যস্থলে কাঁটা সন্নিবদ্ধ রেখে মণ্ডল (ছবি) আঁকতে হয়। মধ্যস্থলে কাঁটা নিরুপণ সদৃশ বিতর্ক এবং বাহিরের যে কাঁটা চারদিক পরিভ্রমণ করে তা বিচার সদৃশ প্রতিনিয়ত চাপের মুখে রাখে।

৯২. সুতরাং প্রথম ধ্যান বিতর্ক বিচার সম্প্রযুক্ত। এজন্যে একে সবিতর্ক-সবিচার প্রথম ধ্যান বলা হয়। যেমন সপুষ্প-সফল বৃক্ষ বলা হয়। কিন্তু বিভঙ্গে (257) একে পুদগল বলা হয়, বলে জ্ঞাতব্য। এখানেও একই অর্থে ধারণ করা উচিত।

৯৩. **নিরাসক্তি উৎপাদন উৎপত্তি :** এখানে বিবিক্তি হচ্ছে নিরাসতা (বিবেক)। অর্থ হলো নিবরণহীন অবস্থা অথবা পক্ষান্তরে ইহা বিবিক্ত (বিবিত্ত) এভাবে ইহা নিরাসক্ত বলে অর্থ বোধগম্য। প্রথম ধ্যান সম্পৃক্ত সহযোগী সংগ্রহ নিবারণ বিমুক্ত। সে বিবেক নিরাসক্ত হতে বিবেকজাত বলে বিবেকজ।

৯৪. **প্রীতি এবং সুখ :** পিনয়ন করে, সতেজ করে বলে প্রীতি। সম্প্রিয়ানেনে এর বৈশিষ্ট্য। দেহ-মনের সতেজ আনয়ন এর কাজ অথবা বিস্তার করা এর কাজ। প্রকাশ হচ্ছে হর্ষ। ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রন্তিকা, উর্দ্ধে ও স্ফুরণা ভেদে প্রীতি পাঁচ প্রকার।

এখানে ক্ষুদ্রিকা প্রীতি শরীরের লোমহর্ষ করতে সক্ষম। ক্ষণিকা প্রীতি ক্ষণে ক্ষণে আলোর ঝলকের মতো উদিত হয়। অবক্রান্তিকা প্রীতি সমুদ্র সৈকতে তরঙ্গের মতো শরীরে বারবার অবক্রমন করে।

৯৫। উর্দ্ধগ প্রীতি শরীরকে হালকা করে আকাশে উড্ডয়ন করাতে পারে। পুন্নবল্লিক নিবাসী মহাতিষ্য থেরর মধ্যে তা ঘটেছিল। পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে

তিনি চৈত্যাঙ্গনে যেতেন। অনুরাধাপুরের মহাচৈত্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চন্দ্রালোক অবলোকন করে ভাবতেন 'চার পরিষদ এ সময়ে মহাচৈত্য পূজা করছেন'– সেস্থানের বুদ্ধ আলম্বনে চিত্তৈকাগ্রতা উৎসাধনে প্রবল প্রীতি অনুভব করতেন। তার প্রভাবে তিনি উর্দ্ধাকাশে উড্ডীন করে রঙিন বলের মতো আস্তরিত মেঝ থেকে মহাচৈত্যের চত্বরকে আলোকিত উৎপতিত হতেন।

৯৬. এ ঘটনার আবৃত্তি দেখা যায় : গিরিকণ্ডক বিহার সমীপের বত্তকালকা গ্রামের এক কুল দুহিতার মধ্যে তার প্রবল বুদ্ধালম্বন বশে জাত প্রীতির প্রভাবে আকাশ উল্লঙঘন হয়েছিল। তার মাতা পিতা ধর্ম শ্রবণের জন্য বিহারে গমনের সময় মেয়েকে বলেছিল–মা তুমি অন্তসত্ত্বা তুমি অসময়ে বিচরণ করতে পার না। আমরা তোমাকে ধর্ম শ্রবণ জনিত পুণ্যদেব।' এ বলে তারা নির্গত হলো। মাতাপিতার বারণ রক্ষা করতে সে ঘরে রয়ে গেল। কিন্তু ঘরের উঠান চত্বরে দাঁড়িয়ে পর্বত শিরে নির্মিত চৈত্য চন্দ্রালোকে দৃশ্যমান চৈত্য অবলোকন করতে করতে তার মধ্যে প্রীতির প্রাবল্য দেখা দেয়। তার প্রভাবে সে আকাশ মার্গে উড্ডীন হয়ে তার মাতাপিতা পৌঁছার পূর্বে সে আকাশ হতে চৈত্য চত্বরে উপনীত হয়।

৯৭. সেখানে সে বন্দনা এবং ধর্ম শ্রবণ করল। সেখানে মা-বাবা তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন পথে এসেছো। আমি আকাশ মার্গে এসেছি' সড়ক পথে নয়। তারা বলল যে, যারা তৃষ্ণা বিনাশ করেছেন তাঁরাই আকাশ পথে উড়তে পারে। কিন্তু তুমি কি করে আসলে ? উত্তরে সে বলল "আমি যখন চন্দ্রালোকে দৃশ্যমান চৈত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম তখন বুদ্ধালম্বনের মাধ্যমে আমার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রীতির উৎপত্তি হয়। তখন আমি কি দাঁড়ানোবস্থা কিংবা উপবেশনরত কিনা জানি না। তখন আমি শুধু সে আলম্বনে উর্দ্ধদিকে ক্রমাগত উঠছিলাম এবং আমি এ চৈত্যে এসে উপনীত হই। সুতরাং উর্দ্ধগ প্রীত শরীরকে উর্দ্ধগমনে তুল্য করে।

৯৮. কিন্তু যখন স্ফুরণ (ব্যাপ্ত) ব প্রীতি উদিত হয়, তখন সমস্ত শরীরব্যাপী প্রীতি ব্যাপ্ত হয়। ইহা ফুঁ দিয়ে বাতাস পূর্তি ব্লাডারের মতো প্রস্তর গুহায় প্রবল প্লাবন জলে ভরে যায়

৯৯. যখন এ পঞ্চপ্রীতি গর্ভধারণ করে এবং পরিপুষ্ট হয়, তখন দু প্রকার প্রশান্তি (পস্সদ্ধি) পূর্ণ হয়। সে দুটি হচ্ছে–কায়িক প্রশান্তি এবং চিত্ত প্রশান্তি। এ

প্রশান্তি অন্তঃধারণ এবং পরিপক্ক হয়। তাতে দুপ্রকার সুখ পূর্ণ হয়। কায়িক এবং চৈতসিক সুখ। যখন সুখ গর্ভধারণ এবং পরিপক্ক বলে তিন প্রকার সমাধি পরিপূর্ণ করে। তা হলো- ক্ষণিক সমাধি, উপচার সমাধি এবং অর্পণা সমাধি। এর মধ্যে যেটি অভিপ্রেত তা হলো- স্ফুরনা প্রীতি সংযুক্ত অর্পণা সমাধি। তা হলো মূল অর্পণা যেটি অর্পণার সম্পৃক্ততায় বৃদ্ধি পায়।

১০০.**কিন্তু ভিন্ন কথায় :** সুখনই হচ্ছে সুখ। ইহা সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে গলাদ করণ করা (সুষ্ঠু), অন্তসাধন করা, কায়-চিত্ত বল হরণ করে বলে সুখ। সন্তুষ্টিতা এর বৈশিষ্ট্য। সহযোগী অবস্থাদি ঘনিষ্ঠতর করা কাজ (রস)। অনুশয়ই তার বহিঃপ্রকাশ (প্রত্যুপস্থান)।

যে কোন দুইটির সহাবস্থান হলেও কাম্য আলম্বনে প্রীতি লাভ তুষ্টি। যখন ইহা লাভ হবে তখনই প্রকৃত সুখ। যেখানে প্রীতি সেখানে সুখ। কিন্তু যেখানে সুখ সেখানে প্রীতি লাভ থাকতে পারে। ভীতি সংস্কার স্কন্ধে সংগৃহীত। সুখ বেদনা স্কন্ধের অন্তর্গত। কোন ব্যক্তি যদি মরুভূমিতে ক্লান্তি বোধ করে বনান্তে জলাশয় দেখে বা শ্রবণ করে তাতে তিনি প্রীতিলাভ করবেন। তিনি যদি বনচ্ছায়ে গমন করেন এবং জলপান করেন তিনি সুখানুভব করবেন। এতে বুঝতে হবে যে, যে সময়ে যেটি প্রকটভাবে উক্ত সে সময়ে তা জ্ঞাতব্য।

১০১. সুতরাং এ প্রীতি ও অসুখ হচ্ছে এ ধ্যানের অথবা উক্ত দুটি এ ধ্যানে বিদ্যমান বলে প্রীতিসুখ ধ্যান নামে অভিহিত। অথবা প্রীতি এবং সুখ প্রীতিসুখ [পীতিসুখং]। পৃথকভাবে : ধম্ম এবং বিনয় (ধম্ম বিনয়)। সুতরাং এই ধ্যানে প্রীতি সুখ বিবেকতা ধ্যান অথবা এ ধ্যানে প্রীতি-সুখ (ধ্যানোপেক্ষা)। যা বিবেকজ বিবেকজ বলতে এখানে ধ্যানার্থ নির্দেশ করে। প্রীতি এবং সুখার্থ নির্দেশ করতে ধ্যানকে বুঝায়। সার্বিক অর্থ প্রকাশে ধ্যানকে বুঝতে হবে। সুতরাং 'প্রীতি সুখ বিবেকজ'- উক্তিতে বললে সার্বিক বিশুদ্ধ হবে। বিভঙ্গ গ্রন্থে উক্ত হয়েছে এ সুখ প্রীতির সহযোগী (Vbh. 257)। সেখানেও একই অর্থ প্রয়োগ দেখা যায়।

১০২. **প্রথম ধ্যান ঃ** এ ধ্যান পরে বুঝিয়ে বলা হবে। (১১৯) উপসম্পজ্জ- পৌঁছা, উপনীত প্রাপ্ত হয়ে, সম্পাদন করে বা নিষ্পন্ন করে অর্থ প্রকাশক। বিভঙ্গে ধ্যানের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে উপসম্পজ্জ বলতে প্রথম ধ্যানে

প্রবেশ লাভ, প্রীতিলাভ, উপনীত, পৌঁছা, স্পর্শ, অনুভূত, উপসম্পাদ্য, প্রথম ধ্যান (Vbh. 257) প্রভৃতি ধ্যানের অর্থ প্রকাশক প্রতিশব্দ।

১০৩. **বিহরতি বাস করে :** ধ্যানাধিগন হয়ে সেরূপ ঈর্যাপথ অনুসারী হয়ে ধ্যানে নিবিষ্ট থেকে কোন ব্যক্তির দেহের ভঙ্গী উৎপাদন করে, কোন পদ্ধতি অনুসরণ, সংরক্ষণ, অবিচল, স্থিতাবস্থা, স্বভাব, অবস্থানকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে বিভঙ্গে বলা হয়েছে "বাস করে" অর্থ- অধিগম, অগ্রসর। রক্ষণ, অবিচল, অন্তিম, অনুভাব, অবস্থানকে বুঝায়। (২৫২)

১০৪. পূর্বে পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীন এবং পঞ্চাঙ্গ সম্পন্নাগত যে বলা হয়েছে তা হলো- কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্যকুকৃত্য ও চিকিৎসা। এ পঞ্চ নিবারণ বলে পরিত্যাজ্য (প্রহান) বলে জ্ঞাতব্য (M. i-294)। এসবের পরিত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত কোন ধ্যান উৎপন্ন হয় না। সে কারণে এসব নিবারণীয় উপাদানকে পরিত্যাজ্য বলা হয়। এ সাথে অপরাপর অকুশল ধর্মাদি প্রহীন হয়ে যায়, তথাপি এসব ধ্যানর বিশেষ অন্তরায়।

১০৫. কামছন্দ দ্বারা নানা বিষয়ে প্রলোভিত চিত্ত কোন একত্বালম্বনে সমাধিস্থ হয় না। অথবা কামচ্ছন্দভিভূত হয়ে ইহা কামধাতু পরিহারের জন্ম প্রতিপদ গ্রহণের প্রবেশ করে না। আলম্বনে যখন অসৎ প্রবৃত্তি বাধা প্রদান করে তখন তা প্রতিহত না করে যখন নিরন্তর প্রবর্তিত হয় না। যখন স্ত্যাননিদ্ধ দ্বারা অভিভূত হয় তখন ইহা অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। যখন ঔদ্ধত্য ও কুকৃত্য দ্বারা বশীভূত হয় তখন তা অশান্ত হয়ে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়ায়। যখন বিচিকিৎসা দ্বারা উপহত হয় তখন বিশেষভাবে চিত্ত প্রথম ধ্যান লাভের প্রতিপদা আরোহণ করে না। সুতরাং এ সব ধ্যানান্তর বলে এগুলোকে প্রাহানাঙ্গ (পরিত্যাজ্য) বলা হয়।

১০৬. কিন্তু বিতর্ক চিত্তকে আলম্বনে অভিনিরোপণ করে। বিচার চিত্তকে তথায় নোঙ্গর করে রাখে। নিবরণ দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রয়োগযুক্ত বলে প্রয়োগ করে যার চিত্ত সন্তুষ্ট প্রীতি প্রীনন করে, সুখ তাকে, তীব্রতর করে একই কারণে। অতঃপর অবশিষ্ট স্পর্শাদি ধর্ম নিয়ের সাথে চিত্তকে অভিনিরোপন, অনুবন্ধন (নোঙ্গর), প্রীনন, নির্দেশন দ্বারা অনুগৃহীত ও একাগ্র করে এবং একত্ব আলম্বনে সমভাবেও সম্যকরূপে স্থাপন করে। ফলে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও চিত্ত একাগ্রতা- এ পাঁচ প্রকার অঙ্গের উদয় বলে জ্ঞাতব্য।

১০৭. যখন উক্ত পঞ্চের উৎপত্তি হয় তখন ধ্যান উৎপন্ন হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সে কারণে পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত বলে উক্ত হয়েছে। সুতরাং ধ্যান হচ্ছে এমন এক বিষয় যাতে এ সবের অধিগ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু নেই। কিন্তু সেনাদল বলতে চতুরঙ্গিনী সেনা, (Vim. iv-104), সঙ্গীত শাস্ত্র বলতে পঞ্চাঙ্গ (MA-ii-300) এবং মাতা বলতে (অষ্টভাজযুক্ত) অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে এগুলোর অঙ্গসমূহ বুঝায়। সেরূপ ইহার অঙ্গাদি নিয়েই সমন্নাগত বলে বুঝতে হবে। পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট কিংবা পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন বলেও জ্ঞাতব্য।

১০৮. এ পঞ্চাঙ্গ উপচার ধ্যানক্ষণে বর্তমান থাকলে এবং উপচার স্বাভাবিক চিত্ত হতে বলশালী হয়। এখানে এগুলো উপচার এবং রূপাবচর বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বলশালী। অত্র বিতর্ক বিশুদ্ধভাবে চিত্তকে আলম্বনে অভিনিরোপন করে উৎপন্ন হয়। এবং বিচার আলম্বনকে অতিশর চাপ প্রয়োগ করে উৎপন্ন হয়। এবং প্রীতি ও সুখ পুরোদেহকে স্ফুরণ করে উৎপন্ন হয়। এজন্যে বলা হয়েছে ফলে সাধকের সমস্ত শরীর ব্যাপী অনুমাত্র বিকেজ প্রীতি সুখ স্পৃষ্ট হয়ে থাকে (Vi.-73)। সে সময় চিত্ত একাগ্রতা ও আলম্বনের সাথে এত সম্পূর্ণ সংস্পর্শ হয় যে, যেন বাসের অন্ত:মূলক চাকনি দ্বারা উপরের স্পর্শের ন্যায় পরস্পরের তুলনা চলে।

১০৯. বিতর্ক ও বিচারজনিত চিত্ত একাগ্রতার প্রকৃতপক্ষে এই সারমর্ম অংশের প্রথমে অঙ্গসমূহ প্রদর্শিত হয়নি (Vbh.245)। বিভঙ্গে তা পরবর্তীতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতাই ধ্যান (Vh. 25)। এজন্যে বিভঙ্গে উক্ত বলেই অঙ্গ। ভগবানের সংবর্ধনায় তা স্থান পেয়েছে। **পরবর্তীতে তার বিশ্লেষণ প্রদর্শিত :**

১১০. ত্রিবিধ কল্যাণ; দশবিধ লক্ষণ সম্পন্ন, আদি মধ্য এবং অন্তবলে ত্রিবিধ কল্যাণ কর। দশবিধ লক্ষণ সম্পন্নতা আদি, মধ্য ও অন্তবশে জ্ঞাতব্য। **এখানে মূল হচ্ছে :**

১১১. প্রথম ধ্যানের আদি হলো প্রতিপদ বিশুদ্ধি, উপেক্ষার স্ফুরণ হচ্ছে মধ্য এবং সন্তুষ্টি হলো অন্ত (পর্যাবসান)।'

প্রথম ধ্যানের আদি হলো প্রতিপদ বিশুদ্ধি : আদির কয়টি লক্ষণ আছে ? আদির লক্ষণ (বৈশিষ্ট্য) তিনটি ঃ ১. ধ্যানের পরিপন্থী থেকে চিত্ত বিশুদ্ধি। ইহা চিত্তকে বিশুদ্ধ করে কেন্দ্রিয় শমথ নিমিত্তে প্রতিপন্ন করে। সে

অবস্থায় চিত্তে নিমিত্ত প্রবেশের পথ প্রশস্ত হন। পরিপন্থী বাধা অপসারিত বলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধিতার মাধ্যমে চিত্ত কেন্দ্রীয় শমথ নিমিত্তে সমতা আনায়ন করে প্রতিপদ লাভ করে সে নিমিত্তে প্রতিপন্ন হয়। উহাই প্রথম ধ্যানের প্রতিপদ বিশুদ্ধি। এগুলো হলো আদির তিন লক্ষণ। সে কারণে উক্ত হয়েছে। প্রথম ধ্যান আদি কল্যাণ এবং তিন প্রকার লক্ষণ সম্পন্ন।

১১২. প্রথম ধ্যানে উপেক্ষাকে বেগবান করে বলে মধ্য। মধ্যের কয়টি লক্ষণ বিদ্যমান ? মধ্যের তিনটি লক্ষণ বিদ্যমান। এখন সাধক বিশুদ্ধ চিত্তকে সমতা প্রতিপাদন করেন শমথে প্রতিপন্ন চিত্তকে সমতায় আনয়ন করে। একত্ব উৎপাদনে সমতা প্রতিপাদন করে এবং এক্ষণে এই যে, তিনি বিশুদ্ধ চিত্তে সম্পাদন করেন, শমথ প্রতিপন্ন চিত্তে সমতা সম্পাদন করেন, একাগ্র চিত্তে সমতা সম্পাদন করেন, সেই যে সমতাকে বেগবান করেন তাহাই প্রথম ধ্যানের মধ্য। এসবই মধ্যের তিন লক্ষণ। এ কারণে বলা হয়েছে : প্রথম ধ্যান মধ্যকল্যাণ এবং ত্রিলক্ষণ সম্পন্ন।

১১৩. সন্তুষ্টিতা তখন ধ্যানের অন্ত বলে উল্লিখিত। অন্তের মধ্যে চারটি লক্ষণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে জাত যে কোন ধর্মের অনতি প্রবর্তনীয় বলে সন্তুষ্টি ইন্দ্রিয়সমূহের একত্ব প্রতিপাদন বলে সন্তুষ্ট। ইন্দ্রিয় সমূহের একত্ব প্রতিপাদনে সন্তুষ্টি। তদুপযোগী বীর্য বাহনার্থে সন্তুষ্টি পূর্বাবৃত্তি (আসেবন) অর্থে সন্তুষ্টি। প্রথম ধ্যানের অন্তে সন্তুষ্টি। অন্তের উক্ত চার লক্ষণ। এ জন্যে কথিত হয় যে, অন্তের (পর্যাবসানের)। কল্যাণ এবং চার লক্ষণ (PS-i-167-8)। .

১১৪. এখানে প্রতিপদা বিশুদ্ধি হলো সহযোগী উপচার। উপেক্ষা বেগবানতা অর্পণা। সন্তুষ্টি প্রত্যবেক্ষণ বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। কিন্তু মূলে বলা হয়েছে : “কিন্তু একত্রীভূত চিত্ত প্রতিপদা বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উপেক্ষায় বেগবান প্রজ্ঞা দ্বারা সন্তুষ্টি।” তাই প্রতিপদা বিশুদ্ধি হলো অপর্ণায় আগত। তার মধ্যে মধ্যস্থ উপেক্ষার কৃত্যানুসারে উপেক্ষার বৃদ্ধি ও ধর্ম সমূহের বর্তনহীনতা রক্ষা করে, বিশুদ্ধিকর প্রজ্ঞার কৃত্য শেষ করে প্রফুল্ল করণ বলে জ্ঞাতব্য। কি প্রকারে ?

১১৫. **প্রথমতঃ** ধ্যান চিত্তের চক্রাকারে প্রবর্তনের যখন চিত্তে অর্পণার উদয় হয়, অকুশল হতে থাকে ধ্যানের অন্তরায়কর নিবারণ বলা হয় তা থেকে চিত্ত

বিশুদ্ধ হয়। চিত্ত নিবারণহীন বলে বিশুদ্ধ আর বিশুদ্ধ বলে মধ্যমত শমথ নিমিত্ত সম্পন্ন হয়। মধ্যম শমথ নিমিত্ত প্রবর্তমান বলে অর্পণা সমাধি নামে উক্ত কিন্তু একটি মাত্র পরিবর্তনের দ্বারা চিত্ত উপগমন করতে করতে মধ্যম প্রতিপদায় উপনীত হয়। সেজন্যে বলা হয়েছে শমথের নিমিত্ত উৎপাদক প্রতিপদ সৃষ্টি করে' এবং বলা হয়েছে যে, ইহা সে প্রতিপদায় প্রবেশ করে লম্ফ দেয়। এরূপেই পূর্বচিত্তে পরিপন্থীহীন বিদ্যমান অবস্থায় সে ধ্যানের পথকে সুগম করে। সেকারণে প্রথমই প্রতিপদ বিশুদ্ধি প্রথম ধ্যানে আগমন করে বলে জ্ঞাতব্য।

১১৬. **দ্বিতীয়ত :** বিশুদ্ধ চিত্তের পুনরায় বিশুদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় বলা হয়েছে: বিশুদ্ধ চিত্তের তিনি উপেক্ষা সম্পাদন করেন। শমথ উপরাগমন করে শময প্রতিপন্ন চিত্তের সমাধান চেষ্টা না করে শমথ প্রতিপন্ন চিত্তের উপেক্ষা আনায়ন করেন। (আবার) শমথ প্রতিপন্ন চিত্ত বলে ক্লেশ সংসর্গ পরিহার করে একীভূত চিত্তে উপেক্ষা আনয়ন করেন। এ জন্যে বলা হয়েছে একীভূত করণে সমর্থ হয়ে তিনি উপেক্ষা আনয়ন করেন। সে কারণে তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষা বলতে বুঝতে হবে উপেক্ষার কৃত্যই উপেক্ষা উন্নয়ন।

১১৭. শেষ পর্যন্ত যখন উপেক্ষা বেগবান হয় তখন সে প্রতিপদকে ধ্যান বলা হয় এবং সমাধি প্রজ্ঞা যুগ্মভাবে উৎপত্তি হয়। উভয় পরিসরকে অতিক্রম করে না। একসাথে যুগদ্ধ প্রবর্তিত হয়। এবং শ্রদ্ধাদি যে পক্ষ ইন্দ্রিয় নানা ক্লেশ থেকে বিমুক্ত। বিমুক্ত বলে তার সাথে একরকম (কৃত্য) যুক্ত হয়ে প্রবর্তিত হয়। এবং যোগী তাতে যে, সমবীর্য প্রবর্তন করে যা বিবিধ ক্লেশ বিমুক্তির কারণে পূর্বে অনতি বর্তন এক রস (কৃত্য) ভাবের অনুকূল ছিল তা কার্যকর। সেক্ষণে (ভবাঙ্গ) ইহার পুনরাবৃত্তি (আসেবন) ঘটে। এক্ষণে সমস্ত (চার) আশয় তখনই মাত্র উৎপন্ন হয় যখন প্রজ্ঞানেত্রে সংক্লেশ জনিত আদিনব (বিপদ) এবং বিশুদ্ধির সুফল (আনিসংস) প্রত্যক্ষ করে সন্তুষ্টিতা, বিরোধিতা এবং বিশদকরণ বলে যথাযথ নিষ্পন্ন। সে কারণে বলা হয়েছে যে, অনতি বর্তন গুণে গুণান্বিত বিশদকরণ জ্ঞানের কৃত্য ইত্যাদি দ্বারা অভিব্যক্তির জন্য সন্তুষ্টিতা জ্ঞাতব্য।

১১৮. এখানে যেহেতু উপেক্ষা অনুদর্শনে জ্ঞান প্রকৃষ্ট হয়, সন্তুষ্টিতা প্রজ্ঞার কৃত্য হিসাবে পর্যাবসান বলা যায়। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে ঃ এভাবে চিত্তকে

ধারণ করে তিনি পূর্ণভাবে উপেক্ষা অনুদর্শন করেন। উপেক্ষারত থেকে তাঁর প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সহজে বিদিত হয়। বিমুক্তির কারণে সবধর্ম এক কৃত্যে (রস) পর্যবসিত হয়। পরে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় প্রজ্ঞারূপে বিশদিকরণ হয়। কারণ প্রজ্ঞারস (কৃত্য) একীকৃত্যে সম্প্রাপ্ত হয়। (S-ii-25)।

১১৯. এক্ষণে 'পৃথিবীকৃৎস্ন ধ্যানে প্রথম ধ্যান আয়ত্ত হয়'- এ বাক্যের ব্যাখ্যায় 'প্রথম' কারণ ইহার মাধ্যমে গণনা শুরু আর প্রথমে এতে উপনীত বলে 'প্রথম'। একে ধ্যান (ঝান) বলা হয়, কারণ ইহা (আলম্বনে উপধারণ করে আলোকিত করে এবং বিরুদ্ধ ধর্মকে দগ্ধ (ঝাপন) করে বলে ধ্যান।
পৃথিবী কৃৎস্ন (তালা, মণ্ডল) কে কেন্দ্র করে ধ্যান বলে পৃথিবীকৃৎস্ন।
(পঠবী কসিন বলতে বোঝায় বিশ্ব পরিমণ্ডল)। তাকে আশ্রয় ও অবলম্বন করে যে, আলম্বন অর্জিত হয় এবং ধ্যান অর্জন হয় তাকে এনামেও অভিহিত করা হয়। পৃথিবীকৃৎস্ন বশে অর্জন করা হয়- এ অর্থে ধ্যান বলা হয়। এ প্রসংগে পূর্বাহ্নে 'পৃথিবীকৃৎস্নস্ন(অবলম্বনে) প্রথম ধ্যান লাভ' বলে উক্ত।

১২০. ধ্যানী (যোগী) কর্তৃক চুল সজ্জাকারী কিংবা পাচকের মতো যখন ধ্যান অধিগত ধ্যান পদ্ধতি অবশ্যই গৃহীতব্য। যখন কোন শিকারি লেজের চুল সংগ্রহে রত থেকে যে কোন এক সময় তার পদবিক্ষেপ, ধনুর জ্যা এবং তীর সম্বন্ধে যে এভাবে সুগৃহীত "এভাবে দাঁড়িয়ে, এভাবে ধনুধরে, এভাবে ধনুর জ্যা ধরে, এভাবে তীর ধরে আমি লেজের চুলগুচ্ছ ছিন্ন করব।" এভাবে যখন গৃহীত অবস্থান পুনঃ পুনঃ সুষ্ঠু গৃহীত হয় তখন লেজ ছিন্ন অব্যর্থ হয় অনুরূপভাবে সাধক খাদ্য, ইত্যাদি বিষয়ে অবশ্যই সুগৃহীত হতে হয়। এরূপে, 'আমি এরূপ ভোজন করে, এরূপ পুদগলের সান্নিধ্যে গিয়ে, এরূপ শয়নাসন গ্রহণ করে, এরূপ ইর্য্যাপথ অনুসরণ করে ইহা অধিগত হয়েছি।' এভাবে যোগীর যদি সমাধি নষ্ট নয়, তবে তিনি একই পদ্ধতি বারবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। যখন কোন দক্ষ পাচক তার নিয়োগদাতাকে সোবাদন করে সে লক্ষ্যে তার মুনিব কি খেতে পছন্দ করে এবং তারপর থেকে ঐ ধরনের খাদ্য, সরবরাহ করে। এর ফলে সে পুরস্কার লাভ করে।

১২১. অনুরূপভাবে সাধক খাদ্যের মতো সে পদ্ধতি অনুসরণ করবেন ইত্যাদিতো ধ্যানার্জনের সময়, যদি নষ্ট হয় তবে অর্পণা পুনরায়ত্তের সময়, বারবার আবর্জন করতে হবে।

১২২. বুদ্ধ বলেছেন, 'হে ভিক্ষুগণ একজন দক্ষ, করিৎকর্মা, চালাক পাচক নানা প্রকার রসাল খাদ্য রাজা, রাজমন্ত্রীর নিকট পরিবেশ করল। তন্মধ্যে টক, তিক্ত, কটু, মধুর, অক্ষ্মাধিক, অধিক ও অল্প লবণিক ব্যঞ্জনযুক্ত খাদ্য পরিবেশ করেন। তবে দক্ষ, করিৎকর্মক্তা, কুশলি পাচক এভাবে তার নিয়োগ দাতার (রুচিবোধ) শিক্ষা গ্রহণ করে অদ্য আমার কর্তার এ রুচিবোধ, এটার জন্য হাত প্রসারণ করেন, ইহা অধিক গ্রহণ করেন, বা এটির প্রশংসা করছেন, আজ আমার নিয়োগদাতার অম্ল সুপেয় ও রুচিকর হয়েছে, অম্ল গ্রহণের জন্য হাত প্রসারণ করছেন, অম্লই বেশি গ্রহণ করছেন, অম্লের প্রশংসা করছেন, অলবণিকের প্রশংসা করছেন। অতপর দক্ষ, চালাক, কৌশলী পাচক বস্ত্র, এবং বেতন এর উপহার দ্বারা পুরস্কৃত হয়। তা কেন হয়? কারণ সে দক্ষ, চালাক এবং কৌশলী পাচক তার প্রভুর মনের অবস্থা সেভাবে উপলব্ধি করেণ। অনুরূপভাবে ভিক্ষুগণও এখানে দক্ষ, চালাক এবং কৌশলীপনার দ্বারা এভাবে কায়ে মনোনিবেশ করেন কায়ানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে বিহার করেন চিত্তে, চিত্তানুদর্শী হয়ে বিহার করেন, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে বিহার করেন। এতে তাঁর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সংক্লেশ অপসারিত হয়, তিনি আলম্বন শিক্ষা করেন। তারপর সে দক্ষ, চালাক, কৌশলী ভিক্ষু সুখ বিহার এখানে পুরস্কৃত হন। তিনি স্মৃতিমান এবং মহাজ্ঞানী হয়ে পুরস্কৃত হন। তার কারণ কি? কারণ সে দক্ষ, চালাক, কৌশলী ভিক্ষু তাঁর চিত্তালম্বন অনুশীলন করেন (Sv. 151-2)।

১২৩. যখন তিনি নিমিত্ত অধিগত হয়ে সে নিমিত্ত পুনরুদ্ধার করেন। তখন তিনি অর্পণায় উদয় হন মাত্র। চিরস্থায়ী হয় না। সমাধির বিরুদ্ধ ধর্মাদি বিশুদ্ধি লাভ করলে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

১২৪. যখন কোন ভিক্ষু প্রথমে কামাদিনব ইত্যাদি প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা কামচ্ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করে, যদি কায় (প্রশ্রদ্ধি) শান্তভাব দ্বারা কায়বেদনা সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে এবং আরম্ভ ধাতু (বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ও আলোক সংজ্ঞা) মনসিকার দ্বারা স্ত্যান (অনমনীয়) এবং সিদ্ধ (নিক্রীয়তা) ধ্বংস না করে

শমথ নিমিত্তে চিত্ত নিবিষ্ট দ্বারা ঔদ্ধত্য (উদ্বেগ) কুকৃত্য (উদ্বিগ্ন) সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে, ধ্যানান্তরাকর অন্যান্য ধর্মসমূহকে ধ্বংস না করে, ধ্যানে প্রবেশ করে, তবে সে ভিক্ষু কোন মক্ষিকা অপরিশোধিত গর্তে প্রবেশ করে। যেমন কোন রাজা অপরিষ্কার উদ্যানে গমন করেন। তেমনি সে ভিক্ষু শীঘ্র ধ্যান হতে প্রত্যাবর্তন করে সেরূপ লোভাদি গোপন রেখে ধ্যান প্রবেশ করলে তাকে ধ্যান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হয়।

১২৫. কিন্তু ধ্যান পরিপন্থী ধর্মাদি সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ করে তিনি যখন প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করেন এবং সারাদিন ধরে ধ্যান সম্পাদনে রত থাকেন। যেমন মৌমাছি সুবিশুদ্ধ মৌচাকে প্রবেশ সদৃশ, যেমন কোন রাজার পক্ষে পরিস্কৃত উদ্যানে প্রবেশ করার ন্যায়। সেজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

কামেসু ছন্দং পটিঘং বিনোদয়ে,
উদ্ধচ্ছমিদ্ধং বিচিকিচ্ছ পঞ্চমং,
– বিবেক পামোজ্জ করেন চেতসা,
রাজাব সুদন্তগতো তেনাহং রমততি ধ্যানে।
ত্যাজ কামে অনুরাগ [১] লোভ [২] অনুপম
আকুলতা [৩] আলস্য [৪] যে সন্দেহ [৫] পঞ্চম
রত থাকে মনানন্দে নির্জন কান্তার,
রমে যথা নৃপমণি কানন বিস্তার।

১২৬. সাধক যদি দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকতে ইচ্ছুক হন তবে তাঁকে প্রথম ধ্যানে প্রবেশের পর পরিপন্থী ধর্মাদি পরিহার করে চিত্ত বিশুদ্ধি আনায়ন করতে হবে।

[নিমিত বর্ধন] ঃ

সমাধি ভাবনার বৈপুল্যের জন্য সাধককে যথা প্রতিভাগ নিমিত্ত বর্ধন করা কর্তব্য। তাঁর এ বর্ধন দু প্রকার ঃ উপচার এবং অর্পণা। উপচারে উপনীত হয়ে এবং অর্পণায় উপনীত হয়ে তা বর্দ্ধিত করা উচিত। কিন্তু এ বর্ধন একইস্থানে অবস্থান করে বর্দ্ধিত করা কর্তব্য। সে জন্য উক্ত হয়েছে ঃ "যথালব্ধ প্রতিভাগ নিমিত্ত বদ্ধিত করা কর্তব্য।"

১২৭. **উক্ত বর্ধন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ** "সাধক তাঁর নিমিত্ত মৃৎপাত্র বা পিঠারপাত্র সেদ্ধ ভাত পাত্র বা লতাপাত্র বা কাপড় টুকরা বর্ধনের মত বৃদ্ধি করা উচিত নয়। তিনি প্রথমে নিমিত্ত বাড়ানোর জন্যে ধাপে ধাপে চিত্তে লব্ধ পরিভাব

অনুসরণ করেন। যথা এক আঙুল, দুই আঙুল, তিন আঙুল, চার আঙুল এবং পরে পরিচ্ছন্ন অভ্যন্তর পর্যন্ত বর্ধন করেন। কৃষক যেমন তার লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণযোগ্য স্থান পরিমাপ করে নেয় এবং পরে বর্দ্ধিতাংশ কর্ষণ করে। অথবা কোন ভিক্ষু সীমাবৃদ্ধি করতে করতে প্রথমে নিমিত্তাংশ লক্ষ্য করে, পরে বন্ধন করে। সেরূপ কি পরিমাণ বর্দ্ধিত করতে হবে তা বন্ধন না করে বর্দ্ধিত করা উচিত নয়। বন্ধনকৃত স্থান সম্পন্ন করার পর পরবর্তী বন্ধন বাড়ানো যায়। এভাবে বর্দ্ধিত করে পরবর্তী সীমান্তে যেমন- এক বিগত, হস্ত, বারান্দা, চতুর্পার্শ্বস্থ স্থান পরিবেন, গ্রাম্যসীমা, নগর, জেলা, রাজ্য, সমুদ্র হতে বর্দ্ধিত করে বিশ্বজগৎ, চক্রবাল পরিচ্ছেদ বা ততোধিক পরিচ্ছেদ বর্ধন করা কর্তব্য।

১২৮. যেমন হংস শাবক প্রথম ধাপে পাখা উড্ডয়ন করে অল্পদূর যায় এবং পরে তা ক্রমশ বর্ধন করে চন্দ্র সূর্যের কাছে যায়, তেমনি কোন ভিক্ষু উক্ত পদ্ধতিতে নিমিত্ত বিভাগ করে ক্রমাগত বর্ধনের মাধ্যমে চক্রবাল সীমান্ত পর্যন্ত এমনকি তারও অধিক বর্ধন করে।

১২৯. অতঃপর সে নিমিত্ত কোন বৃষের চর্ম (চারদিক) খাত শঙ্কু দিয়ে যেমন বিস্তার করা হয়, তেমনি বর্দ্ধিত নিমিত্ত পৃথিবীর উচু-নীচু স্থান, নদীর গিরিখাত, কাঁটাবন এবং অসমতল পবর্তকন্দর, যে কোন বর্ধিত অঞ্চলের মতো হয়ে থাকে।

যখন কোন ধ্যানবিশ প্রথম এ নিমিত্তে প্রথম ধ্যানে উপনীত হন, তখন অধিক প্রত্যবেক্ষণ না করা উচিত। যিনি অধিক প্রত্যবেক্ষণশীল তাঁর নিকট ধ্যানাঙ্গসমূহ স্থূল ও দুর্বলভাবে উৎপন্ন হয়। কারণ তখন এগুলো উচ্চতর ধ্যানপ্রাপ্তির জন্য উৎসাহের কারণ হয় না। যখন সাধক অনভ্যস্ত ধ্যানে উৎসক্যমান হয়ে প্রচেষ্টায় রত হন তখন তিনি প্রথম ধ্যান হতে চ্যুত হয়ে পড়েন এবং দ্বিতীয় ধ্যানে উন্নীত হতে ব্যর্থ হন।

১৩০. সেজন্যে ভগবান বলেছেন : "হে ভিক্ষুগণ, মনে কর একটি মূর্খ, নির্বোধ পার্বত্য গাড়ী আছে। তার ক্ষেত্রজ্ঞান, বন্ধুর পর্বতারোহণে ইহার দক্ষতা নেই। সে ভাবল ঃ "যদি আমি নির্দেশিত পথে যাই তবে আমি আগে পৌঁছাব না, কখনও আগে ঘাস খেতে পারব না ; জল পান করতে পার না।" ঐরূপ কেন হয়? কারণ সে পার্বত্য গাভী বোকা, অক্ষেত্রজ্ঞ এবং বন্ধুর পর্বত বিচরণে কুশলী নয়। সেরূপ, এখানেও কতিপয় বোকা,

নির্বোধ ভিক্ষু আছে যাদের ক্ষেত্রজ্ঞতা নেই এবং কামতৃষ্ণা হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত নয়, অকুশল হতে মুক্ত নয়। তারা প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করে এবং প্রথমধ্যানে অবস্থান করেন। যার সাথে বিতর্ক এবং বিচার সম্পৃক্ত থাকে। এ সাথে বিবিক্ততা জনিত উৎপন্ন প্রীতি এবং সুখ বিরাজ করে। তিনি প্রাপ্ত ধ্যানকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা, সমার্পজন, বৃদ্ধি অথবা অনুশীলন করেন না। তিনি মনে করেন, বিতর্ক এবং বিচার শান্ত বলে আমি দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবিষ্ট এবং অবস্থিত। যাতে করে সাধনার প্রভাবে প্রীতি এবং সুখ উৎপন্ন হয়। তিনি বিতর্ক ও বিচার স্তিমিত করে দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ এবং অবস্থান করতে সমর্থ নয়। যাতে করে .... সাধনার প্রভাবে প্রীতি এবং সুখ উৎপন্ন হয়। তিনি বিতর্ক ও বিচার শান্ত স্তিমিত করে দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ এবং অবস্থান করতে সমর্থ নয়। যাতে করে .... সাধনার প্রভাবে প্রীতি এবং সুখ উৎপন্ন হয়। পরে তিনি চিন্তা করেন, "কাম হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল, সংক্লেশ থেকে বিমুক্ত হয়ে আমি প্রথম ধ্যানে প্রবেশ এবং অবস্থান করেছি, যা হলো .... নির্লিপ্ততা, বিবিক্ততা জনিত উৎপন্ন প্রীতি ও সুখ উৎপন্ন হয়েছে ? এরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় উভয়ও স্খলিত। "যে উভয় হতে স্খলিত তিনি বোকা ও নির্বোধ পার্বত্য গাভী সদৃশ অক্ষেত্রজ্ঞ এবং বন্ধুর পর্বত বিচরণে কুশলী নয়। (A. v. 418-19) অক্ষেত্রজ্ঞ এবং বন্ধুর পর্বত বিচরণে কুশলী নয়।

১৩১. সুতরাং সে কারণে প্রথম ধ্যানে তাঁকে পাঁচ প্রকার দক্ষতা অর্জন করতে হয়। পাঁচ প্রকার দক্ষতা হলো ঃ পুনরুক্তি দক্ষতা, অর্জন দক্ষতা, অধিষ্ঠান দক্ষতা, উত্থান দক্ষতা এবং প্রত্যবেক্ষণ দক্ষতা। পুনরুক্তি দক্ষতা হলো- তিনি যেখানে, যখন, যতক্ষণ ইচ্ছা প্রথম ধ্যানে পুনরুক্তি (আবর্জন) করতে কোন বাধা থাকে না। ইহাই পুনরুক্তি, আবর্জন দক্ষতা (বশী)। তিনি যেখানে, যখন, যতক্ষণ প্রথম ধ্যান অর্জন দক্ষতা (সমাপর্জন) আয়ত্ব করতে বাধা নেই। ইহাই অর্জন দক্ষতা। এরূপে অপরাপর দক্ষতাগুলো পূর্ণভাবে উদ্বৃত বলে জ্ঞাতব্য।

১৩২. **এখানে অর্থগত ব্যাখ্যা এরূপ** ঃ "প্রথম ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে প্রথমে বিতর্ক আলম্বন পুনরুক্তি (আবর্জন) করতে থাকেন এবং পরে পুনরুক্ত হলে জীবন সন্থতি (ভবাঙ্গ) ছেদ করে সে আবলম্বনে পাঁচ জবন চিত্তের উদয় হয়। তারপর দুই ভবাঙ্গ চিত্ত বিরাজ করে। তারও পরে বিচার অবলম্বনে বিদ্যমান থেকে পূর্বোক্ত নিয়মে পুনরুক্ত (আবর্জন) হয়। ধ্যানাঙ্গ

সমন্বিত চিত্ত নিবদ্ধতার যত দীর্ঘক্ষণ অবিচল থাকা যায় তখনই তার পুনরুক্ততা (আবর্জন) দক্ষতা সফল হয়। কিন্তু এরূপ চরম দক্ষতা বুদ্ধ যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শনের সময় অর্জিত হয়েছিল। (PS. i. 125) অথবা অপরের পূর্বোক্ত ঘটনায় লাভ হয়। তার চেয়ে দ্রুততর কোন পুনরুক্ত (আবর্জন) দক্ষতা নেই।

১৩৩. পূজ্য মহামোদ্গাল্লায়নের পক্ষে নাগরাজ নন্দোপনন্দকে দমন করতে দ্রুত ধ্যানে প্রবেশের জন্য দক্ষতা প্রদর্শন করতে হয়েছিল। ইহাই অর্জন দক্ষতা।

১৩৪. এক তুরীক্ষণ অথবা দশ তুরীক্ষণ ধ্যানে নিবিষ্ট থাকাকে বলা হয় অধিষ্ঠান দক্ষতা।

অনুরূপভাবে ধ্যান হতে দ্রুত উত্থান করার যে দক্ষতা তাকে উত্থান দক্ষতা বলে।

১৩৫. শেষোক্ত দুই দক্ষতা ব্যাখ্যার জন্য আচার্য বুদ্ধ রক্ষিতের গল্প বলা যেতে পারে। সে (রক্ষিত) থের উপসম্পদার আটবছর পর থেরস্বরহলে রোগগ্রস্ত মহারোহণগুত্ত থেরকে সেবা শুশ্রুষা করতে সমাগত ৩০,০০০ ঋদ্ধিমান ভিক্ষুগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সে অসুস্থ ভিক্ষুর জন্য যাগু পান নিয়ত নাগ রাজবেশী ভিক্ষুকে শিকার করতে আকাশ হতে অতিদ্রুত নিম্নদিকে ধাবিত হয়েছিল সুপর্ণরাজ। স্থবির (বুদ্ধরক্ষিত) তা দেখে তৎক্ষণাৎ পর্বত নির্মাণ করলেন। আর তাঁর বাহুতে ধরে পর্বতে প্রবেশ করিয়ে রাখেন। সুপর্ণরাজ পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাতে জোরে আঘাত করে প্রতিনিবৃত্ত হল। জ্যেষ্ঠ স্থবিরগণ বললেন ঃ রক্ষিত যদি এখানে না থাকত, তবে আমাদের সবাই নিন্দনীয় হতাম।"

১৩৬. পুনরুক্ত (আবর্জন) দক্ষতা বর্ণিত মতে প্রত্যবেক্ষণ দক্ষতা অনুরূপ দ্রষ্টব্য। মূলত পুনরুক্ত (আবর্জন) দক্ষভার পরে প্রত্যবেক্ষণ জবনস (দ্রুতজ্ঞেয়) উদিত হয়।

১৩৭. যখন তিনি (সাধক) এই পঞ্চ দক্ষতায় (পঞ্চবসী) পারঙ্গম হয়ে প্রথম ধ্যানে গুণান্বিত হন, তখন তিনি সে অভ্যস্থ উপলব্ধ (সমাপত্তি) প্রথম ধ্যান হতে নির্গমন করে ইহার ত্রুটিতে মনোনিবেশ করেন ঃ এই অর্জন নিবারণের সন্নিকট এবং বিতর্ক-বিচার ধ্যানে স্থুল ও দুর্বলাঙ্গ বলে ভীতিকর প্রত্যক্ষ হয় এবং দোষ প্রত্যক্ষ হয়। তাই প্রথম ধ্যান সমাপ্তির সাথে সাথে

দ্রুততর দ্বিতীয় ধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্তব্য এবং দ্বিতীয় ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ উচিত।

১৩৮. প্রথম ধ্যান হতে উঠে গভীর মনোযোগ এবং পূর্ণ সতর্কতার সাথে ধ্যানাঙ্গ প্রত্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বিতর্ক এবং বিচার তাঁর নিকট স্থূলত্ব বোধ হয়েছে। যখন প্রীতি সুখ ও চিত্তৈকাগ্রতা তাঁর কাছে শান্তভাবে উপস্থিত হয় সেসব স্থূলত অপসারণ এক্ষণে তিনি "পৃথিবী" বলে পুনপুনঃ আবৃত্তি করে স্থূলাঙ্গ পরিহার এবং শান্তাঙ্গ লাভ করে। এখনই দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হবে বলে মনাবর্জন করতে করতে ভবাঙ্গ উচ্ছেদ হয়। সেই পৃথিবী কৃৎস্নকে আলম্বন করে মনোদ্বার আবর্জন উৎপন্ন হয়। সে আলম্বনে চার বা পঞ্চ জবন (দ্রুত জ্ঞেয়) চিত্ত উৎপন্ন হয়। সেই রূপাবচর জবন দ্বিতীয় ধ্যানিক চিত্ত। অবশিষ্ট পূর্বাহ্নে বর্ণিত কামাবচর চিত্ত।

[দ্বিতীয় ধ্যানে]

১৩৯. এ পর্যায়ে বিতর্ক, বিচার বিদ্যামানবতায় তিনি দ্বিতীয় ধ্যানে সম্প্রযুক্ত হয়ে প্রবেশ করে অবস্থান করেন। যাতে চিত্তের একাগ্রতা জনিত বিতর্ক - বিচার প্রহীন হয়ে। প্রীতি-সুখ সমন্বিত থাকে। এভাবে তাঁর দ্বিতীয় ধ্যান অধিগম হয়। যাতে, দু অঙ্গ প্রধান, তিন অঙ্গ সংশ্লিষ্ট, তিন প্রকারে কল্যাণকর দশ বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত যা পৃথিবী কৃৎস্নতে (দ্বিতীয় ধ্যান) লাভ হয়।

১৪০. বিতর্ক বিচার সমন্বিত এ বিশুদ্ধ ও বিচার বিদ্যমানতা, এ দুটোকে জয় করা, ধ্যানের লোন ধর্ম এতে বিদ্যমান থাকে না স্পর্শ, ইত্যাদি প্রথম ধ্যানে একরকম কিন্তু দ্বিতীয় ধ্যানে অন্যরকম। ইহা এভাবে জানতে হবে যে, "একই প্রকার" প্রবান। বিতর্ক বিচার বিদ্যমান।" ইহার অর্থ 'দ্বিতীয় ধ্যান অর্জন'- একথার অর্থ বুঝানোর জন্য উচ্চাঙ্গন করতে হয়। প্রথম - ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানের শুরুতে উক্ত অঙ্গদ্বয়ের প্রভাব স্থূলত্ব বোধ হয় অর্থাৎ বিতর্ক বিচার উপশম হয়েছে।

১৪১. অভ্যন্তরীণ এখানে স্বীয় অভ্যন্তর বোঝানো হয়েছে। অভ্যন্তরীন ভাবে স্বীয় একথা বিশেষভাবে (Vbh. 258) বলা হয়েছে। স্বীয় অভিপ্রেত বলে এখানে অর্থ দাঁড়ায় নিজের বাধ্যে উৎপন্ন।

১৪২. **বিশ্বস্ততা ঃ** শ্রদ্ধাকে বিশস্ততা বলা হয়। শ্রদ্ধার সাথে ধ্যান সম্পৃক্ত বলে ধ্যানে বিশ্বস্ততা আছে। যেমন- বস্ত্রখণ্ড, নীলবস্ত্র খণ্ড। বস্ত্রের সাথে নীল

সম্পৃক্ত। অথবা বিকল্পে ধ্যান বলতে বুঝায় যাতে বিশ্বস্ততা বিদ্যমান। ইহার ধারণ এবং অবস্থিতির ফলে বিতর্ক বিচার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত উপদ্রব চিত্তকে বিশ্বস্ত করে তোলে। এ অর্থের ধারণা থেকে গঠিত শব্দে অবশ্যই "মনের বিশ্বস্ততা" ধরে নিতে হবে। কিন্তু পূর্ব অর্থ "চেতনা" ব্যাখ্যায় অবশ্যই প্রকীভাব (একোদিভাবে) বুঝতে হবে।

১৪৩. সেক্ষেত্রে এখানে শব্দার্থের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণিত। একাকী উদিত হয় বলে একোদি। তার অর্থ হলো সর্বপ্রধান সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা বিতর্ক ও বিচারের অতিক্রান্ত অবস্থা। ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ ইহা বিশ্বের মধ্যে অনন্য অথবা অন্যকথায় বিতর্ক ও বিচার বিহীন বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আর সে কারণে অনন্য এককস্ব করুণা বিহীন / অথবা বিকল্পে "ইহা সহযোগী ধর্মের উদয় করে বলে উদায়ক (উদয়তি)। সেহেতু ইহা উদয়কারী (উদি)। ইহার অর্থ হচ্ছে- ইহা উদয় করে। এবং একক বলতে সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়। এবং ইহা উদয়কারী (উদি) এ কারণে ইহা একক উদয়কারী [আহ্বান]। অর্থ হলো ইহা আহ্বান করে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে একক এবং আহ্বায়ক এ মর্মে একক উদয়ক সমাধির অধিবচন মাত্র। সুতরাং এরূপ একোদি ভাবনা অভিরত রাখে, বৃদ্ধি করে, একোদিভাব আনয়ন করে। বলে দ্বিতীয় ধ্যান। কিন্তু এই যে একোদিভাব- ইহা চিত্ত ভিত্তিক, আত্মা বা জৈবিক নয়। এ কারণে একোদিভাব বলে উক্ত।

১৪৪. **জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে ঃ** প্রথম ধ্যানে ও এই শ্রদ্ধা থাকতে পারে না? আর কেনই বা এ সমাধিও এ সাথে একক নামে অভিহিত হবে না কেন? অর্থ এ দ্বিতীয় ধ্যান কেন চিত্তের শ্রদ্ধা এবং এককত্ব থাকবে না? তার উত্তর এরূপ হতে পারে : কারণ হচ্ছে প্রথম ধ্যানে বিক্ষুব্ধ জল তরঙ্গে যেমন কলকাকলি থাকে না সেরূপ বিতর্ক - বিচারের প্রভাবে সৃষ্ট উপদ্রবের কারনে চিত্তের দৃঢ়তা থাকে না। সে কারণে এতে শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকলেও দৃঢ়তা বলা যায় না। সেখানেও দৃঢ়তার অভাবে পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট নয়। তাই 'এককভাব' বলে বলা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক-বিচারের প্রতিবন্ধকতা বিহীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শ্রদ্ধা বলবান। এবং সমাধির বলবান শ্রদ্ধার সহায়তায় প্রকট হয়। এই ধ্যান কেন এভাবে বর্ণিত হয়েছে তার হেতু এভাবে জ্ঞাতব্য কিন্তু বিভঙ্গে ও ইহাপেক্ষা এভাবে বর্ণিত হয়েছে "বিশ্বস্ততা"- হলো "শ্রদ্ধা" শ্রদ্ধাকরণ, প্রত্যয়, পূর্ণ বিশ্বস্ত

তা।” চিত্তের ‘একত্বভাব’ চিত্তের স্থির সংকল্প সম্যক সমাধি। (Vbh. 258) এভাবে বর্ণিত মতে তার সাথে অর্থকথার কোন বিরোধ বাধে না বরং পরস্পর সামিল হয় বলে জ্ঞাতব্য।

১৪৬. **বিতর্ক ও বিচার বিহীন ঃ** ভাবনা দ্বারা প্রহীন বলে এ সমাধিতে (দ্বিতীয় ধ্যানে) বিতর্ক নেই। একই ব্যাখ্যা বিচার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিভঙ্গেও বলা হয়েছে “এই বিতর্ক ও বিচার শান্ত, শাসিত, উপশান্ত, অস্তত, অভ্যন্তগত, অর্পিত, ব্যর্পিত, শোষিত, বিশোষিত ব্যন্তিকৃত” (Vbh- 258)।

এখানে জিজ্ঞাসা ঃ বাক্যের দ্বারা এখানে বিতর্ক-বিচারের অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছে নয়কি ? সুতরাং সে কারণে **পুনরুদ্ধ হয়েছে ঃ** ‘বিতর্ক বিহীন, বিচার বিহীন বলা হল কেন ? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, হাঁ, ইহার অর্থ ইতোমধ্যে (সুস্থিত) সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তাতে ইহা অর্থ নির্দেশ করে না উহার অর্থ পূর্বাহ্নে কি আমরা বলিনি ঃ “বাক্যাংশ সুস্থিত “বিতর্ক, বিচার” এভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি ? স্থূল অঙ্গের সমতিক্রম করে প্রথম ধ্যান হতে পরের দ্বিতীয় ধ্যানাদির সমাধিগম হয়। সেজন্যে প্রদর্শনের জন্য বিতর্ক-বিচার উপশম তুল্য বলা হয়েছে। অধিকন্তু, এ বিশ্বস্ততা স্থিতকালের ক্রিয়া থেকে আসে, সংক্লোশের অন্ধকার থেকে নয়। বিতর্ক-বিচারের উপশম হেতু এককত্বভাব, নিবারণ মুক্ত হয়ে উপচার ধ্যান ও অঙ্গাদির অভ্যুদয়ে প্রথম ধ্যানের মতো নয়। সুতরাং প্রথম বাক্যাংশ বিশ্বস্ততা এবং এককত্বকে নির্দেশ করে, অনুরূপভাবে এই ধ্যান বিতর্ক-বিচার (প্রহীন) ব্যতীত ধ্যান। তৃতীয় চতুর্থ ধ্যানের মতো নয়। অথবা চক্ষু বিজ্ঞানের ইত্যাদি অনুপস্থিত কিন্তু বির্তক বিচারের প্রকৃত অবস্থিতির মূল প্রক্রিয়ার মতো। সুতরাং উহা (প্রথম বাক্যাংশ) বিতর্ক-বিচারমুক্ত ধর্মের অভাবের কারণ মাত্র বিতর্ক বিচার এর অনুপস্থিতি বুঝায় না। বাক্যে বিতর্ক-বিচার (অনুপস্থিত) অভাবমাত্র বুঝলেও দ্বিতীয় ব্যাক্যাংশে বিতর্ক বিহীন, বিচার বিহীন বুঝায়। ফলত যা হোক, তাৎপর্যভাবে বলতে হয় যে, প্রথম ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে।

১৪৮. **সমাধিতাঃ** ইহার অর্থ হলো - প্রথম ধ্যান সমাধি হতে অথবা সহযোগী সমাধি হতে উৎপন্ন। অত্র যদিও সহযোগী সমাধি হতে জাত হলেও তথাপি ইহা একমাত্র সমাধি, ইহাই সমাধি বলে আখ্যায়িত করার যোগ্য বলে উপদ্রব উত্তীর্ণ বশতঃ পূর্ণ আস্থা এবং চরস অচলত্ব এতে বর্তমান। সে

কারণে এ ধ্যানকে সমাধিজ বলা হয়। এবং সেটি একমাত্র প্রশংসার যোগ্য।

প্রীতি ও সুখ সহগত ঃ এ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ঃ দ্বিতীয় হলো সংখ্যা গণনানুসারে দ্বিতীয়। দ্বিতীয়বারে প্রবেশন বলে দ্বিতীয়।

১৪৯. অতঃপর উপদ্রব ইহাও উক্ত হয়েছে দুই অঙ্গ বিপ্রহীন। এখানে দুই অঙ্গ প্রহীন বলতে বিতর্ক ও বিচার প্রহীনকে বুঝানো হয়েছে। প্রথম ধ্যানে প্রবেশক্ষণে নিবরণসমূহ প্রহীন হয়। এ ধ্যানের এক্ষেত্রে ধ্যানে প্রবেশক্ষণে বিতর্ক ও বিচার প্রহীন হয় না। এ দুটির অপসৃয়মানে অর্পণীয় প্রবেশক্ষণে সে দুটি প্রহীন হয়। এ কারণে এগুলোকে প্রহানাঙ্গ বলা হয়।

১৫০. **প্রীতি, সুখ ও চিত্তেএকাগ্রতা-** এ তিনের উৎপত্তিতে তিন অঙ্গ ধারণ বলে জ্ঞাতব্য। সে কারণে বিভঙ্গে উক্ত হয়েছে ঃ "ধান" অত্র জয় (সমগসাধন), প্রীতি সুখ ও চিত্ত একাগ্রতা (Vbh. 258) সংযুক্ত বা আবশ্যকীয় উপকরণ (পরিষ্কার) নিয়ে প্রদর্শনে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু জয় (সম্পসাধন) ব্যতীত এ ধ্যানে মূলত তিন অঙ্গ বিশিষ্ট। লব্ধ অঙ্গসমূহ হলো প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। এজন্যে বলা হয়েছেঃ সে ক্ষেত্রে যে তিন আঙ্গিক ধ্যান তা কি? তা হলো- প্রীতি, সুখ এবং চিত্তৈকাগ্রতা (Vbh. 263)। অবশেষে ধ্যান প্রথম ধ্যানের অনুরূপ।

১৫১. এভাবে এ ধ্যান অধিগত হয়ে এবং তিনি পূর্বে বর্ণিত পাঁচ প্রকার দক্ষতা অর্জনের পর তিনি এখন প্রগুণ দ্বিতীয় ধ্যান হতে উঠে তাতে দোষ প্রত্যক্ষ করেন। "ধ্যানের অর্জন বিতর্ক ও বিচারের সন্নিকট বলে মানসিক উত্তেজস্থল বলে। (D.i-87) দাবি করা হয় এবং প্রীতির স্থুলত্ব দ্বারা ইহার অঙ্গসমূহ দুর্বল করা হয় বলে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ধ্যান সম্পৃক্ততা সমাপ্তির সাথে সাথে মনের মধ্যে তৃতীয় ধ্যানাবর্জন শুরু হয়। এবং তৃতীয় ধ্যান লাভের প্রয়োজনীয় কর্ম (পৃথিবী কৃষ্ণ আলম্বন) প্রণিধান করেন।

১৫২. তিনি যখন দ্বিতীয় ধ্যান হতে উঠে স্মৃতিমনে ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে ধ্যনাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করেন তখন তাঁর কিট প্রীতিকে স্থুল এবং সুখ ও চিত্ত একাগ্রতাকে শান্তাঙ্গ বলে প্রতিভাত হয়। তারপর স্থুলাঙ্গ পরিহার ও শান্তাঙ্গ লাভার্থ পূর্ব নিয়মে "পৃথিবী" "পৃথিবী" বলে পুনপুন মনানম্বন শুরু করেন। এখন তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হবে"– চিন্তায় ভবাঙ্গ (চিত্ত) উপচ্ছেদ

করে “পৃথিবী” কৃৎস্ন আলম্বনে মনোদ্বার আবৃত্তি (আবর্জন-পুনরুক্ত) শুরু হয়। অতঃপর চার-পাঁচ জবনের (চিত্ত) উদয় হয়। সে ধারাভঙ্গ করে শেষ জবনে এক রূপাবচর তৃতীয় ধ্যানিক চিত্ত এবং উক্ত রূপেই অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য।

[তৃতীয় ধ্যান] ঃ

১৫৩. এবং এ পর্যায়ে সাধক প্রীতির প্রতি বিরাগ হয়ে উপেক্ষক হয়ে বিরাজ করেন। স্মৃতিমান ও পরিপূর্ণ সপ্রজ্ঞানী হয়ে তিনি কায়ে সুখানুভব করে তিনি তৃতীয় ধ্যানে উপনীত হয়ে বিরাজ করেন। আচার্যগণ যাকে বলেছেনঃ মিনি উপেক্ষক এবং স্মৃতিমান হয়ে তিনি সুখে বিহার করেন। (Vbh. 245) তিনি তৃতীয় ধ্যানের অধিকারী। যাতে করে একাঙ্গ বিপ্রহীন দ্বাঙ্গ সম্প্রযুক্ত, তিন পর্যায়ে কল্যাণকর, দশ প্রকার লক্ষণযুক্ত এবং পৃথিবী কৃৎস্ন তৃতীয় ধ্যান।

১৫৪. **প্রীতি ও বিরাগবশতঃ** বিরাগ হচ্ছে অরুচি বা ঘৃণা অথবা প্রীতি পরিহার করা (যা পূর্বে বিবৃত হয়েছে)। কিন্তু ‘চ’ শব্দ দিয়ে দুইটি শব্দের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে (নীতিয়া এবং বিরাগা)। শব্দদ্বয় বিদ্যমানবতা (অবস্থিত) কিংবা বর্ণনায় পরস্পরকে আবদ্ধ করে ঃ যা বিতর্ক ও বিচারের স্থিতি বর্তমান (দ্বিতীয়াংশ বিবৃত)। অত্র যখন সম্পর্ক ধারণ করা হয় তখন বিদ্যমানবতা সংগঠকরূপে বুঝতে হবে এবং প্রীতির সাথে স্থিতি, বিদ্যমান তা অধিকন্তু; গঠনে বিরাগ অর্থ অরুচিসহগত এবং প্রীতিসহগত। কিন্তু যখন বিতর্ক, বিচার বিদ্যমান বলে ধরা হয় তখন প্রীতির প্রতি বিরাগ গঠনরূপে জ্ঞাতব্য, যখন শব্দদ্বয় সংযোগ হিসেবে ধরা হয়, বিচার উপশম তখন গঠন ক্রিয়া সম্পাদন করে। জ্ঞাতব্য-প্রীতির প্রতি বিরাগ এবং যা অধিকন্তু তা বিতর্ক - বিচারের উপশমের জন্য। গঠনের বিরাগের অর্থ হচ্ছে বিতর্ক বিচারের উপশমে প্রীতিকে জয় করা।

১৫৫. দ্বিতীয় ধ্যানের যদিও বিতর্ক - বিচারের স্থিতাবস্থায় তৃতীয় ধ্যানমার্গ প্রদর্শনার্থ এবং প্রশংসার্থে এরূপ বলা হয়। বিতর্ক বিচার বিদ্যমান থাকলে বিতর্ক বিচার উল্লেখ করা হয়। তবে বিতর্ক বিচার, বিদ্যমানবতা প্রধান মার্গের আবশ্যিক শর্ত। যেমন আত্মবাদ ইত্যাদি মিথ্যা দৃষ্টিবাদের মত দৃষ্টি তৃতীয় ধ্যান আর্য মার্গ লাভেও প্রহীন বা বিলুপ্ত হয় না। যখন যদিও প্রশংসার্থে বর্ণনায় এভাবে বলা হয় ঃ প্রাথমিক পঞ্চ সংযোজন প্রহান করে

(A. i. 232 (160) বললে প্রশংসা করা হয়। অত:পর তৃতীয় আর্যমার্গ ধ্যান লাভের চেষ্টায় জাগ্রতভাব ও উৎসুক জাগে। অনুরূপভাবে যখন বিতর্ক বিচার বিদ্যমান উল্লেখ করা হয়, যদিও এগুলো এখানে বর্তমান থাকে না (২য় ধ্যানে থাকে) শুধু প্রশংসার্থে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং তা এইরূপ দাঁড়ায় ঃ প্রীতির বিজয়ে এবং বিতর্ক বিচারের বিদ্যমানতা মাত্র।

১৫৬. তিনি উপেক্ষক বিহারী ঃ এখানে উৎপত্তির কেন্দ্রবিন্দু হতে (বিষয়) দর্শন করে (উপ্পতিতো ইক্খতি) বলে উপেক্ষা (উপেক্খা), সুদর্শন, পক্ষপাতহীন দর্শন অর্থ প্রকাশক। নিখুঁত, পর্যাপ্ত, বলিষ্ঠগুণে গুণান্বিত বলে তিনি তৃতীয় ধ্যানারুঢ় (ব্যক্তি) হয়ে উপেক্ষক বলে উক্ত।

উপেক্ষা দশবিধ ঃ ষড় অঙ্গযুক্ত উপেক্ষা, ব্রহ্মবিহার উপেক্ষা, বোধ্যঙ্গ উপেক্ষা, বীর্য অপেক্ষা, সংস্কারোপেক্ষা, বেদনা উপেক্ষা, বিদর্শন উপেক্ষা তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষা, ধ্যান উপেক্ষা ও পারিশুদ্ধি উপেক্ষা।

১৫৭. এখানে যার তৃষ্ণা বিমুক্ত তিনি ষড় অঙ্গযুক্ত উপেক্ষক বলে কথিত। যখন মনোরম বা অমনোরম ষড় বিষয়ে ষড়দ্বারে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন ক্ষীণাস্রব ব্যক্তি স্বভাবসুলভ অবস্থায় বিশুদ্ধিতে নিরত থাকেন। এস্থলে কোন ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু সৃষ্টিপথে রমণীয় বা দুঃখিত বিষয় দর্শনে নন্দিত বা দুর্মনা কোনটিই হয় না, উপেক্ষক হয়ে স্মৃতিমান এবং পূর্ণসচেতন (সম্প্রজ্ঞানী) হয়ে থাকেন। (A. iii -279)|

১৫৮. **ব্রহ্মবিহার উপেক্ষা ঃ** সকল প্রাণীর অতি মধ্যস্থতা স্থাপনে যে ভাবনা তা ব্রহ্মবিহার উপেক্ষা। 'তিনি উপেক্ষা সহাগত চিত্ত হয়ে একদিক স্মরণ করে বসবাস করেন।' (D. i.251)

১৫৯. **বোধাঙ্গ উপেক্ষা ঃ** এখানে আগত সহজাত ধর্মাদির প্রতি মধ্যস্থতা বশত যে ভাবনা তা বোধ্যঙ্গ উপেক্ষা। 'তিনি উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ চিত্ত হয়ে বসবাস করেন। (M. i- 11)

১৬০. **বীর্য উপেক্ষা ঃ** এখানে অতি উদ্যম কিংবা শিথিল বীর্যের প্রতি মধ্যস্থতা বশত যে ভাবনা তা বীর্য উপেক্ষা। 'তিনি সময় সময় চিত্তে বীর্য উপেক্ষক হয়ে বসবাস করেন। (A. i-257)

১৬১. **সংস্কার উপেক্ষা ঃ** এখানে নিবারণ ইত্যাদির পুনর্গঠন ও স্থিতি স্থাপনে মধ্যস্থতা জনিত যে উপেক্ষা তা সংস্কার উপেক্ষা। কয়টি সংস্কার উপেক্ষা সমাধি প্রসূত উৎপন্ন হয় ? কয়টি বিদর্শন ভাবনা প্রসূত উৎপন্ন হয় ? আট

প্রকার সংস্কার উপেক্ষা সমাধি প্রসূত উৎপন্ন হয়। দশ প্রকার সংস্কার উপেক্ষা বিদর্শন প্রসূত উৎপন্ন হয়। (Psi, 64)

১৬২. **বেদনা উপেক্ষা** ঃ এখানে অদুঃখ, অসুখ সংজ্ঞায় সজ্ঞাত যে বেদনা তা বেদনা উপেক্ষা। 'কামাবচর কুশল চিত্তক্ষণে উপেক্ষা সহগত উৎপন্ন হয়।' (Dhs. 245)

১৬৩. **বিদর্শন উপেক্ষা** ঃ এখানে তত্ত্বানুসন্ধানে মধ্যস্থতায় যে উপেক্ষা তা বিদর্শন উপেক্ষা। যা বিদ্যমান, যা ভূত, তা পরিত্যাগ করে এবং তিনি উপেক্ষক।

১৬৪. **তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষা** ঃ ইহা এমন উপেক্ষা যাতে আগত সব রকম সহজাত ধর্ম সমানভাবে আশ্রিত। আবেগপূর্ণ আগ্রহের মধ্যে ইহার অবস্থান।

১৬৫. **ধ্যানোপেক্ষপ** ঃ এ রকম উপেক্ষা হচ্ছে উচ্চতম- মহাসুখের মধ্যেও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করা বলা হয়েছে, 'তিনি সুখে অবস্থান করেন।' (Vbh 245)

১৬৬. **পারিশুদ্ধি উপেক্ষা** ঃ সমস্ত বিরোধার্থক বিষয়ে পারিশুদ্ধিতে উপেক্ষাই পারিশুদ্ধি উপেক্ষা। এবং তদন্তর্গত যে কোন বিরোধে বীতস্পৃহতা। এখানে উপেক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ চিত্তৈকাগ্রতা স্মৃতি পারিশুদ্ধি চতুর্থধ্যান, পারিশুদ্ধি উপেক্ষা। (Vbh. 245)

১৬৭. অর্থগত দিক্ থেকে ষড়ঙ্গ উপেক্ষা যথা ঃ ব্রহ্মবিহার, উপেক্ষা, বোধ্যঙ্গ উপেক্ষা, তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষা, ধ্যান উপেক্ষা এবং পারিশুদ্ধি উপেক্ষা একার্থ বোধক তথা তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষা। অবস্থান এবং কারণবশত এগুলোর ভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। যাকে বলা যায়- একই সত্ত্বেও কুমরাত্ব, যুবত্ব, বয়ষ্ক, সেনাপতি, রাজা, ইত্যাদি বশে ভিন্নতা সদৃশ। সুতরাং জ্ঞাতব্য যে, যেখানে ষড়াঙ্গ উপেক্ষা সেখানে বোধ্যঙ্গ উপেক্ষা নেই, যেখানে বোধঙ্গ উপেক্ষা সেখানে ষড়ঙ্গ উপেক্ষা নেই।

১৬৮. যেহেতু এগুলো একার্থ বোধক বলে সংস্কার উপেক্ষা এবং বিদর্শন উপেক্ষার ও একই অর্থ প্রকাশক। কৃত্যানুসারে এ দুয়ের কার্যকারিতা দুভাগে বিভক্ত। কারণ এগুলো হলো প্রজ্ঞা শ্রেণির অন্তর্গত। যেমন কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রবেশক সর্প দেখে লাঠি দিয়ে একে মারতে আরম্ভ করে এবং পরে দেখে যে একটি তুষের গোল চক্রাকার স্তুপ এবং পরে সত্যিকারের সর্প কিনা আবিষ্কারে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং পরে তিনটি চিহ্ন দেখে সন্দেহ বিনোদন করে। এবং তাকে সর্প কিনা অনুসন্ধানে

মধ্যস্থতায় আনে। অনুরূপভাবে কোন বিদর্শক বিদর্শন উৎপাদন করে বিদর্শন জ্ঞানে তিন বৈশিষ্ট্যে দর্শন করে। পরে সংস্কার অনিত্য ইত্যাদি অনুসন্ধানে মধ্যস্থতা জন্মে। এ মধ্যস্থতাকে

১৬৯. বিদর্শন উপেক্ষা বলা হয়। কিন্তু যেমন যখন লোকটি তার কাঁঠা (দ্বিধাবিভক্ত মাথা) লাঠি দিয়ে নিরাপদভাবে চেপে ধরে ভাবে কিভাবে আমি এ সর্পকে বিনা আঘাতে নিজেকে বিপদমুক্ত করতে পারি?” এ পর্যায়ে উপায় অনুসন্ধানরত অবস্থায় তার মধ্যে যে মধ্যস্থভাব এটিকে ধরে ফেলতে কাজ করে। অনুরূপভাবে কোন লোক তিন পর্যায়ের (বৈশিষ্ট্যে) সন্ধানে তিন প্রকারে প্রজ্জলিত ভবকে দেখতে পায়। সংস্কারকে ধরে ফেলতে মধ্যস্থতা কাজ করে।

১৭০. এ ধরনের মধ্যস্থতাকে সংস্কার উপেক্ষা বলে। বিদর্শন উপেক্ষা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কার উপেক্ষা সুস্থিত হয়। এভাবে কৃত্যানুসারে দুভাগে বিভক্ত। অন্য কথার অনুসন্ধান এবং ধরে ফেলা মধ্যস্থতা বীর্য উপেক্ষা এবং বেদনা উপেক্ষা ঃ এ দুটি পরস্পর ভিন্ন এবং অন্যসব হতে অর্থত পরস্পরত ভিন্ন।

১৭১. সুতরাং এসব উপেক্ষার মধ্যে ধ্যানোপেক্ষাই কাম্য। উহার মধ্যে উপেক্ষা বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তার কৃত্য ধর্তব্যের মধ্যে নেই। অনাগ্রহতা হলো এর কাম্য। প্রণীত সুখে অনিচ্ছা ইহার প্রত্যক্ষ কারণ। এখানে বলা যায় অর্থত ইহা উপেক্ষা বিশেষ মধ্যস্থ বলে ধরে নেয়া যায় না কি যা প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানের মধ্যে বর্তমান থাকে। সুতরাং ধারার এ অংশে “তিনি উপেক্ষক হয়ে বাস করেন’ একথা বলা উচিত ছিল। বলা হয়নি কেন ? (উত্তর দেওয়া যেত) কারণ এর কৃত্য এখানে অব্যক্ত। যেহেতু এর কৃত্য সেখানে অব্যক্ত বলে বিতর্ক ইত্যাদি দ্বারা অতিভূত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ইহা বিতর্ক, বিচার এবং প্রীতি দ্বারা অতিভূত নয় বলে পূর্বতন অবস্থায় শিরোনামে উক্ত হয়েছে। সুপরিব্যক্ত ও সুপরিষ্কার কৃত্যসহ উপস্থিত। সে কারণে এখানে এখানে ইহা উক্ত হয়েছে। অর্থকথায় ধারাটির অর্থ বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তিনি উপেক্ষক হয়ে বিহার করেন’- ইহার সার্বিক ধারণা এখানে পরিসমাপ্ত হল।

১৭২. **ইদানীং স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞান ঃ** এখানে স্মরণ করেন বলে স্মৃতিমান এবং সম্পূর্ণ সজাগ বলে সম্প্রজ্ঞান। ব্যক্তির স্মৃতিময়তা সম্পূর্ণ সজাগ

বলতে তার গুণাবলি বোঝায়। এখানে স্মৃতিমান বলতে বোঝায় স্মরণ বৈশিষ্ট্য। ইহার কৃত্য না ভোলা। প্রত্যুপস্থান রক্ষা কবচ। সম্প্রজ্ঞান হলো সন্দেহের অতীত। ইহার কৃত্য বিচার। বহিঃপ্রকাশ হলো নিরীক্ষা।

১৭৩. এখানে এরূপ স্মৃতি এবং সপ্রজ্ঞান প্রাথমিক ধ্যান সমূহে বিদ্যমান থাকলেও বিস্মৃত ও অসপ্রজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে উপচার ধ্যান লাভে ব্যর্থ হন। অর্পণা লাভ কোথায় ? তুলনামূলকভাবে যেসব ধ্যান স্থূল বলে তা সমতল ভূমিতে বিচরমান পুরুষের গতির মতো চিত্তের গতি। সে কারণে স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান সেখানে অব্যক্ত থাকে। (163) এ ধ্যানকে ব্যাখ্যার জন্য ইহা হয়েছে মাত্র। পক্ষান্তরে ক্ষুরধারে দাঁড়ান পুরুষের মতো স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান সম্পৃক্ত চিত্তের গতি অতি সূক্ষ্ম। একমাত্র স্থুলাঙ্গ পরিহারের ফলে ইহা সম্ভব হয়।

১৭৪. অধিকন্তু আবার কী? দুগ্ধপায়ী বেনু বৎস ধেনু হতে অপনীত হলে এবং স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানরূপ আরক্ষক দ্বারা আরক্ষিত না হলে প্রীতি সমপ্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেহেতু সত্ত্বগণ সুখের আসক্ত পরায়ণ সেহেতু এ সুখের জন্য এবং তার চেয়ে মধুরতর সুখ নেই ধারণার বশবর্তী হয়ে, সুখের অভাব হেতু স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অনুভবের ফলে সুখাসক্তি উদ্ভব হয়, অন্যথা নয়। এ কারণে এখানে বুঝতে হবে যে, অর্থের গাম্ভীর্যতা প্রদর্শনার্থে এখানে উক্ত হয়েছে।

১৭৫. এখানে কায়সংস্পর্শে সুখ অনুভুত হয় ঃ তৃতীয় ধ্যান অধিগমকারীর মহৎ কোন সুখ বেদনা না থাকলেও নামকর্মে সুখ বেদনা বর্তমান থাকে। উক্ত ধ্যান হতে উত্থিত যে সুখ রূপকায় তারা পৃষ্ট হয়ে সুখ বেদনা অনুভূত হয়। একথা বোঝানোর জন্যে 'সুখ কার্যের সংস্পর্শে অনুভূত হয়'- বলা হয়েছে।

১৭৬. **'যেহেতু আর্যগণ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন' ধারা অনুসারে ঃ** উপেক্ষক সুখ বিহারী হয়ে বাস করেন এবং স্মৃতিমান ঃ যার ধ্যান হেতু ও কারণ বশে আর্যগণ, বুদ্ধগণ প্রমুখ বলেন, দেশনা করেন, প্রস্থাপন করেন, বিশ্লেষণ করেন ব্যাখ্যা করেন, পর্যালোচনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান অর্জনকারী বোঝায়। কেন ? কারণ তিনি স্মৃতিবান এবং উপেক্ষক হয়ে সুখ বিহার করেন। তিনি তৃতীয় ধ্যানে প্রবেশ করেন এবং তৃতীয় ধ্যানে অবস্থান করেন। যেভাবে বিষয়টি সুসংবদ্ধ তা এখানে জ্ঞাতব্য। কিন্তু তাঁকে কেন এভাবে প্রশংসা

করেন? (উত্তরে) তিনি প্রশংসাই বলে, তিনি তৃতীয় ধ্যানের প্রীতি উপেক্ষক। এ ধ্যানে অতি মধুর সুখ বিদ্যমান। তাতে অভিভূত না হয়ে সুখ্যাভিজ্ঞতে উপনীত হন। তিনি স্মৃতিতে স্মৃতিমান বলে প্রীতি উৎপত্তি নিবারণ করেন, তিনি নামকায় দ্বারা নিষ্কলষু সুখানুভব করেন। যা আর্যগণ, কর্তৃক প্রশংসিত ও কৃতকার্য। তিনি এভাবে প্রশংসিত হন, এভাবে উপলব্ধি করেন, আর্যগণ তাঁকে এ বলে প্রশংসা করেন- 'যিনি উপেক্ষক এবং স্মৃতিমান হয়ে সুখে অবস্থান করেন'- এভাবে বিশেষ গুণাবলি উল্লেখপূর্বক প্রশংসাই। (164)

তৃতীয় ঃ গণনা অনুসারে তিন বলে ইহা তৃতীয় এবং তৃতীয় স্থানে অনুপ্রবেশ বলে ইহা তৃতীয় বলে কথিক।

১৭৮. উক্ত হয়েছে এ প্রকাঙ্গ বিপ্রহীন, দুই অঙ্গ সমঙ্গিত ঃ এখানে একাঙ্গ বিপ্রহীন বলতে প্রীতির প্রহানকে বোঝায়। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক ও বিচার প্রহীন হওয়ার মত তৃতীয় ধ্যানের অর্পণায় উপনীত হওয়ার সাথে সাথে প্রীতির প্রহান বা উচ্ছেদ হয়। সেহেতু ইহাকে প্রীতির প্রহান বলা হয়।

১৭৯. দুই অঙ্গ সমঙ্গীভূত বলতে বোঝায় **দুই অঙ্কের উৎপত্তি তা হচ্ছে** ঃ সুখ এবং একাগ্রতা। **বিভঙ্গে বলা হয়েছে** ঃ "ধ্যান, উপেক্ষা, স্মৃতিমান, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞতা, সুখ এবং চিত্তে একাগ্রতা (Vbh. 260) সমুপকরণ সম্বলিত ধ্যান বোঝাতে বলা হয়েছে। কিন্তু উপেক্ষা, স্মৃতি এবং সম্প্রাজ্ঞতা ব্যতীত অধ্যান দ্বিয়ঙ্গীভূত (নিস্পর্য) হয়ে থাকে বলা হয়েছে দ্বি অঙ্গযুক্ত ধ্যান কিরূপ ? তা হচ্ছে- সুখ এবং একাগ্র প্রসূত ধ্যান। (Vbh. 264) অবশিষ্ট প্রথম ধ্যানের অনুরূপ।

১৮০. এভাবে এক সময় এটি অধিগত হয় এবং একসময় বর্ণিত পঞ্চ উপায়ে দক্ষতা অর্জিত হয়। এক্ষণে সুপরিজাত তৃতীয় ধ্যান হতে উঠে তিনি এপ্রগুণ সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন। এ অর্জন প্রীতির সন্নিকটবর্তী বলে তাতে 'মোটামুটি যে চিত্ত সম্পর্কিত সুখ" থাকনা কেন (D. i-37) স্থূলত্ব দেখা যায়। সুখের স্থূলত্ব ও দুর্বলাঙ্গ জনিত দোষ প্রত্যক্ষ করেন। তৃতীয় ধ্যান পরিসমাপ্ত করে চতুর্থ ধ্যানে চিত্ত নিয়োগ করেন। এবং চতুর্থ ধ্যান লাভের লক্ষ্যে যা প্রয়োজন প্রয়োগ করেন।

১৮১. যখন তিনি তৃতীয় ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে স্মৃতিগণ ও সম্প্রজ্ঞ জনিত চৈতসিক সৌর্মনস্য সুখ স্থূলরূপে

প্রতিভাত হয় এবং উপেক্ষা বেদনা ও চিত্তৈকাগ্রতা শান্তভাবে উপস্থিত হয়। অতঃপর স্থূলাঙ্গ প্রহান শাঙ্গ লাভের প্রত্যাশায় পূর্ব নিমিত্ত "পৃথিবী, পৃথিবী" বলে মনোময় অবৃত্তির ফলে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ হয়। অতঃপর চার বা পাঁচবার জবন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং সে নিমিত্তে আবর্জনান্তর শেষ জবনে রূপান্তর চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়। অবশিষ্ট ধ্যানাঙ্গ পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে।

১৮২. **কিন্তু তন্মধ্যে পার্থক্য ঃ** সুখময় বেদনা অদুঃখ, অসুখ বেদনার আসেবন প্রত্যয় রূপে প্রত্যয় হয় না। (প্রাথমিক কর্ম বশে) অবশ্যই অদুঃখ অসুখ বেদনা চতুর্থ ধ্যানের সাথে উৎপন্ন হওয়া উচিত। প্রাথমিক কর্ম হিসেবে যে চেতনা তা অদুঃখ-অসুখ বেদনার সাথে সম্পৃক্ত। উপেক্ষা সম্পৃক্ত ধ্যান বলে এখানে প্রীতি পরিহীন হয়ে গেছে।

১৮৩. **[চতুর্থ ধ্যান]**

এ পর্যায়ে বর্তমান সুখ এবং দুঃখের অবসানে এবং পূর্বাহ্নে দৌমনস্য ও সৌমনস্যের অবসান হেতু বা অদুঃখ, অসুখ এবং উপেক্ষা জনিত চিত্ত বিশুদ্ধি বলে তিনি একাঙ্গ বিপ্রহীন এবং দ্বাঙ্গ সমন্বিত তিন পর্যায়ে কল্যাণকর দশবিধ (লক্ষণ) বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কৃৎস্নধ্যামে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে বিহার করেন।

১৮৪. এখানে সুখ এবং দুঃখের প্রহান অর্থ কায়িক সুখ ও কায়িক দুঃখ প্রহান বোঝায়। পূর্ব পূর্বে বলতে বোঝায় ঃ যা পূর্বে সংঘাত হয়েছে, চতুর্থ ধ্যানক্ষণে নয়। সৌমনস্য এবং দৌর্মনস্য, অনুধান বলতে অর্ন্তধান বশতঃ এভাবে বলা হয়েছে।

১৮৫. কিন্তু এ অন্তর্ধানগুলো কখন সংগঠিত হয়? চার ধ্যানে (উপচার) প্রবেশ মুহুর্তে চার ধ্যানে প্রবেশ (উপচার) ক্ষণে অন্তর্ধান হয়। চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ (উপচার) ক্ষণে সৌমনস্য অন্তর্ধান হয়। পক্ষান্তরে দুঃখ (দৈহিক), সৌমনস্য (মানসিক), সুখ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধ্যানের প্রবেশ (উপচার) ক্ষণে অন্তর্ধান (প্রহীন) হয়। ক্রমানুসারে সজ্জিত অর্ন্তধান (প্রহীন) সমূহ প্রকৃতপক্ষে উক্ত হয়নি। তৎসত্ত্বে ও সুখ, দুঃখ সৌমনস্য দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয় বিভঙ্গে বিবৃত হয়েছে। (Vbh. 122)

১৮৬. কিন্তু যদি বিভিন্ন ধ্যানের উপচারে (প্রবেশ) ক্ষণে এসব অন্তর্ধান (প্রহীন) হয়ে থাকে তবে কেন আলোচ্য অংশে এসবের অন্তর্ধান বলে স্থান পেয়েছে? এবং কোথা হতে দুঃখ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হন, অপরিশেষ নিরুদ্ধ

হয়? এখানে "হে ভিক্ষুগণ, কাম হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, অকুশল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন ভিক্ষু প্রথম ধ্যানে প্রবেশ এবং অবস্থান করে, যা বিচ্ছিন্নতা হতে, জাতি এখানে ইহা উৎপন্ন দুঃখেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়। কোথা হতে দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয় উৎপন্ন এবং নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়? দ্বিতীয় ধ্যানে ...... কোথা হতে সৌমনস্য ইন্দ্রিয় নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয় ? ...... তৃতীয় ধ্যানে কোথা হতে সুখেন্দ্রিয় নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়? এখানে ভিক্ষুগণ, সুখ ও দুঃখ (পূর্বাহ্নে সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য নিরুদ্ধ হয়ে) ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ এবং অবস্থান করেন। ..... যা উপেক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। এখানে উৎপন্ন সৌমস্য ইন্দ্রিয় নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। (S.v. 213-5)

এসব এখানে অতিশয় নিরোধ আরোপ করা হয়েছে। প্রথম ধ্যানাদিতে ইহা অতিশয় নিরোধ, নিরোধ রশে সংঘটিত নয়। উপচারে (প্রবেশ) ক্ষণে ইহা নিরোধ মাত্র। যা সংঘটিত হয় তা অতিশয় নিরোধ নয়। প্রথম ধ্যানে নানাবর্জনে প্রথম ধ্যান

১৮৭. উপচার ধ্যানের সময় নিরুদ্ধ হলেও ডাঁশ, মশা প্রভৃতির সংস্পর্শে কিংবা বিষম আসনের কারণে সে নিরুদ্ধ দুঃখেন্দ্রিয় (কায়িক) পুনরুৎপত্তি হয়। কিন্তু অপণ সময় হয় না। নিরুদ্ধ শক্তিকে সম্পূর্ণ প্রতিহত নয় বলে সম্পূর্ণ প্রতিহত নয় বলে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ নয়। অর্পণার সময় প্রীতি নিরুদ্ধ বলে সমস্ত দেহ সুখানুভবে বৃষ্টিভেজা হয়। এবং সুখানুভবে সিক্ত ব্যক্তির দুঃখেন্দ্রিয় বিপক্ষ শক্তিতে বলে প্রহিত, সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়।

১৮৮. নানা আবর্জনে উৎপাদিত দ্বিতীয় ধ্যান উপচারে (প্রবেশ) ও দৌমনস্য ইন্দ্রিয় নিরোধ হয়। তা সত্ত্বেও বিতর্ক বিচার প্রসূত কায়িক এবং চিত্ত ক্লেশ উৎপন্ন হয়। বিতর্ক বিচারের অভাবে উৎপন্ন হয় না। যখন ইহা উৎপন্ন হয়, তখন বিতর্ক বিচারের বর্তমানে হয়। দ্বিতীয় ধ্যানের উপচারে (প্রবেশ) নিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ধ্যান প্রত্যয়হীন বলে উৎপত্তি হয় না। অনুরূপভাবে তৃতীয় ধ্যানে উপচারের ক্ষেত্রে প্রহীন কারও কায়িক সুখেন্দ্রিয় পুনরুৎপত্তি হতে পারে। বিশেষত যার কার্যে প্রণীতরূপ অনুপ্রবেশ আছে। কিন্তু

১৮৯. তৃতীয় ধ্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তৃতীয় ধ্যানের কায়িক প্রত্যয় যে প্রীতি তা সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়। তদনুরূপ চতুর্থ ধ্যানের উপচারে নিরুদ্ধ সৌমনস্য ইন্দ্রিয়ের পুনরুৎপত্তি হতে পারে। কারণ ইহা নিকটবর্তী এবং উপেক্ষার অর্পণার শক্তিবর্ধন কৃত বলে যথাযথভাবে অতিক্রান্ত নয়। কিন্তু চতুর্থ ধ্যান নয়। সে কারণে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 'অপরিশেষ' সংযুক্ত করা হয়েছে এভাবে ঃ এখানে উত্থিত দুঃখেন্দ্রিয় নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়।

১৯০. এখানে প্রশ্ন করা যায় ঃ যদি এ ধরনের বেদনাসমূহ এভাবে উপচারে নিরোধ হয়ে যায় তবে কেন এগুলো এখানে উত্থাপন করা হয়েছে ? তাৎক্ষণিক হৃদয়ঙ্গমার্থে গৃহীত। দুঃখ-অসুখ বেদনা এখানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "যাতে অদুঃখ-অসুখ বেদনা সূক্ষ্ম এবং দুর্বিজ্ঞেয় এবং তাৎক্ষণিক হৃদয়ঙ্গবে সক্ষম নয়।" তেমনিভাবে গোপালকের যখন কোন আবাধ্য সহজে বাধ্য সহজে দমন করা যায় না। সমস্ত গরুকে সে এক খোয়াড়ে আবদ্ধ করে একটি করে ছেড়ে দেয়। তারপর বলে 'ঐ গরুটি আবদ্ধ কর'। সেরূপ যেমন গরুটিতে ধরা হয় তেমনি তথাগত সেসব (পাঁচ প্রকার বেদনা) এক সাথে সংগৃহীত করেছেন। তাতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে যখন এগুলোকে একত্রে সংগৃহীত হয়। অতঃপর কোনটি কায়িক সুখ,

১৯১. দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য নয় জেনে অসুখ- অদুঃখ বেদনা বলে গ্রহণ করা যায়। এ ছাড়া অসুখ অদুঃখ চিত্ত বিমুক্তির প্রত্যয় প্রদর্শনের জন্য বলে জ্ঞাতব্য। দুঃখ ইত্যাদি প্রহান উহার প্রত্যয়ে বলা হয়েছে ঃ বন্ধু, অদুঃখ-অসুখ চিত্ত বিমুক্তির জন্য বার প্রকার প্রত্যয় আছে। অত্র বন্ধু, পূর্বে সৌর্মনস্য দৌমনস্য নিরোধের সাথে সাথে সুখ দুঃখের নিরোধ বশতঃ ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করে, উপেক্ষক হয়ে বিহার করেন। এসব হচ্ছে অসুখ অদুঃখ চিত্ত বিমুক্তি অর্জন। (M. i-296)

১৯২ কিংবা পক্ষান্তরে পূর্বে অন্যত্র সৎকায় মিথ্যা দৃষ্টি ইত্যাদি নিরোধ হয়ে গেছে। সে সবের প্রহান জনিত আনন্দ এবং প্রশংসার্থ প্রহীন বলে বর্ণিত। তদনুরূপ এ ধ্যানের বেদনা প্রশংসার্থে এখানে বর্ণিত। অথবা রাগ দ্বেষের কারণ হতে বাহুদূরে বর্ণিত প্রদর্শনের জন্য বর্ণিত। সুখ-সৌমনস্যের প্রত্যয়, সৌর্মনস্যে দুঃখ দৌর্মনস্যের ও দৌমনস্য দ্বেষের প্রত্যয়। সুখ ইত্যাদির প্রহানের দ্বারা রাগ-দ্বেষ প্রত্যয় বিগত বলে অতিদূরে।

১৯৩. **অদুঃখ-অসুখ ঃ** দুঃখের অভাবে অদুঃখ, সুখের অভাবে অসুখ, এতে প্রতীয়মান হয় তৃতীয় পক্ষের বেদনা। যা সুখ-দুঃখের বিপরীত। শুধু মাত্র সুখ-দুঃখের অভাব বোঝায় না। এ তৃতীয় ধরণের বেদনাকে "অদুঃখ-অসুখ" বেদনা নামাকরণ করা হয়েছে। তার অপর নাম উপেক্ষা। **ইহার বৈশিষ্ট্য হলো ঃ** কাঙ্ক্ষিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। কৃত্য হলো মধ্যস্থতা, অভিভূততা হলো প্রত্যুপস্থান, সুখ নিরোধ ইহার পদস্থান বলে জ্ঞাতব্য।

১৯৪. **উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি ঃ** উপেক্ষা জনিত যে বিশুদ্ধি আনয়ন করে তা উপেক্ষা পারিশুদ্ধ। এ ধ্যানে যে স্মৃতিস্থাপন তা পূর্ণাঙ্গভাবে বিশুদ্ধ। এ ধ্যানের পরিশুদ্ধতা উপেক্ষা কর্তৃককৃত। অন্যথা নয়। সে কারণে উপেক্ষা পরিশুদ্ধি বলে ইহা উক্ত। বিভঙ্গ গ্রন্থে উক্ত হয়েছে ঃ উপেক্ষা দ্বারা এ স্মৃতি

পরিস্ফুট, বিশুদ্ধি, বিশেষায়ন হয়েছে। একারণে উপেক্ষা দ্বারা স্মৃতি বিশুদ্ধিতা লাভ করেছে। (Vbh. 261) [168]

উপেক্ষার কারণে স্মৃতি বিশুদ্ধি হয়। ইহা অর্থত বিশেষ মধ্যস্থতা বলে জ্ঞাতব্য। এখানে শুধু স্মৃতি বিশুদ্ধি বোঝায় না, উপরন্তু সমস্ত সম্পৃক্ত অবস্থাকে বোঝায়। যা হোক না কেন শিক্ষণীয় বিষয়টি "স্মৃতি" শিরোনামে প্রদত্ত হয়েছে।

১৯৫. এখানে উপেক্ষা নিম্নস্থ তিন ধ্যানস্তরেও বিদ্যমান থাকে যেমন দিব্যায় অর্ধচন্দ্র বিদ্যমান থাকে, অর্ধচন্দ্র বিদ্যমান থাকলেও তা বিশুদ্ধ কিংবা পরিষ্কার নয়। যেহেতু ইহা দিনে সূর্যাভায় প্রভাবান্বিত। কিংবা ইহা রাত্রিহীন বলে, শান্তভাব বলে, অবিরুদ্ধ উপকারক। অনুরূপভাবে এ অর্ধচন্দ্রের আভার মতো মধ্যস্থতা উপেক্ষা প্রথম ধ্যনাদিতেও বর্তমান থাকে। কিন্তু পরিশুদ্ধ নয়। যেহেতু বিতর্কাদি দ্বারা সম্পৃক্ত বলে ইহার বাহির চোখ ঝলসানো অবস্থায় প্রভাবিত করে। যেহেতু ইহার উপেক্ষা কোন সদৃশ রাত্রির বর্তমান বলে সহজাত এবং অপরাপর আদিনব পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই সে কারণে এই ধ্যান উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি বলে জ্ঞাতব্য।

১৯৬. চতুর্থঃ ইহা সংখ্যাগত দিক থেকে চতুর্থ ঃ চতুর্থ বারে সমাপর্জন (প্রবেশ) বলে চতুর্থ।

১৯৭. একাঙ্গ বিপ্রহীন এবং দ্বাঙ্গ সম্পন্ন একাঙ্গ নিরোধ বলতে সৌমনস্য (আনন্দ) নিরোধ বলে জ্ঞাতব্য। কিন্তু এ সৌমনস্য (আনন্দ=প্রসাদ) প্রকৃতপক্ষে একই চিত্তক্ষণে (বীথিতে) নিরোধ হয়। এ কারণে ইহা প্রজ্ঞানাঙ্গ বলা হয়। দ্বাঙ্গ সম্পৃক্ত উপেক্ষা বেদনা ও চিত্তের একাগ্রতা - উৎপাদনকে বোঝায়।

অবশিষ্ট প্রথম ধ্যানে লাভের ক্ষেত্রে উক্ত হয়েছে। চতুরাঙ্গ ধ্যান লাভের পক্ষে ইহাই প্রথম বিধান।

[পঞ্চম ধ্যান উৎপাদক] ঃ

১৯৮. যোগী যখন পঞ্চ গুণযুক্ত ধ্যান বিবর্ধনে মনোযোগী হন, তখন তিনি এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করেন যে, প্রথম ধ্যান বিসর্জন দিয়ে তিনি এভাবেই ভাবেন, প্রথম ধ্যানে লব্ধ বিষয় অন্তরায়কর নিবরণাদির সন্নিকটবর্তী বলে সন্ত্রস্থ এবং বিতর্ক জনিত দোষে দুষ্ট। তিনি তাই স্বীয় মনে দ্বিতীয় ধ্যান উৎপাদন করেন। কারণ দ্বিতীয় ধ্যান তাঁর কাছে শান্ততর মনে করে প্রথম ধ্যানের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় ধ্যান লাভের যা করণীয় তা সম্পাদন করেন।

১৯৯. এ মুহূর্তে প্রথম ধ্যানাবিষ্ট স্মৃতি স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞ হয়ে ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করেন। এতে বিতর্ক স্থূল এবং বিচারও অপরাপর ধ্যানাঙ্গ শান্ত

রূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং স্থূলাঙ্গ পরিহার এবং শান্তাঙ্গ লাভার্থে দ্বিতীয় ধ্যানে পূর্বাবর্জন "পৃথিবী, পৃথিবী" বলে মনোময় আবৃত্তির করতে করতে নিমিত্তানুসারী হয়। ফলে যোগীর নিকট বর্ণিত দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়। এ ধ্যানে বিতর্কই শুধু নিবৃত্ত হয়। বিচারাদি অপর চার উপাদান বিদ্যমান থাকে। অবশিষ্ট পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে।

২০০. এরূপে তা অধিগত হয়ে বর্ণিত নিয়মে পঞ্চ উপায়ে দক্ষতা অর্জন করেন। এখন তাঁর অধিগত **দ্বিতীয় ধ্যান পরিহার করে তিনি ভাবেন ঃ** দ্বিতীয় ধ্যান লাভ নিকটবর্তী বলে ভয়ে সন্ত্রস্ত, এবং বিচারের স্থূলত্ব হেতু দুর্বলাঙ্গ বলে বিবেচিত। তাই তৃতীয় ধ্যান শান্ততর বলে মনে হয়। সে কারণে দ্বিতীয় ধানের অবসান করেন। এবং তৃতীয় ধ্যান লাভার্থ প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পাদন করেন।

২০১. এক্ষণে সঠিক দ্বিতীয় ধ্যান পরিহার করে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞ হয়ে ধ্যানোপাদান প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে বিচারকে তাঁর কাছে স্থূলত্ব বোধ হয়। পক্ষান্তরে সুখ ইত্যাদি শান্তরূপ হয়ে ধরা দেয়। অতঃপর তিনি একই নিয়মে মনোময় নিমিত্ত "পৃথিবী পৃথিবী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে তৃতীয় ধ্যান আয়ত্ত হয়। ফলে, স্থূলাঙ্গ প্রহীন এবং শান্তাঙ্গ উপলব্ধ হয়।

এ ধরণের গ্রহণাঙ্গ বিচারমাত্র। প্রীতি প্রমুখ তিন অঙ্গ দ্বিতীয় ধ্যানের মতো চতুর্থ সংখ্যা মাত্র অবশিষ্ট উক্ত নিয়মে জ্ঞাতব্য।

২০২. সুতরাং যা দ্বিতীয় চতুর্থসংখ্যক গুণযুক্ত তা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পক্ষ গুণযুক্ত সংখ্যক। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রথম থেকে যায়।

চতুর্থ অধ্যায়
পৃথিবী কৃৎস্ন বিবরণ
[পৃথিবী কৃৎস্ন নিদ্দেস]
বিশুদ্ধিমার্গে সমাধি ভাবনা উন্নয়নে পরমার্থজনে হিতসাধনে
পৃথিবী কৃৎস্ন নির্দেশ সমাপ্ত

তথ্য সূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ
১. কামচ্ছন্দ ২. ব্যাপাদ ৩. উদ্ধচ্ছকুক্কু ৪. চিনথিদ্ধ ৫. বিচিমিচ্ছা।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মস্থান গ্রহণ বিবরণ

শেষ কৃৎস্ন ধ্যানসমূহের বিবরণ

[আপ কৃৎস্ন ধ্যান] ঃ

১. এবার পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানের পর আপ কৃৎস্ন ধ্যান ভাবনা [১৭০]। নিম্নে তার বিস্তৃত বিশ্লেষণে বিবৃত হলো ঃ

যে আপ (জেল) কৃৎস্ন ধ্যানোন্নয়ন সাধন করতে চায় তাঁকে পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিত নিয়মে সুবিধামত স্থানে সুখ আসন গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর প্রস্তুতকৃত কিংবা প্রাকৃতভাবে প্রাপ্ত দৃষ্ট জলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (পূর্বোক্ত কৃৎস্ন ধ্যানের অনুসরণে বিস্তৃতভাবে নিমিত্ত গ্রহণ কর্তব্য। এবং অবশিষ্ট বিস্তৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এ ধ্যানের ক্ষেত্রে এবং এ অধ্যায়ে উক্ত অপরাপর ধ্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে কারণে আমরা মূলত পুনরাবৃত্তি পরিহার করে এমনকি এটিরও বিস্তৃতে না গিয়ে কেবল পার্থক্যই তুলে ধরছি।

২. এখানেও চুলশিব থেরোর মতো পূর্বজন্মকৃত কারও সংস্কার অভ্যাস থাকে তার পক্ষে প্রকৃত পুষ্করিণী, তড়াগ, লোনী বা সমুদ্র দর্শনে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। কোন আয়ুষ্মান লাভ সৎকার ও প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করে নিবৃত্ত জীবনযাপনে প্রত্যাশী হন। নৌকাযোগে তিনি মহাতীর্থের (মান্নার) উদ্দেশ্যে জম্বুদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মহা সমুদ্রের জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করতে গিয়ে তার মধ্যে (প্রতিভাগ কৃৎস্ন নিমিত্ত) বিকল্প সমুদ্র উৎপন্ন হল।

৩. যদি সেরূপ পূর্বজন্মকৃত সংস্কার না থাকে তবে চার প্রকার কৃৎস্নদোষ হতে নিজেকে সুরক্ষা করতে হবে। তাঁকে নীল, পীত, লোহিত, অবদাত বা শ্বেতবর্ণের জল পরিহার করতে হবে। তাকে একটি থালায় কিংবা চার পা বিশিষ্ট জলপাত্রের আকাশ হতে শুষ্ক বস্ত্রে পরিশ্রুত ভূমি-নিষ্কলুষ জল অথবা অন্য কোনরূপ অনাবিল পরিষ্কার জল কানায় কানায় পূর্ণ করে নেওয়া কর্তব্য। পাত্রটি একটি পূর্ব বর্ণিতরূপ বিহারের বাহিরে একটি ঘেরাকৃত স্থানে রেখে সুখাসন গ্রহণ করা উচিত। তিনি জলের বর্ণ কিংবা লক্ষণ প্রত্যবেক্ষণ করবেন না। জলের প্রকৃতিগত বর্ণ চিত্তে ধারণ করে

অম্বু, উদক, বারি ইত্যাদি জলের প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে কেবল আপ, আপ বলে আবৃত্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট করা কর্তব্য।

৪. বর্ণিত বিধিতে ধ্যান বর্ধন করে তাঁর মধ্যে দুই নিমিত্ত (উদগ্রহ ও প্রতিভাগ) পরপর উদয় হয়। এখানে শিক্ষা-নিমিত্ত (উগ্‌গহ) জলের ধাবমান দৃষ্ট হয়। (১৭১) যদি জলে ফেন বুদ্‌বুদ্‌ মিশ্রিত দৃষ্ট হয় তবে কৃৎস্ন দোষ মিশ্রিত উদগহ নিমিত্ত বলে জ্ঞাতব্য। কিন্তু বিকল্প প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয় তবে আকাশে স্থাপিত মণি নির্মিত চালুনের মত, মণি নির্মিত দর্পণের থালার মত নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। এইরূপ নিমিত্ত উদয় হলে উপচার (ধ্যান প্রবেশ) ধ্যানে উপনীত হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান বর্ণিত পদ্ধতিতে লাভ হয়।

[তেজ কৃৎস্ন ধ্যান] ঃ

৫. কোন সাধক তেজ কৃৎস্ন ধ্যান বর্দ্ধিত করতে ইচ্ছুক হলে তিনি তেজ কৃৎস্ন ধ্যান সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করবেন।

এক্ষেত্রে পূর্বজন্মে কৃতপুণ্য ব্যক্তি পূর্বাভিজ্ঞতার প্রভাবে নিমিত্ত গ্রহণ করতে পারেন। অকৃত যে কোন ধরনের আগুন দর্শনে তার মধ্যে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। প্রজ্বলিত দীপ শিখা, চুলা বা অগ্নিকুণ্ড, পাত্র পোড়ানোর স্থান বা বনে দাবদাহ স্থান দর্শনে চিত্রগুপ্ত থের যেমনটি ঘটেছিল নিমিত্ত উৎপন্ন হয়ে। উপোসথ ঘরে ধর্ম দেশনার সময় স্থবির প্রদীপ শিখা দর্শনে তাঁর মধ্যে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল।

৬. কিন্তু অপরাপরের পক্ষে (কৃৎস্ন মণ্ডল) তৈয়ার কর্তব্য। তৈরির বিধান এরূপ: তিনি ভেজাশক্ত কাঠ চিরে নিয়ে রোদে শুকিয়ে খণ্ড খণ্ড করে নেবেন। তারপর উপযুক্ত কোন বৃক্ষমূলে কিংবা মণ্ডপে নিয়ে যাবেন। সেখানে পাত্র পোড়ানোর মতো ভাঁজ করে রেখে আগুন জালানো উচিত। অতঃপর একটি চাটাই বা একখণ্ড চামড়া অথবা কাপড় নিয়ে তাতে এক বিগত চার আঙুল পরিমিত একটি ছিদ্র করে আগুনের সামনে মনোযোগের পরিবর্তে ঘন অগ্নিজ্বালার মাঝখানে নিমিত্ত গ্রহণ কর্তব্য।

৭. নীল বা পীত ইত্যাদি বর্ণ প্রত্যবেক্ষণ না করে কিংবা কঠিনাদি বৈশিষ্ট্যে মনোনিবেশ করা উচিত নয়। প্রকৃতিগতভাবে সবর্ণ ধারণ করে মনের মধ্যে স্থাপন কর্তব্য। এতে আগুনের বিভিন্ন প্রতিশব্দ যেমন পাবক, কৃষ্ণবর্ত্তনি, জাতভেদ,হুতাশনের মধ্যে যেটি প্রকট সেটি যেমন 'তেজ' 'তেজ' বলে মনোময় জপ না করা কর্তব্য।

৮. এভাবে জপন করতে করতে তাঁর মধ্যে দুটি নিমিত্তের উদয় হয়। যা পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। এখানে উদ্‌গ্রহ নিমিত্তে অগ্নিশিখা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে পতিত হচ্ছে মনে হবে। (172) যখন কেউ অকৃতে ধারণা গ্রহণ করে তখন কৃৎস্নদোষ প্রত্যক্ষ হয়। এতে উদগ্রহ নিমিত্তরূপে কাষ্ঠখন্ড বা অঙ্গারপিণ্ড, বা ছাই বা ধূমশিখা উপস্থিত হয়। বিকল্প নিমিত্তে আকাশে স্থাপিত নিশ্চল লাল কাপড় সদৃশ, চালুনির (তালবৃত্ত) মত কাঞ্চন থামের মত উপস্থিত হয়। এরূপ নিমিত্তের আগমনে সাধক উপচার ধ্যানে উপনীত হন। এ ধ্যান বর্ধিত করে তৃতীয় চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হওয়া যায়। উক্ত বিধান অনুসরণে চতুর্থ ও পঞ্চম লাভ করা যায়।

[বায়ূ কৃৎস্ন ধ্যান] ঃ

৯. কোন সাধক বায়ূ কৃৎস্ন ধ্যান বর্দ্ধিত করতে ইচ্ছুক হলে তিনি বায়ূ কৃৎস্ন ধ্যান সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করবেন এবং তিনি তা দেখে বা স্পর্শ অনুভবে নিমিত্ত গ্রহণ করবেন। অট্ঠকথা গ্রন্থে উক্ত হয়েছে; কেউ বাউ কৃৎস্ন ভাবনায় উদগ্রহ নিমিত্ত গ্রহণ করতে চাইলে তিনি বায়ুতে নিমিত্ত গ্রহণ করবেন। তিনি বর্ধনশীল ইক্ষুর অগ্রভাগ দিক্ বেদিক্ চলন অথবা বাঁশের অগ্রভাগ, অথবা গাছের অগ্রভাগ অথবা চুলের শেষ প্রান্ত দিক্ বেদিক চলন কিংবা ইহা গায়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্ত গ্রহণ করবেন।

১০. যখন তিনি (সাধক) ইক্ষু গাছ ঘনত্ব বিশিষ্ট (অবস্থায়) অগ্রভাগ প্রত্যক্ষ করেন, অথবা বেণু, অথবা বৃক্ষাদি, মানুষের মাথায় চার আঙুল পরিমাণ চুল বায়ূ তাড়িত প্রত্যক্ষ করেন তাতে তিনি মনোনিবেশ করবেন। স্মৃতি করবেনঃ 'এই বায়ু এই স্থান প্রহার করছে।' অথবা জানালা দিয়ে বা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে প্রবিষ্ট বায়ু তাঁর দেহের যে অংগে স্পর্শ করছে অথবা তাতে মনোনিবেশ করে স্মৃতি স্থাপন করবেনঃ বায়ূর প্রতিশব্দের মধ্যেঃ বাত, মরুৎ, অনিল, ইত্যাদি হতে বাত প্রকট বলে 'বায়ু বায়ু' জপন করা কর্তব্য।

১১. এখানে উনুন হতে সদ্য প্রত্যাহৃত যাগু হতে উত্থিত উষ্ণ বাষ্প সদৃশ বোধ হলে উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত এবং বায়ু শান্ত নিশ্চল বোধ হলে প্রতিভাগ নিমিত্ত বলে জ্ঞাতব্য। পূর্বে বর্ণিত মতে অবশিষ্ট বিধান জ্ঞাতব্য।

[নীল কৃৎস্ন ধ্যান] ঃ

১২. অতঃপর (অট্ঠ কথায়) বলা হয়েছে ঃ কোন সাধক নীল কৃৎস্ন ধ্যান বর্ধিত করতে ইচ্ছুক হলে তিনি নীলবর্ণের পুষ্প, বস্ত্র বা বর্ণধাতুতে (উদ্‌গ্রহ)

নিমিত্ত গ্রহণ করবেন। প্রথমত: কৃতপুণ্য ব্যক্তির অতীত সংস্কার থাকলে তাঁর কাছে নিমিত্ত উদয় হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি নীল ঝোপঝাড় নীল পুষ্প বেদিমূলে অথবা নীলবস্ত্র অথবা নীলমণি দর্শন করে নিমিত্ত উৎপন্ন করেন। (173) কিন্তু যে কেউ নীলোৎপল গিরিকর্ণিকা পুষ্প ইত্যাদি গ্রহণ করে তা কেশর বা বোঁটা দৃশ্যহীন করে একটি থালা বা সমতল ঝুড়িতে নেবেন। অথবা নীল রংয়ের বস্ত্রে গুচ্ছ করে নেবেন অথবা থালার বেরিডল কাপড়ে আবৃত করবেন অথবা ঝুড়িকে ভেরিতলের মতো করে আবৃত করতে হবে অথবা তিনি কৃৎস্ন মণ্ডল তৈরি করবেন। এ কৃৎস্ন মণ্ডলটি পৃথিবী কৃৎস্নে বর্ণিতরূপ বহনযোগ্য হতে হবে। অথবা কংসনীল, পত্রনীল, অঞ্জনকাল ধাতু ভিন্ন রং দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নেবেন দেওয়ালে। অত:পর তিনি মনোময় "নীল নীল" বলে বর্ণিত পৃথিবী কৃৎস্ন মতে জপন করবেন।

১৩. এখানে উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত গ্রহণকালে কৃৎস্নদোষ দৃষ্ট হয়। কেশর, পরাগ এবং পাপড়ি দলের ইত্যাদির মধ্যে দোষ দৃষ্ট হয়। প্রতিভাগ নিমিত্ত উপস্থিত হয়। কৃৎস্ন মণ্ডল হতে মুক্ত মণিতালবৃন্তের মতো। পূর্বাহ্নে বর্ণিত মতে অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য।

[পীত কৃৎস্ন ধ্যান] ঃ

১৫. পীত কৃৎস্ন ধ্যান অনুরূপ পদ্ধতির অন্তর্গত। এক্ষেত্রে উক্ত হয়েছে: পীত কৃৎস্ন ধ্যানে উদগ্রহ নিমিত্ত অর্জনকারী যোগী পীত বর্ণের পুষ্প অথবা বস্ত্র অথবা পীতবর্ণের ধাতুতে নিমিত্ত গ্রহণ করবেন। সুতরাং এখানেও কৃতপূণ্য ব্যক্তি, পূর্বাহ্নে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন পীত বর্ণের পুষ্পবন কিংবা বিস্তৃত পুষ্প অথবা পীতবর্ণের বস্ত্র বা পীতবর্ণের ধাতু দর্শন করেন চিত্রগুপ্ত থেরোর মত নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

১৬. কৃৎস্ন মণ্ডল তৈরী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বর্ণিত নীল কৃৎস্ন মণ্ডলের অনুরূপ পদ্ধতির মতো কর্নিকার পুষ্প বা হলুদ বা হলুদ বর্ণের ধাতু ব্যবহার করবেন। অবশিষ্ট বর্ণিতরূপ বলে জ্ঞাতব্য।

[লোহিত কৃৎস্নধ্যান] ঃ

১৭. লোহিত কৃৎস্ন ধ্যানেও পূর্বানুরূপ। এখানে উক্ত হয়েছে: লোহিত কৃৎস্ন ধ্যানে উদগ্রহ নিমিত্ত অর্জনকারী যোগী লোহিত বর্ণের পুষ্প অথবা বস্ত্র অথবা লোহিত বর্ণের ধাতুতে নিমিত্ত গ্রহণ (174) গ্রহণ করবেন। সুতরাং এখানেও কৃতপুণ্য ব্যক্তি, পূর্বাহ্নে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন লোহিত বর্ণের পুষ্প বা বস্ত্র বা ধাতু দর্শন করে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। যখন পুষ্পিত বন্ধু জীবক

(চীনা গোলাপ) বন, বা এরূপপুষ্প বিস্তৃতরূপ বা লোহিত বস্ত্র বা রক্তরত্ন বা লোহিত ধাতু দৃষ্ট হয় তখনও নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

১৮. নীলকৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিত মতে 'লোহিত' 'লোহিত' বলে মনোময় জপন করা কর্তব্য। অবশিষ্ট নিয়ম পূর্বোক্ত মতো।

১৯. অবদাত কৃৎস্ন ধ্যান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ' যে ব্যক্তি অবদাত কৃৎস্ন ধ্যানে উদগ্রহ নিমিত্ত লাভ করতে ইচ্ছুক সাধক অবদাত (শুভ্র) পুষ্পে, বস্ত্রে বা বর্ণধাতুতে নিমিত্ত উৎপন্ন করতে পারেন। তিনি কৃত পুণ্যবান হলে এবং অভিজ্ঞ হলে শ্বেত পুষ্পবন, বার্ষিক (জেসমিন) পুষ্প বিস্তরণ বা শ্বেতপদ্মের স্তুপ বা শ্বেত বস্ত্র, শ্বেতবর্ণের ধাতু দেখে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। শ্বেত রংয়ের থালা, রূপালি থালা এবং চাঁদের থালা দর্শনেও নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

২০. নীল কৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিতরূপে শ্বেত কৃৎস্ন মণ্ডল প্রস্তুত করে বা শ্বেত পুষ্পে বা শ্বেত বস্ত্রে বা শ্বেত ধাতু এর অন্তর্গত। তিনি মনোময় অবদাত, অবদাত, জপ করবেন। অবশিষ্ট বর্ণিতরূপ।

[অলোক কৃৎস্ন ধ্যান] ঃ

২১. আলোক কৃৎস্ন ধ্যানে বলা হয়েছে: কোন কেউ আলোক কৃৎস্ন ধ্যানে নিমিত্ত উৎপাদনে ইচ্ছুক তিনি দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে আগত আলোক অথবা তালার ছিদ্র পথে আগত বা খোলা জানালার ভেতর দিয়ে আসা আলোকে নিমিত্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত: তিনি কৃতপুণ্যবান ও অভিজ্ঞ হলে দেয়ালে বা মেঝেতে বিচ্ছুরিত, পতিত সূর্যালোক বা চন্দ্রালোক বৃত্ত, গাছের ঘন ঝোপঝাড়ে পাতার ফাঁকে পতিত আলোক যে মণ্ডল তৈরি করে তা দেখে তাঁর নিমিত্ত উৎপন্ন করেন। অপর যে কোন যোগীর পক্ষে বর্ণিত আলোক বৃত্ত ব্যবহার করে **'আলোক আলোক'** বলে মনোময় জপ করা কর্তব্য।

২২. যদি অসময় হয় তবে একটি ঘটে আলো জ্বালিয়ে ঘটের মুখ বন্ধ করে ও তাতে ছিদ্র করে ছিদ্র সম্মুখে রেখে দেয়ালে স্থাপন কর্তব্য। দেয়ালের উপর থেকে ছিদ্র পথে বাতির আলো বৃত্তাকার ভূমিতে পতিত হয়।

২৩. আলোক কৃৎস্নের এ মণ্ডল **'আলোক আলোক'** বলে মনোময় জপন করলে (175) নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। এ নিমিত্ত অপরাপর ধ্যান থেকে দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ নিমিত্ত ভূমিতে বা দেয়ালে পতিত আলোক বৃত্তের মত হয়ে

থাকে। বিপরীত প্রতিভাগ নিমিত্ত নিবিড় আলোকপুঞ্জ সদৃশ। অবশিষ্ট পুর্ব বর্ণিতরূপ।

[আকাশ কৃৎস্ন ধ্যান] ঃ (সীমিত)

২৪. আকাশ কৃৎস্ন ধ্যান (সীমিত) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ আকাশ কৃৎস্ন ধ্যানে উদগ্রহ নিমিত্ত গ্রহণে ইচ্ছুক সাধক প্রথমতঃ দেয়ালের ফাটল দিয়ে, বা চাবির ছিদ্রপথে, খোলা জানালার ভিতর হতে আকাশ দর্শনে আকাশ কৃৎস্ন ধ্যানে নিমিত্ত গ্রহণ করেন। পূর্বাহ্নে কৃতপুণ্য বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির দেয়ালে এরূপ ছিদ্র দিয়ে আকাশ দর্শনে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

২৫. কেউ সু-আচ্ছাদিত ঘরের (চালের) এক বিগত চার আঙুল পরিমিত স্থান ছিদ্র করে। বা একটুকরা চর্মে, একখণ্ড সাদুর ইত্যাদিতে (এরূপ ছিদ্র) করে, ছিদ্রপথ দর্শন করে যে কোন একটিতে **'আকাশ আকাশ'** মনোময় জপ করাঁ কর্তব্য।

২৬. এখানে উদগ্রহ নিমিত্ত দেয়াল ইত্যাদির ছিদ্র স্বরূপ হয়ে থাকে। পরিবৃত্ত বলে বাড়ানো যায় না। প্রতিভাগ নিমিত্ত আকাশ মণ্ডল হয়ে উপস্থিত হয়। ইহা বাড়ানো যায়। অবশিষ্ট পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানের অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

ইতি কসিনাদি দসবলো দযানি–অবোচ সব্বধম্মদসো,
রূপাবচরম্হি চতুক্কপঞ্চক ঝনেহেতুনি।
এবং তানি চ সেসঞ্চ ভাবনানয়ং–ইমং বিদিত্বান,
তস্বেব অয়ং ভীয্যো–পকিমক কথাপি বিঞ্ঞেয়্য।
– দশবলে ঋদ্ধ যিনির্ম্মদর্শী সব
দশ কৃৎস্নের প্রতিকৃৎস্নে আছে হেতুসব।
বলেন তিনি চতুরঙ্গ পঞ্চমাঙ্গ ধ্যান
রূপাবচর ধ্যান লভে সুদক্ষ সুজন।
এসবের বর্ণকীর্তি বীথিপথ সব,
প্রতিরক্ষে একে একে বিস্তার বিভব।
আরো আছে সংকেতন পাঠ বহু অধ্যয়ন,
বিষয় বিশেষ একক জ্ঞেয় বিজ্ঞজন।

২৮. এগুলোর মধ্যে পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যান মূল। এক হয়ে বহু হওয়া (Di. I-78) ইত্যাদি এবং আকাশে বা জলে পৃথিবী তৈয়ার করে হাঁটা, দাঁড়ানো, উপবেশন করা। এবং সীমিত ও অপ্রমেয় ধ্যানোপায়ে ঋদ্ধি লাভ হয়।

২৯. আপ কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে ভূগর্ভে ডুব দেওয়া, ভূমি, পর্বত ও প্রাচীর ভেদ করে গমনাগমন করা, ঝড় সৃষ্টি করা, নদী সৃষ্টি করা, সমুদ্র, পৃথিবী, পর্বত, প্রাসাদ কম্পন করার ঋদ্ধি লাভ করেন। (M. i. 253)

৩০. তেজ কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে ধুম উদগীরণ, অগ্নিশিখা বিস্তার, অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ, আগুনে প্রত্যাগুণ সৃষ্টি করা, যা ইচ্ছে পোড়াতে সক্ষম (Siv-290[176])। দিব্যচক্ষু দিয়ে দর্শনীয় বস্তু দেখার আলোকাদ্ভাবন নির্বাণ লাভের সময় তেজধাতু দ্বারা দেহসৎকারের ঋদ্ধি লাভ করা যায়। (MA.iv-196)

৩১. বায়ু কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে ঝড়-বায়ু সৃষ্টি করে বায়ু বেগে গমনের ঋদ্ধিলাভ হয়।

৩২. নীল কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে কৃষ্ণকায়, অন্ধকার সৃষ্টি করা যায়। ঋদ্ধি প্রভাবে সুবর্ণ দুবর্ণ অবস্থান্তর এবং বিমুক্তি লাভ হয়। (M. ii-12)

৩৩. পীত কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে সুবর্ণময় রূপ নির্মাণ, ইচ্ছা করলে কিছুকে স্বর্ণময় করা (Si-116) বর্ণিত নিয়মে উৎপন্ন ঋদ্ধি প্রভাবে বিমুক্তি সুখ লাভ করা যায়।

৩৪. লোহিত কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে লোহিতরূপ নির্মাণ যায়। বর্ণিত রূপ সাধনার ফলে অভিজ্ঞায়তন লাভ এবং বিমুক্তি সুখ লাভ করা যায়।

৩৫. অবদাত কৃৎস্ন ধ্যানের ওপর ভিত্তি করে অবদাত রূপ নির্মাণ করা যায়। জড়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা অপনোদন' অন্ধকার দূরীকরণ এবং দিব্যচক্ষু দ্বারা রূপদেখার জন্য ঋদ্ধি লাভ হয়।

৩৬. আলোক কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে উজ্জ্বল দেহরূপ পঠন, জড়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা দূরীকরণ, অন্ধকার অপসারণ এবং দিব্যচক্ষু দ্বারা রূপদর্শনের জন্য আলোক উৎপাদনের ঋদ্ধি লাভ হয়।

৩৭. আকাশ কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে আবৃতকে উন্মুক্তকরণ, ভূমি এবং পর্বতের মধ্যে আকাশ নির্মাণ করে ঈর্যাপথ নির্মাণ করণ, দেয়াল ভেদ করে গমনাগমন করার ঋদ্ধি লাভ হয়।

৩৮. সব কৃৎস্ন ধ্যানের ক্ষেত্রে উর্দ্ধ, অধঃ পরিবর্তে, অভিন্ন ও অপ্রমাণ ঋদ্ধি লাভ করা যায় বলা হয়েছে: পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাবে উর্দ্ধে, নীচে পরিবৃতে, অভিন্ন ইত্যাতি সম্বন্ধে জানা যায়।

৩৯. এখানে উর্দ্ধ বলতে: উর্দ্ধদিকে আকাশ সীমা পর্যন্ত, অধ: বলতে নিচের দিক ভূমিতল পর্যন্ত, পরিবৃতে বলতে: মাঠের পরিসীমা পর্যন্ত বোঝায়। এ কৃৎস্ন ধ্যান কেউ উর্দ্ধদিক পর্যন্ত বাড়াতে পারেন। কেউ অধঃ দিক পর্যন্ত বাড়াতে পারেন। অথবা অন্য কারণে কেউ দিব্যচক্ষু ঋদ্ধিতে রূপদর্শন করতে আলোক প্রসারিত করেন। (177) সে কারণে উর্দ্ধ, অধ: পরিবৃত্ত (তির্যক) বলা হয়েছে। অদ্বয় অর্থে একের অপরভাবে পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। যথা জলে প্রবিষ্টকারীর চারদিকে কেবল জলই থাকে। অনুরূপভাবে পৃথিবী কৃৎস্নধ্যানের সাধকের পক্ষে শুধু পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানই হয়। কৃৎস্নের পক্ষের অন্যসাধারণ কিছু নেই। অপর সবের পক্ষেও তাই। অপ্রমাণ অর্থ অপরিমেয়। চিত্তগত বিস্তৃত বলে তা পরিমাপ করা যায় না। এটি পরিমাপ করা যায় না যে ইহা আদি ইহা মধ্য।

৪০. এখানে কর্মবন্ধন বলতে বোঝায় যে কর্ম (পুনজন্মের মুহূর্তে) আন্তরিক ফল প্রদান করে সেরূপ কর্মকে বোঝায়। অকুশলকর্ম বলতে বোঝায়, যার মধ্যে মিথ্যা দৃষ্টি বিদ্যমান, বা যার মধ্যে উভয় লিঙ্গত্ব নপুংসক বর্তমান। কর্মফল বলতে বোঝায়: যার মধ্যে প্রতিসন্ধি (জন্মধারণ) ক্ষণে কুশল হেতু ছিল না বা অহেতুক-দ্বিহেতুক মূল বর্তমান। শ্রদ্ধাহীনত: বলতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি হীনতা বোঝায়। ছন্দ বলতে বিরোধার্থকভাবে প্রতিপদের আগ্রহ বিরতি বোঝায়। প্রজ্ঞা: লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান। কুশলধর্ম সমূহে প্রবেশে অনিশ্চয়তা: ১ অর্থে বোঝায় এসব কুশল ধর্ম সমূহ আর্যমার্গে প্রবেশে অসমর্থ তাই বলা হয় নিশ্চিত এবং সম্মত।

৪২. এসব শুধু কৃৎস্ন ধ্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কোন ধ্যান বিষয়ে ও সফল হওয়া যায় না। সে কারণে কুলপুত্রগণ (যারা) কর্ম বিপাক ক্লেশ বিপাক জনিত অকুশলমুক্ত এবং নিবরণমুক্ত তাঁদের কাছ থেকে ভাবনা বিষয় নিয়ে ধ্যানোন্নয়ন করতে হবে। তাঁদের কাছে ধর্ম শ্রবণান্তর শ্রদ্ধা, ছন্দ, প্রজ্ঞা বর্ধন করে সাধনার বিষয় গ্রহণ কর্তব্য।

পরমার্থ জনের হিতার্থে
বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের অপর কৃৎস্নধ্যান নামক
পঞ্চম অধ্যায় এখানে সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দশ অশুভ ভাবনা গ্রহণ বিবরণ

(অসুভ কম্মঠ্‌ঠান নিদ্দেস)

সাধারণ সংজ্ঞা (প্রাথমিক ধারণা)

১. কৃৎস্ন ধ্যানান্তর দশ প্রকার (শবদেহ জনিত) অশুভ কর্মস্থান ভাবনা অনুক্রমে উপস্থাপিত হলো (১৭৮)। তন্মধ্যে : উর্দ্ধস্ফীত, বিনীলক, পুঁজপুর্ণ, ছিদ্রীকৃত, বিখাদিত, বিক্ষিপ্ত, কর্তিত, বিক্ষিপ্ত, কীটপূর্ণ, রক্তাক্ত, অস্থিঞ্জর।

২. উর্দ্ধস্ফীত : প্রাণবায়ুরুদ্ধ হলে ভস্ত্রী বা হাবারের বাতাসের মতো ইহা স্ফীত হয়ে উঠে বলে একে উর্দ্ধস্ফীত বলে। যা উর্দ্ধদিকে ফুলে উঠে তা উর্দ্ধস্ফীত। অথবা বিকল্পে যা স্ফীত তা কুৎসিত, ঘৃণিত। বস্তুর স্বভাব বলে উর্দ্ধস্ফীত। শবের এ স্বভাব কোন এক সময় ঘটে।

বিনীলক : বিসদৃশ বর্ণ ধারণ কবরে বলে বিনীলক। যা বিনীলক তা বিনীলক অথবা বিকল্পে যা বিনীলক তা স্বভাবত: কুৎসিত। তাই বলা হয় বিনীলক। শবের ধরনই এরকম, যা মাংসল স্থূল ঈষৎ লাল বর্ণের হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীল-কালতে (নীল) স্পষ্ট। যেখানে পুঁজ জন্মেছে তা শ্বেত বর্ণের হয়। কিন্তু অধিকাংশস্থলে নীল-কাল রং হয়। মনে হয় নীল-কাল বস্ত্রে আবৃত।

৩. **পূঁজপূর্ণ :** ক্ষত বা ভাঙা স্থান হতে পূঁজ পূর্ণ বলা হয়। পূঁজ নির্গত হওয়াকে পূঁজপূর্ণ বলা হয়। বিকল্প অর্থে যা কর্তিত (বিছিদ্দ) তা কুৎসিত ঘৃণ্য। এতে বীভৎসতা বিদ্যমান। তাই ইহাকে পূঁজপূর্ণ বলা হয় (পুলবক)। ইহা শব্দের নিয়তি স্বরূপ।

৪. **ছিদ্রীকৃত :** কেটে দ্বিখণ্ডিত করে খুলে দেওয়াকে ছিদ্রীকৃত (বিচ্ছিদিক) বলা হয়। কেটে খুলে দেওয়া হলো বিছিদ্র (বিছিদ্দিক) বিকল্পে যা কর্তিত হয়েছে (বিছিদ্দ) তা বীভৎস ঘৃণিত (কুচ্ছিত) কারণ ইহা কুৎসিৎ। এ কারণে ইহা বিছিদ্রীকৃত। ইহা শবের স্বভাগজাত রূপ। (179)

৫. **বিখাদিত :** কুকুর, শৃগাল কর্তৃক যত্রতত্র বিভিন্নভাবে গর্বিত বলে বিখাদিত (বিকখায়িত)। যাতে কামড়ের বহুচিহ্ন বিরাজমান তা বিখাদিত (বিক্‌খাযিত)। অথবা পক্ষান্তরে বিখাদিত তা কুৎসিত ঘৃণিত। যা বিখাদিত তা কুৎসিত (কুচ্ছিত)। এটি শবের সে অবস্থার একটি অনিবার্য শর্ত।

৬. **বিক্ষিপ্ত :** যা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা বিক্ষিপ্ত। (বিবিধং খিত্তং) যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা বিক্ষিপ্ত (বিখিত্ত) অথবা বলা যায় যা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে তা কুৎসিত-ঘৃণিত। কারণ এটি বীভৎস বলে তা বিক্ষিপ্ত। (বিক্কিত্তক) এটি শবের অনিবার্য শর্ত যে, কুৎসিত–ঘৃণিত। কারণ এটি ভীবৎস বলে তা বিক্ষিপ্ত। (বিক্কিত্তক) এটি শবের অনিবার্য শর্ত যে, এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এখানে হাত ওখানে পা, ওখানে মাথা।' (cf.m.i-158)

৭. **কর্তিত বিক্ষিপ্ত :** যা হত কর্তিত হয়ে বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়ে আছে তা বর্ণিতরূপ কর্তিত বিক্ষিপ্ত (হতকত্তিক বিরিখতক) হয়ে পড়ে আছে। চাকু দিয়ে কাটার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাকের খাবার স্বরূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা শবের অনিবার্যতা।

৮. **রক্তাক্ত :** রক্ত নিঃসরিত (কিরতি), বিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত (লোহিত) এবং যত্রতত্র ছিটিয়ে থাকে বলে ইহাকে রক্তাক্ত বলা হয় (লোহিতক), শবদেহের অনিবার্যতা রক্ত নিঃসরণ অবস্থায় ছিটিয়ে পড়ে থাকা।

৯. **কীটপূর্ণ :** পোকার ডিমকে জীবাণু (পুলুবক) বলে। জীবাণুকে ইহা ছড়িয়ে দেয় (কিরতি) বলে। (পুলুবক) শবের মধ্যে ইহা আর একটি অনিবার্যতা যে জীবাণুতে পূর্ণ হয়ে যায়।

১০. **অস্থিপঞ্জর :** অস্থির সমষ্টিই অস্থিপঞ্জর (আটাক) অথবা অন্যভাবে অস্থি (অট্ঠি) কুৎসিত–ঘৃণিত। কারণ ইহা কুৎসিত বলে অস্থিক (অটিঠক) এটি অস্থিপঞ্জ বা একটি অস্থি অর্থে জ্ঞাতব্য।

১১. উর্দ্ধস্ফীত প্রভৃতির ওপর চিত্তৈকাগ্রতার ফলে উৎপন্ন নিমিত্ত সমূহের উৎপত্তি হয় বলে এ নামে খ্যাত।

১২. **উর্দ্ধস্ফীত ধ্যান :** কোন সাধক উর্দ্ধস্ফীত ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে ধ্যানবৃদ্ধি করতে চাইলে উর্দ্ধস্ফীত দেহে নিমিত্ত উৎপাদন করা কর্তব্য। তিনি কৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিত মতে এরূপ একজন আচার্যের শরণাপন্ন হবেন। তাঁর নিকট হতে ধ্যান শিক্ষা গ্রহণ করবেন। আচার্য তাঁকে ধ্যানের বিষয় নির্বাচন করে দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন। এতে তিনি অশুভধ্যানে নিমিত্ত গ্রহণের জন্য উপদেশ দেবেন। চর্তুপার্শ্বের নিমিত্ত বৈশিষ্ট্য এগার প্রকার উপায়ে নিমিত্ত গ্রহণ, গমনাগমন পথের প্রত্যবেক্ষণ, অপর্ণার লক্ষ্যে উপদেশের সমন্বয়

সাধন করবেন । যখন সাধক এতে দক্ষতা অর্জন করবেন তিনি প্রস্তাবিত বিহারে গমন এবং নিমিত্ত উৎপাদনের জন্য অবস্থান করবেন।

১৩. ইতোমধ্যে তিনি লোকমুখে কোন গ্রামদ্বারে, বা পথিমধ্যে, কোন বনের দ্বারে বা পর্বতের পাশে বা কোন বৃক্ষমূলে (140) বা কোন সমাধিস্থানে উর্দ্ধস্ফীত দেহ আছে বলে শুনেই হেঁটে পার পার অযোগ্য নদীতে লাফ দেওয়ার মত গমন করা উচিত নয়। কারণ এ অশুভের মধ্যে বন্য প্রাণীর আশ্রয়, অমনুষ্য আশ্রয় হতে পারে এবং তাতে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে অথবা সম্ভবত: ইহার নিকট যেতে কোন গ্রামদ্বারে,স্নস্নানস্থানে, কৃষি ক্ষেতে এবং বিপরীত লিঙ্গের দর্শন হতে পারে। অথবা হয়ত: বিপরীত লিঙ্গের (শব দেহ) দর্শন পুরুষের পক্ষে স্ত্রী এবং স্ত্রীর পক্ষে পুরুষের অযোগ্য। যদি সদ্যমৃত সুন্দর, সুন্দরী হয় শুভ জীবন নিয়ে বিপজ্জনক হয়। যদি তিনি এভাবে বিচার করেন, আমার মত ব্যক্তির পক্ষে ইহা কঠিন কিছু নয়'–তবে সেখানে যেতে পারেন।

১৫. যখন তিনি যাবেন, তখন কোন জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু কিংবা সুপরিচিত ভিক্ষুকে জ্ঞাত করে যাবেন। কেন ?

১৬. যেহেতু যদি সমাধিস্থানে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভয়ে কম্পিত হয়। অথবা যদি দৃশ্যমান বা অদৃশ্য অমনুষ্যে, সিংহ, বাঘ ইত্যাদির বিপরীতধর্মী নিমিত্তের সাথে সংঘাত হয় তখন ভয়ে তার উচ্চ কণ্ঠ হয় (চিৎকার)। অথবা যদি তিনি কোন রোগে আক্রান্ত হন তবে যার কাছে বলা আছে তাকে তার পাত্রচীবর বিহারে যত্ন নিতে বলবেন। অথবা তার নিকট কনিষ্ঠ ভিক্ষু বা শ্রামণেরদের পাঠিয়ে যত্ন নিতে বলবেন।

১৭. অধিকন্তু, ডাকাতেরা ভালো কিংবা মন্দ হোক শ্মশান স্থান তাদের জন্য নিরাপদ বলে মনে করে। লোকজন তাদেরকে তাড়া করলে তারা ভিক্ষুর পাশে চোরাইমাল রেখে পালিয়ে যায়। লোকজন ভিক্ষুকে জব্দ করতে পারে এ বলে, "আমরা চোরকে হাতেনাতে ধরেছি। লোকজন তাকে তর্জন গর্জন করতে পারে। সে সময় তিনি থাকে পূর্বাহ্নে বলে রেখেছেন। তিনি লোকজনকে বলবেন, "তাকে তর্জন গর্জন করো না, তিনি আমাকে জানিয়ে বিশেষ কাজের জন্য ওখানে গিয়েছেন।" এভাবে তিনি তাঁকে উদ্ধার করে থাকেন। কোন কাউকে বলে গমনের ইহাই তার উপকার।

১৮. বর্ণিত প্রকার ভিক্ষুর নিকট তা জ্ঞাত করে অতঃপর ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের বিজয় অভিষেক উপলক্ষে আয়োজিত যজ্ঞাশালায় একের পর এক জয়োল্লাস চিত্তে আহুতি প্রদানের জন্য গমন করে কিংবা নিঃসম্বল ব্যক্তি ভূগর্ভস্থ নিধি উদ্ধারস্থানে প্রফুল্ল চিত্তে গমন করে এবং অর্থকথায় বর্ণিত পরামর্শ মতে গমন উচিত।

১৯. তাতে উক্ত হয়েছে : উর্দ্ধস্ফীত অশুভ নিমিত্ত গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি অবিরাম স্মৃতি উপস্থাপন করে অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে (বিহার থেকে) বহির্গমন (১৮১) এবং প্রত্যাবর্তন মার্গ প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে একাকী ও অদ্বিতীয় গমন করেন। যেস্থানে উর্দ্ধস্ফীত অশুভ নিমিত্ত নিক্ষিপ্ত থাকে সেস্থানের চারদিকের পাষাণ বা বল্মীক ঢিবি বা বৃক্ষরাজি ঝোপ, লতামণ্ডিত স্থানের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্মার্জিত আলম্বন ও নিমিত্তালম্বন গ্রহণ করেন। এ সাথে উর্দ্ধস্ফীত অশুভ নিমিত্ত বাস্তবতা লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট গন্ধ প্রবাহ উপধারণ করেন। অত:পর তিনি সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে নিমিত্ত গ্রহণ করেন। যথা : বর্ণ, চিহ্ন, আকৃতি, নির্দেশনা, সংস্থান, সীমানা, সন্ধি, বিবরাত, নিম্নস্থসন্ধি উত্তালতা, এবং চতুর্দিকস্থ

২০. সে নিমিত্ত সংগৃহীত করে, সুনির্দিষ্টভাবে নিমিত্ত গ্রহণ করেন। যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করে তিনি একাকী অসঙ্গী হয়ে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ ধারণ করেন। এতে তিনি ইন্দ্রিয়াদির গুপ্তদ্বার করেন, মনকে বহির্জগতে ধাবিত করেন না। এভাবে তিনি বহির্গমন এবং অন্ত: গমন প্রত্যবেক্ষণ করেন।

২১. চংক্রমণে তিনি তদ্ভাব হয়ে চংক্রমণ করেন। উপবেশনে তদ্ভাব হন, তদ্ভাবস্থ আসন গ্রহণ করেন পরিবেষ্টিত পরিবেশনের নিমিত্তের উদ্দেশ্যে, উপযোগিতার বেশিষ্ট্য কি ? চতুর্দিকস্থ নিমিত্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তাতে অসম্মোহ উৎপাদন ইহার উপযোগিতা। অমোহই ইহার অনিশংস। একাদশ উপায়ে নিমিত্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপযোগিতা কি ? একাদশ উপায়ে নিমিত্তকে চিত্তে রেখাপাতের উদ্দেশ্যে ও ইহার উপযোগিতা রেখাপাত করা প্রয়োজন। গমনাগমনা বীথি প্রত্যবেক্ষণ কি ও ইহার উপযোগিতা কি ? গমনাগমন বীথি প্রত্যবেক্ষণে চিত্ত তার উদ্দেশ্যে এবং উপযোগিতার প্রতি দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকে। এতে চিত্ত মার্গপ্রীতি এবং মার্গনিশংস যুক্ত হয়।

২২. যখন উপযোগদর্শীও রত্নকুম্ভ বলে বোধ জন্ম নেবে তখন এবং প্রীতি উৎপন্ন হবে তখন তিনি সে নিমিত্তে মনস্থির করবেন "নিশ্চয়ই আমি জরা মৃত্যু হতে বিমুক্ত হতে পারবো এ পথে। তারপর নিজেকে কাম ও অকুশল হতে বিমুক্ত রেখে প্রথম ধ্যান মার্গে প্রবেশ এবং অস্থান করান। এতে তাঁর রূপাবচর প্রধান ধ্যান, ভাবনাজনিত পুণ্য ক্রিয়ায় দিব্য বিহার করেন।

২৩. চিত্ত সংযমনায় তিনি শ্মশান ভিটায় গমন ঘন্টা বা ঘোষণাপত্র জারি করে যাবেন। কর্মস্থান গ্রহণই যদি প্রধান গমনোদ্দেশ্য হয় তবে তিনি অসঙ্গীও একাকী যাবেন। সাথে কেউ থাকবে না। তিনি তাঁর মুখ্য কর্মস্থান ব্যক্ত না করে এবং তা সতত চিত্তে ধারণ করে একটি চংক্রমণ যষ্টি ধারণ বা কুকুরের আক্রমণ এড়ানোর লাঠি নিয়ে (184) নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি স্থাপন করবেন। ষড় ইন্দ্রিয় অন্তভাব ধারণ করে বহির্গমন মানস কর্তব্য।

২৪. তিনি বিহার হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ফটকদ্বার লক্ষ্য করবেন, দিক লক্ষ্য করবেন। পরে কোন পথধরে কোন দিকে যাচ্ছেন, পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে, উত্তর নাকি দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন অথবা তৎমধ্যস্থ দিকে যাচ্ছেন সঠিক ধারণা নেবেন। এখানে বাম দিকে এখানে ডান দিকে গেল। এই জায়গায় উইয়ের ঢিবি, এখানে বৃক্ষ, এখানে গাছ, এখানে লতাপাতা বলে গমনাপথ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে নিমিত্ত স্থানে গমন কর্তব্য।

২৫. বায়ুর প্রতিকূলে গমন অনুচিত। এতে পশ্চাৎগন্ধ বায়ুর শ্বাস গ্রহণের ফলে মস্তিষ্ক কোপিত হতে পারে। আহার বন্ধ করতে পারে (বমি হতে পারে)। আমি কিরূপ পুঁতিগস্থানে এসেছি বলে মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে (ঘৃণা বশত)। সে কারণে প্রতিকূল বায়ুতে গমন বিধেয় নয়। অনুকূল বায়ুতে গমন বিধেয়। এতে যদি পথে পর্বত, গভীর, সংকীর্ণ, গিরিকন্দর, প্রস্তর, বেড়া, কাঁটাবট, জলাশয় ও কর্দম, শুকরাশ্রিত পথ হয় তবে তিনি চীবরের কোণা দিয়ে নাক বন্ধ করে অগ্রসর হবেন। এসব তাঁর গমন ব্রত বলে জ্ঞাতব্য।

২৬. এভাবে সেস্থানে গমনের পর তিনি সরাসির নিমিত্ত গ্রহণের লক্ষ্যে উর্দ্ধস্ফীত অশুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হয় না: চিত্ত ও সেখানে ব্যাপ্তি লাভ করে না, তা বর্জন করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে যেখানে দাঁড়িয়ে নিমিত্ত স্পষ্ট হয় চিত্ত কর্মশীল হয় সেখানে অবস্থান করা কর্তব্য। তিনি বায়ু প্রতিকূল স্থান বর্জন করবেন। বায়ু প্রতিকূল স্থানে স্থিত হলে বিপরীত দিক হতে আগত পচাগন্ধযুক্ত বায়ু

চিত্তকে নিপথে চালিত করে। যদি তিনি বায়ুর অনুকূলে স্থিত হন তবে অমনুষৎ (যদি থাকে) তারা ক্রুদ্ধ হয়ে অনিষ্ট ঘটায়। সে কারণে তিনি সামান্য সরিয়ে গিয়ে নাতি অনুকূল বায়ুতে অবস্থান নেবেন। (183)

২৭. তা সত্ত্বেও তিনি নাতিদূরে-নাতিকাছে পায়ের দিকে বা মাথার দিকে ঝুঁকে থাকবেন না। অতিদূরে অবস্থান নিলে চিত্তের আলম্বন স্পষ্ট হয় না, অতিকাছে অবস্থান হলে তিনি ভীতাকুল হতে পারেন। তিনি মাথা বা পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লে উর্দ্ধস্ফীত অশুভ নিমিত্ত তাঁর কাছে সমানভাবে প্রতিভাত হয় না। সে কারণে অবলোকনকারী নাতিদূরে, নাতিকাছে দেহের মধ্যভাগে বিপরীত দিকে দৃশ্যমান স্থানে অবস্থান নেওয়া কর্তব্য।

২৮. তারপর তিনি নিম্নে বর্ণিত মতে চর্তুপার্শ্ব স্থান বৈশিষ্ট্যায়ন করবেন: উর্দ্ধস্ফীত অশুভ নিমিত্তটি কোথায় কোনদিকে পরিত্যক্ত হয়েছে, তা তিনি দৃষ্টিনিবদ্ধ করবেন; ...... দৃষ্টিপাত করবেন গুল্ম-পাতা।

২৯. **বৈশিষ্ট্যায়নের নির্দেশনা এরূপ :** নিমিত্তের নিকটে-দৃষ্টিপথে যদি পাষাণ থাকে তা উঁচু বা নিচু, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, বাদামি বা কাল বা শ্বেত, দীর্ঘ বা গোলাকাররূপে সংজ্ঞায়িত করবেন। তারপর তিনি লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন: এ সেস্থান এ পাষাণ, এ অশুভ নিমিত্ত এ পাষাণ পর্বত বলে সম্বন্ধ স্থাপন করবেন।

৩০. তাতে যদি উইয়ের ঢিবি থাকে, তবে এটি উঁচু বা নিচু, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, বাদামিবর্ণ বা কালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, লম্বা বা গোলাকার নির্ধারণ করবেন। পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করবেন: এস্থান, এ ঢিবি অশুভ নিমিত্ত।

৩১. সেখানে যদি বৃক্ষ থাকে তা তিনি **এভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন**: এটি অশ্বত্থ বা নিগ্রোধ, কক্কচক বৃক্ষ বা আপেল বৃক্ষ, উঁচু বা নিচু, এটি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কাল বা শ্বেত তা সংজ্ঞায়িত করবেন। তারপর পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করবেন: এস্থান, এ বৃক্ষটি এটি অশুভ নিমিত্ত।

৩২. যদি ঝোপঝাড় থাকে তবে তিনি তা এভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন ; এটি সিন্দি, ঝোপঝাড়, এটি করমন্দ ঝোপ, বা কন্বিবীর ঝোপ, বা করণিক ঝোপ বা কবন্ধক ঝোপ, ইহা উচ্চ কি নিচ, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বলে।" পরে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করবেন; এ স্থানটি এ ঝোপটি, এটি অশুভ নিমিত্ত।

৩৩. যদি লতাপাতা থাকে, তিনি তা এভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন : এটি কি অলাবু লতা, নাকি কুষ্মাণ্ড লতা, বা বাদামী লতা বা কাললতা বা

পুঁতিলতা। তারপর পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করবেন : এস্থানে, এ লতাপাতার গুল্ম এ অশুভ নিমিত্ত, এ অশুভ নিমিত্তে; এ লতাগুল্ম।

৩৪. ইহার নির্দিষ্ট নিমিত্তসহ সম্বন্ধের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যায়ন, নির্দিষ্ট নিমিত্ত এ মাত্র যে বলা হয়েছে তা তিনি পুনঃপুন সংজ্ঞায়ন করবেন এবং লক্ষ্যে সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। এ দুই বিষয়ে যখন তিনি সময়ে সম্বন্ধ নির্ধারণ করবেন : এ পাষাণ, এই অশুভ, নই অশুভ নিমিত্ত, এই পাষাণ বলে দুই দুই নিমিত্ত সংক্ষেপে সংজ্ঞায়ন ও সম্বন্ধ স্থাপন করবেন।

৩৫. এভাবে সম্পন্ন করে পুনরায় তিনি বর্ণিত উর্দ্ধস্ফীতের স্বভাব এবং নিজের মনের মধ্যে এভাবে স্থান করে দেবেনঃ ইহা ব্যক্তিক উপাদান। স্ফীত হওয়া ইহার স্বভাব; ইহা সাধারণ্যে সমানরূপ নয়। যেহেতু বলা হয়েছে; ব্যক্তিক উপাদানের নির্ধারিত পরিণতি (স্বভাবতঃ) তার অর্থ এই যে, ব্যক্তিক উপাদানের নিরিখে ইহাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। ইহার প্রকৃতিগত বায়ুতে স্ফীত।

এভাবে সংজ্ঞায়িত করে নিম্নে বর্ণিত ছয়টি উপায়ে তিনি নিমিত্ত গ্রহণ করবেনঃ ১) ইহার বর্ণ ২) চিহ্নিতকরণ ৩) আকৃতিগত ৪) দিকনির্ণয় ৫) অবস্থানরত ৬) এবং সীমারেখা তা কিরূপে ?

৩৬. ১) সাধক বর্ণিত এভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন। যেমন-'এই দেহটি একজন কৃষ্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ, হলুদবর্ণের চর্মাবৃত লোকের।'

৩৭. ২) স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গ চিহ্নিত না করে তিনি চিহ্নিত করবেন-প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়ের বয়সের বলে।

৩৮. ৩) **আকৃতিগত :** উর্দ্ধস্ফীতকে তিনি সংজ্ঞায়িত করবেনঃ ইহার মাথার আকৃতি, ইহা গ্রীবার আকৃতি, ইহা হাতের আকৃতি, ইহা বৃক্ষের আকৃতি, ইহা পেটের আকৃতি, ইহার নাভির আকৃতি, ইহা কাঠির আকৃতি, ইহা তরুণ আকৃতি, ইহা জঙ্ঘার আকৃতি, ইহা পায়ের আকৃতি।

৩৯. ৪) তিনি এভাবে সংস্থান করে ইহা **সংজ্ঞায়িত করবেনঃ** এদেহে দুটো দিক নির্দেশনা বর্তমানঃ নাভি থেকে নীচের অংগ এর উপরের অংগ। বা পক্ষান্তরে তিনি এভাবেও বিভাজন করতে পারেন "আমি এদিকে স্থিত আছি আর অশুভ নিমিত্ত অপরদিকে স্থিত আছে।'

৪০. ৫) যে অবস্থায় আছে তা তিনি এভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন হাত দুটো এভাবে আছে, পদদ্বয় এভাবে আছে, এখানে মস্তক, মধ্যদেহ এস্থানে

স্থিত। অথবা তিনি বিকল্পে সংজ্ঞায়িত করবেন এভাবেঃ আমি দিকে স্থিত আছি তার অশুভ নিমিত্ত অপরদিকে স্থিত আছে।

৪১. ৬) তিনি সীমা নির্ধারণ করে এভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন যথা : এ দেহ নিম্নে পদতল এবং উর্ধদিকে কেশমস্তক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। চারদিকে চর্মাবৃত। এ স্থানটি এই প্রকার কুণপ দ্বারা পরিপূর্ণ। অথবা বিকল্পেঃ তিনি এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেনঃ ইহা হস্ত বিভাগ, ইহা পদ বিভাগ, ইহা শির বিভাগ এবং এ হচ্ছে মধ্যম কায়বিভাগ।

৪২. যা হোক, পুরুষের জন্য স্ত্রীদেহ, স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষদেহ ভাবনাপোযোগী নয়। বিপরীত দেহে আলম্বন উপস্থিত হয় না। (তাতে আলম্বন প্রতিকূল হয়ে থাকে)। বিপরীত লিঙ্গের দেহে অবয়ব উপস্থিত হয় না। যা ভুল প্রত্যয় বশে (বিপ্পন্দন) উত্তেজনা জন্মে। মধ্যম অর্থকথায় উক্ত হয়েছে "স্ত্রীদেহ পচা হলেও পুরুষের চিত্ত আকৃষ্ট করে এবং দাঁড় করায়। তাই সমলিঙ্গের দেহের ছয় প্রকারে নিমিত্ত গ্রহণ কর্তব্য।

৪৩. যদি কোন কুলপুত্র পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট নিমিত্ত গ্রহণ করে থাকেন, ধূতাঙ্গ অনুশীলন করে থাকেন, মহাভূত চতুষ্ক দ্বারে প্রবেশ করে থাকেন, শীল বিশুদ্ধ জীবনযাপন করে থাকেন, ভাবনা করে থাকেন, সংস্কাররূপ বীজ উৎপাটন করে থাকেন, প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণকলুষ বর্তমান, তখন তাঁর মধ্যে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপত্তি হয়। এভাবে তাঁর নিকট নিমিত্ত উপস্থিত না হলে তবে ছয়োপায়ে নিমিত্ত গ্রহণ করতে হবে।

৪৪. এতদসত্ত্বেও যদি নিমিত্ত উৎপত্তি না হয়, তিনি পঞ্চুপায়ে নিমিত্ত উৎপন্ন করবেনঃ ৭) সন্ধিস্থল দ্বারা ৮) ছিদ্র বা ফাটল স্থল দ্বারা ৯) স্ফীত অবতল ১০) উত্তলতা (ফোলাস্থান) ১১) এবং সর্ব পরিমন্ডল।

৪৫. ৭) **অত্র সন্ধিস্থল** : স্পষ্টতঃ ১৮২ প্রকার সন্ধিস্থল দৃশ্যমান। উর্দ্ধস্ফীতের মধ্যে ১৮০ প্রকার সন্ধিস্থল কিভাবে নির্দেশ করা যাবে ? সম্ভবতঃ ১৪ প্রকার সন্ধিস্থল নির্দেশ করা যেতে পারে। যথা : দক্ষিণের বাহুতে তিনটি সন্ধি, বাম বাহুতে তিন সন্ধি, ডান পায়ে তিন সন্ধি, বাম পায়ে তিন সন্ধি। ঘারে এক সন্ধি এবং উরুতে একসন্ধি।

৪৬. ৮) **ছিদ্রস্থলঃ** দুই সন্ধির মধ্য ফাঁকাস্থল। যেমন হস্ত-অন্তর, পক্ষান্তর, উদরান্তর, কর্ণান্তর- এভাবে সংজ্ঞায়িত করবেনঃ তিনি উন্মীলিত বা নির্মীলিত চোখে, শব্দযুক্ত বা নিঃশব্দ।

৪৭. ৯) **স্ফীত অবতলে :** চক্ষুকূপ বা মুখগহ্বর বা গলনালী বলে শরীরের সংজ্ঞায়িত করবেন। অথবা তিনি সংজ্ঞায়িত করবেন : আমি একটি অবতলে দাঁড়িয়ে আছি, শরীরটা একটি অবতলে অবস্থিত।

৪৮. ১০) **অবতল ক্ষেত্র :** তিনি জানু অথবা বক্ষ, অথবা ললাট যে উন্নত স্থান তা তিনি সংজ্ঞায়িত করবেন। অথবা তিনি সংজ্ঞায়ন করবেন : আমি স্ফীত উদর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। দেহটি একটি স্ফীত স্থানে আছে।

৪৯. ১১) **পরিমণ্ডলতঃ** দেহখানা পরিমণ্ডলাকের সংজ্ঞায়ন করা কর্তব্য। জ্ঞান সহকারে দেহখানা পরিকর্ম করে তিনি তার মনকে এভাবে স্থাপন করবেন, দেহের যে অংশ স্ফীত তা দেখে উর্দ্ধস্ফীত, উর্দ্ধস্ফীত বলে জপ করবেন। তাতেও যদি ইহা পরিদৃশ্য না হয় এবং যদি উদর পর্যন্ত অতিরিক্ত উর্দ্ধস্ফীত হয়, তাতে 'উর্দ্ধস্ফীত উদ্ধস্ফীত' বলে চিত্ত স্থাপন কর্তব্য।

৫০. 'তিনি সে নিমিত্ত সুগৃহীত করে'—ইত্যাদি কথাটির বিশ্লেষণ এরূপঃ সাধক এই দেহে বর্ণিত মতে নিমিত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুগ্রহণ করা কর্তব্য। সুস্থিত মনে স্মৃতি আবর্জন কর্তব্য। এভাবে পুনঃ পুনঃ করার ফলে তিনি লক্ষ্য করবেন যে, ইহা তাঁর স্মরণ আছে কিনা, সঠিক সংজ্ঞায়ন হয় কিনা। দেহের অতিদূরে, অতি নিকটে এক স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি চক্ষু উন্মীলন করে লক্ষ্য করবেন এবং নিমিত্ত গ্রহণ করবেন। (186) চক্ষু উন্মীলন করে তিনি শতবার, সহস্রবার অবলোকন করবেন (এ বলে যে,) উর্দ্ধস্ফীত প্রতিকূল (অশুভ), উর্দ্ধস্ফীত প্রতিকূল, (অশুভ বলে চক্ষু নিমীলন করে জপ করবেন।

৫১. এভাবে পুনঃপুনঃ আবর্জন করার ফলে 'উদগ্রহ' নিমিত্ত তার নিকট স্পষ্টভাবে সুগৃহীত হয়। এ নিমিত্ত কখন সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হয় ? যখন উন্মীলন চক্ষু নিমীলন করাতে কিংবা নিমীলিত চক্ষু উন্মীলন করার ফলে একই আবর্জনে এবং একই রকম প্রতিভাত হয় তখন ইহা সুগৃহীত হয়েছে বলে জ্ঞাতব্য।

৫২. এভাবে সুষ্ঠুভাবে নিমিত্ত সুগৃহীত হলে, সুষ্ঠুভাবে স্মরণে আসে এবং সুষ্ঠুভাবে হয়। এখন তিনি যদি সেস্থানে ভাবনার পরিসমাপ্তি করতে না পারেন তবে তাঁর আগমন কালে বর্ণিত মতে একাকী, অদ্বিতীয় ও নিঃসঙ্গী হয়ে চিত্তে সে ধ্যান নিমিত্ত অবধারণ করে, স্মৃতি সুরক্ষা করেন। অন্তগমন

ইন্দ্রিয়াদি যাতি বহির্গত না হয় (সেভাবে) নিজের শয়নাসনে প্রত্যাবর্তন কর্তব্য।

৫৩. শ্মশান হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি এভাবে মার্গ সংজ্ঞায়িত করবেন ঃ আমি যে মার্গে নিষ্ক্রান্ত হলাম তা পূর্বদিক ইত্যাদির দিকে গিয়েছে, অথবা বিদিশাভিমুখে গিয়েছে অথবা এ স্থান বাম দিকে, এ স্থান ডান দিকে গিয়েছে, এস্থানে পাষাণ, এস্থানে উইয়ের ঢিবি, এ স্থানে বৃক্ষ, এ স্থানে ঝোপঝাড়, এ স্থানে লতাগুল্ম রয়েছে।

৫৪. এভাবে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন মার্গ সংজ্ঞায়িত করে যখন ফিরে আসেন, চংক্রমণ সময়েও তদানুরূপ সূচক অশুভ নিমিত্তে দৃষ্টিপাত কর্তব্য। ইহার ভাবার্থ হলো-যেদিকে অশুভ নিমিত্ত বর্তমান সেদিকে মুখ করে যেন চংক্রমণপথ রচিত হয় এবং তখন তিনি উপবেশন করবেন তখন আসনও যেন সেদিকে মুখ করে করা হয়।

৫৫. কিন্তু সেদিকে যদি গর্ত বা গভীরখাদ, বা বৃক্ষ বা বেড়া বা কর্দম থাকে, যদি তিনি সেদিকে মুখ করে পূর্বাপর চংক্রমণ করতে না পারেন, যদি সেরূপে কোন কক্ষের অভাবে সেমুখে আসন গ্রহণ সম্ভব না হয়, তবে তিনি সেদিকে অবলোকন না করে আকাশ অনুকূলে চংক্রমণ এবং আসন গ্রহণ কর্তব্য। কিন্তু তাঁর চিত্ত সেদিকে নিবদ্ধ থাকবে।

৫৬. **ইদানীং চতুর্দিকের বৈশিষ্ট্যায়ন প্রয়োজন :** কি প্রয়োজন ? উত্তরে বলা যায় যে, কথাগুলোর শুরুতে বলা যায় "অমোহ ইহার উদ্দেশ্য এভাবে যদি কেউ এস্থানে অসময়ে উর্দ্ধস্ফীত অশুভ নিমিত্তের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়, চতুর্দিকস্থ নিমিত্ত বৈশিষ্ট্যায়নকে চক্ষু উন্মীলিত করে তৎক্ষণাৎ সে দেখতে পাবে মৃত শরীর উঠে দাঁড়িয়ে আছে, যেন হাত কুড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে যেন পশ্চাদানুসরণ করছে (১৮৭), এবং যখন ভয়জনক ভীবৎসরূপ দেখে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, উন্মত্ত হয়, ভয়ে লোমহর্ষক বা স্তম্ভিত হয়। যে আটত্রিশ প্রকার ধ্যানের বিষয় শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে তাতে এ ধরনের ভয়জনক আলম্বন নেই। ধ্যানালম্বনে কারও ধ্যান নষ্ট হতে পারে। কি কারণ ? কর্মস্থানের অতি ভীতিজনিত।

৫৭. সে কারণে যোগীকে দৃঢ়াবস্থান গ্রহণ করতে হবে। স্মৃতিকে দৃঢ় ভীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি ভীতিকে এভাবে অপনোদন করবেন: কোন মৃত শরীর দাঁড়াতে পারে না, এবং কাউকে পশ্চাৎধাবন করতে পারে

না। মৃত শরীর ও আগমন করত। যেহেতু লতাগুল্ম আসছে না সেহেতু মৃত শরীর আসতে পারে না। "ইহা তোমার সংজ্ঞাজ, সংজ্ঞায় সৃষ্ট। আজ তোমার সাধনা দ্বারে সমাগত। ভীত হয়ো না, হে ভিক্ষু বলে উচ্চাস কর (হাস), নিমিত্তে চিত্ত নিবিষ্ট কর। ঐভাবে তিনি এক বিশেষ অভিধায় উপনীত হবেন। 'বৈশিষ্ট্যায়ন' কথাটি চতুর্দিকস্থ নিমিত্তগুলো অমোহ জনিত বলে এজন্যে এখানে উক্ত হয়েছে।

৫৮. একাদশ উপায়ে নিমিত্ত গ্রহণ শেষ করে কর্মস্থান সুগৃহীত করতে হয়। চক্ষু উন্মীলিত করে অবলোকনান্তে উদ্গ্রহ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। তাতে তাঁর চিত্তকে আরো গভীরভাবে সঞ্চারণ করলে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। প্রতিভাগ নিমিত্তে চিত্ত আরও সঞ্চারণ করলে অর্পণা অধিগম হয়। যখন তিনি অপর্ণাতে পতিত বলে নিশ্চিত হবেন তখন বিদর্শনে বৃদ্ধি করে অর্হত্বে উপনীত হবেন। সে কারণে বলা হয়েছে: 'অপর একাদশ উপায়ে নিমিত্ত সুগৃহীত করে চিত্তকে দৃঢ়তর নোঙর নেয়াই ইহার লক্ষ্য।'

৫৯. গতাগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণে চিত্তকে মার্গে সুরক্ষিত করা হয়। তার অর্থ এই যে, গত মার্গ এবং আগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণে ধ্যানের বিষয় গতাগত চিহ্নকে যথাযথ প্রতিপাদন করেন।

৬০. ধ্যানী ভিক্ষু কর্মস্থান গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে "ভন্তে আজ কোন তিথি ? যদি ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, অথবা তাঁকে স্বাগত জানায়, তবে কর্মস্থানিক বলে নীরবতা আবলম্বন উচিত নয়। কোন তিথি বলবেন, প্রশ্নোত্তর প্রদান করবেন। 'আমি জানি না' বলে জানাবেন। যদি তিনি তা না জানেন, তবে প্রয়োজনীয় স্বাগত তাঁকে জানাতে হবে। (১৮৮) এরূপ করতে গিয়ে নতুনভাবে অর্জিত নিমিত্ত তার অন্তর্হিত হতে পারে। তবুও তাঁকে তিথির উত্তর দিতে হবে। যদি প্রশ্নোত্তর না জানেন তবে 'আমি জানি না'–প্রত্যুত্তর দেবেন। যদি জানেন, তবে তিনি অবশ্যই ব্যাখ্যা দেবেন। এবং তিনি স্বাগতমের প্রতি সাড়া দেবেন। আগন্তুক ভিক্ষুকে দেখে অবশ্যই তাঁকে স্বাগত জানাবেন এবং খন্ধকে উক্ত যাবতীয় ব্রতাদিও সম্পাদন করবেন। তথা চৈত্যঙ্গ ব্রত, বোধিবৃক্ষ ব্রত, উপোসথাগার ব্রত, ভোজনশালা ব্রত, স্নস্নানাগার ব্রত, আচার্যব্রত, উপাধ্যায়ব্রত, আগন্তুক ব্রত, গমনকারীর ব্রত তাঁকে পূর্ণ করতে হয়।

৬১. এসব ব্রত সম্পাদন করতেও তাঁর নবোৎপন্ন নিমিত্ত বিনষ্ট হতে পারে। যখন তিনি পুনরায় 'আমি তথায় যাব এবং নিমিত্ত গ্রহণ করব'–বলে উদ্যোগী হন তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্থানটি অমনুষ্য অধিকৃত, অথবা বন্যজন্তু দ্বারা আক্রান্ত বা নিমিত্তটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্ফীত অশুভ নিমিত্ত এক বা দুই দিন অবশিষ্ট হয়ে আছে। পরে বিনীলক প্রাপ্ত হয়ে যাবে। সমস্ত কর্মস্থানের মধ্যে ইহার চেয়ে দুর্লভ কর্মস্থান আর নেই।

৬২. এভাবে নিমিত্ত বিনষ্ট হয়ে গেলেও ভিক্ষু স্বীয় দিবা স্থানে বা রাত্রিস্থানে ধ্যানাসনে বসে। 'আমি বিহার থেকে এ ফটক দিয়ে এদিকের পথ ধরে অমুক দিকে ফিরেছিলাম। অমুক স্থানে পাষাণে, উইঢিবি, বৃক্ষ, লতাগুল্ম ছিল। অমুক স্থানে গিয়ে এরূপ স্থানে অশুভ দেখেছিলাম। অমুক দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আমি শুভ নিমিত্ত উদ্‌গ্রহণ করেছিলাম। শ্মশান স্থান হতে অমুক দিকে মুখ করে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম। এ মার্গে এ কাজ শেষ করে এ স্থানে অবশিষ্ট হই।'

৬৩. এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করলে নিমিত্ত প্রত্যক্ষ হয়। তাঁর নিকট যেন উপস্থিত হয় পূর্বের মতো ধ্যানের নিমিত্ত। তাঁর সম্মুখের মার্গে দণ্ডায়মান হয়। সে কারণে উক্ত হয়েছে: 'গতাগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণের ফলে চিত্তকে বীথি পূর্বের মত প্রতিপন্ন করা হয়।'

৬৪. **ইদানীং বলা হয়েছে:** ইহা লব্ধ হয়ে এবং উপকারিতা প্রত্যক্ষ করে এতে শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত করে, উর্দ্ধস্ফীত অশুভে নিমিত্তে চিত্তকে ধ্যান সমৃদ্ধ করা যায়। মূখ্য কাজ হিসেবে তিনি বিদর্শন বৃদ্ধি করেন। তিনি এভাবে সুবিধাংশ প্রত্যক্ষ করবেন। (189): এভাবে ধ্যান বৃদ্ধি করে আমি নিশ্চয়ই জরামরণ রোধ করতে পারব। বলে লভ্যাংশ প্রত্যক্ষ করেন।

৬৫. মহামূল্যবান রত্ন লাভকারী দুর্গত ব্যক্তি 'আমি দুর্লভ রত্ন লাভ করেছি'–আত্মপ্রসাদকারী ব্যক্তি যেমন বিপুল আকর্ষণে তা সুরক্ষা করেন, তেমনি 'আমি সদুর্লভ কর্মস্থান লাভ করেছি' বলে ইহা দুর্গতের মহামূল্যবান রত্ন লাভকারীর মত।

কারও পক্ষে চারধাতু কর্মস্থান হলে নিজের মধ্যে চার মহাভূত পরিগ্রহ করে। আনাপান কর্মস্থান হলে নিজের নাকের অগ্রভাগে বায়ু পরিগ্রহ করে। কারও কর্মস্থান কৃৎস্ন হলে কৃৎস্ন ভাবনা করে যথাসুখে। এরূপ অপরাপর কর্মস্থানগুলো সুখে লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এ কর্মস্থান এক বা দুদিন স্থায়ী

হয়। তারপর বিনীলক কর্মস্থান অন্তর্গত হয়ে যায়। ইহার চেয়ে কঠিন এবং দুর্লভ আর কিছু হতে পারে না। রাত্রিস্থানে এবং দিবাস্থানে তিনি স্বীয় চিত্তকে 'উর্দ্ধস্ফীত অশুভ উর্দ্ধস্ফীত অশুভ' বলে সুদৃঢ় অবস্থানে পুনঃ পুনঃ নোঙর করবেন। এ নিমিত্ত তিনি পুনঃ পুনঃ জপ করবেন, চিত্তে মানস করবেন এবং তর্ক-বিতর্কে নিরত থাকবেন।

৬৬. এভাবে করার ফলে তাঁর মধ্যে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপত্তি হয়। দুই নিমিত্তের মধ্যে পার্থক্য হলো : উদ্গ্রহ নিমিত্ত বিরূপ–বীভৎস এবং ভীতিকর হয়ে উপস্থিত হয় কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্তি সুঠাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকারী পুরুষের অতিভোজন পর শায়িত অবস্থার ন্যায়।

৬৭. যুগপৎ তার প্রতিভাগ নিমিত্ত লাভের ফলে ও বহিঃকামসমূহের একাগ্রতাহীনের কারণে (ধ্যান বিষয়) কামের প্রতি অনুরাগ না থাকায় কামানুরাগ বিদুরিত হয় এবং অনুমোদন (সমর্থন) না থাকায়, রক্তাক্ততা পূযের প্রহীনে যেমন বন্ধ হয়, তেমনি ব্যাপাদ (দুর্ভাবনা) ও অপসারণ হয়। তথা বীর্যের কার্যকারিতায় অনুরূপভাবে রক্ষতাও নিস্ক্রিয়তা (স্ত্যান-মিদ্ধ) অপসারিত হয়। উদ্বেগ (উৎকণ্ঠা), বিরক্তি শান্তাঙ্গের প্রতি অনুধ্যানে দূরীভূত হয়, যাতে কোন অনুশোচনা থাকে না। প্রতিপত্তিদেশক শাস্তার প্রতিপত্তি প্রতিপ্রত্তি ফলে অনিশ্চয়তা (বিচিকিৎসা) দূর হয়। এরূপে পঞ্চ নিবারণই দূরীভূত হয়। একই নিমিত্তে নির্দেশদানকারী বিতর্কই শুধু বর্তমান থাকে। নিমিত্তে অনুমর্দনকারী কৃত্য সম্পন্ন করে বিচার। পার্থক্যকরণ ক্ষমতা অর্জনকারীর প্রীতি, যার অন্তর প্রীতিপুর্ণ তার মধ্যে প্রশান্তি অর্জিত হয়। যার চিত্ত সুখপ্রদ তাঁর চিত্ত সমাধি প্রবণ হয়। সম্ভবত: সুখ নিমিত্তই একাগ্রতা বলে কথিত। এভাবে ধ্যান উপাদানসমূহ উৎপন্ন হয়।

৬৮. প্রথম ধ্যানের ফল উপচার ধ্যান তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। সে মুহূর্তেই তাঁর মধ্যে প্রথম ধ্যানের আবির্ভাব ঘটে। এসবের পরে অপর্ণা পর্যন্ত প্রথম ধ্যান এবং এতে দক্ষতা অর্জনের পর পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিতানুরূপ বলে জ্ঞাতব্য।

৬৯. **বিনীলক এবং অপরাপরঃ** বৈশিষ্ট্য পূর্বাহ্নে বর্ণিত হয়েছে। এ স্থলে প্রথম যাত্রাক্ষণে যে উর্দ্ধস্ফীত অশুভ কর্মস্থান গ্রহণ করে একাকী, নিঃসঙ্গী হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চিত্তে স্মৃতি ধারণ করে ইহার সমস্ত ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যে

"উর্দ্ধস্ফীত" শব্দটির পরিবর্তে যথা বাক্য "বিনীলক অশুভ" (যার পক্ষে যেটা অশুভ শুধু সেটা) আওরানো বা জপ করা কর্তব্য। ব্যতিক্রমগুলো নিম্নরূপঃ

[বিনীলক]

৭০. 'বিনীলক প্রতিকূল' 'বিনীলক প্রতিকূল' বলে মনোময় জপ করা কর্তব্য। এতে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ সদৃশ হয়ে উদ্গ্রহ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্তে পূর্নস্থিত বর্ণের প্রতিফলন ঘটে।

[পুঁজপুর্ণ দেহ]

৭১. 'পুঁজপূর্ণ দেহ প্রতিকূল এ বিষয় বার বার মনোময় আবৃত্তি দরকার। এতে উদগ্রহ নিমিত্ত ধারাবাহিক ফোঁটাফোঁটারূপে দৃশ্য হয় কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্ত শান্তি ও ধারাবিহীনভাবে উপস্থিত হয়।

[ছিদ্রীকৃত]

৭২. কাটা দেহ বা ছিদ্রীকৃত দেহ সাধারণত যুদ্ধের ময়দানে অথবা চোর অটবীতে বা শ্মশানঘাটে বা ডাকাতের বধ্যভূমিতে নৃপতিগণ হত্যা করান অথবা বাঘ-সিংহ দ্বারা ছিন্নকৃত পুরুষ স্থানে লাভ করা যায়। সুতরাং যদি কেউ সেখানে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে পতিতরূপ দেহ একবার মাত্র আবর্জনেও স্মৃতিতে আসে সেও ভাল। যদি না আসে তবে স্বয়ং নিজের হাতের সেসব স্পর্শ করা উচিত নয়। যদি তা করা হয় তবে তিনি তাঁর সাথে সুপরিচিত হয়ে গেলেন (ঘৃণা দূর হয়)। এক্ষেত্রে একস্থানে সন্নিবেশ করার জন্য তিনি বিহারের শ্রমণকে দিয়ে বা অন্য কাউকে ব্যবহার করতে পারেন, যদি তিনি কাউকে ব্যবহার করাতে না পারেন তবে তিনি চংক্রমণ যষ্টির সাহায্যে এক আঙ্গুল অন্তর করে বা দণ্ডের কাছাকাছি করে নেওয়া কর্তব্য। এভাবে সংগৃহীত করে কাছে গিয়ে, বিছিদ্রীকৃত দেহ ঘৃণিত (প্রতিকূল) বিছিদ্রীকৃত দেহ প্রতিকূল, বলে মনোময় জপ করবেন। এখানে মৃতদেহ ছিদ্রীকৃত রূপ নিয়ে উদগ্রহ নিমিত্ত এবং প্রতিভাগ নিমিত্তে পরিপূর্ণ মৃতদেহ হয়ে উপস্থিত হয়।

[বিখাদিত]

৭৩. 'বিখাদিত মৃতদেহ প্রতিকূল' বলে মনোময় জপ করা কর্তব্য। এতে যত্র-তত্র বিখাদিত মৃতদেহ উদগ্রহ নিমিত্তরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্তে পরিপূর্ণ মৃতদেহ উপস্থিত হয়।

[বিক্ষিপ্ত]

৭৪. বিচ্ছিদ্রীকৃত অশুভ কর্মস্থানের অনুরূপ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ একই স্থানে আঙুল অন্তর করে সন্নিবেশ করিয়ে নিয়ে বা করাইয়ে 'বিক্ষিপ্ত প্রতিকূল' 'বিক্ষিপ্ত প্রতিকূল' বলে মনোময় জপ করা কর্তব্য। এরূপস্থলে উদগ্রহ নিমিত্তে খালিস্থান দৃশ্যান্তে আসে কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্তে পরিপূর্ণ দেহধারী হয়ে উপস্থিত হয়।

[কর্তিত-বিক্ষিপ্ত]

৭৫. কর্তিত (৭২) স্থানে বর্ণিত মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সেখানে গমন করে এবং বিক্ষিপ্ত দেহ একত্রিত করে অথবা 'কর্তিত' (৭২) অংশ বর্ণিত স্থানে এগুলো একত্রিত করা উচিত। একত্রিত করতে হবে এক আঙুল পরিমিত ফাঁক রেখে। তারপর ইহা চিত্তে মনোময় আবৃত্তি করা কর্তব্য। 'কর্তিত-বিক্ষিপ্ত এখানে উপগ্রহ নিমিত্তে মৃতদেহ প্রতিকূল, কর্তিত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ প্রতিকূল'। প্রখর হয় ক্ষতস্থান ফাটল ধরা বোধ হয়। কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্তে পরিপূর্ণ দেহ নিয়ে উপস্থিত হয়।

[রক্তাক্ত]

৭৬. যুদ্ধ ময়দানে ইত্যাদিতে হতাহত অবস্থায় দেহের ক্ষতস্থান ও ফাটল হতে, হাত-পায়ের কর্তিত স্থান হতে নির্গত রক্তাক্ত দেহ এখানে অভিপ্রেত। এরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত দেহ মনোময় **'রক্তাক্ত দেহ প্রতিকূল' 'রক্তাক্ত দেহ প্রতিকূল'** বলে আবৃত্তি করা কর্তব্য। এর ফলে রক্তপতাকা বাতাসে উড়ছে মনে হলে উদগ্রহ নিমিত্ত এবং প্রতিভাগ নিমিত্ত শান্তভাব ধারণ করে।

[কীটপূর্ণ]

৭৭. দুই বা তিন দিন অন্তর শব শরীর হতে নবদ্বারে কৃমিরাশি বাহির হতে হতে থাকে। অধিকন্তু শস্যের স্তুপের মতো অথবা স্থূল দেহের মতো সিদ্ধ করা চাউল বা ধানের মতো হয়ে দাঁড়ায়। কুকুর, শৃগাল, মনুষ্য, ষাঁড়, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, অজগর প্রভৃতির শরীর প্রমাণ কৃমির স্তুপ হয়ে থাকে। এগুলোর যে কোন একটিতে 'কৃমি সঞ্জাত শবদেহ প্রতিকূল' 'কৃমি সঞ্জাত শবদেহ প্রতিকূল' বলে মনোময় জপ করা কর্তব্য। চুলপিণ্ডপাতিক তিষ্য স্থবিরের কালদীর্ঘবাসীর মধ্যে মত্ত হাতির দেহ নিমিত্তরূপে উপস্থিত হয়েছিল। এ ভাবনায় উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত চলমান অবস্থায় উপস্থিত হয় কিন্তু

প্রতিভাগ নিমিত্ত এক পাত্র রান্না করা ভাতের মতো শান্তভাবে উপস্থিত হয়।

[অস্থিকঙ্কাল]

৭৮. শুরু থেকে বিভিন্ন উপায়ে অস্থিকঙ্কাল সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে: শ্মশানে শবদেহ রক্ত মাংস সম্বলিত অস্থিকঙ্কাল, স্নায়ুতন্ত্র মিশ্রিত শবদেহ ইত্যাদি নানা প্রকারে উক্ত হয়েছে। (Dii-296) (192)। সুতরাং এসব শব যেখানে প্রাপ্তব্য সেখানে যাওয়া কর্তব্য। এবং চতুর্দিকস্থ পাষাণ ইত্যাদি সহ অন্তর্গত করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন সাধক বৈশিষ্ট্যমন্ডিতের পর আলম্বন করা উচিত। **'ইহা অস্থিকঙ্কাল'** বলে একাদশ প্রকারে নিমিত্ত গ্রহণ কর্তব্য। কিন্তু বর্ণের মধ্যে শ্বেত বর্ণের অবলোকনকারীর নিকট আলম্বন উপস্থিত হয় না। 'শ্বেত কৃৎস্ন' ভিন্নতর হয়ে থাকে। সে কারণে 'অস্থিকঙ্কাল প্রতিকূল' বলে দর্শন করা উচিত। এখানে চিহ্নিতকরণ যথা: হস্ত ইত্যাদির নাম করা উচিত। যেমন হাত, পা, মাথা, পেট, বাহু, কটি উরু, জঙ্ঘ সংজ্ঞায়িত করা উচিত। তিনি ইহার আকৃতি সংজ্ঞায়িত করবেন। দীর্ঘ হ্রস্ব, বর্গাকৃতি, গোলাকার, ক্ষুদ্র-বৃহৎরূপে।

৭৯. কোনস্থানে কোনদিকে নির্ধারিত (৩৯-৪০) করা কর্তব্য। এভাবে যে সবের সীমারেখা নির্দেশ করে যে অস্থিটি স্পষ্ট হয়ে উঠে তাতে চিত্ত নিবদ্ধ করে আবর্জন করে অর্পণা পর্যন্ত অর্জন কর্তব্য। প্রত্যেকটি অস্থির নিম্নস্থল এবং স্থলস্থান নিম্ন এবং সমতল বিশ্লেষণ করা কর্তব্য। এভাবে অবস্থানত: ইহার সংজ্ঞায়ন করা উচিত: "আমি নিম্নস্থলে দাঁড়িয়ে আছি।' অস্থিকঙ্কাল স্থলে (সমতলে) স্থিত অথবা সমতলে (স্থলে) দাঁড়িয়ে অস্থিকঙ্কাল নিম্নস্থলে'– বলে অবস্থান নির্ধারণ করা কর্তব্য। দুটি অস্থি যেখানে সংযোগ হয়েছে তা নির্ধারণ করা কর্তব্য। দুটি অস্থির মধ্যস্থ যে ফাঁকা স্থান থাকে সংজ্ঞায়িত করা কর্তব্য। চতুর্দিকের অস্থিতে **জ্ঞান সম্প্রসারিত করবেন এভাবে :** এস্থানের অস্থিকঙ্কাল,– এভাবে যদি নিমিত্ত উৎপন্ন না হয় তবে ললাট সম্মুখের অস্থিতে মনোনিবেশ কর্তব্য। এক্ষেত্রে, একাদশ প্রকার নিমিত্তের মধ্যে পুলবক ইত্যাদির অন্যতর নিমিত্ত গ্রহণ কর্তব্য।

৮০. এ কর্মস্থানে সমস্ত অস্থিকঙ্কাল বা যে কোন একটি অস্থি দিয়ে সফল হওয়া যায়। সুতরাং নিমিত্ত উদগ্রহণ করে এগার প্রকার উপায়ের মধ্যে যে কোন এক উপায়ে **'অস্থিকঙ্কাল প্রতিকূল' অস্থিকঙ্কাল প্রতিকূল'** বলে মনোময় জপ

করা উচিত। এখানে উদগ্রহ নিমিত্ত এবং প্রতিভাগ নিমিত্ত একই বোধ হয়। সেজন্যে বলা হয়েছে ঃ একক অস্থির ক্ষেত্রে ইহা সঠিক। কিন্তু যখন উদগ্রহ নিমিত্ত অস্থিকঙ্কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন উদগ্রহ নিমিত্তে নীরবতা দৃশ্যমান হয় এবং প্রতিভাগ নিমিত্ত পরিপূর্ণাকার দৃষ্ট হয়। ইহাই সঠিক। (193). এককাস্থিতে উদগ্রহ নিমিত্ত ভয়ানক ও বীভৎস হয়। কিন্তু প্রতিভাগ নিমিত্তে অর্পণার পতিত বলে প্রীতি ও সুখ উৎপন্ন করে।

৮১. এ অংশে অর্থকথাদিতে যা উক্ত হয়েছে তা বিয়োজনকৃত। সে ক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়েছেঃ "চার প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনায়, দশ প্রকার অশুভ ভাবনায় প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না। ব্রহ্মবিহার ভাবনায সীমা ভঙ্গন নিমিত্ত আছে। দশপ্রকার অশুভ ভাবনায় প্রতিকূল দর্শনের সাথে সাথে চিন্তা বিহীনে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। পরক্ষণেই এখানে নিমিত্ত দ্বিবিধ হয়। তন্মধ্যে উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত এবং প্রতিভাগ নিমিত্ত। উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত ভয়ানক বীভৎস এবং ভীতিপ্রদ ইত্যাদি হয়ে উৎপন্ন হয়। তাই বিচার্যে যা বলা হল তাই উক্ত এবং ইহাই এস্থলে বিশুদ্ধ। অধিকন্তু, তিষ্য স্থবিরের নিকট স্ত্রীলোকের পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল দেহ তার দাঁত দর্শনের ফলে উৎপন্ন হয়।

[সাধারণতঃ]

৮২. **ইতি অসুভানি সুভগুণো দস্‌সত লোচনেন থুতত কিত্তি,**
যানি অবোচ দসবলো এক জ্ঝান হেতুনি।
এবং তানি চ তেসংচ ভাবনানয়মিমং বিদিত্বান,
তেস্বেব অয়ং ভীয্যো পর্কিন্নক কথাপি বিঞ্‌ঞেয়্যা।
– ব্রহ্মলোকের অধিপতি দশানন প্রধান,
দশগুণের আধার তিনি প্রশংসা ভাজন,
যশকীর্তে সুন্দরতম ধ্যানের কারণ,
দশবিধ প্রতিকূল সুবিজ্ঞেয় স্থান।
এখন যে অভিজ্ঞানে বর্ণিত বীথিতে,
যোজনা কর হে একে প্রণীত বিধিতে।
আরো আছে বিধি বিধান পূরণে যেবা
ধ্যেয় অর্থ রত হোক বিশেষ আর কিবা।

৮৩. যিনি, এসব ধ্যানের যে কোন একটিতে উপনীত হলে তিনি তৃষ্ণামুক্ত অর্হত্বে উপনীত হন। তিনি লোভ দমন করে নির্লোভ হয়ে পড়েন। একই

সাথে প্রতিকূলের বিভিন্ন বিভাগগুলো তাদের নির্ধারিত শরীর স্বভাবপ্রাপ্তি অনুযায়ী এবং রাগ চরিতের নির্দিষ্ট অনুবিভাগ মতে জ্ঞাতব্য।

৮৪. যখন কোন শবদেহ উর্দ্ধস্ফীত প্রতিকূল স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখন বিনীলক প্রভৃতি যে কোন অবস্থান্তর ধারণ করে। এখন উর্দ্ধস্ফীত প্রতিকূল বিনীলক প্রতিকূল' এর মধ্যে যেটি স্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেটির নিমিত্ত গ্রহণ কর্তব্য। এটি জ্ঞাতব্য, শবদেহই প্রতিকূলভাব ধারণ করে উর্দ্ধস্ফীত স্বভাব প্রাপ্ত হয়। বিশেষ করে ব্যক্তিক চরিত্র নির্ভর করে দেহের এ অবস্থান্তর।

৮৫. শবদেহের আকৃতি বিকৃতি প্রাপ্তি প্রতীয়মান হলে লোভ চরিত্রের পক্ষে রক্তাক্ত দেহ অনুকূল হয়। শবদেহের চর্মের রং বিকৃতি প্রাপ্তি প্রতীয়মান হলে দেহ বর্ণানুরাগরী বিনীলক দেহ অনুকূল। দেহ প্রতিবদ্ধ দুর্গন্ধ নির্গত গন্ধ নিবারক মালা-গন্ধ-আতর (194) ব্যবহার অনুরাগীর পক্ষে বিপুযক দেহ অনুকূল। দেহাভ্যন্তরে দৃঢ়ভাব এবং শূন্যতা বিরাজ করছে বলে প্রতীয়মান হলে তাঁর পক্ষে কর্তিত দেহ অনুকূল। দেহের মাংসল স্থুল যথা স্তনাদি উন্নত মাংসল স্থান নিঃসার বলে প্রতীয়মান হলে সে মাংসলস্থল দর্শনে অনুরাগীর পক্ষে বিক্ষাদিত দেহ অনুকূল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিতাবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা দর্শনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা দর্শনে অনুরাগীর পক্ষের কর্তিত বিক্ষিপ্ত দেহ অনুকূল। একটি দেহ খণ্ড-বিখণ্ড এবং বিবর্তন সাধিত হয়েছে তা দর্শনে দেহ সৌন্দর্য অনুরাগীর পক্ষের খণ্ড-বিখণ্ড এবং সংঘাত সাধিত দেহ অনুকূল। শবদেহ হতে রক্তাক্ত-চর্বি মিশ্রিত অবস্থায় দর্শনে অশুভ প্রতীয়মান হলে দেহ সৌন্দর্য বর্ধনে অলংকার মুগ্ধ অনুরাগীর পক্ষে অস্থিকঙ্কাল অনুকূল। কিভাবে রাগ চরিত দশ বিভাজন এবং উপ-বিভাজন বশে অশুভ (প্রতিকূল) বিভাজন প্রদর্শিত হল।

৮৬. কিন্তু দশ প্রকার অশুভে, যেমন দাঁড়ের গুণে তরঙ্গায়িত, খরস্রোততে নৌকাকে সচল রাখা যায় এবং হাল ছাড়া সচল রাখা যায়া না, তেমনি (এখানে) দুর্বল আলম্বন হেতু শুধু চিত্তৈকাগ্রতা প্রসূত বিতর্কের গুণে সচল রাখা যায় এবং বিতর্ক ছাড়া সম্ভব নয়। এসব শুধু প্রথম ধ্যানের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় এবং অপরাপর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৮৭. এক্ষণে, 'আমি উচ্চতর বেতন লাভ করব'–ভেবে কোন মালী স্তুপীকৃত ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে, যেমন রুগ্নব্যক্তি বমন করে বেদনামুক্ত হতে চায় এবং প্রীতি-সৌমনস্য উৎপাদন করে। সেরূপ প্রতিকূল আলম্বনে 'এ

প্রতিপদ দ্বারা আমি নিশ্চয়ই জরা-মরণ থেকে মুক্ত হব'– এরূপ সুবিধাজনক (সুফল) দর্শন নিবারণাদি পরিহার করে প্রীতি-সৌমনস্য উৎপাদন করে।

৮৮. এ দশবিধ উর্দ্ধস্ফীত অশুভ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক প্রকার। অশুভ দশবিধ সত্ত্বেও বৈশিষ্ট্যত অশুভ, দুর্গন্ধ, পূত্তিময়, ঘৃণিত এবং প্রতিকূলভাব ব্যঞ্জক। এ জাতীয় (লক্ষণ) বৈশিষ্ট্য শুধু মৃত শরীরে নয়, সপ্রাণ জীবের মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। চৈত্য পর্বতের অধিবাসী (১ম অধ্যায়) মহাতিষ্য স্থবিরের মধ্যে এবং সংঘরক্ষিত স্থবিরের সেবক শ্রামণের মধ্যেও হস্তী আরুঢ় বাজার অবলোকনের সময় প্রতিভাত হয়েছিল। সজীব দেহ মৃতদেহ তা (195) সজীব দেহে অশুভ লক্ষণ লক্ষণীয় হয় না, অশুভ লক্ষণ আগন্তুক অলঙ্কার দ্বারা আবৃত বলে দৃশ্য হয় না।

৮৯. ইহা দেহের স্বভাব। এ দেহে তিনশতের উর্দ্ধ অস্থির সমন্বয়ে, একশত আশি সন্ধিতে, নয়শত বেশীতে আবদ্ধ, নয়শত মাংসপেশীতে আবৃত, অন্ত:স্থ চর্মে স্যাঁত্স্যাঁত ভেজা, ত্বকে বহি:স্থ আবরণে আবদ্ধ, যত্রতত্র ফাটলযুক্ত (ছিদ্র), চর্বি মাখানো পাত্রের মতো উদ্গত এবং প্রগ্রত, কৃমিগত আবাসন রোগের আগার, দুঃখধর্মের আধার, ব্যাথার মুলাধার, নবদ্বার দিয়ে পুরাণ বিষফোঁড়া থেকে অনব্রত পুয নির্গমন সদৃশ, যার চক্ষুদ্বয় হতে অক্ষিমল নিঃসরিত, কান হতে কর্ণমল নির্গত, নাসারন্ধ্র হতে সিকনি, মুখ হতে আহার পিত্ত শ্লেষ্মা, রুধির অধাঙ্গা দিয়ে মল প্রস্রাব, যার ৯৯০০০ লোমকুপ হতে বিস্বাদঘর্ম নির্গত হয়। নীলমক্ষিকাদি চারদিকে গন্ধে ভন্ভন্ করে, যাকে দন্তকাষ্ঠকরণ, মুখধৌতকরণ, মস্তক মর্দন, মুস্নান সম্পাদন, বিবস্ত্রণকে বস্ত্রাচ্ছাদন না করা হয়, যেমন বিশ্ব প্রকৃতিতে জাত তেমন অমার্জিত কেশে গ্রাম থেকে গ্রামে, বিচরণশীল রাজা এবং মালীর (পুষ্পচ্ছেদক) মধ্যে,ত চণ্ডালাদি নিম্নবর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না, সমশরীর বোধ হয় (প্রভেদ নেই)। অশুচি, পূঁতিগন্ধযুক্ত, ঘৃণিত, অশুভ চিহ্নিত।

৯০. কিন্তু দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা দাত মাজন করে দন্তমল অপসারণ করে, মুখ ধৌত করে বিবিধ বস্ত্রে লজ্জাস্থান ঢেকে নিয়ে, নানা সুরভিতে সুগন্ধময় করে, পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃত করে 'আমি আমার' বলে বাক্যের সন্ত্যয়ন করো। অশুভাদি প্রকৃত স্বভাব না জেনে পুরুষ স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে

রাত ভোগ করে আনন্দ পায়। কিন্তু পরমার্থ বশে এ দেহের তৃষ্ণাতুর হওয়ার অনুমাত্র অবকাশ নেই।

৯১. তথা কেশ, লোম, নখ, দন্ত, থুথু, সিকনি, মল বা প্রস্রাব শরীর থেকে নির্গত হয়। সত্তগণ এগুলো স্পর্শ করে না। এসব কলঙ্কজনক লজ্জাস্কর এবং ঘৃণিত। কিন্তু যতক্ষণ এসবের যে কোনটি দেহের মধ্যে অদৃশ্যত বিদ্যমান থাকে প্রতিকূল হলেও তা অবিদ্যান্ধকার প্রসূত আত্মরাগে আনন্দদায়ক। (196) নিত্য, অনুরাগ, প্রবণ, গ্রহণীয়। কারণ এসব মোড়কে ঢাকা অবিদ্যা অন্ধকার, আত্মস্নেহ, বাগানুরক্ত। তারা যেভাবে করে সেভাবে ধরে নিয়ে তারা বৃদ্ধ শৃগালসম দুঃখ পায় এ বলে যে, বনে কিংশুক বৃক্ষ হতে যে রক্তময় পুষ্প এখনো ঝরে পড়েনি তাকে মাংসপেশি ভেবে উৎসুক শৃগাল মনে করে ইহা একখন্ড মাংসপেশি-ইহা একখণ্ড মাংসপেশী।'

৯২.
যথা হি পুপ্‌পিতং দিস্বা–সিঙ্গালো কিংসুক বনে,
মংসরুক্‌খো ময়ালদ্ধো–ইতি গন্ত্বান বেগসা।
পতিতং পতিতং পুপ্‌ফং–ডংসিত্বালোলুপো,
নদিং মংসং যং রুক্‌থাস্মিন্তি গহ্নতি।
কোট্‌ঠাসং পতিতং যেব অসুভন্তি তথা বুধো,
অগহেত্বান গহ্নেয়্য সরির ট্‌ঠম্পিনিং তথা।
ইমং হি সুভতো কায়ং গতেত্বা তথ মুচ্ছিতা,
বালা কত্মান্তা পাপানি, দুক্‌খা ন পরিমুচ্ছরে।
তস্মা পস্‌সেয়্য মেধাবী জীবতো বা মতসস বা
সভাবং পূতিকায়সয়া সুভভাবেন বজ্জিতং।
দুগন্ধা অসূচি কায়ো–কুনপো উক্কুরূপসো,
নিন্দিতে চক্‌খু ভূতেহি,–কায়ো বালাভিনন্দিতো।
অল্লচম্ম পটিচ্ছন্নো–নবদ্বারো মহাবনো,
সমন্ততো পগ্‌ঘরভি–অসচি পূতিগন্ধিয়ো।
সচে ইমস্‌স কায়স্‌স–অন্তোবাহিরবাসিয়া,
দন্তং নুন গহেত্বান কাকে–সোনে নিবারয়তি।
– শুভক্ষণে এক শিয়ালের দেখার সুযোগ হয়,
বনে এক কিংশুক বৃক্ষের পুষ্পিত রক্তছায়।

যেথা আছে সেথা গেল (সে) গমন দ্রুততর,
মাংসখণ্ড পেলাম আমি বৃক্ষ উচ্চতর।
চিবায় যত ফুটন্তফুল ছড়িয়ে গাছ তলে,
কিন্তু তাহা অভক্ষ্য যে ভোজ্য ভোগ্য ছলে।
বিশ্বসিলঃ এসব মাংস সুভক্ষ্য যে নয়,
উচ্চগাছে ঝুলন্ত সব সুভক্ষ্য যে হয়।
প্রাজ্ঞজন চিন্তেনা কভু চিকিৎসায় মন,
পতিত অঙ্গই শুধু অশুভ লক্ষণ।
অঙ্গভূত অশুভ যা চিন্তে চিকিৎসায়,
যার নিবাস বিদ্যমান এ দেহে উপজয়।
অজ্ঞজন মূর্খভাষ্যে পারে না বর্ণিতে,
ভাবে দেহ শুভ-সুন্দর চর্মেতে আবৃত।
অতিশীঘ্র পড়ে তারা পাশবদ্ধ জালে
অক্ষম রক্ষিতে নিজে বেদনা বিহ্বল।
(কিন্তু) বিজ্ঞজনে শূণ্য হেতু বিরাজে প্রত্যয়,
স্বভাব মলিনযুক্ত এদেহ সব্যয়।
জানে তারা এ দেহ যে মৃত বা জীবিত,
ওতপেতে আছে তথা সৌন্দর্য্য বিহীত।

৯৩. তজ্জন্যে উক্ত হয়েছে :

সমল এ দুর্গন্ধ দেহ হবে অবিলম্বে,
মল সময় অধিবাসে স্থান অবলম্বে,
চক্ষুষ্মান জ্ঞাননেত্রে একায় নিন্দিত,
বালজন লভে তাহা হয় বিনন্দিত।
দেহ এক মহাব্রণ আছে নবদ্বার,
আদ্রচর্ম পরিবৃত বিশিষ্ট আকার।
পূঁতিগন্ধ পরিস্নাত চতুর্দিকে তার,
অশুচি নির্গত সদা বায়ূতে বিস্তার।
এ দেহের ঘটক্রম ঘটে নিরন্তর,
অন্তর বাহির যদি থাকি অত:পর
দণ্ড হাতে নর এক যদি (থাকে) অবিচল,

বসে যদি কাক্ কুকুর দেহের অবিকল।

৯৪. সুতরাং পরমার্থ লাভে সক্ষম একজন ভিক্ষু কর্তৃক সজীব বা মৃতদেহ নিয়ে যেখানে যেভাবে অশুভাকারে দৃষ্ট হয় সেরূপ নিমিত্ত গ্রহণ করে কর্মস্থান ভাবনাকে অর্পণা পর্যন্ত এগিয়ে নেবেন।

বিশুদ্ধিমার্গে
সমাধি ভাবনার অশুভ
কর্মস্থান গ্রহণ-বিবরণে সাধুজনের প্রমোদনার্থ দশ অশুভ
ভাবনা গ্রহণ নির্দেশ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়
এখানে সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

ছয় অনুস্মৃতি কর্মস্থান গ্রহণ বিবরণ

[ছ-অনুস্‌সতি নিদ্দেস]

১. (১৯৭) এক্ষণে অশুভ নির্দেশের পর এবার (৬+৪) দশ অনুস্মৃতি তালিকা অন্তর্গত করা হলো। সে সবরে মধ্যে রয়েছেঃ অনু+স্মৃতি = অনুস্মৃতি। স্মৃতিই অনুস্মৃতি। কারণ ইহা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। অথবা বিকল্পে অনুরূপ অনুস্মৃতি। (বুদ্ধশাসনে) শ্রদ্ধা প্রব্রজ্যিত কূলপুত্রগনের অনুস্মৃতি স্মৃতিই অনুস্মৃতি (অনুস্‌সতি)।

বুদ্ধের যে কোন একটি গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্মৃতিই বুদ্ধানুস্মৃতি। এখানে বুদ্ধের অনন্য সাধারণ গুণালম্বন জনিত অনুস্মৃতিই বুদ্ধানুস্মৃতি।

বুদ্ধের ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে আলম্বন জনিত উৎপন্ন স্মৃতি ধর্মানুস্মৃতি সু-ব্যাখ্যাত ইত্যাদি ধর্মের যে কোন একটি গুণালম্বন করে যে স্মৃতি ভাবনা তা ধর্মানুস্মৃতি। ইহা একটি উপবচন মাত্র। সংঘের গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে স্মৃতি ভাবনা তা সংঘানুস্মৃতি ভাবনা। সংঘের যে গুণাবলী আছে তার যে কোন একপ্রকার গুণকে আলম্বন করে স্মৃতি ভাবনাই সংঘানুস্মৃতি ভাবনা।

শীলগুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে শীলালম্বনে যে স্মৃতি ভাবনা তা শীলানুস্মৃতি ভাবনা। অখন্ড শীলগুণের যে কোন একটি গুণকে আলম্বন করা এর অধিবছন। ত্যাগগুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগালম্বনে যে স্মৃতি ভাবনা তা ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা। ত্যাগগুণাবলির যে কোন একটি ত্যাগকে আলম্বন করা এর অধিবচন।

দেবতার গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেবগুণে আলম্বন করে যে স্মৃতিভাবনা তা দেবতানুস্মৃতি ভাবনা। শ্রদ্ধা, প্রভৃতি যে সব দেবগুণাবলি আছে তার মধ্যে যে কোন একটি আলম্বন করার এর অধিবচন। আলম্বনে দেবতার উপস্থিতি সাক্ষ্য প্রমাণ রাখা এর আলম্বন।

মৃত্যুজনিত কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্মৃতি ভাবনা তা মরণানুস্মৃতি ভাবনা। আলম্বনে জীবিতেন্দ্রিয়ের আলম্বন করা এর অধিবচন।

কায়ের অন্তর্গত কেশ, ইত্যাদি রূপকায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে কায়গত স্মৃতি ভাবনা। কায়েতে গত কায়গতা রূপকায়ের অন্তর্গত। কায়ের আলম্বনে উদ্বুদ্ধ হওয়া বশত স্মৃতিভাবনা এর অধিবচন, অধিকন্তু 'কায়গত স্মৃতি' সংক্ষেপ না করে, পালিতে কায়গতা দীর্ঘ রাখা হয়েছে। কেশ, ইত্যাদি

কায়ের অংশ বিশেষে নিমিত্ত অবলম্বন করা এর লক্ষ্য। শ্বাস-প্রশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎপন্ন স্মৃতিভাবনা। শ্বাস-প্রশ্বাস আলম্বন করে নিমিত্ত উৎপাদন এর অধিবচন।

উপশম স্মৃতি ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে অনুস্মৃতি সাধনা তা উপশমানুস্মৃতি ভাবনা। সকল প্রকার দুঃখের অস্তিত্বে স্মৃতি সাধনাই এর অধিবচন।

(১) বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা ঃ

২. (১৯৮) দশ প্রকার অনুস্মৃতি ভাবনার মধ্যে প্রথমে যে প্রজ্ঞাবান (বুদ্ধ) স্মৃতি ভাবনা করতে আগ্রহী ব্যক্তি অনুকূল শয়নাসনে নির্জন স্থানে অবস্থানকালে ভগবানের বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে সেই ভগবান ইত্যাদি এভাবে একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করবেন।

"ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, সুগত, লোকবিদ, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষদম্য সারথী, সেই দেব-মানবের আচার্য ভগবান।"

৩. **অনুস্মরণের উপায় ঃ** তিনি সুচারুরূপে অরি বা শত্রুকে পরাভূত করেছেন বলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞাদীপ্ত বলে অর্হৎ, তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞাদীপ্ত বলে অর্হৎ তিনি পরম পবিত্র, তিনি বহু কার গুণে গুণান্বিত বলে অর্থকরা হয়েছে।

তিনি সেই ভগবা অর্হৎ ঃ

৪. এ স্থলে সাধক প্রথমে কি কারণে তিনি (ভগবান) অর্হৎ (অরহতো) তা অনুসরণ করবেন তা হচ্ছে ১. অরি বা শত্রুগণ হতে দূরে স্থিত বলে অর্হৎ, ২. অরিগণকে হনন (পরাজয়) করেছেন বলে অর্হৎ, ৩. প্রত্যয় শলাকা বিধ্বংস করেছেন বলে অর্হৎ, ৪. তার প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগ্যতা বিনষ্ট বলে অর্হৎ এবং ৫. গোপন পাপকর্ম সম্পাদন অসম্ভব যে ভগবানকে অর্হৎ বলা হয়েছে।

৫. (১) তিনি মার্গাবলম্বনে সকল প্রকার ক্লেশ হতে সুদূরে অবস্থান করেন। সব অরিকে ধ্বংস করেছেন। এরূপ দূরত্ব (আরক) বজায় রেখেছেন তিনি সুরক্ষিত (আরকন্ত)।

সো ততো আরকা নাম যস্‌স যেন সমঙ্গীতা,
অসমঙ্গী চ দোসে হি নাসো তেনারহং মাতোতি।
– সতত তাহারে বলি দূরেতে যে রয়,
কিছুতে থাকে না তার সমঙ্গীতাচয়।

এরূপেতে নাথ যিনি নিঃসমঙ্গী হয়,
অরহন্ত তারে বলি অর্হৎ কারে কয়।

৬. (২) এসব (অরিকে) অকুশলকে মার্গের মাধ্যমে হত বা ধ্বংস করা হয়েছে। অরিহন্ত পদাধিকারে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সমস্ত অরিকে পরাভূত করে অর্হৎ হয়েছেন।

যস্মারগোদি সংখাতা সব্বেপি অরয়ো হতা,
পঞ্ঞাসত্তেন নাথেন তস্মাহি অরহং মাতোতি।
– অরিসব বিস্তার হয় যেমতি রীতিতে,
তেমতি রাগ আদি ধ্বংস কর স্থিতে
প্রজ্ঞাস্ত্র আছে মাত্র সহায় সম্বলে,
সর্বান্ত চেষ্টাতে হত তাই অরহন্ত বলে।

৭. (৩) এক্ষণে পুনজন্মের চক্রবৃত্তের সাথে ভবতৃষ্ণার অবিদ্যা নাভি স্বরূপ, পুণ্যাদি অভিসংস্কার তার শলাকা (অর), জরা-মরণ দিয়ে আবদ্ধ (নেমি) আসব আদি অক্ষ চালিত ত্রিভব রথে সংযুক্ত অনাদিকাল হতে প্রবর্তিত এ সংসারচক্র (M. i-55) অন্তহীন কালের আবর্তে বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান। বোধিমণ্ডপে চক্রের সমস্ত শলাকা (অর) ধ্বংস হয়েছে। শীলরূপ ভূমিতে বীর্যরূপ পায়ে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়ে, শ্রদ্ধাসম্পন্ন কর্মক্ষয় রূপ প্রজ্ঞাস্ত্র দিয়ে সকল অরকে ধ্বংস করা হয়েছে। যেহেতু তিনি সকল অররূপ শলাকা ধ্বংস করে অর্হন (অরহন্ত) হয়েছেন।

৮. পক্ষান্তরে যাকে বলা হয় 'অনাদি পুনজন্মার্বত।' অবিদ্যা মূল অন্ত বলে অবশেষ। অবশিষ্ট দশ প্রকার অধ্যায় (প্রতীত্য সমুৎপাদ) ইহার দশবিধ শলাকা। যেহেতু অবিদ্যা হলো মূল এবং জরা কারণ হচ্ছে নিরবশেষ।

৯. এখানে, দুঃখ ইত্যাদিতে অজ্ঞান অবিদ্যা (199) আমতবে অবিদ্যা বশত সংস্কার সমূহের প্রত্যয় হয়ে থাকে। রূপভরে অবিদ্যা বশত সংস্কার সমূহের প্রত্যয় হয়ে থাকে। রূপভরে অবিদ্যা বশত সংস্কার সমূহের প্রত্যয় হয়ে থাকে। অরূপভবে অবিদ্যা বশতঃ সংস্কার সমূহের প্রত্যয় হয়ে থাকে।

১০. কামভবের সংস্কারের প্রভাবে কামভবে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের প্রত্যয় ঘটে। এছাড়া অপরাপর সংস্কার ভবেও এ নীতি কার্যকর।

১১. কামভবরে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের প্রভাবে নাম-রূপের প্রত্যয় ঘটে। রূপভবেও অনুরূপ নীতি কার্যকর। অরূপভবে শুধু নামের প্রত্যয় ঘটে।

১২. কামভবে নামরূপের প্রভাবে ষড়ায়তনের প্রত্যয় ঘটে। রূপভবে নামরূপে প্রভাবে তিন প্রকার আয়তনের প্রত্যয় ঘটে। অপরদিকে অরূপভবে এক আয়তনের প্রত্যয় ঘটে।

১৩. কামভবে ষড়ায়তনের প্রভাবে ষড়বিধ স্পর্শের প্রত্যয় ঘটে। রূপভবে তিন প্রকার আয়তনের প্রভাবে প্রকার স্পর্শের প্রত্যয় ঘটে। অরূপভবে মনায়তনের প্রভাবে এক স্পর্শের প্রত্যয় ঘটে।

১৪. কামভবে ষড়বিধ স্পর্শের প্রভাবে ছয় বেদনার প্রত্যয় ঘটে। রূপভবে তিন প্রকার স্পর্শের প্রভাবে সেখানেও তিন প্রকার বেদনার প্রত্যয় ঘটে। অরূপভাবে এক প্রকার বেদনার প্রভাবে সেখানেও এক প্রকার বেদনার প্রত্যয় ঘটে।

১৫. কামভবে ষড়বিধ বেদনার প্রভাবে ছয় তৃষ্ণাকারের প্রত্যয় ঘটে। রূপভবে তিন প্রকার তৃষ্ণার প্রভাবে সেখানেও তিন প্রকার প্রত্যয় ঘটে। অরূপভাব এক প্রকার বেদনার প্রভাবে এক শ্রেণির বেদনার প্রত্যয় ঘটে। বিবিধভাব তৃষ্ণা বিভিন্ন উপাদানের প্রত্যয় হয়ে থাকে।

১৬. উপাদান, ইত্যাদির প্রভাবে বিশেষ বিশেষ ভবের প্রত্যয় ঘটে। কিন্তু কিভাবে ? এখানে কেউ, 'আমি কাম পরিভোগ করব, চিন্তা করে কামোপাদানে প্রত্যয় বর্শে স্বয়ং কায় দুশ্চরিত, বাক্য দুশ্চরিত ও মনো দুশ্চরিতের আশ্রয় নেয় এবং সে দুশ্চরিতের হেতুফলে অপায়ে উৎপন্ন হয়। সেখানে উৎপত্তির কারণে কর্ম্ম সম্পাদন হয়, আর কর্ম সম্পাদনের হেতুতে কর্ম-নিবর্তক স্কন্ধাদির জন্ম দেয়। স্কন্ধাদির জন্ম হলো জন্ম। স্কন্ধের পূর্ণতা প্রাপ্তি হলো জ্বরা, স্কন্ধের বিনাশে মরণ।

১৭. অপর কেউ 'আমি স্বর্গসুখ উপভোগ করব'–ভেবে সে লক্ষে অনুরূপ ভাবে সৎকর্ম সম্পাদন করে। সদাচরণের ফলে তিনি স্বর্গে উৎপন্ন হন। কর্ম্ম তথা কর্মভবের ফলে সেখানে তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট পূর্বানুরূপ।

১৮. অপর কেউ মনে করে আমি ব্রহ্মলোক সম্পত্তি পরিভোগ করব ? এবং কামোপাদনের হেতুতে তিনি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা সম্পাদন করেন। ভাবনার পূর্ণতার হেতু ব্রহ্মলোকে এবং অপরাপর পূর্বানুরূপ।

১৯. তৎসত্ত্বেও অন্য কেউ আমি অরূপভবের পরমানন্দ সম্পত্তি পরিভোগ করব'–ভেবে আকাশ অনন্ত আয়তন ভাবনা করেন। তাতে সফলকাম হয়ে তিনি তথায় জন্মগ্রহণ করেন। কম্ম তথা কর্ম ভবের হেতু সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কারণে কর্ম সম্পাদিত হয়। স্কন্ধের উৎপত্তি মানে জন্ম ধারণ। স্কন্ধের পরিপক্বতা হলো জরা এবং জার পরিণতি হলো মরণ (M ii-263)
অপরাপর উপাদান অনুরূপভাবে ক্ষয়শীল।

২০. ১) সুতরাং প্রজ্ঞা বিচক্ষণ হেতু সম্পন্ন। এরূপে অবিদ্যা হতে হেতু, সংস্কার সমূহ হেতু সমুৎপন্ন। উভয় অবস্থা হেতু সমুৎপন্ন। অবস্থার সম্বন্ধীভূত হেতু প্রজ্ঞা। দক্ষ হেতু প্রজ্ঞা হচ্ছেঃ অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালে। অবিদ্যা হচ্ছে হেতু। কার্যকারণে সংস্কারের উৎপত্তি ঘটে। উভয় অবস্থা 'কায় কারণের ফলে উৎপত্তি হয়। ইহাই অবস্থার কার্য-কারণ সম্বন্ধীভূত প্রজ্ঞা। (Ps.i-50) এবং অপরাপর পদগুলো এরূপে ব্যাখ্যায়।

২১. ২) এস্থলে অবিদ্যা সংস্কার এক সংক্ষেপ, বিজ্ঞান-নামরূপ ষড়ায়তন, স্পর্শ হচ্ছে অপর এক সংক্ষেপ। জাতি-জরা-স্মরণ, অপর এক সংক্ষেপ। এখানে প্রথম সংক্ষেপ হচ্ছে অতীত, বর্তমান দুই হচ্ছে মধ্যম জন্ম এবং জরা-ব্যাধি হচ্ছে ভবিষ্যৎ। যখন অবিদ্য এবং সংস্কার উল্লেখ করা হয়, তাতে তৃষ্ণা, উপাদান, ভব সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই পাঁচ ধর্ম অতীতে কর্মাবর্ত। বিজ্ঞান, ইত্যাদি বর্তমান পঞ্চধর্ম বিপাকবর্ত। যখন তৃষ্ণা-উপাদান ভব গ্রহণ করা হয় তখন অবিদ্যা সংস্কার ও গৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং এপঞ্চধর্ম বর্তমান কর্মাবর্ত। বিজ্ঞান ইত্যাদি পঞ্চধর্ম, জন্ম জরা-মরণ শিরোনামের অন্তর্গত বলে ভবিষ্যৎ কর্মাবর্ত। এসব মিলে আকারের বিশ প্রকার হয়। সংস্কার ও বিজ্ঞান সংযোগে এক সন্ধি। বেদনা ও তৃষ্ণার সংযোগে এক সন্ধি। ভব ও জন্ম সংযোগে এক সন্ধি।

২১. ৩) এভাবে ভগবান প্রতীত্য সমুৎপাদ চার সংক্ষেপে, ত্রৈকালে, বিশ প্রকারে, তিন প্রকার সন্ধিতে বিস্তারিত ভাবে জেনে, দেখে জ্ঞাত হয়ে উপস্থাপন করেছেনা। 'জ্ঞাত অর্থে জ্ঞান' এবং 'জানা অর্থে উহার বোধগম্যতা'। সেজন্যে উক্ত হয়েছে : প্রত্যয় বিশেষজ্ঞতায় (জানা), ধর্মস্থিতি প্রজ্ঞাই জানা। (Ps.i-52) এরূপে যখন ভগবান সেসব ধর্ম হেতু সংযুক্ত জ্ঞান দ্বারা যথাভুত জ্ঞানে অবগত হয়ে এসবের প্রতি (নিবৃত্ত)

নির্বেদ প্রাপ্ত হয়েছেন, বিরাগ প্রাপ্ত হয়েছেন, বিমুক্ত হয়েছেন তখন তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত সংসার চক্রের শলাকাগুলো (অর) ধ্বংস করেছেন বিধ্বংস করেছেন। এভাবে অরগুলো (শলাকাগুলো) ধ্বংস করেছেন বিধায় তিনি অর্হৎ (অরহন্ত) বলে খ্যাত। (201)

আরা সংসার চক্কস্‌স–হতা ঞাপাসিনা যতে,
লোকনাথের তেনেস–অরহন্তি পবুচ্চতি।
– পুনঃজন্মের অর পার্কি সূত্র আছে যত,
প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র দিয়ে করেছে নিহত।
লোকনাথ পরিত্রাতা সংসার চক্রেতে,
অরহন্ত বলে সবে তাঁকে ত্রিলোকেতে।

২৩. ৪) অর্হতের বস্ত্রা দিতে শুধু তাঁকে মানায়, পূজা লাভের যোগ্য, এবং পূজার্হ। সে কারণে তথাগতের আবির্ভাবের যে কোন দেবদেবী এবং মনুষ্যগণ অপর কাউকে পূজা করে না। সুমেরু সম রত্নদান দিয়ে মহাব্রহ্মা তথাগতকে পূজা দিয়েছিলেন। অপরাপর দেবতা মনুষ্যগণ তাঁদের সাধ্যমত ও বিম্বিসার কোশলাদি রাজন্যবর্গ পূজা দিয়েছিলেন। ভগবানের মহা পরিনির্বাণের পর সম্রাট অশোক ৯৬,০০,০০,০০০/- (ছিয়ানব্বই কোটি) পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে পূজার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সমগ্র জম্বুদ্বীপের (ভারত) সর্বত্র ৮৪,০০০ (চুরাশি হাজার) চৈত্য বিহার নির্মাণ করেন তাঁর প্রযত্নে।

সাধারণ লোকের পূজার্চনার ব্যাপারে বলা কিবা প্রয়োজন ? যেহেতু তিনি অর্হত্ব লাভ করে পূজার উপকরণাদি গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন (অরহন্ত) করেছেন।

পূজাবিসেসং সহ পচ্চয়েহি, যস্‌সা অয়ং অরহতি লোকনাথো
অত্থানুরূপং অরহন্তি লোকে তস্মা জিনো অরহতি নামমেতং।
– পুজার্হ মহান তিনি লোকনাথ প্রকর,
যথা উপকরণাদিসহ শ্রদ্ধাভক্তিতর,
'অরহন্ত' বলি তারে এ বিশ্ব মাঝার,
বিজেতা' অন্বয়ার্থ ভবে সুবিস্তার।

২৪. ৫) জগতে এমন বাল-মানী-পণ্ডিতজন আছেন তারা প্রকাশ্যে দুর্নামের ভয়ে গোপনে পাপকর্ম করে থাকে। গোপনীয়তার অভাব হেতু (রহাভাব)

তিনি কখনো তা করে না বলে (পাপাচরণে রহভাব) অর্হন্।

ধম্ম নথি রজানাম পাপকেসু তাদিনু
রহাভাবেন তেনেস অরহং ইতি বিস্সুতো
– গোপনীয় পাপে তারে কখনো বন্ধীতে
পারিবে না কোন লেখক সশ্রদ্ধ বিদ্যতে।
নামমাত্র তারে সবে ন্যায্য দাবিদার
অর্হৎ বলে জানে গোপনীয় (রহাভাব)
প্রভাব গোপন পাপ (রহাভাব) অর্হন বিস্তার।

২৫. সুতরাং সবসময়ে :

অরকত্তা হতত্তা চ কিলেসারিন সো মুনি,
হত সংসার চক্কারো পচ্চয়াদীন চাবহে।
ন রসে করোতি পাপানি,
অরহং তেন বুচ্চাধী তি।
– মুনী শ্রেষ্ঠ তারে বলে সিদ্ধিতে শ্রেয়, অন্তিম
পরাস্ত করেছে অরি ছড়ায় ব্যতিক্রম।
পরাজয়ে পাকিসর জন্মচক্র সার,
দক্ষিণেয়্য পুত্র তিনি রক্ষণে নিস্তার।
পঞ্চজিনে নিরভয়ে দাবীতে অটল,
অরহন্ বলে তারে শব্দ সুর্নিমল।

সম্যক সম্বুদ্ধ ঃ

২৬. তিনি স্বয়ং সবধর্ম এবং সমস্ত বিষয় আবিষ্কার করে যথার্থভাবে অবগত হয়েছিলেন বলে সম্যক সম্বুদ্ধ (সম্মাসম্বুদ্ধ) নাম লাভ করেছেন।

মূলত : সমস্ত বিষয় তিনি সঠিকভাবে স্বয়ং নিজে আবিষ্কার করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে জানার বিষয় প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই জেনেছেন (যা চতুর্য সত্য শিষ্যদের) সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাতব্য বিষয় পরিজাত হয়েছেন (দুঃখ পরিহারযোগ্য বিষয় পরিহার করেছেন) দুঃখে প্রত্যক্ষে অনুভব্য বিষয় প্রত্যক্ষে অনুভব করেছেন (দুঃখ নিবোধের) এবং ভবিতব্য বিষয় ভাবনা করেছেন (দুঃখ নিরোধের উপায়)।

অভিঞ্‌ঞেঞ্‌থ্যং অভিঞ্ঞাতং, ভাবেতব্বং ভাবিতং,
পহাতব্বং পহীনম্মে তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণাতি।

– যা কিছু প্রত্যক্ষে জানা নিশ্চয় জানিয়াছেন
ভবিতব্য বিষয় মাত্র সুভাবিত হন।
পরিত্যাজ্য যত বিষম হলো পরিত্যক্ত,
তাই হে ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ বলে উক্ত।

২৭. (২০২) **অধিকন্তু ধাপে ধাপে প্রত্যেক বিষয় সঠিকভাবে স্বয়ং নিজে আবিষ্কার করেছেন ঃ** সত্য চক্ষু দুঃখ ইহার মৌলিক হেতু তার উৎপত্তির কারণ। উভয়ের ঘটনা বিহীন (অপ্রবর্তি) নিরোধ সত্য। নিরোধে অভিজ্ঞান মার্গ সত্য। কান, নাক, জিহ্বা, কায় এবং চিত্তের ক্ষেত্রে অনুরূপ পদবাচ্য।

২৮. **নিম্নের বিষয়াবলি একই সূত্রে ব্যাখ্যা করা উচিত ঃ**
রূপাদি ছয় প্রকার আয়তন,
চক্ষু বিজ্ঞানাদি ছয় প্রকার বিজ্ঞান,
চক্ষু সংস্পর্শাদি ছয় প্রকার বেদনা,
রূপ ইত্যাদি ছয় প্রকার রূপ সংজ্ঞা
রূপ আয়তন ইত্যাদি ছয় প্রকার চেতনা
রূপ ছয় প্রকার তৃষ্ণাকায়া।
রূপ বিতর্ক, ইত্যাদি ছয় প্রকার বিতর্ক,
রূপ বিচার, ইত্যাদি ছয় প্রকার বিচার।
রূপ শব্দ ইত্যাদি পাঁচ প্রকার স্কন্ধ।
দশ প্রকার কৃৎস্ন।
দশ প্রকার অনুস্মৃতি।
উর্দ্ধ স্ফীত, ইত্যাদি দশ প্রকার সংজ্ঞা
কেশ, ইত্যাদি বত্রিশ প্রকার অশুচি
দ্বাদশ আয়তন
অষ্টাদশ ধাতু
কামভব, ইত্যাদি নয় প্রকার ভব জন্ম
প্রথম ধ্যান, ইত্যাদি চার প্রকার ধ্যান
প্রথম মৈত্রী ভাবনা, ইত্যাদি চার অপ্রমেয়ভাবনা
চার অরূপ সমাপত্তি
প্রতিলোম বশে জরা, মরণ ইত্যাদি
অনুলোম বশে অবিদ্যা, ইত্যাদি

জরা মরণ ইত্যাদি প্রতিলোম বশে প্রতীত্য সমুৎপাদ
অবিদ্যা, ইত্যাদি অনুলোম বশে প্রতীত্য সম্যুৎপাদ যোগ করা কর্তব্য।

২৯. **এক্ষণে, প্রতীত্য সম্যুৎপাদেন একপদ যোজনা করা হলো ঃ** জরা মরণ হলো দুঃখ সত্য। জন্ম হচ্ছে দুঃখ সমুদয় সত্য। এই উভয় হতে নিস্তার দুঃখ নিরোধ সত্য : নিরোধের উপায় জানা মার্গসত্য। এরূপে তিনি একপদ আবিষ্কার, সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করে সর্বধর্মে যথার্থভাবে স্বয়ং নিজে ধাপে ধাপে ক্রমোন্নয়ন, পূর্ণরূপে উদ্ধার করেছেন। সমস্ত ধর্ম তিনি সঠিকভাবে এবং নিজে নিজে উদ্ধার করেছেন বলে তিনি সম্যক সম্বুদ্ধ।

বিদ্যাচরণ সম্পন্ন ঃ

৩০. তিনি বিদ্যাদি, চরণ দ্বারা সম্পন্ন বলে বিদ্যাচরণ সম্পন্ন এখানে তিন প্রকার বিদ্যার কথা ভয়বেরব সূত্রে (M-i-221) এবং আট প্রকার বিদ্যা অম্বট্ঠ সূত্রে (D-i-100) বিবৃত হয়েছে। সেখানে অষ্টবিদ্যা বিদর্শন জ্ঞান ছয় মনোময় ঋদ্ধি ও অভিজ্ঞান বর্ণিত হয়েছে।

৩১. চরণ অর্থ সংবর- তা শীল সংবর, ইন্দ্রিয় গুপ্তদ্বার সম্পন্ন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা রক্ষা জ্ঞান, জাগ্রতভাবে একাগ্রতা, সাত (শ্রদ্ধা) প্রকার সধর্ম চার প্রকার রূপাবচর ভূমির চার প্রকার ধ্যান, সংক্ষেপে পনের প্রকার কোন আর্যশ্রাবক নিজে আচরণ করেন। তাতে করে তিনি মৃত্যুহীন অমৃতের দিকে গমন (নির্বাণ) করেন। সে জন্য বলা হয়েছে (গুণ সম্পন্ন) চরণ। তদানুসারে উক্ত হয়েছে- 'মহানাম, তিনি অমৃতের দিতে চলেছেন, একজন চরণ সম্পন্ন আর্যশ্রাবক (M. i-355) ইত্যাদি শীলবান হয়ে থাকেন। পুরা মজ্‌ঝিম পল্লাসকে এ সম্বন্ধে বিবৃত হয়েছে।

২০৩. ভগবান উক্ত সকল বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন আর আচরণ সম্পন্ন। একারণে তিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বলে খ্যাত হন।

৩২. এখানে, বিদ্যা সম্পদ পরিপূর্ণতা দ্বারা ভগবান সর্বজ্ঞ হয়ে স্থিত আছেন। (PS1-131) তিনি মহাকরুণায় বিভূষিত হয়ে চরণ সম্পদে স্থিত। (PS 1-126) তিনি সর্বজ্ঞতা গুণে কোনটি প্রাণীর হিতজনক কোনটি অহিতজনক জ্ঞাত আছেন। মহা করুণায় তিনি কোন অসর্থকে পরিবর্জন ও অর্থপূর্ণকে সম্পাদনের জন্য নিযোজিত করেন। তিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বলে তার শ্রাবক মণ্ডলী বিপথে না গিয়ে সুমাগে সুগতি সম্পন্ন হয়ে

থাকেন। বিদ্যাচরণ বিপরীতগামী মনকগণ আত্মতাপে বিদগ্ধ হয়। নিজেকে তাপ প্রদান কারীর ন্যায় দুর্গতি সম্পন্ন হন না।

সুগত ঃ

৩৩. ১. যার গমন শোভন মোহন তিনি সুগত ২. সুন্দর স্থানে যার গমন তিনি সুগত ৩. সম্যকভাবে যার গমন তিনি সুগত ৪. এবং যিনি সুন্দরভাবে বলেন তিনি সুগত।

১. গমনের এক শোভন ধারা হলো গত । এবং যাতে ভগবান শোভন, বিশুদ্ধ, অনিন্দ্য। কিন্তু উহা কি রকম ? ইহা আর্যসত্য, যার অর্থ গমনের ধারা গত। সংস্পর্শ বিহীন নিরাপদ। এভাবে তিনি সুগত তিনি যেখানে গমন করেছেন তা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে গত।

২. সুন্দরতম স্থানে তিনি উপনীত। তাই তিনি গত। নির্বাণে, মৃত্যু থেকে অনেক দূবে। সে কারণে তিনি সুগত। তিনি নিষ্কাম স্থানে গত

৩৪. ৩. তিনি যথার্থভাবে (সম্মা) গত, গিয়েছেন। স্রোত ধারার যে, মার্গে নিপতিত সে মার্গের দ্বারা রুদ্ধ ক্লেশে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন না। সে কারণে বলা হয়েছে অর্হত্ব মার্গের দ্বারা নিরুদ্ধ করা কলুষ মার্গে পুনঃফিরবেন না, প্রত্যার্তন, পেছনে ফিরে আসা হবে না। সে কারণে তিনি সুগত (প্রাচীন অর্থকথা) অথবা বিকল্পে বলা হয় : দীপংকরের কাল হতে (যার পদমূলে তিনি অধিটঠান নিয়েছিলেন) বুদ্ধত্ব লাভ অবধি, সময়ে সর্বলোকের হিতও সুখের মানসে তিনি যে দূরূহ কর্মে ত্রিশ প্রকার পারশী পূর্ণ করেছেন। তিনি শাশ্বত কিংবা উচ্ছেদবাদের বিপথে গমন না করে কামসুখ ও আত্মক্লেশের দুই অন্ত বর্জন করে গমন করেছেন বলে এবং সঠিকভাবে সম্যক গত বলে সুগত।

৩৫. ৪. তিনি সুন্দরভাবে মুক্তমনে (গদতি) সুবাক্য ভাষণ করেন : তিনি যথোপযুক্ত স্থানে যথোপযুক্ত ভাষণ করেন। তিনি যথাযথভাবে ব্যক্ত করেন বলে সুগত।

নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে একে দৃঢ় রুদ্ধ করা যায় : যে সত্য তথাগত জানেন যে অভূত, অসত্য, অর্থকরী, অপ্রিয় এবং অপরের নিকট অসন্তোষজনক, তথাগত সে বাক্য বলেন না। আর তথাগত সে বাক্য ভূত, সত্য, অর্থযুক্ত কিন্তু অপরের অপ্রিয় অসন্তোষজনক, সেখানে তথাগত সে কথা বলেন না। এবং (২০৪) তথাগত ভূত, সত্য, সন্তোষজনক, কিন্তু অসন্তোষমূলক,

তথাগত তা কাল বিবেচনা করে বলেন। যে বাক্য অদ্ভুত, অসত্য, সঠিক নয় ক্ষতিকর কিন্তু অপরের পক্ষে প্রিয় এবং সন্তোষজনক তথাগত সে বাক্য বলেন না এবং যে বাক্য সত্য, সঠিক, কিন্তু ক্ষতিকর যদিও অপরের পক্ষে, প্রিয়, সন্তোষজনক সে বাক্য তথাগত বলেন না। এবং যে বাক্য তথাগত সত্য এবং সঠিক বলে জানেন যা অপরের পক্ষে প্রিয় এবং সন্তোষজনক সে বাক্য তথাগত কালক্ষয় করে বুঝে বলেন। (M . i-595) এভাবে তিনি সম্যক (গদতি) বা সুগত বলে পরিচিত।

লোকবিদ ঃ

৩৬. তিনি লোকবিদ। যেহেতু তিনি জগৎকে ত্রিলোক সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে জানেন। তথাগতের অভিজ্ঞতা বশতঃ সংস্কার লোক (প্রাণিজগৎ), সত্ত্বলোক (শাশ্বত-অশাশ্বত স্থান) ও আকাশ লোক (চন্দ্রমণ্ডল, সূর্যমণ্ডলাদি), পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতেন বলে লোকবিদ। এসবের উৎপত্তি, নিরোধ, এবং নিরোধের উপায়সহ সব কিছু বিভিন্নভাবে বিদিত, জ্ঞাত ও অভিবোধ ছিল। সেজন্যে উক্ত হয়েছে ঃ আবুসো এমন এক জগৎ আছে যাতে জন্ম হয় না, জরা হয় না, মরণ হয় না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না। যা গমন করে, জ্ঞাত হয়ে, দেখে প্রাপ্তব্য নয় বলে আমি বলি না। লোকের (ত্রিলোকের) অন্ত নেই বলে আমি দুঃখের অন্ত আছে বলি না। অধিকন্তু আমি এই অতলস্পর্শীদেহ মনের কলেবরে সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠনকে লোক বলে জানি। লোকের উৎপত্তি, লোকের নিরোধ ও লোক নিরোধগামিনী প্রতিপদকে আমি জ্ঞাপন করে থাকি এবং বলি ঃ

গমনেন ন পত্তক্সো লোকস্‌সন্তো কুদাচনং
ন চ অপ্পত্তা লোকন্তং দুক্‌খা অত্থি পম্পোচনং
– সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণভাবে যা সম্ভব নয়
ভ্রমণে পৌঁছে যাবে লোকান্তে কভু নয়।
কিন্তু তাতে নিরুপায় দুঃখ নিবারণ,
যতক্ষণে পৌঁছি না লোক সীমান্তরণ।

তস্মা হবে লোকবিদূ সুমেধো
লোকন্ত কুসিত ব্রহ্মচরিয়ো,

লোকস্স অন্তরং সমিতাবীঞত্বা
নাসিংসতি লোকমিমং পঞাতি ঞ্
– মুনীবর তাঁকে বলে লোকে সব জ্ঞাতা,
যেবা গেছে অন্তলোকে তিনি হন ত্রাতা,
যেবা যাপে ব্রহ্মজীবন ইহা পরিবর্তে,
শান্তিতে তিনি যাপেন অন্তলোক জ্ঞাতে
এবং ইহ-পর কোন লোকে তাঁর প্রত্যাশিত নয়। (S. i-62)

৩৭. এছাড়া তিন প্রকার লোক আছে ঃ সংস্কার লোক, সত্ত্বলোক এবং আকাশ লোক। এখানে এক লোক হচ্ছে ঃ সকল সত্ত্ব আহারে স্থিতিক। (PS. i-122) ২০৫ সংস্কারলোক হচ্ছে এক স্থানে আগত লোক। সংস্কার লোক বলে জ্ঞাতব্য। শাশ্বতলোক বা অশাশ্বতলোক বলে আগতস্থানে সত্ত্বলোক (M. i-426) পদে উক্ত হয়েছে ঃ

যাবতা চন্দিম সুবিয়া পরিহরন্তি দিসা ভন্তি বিবেচনা,
তাব সহস্সুধা লোকো এখতে বত্তিতি বসাতি।
– যথা চন্দ্র তথা সূর্য প্রচারে বিস্তার,
কিরণ দিয়ে আলো দিয়ে চারদিক সোচ্চার।
মহা বিশ্বের চারি গুণ সমান প্রচলন।
শক্তিধর তবমধ্যে প্রশ্নাতীত চলন। (M 1-328)
ইহা আকাশ লোকের অবস্থান, ভগবান তাত্ত সুবিদিত ছিলেন।

৩৮. অনুরূপ, সর্বলোকের এক লোক ঃ সকল সত্ত্ব আহারে স্থিতিক। দুই লোক : নাম এবং রূপ। তিন লোক : তিন প্রকার বেদনা। চার লোক : চার প্রকার আহার। পঞ্চলোক : পাঁচ প্রকার উপাদান স্কন্ধ। ছয় লোক : ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন। সপ্তলোক : সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি। অষ্টলোক :অষ্টলোক ধর্ম। নবলোক : নব সত্ত্বাবাস। দশলোক : দশ প্রকার আয়তন। দ্বাদশ লোক : দ্বাদশ আয়তন। অষ্টাদশ লোক : অষ্টাদশ ধাতু সংস্কার লোক তাঁর নিকট পরিচিত। (PS 1-122)

৩৯. কিন্তু তিনি সকল সত্ত্বের আশয় অবগত আছেন অনুশয় অবগত আছেন, তাঁদের চরিত অবগতি আছেন, অধিমুক্তি অবগত আছেন, পেয়ে অল্প রজসহ জানেন, মহারাজসহ অবগত আছেন, তীক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সহ অবগত আছেন, মৃদু ইন্দ্রিয়সহ অবগত আছেন, ভাঁর আচরণসহ অবগত আছেন,

নন্দবরণসহ অবগত আছেন, সহজমিকা এবং কঠিন শিক্ষা অবগত আছেন, সামর্থ্য এবং অসমর্থ অবগত আছেন, (PS 1-121) সুতরাং তিনি এ সত্ত্বলোক তিনি বিভিন্নভাবে সর্বথা অবগত আছেন।

৪০. এবং সত্ত্বলোকের মতো তিনি আকাশলোক অবগত আছেন। তদনুসারে লোক পরিমাপ করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে ঃ

এক চক্রবাল (এক বিশ্ব পরিমণ্ডল) বারশত সহস্র চৌত্রিশ হাজার পঞ্চাশ (১২০, ৩৪৫০) যোজন। দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিধি হচ্ছে ঃ

সব্বংসত সহস্সনি হত্তিংস পরিমণ্ডলং,
দসঞ্চেব সহস্সানি অড্তুডঢানি সতামি চ।
– পরিমাপ ইহার হয় বিস্তার চারিদিক,
ছয় আর ত্রিংশ শত হাজার নির্ণয়ক।
অতপর দশ হাজার যোজিবে তথায়।
চারিশত হতে পঞ্চাশ শতক নিশ্চয়। (৩, ৬১০, ৩৫০)

৪১. **এখানে দূরে প্রান্ত সতসহস্সানি চত্তারি নহুতানি চ,**
এত্তকং গনত্তেন সংখাতায়ং বসুন্দরা
– এক শতে গুনিতে দুইয়ে হাজার যোজন (ঘন),
অতঃপর তাতে আরও চার নহুত (দশ) যোজন।
এলোক ধরণী সকল সম্পদ জান,
যথা আখ্যাত আছে কি চার গুনত্ব অদ্ভূদ।

এবং তার সংধারক হচ্ছে ঃ

চত্তারি সৃত সহস্সানি অটঠেঠ নহুতানি চ,
এত্তকং বহলত্তেন জনং বাতে পতিট্ঠি তং।
– প্রকাশতে গুনিবে চার শতে হাজার যোজন,
অত:পর রোজ তথায় আট বহুত (দশ) প্রমাণ (৪,৮০,০০০)
বায়ুতে অনিল স্থিতি বহে বহমান,
যথা আখ্যাত আছে কি তার ঘনত্ব প্রমাণ

এবং চার অনুকূলে (২০৬) ঃ

নবসত সহস্সানি নালতো নভ মুগ্গ তো,
সট্ঠবীঞ্চেব সহস্সানি এসা লোকস্স সথিতি।

– একশতে গুনিবে নয়ে হাজার যে হয়,
সমগ্র আকাশ জুড়ে মরুৎ বহে রয়।
ষীট সহস্রাধিক অধিকন্তু বলয় যাহার (৯৬০,০০০),
কত বড় লোক ভাব এ বিশ্বমাজার।

৪২. **ইহার বিস্তার এরূপ**। তার মধ্যেই এর মুখ্য বিষয় পাওয়া যাবে। সুমেরু পর্বতের মধ্যে সর্বোচ্চ যা সমুদ্র তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তা ৪৮০,০০০ ঘান যোজন ব্যাপী বিস্তৃত। সে পরিমাণ উর্দ্ধে উত্থিত বিশাল পর্বত শ্রেণীর বিশিষ্ট সাতটি পর্বত সুমেরুকে বেষ্টন করে বিরাজিত। প্রত্যেকটি পর্বতের গভীরতা এবং উছভার সুমেরুর অর্দ্ধ পরিমাণ বিস্তৃত পরিসরে যুগন্ধর, ঈশধর, কববিত, সুদর্শন, নেমিধর, যিনতক ও অশ্বকর্ণ নামে মহাগিরি বিদ্যমান। স্বর্গীয় সুবাতাস প্রবাহিত চূড়ামণ্ডলী রত্ন নড়ানো দেবযক্ষ অভিবাসিত এখানে। চার মহাদিকপাল রাজা এবং তাঁদের দেব যক্ষগণের বসবাস এখানে। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৫০০ (পাঁচ) যোজন বিস্তৃত। এবং ইহার বিস্তার এবং প্রস্থ পুরা ৩০০ (তিন) শত যোজন। এবং তারপর ৪৮০,০০০ টি পর্বত শৃঙ্গে ইহা বিশোভিত। তাতে আরো রয়েছে অভিশোভিত নাগ নামে খ্যাত জম্বুবৃক্ষ। জম্বুদ্বীপের ভূমির পরিধির পরিমাণ ১৫ যোজন স্কন্ধ। উচ্চতা ৫০ যোজন, শাখার পরিধি ৫০ যোজন বিশিষ্ট জম্বুবৃক্ষ। ইহার চারদিকের সমোচ্চতা বিশিষ্ট শাখা রয়েছে। সুতরাং ইহার পরিধি ১০০ যোজন বিস্তৃত এবং ১০০ যোজন উচ্চতা।

৪৩. ভূমণ্ডলের সর্বোচ্চ চূড়া শীর্ষ হতে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ২৮০,০০০ যোজন উচ্চতায় সে পরিমাণ যোজন। মণ্ডলাকার বৃত্ত পৃথিবী ধাতু দিয়ে চারদিক পরিব্যাপ্ত।

এবং জম্বু বৃক্ষের (রোজআপেল) যে পরিমাপ তা অসুরগণের অনুরার চিত্র পাটলীয় বৃক্ষ, গরুড়গণের সিম্বলী বৃক্ষ, অপর গোয়ান (পশ্চিম মহাদেশ) বাসীদের কদম বৃক্ষ, উত্তরকুরু (উত্তর মহাদেশ) বাসীদের কপ্‌প বৃক্ষ, পূর্ব বিদেহ (পূর্ব মহাদেশ) অধিবাসীদের সিরিস বৃক্ষ এবং তাবতিংস (ত্রয়ত্রিংশ) অধিবাসী দেবতাদের পরিচ্ছত্তক (দেবলোকের) বৃক্ষের অনুরূপ। সে কারণে প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

পাটলী, সিম্বলী, জম্বু, দেবানং পরিচ্ছত্তকো,
কদম্বো, কপ্‌পরুক্‌খো, চ সিরী সেন ভরতি সত্তমং

– পাটলী, সিম্বলী আর বৃক্ষ জম্বুবর,
দেবের পরিচ্ছত্তক বৃক্ষ জান অতঃপর।
কদম্ব, কল্পবৃক্ষ জান সুনিশ্চয়,
সিরিস সপ্তম বৃক্ষ, তথারূপ হয়।

৪৪. (২০৭) চন্দ্রপৃষ্ঠমণ্ডল ৪৯ যোজন ব্যাপী বিস্তৃত। এবং সূর্যের পৃষ্ঠমণ্ডল ৫০ যোজন। তাবতিংস মণ্ডল ১০,০০০ যোজন। অনুরূপভাবে অসুর ভবন, মহানিরং অষীচি এবং জম্বুদ্বীপের পরিমণ্ডল সমান। তপন গোয়ান ৭০০০ যোজন, তদনুরূপ, পূর্ববিদেহ। উত্তরকুরু ৮,০০০ যোজন। এবং এছাড়া এখানে একেকটি মহাদেশ ৫০০০ ক্ষুদ্র দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমুদয় মিলে এক চক্রবাল। এক চক্রবাল ধাতু। এ দুটোর (এটি এবং পৃথিবী মণ্ডলের পাশে) মধ্যে বিরাজমান লোকান্তরীয় মহানিরয় সমূহ। সুতরাং চক্রবাল অনন্ত। লোকধাতু অনন্ত। ভগবান অনন্ত বুদ্ধজ্ঞানে এসব বিদিক, জ্থা এবং প্রতিবোধ হয়েছিলেন।

৪৫. সুতরাং এ আকাশ লোক সর্বতোভাবে তাঁর অবগত। সে কারণে তিনি লোকবিদ। কারণ তিনি লোক পরিজ্ঞাতা বিভিন্নভাবে।

অতুলনীয় পুরুষত্তোম ঃ

৪৬. নিজের বিশিষ্ট গুণরাজি হতে বিশিষ্টতর গুণসম্পন্নের অনুপস্থিত বলে অনুভব। তিনি শীলগুণে সর্বলোক অতিক্রম করেন, সমাধিগুণে সর্বলোক অতিক্রম করেন এবং প্রজ্ঞা বিমুক্তি জ্ঞান দর্শনগুণে অতিক্রম করেছেন বলে অনুত্তর। শীলের বিশেষগুণে তিনি অসম, তিনি অসমদের সম (অপর বুদ্ধগণের), তিনি অসমসম, অপ্রতিম্ (অদ্বিতীয়), অপ্রতিভাগ, অপ্রতি পুদ্গল ..... জ্ঞানের বিশেষ গুণাবলিতে এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন গুণে অপ্রতিতম (অদ্বিতীয়) সে কারণে বলা হয়েছে "আমি সদেবলোকে, মারলোকে তপসী, ব্রহ্মলোকে, মানব জগতের রাজপুত্র বা মানবের মধ্যে আমার চেয়ে শীলগুণ সম্পন্নতর আর কাউকে দেখছিনা।" (S. i-189) তার অধিক বিস্তারিত হয়েছে অগ্গপ্পসাদ সুত্ত (A ii-34, iti-87)| এরূপে তাতে উক্ত ঃ আমার কোন আচার্য নেই, সর্বলোকে আমার সম্পন্ন কেউ নেই (M. i-171) তা থেকে বিস্তারিত জানা যাবে।

দম্য পুরুষের সারথী ঃ

৪৭. যারা দম্য পুরুষ তিনি তাঁদের পরিচালক। তাই তিনি দম্য পুরুষগণের সারথী। দমন করেন, বিনীত করেন অর্থে সারথী। এখানে পশ্বাদি পুরুষ এবং মানবীয় পুরুষ, তির্যক পুরুষ শ্রেণিদম্য নয় কিন্তু দমিত হওয়ার যোগ্য (দমেতুং সত্তা) মানুষ (পুরিসদম্মা) পশ্বাদি পুরুষের মধ্যে অজপাল নাগরাজ, চুলধর, মহাধর, অগ্নিশিখ, ধূমশিখ, আব্বাল নাগরাজ, ধনপালক হস্তী ইত্যাদি ভগবান কর্তৃক দমিত তির্যক পুরুষ। তিনি এসবের নির্বিষীয় (ক্লেশযুক্ত) এবং শরণ শীলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুরুষ মানবের মধ্যে জৈন সন্ন্যাসী সচ্চক নির্গণ্ঠিপুত্র, ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী অম্বট্ঠ মানব, (২০৮) পাক্খর সাতি, সোন দণ্ড, কূটদণ্ড, ইত্যাদি। এবং অমনুষ্য পুরুষের মধ্যে আলবক, সূচীলোম, খরলোম যক্ষ, দেবরাজ ইন্দ্রাদি দমিত, বিনীত বিচিত্র বিনয় দ্বারা দমিত ও বিনীত। নিম্নোক্ত সূত্রগুলো এ প্রসঙ্গে এখানে পুরোপুরি যুক্ত করা উচিত। "কেশী, আমি মানুষকে সময়ে স্নেহ দিয়ে বিনীত করি, সময়ে কর্কশ বাক্য দিয়ে বিনীত করি।" (A ii-112)

৪৮. অতপর ভগবান ইতোমধ্যে যারা বিনীত, প্রথম ধ্যানাদি অর্জিত স্রোতাপত্তিদেরকে উত্তর মার্গাদি লাভের উপদেশ দিয়ে দান্তকে অধিকভাবে বিনীত করেন।

অথবা বিকল্পে, "অনুত্তর পুরুষ দম্য সারথী" কি একপদ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাতে ভগবান পুরুষদম্যদের একক্ষণে দমন করেন, বিনা দ্বিধায় একসাথে আটদিকে ধাবিত হন। (অষ্টবিমুক্তি) এজন্য তাঁকে অনুত্তর পুরুষদম্যদের বলা হয় একক্ষণে দমন করেন। বিনা দ্বিধায় একসাথে আটদিকে ধাবিত হন। (অষ্টবিমুক্তি) এ জন্য তাকে অনুত্তর পুরুষদম্য সারথী বলা হয়। এ স্থলে নিম্নোক্ত সূত্রগুলো সংযোগ করা উচিত। ভিক্ষুগণ হস্তী দমনকারীগণ একই দিকে ধাবিত হয়। (M iii-222)

দেব মানবের শাস্তান

৪৯. তিনি শিক্ষা প্রদান করেন (অনুসাসতি) অর্থ হলো জীবনের ইহ-পরকালে এবং সর্বশেষ লক্ষ (নির্বাণ) অনুসারে শিক্ষা প্রদান করেন বলে তিনি শাস্তা বা শিক্ষক। নিদ্দেস (নামক গ্রন্থেঃ অধিকন্তু পিটক) অনুসারে শিক্ষক (সত্থা), ভগবান হচ্ছেন আবাসস্থান সদৃশ বলে (সত্থা) শাস্তা বা সার্থবাহ। যেমন কেউ একটি সার্থবাহ নিয়ে ভয়ঙ্কর কান্তার অতিক্রম করে, ডাকাত অধ্যুষিত ভয়ঙ্কর সান্তার অতিক্রম করে, ভয়ঙ্কর বন্যপশু সকূল অতিক্রম

করে, ভয়ঙ্কর দূর্ভিক্ষ কান্তার, ভয়ঙ্কর নিরুদক কান্তার অতিক্রম করে, নিয়ে সোজা অতিক্রম করে, সম্পূর্ণ অতিক্রম করে, সঠিক অতিক্রম করে, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়, তেমনি ভগবান ও একজন সার্থবাহকে যে ক্লান্তার সমূহতে গৃহে নিয়ে যায়, জাতি কান্তার অতিক্রম করে নিয়ে যায়। (N. i-446)

৫০. **দেব মানবগণের :** দেবমনুস্সানং- দেবানং চ মনুস্সানং চ (দ্বন্দ্ব- সমাস) : যারা উত্তম তাঁদের এবং যারা অগ্রসরমানে সমর্থ, তাঁদের উদ্দেশ্যে ইহা বলা হয়েছে। ভগবান তির্যগযোনীতে উৎপন্ন প্রাণিদের মধ্যে ও অনুশাসন করেন শাস্তা। একটি তির্যক প্রাণী ভগবানের কণ্ঠস্বর (ধর্ম শুনে) যোগ্যতর জন্ম ধারণের সুফল লাভ করেছিল। সেই উনিশ্রয় সম্পদ দ্বারা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় জন্মে মার্গ-ফলের ভাগী হয়ে থাকে।

৫১. **মণ্ডুক দেবপুত্র ইত্যাদি কাহিনি ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঃ** যখন ভগবান চম্পানগরের গগ্গরা হ্রদের তীরে (সেখানকার) অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মদেশনা করছিলেন তখন এক মণ্ডুক তীরে এসে ভগবানের কণ্ঠ স্বরের (এক) মুগ্ধ হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে। (২০৩) তথায় জনতার মধ্যে যষ্ঠিহাতে দণ্ডায়মান লোকটি কোন মুহূর্তে মণ্ডুকের মাথায় যষ্ঠির মাথা স্থাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে ইহা কালগত হয়। এবং তাবতিংস দেবলোকে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত কনক বিমানে গিয়ে সুপ্ত উত্থিতরূপ বোধ হলো। সেখানে অপসরাগণ পরিবৃত নিজেকে দেখে বলে উঠল, "কোন পুণ্যের প্রভাবে আমি এখানে জন্মেছি ?" কারণ অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারলেন, "বুদ্ধের কণ্ঠস্বরের নিমিত্ত গ্রহণের ফল ছাড়া অন্যকিছু নয়। তিনি সপারিষদ বিমানসহ বুদ্ধের নিকট গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে প্রণাম জানালেন। ভগবান তা জ্ঞাত ছিলেন ও জিজ্ঞেস করলেন ঃ

কোমে বন্দতি পাদনি, ইদ্ধিয়া যস্স ফলং,
অভিক্কন্তেন বন্নেন সব্বা ওভাসয়ং দি সাতি।

– কে এসে বন্দনা জানায়, মোর পাদ দ্বয়ে,
সুফলের গৌরব দীপ্তি আলোক সম্ভারে ?
আলোক উদ্ভাসিত হয়েছে তাতে চারদিক,
অনন্য দ্যুতিতে উজ্জ্বল সুন্দর আলোক ?
৭ম অধ্যায় ঃ বিশুদ্ধিমার্গ

মণ্ডুকোহং পুরে আসিং উদকে বারিগোচরে,

তব ধম্মং সুনন্তস্‌স অবধি বচ্ছপালেকোতি।
– ছিলাম আমি মণ্ডুক এক বিগত জনমে
পুষ্করিণীর জলছিল মোর নিবাস নির্জনে।
জনতার নিষ্ঠুর আঘাতে জীবন যোর নাশে
ধর্ম শ্রবণে রত তব মরে।

ভগবান তাঁকে আরো ধর্মদেশনা করলেন। চুরাশি হাজার প্রাণীর মধ্যে নির্ভাব জাগ্রত হলো। দেবপুত্রের মধ্যে স্রোতাপত্তিফল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মৃদুহাস্যে প্রস্থান করলেন।

বুদ্ধ ঃ

৫২. বিমুক্তি ফলজ্ঞানে তিনি প্রবুদ্ধ এবং যা জ্ঞেয় তৎসমুদয় তিনি আবিষ্কার করেছেন বলে বুদ্ধ।

অথবা পক্ষান্তরে, তৎকর্তৃক চার আর্যসত্য আবিষ্কৃত (বুজ্‌ঝি) এবং অপরদেরকে সজাগ (বোধেতি) করেছেন বলে বুদ্ধ। অর্থ ব্যাখ্যা করার লক্ষে নিদ্দেস গ্রন্থের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ : "তিনি সত্যসমূহ আবিষ্কর্তা (বোজিঝতর) এ কারণে তিনি প্রজ্ঞাবান (বুদ্ধ)। তিনি জন সাধারণকে জাগ্রত করান (বোধেতার) বলে জ্ঞানদীপ্ত (বুদ্ধ) (Ps. i-457) অথবা একই পদের বিস্তৃত উদ্বৃতি পাই পঠিসম্ভিদায় (চঝ-১-১৭৪)।

ভগবান ঃ

৫৩. ভগবান (ভগবন্ত) একটি গুণবিশিষ্ট শব্দ। বিশিষ্টগুণে গুণান্বিত, সর্বোত্তম গুণী, সকল সত্ত্বের শ্রেষ্ঠ গুরুর গৌরবে গৌরবান্বিত (আবল্মিকা) বলে বুদ্ধ। প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

ভগবাতি বচনং সেট্‌ঠং, ভগবাতি বচনত্তমং,
গরু গারবযুত্তো সো ভগবা তেন বুচ্চতীতি।
– ভগবান শ্রেষ্ঠতম শব্দভাণ্ডার মাঝে,
ভগবান বচনোত্তম বচন সাগরে
দাবি রাখে শ্রদ্ধাভীতি আচার্য নিশ্চয়
সেহেতু তাকে সবে ভগবান কয়।

অথবা বিকল্পে, **নাম চার প্রকার** : জীবনভর (আবস্থিক), নিদার্থিক, নৈমিত্তিক এবং অধিত্য সমুৎপন্ন। শেষটি হচ্ছে লোকীয় ব্যবহার। এখানে (২১০) নাম বলতে বোঝায় এক জীবনভর যথা ঃ বাৎসরিক বৎস (বচ্ছো),

দম্যহাল চালান, নাঙ্গল জোয়াল (বলিবদ্দো), ইত্যাদি। নামাদি বলতে নির্দিষ্ট লিঙ্গাদি আবস্থিক বোঝায়। যথা ঃ দণ্ড বাহক (দণ্ডীন) ছাত্রবাহক (ছত্তিন্), উপর গিট ধারক (সিখিন্), হস্তাধি কারী (করিণ হাতী) পরী, ইত্যাদি লিঙ্গার্থিক। কোন নির্দিষ্ট বিষয় পারদর্শী হলে তাঁদের নাম যেমন তিন বিদ্যায় পারদর্শী হলে ত্রিবিদ্যা (তেবিজ্জ), ছয়প্রকার ঋদ্ধিতে পারদর্শী হলে ষড়াবিজ্ঞা (ছলভিঞ্‌ঞ্‌ঞা), ইত্যাদি নৈমিত্তিক। যথা ঃ শ্রীবর্ধক (সিরিবদ্দক), ধনবর্দ্ধক (ধনবর্ধক) ইত্যাদি। প্রবর্তিত নাম আদিত্য সমুৎপন্ন। শব্দার্থে এসবের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫৫. ভগবান নাম একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অর্জনকৃত নাম। ইহা মহাযায় কিংবা শুদ্ধোদন ৮০,০০০ জ্ঞাতিগণ, শক্র,সন্তোষিত এবং অপরাপরের প্রদত্ত নাম নয়। ইহা সবধর্মে ব্যবহৃত নাম। মাতা কর্তৃক প্রদত্ত নয়। ভগবান শব্দে বুদ্ধের তাৎপর্যবহ অন্তিম বিমুক্তি নির্দেশ করে, বুদ্ধগণের সর্বক্ত‌তা জ্ঞানের বাস্তবতা জ্ঞাপন করে, বোধিমূলে বুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান প্রতীক 'ভগবান'। (PS i-174, Nd i-143)

৫৬. এ নামের মধ্যে যেসব তাৎপর্য ও মহিমা বিজড়িত যে সবের তাৎপর্য বিশ্লেষণের তাঁর গাথা উচ্চারণ করেছেন ঃ

ভগী ভগী ভাগী বিবত্তয়া ইতি,
অকাসি ভগ্নন্তি গরূতিভগবা।
বহুহি ঞায়েহি সভাবিতত্তনো, উদগাথা
ভবন্ত গো সো ভগবাতি বচ্চতীতি।
– গুরু হয়ে বর্ষিছ আশীষ সবার উপর
বারে বারে অংশ নিয়ে তৎপর, কৃতার্থ।
ভাগী হয়ে বিশ্লেষণ করেছ সুবিসল,
বিবর্তন করিলে তুমি যা অবিমল।
নিশ্চিহ্ন করেছ সব হয়ে ভগ্‌গবা,
ভাগ্যবান তোমারে বলে কেবা ভাগ্যবা
নিজেরে বেঁধেছ নিজে ওহে সভাবিতম্,
কীর্তিতে ভূষণ হল ভগবা নিরুপম।
নিদ্দেসগ্রন্থে বিধৃত ব্যাখ্যা মতে শব্দগুলোর ব্যাখ্যা। (Nd i-142)

৫৭. কিন্তু অন্যতর ব্যাখ্যা হলো ঃ

ভাগ্যবা ভগ্গবা যুত্তো, ভবেহি চ বিভত্তবা,
ভত্তবা বন্ত গমনো ভবেস ভগবা ততো তি।
– ভাগ্যবান তাহারে বলি ভাগ্যবা আর কেবা
নিশ্চিহ্ন নির্মোহ তুমি হয়েছ ভগ্গবা।
বর্ষিছ আশীষ যত ভগেহি যুত্তার্থ,
ব্যাখ্যা করেছ নিজে হয়ে কৃতার্থ।
বারে বারে জন্ম ধারণ করে বিসর্জন,
হয়েছ এরূপে যথা ভবন্ত ভগবান।

৫৮. এ স্থলে ভাষার বৈশিষ্ট্য ব্যবহারে পূর্বাহ্নে স্বরবর্ণের আগম এবং বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে আদি নিরুক্তি গ্রহণ অথবা শব্দনীতি 'পিসোদর' ইত্যাদি (পাণিনি-গণপথ ৬-৩-১০৯) প্রক্ষেপণ ব্যবহারের ফলে তাঁকে ভগবান (ভগবা) বলা হয়। দান-শীল, ইত্যাদির অন্তিম পদে অধিষ্ঠিত বলে তিনি লৌকীয় এবং লোকোত্তর সুখের অধিকারী বলে ভাগ্যবান বলে খ্যাত। (Kh.PA. 108)

৫৯. অনুরূপভাবে তাঁকে ভগবা বলা উচিত যখন তিনি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখান (ভগ্গবা) তখন তাঁকে ভগবান বলা উচিত। নিম্নের তথাদি পরিহার করে শত সহস্র প্রকার সমস্যা দূরীভূত করে। উৎকণ্ঠা এবং ক্লেশের শ্রেণীকরণ- রাগ, দ্বেষ, মোহবশে ভুল মনোযোগ, যোগহীন অণীক, ক্রোধ, মৈত্রী (উপনাহ্) বশে, ম্রক্ষ, পলাশ, ইর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শাঠেয়্য, স্তব্ধতা, সারম্ভ, মানাতিমান, মদ, প্রমাদ, তৃষ্ণা, অবিদ্যা, ত্রিবিধ, অকুশাল মূল, দুশ্চরিত, সংক্লেমূল (211) , বিশ সংজ্ঞা, বিতর্ক এবং প্রপঞ্চ, চতুর্বিধ বিপরীত এষণ, আশ্রব, গ্রন্থ, ওঘ, যোগ, দুর্গতি, তৃষ্ণা এবং উপাদানাদি। পাঁচ বিস্ত খিল বিনিবদ্ধ, নিবার নাভিনন্দন, ছয় বিবাদমল : বিবাদ মূলতৃষ্ণাকারা, সাত প্রকার অনুশয়, প্রকার মিথ্যাত্ব বশে, নয় প্রকার তৃষ্ণামূল বশে, দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ বশে প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি বশে, ১৮০ প্রকার চরিত, অথবা সংক্ষেপে মার : অকুশল মার, দ্বষট্টি স্কন্ধমার, এবং কর্ম সংস্কার মার, দেবপুত্রযার এবং মৃত্যু মার বশে।

এবং এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

ভগ্গরাগো ভগ্গদেসো ভগ্গমোহো অনাসবো,

ভগ্গাসস পাপকা ধম্মা ভগ্গবা তেন বুচ্চতীতি

– রাগ যার ভগ্ন তথা দ্বেষ ভগ্ন যার,
মোহ যার ভগ্ন হলো বীততৃষ্ণ সার।
ধর্ম যাহা ভবে আছে অকুশল উত্তর,
সর্বোত্তীর্ণ তাই তিনি জ্ঞাপন প্রবর।

৬০. পুণ্যের শতবৈশিষ্ট্য মণ্ডিত তাঁর রূপকায় ভাগ্যবান (ভাগ্যদেবতা) হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং বুটি পরিমুক্ত হয়ে (ভাগদোসতা) তিনি ধর্মকায়ের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন। অনুরূপ ভাবে (ভাগ্যবান বলে প্রমাণক) লৌকিক শ্রদ্ধা (লোকজন তাঁর মুক্তিতার কারণে) লাভের অধিকার রাখে এবং তাঁর ভাগ্যবান হওয়ার কারণে তিনি গৃহীগণের নিকট বিশ্বস্ত এবং তিনি ক্রুটি মুক্ততার কারণে প্রব্রজ্যিতগের নিকট বিশ্বস্ত এবং যখন উভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে তখন তাঁরা দৈহিক এবং মানসিক দুঃখ অপনোদনে কার সাথে সাথে লোকীয় আমিষদান এবং ধর্মদান দ্বারা উপকার করে লোকীয় ও লোকোত্তর সুখ লাভ করতে সমর্থ হয়।

৬১. তাঁকে ভগবান (ভগবা) বলা হয়, যেহেতু তিনি আশীবর্ষনের (তগেহি যুত্ততা) যোগ্যতা তভবা মধ্যে রয়েছে ঃ তাঁর মধ্যে আশীর্বচন (ভগ) করার নিম্নোক্ত গুলো বিদ্যমান ঃ (ভগ অস্‌স সন্তি) যেহেতু তাঁর মধ্যে ভগশব্দ প্রতিষ্ঠিত। তাতে লোক ঐশ্বর্য ধর্ম ছয়টি বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। যথা : ভগবান, ধর্ম, যশ, নাম এবং প্রচেষ্টা (বীর্য)। তাঁর চিত্তের উপর তাঁর সর্বোচ্চ ঐশ্বরিকতা বিদ্যমান। তা লোকীয় গণনায় লঘুতর এবং ক্ষুদ্রতর এবং লোকোত্তর ধর্মের সর্ব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিশেষ সত্যবাদিতার গুণে অর্জিত তাঁর মধ্যে রয়েছে পবিত্রতম যশ যা ত্রিলোকের মধ্যে ব্যাপৃত এবং তাঁর মধ্যে রয়েছে সর্বকায় মর্দিত নন্দিতসুঅঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সর্ব প্রযত্নে পরিপূর্ণ যে রূপ কায় দর্শনে লোকজনের আপন নয়ন তৃপ্ত করে সার্থক করতে চায়। এবং তাঁর মধ্যে কাম হয়েছে, অন্যভাবে বলতে গেলে, যা ইচ্ছে তা উৎপন্ন করতে পারেন। যা তাঁর ইচ্ছে এবং প্রয়োজন মনে করেন, যা নিজের এবং অপরের উপকারে আসব মনে করেন উৎপন্ন করেন। তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রচেষ্টা। অন্যথা সম্যক ব্যয়াম রার কারণে সমস্ত জগৎ তাঁকে ভগবান বলে শ্রদ্ধা করে।

৬২. তাঁকে ভগবান (ভগবতা) বলা হয়। কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষণকৃত (বিভত্ত বা) তাঁর স্বয়ং অস্তিত্ব। বিশ্লেষণাত্মকতার কারণে (এবং ব্যাখ্যার) সমস্তধর্ম তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কুশল অথবা কুশল ইত্যাদি ধর্ম এরূপ শ্রেণিতে যেমন স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয়, প্রতীত্য সমুৎপাদ ইত্যাদি (212) পীড়নমূলক ধর্ম রয়েছে তা বিধারি নাম দুঃখ আর্য সত্য। যেখানে স্থিতি (আয়ুহন), কারণ (নিদান), বন্ধন (সংযোগ) এবং যে বাধা (পলিবোধ) রয়েছে তা দুঃখের কারণ, গৃহত্যাগ (নিঃসরণ) একাকিত্ব (বিবেক), জন্মহীন (নিবোধ) এবং মৃত্যুহীন অমৃতার্থে দুঃখ নিবোধ, নিঃসঙ্গ ন্যায়ন্যিক হেতু দর্শন ইত্যাদি আধিপত্যমার্গ বিভক্তি করলে তিনি অভিজ্ঞ বলে খ্যাত, ভেঙে ভেঙে বিভক্ত করে দেশনা করতে পারেন। সে কারণে তিনি বিভক্তাভিজ্ঞ বলে তাঁকে ভগবা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

৬৩. তাঁকে ভগবান (ভগ্গবা) বলা হয়, যেহেতু তাঁর মধ্যে পুনপুন সংঘটিত (ভত্তবা) হওয়ার কারণে পুনর্গঠন (ভজি) অনুশীলিত, পুনচর্চা বর্তমান। এরূপ লোকীয়, লোকোত্তর উচ্চতর মানবিক ধর্ম যেমন দিব্য-ব্রহ্ম আর্য বিহারিক তিনি। কায়িক চৈতসিক স্থিতিশীল নির্জনতা বশে, শূন্যতা, বীততৃষ্ণত্ব এবং নিঃসঙ্গী বিমুক্ততা এবং অনুরূপ অপরান্ন বশে তিনি ভগবান।

৬৪. তাঁকে ভগবান (ভগগবা) বলা হয় যেহেতু তাঁর মধ্যে পুনরগমন বরখাস্ত হয়েছে (ভন্তগমনো ভবেসু)। তিন প্রকার পুনর্জন্মের মধ্যে (ভব) গমন বলতে তৃষ্ণা সম্পূর্ণ দমিত (ভন্ত)। ভব শব্দ থেকে শব্দাংশ গমন হতে গ এবং ভন্ত শব্দ হতে ব অকারান্ত স্বর যুক্ত হয়ে দীর্ঘকারান্ত ভগবান হয়েছেন। যেমন লোকে মেহনস্‌স খস্‌স থালা কে মেখলা বলে থাকে।

৬৫. সাধক যে পর্যন্ত না বুদ্ধের বিশেষ গুণাবলি এভাবে এ কারণে ভগবান, অর্হন্‌ ..... এ কারণে ভগবান বলে বুদ্ধপুন অনুসরণ করতে করতে সাধকের চিত্ত রাগাভিভূত হয় না। দেশাভিভূত হয় না মোহাভিভূত হয় না। (A iii-285) সে সময়ে তাঁর চিত্ত আগতকে স্মরণ করে সোজা, সরল, ঋজুগত হয়।

৬৬. সুতরাং লোভ, দ্বেষ, মোহের অপসৃয়মান বশত নিবারণ নির্বাপিত হয়। ফলে ধ্যয় বিষয়ে তাঁর চিত্ত বুদ্ধগুণে ঋজুগত ও নমিত হয়। এবং বিতর্ক-

বিচার ভগবানের গুণের প্রতি প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধগুণ অনুবর্তিক এবং অনুবিচার করতে করতে প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিপূর্ণ মনে সুখের উদয় হয়। সুখিত চিত্তে কায়িক ও চৈতসিক দুর্দশা অপসারিত হয়ে প্রশান্তি হয়। যখন কায়িক ও চৈতসিক দুর্ভাবনা চলে যায় তখন দৈহিক ও মানসিক সুখ উৎপন্ন হয়। যখন তিনি সুখীত হন তখন তাঁর বুদ্ধগুণ আলম্বনে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। অনুক্রমে একই ক্ষণে (মুহূর্তে) ধ্যানাঙ্গ গুলো উৎপন্ন হয়। কিন্তু বুদ্ধগুণে নানামুখীতা ও বিভিন্নতার কারণে তা অনুসরণ বিমুখতার দরুণ অর্পণা পর্যন্ত ধ্যানস্তর অতিক্রম না করে উপচার স্তর পর্যন্ত লাভ করা যায়। বুদ্ধের গুণাস্মরণে এ ধ্যান অর্জিত হয় বলে বুদ্ধানুস্মৃতি নামে অভিধা প্রাপ্ত হয়েছে।

৬৭. বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনায় নিয়োজিত ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধারক্ত ও ভিন্নতর হয়ে থাকেন। তিনি শ্রদ্ধাপূর্ণ, স্মৃতিপূর্ণ, প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং পুণ্য বিপুলতায় ভবে উঠেন। তাঁর অন্তর প্রবল প্রীতি ও আনন্দে ভরে যায়। তিনি ভয় ভীতি অতিক্রম করেন। (২১৩) তিনি যেন বুদ্ধের সঙ্গে বাস করছেন বোধ হয়। তিনি যখন বুদ্ধের গুণানুস্মরণে স্মৃতি ভাবনায় নিবর্জ্জিত তখন তাঁর মনে হয় তিনি যেন দুঃখ সহ্যকরণে সমর্থ হয়ে থাকেন, তিনি যেন দৈত্যের মতো পূজিত হয়ে থাকেন। বুদ্ধভূমিতে তাঁর চিত্ত নম্র-বিনম্র হয়ে পড়ে। যখন তিনি কোন বিরোধমুখী অবস্থার মুখোমুখী হয়েও সম্প্রতীজ্ঞ এবং হ্রী এর কারণে তিনি শাস্তার অতি সম্মুখীন থাকেন। উত্তরে অধিক উন্নতি বিধান করতে না পারলেও তিনি সুগতি লাভ করে থাকেন।

তস্মা হবে অপ্পমাদং কয়িরাথ সুমেধসো,
এবং মহানুভাবায় বুদ্ধানুস্সতিয়া সদাতি।
– নর এক যদা হয় সুবিজ্ঞ সুজন,
কর্মানুক্রমে থাকে যদি অনুক্ষণ।
স্মৃতিভাবে ভাবনা হয় বুদ্ধানুস্মৃতি,
অনুভবে মহাভাবে পরাক্রম শকতি।
বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রথমাংশ।

(২) ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা

৬৮. যে ব্যক্তি ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা প্রজ্ঞাপিত করতে ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁর নির্জন স্থানে গমন করে ধ্যানাসনে রসে ধর্মের বিশেষ গুণাবলি স্মরণ

করেন এবং নব লোকোত্তর ধর্মের গুণানুস্মরণ করা কর্তব্য। যেমন ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত এ জগতে এবং এখন দর্শন যোগ্য। সময় ক্ষেপণ ছাড়া, এসে পরিদর্শনীয় উর্দ্ধে গমনে নেতৃত্বদান করে এবং স্বয়ং জ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা লভ্য। (M i-37, A iii-285)

৬৯. **সাক্ষাৎ যোগ্য ঃ** এ অংশে প্রজ্ঞপ্তি ধর্ম এবং অপরাপর ধর্ম সংযোজিত এবং অবশিষ্ট অংশে লোকোত্তর ধর্ম সংযোজিত হয়েছে।

এখানে আদি প্রজ্ঞপ্তিত ধর্ম, চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ এ ধর্ম আদি-মধ্য-অন্তে কল্যাণকর। যেহেতু ইহা জীবনের পরিশুদ্ধতা যা সর্বোতোভাবে পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ, অর্থগতভাবে এবং বিস্তৃতার্থে পরিশুদ্ধ। (M- i, 179)

ভগবানের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রথম শব্দ নিয়ে আদিত্ত শেষ শব্দ নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ দ্বারা মধ্যে কল্যাণ এবং শেষ পদ দ্বারা অন্তে কল্যাণ কর। কারণ ধর্ম হলো প্রশংসার্হ। একটি সূত্রের একানুক্রমিক পদের অর্থানুক্রমে আদিতে নিদানে কল্যানকর সমাধানের মধ্যে কল্যাণ কর এবং যা মধ্যে কল্যাণকর। অনুসন্ধি দ্বারা আদিতে অর্থ কল্যাণ অনুসন্ধি দ্বারা মধ্যে কল্যাণ এবং দুয়ের ভিতরে অর্থ মধ্য কল্যাণ। অধিকন্তু ইহা উৎপত্তি নিদানস বলে আদিকল্যাণ বিনীতদের মধ্যে অনুরূপ, অর্থগত বিরোধ নেই এবং হেতু কারণ সহ ও উদাহরণ যুক্ত বলে মধ্য কল্যাণ। শ্রোতৃবৃন্দের শ্রদ্ধার্জন-প্রজনন-সমাধান যুক্ত বলে অন্তে কল্যাণ।

৭০. শাসন ধর্মের সমস্ত বিধানে নিজের অর্থগত শীলযুক্ত আদি কল্যাণ, শমথ, বিদর্শন, মার্গ ও ফলযুক্ত মধ্য কল্যাণ, নির্বাণযুক্ত হলে অন্তে (পর্যাবসান) কল্যাণ। অথবা বিকল্পে, শীল- সমাধিযুক্ত আদি কল্যাণ (214)। বিদর্শন মাযুক্ত মধ্য কল্যাণ এবং ফল-নির্বাণযুক্ত অন্তে কল্যাণ। অথবা বিকল্পে বুদ্ধ কর্তৃক ইহা শুভাবিজ্ঞার বলে আদিতে কল্যাণ ইহা ধর্মের সুবিধান বলে মধ্যে কল্যাণ, সংঘে সুপ্তবেশের ইহা শ্রেষ্ঠপথ বলে অন্তে কল্যাণ, অথবা তা শ্রবণান্তে হৃদয়রঙ্গম (ব্যক্তি) কর্তৃক অধিমগনীয় অভিসম্বোধি দ্বারা আদি কলাণ। প্রত্যেক বোধি দ্বারা মধ্য কল্যাণ এবং শ্রাবক বোধি দ্বারা অন্ত কল্যাণযুক্ত।

৭১. ইহা যখন শ্রুত হয় তখন শ্রমণের গভীরতায় নিবারণগুলো দমিত হয়। তাই ইহা শ্রবণে কল্যাণ গঠন হয়। এ কারণেই ইহা আদি কল্যাণ।

শ্রবণজনিত একাগ্রতার ফলে শমথ ও বিদর্শন সুখ অর্জিত হয় বলে মধ্যে কল্যাণযুক্ত। এভাবে যখন তিনি অনুশীলন মার্গ তৈরি করেন এবং প্রতিপত্তিফল লাভ করেন। এবং অন্তে কল্যাণ সূচিত হয়।

৭২. সুতরাং এ কারণে ইহা আদি, মধ্য অন্তে কল্যাণকর বলে স্বাখ্যাত।

এক্ষণে বিশুদ্ধ জীবন, যা বলা হয় ভগবান বিধানে বিশুদ্ধ জীবন, মার্গে বিশুদ্ধ জীবন যা ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত, যা ধর্ম দেশনাকালে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। তা অর্থযুক্ত কারণ তিনি অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ, বিস্তৃতার্থ কারণে তিনি বিশদযুক্ত এবং বিধান অর্থ প্রকাশ।

ইহা উচ্চারণের দ্বারা বিশ্লেষণের দ্বারা, প্রকাশের দ্বারা বিশদিকরণের দ্বারা এবং ব্যাখ্যার দ্বারা অর্থযুক্ত কারণ ইহা শব্দাবলির সাথে সাদৃশ্য প্রবণ। ইহা বিস্তার যুক্ত কারণ ইহার পদাংশ, শব্দাবলি, বিস্তার, ভাষা এবং বর্ণনাবলি। ইহা অর্থযুক্ত কারণ ইহার অর্থের মধ্যে আছে গভীরতা এবং সূক্ষ্মতা। আইনি গভীরতা এবং শিক্ষা গভীরতার কারণে ইহা বিস্তারযুক্ত। ইহা অর্থযুক্ত কারণ ইহা অর্থের প্রভেদ প্রাঞ্জলতায় বিরাট বিভাগ। ইহা বিস্তারযুক্ত কারণ ইহা আইনি প্রভেদের এবং ভাষা বিভেদের বিরাট বিভাগ। ইহা অর্থযুক্ত যেহেতু বিভিন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বিশ্বাস প্রবণতা সৃষ্টি করে, যা প্রাজ্ঞজনের অভিজ্ঞেয়। ইহা বিস্তার যুক্ত যেহেতু ইহা লৌকিকজনের শ্রদ্ধাপ্রবণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা অর্থযুক্ত কারণ ইহার ইচ্ছা বিস্তৃত করে। ইহা বিস্তারযুক্ত কারণ এর শব্দ ভাণ্ডার পরিষ্কার। ইহা সম্পূর্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতা দিয়ে স্বয়ং কারণ এতে অকথিত ও যোগযোগ্য কিছু নেই। কোন কিছু যোজনাহীন নির্দোষ বলে ইহা পরিশুদ্ধ।

৭৩. অধিকন্তু ইহা 'অর্থযুক্ত' কারণ মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে অধিগমের নির্দিষ্ট পার্থক্যের পূর্ব প্রস্তুতি এতে বিদ্যমান থাকে এবং ইহা 'বিস্তারযুক্ত'- কারণ পিটক শিক্ষার মাধ্যমে অধিগমনের নির্দিষ্ট পার্থক্যের পূর্ব প্রস্তুতি বিদ্যমান থাকে। ইহা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' কারণ শীলাদি পঞ্চস্কন্ধেয় সাথে ইহা সম্পর্কযুক্ত। ইহাতে কোন অপূর্ণতা নেই, উত্তরণের জন্য অবস্থান (M i-134) এবং ইহা লৌকীয় সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইহা পরিশুদ্ধ।

সুতরাং এ কারণে ইহা বিশুদ্ধ জীবন প্রকাশন যা স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অর্থযুক্ত এবং বিস্তারযুক্ত বলে স্বাখ্যাত।

অথবা বিকল্পে, ইহা সুপ্রকাশন, যেহেতু এতে অর্থগত্রে কোন বিপর্যয় নেই। অপরাপর সম্প্রদায়ের ধর্মে অর্থ বিপর্যয়তা দৃশ্যমান। যে সব ধর্ম অন্তরায়কর বলে বর্ণিত প্রকৃতপক্ষে তাতে অন্তরায়কর বলে কিছু নেই। যে সব ধর্মে নির্বাণ প্রাপ্তি বলে বর্ণিত যে সব ধর্ম নির্বাণ প্রাপ্তি নয় বলে দুঃখ্যাত, দুরাখ্যাত। কিন্তু ভগবানের ধর্মে অদৃশ বিখাযাস হয় না। অর্থের কোন বিপর্যয় নেই। যেহেতু যে সব ধর্ম অন্তরায়কর এবং যেসব ধর্ম নৈর্বাণিক বলে ব্যাখ্যাত তা তথাভাব অতিক্রম করে না বলে স্বাখ্যাত। সুতরাং ভগবানের পরিয়ত্তি (পিটকান্তির্গত) ধর্ম স্বাখ্যাত।

৭৪. লোকোত্তর ধর্ম স্বাখ্যাত। যেহেতু উভয় মার্গে নির্বাণ এবং নির্বাণের মার্গে নির্বাণ অনুরূপ বলে স্বাখ্যাত। সে কারণে বলা হয়েছে "ভগবান তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে নির্বানের মার্গ যথার্থভাবে প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। গঙ্গার জল যেমন যমুনার জলের সাথে মিলিত এবং সন্দর্শন করে সেরূপ ভগবান তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে নির্বাণে পৌছার পথ নির্দেশ এবং নির্বাণ সন্দর্শনের প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন।" (D ii-223)

৭৫. আর্যমার্গ হলো- মধ্যপথের দুই অন্তে অগ্রসর না হওয়া। ইহাকে "স্বাখ্যাত" বলে। সুপ্রজ্ঞাপ্ত বলে মধ্যপথ। শ্রামণ্য ধর্মের ফল প্রীতিবর্ধক (প্রীতি প্রশস্তি), যেখানে ক্লেশাঙ্গি প্রীতি প্রবর্ধন রূপায়িত বলে প্রজ্ঞাপিত প্রীতি প্রশস্তি নামে খ্যাত। তাই স্বাখ্যাত।

যার ব্যক্তিগত উপাদান বাহ্যিক, অমর, শরণ, আশ্রয় ইত্যাদি স্বাখ্যাত বলে নির্বাণ। বাহ্যিক ব্যক্তিক উপাদান এবং ইত্যাদি সুব্যাখ্যাত বলে স্বাখ্যাত।

৭৬. সে কারণে লোকোত্তর ধর্ম স্বাখ্যাত। এখানে এবং এক্ষণে দ্রষ্টব্য ঃ আর্য মার্গ এক্ষণে এখানে দর্শনীয়। যেহেতু একজন আর্যব্যক্তি কর্তৃক রাগাদি বিমুক্ত হয়ে 'স্বয়ং এবং এখনই দ্রষ্টব্য' করে নিতে পারেন। উক্ত হয়েছে "যখন কেউ রাগে রঞ্জিত হয়, হে ব্রাহ্মণ, তখন সে অভিভূত এবং তাঁর চিত্ত যখন রাগাবিষ্ট হয় এখন তিনি নিজের রোগাবিষ্টতা পরের রোগাবিষ্টতা এবং উভয়ের যোগবিষ্টতা করেন। যখন রাগ বিমুক্ত হন তখন তিনি নিজের রোগাবিষ্টতা পরের রোগাবিষ্টতা এবং উভয়ের রোগাবিষ্টতা চিন্তা করেন না এবং তিনি চৈতসিক দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করেন না। ব্রাহ্মণ, কি করে ধর্ম এখানে এখন দ্রষ্টব্য। (A. i -156)

৭৭. অধিকন্তু, নব লোকোত্তর ধর্ম ও এখানে এখন দ্রষ্টব্য। যেহেতু যখন কেউ এ জ্ঞান লাভ করেন তবে শ্রদ্ধাবশত কারো কথা বিশ্বাস না করে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং দ্রষ্টব্য।

৭৮. অথবা বিকল্পে, দৃষ্টি (দিটিঠ) বলতে সঠিক দর্শন সন্দৃষ্টিক (সন্দিটিঠক) বুঝায়। সঠিক দৃষ্টির দ্বারা জয় করা হয় বলে সন্দৃটিঠক বা সন্দিটিঠক। যথাযথ দৃষ্টি এতে বিদ্যমান (সন্দিটিঠক- এখানে এবং এক্ষণে)। এ সাথে সংশ্লিষ্ট সন্দৃটিঠক দ্বারা আর্যমার্গ, আর্যফল এবং তার কারণ নির্বাণ বিষয়ের লক্ষ্য ক্লেশাদি জয় করে। সে কারণে নব লোকোত্তর ধর্মের মধ্যে সন্দৃষ্টিক (সান্দটিঠক-এখানে এক্ষণে দ্রষ্টব্য) বিদ্যমান। ইহা সন্দৃষ্টিক দ্বারা জয় করা যায়। যেমন কোন রথচালক (রথিক) বলা হয়। কারণ সে রথকে জয় করেছে।

৭৯. অথবা বিকল্পে যা দৃশ্যমান তাকে দর্শন (দস্সন) বলে। যাকে বলা হয় "দৃষ্ট"। তাহলে 'দৃষ্ট' এবং 'সন্দৃষ্টিক' দুটোর অর্থ দৃশ্যমানকে দৃষ্ট (দিট্‌ঠ) বলাই উত্তম। এরূপে ইহা এখানে এবং এক্ষণে দর্শনীয় (সন্দিটিঠক) বলা হয়। লোকোত্তর ধর্ম এ স্থলে ভয়াবহ আবর্জনা কর্ম ইত্যাদির অবস্থার অপেক্ষা রাখে। যত শীঘ্র সম্ভব মার্গ উন্নয়নে যত অগ্রসর হয় তত দৃশ্যমান হয়। এবং নির্বাণ অধিগমে অগ্রসর হয় তত দৃষ্ট হয়। সে কারণে ইহা এখানে এবং এক্ষণে দ্রষ্টব্য (সন্দৃটিঠক)। কাউকে বস্ত্রযোগ্য (বথিক) বলে উল্লেখ করলে যেমন তাকে বস্ত্রের যোগ্য (বথিক) বলা হয় তেমনি যেহেতু সে দেখার যোগ্য বললে দ্রষ্টব্য (দিটঠ) বলা হয়।

৮০. **অকালিক** : ফল প্রদানে স্বয়ং কোন কালক্ষেপণ করে না সে কারণে (অকালিত) কালহীন তা কিরূপ ? ইহা লৌকীয় কর্মের সফল। ইহা অপেক্ষনীয় (ন কালিক)। কারণ সে কাজের ফল সমাপ্তির সাথে সাথে প্রদান করে। সে জন্যে অকালিত।

৮১. অথবা বিকল্পে, কালিক কি? (সময় সাপেরক্ষ কালিক) ফল প্রদানে কিছু সময় অতিবাহিত হবে বুঝাতে কালিক বুঝায়। উহা কিরূপ ? ইহা লোকীয় কুশল কর্ম। যার জন্য সময়ক্ষেপণ করতে হয় না তা অকালিক (কালিক)। কারণ ইহার ফল ইহার (কাজের পরপরই প্রাপ্তি ঘটায় যে কারণে ইহা অক্ষেপণীয় (অকালিক)।

এ প্রসঙ্গ মার্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

৮২. **পরিদর্শনের আহ্বান ঃ** এসে পরিদর্শন (দেখা) করার যোগ্য (বহিপস্‌স বিধি) আহ্বান করা হয়েছে। এ ধর্ম এসে দেখ (এহি পস্‌স ইমং ধম্মং)। এভাবে পরিদর্শন করার আহ্বান (এহিপস্‌িক)। কিন্তু ইহা পরিদর্শনের জন্য যোগ্য কেন ? ইহার বিদ্যমানতা এবং পবিশুদ্ধতা জন্য। একজন লোক খালি সৃষ্টি নিয়ে টাকা কিংবা সোনা আছে বলে দাবি করতে পারে না- "এস এবং দেখ"। কেন পারে না ? কারণ তাতে বিদ্যমানতা বলে কিছু নেই। পক্ষান্তরে নিষ্ঠা বা সূত্র পর্যাপ্ত বিদ্যমান থাকলেও কোন লোক মনোজ্ঞভাব প্রকাশ দ্বারা চিত্ত বিনোদনার্থে "এস ইহা দেখ" বলতে সক্ষম নয়। উপরন্তু ঘাস ও পাতা দিয়ে আচ্ছাদিত (ঢেকে) করে দেয়। কেন ? কারণ এসব অপরিশুদ্ধ। কিন্তু নব লোকোত্তর ধর্ম সুবাসিত মানবোপাদানের মত স্বভাবতঃ বিদ্যমান। এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মতো নির্মল ও পরিশুদ্ধ। শ্বেতবস্ত্রে নিক্ষিপ্ত পরিশুদ্ধ জলের উৎপন্ন মনির মতো পরিশুদ্ধ। (২১৭) সে কারণে বিদ্যমানত্ব এবং পরিশুদ্ধ বলে পরিদর্শনের জন্য আহ্বান যোগ্য। এভাবে এসে দেখার (এহি পাস্‌িসক) যোগ্য।

৮৩. **ঔপনয়িক :** ওপনয়িক শব্দের (উর্দ্ধস্তরে, উপনীত করতে) উপনেতস্ত-উচ্চস্তরে নিতে প্রবৃত্ত করা। **ব্যাখ্যাটি এরূপ ঃ** একজন প্রবৃত্তকারীর (উপনয়ন) হলো প্রবৃত্তকরণ (উপনয়)। (চার মার্গ এবং চারফল সমন্বিত ধর্ম) প্রবৃত্ত করণের যোগ্য। (অন্য কথায়-উৎপাদনে) নিজের চিত্তকে ধ্যানোন্নয়নে বিষয়ীকরণে নিজের বস্ত্রাদি এবং মস্তক অগ্নির উপর আছে কিংবা নেই প্রশ্নাতীতভাবে ঔপনয়কি (A iv-320)। ইহা পূর্বোক্ত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে উন্নীত করে বলে উপনয়িক। ইহা সংস্কৃত লোকোত্তর ধর্মও বটে। কিন্তু অসংস্কৃত ধর্মে নিজের চিত্তকে উপনয়ন দ্বারা উপযুক্ত করে বলে উপনয়িক। ঐরূপে উর্দ্ধস্তরে প্রবৃত্ত করে নিয়ে যায় বলেও উপনয়িক। তার অর্থ হচ্ছে- নিজের উপলব্ধিতে শরণ যোগ্য। অথবা বিকল্পে,

৮৪. নির্বাণে উপনীত করতে যা প্রবৃত্ত করে তা হচ্ছে আর্যমার্গ। পুনশ্চ, ফল-নির্বাণ উপলব্ধিতে ধর্ম যে প্রবৃত্তি ঘটায় তা হচ্ছে উপনয়িক।

৮৫. **বিজ্ঞজনের জ্ঞাতব্য :** সূক্ষ্মদর্শী প্রাজ্ঞজন কর্তৃক ইহা নিজে নিজে বোধগম্য। (A 11-135) যথা ঃ "আমা কর্তৃক মার্গ সুভাষিত, ফল অধিগত নিরোধ সাক্ষাৎকৃত (প্রত্যক্ষিত)"। উপাধ্যায় মার্গ লাভ করলে সহ বিহারী শিষ্যের

ক্লেশ উপশম হয় না কিংবা উপাধ্যায়ের ফল সমাপত্তি লাভ হলে সবিহারীর সুখ বিহার হয় না, নির্বাণ প্রত্যক্ষ হলে সহবিহারীর নির্বাণ তত্ত্ব অধিগত হয় না। অন্যের শিরে আভরণ দর্শনের মতো ইহা প্রত্যক্ষ হয় না। বরং নিজের চিত্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা উচিত। ইহা বিজ্ঞজন কর্তৃক অনুভবনীয় কিন্তু বালজনের পক্ষে তাতে দুর্গম্য।

৮৬. এক্ষণে অধিকন্তু এ ধর্ম সু ব্যাখ্যাত। কেন ? কারণ ইহা এখানে এবং এক্ষণে দ্রষ্টব্য। ইহা এখানে এবং এক্ষণে দ্রষ্টব্য। কারণ ইহা অকালিক। ইহা অকালিক কারণ ইহা পরিদর্শনের আহ্বান জানায়। এবং যা পরিদর্শনের আহ্বান জানায় তা হলো উর্দ্ধস্তরে উপনীত করা।

৮৭. এভাবে ধর্মের বিশেষ গুণাবলী স্মৃতির (সমাধির) মাধ্যমে যতদূর সম্ভব অনুস্মৃত হয় ধর্মে লীন হয় সে সময় তাঁর চিত্ত রাগাসক্ত বা দেবাসক্ত এবং মোহাসক্ত হয় না, ঋজুগত হয়। (A iii-285) বর্ণিত মতে যখন তাঁর নিবারনাদি অপসৃত হয়ে ক্ষণিকের জন্য ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ধর্মের বিশেষ গুণাবলির গভীরতা বশত অথবা নানা প্রকার গুণানুস্মরণ দ্বারা অধিকৃত চিত্তে অর্পণ ধ্যান লাভ না হলেও উপচার ধ্যান লাভ হয়ে থাকে। ধর্মের বিশেষ গুণাবলি অনুস্মরণে উৎপন্ন উপচার ধ্যানকে "ধর্মানুস্মৃতি" ধ্যান বলা হয়। (২১৮)

৮৮. কোন ভিক্ষু ধর্মানুস্মৃতি ভাবনায় নিবিষ্ট থেকে চিন্তা করেন "আমি অতীতে এমন কোন শিক্ষক দেখছিনা যিনি এরূপ ধর্ম গুণ সম্পন্ন ধর্ম শিক্ষা দিয়ে উর্দ্ধে উপনীত করেছেন। যিনি এরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন, সেরূপ কোন শিক্ষক এখনও দেখছি না। ধর্মের এরূপ বিশেষ গুণাবলি দর্শন করে বুদ্ধের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল এবং ভিন্ন প্রকৃতির, তিনি ধর্মের প্রতি পরম ভক্তি এবং গভীর শ্রদ্ধাশীল। তিনি অতীব সুখী এবং অধিক প্রীতির অধিকারী হন। তিনি ভয়-ভীতির উর্দ্ধে অবস্থান করেন। তিনি সব দুঃখ অতিক্রমে সমর্থ। তিনি যেন ধর্মের সাথে সহবাস করছেন। ধর্মানুস্মৃতি অনুস্মরণের সময় তাঁর দেহ, এতে অবস্থান নিয়েছে, চৈত্য কক্ষের মতো পূজ্য হয়ে উঠেছে। অতুলনীয় ধর্মের প্রতি তাঁর চিত্ত নমিত হয়। যখন তিনি ব্যতিক্রমধর্মী সুযোগ লাভ করেন তখন তাঁর সূক্ষ্ম বিজ্ঞান এবং হ্রী জাগ্রত হয়। যদি তিনি ধর্মের গভীরে প্রবেশ করতে না পারেন, তবে তিনি সুগতি পরায়ন হয়ে থাকেন।

তস্মা হবে অপ্পমদং কয়িরাতা সুমেধসো,
এবং মহানুভাবায় ধম্মানুস্সতিয়া সদাতি
– নর এক যদা হয় সঠিক সুজন,
কর্ম অনুক্রমে থাকে অবিচল মন
ধর্মানুস্মৃতি অনুক্রমে থাকে বিচক্ষণ,
অনুভবে মহাভাবে পরাক্রম জন।
ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা অংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যার অংশ।

[সংঘানুস্মৃতি ভাবনা ঃ]

৮৯. সংঘানুস্মৃতি ভাবনাকারী নির্জন আবাসে (স্থানে) গমন করে পবিত্র সংঘের বিশেষ গুণাবলি স্মরণ করবেন। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে ভগবানের শ্রাবক সংঘ সৎপথে প্রবিষ্ট, ভগবানের শ্রাবক সংঘ ঋজুপথে প্রবিষ্ট, ভগবানের শ্রাবক সংঘ সত্যপথে প্রবিষ্ট, ভগবানের শ্রাবক সংঘ সঠিকপথে প্রবিষ্ট। যেমন বলা হয়েছে তাঁরা চারযুগল পুরুষ, আটজন ব্যক্তি। ভগবানের এই শ্রাবক সংঘ দান লাভের যোগ্য, আতিথ্য লাভের যোগ্য, দক্ষিণ গ্রণের যোগ্য, অঞ্জলি গ্রহণের যোগ্য জগতে অতুলনীয় পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্র।" (A iii-286)

৯০. এখানে সৎপথে প্রবিষ্ট (সুপটিপন্নো) বলতে সম্পূর্ণরূপে পথে প্রবেশ (সুট্‌ঠু পটিপন্ন) বুঝায়। পথে বা মার্গে প্রবিষ্ট (পটিপন্ন) একথার অর্থ কি? তা সঠিক মার্গ (সম্মা-পটি পদা) সে পথ অপরিবর্তনীয়, সে পথ নীতি আদর্শ সম্পৃক্ত, সে পথে কোন বিরোধ নেই, সে পথ ধর্মাদর্শে পরিচালিত। তাঁরা ভগবানের আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ (সুনতি) করেন। এ রূপেই তাঁরা তাঁর (ভগবানের) শ্রাবক সংঘ। শ্রাবক সংঘ বলতে ঐসব শিষ্য সংঘকে বুঝায়। সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীকে নিয়ে শ্রাবকসংঘ গঠিত। তাঁরা শীল এবং দৃষ্টির সামগ্রিক প্রতিকৃৎ। (২১৯) সে সঠিক মার্গ ঋজু, অবঙ্ক, অকুটিল, অজামীন, আর্য, অভ্রান্তন্যায়বান এবং সুন্দরতমের জন্য ইহা যথার্থ (সঠিক)। সুতরাং সে আর্যসংঘ প্রবিষ্ট বলে সোজা মার্গে প্রবিষ্ট সঠিক মার্গে প্রবিষ্ট, এবং যথাযথ মার্গে প্রবিষ্ট বলে উক্ত হয়।

৯১. এভাবে যতক্ষণ ধরে তিনি সংঘের বিশেষ গুণাবলি অনুস্মরণ করে স্মৃতি ভাবনায় নিয়োজিত থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে সোজা মার্গে প্রবিষ্ট হয়ে

ইত্যাদি (২২১) তাঁর সংঘ কর্তৃক প্রাণীত হয়ে তার চিত্ত রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রহীন হয়। (A iii-286)

সুতরাং বর্ণিত মতে তিনি নিবারণ অপসারিত করেন। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর ধ্যানাঙ্গসমূহ উদয় হয়। কিন্তু সংঘের বিশেষ গুণাবলির গভীরতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে অনুস্মৃত বিশেষ (বিভিন্ন প্রকার) গুণাবলি অভিভূত হয়ে পড়ে। ফলে অর্পণা ধ্যান লাভ না হয়ে উপচার ধ্যান লাভ হয়। এক্ষেত্রে উপচার ধ্যানকে "সংঘানুস্মৃতি ভাবনা" বলা হয়। কারণ সংঘের বিশেষ গুণাবলী অনুস্মরণের এ ধ্যান উৎপন্ন হয়।

১০০. যখন কোন ভিক্ষু সংঘানুস্মৃতি ভাবনায় নিবেদিত হন, তিনি সংঘের মধ্যে শ্রদ্ধার্ঘ লাভ করেন এবং নির্ভরশীল হয়ে উঠেন। তিনি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, ইত্যাদি লাভ করেন। তিনি প্রভূত প্রীতি সুখের অধিকারী হন। তিনি ভয়-ভীতির উর্দ্ধে অবস্থান করেন। তিনি দুঃখ সহিষ্ণু হন। তিনি যেন সংঘ সান্নিধ্যে বসবাস করছেন। তিনি যখন সংঘের বিশেষ গুণাবলী অনুস্মরণ করেন তখন তাঁর দেহ যেন তাঁর মধ্যে অবস্থিত। যেখানে সংঘ মিলিত হয় সে উপোসথ গৃহের মতো তিনি পূজার্হ হয়ে উঠেন। সংঘের বিশেষ গুণাধিগমে তাঁর চিত্ত নমিত হয়। যখন তিনি ব্যতীক্রমধর্মী সুযোগ লাভ করেন তখন তাঁর মধ্যে চিত্ত সচেতনতা এবং হ্রী প্রত্যুপস্থিত হয় যেন তিনি সংঘ সম্মুখে। ধ্যানের উচ্চস্তরে উন্নীত না হলেও তিনি সুগতি লাভ করেন।

তস্মা হবে অপপ্মাদং
কয়িরাথ সুমেধসো
এবং মহানুভাবায়
সংঘানুস্সতিয়া সদাতি
– নর এক যদা হয় সঠিক সুজন,
কর্ম অনুক্রমে থাকে অবিচল মন,
সংঘেস্থিতি অনুক্রমে থাকে বিচক্ষণ,
অনুভবে মহাভাবে পরাক্রম হন।

এ অংশে সংঘানুস্থতি ভাবনা বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত।

(৪) শীলানুস্মৃতি ভাবনা

১০১. শীলানুস্মৃতি ভাবনাকারী সাধক নির্জন কোলাহল মুক্ত স্থানে গমন করে নিজের বিবিধ প্রকার শীলের বিশেষ গুণাবলি, অখণ্ড ইত্যাদি অনুস্মৃতি অনুশীলন করবেন। যেমন ঃ

আমার বিবিধ প্রকার শীল- অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিদাগ, নানা বর্ণের, ছাপহীন, উদ্ধারিত, প্রাজ্ঞজন প্রশংসিত, অদৃঢ় এবং সমাধি অনুগ্। (A iii-286) এবং একজন সংসারী লোক নিজের শীলানুযায়ী অনুস্মৃতি করতে পারেন। একজন ব্রহ্মচারী তাঁর শীলানুযায়ী অনুস্মৃতি করা কর্তব্য।

১০২. গৃহস্থশীল হোক বা প্রব্রজ্যিতশীল হোক আদিতে বা অন্তে একটি শীল ও পর্যান্তে শকট বস্ত্রের মতো ছিন্ন নয়। এ জন্য এগুলো অখণ্ড। (২২২) কোন একটি শীল ও মধ্যখানে খণ্ডিত নয়। কিংবা কাপড়ের মতো সেলাইকৃত নয় যা মধ্যখানে ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত সেগুলোকে নিশ্চিদ্র বলা যায়। যে শীল ক্রমে দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত গাভির অসঙ্গতি বর্ণের মতো নয়। যেমন যার শরীর কাল বা লাল রং এর বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত অথবা পিঠে বা পেটে গোল দাগ বিশিষ্ট নয় তবে সেগুলো নানা বর্ণের ছাপ বিহীন বলা হয়। যে সব শীল মাঝে মাঝে অভিন্ন, বিন্দু বিচিত্র গাভির মতো নয় বলে ছাপহীন। যে সবশীল মাঝে মাঝে ভিন্ন নয়, বিন্দু বিচিত্র গাভির মতো নয়, সেসব শীল বিচিত্রবিহীন।

১০৩. অথবা **সাধারণতঃ** সব শীলই সাত প্রকার। মৈথুন সংযুক্ত ক্রোধ, শত্রুতা এবং অপরাপর পাপকর্ম দ্বারা ভঙ্গুর নয় বলে অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিদাগ, নানা বর্ণের ছাপহীন বলে কথিত।

১০৪. সেসব শীল দ্বারা তৃষ্ণার দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যায় বলে স্বাধীনত্ব নামে উক্ত। ভগবানের মত প্রাজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত বলে বিজ্ঞ প্রশংসার্হ। তৃষ্ণা ও দৃষ্টি দ্বারা "দৃঢ় সংলগ্ন নয়" (অপরামট্‌ঠ) বলে অথবা "তোমার শীলে এরূপ ত্রুটি আছে" বলে কেউ নিন্দা করতে অক্ষম বলে অদৃঢ় সংশ্লিষ্ট (অপরামটঠ)। সেগুলো (শীল) উপচার সমাধি ও অর্পণা সমাধি অথবা মার্গ সমাধি এবং ফলসমাধি লাভে সাহায্য করে বলে সহায়তাকারী।

১০৫. নিজের শীলের অখণ্ডতা ইত্যাদি বিশেষ গুণাবলি স্মরণ করতে করতে তার চিত্ত রাগ, দ্বেষ, মোহমুক্ত হয়। সে মুহূর্তে শীলালম্বনে চিত্ত ঋজুগত হয়। (A iii-286)

সুতরাং পূর্বে বর্ণিত মতে যখন বিবরণসমূহ নিরুদ্ধ হয় তখন এক চিত্তক্ষণ ধ্যানাঙ্গাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীলগুণের বিশেষ গভীরতার কারণে অথবা শীলের বিশেষ গুণাবলির অনুস্মৃতির ফলে উপচার ধ্যান হয়, অর্পণা ধ্যান লাভ হয় না। সে উপচার ধ্যানকে "শীলানুস্মৃতি" নামেও পরিচিত। কারণ এ ধ্যান শীলের বিশেষ গুণাবলি অনুস্মরণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

১০৬. কোন ভিক্ষু এরূপ "শীলানুস্মৃতিভাবনায়" নিরত থাকলে তিনি ভক্তিমান হন, তিনি বিশুদ্ধ সমশিলীদের অন্তর্ভুক্ত হন, তিনি অধ্যবসয়ী হন, তিনি আত্মানুবাদ ভয় ইত্যাদি হতে মুক্ত হন। তিনি অনুমাত্র দোষে ভয়দর্শী হন, প্রবল শ্রদ্ধার অধিকারী হন। তিনি বিপুল আনন্দ ও প্রীতির অধিকারী হন। যদি তিনি উর্দ্ধগতি লাভ না করেন তবে তিনি সুগতি লাভ করেন।

তস্মা হবে অপপ্মাদং করিয়ার্থ সুমেধসো,
এবং মহানুভাবায় সীলানুস্‌সতি সদাতি।
– নর এক যদা হয় সঠিক সুজন,
কর্ম অনুক্রমে থাকে অবিচল মন।
শীলে স্থিতি অনুক্রমে থাকে বিচক্ষণ (সর্বক্ষণ)।
অনুভবে মহাভাবে পরাক্রম জন।
এ অংশে শীলানুস্মৃতি ভাবনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্ণিত (২২৩)।

[(৫) ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা]

১০৭. ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনাকারী স্বভাবত উদার এর রীতিমতো দানানুশীলন এবং অংশগ্রহণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অথবা বিকল্পে, যিনি এ ভাবনা শুরু করবেন তিনি অধিট্ঠান করবেন "এখন হতে যদি প্রতিগ্রাহক পাওয়া যায় তবে দান না দিয়ে আমি একগ্রাস খাদ্যগ্রহণ করব না।" সেদিন হতে যারা দান দেয় তার সামর্থ্যানুসারে তাঁদের সাথে দানে অংশ গ্রহণ করে দান দেওয়া উচিত। এবং নিমিত্ত গ্রহণান্তে নির্জন স্থানে গমন করে তার দানশীলতার গুণাবলি স্মরণ করে ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনায় মাৎসর্যরূপ ধনলিপ্সা ইত্যাদি মুক্ত। যথা ঃ

"ইহা আমার লাভ, আমার জন্য বিরাট অর্জন, মাৎসর্যপরায়ণ (কৃপণতা) জনগণের মধ্যে আমি মাৎসর্যহীন হয়ে বাস করি এবং জনগণের মধ্যে ত্যাগী এবং মুক্তহস্ত হয়ে পরিত্যাগে আনন্দ লাভ হয়ে যাচাকাংক্ষী হয়ে দানে আনন্দ এবং অংশীদার হয়ে বাস করি।" (A iii-287)

১০৮. **এখানে আমার লাভ ঃ** ইহা আমার লাভ সুবিধা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত দাতার সেসব গুণের আমি অবশ্যই অংশীদার হব। যথা ঃ কোন লোক (খাদ্য দানে) আয়ুদান করে দিব্য ও মনুষ্য আয়ুলাভ করে।

(A iii-42) দাতা অনেকের প্রিয় এবং ভজনা লাভ করে : (A iii-40) দাতা চির দিনের প্রিয় হয়, দাতা ধর্মানুস্মরণ করে। (A iii-41) ইত্যাদি।

১০৯. **আমার পরম লাভ ঃ** এই যে বিতরণ অথবা মনুষ্যজন্ম আমার পরম লাভ তা কেন হবে ? যেহেতু আমি মাৎসর্য মুক্ত হয়ে স্বাধীন মনে জীবনযাপন করছি। ...... এবং দানে অংশ গ্রহণে।

১১০. এখানে মাৎসর্যে আবিষ্টে ক্লিষ্টতা মাৎসর্য রঞ্জন দ্বারা অভিভূত (প্রভাবিত)। জনগণ, প্রাণিকুল। এসবকে এরূপ বলার কারণ হচ্ছে এসবে জনসাধারণ (প্রজাগণ) বর্তমান। সে কারণে অর্থ হচ্ছে মাংসর্য দ্বারা অভিভূত প্রাণিকুল। ইহা একটি কৃষ্ণ ধর্ম, যা চিত্তের (স্বাভাবিক) জবাবদিহিতাকে কলুষিত করে (A-1-10) এবং যার মধ্যে অপরের সাথে নিজের সৌভাগ্যের অংশীদারীতে গ্রহণে অযোগ্যতা বিদ্যমান।

১১১. মাৎসর্যমল হতে বিমুক্ত : যেহেতু মাৎসর্য এবং অপরাপর কলুষ রাগ, দ্বেষ, অবশিষ্ট হতে মুক্ত। আমি মনে প্রাণে মান্য করি। গতি মেনে চলি (এরূপ অর্থ) (২২৪)। কিন্তু সূত্রে উক্ত হয়েছে : "আমি গৃহে মুক্ত হৃদয়ে বাস করি (A iii-287. V. 331) ইত্যাদি বলা হয়। কারণ অবিরাম ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মহানাম শাক্যকে চিত্তের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। স্রোতাপত্তিফলে প্রবিষ্ট হয়ে তিনি কীভাবে বাস করবেন জিজ্ঞাসিত হলে একথা বলা হয় ঃ "আমি কীভাবে জয় করব"- এটি তার অর্থ ..... ।

১১২. **মুক্তভাবে ত্যাগশীল :** বিমুক্ত ত্যাগশীল মুক্তহস্ত হস্ত বিশুদ্ধতা। এটির অর্থ কি ? স্বহস্ত, যা সবসময় ধৌত করতে হয়। নিজ হাতে সযত্নে দান করতে বারবার হাত ধুতে হয় এমন। পরিভোগে আনন্দ উপভোগ করা আনন্দ উপভোগের যে কাজ তা আনন্দ উপদেশ (বোসজ্জন) আনন্দ উপভোগ (বোসগ্‌গ) এভাবে অর্থ নির্ণয় হয়েছে। উপভোগে আনন্দ বলতে যে আনন্দে ক্রমাগত আনন্দ উপভোগ বোঝায়। **প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (যাচযোগ) ঃ** জিজ্ঞাস করতে অভ্যস্থ (যাচন যোগ্‌গ) অন্যে যা চায় তা দান- এ অর্থ যাজযোগ : একটি পাঠ, যার অর্থ ত্যাগে নিবেদিত (বুত্ত), যার অর্থ ত্যাগ (যাজ)। অধিকন্তু দানশীলতা (যাজন)। অংশীদারিত্বে প্রমোদ : এর অর্থ হচ্ছে অনুস্মৃতি যথা : আমি দান দিই এবং আমি অংশীদার হই। আমি বা নিজে ব্যবহার করি। আমি উভয়েতে আনন্দ লাভ করি।

১১৩. এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজের দানশীলতার গুণাবলি অনুস্মরণ করেন, মাৎসর্য মল পরিহার করে ইত্যাদির এভাবে সে মুহূর্তে তাঁর চিত্ত রাগমুক্ত,

দ্বেষমুক্ত এবং মোহযুক্ত হয়। তাঁর চিত্ত তখন দানশীলতার গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। (A iii-287)

সুতরাং বর্ণিত মতে যখন তাঁর নিবরণসমূহ নিরুদ্ধ হয়ে যায়, তখন ধ্যানাঙ্গসমূহ উৎপন্ন হয় এক চিত্তক্ষণ। কিন্তু তাঁর দানশীলতার গুণাবলির গভীরতা বশতঃ অথবা তার দানশীলতার গুণাবলির বিবিধ কারণে উপচার ধ্যান লাভ হয় অর্পণা সমাধি লাভ হয় না। সে উপচার ধ্যান "ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা" নামে অভিহিত। কারণ এ ধ্যান ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনার বিশেষ গুণাবলির জন্য উৎপন্ন হয়।

১১৪. কোন ভিক্ষু ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনায় নিবেদিত হলে তিনি অপেক্ষাকৃত অধিকভাবে দানশীলতায় মনোযোগী হন তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে বিরাগ, মৈত্রী করুণায়। তাঁর নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, দানশীলতার যিনি নির্ভয় হন, তাঁর মধ্যে সুখময়তা এবং আনন্দ বৃদ্ধি পায়। যদি তিনি অধিক উর্দ্ধগতি লাভ করতে না পারেন কমপক্ষে সুগতি রাভ করেন।

তস্মা হবে অপ্পমাদং কয়রাথ সুমেধসো,
এবং মহানুভাবায় চাগানুস্সতি সদাতি

– নর এক যদা হয় সঠিক সৃজন,
কর্ম অনুক্রমে থাকে অবিচল মন,
ত্যাগে স্থিতি যথাক্রমে থাকে বিচক্ষণ,
অনুভবে মহাভাবে পরাক্রম জন।
এ অংশে ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্ণিত।

[(৬) দেবতানুস্মৃতি ভাবনা]

১১৫. দেবতানুস্মৃতি ভাবনাকারী নির্জন স্থানে গমন করে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হয়ে শ্রদ্ধা, ইত্যাদি বিশেষ গুণে গুণান্বিত হয়ে আর্য মার্গ দ্বারা অভিভূত করা উচিত। এবং নিজের শ্রদ্ধাগুণ ইত্যাদি দেবতাদের তুলে ধরবে না যেমন : চতুর্মহাবাজিক দেবগণ (দেবা চতুমহাবাজিক), ত্রয়ত্রিংশ দেবলোকের দেবগণ, (দেবা তাবতিংসা), যাম দেবলোকের দেবগণ, তুষিত দেবলোকের দেবগণ, নির্মাণরীতি দেবলোকের দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকের দেবগণ, ব্রহ্মকায়িকা দেবগণ আছেন, তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতারাও আছেন। তাঁরা এরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করেন যে, এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে পুন:জন্ম গ্রহণ করেন। দেবতারা এরূপ শীল প্রতিপালন করেন যে এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। তারা এরূপ ত্যাগানুশীলন করেন যে এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে পুনজন্ম

গ্রহণ করেন। আমারও সেরূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে দেবতাদের সাক্ষী রেখে নিজের শ্রদ্ধাদি গুণাবলি অনুস্মরণ করা কর্তব্য। (A iii-287)

সূত্রে উক্ত হয়েছে : যখন আর্যশ্রাবক মহানাম শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগাদ এবং প্রজ্ঞা শ্রীয় নিজের এবং দেবতাদের এসব গুণাবলি অনুসরণ করেন তখন তাঁর চিত্তে, রাগ, দ্বেষ, মোহ বিলুপ্ত হয়ে ..... (A iii- 287)। যদিও বা এরূপ বলা হয়েছে, তবে জ্ঞাতব্য যে, শ্রদ্ধা, ইত্যাদি বিশেষ গুণাবলি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবতার সাক্ষীরূপে স্থাপন করা। অর্থকথায় বলা হয়েছে "তিনি নিজের বিশেষ গুণাবলি উল্লেখ করে দেবতাদের সাক্ষী স্থানে স্থাপন করা।"

১১৭. যতদূর সম্ভব প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি দেবতাদের শ্রদ্ধাদি .... বিশেষ গুণাবলি অনুসরণ করবেন। এ মুহূর্তে তাঁর চিত্ত রাগ, দ্বেষ, মোহ হতে মুক্ত হয়ে দেবতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। (A iii-288)

সুতরাং যখন তিনি নিবরনাদি বিমুক্ত হয়ে ধ্যানাঙ্গসমূহ উৎপন্ন হয় ক্ষণিকের মধ্যে। কিন্তু শ্রদ্ধাদি ...... বিশেষ গুণাবলির গভীরতাবশত অথবা অনুস্মৃতির অপরাপর বিশেষ গুণাবলি প্রভাবে শুধু উপচার ধ্যান লাভ হয়, অর্পণা ধ্যানে উপনীত হয় না। এই উপচার ধ্যানকে "দেবতানুস্মৃতি ভাবনা" নামেও অভিহিত। ইহা দেবতাদের বিশেষ গুণাবলির প্রভাবে উৎপন্ন হয়। (226)

১১৮. যখন কোন ভিক্ষু "দেবতানুস্মৃতি ভাবনায় রত থাকেন তখন তিনি দেবতাদের প্রিয়পাত্র হন। তিনি যদি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লাভ করতে না তবে কমপক্ষে উর্দ্ধগতির প্রধানরূপে জন্মলাভ করেন।

তস্মা হবে অপ্পমাদং কয়িরাথ সুমেধসো,
এবং মহানুভাবাং দেবতানু সৃসতিয়া সদাতি।

– নর এক যদা হয় সঠিক সুজন,
কর্ম অনুক্রমে থাকে অবিচল মন,
দেবে স্থিতি অনুক্রমে থাকে বিচক্ষণ,
অনুভবে মহাভাবে পরাক্রম জন।

[সাধারণ নির্বচন ঃ]

১১৯. এক্ষণে এই অনুস্মৃতিগুলোর বিস্তার সম্মুখে সাজানো হল। তাঁর চিত্ত সে ঘটনায় পরিবর্তন হলো'- সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়'- এ কথার পর যুক্ত হলো- 'যখন কোন আর্যশ্রাবকদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়, মহানায়কে উদ্বুদ্ধ

করেছিল। ধর্ম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ধর্মাচরণে তিনি প্রমোদ লাভ করেছিলেন। যখন তিনি প্রমোদিত হন, তাঁর মধ্যে প্রমোদ উৎপন্ন হয়। (A iii-285)। এখানে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে'- বললে 'তথাগত এ রূপ যে তিনি ...... এখানে একথার অর্থ বুঝতে হবে "সম্পূর্ণতা" মূলাংশ পালিকে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মাচরণ উদ্বুদ্ধ তাঁকে (M A i-173) সুখীত করেছিল।

১২০. এবং যখন দেবতানুস্মৃতি ভাবনার ক্ষেত্রে, দেবতাগণ কর্তৃক তিনি উদ্বুদ্ধ বলা হয়, তখন বুঝতে হবে ভাবনা প্রাক স্তরে দেবগণ আলম্বনে প্রবর্ত্তিতচিত্ত দেবতা সদৃশ অথবা ধানচিত্তে দেবগণের বিশেষ গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ চিত্ত দেবগণের মতো উক্ত প্রকার বলে জ্ঞাতব্য।

১২১. এই ছয় অনুস্মৃতি ভাবনায় আর্যশ্রাবকগণ সফল হয়ে থাকেন। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণাবলি তাঁদের বেশি পরিষ্কার হয়ে থাকে। অখণ্ডাদি শীলগুণ তাঁদের মধ্যে বিরাজ করে। মাৎসর্য বিমুক্ত ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা এবং শ্রদ্ধার বিশেষ গুণাবলি দেবতা সদৃশ।

১২২. মহানাম সূত্রে (A iii-287) স্রোতাগণের নিশ্রয় বিহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে ভগবান তা প্রদর্শনের জন্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন।

১২৩. গেধ সূত্রেও এগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অনুস্মৃতি দ্বারা একজন আর্যশ্রাবক তাঁর, চিত্ত বিশুদ্ধ করেন। এরং আরও অধিকতর বিশুদ্ধি অর্জন করেন এভাবে : 'হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনাস্মরণ করে এভাবে "তথাগত এরূপ যেহেতু তিনি সম্পন্ন করেন তাঁর চিত্ত সে সময়ে ঋজুগত হয়ে থাকে তিনি নিষ্ক্রান্ত, বিমুক্ত, লোভমুক্ত। লোভ ভিক্ষুগণ, পঞ্চকাম গুণের অধিবচন। কোন কোন প্রাণী এখানে এই (অনুস্মৃতি ভাবনার) আলম্বন দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। (A iii-312)

১২৪. আয়ুষ্মান মহা কচ্চায়ন সম্বধোকাশ সূত্রের মাধ্যমে দেশনা করেছেন, "আর্য শ্রাবকদের মধ্যে বিশুদ্ধির যে ছোঁয়া বর্তমান থাকে তা তাঁরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। যথা : আশ্চর্য, বন্ধুগণ, অদ্ভুত, বুদ্ধ কিরূপে জনতার মধ্যে মুক্তাকাশে তাঁর উপলব্ধি বিমুক্ত করলেন, তিনি সর্বজ্ঞতা, সর্বদৃর্শী, অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, দুঃখ এবং দৌর্মনস্য থেকে উত্তরণের জন্য বেদনা এবং হাহুতাশ নিরসনের জন্য, সত্যমার্গ লাভের জন্য নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ছয় অনুস্মৃতি। কোন সে ছয়? বন্ধুগণ এখানে একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধানুস্মৃতি .... এখানে কোন কোন প্রাণী এভাবে বিশুদ্ধি অনুভব করে। (A iii-314-5)

১২৫. উপোসথ সূত্রে এগুলো উপোসথের গুরুত্ব প্রদর্শনের লক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাধনার বিষয় হিসেবে আর্যশ্রাবকগণের চিত্ত বিশুদ্ধির জন্য

উপোসথধারীদের উদ্দেশ্য হে বিশাখা, আর্যশ্রাবকগণের উপোসথ কি রকম? উপক্লিষ্ট চিত্তের ক্রম বিশুদ্ধির চেষ্টা দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। কিভাবে উপক্লিষ্ট চিত্তের ক্রম বিশুদ্ধি করা হয় ? এখানে হে বিশাখা একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা .... ইত্যাদি দ্বারা ক্রম বিশোধন করে থাকেন। (A - 206-11)

১২৬. **একাদশ নিপাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে :** যখন একজন আর্যশ্রাবক ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, "আমরা যারা বিভিন্ন পথ অবলম্বনে বাস করছি তারা কিভাবে জীবন যাপন করবে ? (AV. 328) বুদ্ধ সেগুলো তার কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যথা ঃ "যে হেতু মহানাম তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা বিরাজিত, অশ্রদ্ধাবানের নয়, বীর্যবানের নির্বীযের নয় .... প্রজ্ঞাবানের, মহানাম, দূরপ্রজ্ঞের নয়। এ পঞ্চধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে মহানাম, তুমি অপর ছয় ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করবে। এখানে মহানাম তুমি "বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা" করবে ঃ ভগবান এরূপ ... (AV. 329-32)

১২৭. **তা সত্ত্বেও ইহা এরূপ :** কোন এক বিশুদ্ধশীলের বিশেষ গুণাবলীর সাধারণ (পৃথগজন) লোকের মনে হতে পারে। যখন তিনি বুদ্ধের বিশেষ গুণাবলির অনুসরণ করেন ইত্যাদি, এমনকি শ্রুতিগোচর হয়, তাঁর চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। নিবারণসমূহ নিরুদ্ধ হয়। প্রগাঢ় প্রমোদ লাভ করেন বিদর্শনে প্রবেশ করেন এবং কটকণ্ডকারে বিহারবাসী থের ফুস্সথের এর মতো অর্হত্ব লাভ করেন।

১২৮. সে শ্রদ্ধেয় থের কোন এক মার কর্তৃক বুদ্ধের অবয়ব মূর্তি ধারণ করলে তিনি মনে করলেন, "ইহার রাগ, দ্বেষ, মোহ থাকলেও কত উত্তম। ভগবানের প্রতিরূপ কত অভিরূপ।' এতে তাঁর মধ্যে প্রমোদ উৎপন্ন হয়। বিদর্শন বর্দ্ধিত করে তিনি অর্হত্ব লাভ করেন।

সপ্তম অধ্যায়ে
ছয় অনুস্মৃতি ভাবনা
সাধুজনের প্রমোদ বর্দ্ধনে বিবৃত।

অষ্টম অধ্যায়

অনুস্মৃতি ভাবনার বিবরণ এবং অপরাপর অনুস্মৃতি ভাবনা

(অনুস্সতি কম্মট্ঠান নিদ্দেস)

[মরণস্মৃতি ভাবনা] ঃ

১. ইদানীং পরবর্তী (২৯৯) সূচিচুক্ত মরণস্মৃতি ভাবনা সম্প্রসারণ বর্ণিত হল ঃ

[সংজ্ঞা] ঃ

এখানে মরণের ব্যাখ্যা হলো একটি জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ ঘটান। কিন্তু মরণ হচ্ছে ব্যবচ্ছেদ। অন্য অর্থে অর্হৎগণের বর্তদুঃখের সমুচ্ছেদকে বুঝায়। অন্য কথায় সংস্কার সমূহের ক্ষণভঙ্গুরজনিত ক্ষণিক মরণ নতুন সম্মতি মরণ কিংবা মরণ বৃক্ষ 'মৃত লৌহ' এখানে অভিপ্রেত মরণ নয়।

২. অভিপ্রেত মরণ দুই প্রকারে ঘটে। যা কাল মরণ এবং অকাল মরণ। পুণ্য ক্ষয়ে যে মরণ তা কাল মরণ অথবা আয়ুক্ষয়ে এবং উভয়ক্ষয়ে যে মরণ। জীবনের অপরাপর উপাদান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কর্মের প্রতিবন্ধক জনিত যে মরণ তা হচ্ছে অকাল মরণ।

৩. জীবন সন্ততি প্রত্যয় সন্ততি এখনো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অতীতের পুনর্জন্ম প্রদায়ী কর্মের পুনঃ পরিসমাপ্তিতে যে মরণ তা পুণ্যক্ষয়ে মরণ। মানুষের স্বাভাবিক জীবন গতির অবসানে আজকাল কিংবা শতবর্ষের আয়ু পূর্ণ করে যে মরণ হয়, তা আয়ুক্ষয়ে মরণ। অকাল মরণ হচ্ছে : যে মরণ জীবন সন্ততিকে কর্ম বাধাগ্রস্ত করে প্রস্থান থেকে পতন ঘটায় (চবন)। অতীত কর্মফলের দরুণ দুসীমার এবং রাজা কলাবু রাজন্যদের জীবন তৎমুহূর্তে অন্ত দিয়ে আঘাতে বাধাগ্রস্ত করে। (২৩০) এসমস্তই পূর্বে বর্ণিত জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদের কারণে সংঘটিত। সুতরাং মরণানুস্মৃতি ভাবনা মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্য কথায় জীবিতেন্দ্রিয়ের প্রত্যয় ঘটায়।

[সম্প্রসারণ] ঃ

৪. যে ধ্যানকারী এ সাধনায় ধ্যান বৃদ্ধি করতে আগ্রহী তিনি নির্জন স্থানে গমন করে গভীর মনোযোগ দিয়ে : "মরণ হবে" জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ হবে বা "মরণ মরণ" বলে মনোময় উচ্চারণ করা কর্তব্য।

৫. যদি তিনি অজ্ঞানপ্রসূত ইষ্টজনের মরণস্মৃতি করেন তা হলে একজন মৃতবৎসা প্রসূতি মায়ের মতো তার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এবং অনিষ্ঠজনের মৃত্যুতে মরণস্মৃতি ভাবনা করলে প্রমোদ উৎপন্ন হয় তেমনি বৈরিজনের মৃত্যুতে মরণস্মৃতি ভাবনা করলেও প্রমোদ উৎপন্ন হয়। নিরপেক্ষজনের মৃত্যুতে মরণস্মৃতি ভাবনা করলে শবদাহকের পক্ষে মৃতলাশ দেখা সদৃশ সংবেক উৎপন্ন হয় না। নিজের মরণানুস্‌সতি ভাবনায় অসি উৎক্ষিপ্ত ঘাতক দেখার মতো তাঁর মধ্যে উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়।

৬. এসবের মধ্যে স্মৃতি সাধনা, সংবেগ কিংবা প্রজ্ঞা কোনটাই নেই। সে কারণে সর্বত্র হত, মৃত এবং মৃতসত্ত্বগণের নাম উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু দৃষ্টপূর্ব ভালো বিষয়ে আবর্জন করে স্মৃতি, সংবেগ ও জ্ঞানসংযোগ মরণ হবে ইত্যাদি আবর্জন করে স্মৃতি, সংবেগও জ্ঞানসংযোগে মরণ হবে ইত্যাদি মনোময় উচ্চারণ কর্তব্য। এভাবে করলে প্রজ্ঞানুগভাবে হয় এবং যথার্থভাবে অর্থ প্রকাশ করা হয়।

৭. এভাবে অনুশীলিত হলে নিবরণসমূহ নিরুদ্ধ হয়। মরণ সংযুক্ত স্মৃতি সুহিত হয় এবং উপচার ধ্যান লাভ হয়।

য মেকং বুটিঠং পঠমং নবেৃভ বসতি অনেবো,
অনুটিঠজের সো যাতি স গচ্ছং ন নিবত্তভীতি
অচ্চয়ন্তি অহোরত্তা জীবিত সুপরুজ্ঝতি,
আয়ু খীয়তি মচ্চানং, কুন্নদীনং ব ওদকং
ফলানং ইব পক্কানং পতনতো ভয়ং,
এবং জাতানং মচ্চানং নিচ্চং মরণতো ভয়ং।
যথাপি কুম্ভকারস্‌স কতং মত্তিক ভাজনং,
খদ্দকঞ্চ মহন্তঞ্চ যং পক্কং যঞ্চ আসকং।
সব্বং ভেদন পরিয়ন্তং এবং মচ্চনে জীবিতং।
উস্‌সবো ব তিনগৃগক্ষি সুরিয়ুগৃগমনম্পতি,
এবমায়ু মনুস্‌সানং মা মং অম্ম নিবারয়তি।
– মানবেক প্রথমে গর্ভে রয়, রাতে।
উঠা বসা চলিতে সে পারে না কিছুতে।দ
যদা ফল পক্ক হয় ভীতি জাগে মনে,
ঝরিয়ে পড়িবে আহা, প্রভাতের সনে।

সেহেতু মরণশীলা (ভবে) এত্র মরণ ভীতে,
জন্মেছে যখন তারা মর অবণীতে।
মৃত্তিকা ভাজন যথা নিয়তির গতি,
কুম্ভকার হাতে শোভে সুন্দর অতি।
কিবা ক্ষুদ্র কিবা বৃহৎ পক্ক কিবা কাঁচা,
তুচ্ছ তাতে ভেদাভেদ ক্ষণভঙ্গুর খাঁচা
ঘৃণিত ভঙ্গুর যাহা ঘৃণ্যতর হয়, গতিও হে মরণেতে রয় (Sn. 576-7)
তৃণাগ্রে শিশির বিন্দু যেমন নিয়তি।
দবাকর উদয়েতে নিঃশেষ নিমিষে,
মানরায়ু তথারূপ জীবন নিঃশেষে,
অতএব ওহে মাত বারণ করোনা অবশেষে। (N.iv. 122)

১৩. সুতরাং জন্মের সাথে যে মরণ আসে তা উদ্ধত অসি হস্তে ঘাতকের মতো। এবং ঘাতক যেমন গ্রীবায় অসি চালনা করে, তাতে জীবনাবসান হয় এবং তা কখনো ফিরিয়ে আনা যায় না। (২৩২) তার কারণ কি? যেহেতু ঘাতকের মতো উদ্ধত অসিহাতসহ সঙ্গে আগমন, জন্মের সাথে এবং জীবন যে বহমান তা স্মৃতিতে ঘাতকের মতো উপস্থিতি বলে জ্ঞাতব্য।

[মরণ স্মৃতিভাবনার আট উপায় ঃ]

৮. কিন্তু যিনি বুঝেন যে এতে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না, তিনি আট প্রকার উপায়ে মরণস্মৃতি ভাবনা করবেন। যথা : ১. ঘাতকের উপস্থিতি, ২. বিজয়ের ধ্বংসাবশেষ বশে ৩. তুলনামূলক বশে ৪. কায় সাধারণ বশে ৫. আয়ু দুর্বল বশে ৬. অনিমিত্ত বশে ৭. সীমিত বর্দ্ধিত বশে ৮. ক্ষণ সংকীর্ণ বশে।

৯. **১. এখানে ঘাতকের উপস্থিতি** ঃ সাধক তাঁর স্মৃতি এভাবে উপস্থাপন করবেন 'ঘাতক যেমন তার অসি নিয়ে বধ করতে উপস্থিত হয়- "আমি এ লোকটির শিরচ্ছেদ করব, এ বলে ইহার গ্রীবার উপর অসি চালনা করে এবং মরণ হয়। তা কেন হয় ? জন্মের সাথে আগত বলে এবং ইহা জীবন হরণ করে।

১০. যেমন ছত্রাক মুকুল মাথায় ধূলাবালি দিয়ে উদ্‌গত হয় তেমনি সত্ত্বগণ জরামরণ সাথে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন তাদের প্রতিসন্ধিচিত্ত উৎপত্তির সাথে সাথে ভেঙে যায়, জরাগ্রস্ত হয় এবং তারপর সংশ্লিষ্ট স্কন্ধ সমূহ পর্যন্ত

হতে পতিত শিলার মতো (২৩১) ভিন্ন হয়ে যায়, সেরূপ ক্ষণিক মরণ জন্মের সাথে শুরু। জাতকের মরণ অপ্রতিরোধ্য। এখানে

১১. যেন স্বাভাবিকভাবে মরণ ও জন্ম সহাগত। সুতরাং উদিত সূর্য যেমন অস্তাচলে ধাবমান, ক্ষণিকের জন্যও পেছনের দিকে ফিরে না, গতাগত যা হোক অথবা যেমন বেগবান খরস্রোতা পার্বত্য নদী দূকুল ছাপিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বহমান থাকে, ক্ষণিকের জন্যও পেছনে ফিরে না, সেরূপ জীবিত সত্ত্বগণ ও জন্মক্ষণ হতে মরণের দিকে ধাবিত এবং ক্ষণিকের জন্যও কখনো পেছনের দিকে ফেরেনা। এখানে বলা হয়েছে :

যং একরত্তিং পঠমংগব্ভে বসতি মানবো,
অন্ভু ট্ঠিতো বসোযাতি সগচ্ছংন
– মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি যেদিন মানব ঠিক,
সম্মুখ গতি ছাড়া নাহিক পশ্চাৎ দিক্। (Ja-iv-4-494)

১২. এভাবে অগ্রসর হয়ে মরণ তার নিকটতম হয়ে পড়ে, গ্রীষ্মের সন্তাপে ছোট স্রোতস্বিনী শুকিয়ে যাওয়ার মতো, প্রাতে বৃক্ষের ফলের রস সংস্পর্শে পতনের মতো। ছোট কাঠের মুগুর দিয়ে মৃৎপাত্র ভাঙার মতো, সূর্যরশ্মির সম্পাতে শিশির বিন্দুর অপসৃয়মানের মতো। সেহেতু উক্ত হয়েছে ঃ

অচ্চয়ন্তি অহোরত্তা, জীবিত মুপরুজ্ঝতি।
আয়ুখীয়ন্তি মচ্চানং, কুম্মদীনং ব ভদকং।
– অহোরাত্র ধেয়ে চলে পলায়ন প্রবণ,
অবিরত ক্ষয়ে যায় তথারূপ জীবন।
মরদের কৈফিয়ৎ মত জলডোবা যথা,
ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দোষে সমস্ত ক্ষয়ে যায় তথা (S.i-109)

২. ১৪.২ **বিজয়ের** (সফতা) **ধ্বংসাবশেষ মাঝে** : এখানে সফলতা ততক্ষণ কীর্তি ছড়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যর্থতা তা পর্যুদস্ত করে না। সফলতা থাকে ব্যর্থতার ধৈর্যের সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত। সে অনুসারে :

সকল মেদিনি ভূত্বা, দত্বা কোটি সতং সুখী,
অড্ঢামলকমত্তস্স অন্তে ইস্সরতং গতো।
– দান দিয়ে শতকোটি আনন্দে বিভোর,
রাজ্যজয় অবশেষে পরিধি বিস্তার।
রাজ্যপূর্তি পরিণামে না আসা অবধি,

আমলকী অর্দ্ধমাত্র জোটে ভাগ্যবিধি।
(হাঁ) পুণ্যভাণ্ডার তাঁর যবে হইবে নিশেষ,
দৈহিক দুসহ নিশ্বাস অন্তিম দুঃশ্বাস।
তেমতি দুঃখহীন রাজন অশোক মহান,
অনুভবে সম্মুখে দুঃখ মরণের পান।

১৫. অধিকন্তু সবল স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। সমস্ত যুবশক্তি জরায় অবসান হয়, জীবনের দ্বারা পার্থিব অর্জন লাভ হয়, জরার দ্বারা গমনাগমন, ব্যাধি দ্বারা অভিভূত, মরণ দ্বারা স্তব্ধতা আনয়ন করে। সেজন্যে বলা হয়েছে ঃ

যথাপি সেলাবিপুলা নভং আহচ্চ পব্বতা,
সমন্তা অনুপরিয়েয্যু নিপ্পোথেন্তা চতুদ্দিস
এবং জরা চ মচ্চু চ অধিবত্তন্তি পানিনো,
খত্তিয়ে ব্রাহ্মণে বেস্‌সে সুদ্দে চণ্ডাল পুক্কুসে।
ন কিঞ্চি পরিবজ্জেতি, সব্বং এবাভি সদ্দতি।
ন তথ হথীনং ভূমি, ন খানং ন পত্তিয়া,
ন চাপি মন্তযুদ্ধেন, সক্কা জেতুং ধনের বাতি।
– যদিওবা বিশাল শৈলী পাথরের তৈরি,
বিস্মৃতি আরো আকাশচুম্বী।
সমুন্নত চারিদিক সুউচ্চ সৃস্থির,
চূর্ণ করি প্রাণ সবে বসতি অপার।
সেই রূপ জরা মরণ ঘোরে চক্রাকার,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র চণ্ডাল আর
শিল্পী কাকেও কভু না করে পরিহার
মর্দন করিয়া প্রাণী চলে দুর্নিবার।
নাহি তথা হস্তী রথ কিংবা পদাতিক,
রোধিবার অস্ত্র নেই, নেই কৌশল ঐহিক।
ভূমি নেই গন্তব্য যেথা যেতে হবে সরে,
ধনী নেই দমিবে মরণ অনিবার্য ভবে। (S.1-102)

সম্পত্তি বিপত্তি (বিজয়ের ধ্বংসাবশেষ) বশে পর্যায়ের মরণস্মৃতি তারণার সংজ্ঞায়জীবনের সফলতা মৃত্যুই পরিণতি প্রদর্শিত হল।

৩. ১৬. ৩. **তুলনামূলক বশে ঃ** অপরের সাথে নিজেকে পরিমাপ করাই তুলনা। সাত প্রকারে এ তুলনা সম্পাদন করা যায় : ১. যশস্বীদের সাথে ২. মহা পুণ্যবানদের সাথে ৩. শক্তিধরদের সাথে ৪. মহাঋদ্ধিধরদের সাথে ৫. মহাপ্রাজ্ঞদের সাথে ৬. প্রত্যেক বুদ্ধগণের সাথে ৭. এবং সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণের সাথে। কিভাবে ? (২৩৩)

১৭. যদিও মহাসম্মত, মনধাতু, মহাসুদর্শন, দল্হনেমিনিমি প্রভৃতি মহাখ্যাতি সে সম্পন্ন ছিলেন, বিখ্যাত অনুসারীবৃন্দ ছিলেন এবং যদিও তাঁরা প্রভূত সম্পত্তি গুণীকৃত করেছেন। এতদসত্ত্বেও পরিণামে মরণ তাঁদের গ্রাস করেছে। সুতরাং কিভাবে ইহা আমাকে অতিক্রম করবে না ?

মহাযসা রাজবরা মহাসম্‌সত আদরোং
তে চ মচ্চু বসং পত্তা মাদিসেস কত বা কঠতি
– মহারাজদের মধ্যে যেমন মহাসম্মত,
যশকীর্তি ছড়িয়ে আছে শক্তিশালী যত।
নিপতিত তারাও সবে মৃত্যু শক্তির হাতে,
মাদৃশ ক্ষীণশক্তি কি বলি গতে ?

মহাশক্তিধর যশস্বীদের সাথে প্রথমে আর নিজেকে তুলনা করে এই অনুস্মৃতি অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

১৮. মহাপুণ্যগণদের সাথে কিভাবে তুলনা করতে হবে ?

জ্যোতিকো জটিল উগাগো মেণ্ডকো
এতে অথ পুন্নকে এঞ্ঞে চ যে লোকে মহাপুঞ্ঞাতি কিস্সুতা।
সব্বে মরণং অপন্না মাদিসেসু কথা ব কাতি।
– জ্যোতিক, জটিল সহ উগ্গ মহা পুণ্যবান।
মেণ্ডক, পুন্নক আরো কীর্তিমানগণ,
এছাড়া যে আরো আছে ভুবনে বিশ্রুত
জীবনযাপেন তারা মহাপুণ্য পূত,
যদিওবা তারা সবে মরণ প্রপাতে।
তাদের করতে আমি তুচ্চ কি বলির তাতে ?

মহাপুণ্যবান যশস্বীদের সাথে নিজেকে তুলনা করে এই অনুস্মৃতি ভাবনা করা উচিত।

১৯. মহাশক্তিধরদের সাথে কিভাবে তুলনা করতে হয় ?

বাসুদেবো বলদেবে ভীম সোন যুধিট্‌ঠি লো,
চানুরো যে মহা পিয়দা যল্লো অন্তকস্‌স বসংগতা।
এবং থাম বলুতো ইতিলোকম্হি বিস্‌সুতো
এবত পি মরণং যথা, মাধিসেসু কথাব কাতি।
– মহাশক্তিধর আছে যথা বাসুদেব,
ভীমসেন আছে তথা যুধিষ্ঠির ভূদের।
আছে বিশ্রুত শক্তি চালুর মালকোর,
কারা সবে বিধ্বংসক শক্তিতে উজার।
বিশ্বে বিশ্রুত তারা ব্যাপীত সর্বত্র,
অমিত শক্তিতে সবে আশীষ বরপুত্র।
সবে তারা নিপাতিত মৃত্যুচক্ষ তলে,
আমি কেবা তুচ্ছ অতি তাদের অতুলে ?

মহাশক্তিধরদের সাথে তুলনা করে এভাবে অনুস্মৃতি করা উচিত।

২০. অলৌকি মহা ঋদ্ধিশক্তিধরদের সাথে কিভাবে তুলনা করতে হয় ?

পাদঙ্গুট্‌ঠক মত্তকেন বিজয়ন্তমকম্পয়ি,
যো নামিদ্ধিমতং সেট্‌ঠো দুতীয়ো অগ্‌গসাবকো।
সো পি মচ্চুমুখং ঘোরং মিগো সীহমুখং বিয়
পবিট্‌ঠো সহইদ্ধীহি মাদিসেসু কথাব কাতি।
– দ্বিতীয় শ্রাবক শ্রেষ্ঠ প্রধান বিশ্রুত,
অদ্বিতীয় ঋদ্ধিমান অলোক অদ্ভুত।
যেবা তার পাদবৃদ্ধাঙুষ্টের খোঁচায়,
বৈজয় দূর দৈবের কারণ ঘটায়।
মৃগ যথাসিংহের মুখে তিনিও তথা,
মহা ঋদ্ধি কোন ছাড় শক্তি অতুলতা
ভীষণ ভয়ঙ্কর মরণ ছোবল প্রাসে
মাদৃশ তুছ অতি কি করে জিনি আশে ?

মহাঋদ্ধিমানগণের সাথে তুলনা করে এভাবে অনুস্মৃতি ভাবনা করা কর্তব্য।

২১. মহাজ্ঞানীদের সাথে কিভাবে তুলনা করতে হয় ? (২২৪)

লোকনাথ ঠপেত্বান বে চঞ্‌ঞে অত্থি পানিনো,
পঞ্‌ঞায় সাবিপুত্তস্‌স কলং নাগ্‌ঘন্তি সোলসিং।
এবং নাম মহাপঞ্‌ঞো পঠমো অগ্‌গসাবকো,
মরণস্‌স বসং পাত্তো মাদিসেসু কথন বাতি।
– প্রথম দুই মহাশ্রাবক মহাজ্ঞানীজন,
প্রজ্ঞা মেধায় শিল্পবেত্তায় শ্রেষ্ঠত্বে আসীন।
লোক পালগনে তিনি রক্ষেণ নিরাপদে,
ষোল কলার এককলা নহে সমপদে।
যদিওবা সারীপুত্র মহাপ্রজ্ঞাবান,
ইন্দ্রিয়াদি প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ম প্রধান।
তিনি তবু নিপতিত মরণের গ্রাসেশ,
আমি তাতে কিবা তুচ্ছ আশে মরণ ত্রাসে।

মহাপ্রাজ্ঞগণের সাথে তুলনা করে অনুস্মৃতি ভাবনা এভাবে করা উচিত।

২২. প্রত্যেক বুদ্ধগণের সাথে কিভাবে তুলনা করবে ? যারা নিজের প্রজ্ঞাশক্তির এবং বীর্যসত্ত্বার প্রভাবে সমস্ত শতুরূপ ক্লেশ ধ্বংস করে প্রত্যেক বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, ‘যিনি খড়গ বিষাণের মতো একাকী বিচরণ করেন’ শয়ম্ভু প্রাপ্ত তাঁরা মরণ থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং আমি কি আর ইহা হতে মুক্ত হব?

তং তং নিমিত্তং আগম্ম বীমংসন্তা মহেসয়ো,
সয়ম্ভু ঞানতেজেন, যে পত্তা আসবকখ্‌য়ং।
ঋগ্‌ইসঙ্গ সমুপমা, তে পি জাতিগতা সচ্চং
মাদিসেসুকথা ব কাতি ?
– এক চরিয় নিবাসেন
গবেষণায় নিয়ত যারা তাদের সহায়
মুনী ঋষিগণ যোজিছে চিহ্ন বহুধায়
তাদের প্রজ্ঞায় বরিত তারা স্বীয় পূর্ণতায়
ধ্বংস তাদের তৃষ্ণা যত ছিল অপ্রত্যয়।

শৃঙ্গ তাদের তৃষ্ণা যত ছিল অপ্রত্যয়।
শৃঙ্গ যথা অবাধ্য যে খড়গ বিষীর্ণ
একাকী বিচরে বনে গভীর সখন।
মরণ কভু নাহি তাদের করে বিয়োজন
সমক্ষে তাদের সাথে মাদৃশ আয়োজন ?

প্রত্যেক বুদ্ধগণের সাথে তুলনা করে এভাবে অনুস্মৃতি ভাবনা করা উচিত।

২৩. সম্যক সম্বুদ্ধের সাথে তুলনা ঃ যাঁর শারীরিক গঠন স্বশীতি অনুব্যজন বিমণ্ডিত এবং বত্রিশা প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণে সুসজ্জিত (M-91, D-30) সর্ব বিশুদ্ধিতে পরিস্নস্নাত, শীল স্কন্ধাদি গুণরাজিত সমৃদ্ধ যার ধর্মকায়, যিনি যশকীর্তি অতিক্রম করেছেন, মহাপুণ্যবান, মহাশক্তির অধিকারী, মহা ঋদ্ধির অধিকারী, মহাপ্রজ্ঞাবান, যিনি অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, সম্যক সম্বুদ্ধ, যিনি নিপতিত মৃত্যুবৃষ্টি নিবারণ অধিকারী প্রজ্বলিত মহাগ্নি এবং যিনি বৃষ্টিপাত করে নির্বাপন করতে পারেন।

এবং মহানুভাবস্‌স যং নামেতং মহেসিনো,
ন ভয়েন ন তজ্জায় মরণ বসসমাগত
নিলজ্জং বীতসারজ্জং সব্বসত্তা ভিমদ্দনং,
তয়িদং মাদিসং সত্তং কথং নাভি ভবিস্‌সতি ?
– এত গুণে গুণান্বিত যিনি মহামুনি,
এতশক্তি বিরাজিত দিক চূড়ামণি।
কোন লজ্জা কিংবা ভয় কোন মাধ্যম নয়,
কোন প্রাণী কেউ নহি পারে এড়াইতে
পাপী ভীত এ্যস্ত নীচ আছে আশয়েতে।
কিন্তু তাতে আহত ভাব থাকে নিবন্তর,
মাদৃশ কিরূপে জিনে ভবে অতপর ?

সম্যক সম্বুদ্ধকে তুলনা করে অনুস্মৃতি ভাবনা এভাবে করা উচিত।

২৪. এভাবে তিনি যখন এখন মহাকীর্তিবানকে তুলনা করে অনুস্মৃতি ভাবনা করেন, তখন মরণের বিশ্বরূপ চিত্র ফুটে উঠে। মরণ এরূপ অসদৃশ প্রাণীদের মধ্যে যেমন অবধারিত তেমন আমার উপরেও বর্তাবে"- এরূপ

ভাবতে ভাবতে তাঁর মধ্যে উপচার ধ্যান উৎপন্ন হবে। যে উপায়ে তুলনা দ্বারা অনুস্মৃতি ভাবনা করা কর্তব্য। (২৩৫)

২৫. ৪. **কায় সাধারণ বশে ঃ** এক হয়ে বহুকায় সাধারণ মাত্র। প্রথমত ইহা আশি প্রকার কৃমি পরিবারের মতো কায় সাধারণ। বহিচর্মের মধ্যে নির্ভর প্রাণিকূল বহিচর্ম খেয়ে, অন্তচর্ম নির্ভর প্রাণিকুল অন্তচর্ম খেয়ে, মাংস নির্ভর প্রাণিকুল মাংস খেয়ে স্নায়ু নির্ভর প্রাণিকূল স্নস্নায়ু খেয়ে, অস্থিনির্ভর প্রাণিকুল অস্থি খেয়ে, মর্জা নির্ভর প্রাণিকুল মজ্জা খেয়ে থাকে। সেখানে প্রাণিকুল জন্মে, বৃদ্ধি পায়, এবং মরে বাহ্য প্রস্রাব ত্যাগ করে। দেহ তাদের সূতিকাগার, তাদের স্নানশালা, তাদের শ্মশান, তাদের বাহ্যকুটি এবং প্রস্রাবদ্রোগী। একায়ে সেসব কৃমিকুলের প্রকোপে মরণ ঘটায়। আশি প্রকার কৃমি পরিবার নিয়ে যেমন কায় সাধারণ তেমনি বহুশত প্রকার আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক রোগের এবং অহি বৃশ্চিক মরণ প্রত্যয়ের সাধারণ।

২৬. যেমন কোন পথিক মহাপথের চার সংযোগস্থলে লক্ষ্যস্থল নির্ধারিত করে চারদিক হতে তীর, শক্তি, বল্লম, পাথর ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার ওপর নিপতিত হয়, সেরূপ কায়ের উপরও সেসব উপদ্রব ঘটাতে পারে। এবং এরূপ দুর্ঘটনায় নিপাতিত হয়ে মরণ ঘটাতে পারে। সে কারণে ভগবান বলেছেন ঃ “অত্র, হে ভিক্ষুগণ, দিবা নিষ্ক্রান্ত হলে রাত্রি সমাগত হয়, এসময় একজন ভিক্ষু চিন্তা করেন অনেক কারণে আমার মরণ হতে পারে। একটি সর্প আমাকে দংশন করতে পারে অথবা একটি বৃশ্চিক আমাকে দংশন করতে পারে। শতপদীও আমাকে দংশন করতে পারে। এতে আমার মরণ হতে পারে, তাতে আমার অন্তরায় হতে পারে। আমি উপস্খলিত হয়ে পড়তে পারি। ভুক্ত খাদ্য ব্যাপন্ন হতে পারে, পিত্তরস কোপিত হতে পারে, অথবা শ্লেষ্মা কোপিত হতে পারে, অথবা বায়ু কোপিত হতে পারে তাতে আমার মরণ হতে পারে। তাতে আমার অন্তরায় হতে পারে। (A. IV-206)

এভাবে কায় বহুসাধারণ তুলনা করে মরণ স্মৃতি ভাবনা করা উচিত।

২৭. ৫. **আয়ু দুর্বলত ঃ** এ জীবন অনিত্য এবং দুর্বল। প্রাণীর জীবন আশ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, ইর্যাপথের উপর নির্ভরশীল, শীতাতপের উপর নির্ভরশীল, চর্তুধাতুর উপর নির্ভরশীল এবং কবলিকাহারের উপর নির্ভরশীল

২৮. সমভাবে শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগের অভিঘাতই জীবন। কিন্তু নাসারন্ত্র দিয়ে বহির্গত বায়ু পুনরায় প্রবেশ না করে অথবা প্রবেশকৃত বায়ু পুনরায় বাহির না হলে তখন একজন মানুষকে মৃত বলে জ্ঞাতব্য।

এবং এটি প্রত্যক্ষ হয় যখন চার ঈর্যাপথ সমভাবে সংঘটিত হয় তখন। (২৩৬) তার মধ্যে যে কোন একটির ব্যত্যয় ঘটলে জীবন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

শীত-উষ্ণ সমানভাবে প্রবর্তিত হলেই জীবন। অতি শীত বা অতি উষ্ণ প্রবর্তিত হলে জীবন বিপন্ন হয়।

চার মহাভূতের সমপ্রয়োগেই জীবন প্রবর্তিত। কিন্তু পৃথিবী ব্যতিক্রম হলে শক্তিবান লোকের নবজীবনও নিঃশেষ হতে পারে। যদি তার কায় সবল হয় অথবা অল্প ইত্যাদি যে কোন ধাতুর প্রকোপবশত তার জন্য দুর্বল হয় এবং অতিসার ইত্যাদি রোগে ক্লিষ্ট পুরুষের পুঁতিকায় অথবা মারাত্মক জ্বরের প্রকোপে, অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধিবন্ধন বিকল হয়ে জীবনপাত করে। সঠিক সময়ে কবলিকাহার করলে জীবন প্রবৃদ্ধি হয়, আহার গ্রহণ না করলে আয়ুক্ষয় হয়।

এভাবে আয়ু দুর্বলত মরণস্মৃতি ভাবনা করা কর্তব্য।

২৯.৬ অনি মিত্তবশে ঃ অসংজ্ঞায়ন যার অর্থ হস্তে অভূতপূর্ব ভাষণ, সকল সত্ত্বের ক্ষেত্রে ঃ

জীবিতং ব্যাধি কালো চ দেহ নিক্‌খেপনং গতি,
পঞ্চেতে জীবনলোক স্মিং অনিমিত্তা ন ঞায়রে
– আয়ু, ব্যাধি, কাল কেউ নাহি জানে,
জানেনা কোথায় পড়িতে মরণে।
মরণের পরে জন্মিবে কোথা।
এসবে এ বিশ্বে জানা যায় না কোথা।

৩০. **প্রথমত জীবন ঃ** জীবনের আয়ুর পরিমান নির্ণয় করা যায় না। 'এতকাল বাঁচতে হবে, তারপর আর নয়' এরকম কোন সংজ্ঞা নিরুপন করা যায় না। প্রাণিগণ গর্ভের ভ্রুণ থেকে বিভিন্ন স্তরে মৃত্যু বরণ করে। যথা ঃ সত্ত্বের ভ্রুন (কলল) অবস্থায় মরে, মাংসপিণ্ড (অসুদ = আর) অবস্থায় মরে, ভ্রুণের তৃতীয় অবস্থায় (পেসি) সরে, ভ্রুণের চতুর্থ অবস্থায় (ঘন) মরে, একমার্গ, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, চতুর্থমাসিক, পঞ্চম .... দশ মাসিক .... কুক্ষি হতে নির্গমন কালে, বর্ষশতের মধ্যে ও পরে মরে।

৩১. **ব্যাধি ঃ** ব্যাধির সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। যেহেতু ইহার কোন নিমিত্ত নেই। যথা ঃ ব্যাধির কারণে সত্ত্বের মরণ ঘটে। অপর কোন কারণে নয়। সজ্ঞান চক্ষু রোগ বশত মরে, স্রোতরোগ জনিত কারণেও মরে। (AV-110)

৩২. **কাল ঃ** কালের কোন সংজ্ঞা নেই। যেহেতু কালের কোন নিমিত্ত নেই। এই কাল ব্যবধানে মরতে হয়, অন্যথা হয় না। সত্ত্বগণ পূর্বাহ্নে ও মরে মধ্যাহ্ন বা অন্য সময়েও মরে।

৩৩. **দেহ সৎকার ঃ** দেহ সৎকার কোথায় হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই ইহা অনিমিত্ত। মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার দেহ এখানে বা অন্যত্র পরিত্যাজ্য। গ্রামে জাত ব্যক্তির মৃতদেহ গ্রামের বাইরে সৎকার করা হয়। গ্রামের বাইরে জন্মজাত ব্যক্তির শবদেহ গ্রামে সৎকার হয়। সেরূপ জলে জাতকের লাশ ডাঙ্গায়, ডাঙাঢ জাতকের লাশ জলে নিক্ষিপ্ত হয়। এভাবে অনেক প্রকার ব্যবস্থা অনুস্মৃত হতে পারে (২৩৭)

৩৪. **গতি ঃ** এখান থেকে মৃত্যুবরণ করে সেখানে জন্মগ্রহণ করণ এমন কোন বিধান নেই বলে ইহা সংজ্ঞাহীন। দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্ম ইত্যাদি। এভাবে খণ্ডাবদ্ধ গরুর ন্যায় পঞ্চগতি লোকেরা পরিবর্তন করে।

৩৫.৭. সীমিত বর্দ্ধিত বশে মানব জীবন আয়ু সীমিত বর্দ্ধিত। যে দীর্ঘজীবন লাভ করে তার আয়ূ শতবর্ষের, কম বা বেশি। সেজন্যে ভগবান বলেছেন, ভিক্ষুগণ, মানব জীবনের আয়ু স্বল্প। নতুন জীবনের গমনীয়, পরলোকের জন্য কুশল করা দরকার। সে কারণে ব্রহ্মচর্য (পবিত্র) জীবন পালন করা কর্তব্য। তা হলে জন্মের জন্য অমরণ নেই। যে দীর্ঘজীবি সে শতবর্ষ, অল্প বা (বেশি বর্ষীয়)।

অপ্পমায়ু যমনুস্সানং হিলেয়্য নং সুপোরিসো
চরেয়্য আদিত্ত সীসোব নত্থি মচ্চুস্স নাগমোতি
– মানব জীবন হল অল্পায়ু প্রমাণ,
যেবা প্রাজ্ঞজন ভাবে ঘৃণ্য তুচ্ছমান।
শিরদীপ্ত সমতপ্ত আচরণে রত,
অনিবার্য মৃত্যু সত্য আগমন সতত। (S.i-108)

তিনি আবেতও বলেছেন ভিক্ষুগণ অরক নামে এক শস্তা ছিলেন (Aiv 136) (এখানে সাত প্রকার উপমাসহ সূত্রটি সম্পূর্ণ উল্লেখ্য)

৩৬. তিনি আরও বলেছেন ঃ ভিক্ষুগণ, যখন কোন ভিক্ষু মরণ স্মৃতি ভাবনা এভাবে করেন ঃ ‘আহা, আমি যদি রাত দিন বাঁচি তবে আমি ভগবানের অনুশাসন রপ্ত করতে পারি, তাহলে আমার পক্ষে বহুকৃত্য সম্পাদিত হবে নিশ্চয়।” এবং যখন কোন ভিক্ষু মরণস্মৃতি ভাবনা এভাবে করেন, “আমি যদি একদিন বাঁচি তবে ভগবানের অনুশাসন রপ্ত করতে পারি, তাহলে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই বহুকৃত্য সম্পাদিত হবে।” এবং যখন কোন ভিক্ষু মরণ স্মৃতি ভাবনা এভাবে করেন ঃ “আহা, আমি যদি এক আহার করি ও ভোজনকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে ভগবানের অনুশাসন রপ্ত করতে পারি। এবং যখন কোন ভিক্ষু মরণ স্মৃতি ভাবনা এভাবে করেন, আহা, আমি যদি চার গ্রাস বা পাঁচ গ্রাস খেয়ে চিবাতে পারা সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে ভগবানের অনুশাসন রপ্ত করতে পারব। তা হলে আমার পক্ষে নিম্চয়ই বহুকৃত্য সম্পাদিত হবে।” ভিক্ষুগণ তৃষ্ণার নিবৃতির জন্য যারা মরণস্মৃতি ভাবনায় অমনোযোগী এবং শিথিল বলে কথিত হয়। (২৩৮)

৩৭. এবং হে ভিক্ষুগণ, যখন কোন ভিক্ষু মরণ স্মৃতি এভাবে করতে চায় “আহা আমি যদি এক গ্রাস পরিমাণ পিণ্ড চিবান এবং উদরস্থ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে বুদ্ধের অনুশাসন রপ্ত করতে পারব। এতে আমার পক্ষে বহুকৃত্য সম্পাদিত হবে।” এবং যখন কোন ভিক্ষু মরণ স্মৃতি ভাবনা করতে চায় এভাবে ঃ “অহো, আমি নিশ্বাস গ্রহণ এবং অশ্বাস ত্যাগ, পারি এবং প্রশ্বাস ত্যাগ এবং নিশ্বাস গ্রহণ সময়কাল পযন্ত বেঁচে থাকি তবে আমি নিশ্চয়ই ভগবানের অনুশাসন রপ্ত করতে পারব। তবে আমার পক্ষে বহুকৃত্য সম্পাদিত হবে।” এ সকল ভিক্ষু তৃষ্ণা নিরোধের লক্ষ্যে, অপ্রমত্ত বিহারী বলে কথিত। তারা মরণস্মৃতি ভাবনা করেন। (A iii 305-06)

৩৮. সুতরাং জীবন এত সংকীর্ণ যে, চার-পাঁচ গ্রাস খাদ্য চর্বন এবং উদরিকরণ সময়কাল পর্যন্ত বর্দ্ধিত। এ বর্দ্ধিত সময় পর্যন্ত মরণস্মৃতি ভাবনা করা কর্তব্য।

৩৯.৮ **ক্ষণ সংকীর্ণ বশে ঃ** পরমার্থ বশে সত্ত্বগণের জীবন সন্ততি খুবই সংকীর্ণ। যার এক প্রবর্তিত চিত্তক্ষন। আবর্তমান রথচক্র যেমন একটি মাত্র বিন্দু (যা একটি স্পর্শ করে) তে ভয় করে প্রবর্তিত হয়। যখন ইহা বিশ্রামরত থাকে তখনও পরিধির একটি মাত্র বিন্দুতে স্থির থাকে। তেমনি সত্ত্বগণের জীবনও এক চিত্তক্ষন। সে চিত্তক্ষণ যখন নিরুদ্ধ হয় তাতে সত্ত্বও জীবনাবসান (মৃত) বলে জ্ঞাতব্য। তদানুসারে বলা হয়েছে ঃ অতীত চিতক্ষণে তিনি জীবিত ছিলেন, বাঁচেন না, বাঁচাবেন না। ভবিষ্যৎ চিত্তক্ষণে তিনি জীবিত নয়, তিনি বাঁচেন না, তিনি বাঁচবেন। বর্তমান এক চিত্তক্ষণে তিনি জীবিত নয়, তিনি বেঁচে আছেন, তিনি বেঁচে থাকবেন না।

জীবিতং অত্তভাবো চ সুখ দুক্খ চ কেবল,
একচিত্ত সমাযুত্তা লহু সো বত্ততে খনো।
যে নিরুদ্ধা মরণন্তস্‌স তিট্‌ঠ মনমস্‌স বা ইধ,
সব্বেপি সদিসা খন্ধা গতা আপপটি সন্ধিকা।
আনি বত্তেন ন জাতো, পচ্চুপ্পনেন জীবতি,
চিত্ত ভঙ্গা মতোলোকো, পঞ্‌ঞত্তি পরমথিয়াতি।

– জীবন, আত্ম, সুখ দুঃখ এসবি একাকুল,
চটাং যথা চিত্তক্ষণে সংযুক্ত সকল
মৃত কিংবা সজীবেতে সকল স্কন্ধ নিরোধ,
সদৃশ সকলি বটে নিসন্ধি হয়েছে বিরোধ,
অনুৎপন্ন চিত্ত যেথা জন্ম আছে কোথা,
বর্তমানে আছে আত্ম জীবন দেবতা।
চিত্ত ভঙ্গে ছিন্ন জীবন বিপন্ন জগৎ
পরমার্থ সত্যেতে সবি প্রজ্ঞপ্তি বিশদ। (N.i-42)

সংকীর্ণ বিত্তক্ষণে মরণস্মৃতি ভাবনা কীভাবে করতে হয় তার বর্ণনা।

উপসংহার

৪০. সুতরাং আট প্রকার অনুস্মৃতির মধ্যে যে কোন একটি অনুস্মরণ করার ফলে পুনপুন অনুস্মৃতি এবং গভীর মনোযোগের দ্বারা মরণ স্মৃতি ভাবনা সুস্থিত

হয়। ফলে নিবরণ সমূহ অপসৃত হয় এবং ধ্যানাঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আলম্বন বিষয় ব্যক্তির স্বভাবধর্ম বিধায় এবং সংবেদনশীল বশত অর্পণা ধ্যান উদয় হয় না, উপচার ধ্যান লাভ হয় (২৩৯) এক্ষণে লোকোত্তর ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ অরূপ ধ্যান স্বভাবধর্ম সত্তেও বিশেষ ভাবনার ফলে অর্পণা ধ্যান লাভ হয়ে থাকে। ক্রমোন্নত বিশুদ্ধ ভাবনা এবং অরূপ ধ্যানের ফলে লোকোত্তর অর্পণা ধ্যান লাভ হয়। একইভাবে আলম্বন অতিক্রম ভাবনা বশে অরূপ ধ্যান লাভ হয়। যেহেতু অর্পণা প্রাপ্ত দুই অরূপ ধ্যানে আলম্বন মাত্র অতিক্রম করা হয়। কিন্তু এখানে মরণ স্মৃতির লৌকীয় ধ্যানে কোনচিহ্ন অবস্থান নেই। এ কারণে এ ধ্যানে শুধু উপচার লাভ হয়। মরণস্মৃতি ভাবনায় ইহা অধিগত হয় বলে ইহাকে মরণস্মৃতি ভাবনা উপচারও বলা হয়।

৪১. কোন ভিক্ষু এ মরণ স্মৃতি ভাবনায় মনোযোগী হলে তিনি সতত অপ্রমত্ত হয়ে থাকেন, তিনি সর্বোতভাবে জন্মের সকল আশয় হতে বিমুক্ত সংজ্ঞা লাভ করেন। জীবন সম্পৃক্ততা জয় করেন। তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। তিনি অসঞ্চয়ী। তিনি উপকরণ গ্রহণে মাৎসর্যবিহীন। তাঁর মধ্যে অনিত্য সংজ্ঞার উদয় হয়। তদানুসরণে দুঃখ সংজ্ঞা এবং অনাত্ম সংজ্ঞা উদয় হয়। কিন্তু যে সব সত্ত্বের মধ্যে মরণ ভাবনা নেই, তারা হঠাৎ বন্য পশু, সর্প, যক্ষ, তার ডাকাত অথবা ঘাতক কর্তৃক মরণের সময় ভয়, সন্ত্রাস সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিন্তু (মরণস্মৃতি) ভাবনারত ব্যক্তি এসবের শিকার না হয়ে নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করে। ইহ জীবনে মৃত্যুহীন নির্বাণ লাভ করতে না পারলেও মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করবেন।

তস্মা হবে অপ্পমাদং কয়িরাত সুমেধসো
এবং মহাপুভাবায় মরণস্সতিয়া সদাতি।

– সদা কোন নর হয় প্রাজ্ঞ সুনিশ্চয়
অভিরত কর্মে সদা লভিবে অব্যয়
অনুস্মৃতি মরণ যে করিবে সতত
আশীষ বর্ষে তার উপর সুষ্ঠু বনত্তর।
মরণ স্মৃতি ভাবনার এ অংশে বিস্তৃতি ব্যাখ্যা বর্ণিত।

[কায়গতা স্মৃতিভাবনা] ঃ

৪২. এ মুহূর্তে ধ্যানের অন্যতম বিষয় কায়গাতা স্মৃতি ভাবনার বিবরণ আলোচনায় আসছে। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বে এ ধ্যানের প্রবর্তন হয়নি। ইহা অপরাপর তীর্থকগণের জন্য ছিল অকল্পনীয় অপ্রচারিত। ভগবান বুদ্ধ ইহা নানাভাবে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সুপারিশ সহ প্রচার করেছেন এভাবে ঃ ‘ভিক্ষুগণ, যখন কোন বিষয় ভাবনা করা হয় এবং পুনঃপুন অনুশীলন করা হয় তবে তা মহা সংবেগের কারণ হয়, মহাফলের হেতু মহামোহের নিবৃত্তির হেতু, মহা যোগক্ষেম এবং সম্পূর্ণ সম্প্রজ্ঞানী হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। প্রজ্ঞা ও দৃষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে ইহ-পরলোকে সুখময় জীবনের লক্ষ্যে দৃষ্টি এবং ধর্মের সুফল অর্জনে ভূমিকা রাখে। সে বিষয়টি কি ? তা হলো কায়গতা স্মৃতি ভাবনা (A. i-43) এবং এরূপে ঃ ‘হে ভিক্ষুগণ যারা কায়গতাস্মৃতি ভাবনা করে তাঁরা অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করেন। এবং যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করেন তারা অমৃতের (নির্বাণের) স্বাদ গ্রহণ করেন। (২৪০) যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করেছে, তাঁরা অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করেছে। যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করে না তাঁরা অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে না। যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করে না, তারা অমৃতকে অবজ্ঞা করে। যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করে তাঁরা অমৃতকে অবজ্ঞা করে না। যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা অবজ্ঞা করে তাঁরা অমৃতকে অবজ্ঞা করে। যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করে তারা অমৃত পরিভোগ করে, যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করে না তাঁরা অমৃত পরিভোগ করে না। যারা কায়গতা, ভাবনা স্মৃতি পরিহীন তাঁরা অমৃত লাভে পরিহীন। যারা কায়গত স্মৃতি ভাবনায় অপরিহীন তাঁরা অমৃত লাভে অপরিহীন। যারা কায়গতা স্মৃতি ভাবনা লাভ করে তাঁরা অমৃত (নির্বাণ) লাভ করে (A.i-45) কিরূপে কায়গতা স্মৃতি ভাবনা বর্দ্ধিত, সতত অনুশীলন করলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়ে থাকে এ ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু অরণ্যে গমন করে (M iii-89) যেমন ঃ বলা হয়েছে অংশগুলো আনপান, ঈর্যাপথ, ছাড়া সম্প্রজ্ঞা, প্রতিকুল, মনষ্কতা। ধাতুমনষ্কতাঙ্ক নব শ্মশানিক মনতা প্রমুখ চতুর্দশ অংশে কায়গতা স্মৃতি ভাবনা।

৪৩. এক্ষেত্রে ত্রয়, অর্থাৎ ঈর্যাপথ অংশ, চার প্রকার সম্প্রজ্ঞা (M.i-253) এবং চার স্কন্ধ নির্দেশ (সূত্রে বিবৃত হয়েছে) এবং বিদর্শন বশে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সূত্রের অপর নব অংশ শ্মশান ক্ষেত্রে (সীবথিক) অশুভ ভাবনা

বিদর্শন বিষয় আলোচনা করে। উর্দ্ধমিক (স্ফীত) অশুভ ইত্যাদি ভাবনায় যে কোন অর্জন অশুভ ভাবনায় পড়ে। সুতরাং আনপান স্মৃতি ভাবনাও প্রতিকূল মনস্কতা এ দুটি সমাধি ভাবনাক্রমে উক্ত হয়েছে। এ দুটি অংশের আনপান স্মৃতি ভাবনা একটি ধ্যানের পৃথক বিষয়।

[মৌলিক পাঠ ঃ]

৪৪. এখানে কায়গতা স্মৃতি ভাবনায় বত্রিশ প্রকার বিষয় প্রত্যাশিত। এ ভাবনার বিষয় প্রতিকূল অশুভ ভাবনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এভাবে ঃ 'পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ কোন ভিক্ষু এদেহ প্রত্যবেক্ষণ করেন চুলের অগ্রভাগ হতে পদতলের নিম্নভাগ পর্যন্ত ত্বক বেষ্টিত হয়ে নানা অশুচিতে পরিপূর্ণ। এদেহের মধ্যে মাথার চুল, শরীরের কেশ, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস, চর্বি, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, লোহিত, স্বেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু সিকনি, লাসিকা, মূত্র (M iii-70) [১]

৪৫. মূল পাঠের অর্থ বর্ণনায় অর্থকথার বিবরণ এখানে ব্যাখ্যাত ঃ

[শব্দার্থ অর্থকথা ঃ]

একায় ঃ পুঁথিময় একায় প্রাথমিকভাবে চার মহাভূত দ্বারা গঠিত। উপর হতে পায়ের তলা পর্যন্ত-নিচে পায়ের তলা হতে উপর পর্যন্ত। নিম্নে পায়ের তলা হতে উপরে মাথার চুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত। চর্মাবৃত ঃ তির্যকভাবে চর্ম পরিবেষ্টিত। প্রত্যবেক্ষণতঃ বিবিধ অশুচিতে ভরপুর। প্রত্যবেক্ষণ কেশাদি বিবিধ প্রকার অশুচিতে প্রদেহ ভরপুর রূপে অবলোকন করেন। কিভাবে ঃ একায়ে কেশ লোম সূত্র।

৪৬. অত্র, যার অর্থ আছে : তার বিদ্যমানতা আছে। এতেঃ ইহাতে, যা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে : পায়ের তলা হতে উর্দ্ধে এবং মাথার চুলের অগ্রভাগ হতে নিম্নে পাদল পর্যন্ত। এতে চামড়ার মধ্যে বিবিধ প্রকার অশুচি দ্বারা পূর্ণ। কায়-শরীর, এ শরীরকে দেহ (কায়) বলে, কারণ ইহা অশুচির পিণ্ডাকারে গঠিত কারণ এরূপ কুৎসিত বস্তু ক্লেশ ইত্যাদি ; এবং চক্ষুরোগ ইত্যাদি শত রকমের রোগের আগার মূল (আয়) এ কায়ের মধ্যে রয়েছে।

ক্লেশ-লোম : আদিতে ক্লেশ ইত্যাদি বত্রিশ প্রকার অশুচির অন্তর্গত। এখানে ইহার গঠন এভাবে জ্ঞাতব্য ঃ 'এ দেহে ক্লেশ আছে, লোম আছে এ দেহে।

৪৭. যারা এ দেহপিণ্ড তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে' নিচের পদতল হতে শুরু করে মাথার উপর পর্যন্ত পরিবেষ্টিত চর্মের অভ্যন্তর ক্ষুদ্রাণু পরিমাণও কোন মনোরম বিষয় পাওয়া যাবে না। যথাঃ মুক্তা বা রত্ন বা পান্না বা ঘৃতকুমারী চূর্ণ (বৈদূর্য) বা অগরুকাঠ বা কুসুম বা কর্পুর সুগন্ধ চূর্ণাদি। অধিকন্তু পাওয়া যাবে বিভিন্ন আবার অতি দুর্গন্ধময় ঘৃণ্যযুক্ত, বিশ্রীদর্শন বিশিষ্ট কেশ, লোম ইত্যাদি অশুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজন্যে বলা হয়েছে 'এদেহে রয়েছে কেশ, লোম মূত্র।

এখানে শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে অর্থকথার বর্ণনার জ্ঞাতব্য।

[বিস্তৃত বিবরণ ঃ]

৪৮. কোন এক সাধারণ লোক, প্রাথমিক এ ভাবনায় আগ্রহী হয়ে থাকলে তিনি পূর্বে বর্ণিতরূপ কোন কল্যাণ মিত্রের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা উচিত। আচার্য তাঁকে বিভিন্ন পর্যায়ের সাত প্রকার উদগ্রহ দক্ষতা দশ প্রকার মনোগীতা (মনসিকার) কৌশল শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

সাত প্রকার উদগ্রহ দক্ষতা ঃ

এখানে সাত প্রকার উদগ্রহ দক্ষতা এভাবে উপস্থাপন করবেন ঃ

১. মৌখিক আবৃত্তি বশে, ২. মনোময় আবৃত্তিবশে ৩. বর্ণবশে ৪. আকৃতিবশে, ৫. নির্দেশবশে ৬. স্থানবশে এবং ৭. সীমানা নির্দেশবশে।

৪৯. ১. ভাবনার এ বিষয়ে রয়েছে প্রতিকূলে মনোযোগ স্থাপন। কেউ ত্রিপিটকে ব্যুৎপন্ন হলেও এতে মনোনিবেশের সময় মৌখিক আবৃত্তি সমাপ্ত করতে হয়। কারও কাছে ভাবনার বিষয় (কর্মস্থান) আবৃত্তি করতে করতে মূখ্য হয়ে পড়ে। দু জন থেরোর নিকট এমনটি ঘটেছিল। পার্বত্যদেশ মালয়ের মহাদেব থেরর নিকট হতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়। তাঁর নিকট ধ্যানের বিষয় যাচ্ঞা করলে তিনি থের (২৪২) সাহিত্যের মূল বিষয় বত্রিশ প্রকার দিয়ে বলেছিলেন, 'ধ্যানের এ বিষয়টি চার মাস ধরে আবৃত্তিকরণ। পূর্বাহ্নেই তাঁরা উভয়ে দুই এবং ত্রিপিটক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মাত্র চার মাসের শেষান্তে সঠিক আবৃত্তির ফলে তাঁরা স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন। সুতরাং ভাবনা প্রশিক্ষক সেজন্যে জনগণকে প্রথমে ধ্যানের বিষয় আবৃত্তি করতে বলা উচিত।

৫০. যখন তিনি আবৃত্তি করেন তখন তিনি ত্বক পঞ্চক ইত্যাদিতে বিভক্ত করা উচিত। তিনি তা অনুকূল এবং প্রতিকূলবশে সম্পাদন করেন। এরূপে

বলেন ঃ কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক। তিনি পুনরাবৃত্তি প্রতিকূলভাবে ঃ ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ।

৫১. তার পরে বৃক্ক পঞ্চক মাংস,স্নস্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ক। প্রতিলোমভাবে ঃ বক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি,স্নস্নায়ু, মাংস, ত্বক, দণ্ড, নখ, লোম, কেশ।

৫২. তারপর আলোক (ফুসফুস) পঞ্চকে বলবেন ঃ হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস। তিনি প্রতিলোমবশে পুনরাবৃত্তি করবেন : ফুসফুস প্লীহা, ক্লোমা, যকৃত, হৃদয়, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি,স্নস্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ পর্যন্ত।

৫৩. তারপর মস্তিষ্ক পঞ্চকে বলবেন ঃ অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক পর্যন্ত আবৃত্তির পর প্রতিলোম বশে আবৃত্তি করবেন ঃ মস্তিষ্ক, বিষ্ঠা, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র, ফুসফুস, প্লীহা, ক্লোম, যকৃত, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি,স্নস্নায়ু, দন্ত, নখ, লোম, কেশ পর্যন্ত।

৫৪. তারপর মেদ পঞ্চকে অনুলোম বশে বলবেন ঃ পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুয, লোহিত (রক্ত), স্বেদ, মেদ আবৃত্তির পর প্রতিলোম বশে আবৃত্তি করবেন ঃ মেদ, স্বেদ, লোহিত, পুয, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মস্তিষ্ক, বিষ্ঠা, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র, ফুসফুস, প্লীহা, ক্লোম, যকৃত, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি,স্নস্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ পর্যন্ত।

৫৫. তারপর মূত্র অনুলোম বশে বলবেন ঃ অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিকনি, লসিকা, সূত্র, আবৃত্তির পর প্রতিলোম বশে আবৃত্তি করবেন ঃ মূত্র, লসিকা, সিকনি, থুথু, চর্বি, অশ্রু, মেদ, স্বেদ, লোহিত, পুয, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মস্তিষ্ক, বিষ্ঠা, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র, ফুসফুস, প্লীহা, ক্লেশ, যকৃত, হৃদয়, বক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ। (২৪৩)

৫৬. মৌখিকভাবে এ আবৃত্তি শতবার হাজার বার এমনকি শত সহস্রবার, সবাক উচ্চারণ করবেন। মৌখিক আবৃত্তির ফলে ভাবনার বিষয়টি তাঁর কাছে কণ্ঠস্থ হয়, পরিচয় ঘনিষ্টতর হয় এবং এরূপে চিত্ত তাঁর ইতঃস্তত ধাবিত হয় না। অংশগুলো পরিস্ফুট হয় এবং জোড়া আঙুলের তুড়ি, হাততালির মত ঘেরার স্তম্ভ সারির মতো।

৫৭.২ **মনোময় আবৃত্তি** ঃ মৌখিক আবৃত্তির মতো মনোময় আবৃত্তি করা কর্তব্য। মৌখিক আবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মনোময় আবৃত্তির জন্য। এবং মনোময় আবৃত্তির মাধ্যমে ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হয়।

৫৮.৩ **বর্ণবেশে ঃ** কেশ, লোম ইত্যাদির বর্ণ কি রকম তা সংজ্ঞায়ন করবেন।

৫৮.৪ **আকৃতি বশে ঃ** এগুলোর কোথায় সংস্থিত তা সংজ্ঞায়ন করবেন।

৫৮.৫ **নির্দেশ বশে ঃ** এদেহের দুটি দিক- নাভি থেকে উপরের দিক এবং নাভি হতে নিচের দিক। এদিক দ্বয় এভাবে সংজ্ঞায়ন করবেন : এটি শরীরের এদিকে অবস্থিত।

৫৮.৬ **অবস্থান বশে ঃ** এটি বা এটির অবস্থান কোন কোন অংশে তা এভাবে সংজ্ঞায়ন করবেন ঃ অংশটি এ অবস্থানেও সংস্থিত।

৫৯.৭ **সীমা নির্দেশ বশে ঃ** সীমানির্দেশ দুইপ্রকার : অনুরূপ সীমা নির্দেশ এবং অননুরূপ সীমা নির্দেশ। এ স্থলে অনুরূপ সীমা নির্দেশ এভাবে করবেন : এ অংশ উপরের সীমায় এবং এ অংশ নিচের সীমায় এবং ইহা চারদিকে পরিবৃত্ত। অননুরূপ সীমা নির্দেশ : মধ্যস্থ বেমিল হিসেবে জ্ঞাতব্য। এভাবে মাথার চুল দেহের কেশ নয় এবং দেহের লোম মাথার চুল নয়।

৬০. যখন ভাবনা আচার্য সাত প্রকার দক্ষতার কথা বলেন, তখন তাঁকে জানতে হবে, ভাবনার এ অংশ অমুক সূত্রে অশুভ হিসেবে কথিত, অমুক সূত্রে ধাতুবশে কথিত বলে। মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রে (D.Sutta. 22) ইহা অশুভ ভাবনা হিসেবে বিস্তারিত মহাহস্থিপাদোপম মুত্তে (M. Sutta 28), মহারাহুলবাদ সত্তে (M 62) এবং ধাতু বিভঙ্গ সুত্তে (M 140) ধাতুবশে বিস্তারিত হয়েছে। কায়গতা সুত্তে (M. Sutta 119) এবং কতিপয় ধ্যানে বশতবশে যার মধ্যে ধ্যান আগত তার সূত্র ধরে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইহা বিদর্শন ধ্যান হিসেবে কথিত যা ধাতুবশে এবং শমথ ভাবনায় বিষয় হিসেবে বর্ণিত। অর্থাৎ অশুভ ভাবনা হিসেবে বিবৃত হয়েছে। মূলত ইহা হলো শমথ ধ্যানের কর্মস্থান।

[দশবিধ দক্ষতায় মনোযোগঃ]

৬১. এভাবে সাত প্রকার প্রশিক্ষণ কথা শেষ করে দশদা মনোযোগ দক্ষতা (কৌশল) উল্লেখ করবেন : ১. অনুক্রমন বশে ২. খুব দ্রুত নয় ৩. খুব শ্লথও নয়, ৪. অবিক্ষিপ্ত চিত্তবশে ৫. প্রাপ্তি সমত্রিক্রমণ ৬. অনুক্রম ত্যাগ বশে ৭. অর্পণা বশে (৮-১০) তিন সূত্রানুসার বশে।

৬২.১ **অনুক্রম বশে ঃ** এখানে আবৃত্তি শুরুর সময় (২৪৪) হতে কোন বিচ্যুতি ছাড়া ক্রমানুসরনে মনোযোগিতা প্রদান করা উচিত। যেমন কোন অদক্ষ কেউ বত্রিশ ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি ব্যবহার করে উপরে উঠতে গিয়ে এক ধাপ

অন্তর পা রেখে। তাতে তাঁর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সে আরোহণ করতে ব্যর্থ হয়ে নিচে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে এ সাধনায় মনোযোগী কোন ব্যক্তি লাফ দিয়ে দিয়ে মনোযোগী হন তবে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং সাধনায় অগ্রসর হতে পারেন না। যেহেতু, সফল ভাবনায় যা লভ্য ছিল তা থেকে তিনি বঞ্চিত হন।

৬৩.২ **খুব দ্রুত নয় :** যখন তিনি এতে মনোযোগী হবেন তখন তা ক্রমানুসরণ করবেন। দ্রুততার সাথে করবেন না। যেমন কোন লোক তিন যোজন পথ অতিক্রম করতে বের হয়ে ভ্রমণ শেষ করলেন। এবং ফিরে আসতে চিহ্ন স্বরূপ কোন স্মারক না রেখে এবং উপেক্ষা করে শতবার দ্রুততার সাথে ফিরে আসেন। যদিও তিনি ভ্রমণ শেষ করেছেন, তিনি কিভাবে সেখানে যাবেন জিজ্ঞাসা থেকে যাবে। অনুরূপভাবে যখন সাধক তাঁর ভাবনা বিষয়ে (কর্মস্থানে), অতি দ্রুত মনোনিবেশ করেন। তাতে তিনি ভাবনা বিষয়ের শেষ প্রান্তে পৌছলে ও তাঁর কাছে তা পরিষ্কার কিংবা তার মধ্যে পার্থক্য ঘটায় না। সুতরাং সে কারণে এতে তিনি দ্রুততর মনোযোগী হবেন না।

৬৪. ৩ **খুব দ্রুতও না খুব শ্লথও না ঃ** যেমন কোন লোক একদিন তিন যোজন পথ যায়, যদি পথিমধ্যে বৃক্ষ, পর্বত, জলাশয় ইত্যাদি পড়ে তবে একদিনে ভ্রমণ শেষ করতে পারবেন না, আরও দুই বা তিন দিন প্রযোজন হবে। তেমনি যদি সাধক ধ্যানের বিষয়ে শথগতি মনোযোগ দেয় তবে তিনি সমাপ্তি লাভ করতে পারবেন না এবং এতে বিশেষ অধিগম সম্ভব নয়।

৬৫.৪ **অবিক্ষিপ্ত চিত্ত বংশ ঃ** ধ্যানের বিষয় পরিহার করে সাধক বাইরের কোন বিষয়ে চিত্ত নিবদ্ধ করা উচিত নয়। যদি তা না হয় তবে যেমন এক পথিক পর্বত ধারে খসড়া একফুট প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গমনের সময় যদি তিনি পদক্ষেপ লক্ষ্য না করে ইত:স্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে পদবিচ্যুতি হয়ে শতপুরুষ প্রমাণ গভীর নিচের খাদে পতিত হন। সেরূপ যখন চিত্তে বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে ধ্যানের বিষয়ে অবহেলা করা হয়, খারাপ হয়। সে কারণে অবিক্ষিপ্ত রাখতে হবে।

৬৬.৫ **প্রজ্ঞপ্তি সমতিক্রম ঃ** শুরুতে এ নামের ধারণা কেশ লোম, অধিকতর ধারণা এবং প্রতিকূল হিসেবে চিত্তে স্থান দেওয়া কর্তব্য। যথা ঃ অনাবৃষ্টির সময় যখন মানুষ অরণ্যে কূপ দেখে সেখানে তালপাতা দুলিয়ে ইত্যাদি চিহ্নিত করে রাখে এবং পরে লোকজন সে চিহ্ন মতো কূপে গিয়ে স্নানস্নান এবং

জলপান করে। (২৪৫) কিন্তু যখন মানুষের গমনাগমনে পায়ের চিহ্ন পড়ে যায় তখন আর নিশানার প্রয়োজন হয় না। যখন প্রয়োজন তারা সেখানে গিয়ে স্নস্নান এবং জলপান করতে পারে। তদ্রূপ যখন পূর্বাহ্নে 'কেশ, লোম' বলে জেনে আবৃত্তি করলে 'প্রতিকুলভাব প্রাধান্য লাভ করে। তখন কেশ, লোম, অর্থগতভাবে মনোনিবেশ করে "প্রতিকূল" বলে চিত্তে অধিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

৬৭.৬ **অনুক্রমত্যাগ বশে ঃ** ধ্যানে মনোনিবেশ কালে তার স্মৃতিতে যেটি না আসে (অংশ) তা ক্রমে ত্যাগ করা উচিত। যখন কোন প্রাথমিক ধ্যানী ক্রেশ এর ওপর চিত্ত নিবদ্ধ করে তবে তাঁর মনোযোগ শেষাংশে না পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে। এবং মূত্রে গিয়ে শেষ হয়। যখন মূত্র বিষয়ে মনোনিবেশ করে তাহলে তা পশ্চাতের প্রথমাংশ কেশ অংশে গিয়ে আহত হয়। এভাবে মনোযোগ দেওয়ার ফলে কোন অংশ স্মৃতিতে কোন অংশ আসেন না। অতঃপর স্মৃতিতে যে যে অংশ অধিকতর আসে তা পুনরাবৃত্তি করতে করতে দুইটির মধ্যে যেটি তাঁর নিকট পরিষ্কার উপস্থিত হয়, সেটির কাজ করা কর্তব্য। আর সেটি পুনরাবৃত্তির ফলে আসে তার অর্পণা উপস্থিত হয়।

৬৮. **উপমা :** ধরা যাক এক ব্যাধি বত্রিশটি তালবৃক্ষ সম্বলিত (ঝোপে বসবাসরত এক বানরকে ধরতে ইচ্ছা পোষণ করে। সে গাছের সারির প্রথমটিতে পাতা ভেদ করে এক তীর ছোড়ে। এবং চেঁচাতে থাকে। বানর শব্দ শুনে লাফাতে লাফাতে ক্রমে শেষ বৃক্ষে গিয়ে স্থিত হয়। ব্যাধ শেষ বৃক্ষে গেল এবং পূর্বের পুনরাবৃত্তি করে। এতে বানর প্রথমটিতে ফিরে গেল। ব্যাধ ও বানর এভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকলে বানর সে বৃক্ষে শব্দ শুনে তা সেটা ত্যাগ করে অন্য বৃক্ষে লাফ দেয়। এবং অবশেষে যে পাতায় ব্যাধ চেঁচায় সে গাছের মাঝঝোপে গিয়ে শক্তভাবে ডাল ধরে থাকে। পরে ব্যাধ তীর ছুড়লেও আর কোন পাতা ত্যাগ করল না। এভাবেই উপদেশের সার্থকতা আসে।

৬৯. উক্ত উপমার সার্থকতা হলো এই ঃ ঝোপের বত্রিশটি তালগাছ হলো শরীরের বত্রিশটি অংশ বিশেষ। বানর হলো চিত্ত সদৃশ। ব্যাধ হলো সাধক সদৃশ। বত্রিশটি তালগাছের ঝোপের আড়ালে বানরের বনবাস হচ্ছে বত্রিশটি অংশ সাধকের চিত্তের দূরত্ব সদৃশ। অংশের পর অংশে ক্রমানুসারে যাওয়ার পর শেষ অংশে গিয়ে ধ্যানের বিষয় প্রতিস্থাপন করা

হয়। যখন তাঁর মনোযোগ কেশের ওপর নিবদ্ধ করে আরম্ভ করেন তা হচ্ছে বানরের তালগাছের পরে তালগাছে লাফানোর পর শেষ গাছে উপনীত হওয়া সদৃশ। (২৪৬) তালগাছের পাতাভেদ করে যেখানে ইহা (বানর) সেখানে ব্যাধি তীর ছোড়ে এবং চেঁচায়। প্রত্যাবর্তনে তদানুরূপ যেখানে চেঁচানো হয় বানরের সেস্থান পুনঃ পুনঃ ত্যাগের মতো প্রাথমিক কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে কোন কোন অংশ আবৃত্তিতে উপস্থিত হয়, কোন কোন অংশ উপস্থিত হয় না। অনুপস্থিত অংশ বর্জন করে উপস্থিত অংশে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। বানর যেমন অবশেষে একটি তালগাছে গিয়ে স্থিত হয়, মুকুল তালপত্র দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে, তেমনি সাধক উপস্থিত অংশে পুনঃ পুনঃ মনোযোগ রক্ষা করে অবশেষে যে দুটি অধিকভাবে উপস্থিত হয় তন্মধ্যে যেটি অধিকতর উপস্থিত হয় সেটিতে মনোযোগী হয়ে অপর্ণা উৎপন্ন হয়।

৭০. আরও একটি উপমা দেয়া যাক কোন এক পিণ্ডপাত ভোজী ধূতাঙ্গধারী ভিক্ষু বত্রিশ পরিবার বিশিষ্ট কোন এক গ্রামের নিকটে বাস করতেন। তিনি একবাড়ি হতে দুই ভিক্ষান্ন (দুই ঘরের সমান) লাভ করে পরের বাড়ি ত্যাগ করেন। পরের দিন ভিক্ষান্ন লাভ করে পরের দুই বাড়ি ত্যাগ করেন। তৃতীয় দিনে প্রথম ঘরেই পাত্রপূর্ণ ভিক্ষান্ন লাভ করেন। এবং আসন শালায় গিয়ে আহার করেন সুতরাং ইহা এরূপ।

৭১. এখানে বত্রিশ পরিবার বিশিষ্ট গ্রাম সদৃশ বত্রিশ প্রকার অশুচি, ভিক্ষান্ন হয় ভোজী সদৃশ সাধক। নিকটবর্তী গ্রামে বসবাসে করা সদৃশ সাধকের প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন। পিণ্ডপাতিক ভোজী সাধকের প্রথম দিনে প্রথম ঘরে দুই ঘর পরিমাণ ভিক্ষা লাভ করে পরের এক ঘর বাদ দিয়ে এবং দ্বিতীয় দিনে প্রথম ঘরে তিন ঘরের পরিমাণ ভিক্ষা লাভ করে পরের দুইঘর বর্জন করা যেসব অংশ স্মৃতিতে বিদ্যমান, তাতে প্রাথমিক পরিবর্তে যে দুইটি অংশ বিদ্যমান তাতে অবিরত মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য ভিক্ষান্ন করা। ভোজী সাধক তৃতীয় দিনে প্রথম ঘরে পাত্রপূর্ণ ভিক্ষা লাভ করায় আসনশালায় গিয়ে ভোজন করা সদৃশ দুটোর মধ্যে যেটি প্রকটভাবে উপস্থিত তাতে পুনঃ পুনঃ মনোময় করাতে অর্পণা উৎপন্ন করেন।

৭২. **অর্পণা বশে ঃ** অর্পণা অংশগত এখানে অভিপ্রায় হলো ' প্রত্যেক অংশে অর্পণা উৎপন্ন করা যায় বলে জ্ঞাতব্য।

৭৩. ৮-১০ **তিন সুত্তন্ত বশে ঃ** এখানে অভিপ্রায় হলো অধিচিত্ত, শ্লথভাব এবং বোধ্যঙ্গে দক্ষতা-এতিন সুত্তন্ত বীর্য সমাধি সংযোজনের জন্য বলে জ্ঞাতব্য।

৭৪.৮ এখানে এ সূত্র অধিচিত্তের ক্ষেত্রে সংযুক্ত বলে জ্ঞাতব্য ভিক্ষুগণ। অধিচিত্ত নিয়োগকারী ভিক্ষু, কর্তৃক তিন নিমিত্তে সময়ে সময়ে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। সময় সময় সমাধি নিমিত্তে মনোনিবেশ কর্তব্য। সময় সময় উপেক্ষা নিমিত্তে মনোনিবেশ করা উচিত (২৪৭)। যদি কোন ভিক্ষু অদিচিত্ত লাভে আগ্রহী হন, তিনি সমাধি নিমিত্তে মনোনিবেশ করবেন। তাহলে সে চিত্ত কৌশীদ্য উৎপাদন করতে পারে। যদি কোন ভিক্ষু অধিচিত্ত অর্জন করতে চান, তবে তিনি প্রগ্রহ নিমিত্তে মনোনিবেশ করবেন। তা হলে তাঁর চিত্ত ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি করতে পারে। যদি কোন ভিক্ষু অধিচিত্ত লাভ করতে চায়, তবে তাঁকে উপেক্ষা নিমিত্তে মনোনিবেশ করতে হবে। তা হলে তাঁর চিত্ত আসব ক্ষয়ের জন্য সম্যক সমাধি না ও পারে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন কোন ভিক্ষু অধিচিত্ত আগ্রহী হয় তবে,তিনি সময় সময় সমাধি নিমিত্ত, প্রগ্রহ নিমিত্ত ও উপেক্ষা নিমিত্তে মনোযোগী হতে পারেন। তখন তাঁর চিত্ত মৃদু, কর্মঠ এবং উজ্জ্বল হয়, ভঙ্গুর হয় না এবং আসব ক্ষয়ের জন্য সম্যক সমাধি করে।

৭৫. ভিক্ষুগণ, যেমন একজন স্বর্ণকার কিংবা স্বর্ণকারের অন্তেবাসী (নবিশ), সাঁড়াশি দিয়ে স্বর্ণ আঁকতে ধরে, জ্বলন্ত চুলা তৈরি করে এবং তা তপ্ত করে। অশোধিত স্বর্ণ এতে রাখে এবং সময় সময় তাতে প্রহার করে, তাতে জলের ছিটা দেয় সময় সময়, এতে সময় সময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; এবং যদি স্বর্ণকার বা তাঁর নবিশ অপরিশোধিত স্বর্ণে বাতাস দেয় তবে ইহা পোড়া হয় এবং তাতে শুধু জল ছিটানো হয়, তবে তা শীতল হয়। এবং সে যদি শুধু এতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে তাহলে ইহা ঠিকভাবে পুর্ণ সতেজ নবায়ন করা হয়। কিন্তু যদি স্বর্ণকার কিংবা তাঁর নবিশ সময় সময় অপরিশোধিত স্বর্ণে বাতাস ছড়ায়, জল ছিটা দেয় সময় সময় এবং সময় সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবে তা মৃদু, কর্মঠ, উজ্জ্বল হয়, ভঙ্গুর হয় না শ্রমলব্ধ ও সার্থক হয়। এতে করে পছন্দমত গলার হার, আংটি, কণ্ঠহার অথবা

৭৬. **সোনার ফিতা :** ইহা তার প্রয়োজন মিটায়। সুতরাং তেমনি, ভিক্ষুগণ যে ভিক্ষু অধিচিত্ত মনোনিবেশে ইচ্ছুক তাঁর তিন প্রকার নিমিত্তে সময়ে সময়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। .... আসব ক্ষয়ের জন্য সম্যক সমাধি করে (২৪৮) তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা দ্বারা যে কোন স্তরের প্রজ্ঞা অর্জনের স্ব স্বাক্ষর রাখার সক্ষমতা অর্জন করেন। যাতে তিনি যথাসময়ে তাঁর মন বিনত করতে পারেন (Ai 256-8)

৭৭. ৯. এ সূত্র উদাসীন (শীতলতা) তা জাগায় : 'হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু ছয় ধারণ করেন তখন তিনি অপুত্তর শীতিভাব (নির্বাণ) অর্জন করেন। সে ছয় ধর্ম কি কি? এখানে ভিক্ষুগণ, যখন চিত্ত দমন কতে হয় তখন তিনি তা দমন করেন, যখন চিত্তে উদ্যম দিতে হয় তখন তিনি উদ্যম (বল) দেন, যখন চিত্তকে উৎসাহ দিতে হয় তখন তিনি উৎসাহ প্রদান করেন, যখন চিত্তকে উপেক্ষায় নত করতে হয় তখন তিনি উপেক্ষায় নত করতে হয় তখন তিনি উপেক্ষায় নত করেন। তিনি শ্রেষ্ঠতর অবস্থা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি নির্বাণালোকে অভিভূত হন। এভাবে ছয় শীতলতায় অবিজ্ঞতায় কোন ভিক্ষু সর্বোচ্চতম শীতলতা অনুভব করেন। (A iii-435)

৭৮. ১০. অর্পণা কুশলতার ব্যাখ্যায় (অধ্যায় ৪র্থ) বোধ্যঙ্গ ব্যাখ্যাত। সে অংশে উক্ত 'ভিক্ষুগণ যখন চিত্ত শিথিলতা বিরাজ করে তখন প্রস্রদ্ধি (শান্তি) বোধ্যঙ্গ ভাবনা করার সময় নয় ...... (S.V- 113)

৭৯. সে কারণে সাধককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, তাঁকে সাত প্রকার দক্ষতায় সুদক্ষ হওয়া উচিত। এবং এই দশবিধ দক্ষতায় যথাযথভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। এই উদয় প্রকার দক্ষতা অর্জনে যোগীকে মনোযোগী হতে হয়।

[অনুশীলন আরম্ভ ঃ]

৮০. যদি সাধক তার আচার্যের সাথে একই বিহারে বাস করতে পারে তবে সুবিধা হয়। তাহলে তাঁকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন হয় না (শুরু থেকে)। কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং কর্মস্থান বিষয় গ্রহণ করেন তবে তাঁকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি স্তর হৃদয়ঙ্গম করে পার্থক্য নিরুপণ করা প্রয়োজন।

কেউ 'অন্যরা' বাস করতে ইচ্ছুক হলে তাকে উক্ত বিধিমতে তাঁকে বিস্তৃত বর্ণনা ব্যাখ্যা করে বলা উচিত। তাঁকে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বলে কঠিনতর বিষয়টি সমাধান করে দেওয়া আবশ্যক। পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিত মতে অনুকূল আবাস তাঁকে পরিহার করা উচিত। তারপর তিনি ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধকাদি বিদূরিত করে (অধ্যায় ৪র্থ) প্রতিকূল ভাবনার প্রাথমিক কর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য।

[বত্রিশ প্রতিকূল ভাবনার বিস্তার :]

৮১. যখন তিনি এতে মনস্থির করেন তাহলে ক্লেশ নিমিত্তে ধারণা নেওয়া কর্তব্য। কিরূপে ? মাথা থেকে দু একটি চুল নিয়ে হাতের তালুতে রেখে প্রথমত : বর্ণ নির্ধারণ কর্তব্য। (২৪৯) চুলের কর্তিত স্থান অথবা জলের পাত্রে অথবা যাগুর পাত্রে রেখে অবলোকন করা উচিত। চুল 'কাল হলে' কালা সাদা হলে 'সাদা' মিশ্রিত হলে মিশ্রিত বলে এবং যেটি সংখ্যাধিক্য সেটা বলে মনোময় নিমিত্ত গ্রহণ ও আবৃত্তি করা কর্তব্য, চুলের মতো ত্বক পঞ্চক দেখে ও নিমিত্ত গ্রহণ করা উচিত।

৮২. এভাবে নিমিত্ত গ্রহণ করে (ক) এবং শরীরের অপরাপর অংশের বর্ণ, আকৃতি, নির্দেশনা, অবস্থান এবং সীমানা দ্বারা সংজ্ঞায়ন করা উচিত। তারপর তিনি (খ) পাঁচ প্রকার অশুভ নির্দেশ যথা : বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ, গঠন এবং অবস্থান দ্বারা সংজ্ঞায়ন করবেন।

৮৩. নিম্নে সব অংশের ব্যাখ্যা ক্রমানুসারে প্রদত্ত হলো :

[কেশ :]

(ক) কেশ বা চুলের স্বাভাবিক রং কাল, সদ্য রিঠা (অরিষ্ঠক) বীচির রং। গোলাকার লম্বা লৌহদণ্ডের আকৃতি। নির্দেশত : উপরে দিকে জাত। মাথার খুলির চর্মের ভিতর ইহার অবস্থান। ইহা উভয় বর্ণের কুহর ব্যাপী বিস্তৃত, সম্মুখে কপাল পর্যন্ত এবং পশ্চাতে ঘাড়ের গলা পর্যন্ত। সীমান্তর বশে ইহারা মূল উৎস থেকে ভূমি পর্যন্ত বিলম্বিত। যা কাটা গাছস্থিত ধান ভিতরে রেখে বাইরে গাছ রাখার মতো চর্মের ভিতরে আটকানো এবং মাথা আবৃত। পরস্পর জড়ানো এবং শূন্যাকাশে কুণ্ডলিত। দুটি কেশ একত্রে নেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সবের সীমানা অনুরূপ মাথার ক্লেশ, দেহের লোম (কেশ) নয় এবং দেহের লোম (কেশ) মাথার কেশ নয়। এভাবে দেহের অপর একত্রিশ অংশের সাথে অবিমিশ্রিত, মাথার কেশ বিচ্ছিন্ন কোন অংশ

নয়। প্রত্যেকটি কেশ বিচ্ছিন্ন, এগুলোর সীমা বিসদৃশ। বর্ণ ইত্যাদিতে কেশের পরিচিতি এরূপ।

৮৪. (খ) প্রতিকূল বশে এগুলোর সংজ্ঞায়ন পাঁচ প্রকার ঃ বর্ণ, ইত্যাদিতে এগুলো নিম্নরূপ ঃ

মাথার কেশ বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ, গঠন এবং অবস্থান বশে প্রতিকূল।

৮৫. লোভজনক যাগু পাত্রে অথবা রান্না করা ভাতে মাথার রঙিন কেশ দেখে মানুষের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করে বলে 'এতে চুল পড়েছে, এটা অপসারণ কর, সে কারণে এগুলো বর্ণবশে প্রতিকূল। মানুষ রাত্রে খেতে বসে কেশের মতো অক্ব (যব) সুতা বা মকচি (শন/পাট) সুতা দেখে অনুরূপ সংজ্ঞা বশত ঘৃণার

৮৬. উদ্রেক করে। এগুলো আকৃতি বশে প্রতিকূল। সুগন্ধ তৈল মর্দ্দিত নারিকেলে, সুগন্ধ পুষ্পাচ্ছাদিত না করলে সুসজ্জিত না করলে দুর্গন্ধ চুলে ঘৃণা জন্মে। ইহা আগুনে পোড়ালো ঘৃণ্যতর (২৫০)। কেশের বর্ণ এবং আকৃতিতে সরাসরি প্রতিকূল না হলেও ইহার গন্ধ সরাসরি দুর্গন্ধ। যেমন শিশুর মল, বর্ণ, হলুদ, বর্ণ আকৃতিতে হলুদ মূল সদৃশ, ময়লার স্তুপে নিক্ষিপ্ত উর্দ্ধ স্ফীত কাল কুকুরের শরীরের মতো, বর্ণত পক্ব তাল বর্ণের মতো, আকৃতিতে মৃদঙ্গের নিচের বাম মুখ (উল্টানো) সদৃশ। এবং জুঁইয়ের মুকুল সদৃশ। সুতরাং উভয়ই বর্ণ এবং আকৃতিতে অপ্রতিকূল। কিন্তু গন্ধে

৮৭. প্রতিকূল। তেমনি বর্ণ এবং আকৃতিতে প্রতিকূল না হলেও গন্ধ সরাসরি প্রতিকূল। কিন্তু গ্রামের ময়লারাশির অশুচি স্থানে ঔষধি পাড়া উৎপন্ন বলে সুসভ্য, মার্জিত লোকজন কর্তৃক ঘৃণ্য বলে অব্যবহৃত। সেরূপ মাথার কেশ পূঁজ, লোহিত, মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মাদির মধ্যে উৎপন্ন বলে ঘৃণিত। ইহা

৮৮. জাত বশে প্রতিকূল এবং এই মাথার কেশ অপরাপর একত্রিশ প্রকার অশুচি স্তূপ থেকে জাত (উৎপন্ন)। এগুলো ময়লা স্থানে উৎপন্ন বলে শ্মশানে, গোবরাবস্থায় ইত্যাদি স্থানে উৎপন্ন সবজির মতো নর্দমায় জাত সদৃশ। ইহা অবস্থানজনিত প্রতিকূল।

৮৯. মাথার চুলের ন্যায় সমস্ত অংশ প্রতিকূল বলে জংজ্ঞায়ন করা উচিত (খ) উক্ত পঞ্চ উপায় হলো ঃ বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ, আবাস এবং অবস্থান।

সমস্তই এককভাবে অবশ্যই সংজ্ঞায়ন করা প্রয়োজক যথা : (ক) বর্ণ, আকৃতি, নির্দেশনা, অবস্থান এবং সীমানা নিম্নরূপ ঃ

[লোম :]

৯০. এখানে প্রথমে প্রকৃতিগতভাবে লোমের বর্ণ কেশের মতো কাল নয়, কালচে বেগুনী রংয়ের। আকৃতিতে অগ্রভাগ নত তালমুখ সদৃশ। নির্দেশনায় দুই দিকে নিপতিত। অবস্থানগতভাবে যেখানে কেশ আছে তা বাদ এবং হাতের তালু, পায়ের তালু ছাড়া অবশিষ্ট চামড়ার ভিতরে জন্মে এবং দেহকে আবৃত করে রাখে। অবস্থানত : এগুলোর গোড়া থেকে নিচের দিকে বাহিরে নমিতা যা উকুন ডিম (লিমা) পরিমিত আয়তনে চামড়ার ভিতরে প্রবেশ দ্বারা আবদ্ধ হয়ে শরীরে আবৃত। উপরে আকাশ এবং পরস্পর মণ্ডলাকারে স্থিত। দুইটি লোম একত্রে নেই। ইহাই অবস্থানত অনুরূপ কিন্তু এগুলোর অবস্থান কেশান স্থানের ভিন্নরূপ। (দ্রষ্টব্য : শেষ দুটি বাক্য পুনরাবৃত্তি হুবহু (অক্ষরে অক্ষরে) অপরাপর ত্রিশটি অংশের জন্য অনূদিত এগুলো তাই অনুবাদ করা হলো না)

[নখ:]

৯১. নখপত্রের নাম বিংশটি। বর্ণত, সব নখই সাদা, আকৃতিতে মাছের শল্কের ন্যায়, নির্দেশতঃ পায়ের নখ নিচের দিকে এবং হাতের নখ উপরের দিকে। (২৫১) এগুলো দুদিকে জাত। অবস্থানের দিক থেকে হাতের আঙুলের পিঠে এবং পায়ের আঙুলের পিঠে অবস্থিত। সীমানা বশে হাতের আঙুল এবং পায়ের আঙুলের মাথার মাংসপেশী দ্বারা আবদ্ধ। ভেতর অংশ এসবের পেছনের (পিটার) মাংস দ্বারা এবং বাহির আকাশ পরিবৃত পরস্পর সবই গোলাকার। দুটো নখ একসাথে জতি নয়।

[দাঁত :]

৯২. যার দাঁত স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার বত্রিশটি দন্তাস্থি আছে। এগুলো দেখতে সাদা বর্ণের আকৃতিতে এগুলো বিভিন্ন রকমের। প্রথম নিচের সারিতে চারটি মধ্য দাঁত, দেখতে অলাবু বীচের মাটির পিণ্ডে স্থাপন সদৃশ আকৃতি। প্রত্যেকটি পার্শ্বস্থ একমূলিক এবং তীক্ষ্ণাগ্র, জুঁইয়ের মুকুল সদৃশ আকৃতি। তারপর একেকটি দ্বিমূল এবং একাগ্রভাগ মালগাড়ির আকার। একেক পাশে দুটি-তিন মূল ও তিন অগ্রভাগ বিশিষ্ট। তারপর একেক পাশে দুটি, চারমূল এবং চার অগ্রভাগ বিশিষ্ট। অনুরূপভাবে উপরের সারি। দিক

নির্দেশিত এগুলো উপরের দিকে অবস্থিত। অবস্থানের দিক থেকে এগুলো উপরের চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে আবদ্ধ। সীমা নির্দেশনায় এগুলো স্বয়ং আকাশ পরিবৃত প্রত্যেকটি পরস্পর মণ্ডলাকার। দুটো দাঁত পরস্পর জড়িত নয়।

[ত্বক :]

৯৩. ভেতরের চর্ম (ত্বক) সারা শরীর ঢাকা। বাহিরের ত্বক (কুত্তিক) কাল, বাদামি অথবা হলুদ বর্ণের। তা থেকে সারা শরীরে প্রকল্পে সংকোচিত থাকে। ইহার পরিমাণ কুল বীজ প্রমাণ। কিন্তু বর্ণ বশে ত্বক সাদা। আগুনের ঝিল্লি অথবা প্রভা ইত্যাদি দ্বারা বহির্চম পোড়ালে শ্বেতভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। আকৃতিতে ইহা শরীরের সংক্ষিপ্ত আকৃতি বিশেষ। কিন্তু বিস্ত ৃতিতার্থে পায়ের আঙুলের ত্বক গুটি পোকার গুটির আকৃতি। কিন্তু বর্ণত ত্বক স্বভাবত শ্বেত। আগুনের ঝিল্লীতে কিংবা আঘাতের ফলে উপর ত্বক ঝল্‌সে

৯৪. গেলে শ্বেতাবস্থা প্রকট হয়। সংক্ষেপে আকৃতিগতভাবে দেহের অনুকৃতি। কিন্তু বিস্তারার্থে পায়ের পিঠের ত্বক রেশম গুটির উকুন ডিম আকৃতি। পেছনের পায়ের ত্বক জুতার উপরাংশের আকৃতি। জানুর ত্বক তালপত্রে সংরক্ষিত পক্ষ অন্নস্তুপের মতো। উরুর ত্বক শস্যপূর্ণ দীর্ঘ থলের মতো, পাছার ত্বক জলপূর্ণ সংরক্ষক কাপড় সদৃশ, পিঠের ত্বক তক্তার দ্রোণীকা বন্ধু ফলক বন্ধ সদৃশ, কুক্ষির (পেটের) ত্বক বীণার সদৃশ, বুকের ত্বক কম বেশি বর্গাকার, উভয় বাহুর ত্বক পাতা ভতি খাঁচাবন্ধ সদৃশ, আঙুলের ত্বক চাবির বাক্স সদৃশ, ঘাড়ের ত্বক গলার সদৃশ, মুখের ত্বক (২৫২) ছিদ্রপূর্ণ কীট কুলাবক

৯৫. আকৃতি শিরের ত্বক পাত্রস্থ থলির আকৃতি। ত্বক নিমিত্তে ভাবনাকারী প্রথমে উপরের ওষ্ঠ হতে জ্ঞান সম্প্রসারণ করে মুখ আবৃত করে স্থিত অন্ত ত্বক সংজ্ঞায়ন করবেন। পরে ললাটাস্থি ত্বক। তারপর মাথার অন্তত্বক, পৃথক পৃথকভাবে মাথারত্বক ও অস্থিতে জ্ঞান সম্প্রসারণ কর্তব্য। যেমন থলে স্থিত পাত্র ও থলিতে হাত প্রসারণ করেন। তারপর স্কন্ধের অন্তত্বক। তারপর অনুলোম প্রতিলোমভাবে দক্ষিণ বাহুর ত্বক, অত:পর একই ভাবে বামহাতের অন্তত্বক। পরবর্তীতে পিঠের অন্তত্বক সংজ্ঞায়িত করে তিনি অনুলোম প্রতিলোমভাবে ডান পায়ের অন্তত্বক সংজ্ঞায়িত করে তিনি

অনুলোম প্রতিলোমভাবে ডান পায়ের অন্তত্বক সংজ্ঞায়ন করবেন অনুরূপভাবে বামপদ। পরে ক্রমে খিলানত্বক উদরত্বক, বৃক্ষস্থলত্বক এবং মীরার ত্বক সংজ্ঞা নির্দেশ করা উচিত। অত:পর নিচের চোয়ালত্বক সংজ্ঞায়ন শেষ করে নিচের ঠোঁট পর্যন্ত সংজ্ঞায়িত করা যখন তিনি এভাবে মোটামোটি লক্ষ করেন, ইহা তাঁর নিকট অতিসূক্ষ্মও প্রকট

৯৬. হয়ে থাকে। নির্দেশনায় ইহা উভয়দিকে ব্যাপ্ত। অবস্থানরত ইহা সমস্ত শরীর ব্যাপী আবৃত। সীমান্ততঃ সমস্ত শরীর নিম্নের দিক আবদ্ধ এবং উপরের দিকে আকাশ ..... ।

[মাংস :]

৯৭. নয়শত মাংসপেশী আছে। বর্ণবশে ইহা কিংশুক ফুলের মতো সম্পূর্ণ রক্তবর্ণের। আকৃতিতে জানুর মাংস তালপাতার থলেতে রক্ষিত পক্বভাত সদৃশ, উরুর মাংস বিঘূর্ণিত শিলার পুতুলের মতো, পাছার মাংসের আকৃতি (উনান) তন্দুরের শেষাংশের মতো, পিঠের মাংস তাল গুড়ের মতো চ্যাপ্টা পাঁজর দ্বয়ের মাংসের আকৃতি হামনদিস্তার ভেতরে ফাটলযুক্ত মাটির পাতলা প্রলেপের মতো, স্তনের মাংসের আকৃতি বলাকৃতি মাটির পিণ্ড নিচের দিকে ঝুলে থাকা সদৃশ। উপরের দুই বাহুর মাংসের আকৃতি চর্মহীন বড় লাল মূষিকের মতো। মোটামুটি যখন তিনি এটির কার্যক্রম করেন

৯৮. তখন তাঁর নিকট ইহা অতিসূক্ষ্ম ও প্রকট হয়ে উঠে। নির্দেশবশে ইহা উভয় দিকে অবস্থিত অবস্থানরতঃ তিনশত বিশখানি অস্থি পরিবৃত করে অবস্থিত। (২৫৩) সীমানাবশে নিচে বহিচর্ম দ্বারা এবং অস্থির সঙ্গে আবদ্ধ উপরে চর্ম দ্বারা আবদ্ধ এবং পরস্পর খণ্ডগুলো চারদিকে সীমিত ... ।

৯৯. স্নায়ুর সংখ্যা নয়শত। বর্ণানুসারে সবস্নস্নায়ূই শ্বেতবর্ণের, আকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট। গলার উপর থেকে শরীরকে আবদ্ধ করে সম্মুখ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত পাঁচটি বড়স্নস্নায়ু। এবং আরও পাঁচটিস্নস্নায়ু পশ্চিম পাশে, পাঁচটি দক্ষিণ পাশে, এবং পাঁচটি বাম পাশে বিস্তৃত। সেগুলো দক্ষিণ হস্ত আবদ্ধ করে, পাঁচটি সম্মুখ হস্ত আবদ্ধ বিদ্যসান। সেগুলো সেবন্ধনে দক্ষিণ হস্ত পাঁচটি সম্মুখ হাতে প্রলম্বিত। এবং পাঁচটি পিঠে। অনুরূপভাবে সেগুলো সে বন্ধনে বাম হস্ত এবং সেগুলো সে বন্ধনে দক্ষিণপদ পাঁচটি সম্মুখ প্রলম্বিত এবং পাঁচটি পিষ্ঠদেশে, অনুরূপ সেগুলো

সেবন্ধনে বামহস্ত। এ ষাটটিস্নস্নায়ুকে দেহরক্ষাস্নস্নায়ু বলা হয়। যা (গলদেশ হতে) প্রলম্বিত এবং দেহকে একত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। এগুলোকে পেশীবন্ধও বলা হয়। আকৃতিতে সিদ্ধি আলুর নব পল্লবের মতো। কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশে বহু প্রকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শেষোক্তগুলো থেকে সেগুলো অপেক্ষাকৃত পাতলা। এগুলোর আকৃতি বাঁধবার মোটা সুতা ও রজ্জুর মতো। তার চেয়েও অপরামুলো সুন্দরতর সেগুলো লতার আকৃতি। তার চেয়ে অপরগুলো মসৃণতর। সেগুলো বীনার তার সদৃশ। ইহা ছাড়াও অপরগুলোর আকৃতি মোটা সুত্রাকৃতির। হাত ও পায়ের পেছনেরস্নস্নায়ুর আকৃতি পাখির থাবার মতো। মাথারস্নস্নায়ুর আকৃতি। পিঠেরস্নস্নায়ুর আকৃতি রৌদ্রে জাল শুকাতে ছড়িয়ে দেওয়া সদৃশ। অবশিষ্ট

১০০.স্নস্নায়ুর যথা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরস্নস্নায়ু দেহের সঙ্গে বিজড়িত জালের যা যা সদৃশ। নির্দেশত : এগুলো দুদিকে অবস্থিত, অবস্থানরত হাড়ের সঙ্গে আবদ্ধ সমস্ত দেহ জুড়ে স্থিত। সীমা নির্দেশনায় নিচের দিকে বহিচর্ম দ্বারা আবদ্ধ। তিনশত হাড়ের (অস্থি) মাংস সুবন্ধিত। উপরের দিকে কিছু অংশ ভেতরের চর্ম ও মাংস দ্বারা সম্পর্কিত। এবং সবগুলো পরস্পর পঁচিয়ে আছে .... ।

[অস্থি:]

১০১. বত্রিশটি দন্তাস্থি ছাড়া অবশিষ্ট ৬৪ প্রকার হস্তাস্থি, ৬৪টি পাদাস্থি, ৬৪টি মাংসনিশ্রিত মৃদু অস্থি, দুটি গোড়ালি অস্থি তারার দু পায়ের গুলফাস্থি, দুটি ত্বকাস্থি, একটি করে জঙঘাস্থি, একটি উরু অস্থি, দুই কটি অস্থি, আঠারটি মেরুদণ্ড অস্থি (২৫২) চব্বিশটি পঞ্জর অস্থি, চৌদ্দটি উরাস্থি, একটি হৃদয়াস্থি (বুকের হাড়), চব্বিশটি পঞ্জুর অস্থি, চৌদ্দটি উরাস্থি, একটি হৃদয়াস্থি (বুকের হাড়) দুটি গলা বন্ধাস্থি, দুটি স্কন্ধ ফলকাস্থি, দুটি উর্দ্ধবাহুরাস্থি, দুইজোড় অগ্রবাহুর অস্থি সাতটি গলাস্থি, দুটি চোয়ালাস্থি, একটি নাসিকাস্থি, দুটি অক্ষি অস্থি, দুটি বর্ণাস্থি, একটি ললাটাস্থি, একটি মূর্দাস্থি, নয়টি শীর্ষ কপালাস্থি। সুতরাং পুরাপুরি ৯০০ অস্থি বিদ্যমান। বর্ণানুসারে সবগুলোই শ্বেতবর্ণের। আকৃতিগত ভাবে

১০২. এগুলো বহু প্রকারের : এখানে সর্বশেষ পায়ের আঙুলের অস্থি কটক বীজ (মাজফল) সদৃশ। এগুলো ব্যতীত মধ্যাংশের অস্থির আকৃতি কাঁঠাল বীচির আকৃতি। মূলাংশের অস্থির ছোট ঢোলাকৃতি। পাদপীঠের অস্থি ঝাঁকা যামফল (কোটিতও) সদৃশ। পাদ গোড়ালির অস্থি এর খাঁটি জ্ঞানবীজ

১০৩. সদৃশ। পায়ের গুলফাস্থি দুটি খেলার বল একত্রে বন্ধন সদৃশ। হাঁটু পায়ের গোড়ামির মধ্যবর্তী উপরের অস্থির আকৃতি অর্পিত ত্বক সিন্দি কলীর (খেজুরের অঙ্কুরোদগম) মতো। ক্ষুদ্র জঙ্ঘাস্থির আকৃতি ধনুক দণ্ডের মতো। বৃহৎ জঙ্ঘস্থি ম্লান দেহ সর্পের পিঠের আকৃতি, জানুর অস্থির আকৃতি একদিকে ক্ষীণ ফেনা সদৃশ। এখানে জানুর অস্থি যেখানে স্থিত তা গরুর শিংয়ের মতো ভোঁতা কোমরের অস্থির আকৃতি কুড়াল-কুড়ালির কুকর্তিত খণ্ডের মতো। যেখানে ইহার স্থিতি সে কটি অস্থির ক্রীড়া গোলক আকৃতি। পায়ের গোড়ালি অস্থি যেখানে সংস্থিত তার

১০৪. আকৃতি অপ্রচ্ছন্ন বড় পনাগ ফলের আকৃতি। পায়ের দুই গোড়ালি অস্থি একত্রে আবদ্ধ করলে কুমারের কড়াইর আকৃতি। পৃথকভাবে এগুলোর আকৃতি অর্ধমুখী সর্পফণা সদৃশ। ইহার সাত-আটস্থানে ছিদ্রিকৃত। পিঠের কণ্ঠকাস্থি আকৃতি সীসার তৈরি একটি নলের সাথে অপরটি গেঁথে ভেতর থেকে উপরে স্থাপিত শীর্ষ পৃষ্ঠ বেষ্টনকারী সদৃশ, বাহিরে বর্তনাবলী সদৃশ। এগুলোর মধ্যে করাত দন্তের মতো দুই তিন সারি কন্টক পরস্পর পরস্পরে

১০৫. নিক্ষিপ্ত অস্থি আছে। চব্বিশটি পঞ্জরাস্থির মধ্যে যেগুলো অসম্পূর্ণ সেগুলো বাঁকা খড়গের আকৃতি আর (২৫৫) যেগুলো সম্পূর্ণ সেগুলো সোজা খড়গ সদৃশ। সবমিলে এগুলো শ্বেত পাখা ছড়ানো মুরগির মতো। চৌদ্দটি নিতম্ব অস্থি পুরাতন শকটের নক্সার আকৃতি, হৃদয়াস্থি চামচ-বাটির আকৃতি। গলার অস্থি ধা্তুর

১০৬. তৈরি ছোট ছুরির বাঁট সদৃশ। কাঁধের হাড় একদিকে ক্ষীণ কোদালের আকৃতি। উপরের বাহুর অস্থি আয়নার বাঁটের মতো। বাহুর সম্মুখ অস্থি দুটি যমক তাল কন্দের মতো। হাতের কবজির অস্থি একসাথে আবদ্ধ সীসার তৈরি নলের মতো হাতের পিঠের অস্থির আকৃতি ছেঁচা জাম ফল সদৃশ। হস্তাঙ্গুলের ক্ষেত্রে মূলপর্ব ছোট ঢোলের মতো, মধ্য মূল পর্ব অস্থির আকৃতি কাঁচা কাঁঠাল মতো,

১০৭. অন্তবীচি মূল পর্ব অস্থির আকৃতি কেতক (মাজুফল) বীচির মতো । সাতটি গ্রীবাস্থির আকৃতি কোম দণ্ডে বংশে চারা (শাখা) পরস্পর একত্রে আবদ্ধ রূপ। নিচের চোয়ালাস্থির আকৃতি কামানের হাতুড়ির আংটি পরা সদৃশ। উপরেরটির আকৃতি আঁখ কাটার ছুরি সদৃশ। চোখের কোটর অস্থি নাসারন্ধ্রের কোটরাস্থির আকৃতি ছোলা সরানো তাল শাসের বীচি সদৃশ। ললাটাস্থির আকৃতি কোঁসার তৈরি উল্টানো বাটি সদৃশ। কর্ণরাস্থি নাপিতের ক্ষুরবক্সে সদৃশ। ললাটাস্থি এবং কর্ণ কুহকাস্থির উপরে পট্ট (কাপড়) বন্ধনকৃত স্থানের

অস্থির আকৃতি। কুঞ্চিত কুন্তল ঘিয়ে ভাজা টফি সদৃশ। মস্তকের পশ্চাৎভাগ অস্থির আকৃতি মুখচ্ছিন্ন করা নারিকেল সদৃশ।

১০৮. পাল হতে মাথার চাঁদি পর্যন্ত শীর্ষদেশ পুরাতন দুই অলাবুর খোলস সেলাই করা থালা সদৃশ। নির্দেশত : উভয় পাশে প্রলম্বিত। সংস্থানতঃ সমস্ত শরীরব্যাপী বিস্তৃত। উপর অভিন্নভাবে বিস্তৃত। নির্দিষ্টভাবে এখানে শীর্ষাস্থি, গ্রীবাস্থি কটি (কোমরের নিম্নভাগ) অস্থিতে, কটি অস্থি উদয় উদরাস্থি জানুর অস্থিতে, জানুর অস্থি জঙ্ঘামৃতে, জঙ্ঘাস্থি গুলফাস্থিতে, গুলফাস্থি পাদপিঠাস্থির ওপর স্থিত। সীমা নির্দেশনায় ঃ অস্থিসমূহ অভ্যন্তর অস্থিমজ্জা উপরে তার উপর মাংস, মূল ও অন্তে পরস্পর আবদ্ধ।

[অস্থিমজ্জাঃ]

১০৯. বিভিন্ন প্রকার অস্থির ভিতর মজ্জা আছে বর্ণানুসারে এগুলো শ্বেত বর্ণের। আকৃতিগতভাবে (২৫৬) প্রত্যেকটি বড় বড় অস্থির ভেতরের মজ্জা বাঁশের নলে প্রবিষ্ট বেত নিছাল ভেজা শ্বেত বেতের মতো। সে ভেতরের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অস্থি মজ্জার আকৃতি সতেজ বেত্রাগ্র এবং বাঁশের ভেতরে প্রবিষ্ট সদৃশ নির্দেশনায় : ইহা উভয় দিকে অবস্থিত অবস্থানত অস্থির ভেতরে অবস্থিত। সীমানা হচ্ছে অস্থির ভেতরস্থ উপরাংশে সীমিত।

[বৃক্ক:]

১১০. একটি বন্ধনী দ্বারা দুটি মাংস একত্রে আবদ্ধ। বর্ণানুসারে ইহা মধ্যলাল বর্ণের পালি ভদ্দক (পালিবদ্দক) বীজের রং এর মতো। আকৃতিতে শিশুর জোড়া খেলনা বলের আকার অথবা একটি বৃন্তে জোড়া আম ফলের

সংযোজন সদৃশ। নির্দেশত : ইহা উপরাংশে নির্দেশ করে। অবস্থান বশে গলার বাঁট হতে বের হওয়া একমূল অবস্থিত ও কিছু দূর মূল স্নস্নায়ু বদ্ধাবস্থায় হৃদয়মাংস ব্যাপীস্থিত। সীমান্তত বৃক্ষ বৃক্কভাগ দ্বারা পরিবৃত। বৃক্ক ....

[হৃদয়:]

১১১. ইহা হৃদয়মাংস বর্ণনানুসারে ইহা রক্তপদ্মের পাতার পৃষ্ঠের বর্ণরূপ। আকৃতিতে বাহির পাপড়ি বিচ্ছিন্ন করে পদ্মমুকুল অর্ধদিকে স্থাপন সদৃশ। ইহার বহিরাংশ মসৃণ (মৃষ্ট) অভ্যন্তরাংশ কোষাতকী ফলের (মোচাফল) সদৃশ। প্রজ্ঞাবানদের হৃদয় অল্প বিস্তৃত প্রজ্ঞাহীনদের হৃদয় মুকুল প্রমাণ। ইহার ভেতরে পুন্নাগ বীজের আঁটি প্রমাণ ফাঁকা। তাতে অর্ধাঞ্জলি (পসাত) পরিমাণ রক্ত থাকে।

১১২. সেগুলোর সাহায্যে মনোধাতু এবং মনোবিজ্ঞান ধাতু উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাগ চরিত্রের পক্ষে লাল, দ্বেষ চরিতের পক্ষে কাল এবং মোহ চরিতের পক্ষে মাংস ধোয়া জলের মতো। বিতর্ক চরিতের পক্ষে মসুর ডালের মতো, শ্রদ্ধা চরিতের পক্ষে কর্ণিকা পুষ্পের মতো হলুদ বর্ণের। প্রজ্ঞা চরিতের পক্ষে স্বচ্ছ, পরিষ্কার, অনাবিল, উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার জলে মনিধৌত

১১৩. রূপ এবং জ্যোতির্ময় মনে হয়। নির্দেশত ইহা উপর দিকে স্থিত। অবস্থান বশে ইহা দেহের দুই ভেতর স্তনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সীমানা বশে : ইহা হৃদয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (২৫৭)

[যকৃৎ:]

১১৪. ইহা দুই মাংসখণ্ডের পিণ্ড। বর্ণানুসারে ইহা বেগুনি আভাযুক্ত লাল বর্ণের। সাদাপদ্মের বাহির পাপড়ির মতো অতি রক্ত বর্ণের নয়। আকৃতি বশে মূলে এক পশ্চাতে যমক কোবিলার পত্র সদৃশ। নির্বুদ্ধি লোকের ইহা এক ও বৃহৎ এবং প্রাজ্ঞজনের ইহা ছোট ছোট ২/৩টা হয়ে থাকে। নির্দেশবশে ইহা উপর দিকে অবস্থিত। অবস্থান বশে দুই স্তনের ভিতরে দক্ষিণ পাশে স্থিত। সীমানা বশে যকৃতের যা সংশ্লিষ্ট তা দ্বারা আবদ্ধ।

[ক্লোম:]

১১৫. ইহা মাংস পরিবৃত হয়ে থাকে। ইহা দুই প্রকার সুপ্ত এবং ব্যক্ত। বর্ণানুসারে উভয় প্রকারই শ্বেত। সাদা নেকড়ার বর্ণের। স্থানানুসারের আকৃতি নির্ভর

করে। নির্দেশত: উদরও বক্ষের মধ্যস্থ পর্দা অনাবৃত ক্লোম সমস্ত শরীরের চর্ম নিচে মাংস পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত। সীমা নির্দেশনায় নিচের দিক মাংস দ্বারা আবদ্ধ উপরে অন্তচর্য দ্বারা এবং উদর ও বক্ষের মধ্যস্থ পর্দা পরিবৃত .... ।

[প্লীহা:]

১১৬. ইহা উদরের জিহ্বা মাংস। বর্ণানুসারে ইহা নীলরংয়ের নিগ্‌গুণ্ডি ফুলের বর্ণ। আকৃতিতে সপ্তাঙুল প্রমাণ। বন্ধনহীন এবং কাল বাছুরের জিরা সদৃশ। নির্দেশত : ইহা উপরের দিকে অবস্থান বশে হৃদয়ের বাম পাশে উদরের কাছে উপরদিকে দেখা যাবে। আঘাত প্রাপ্ত হলে তা যদি বাহিরে দিকে বের হয় তবে প্রাণীর জীবন ক্ষয় হয়ে থাকে। সীমা নির্দেশ বশে প্লীহা সীমায় আবদ্ধ।

[ফুসফুস:]

১১৭. ফুসফুসের মাংস উপরে দুই বা তিন খণ্ডে বিভক্ত মাংস। বর্ণানুসারে ইহা রক্তবর্ণ লাল অল্প পাকা উদম্বর ফলের বর্ণ সদৃশ। আকৃতিতে ইহা অসম কর্তিত পুরু পিঠা খণ্ডের মতো। অভ্যন্তরাংশ বিস্বাদ এবং খাদ্যপ্রাণহীন একগুচ্ছ চর্বিত তৃণ সদৃশ। কারণ ইহা কর্মজ অগ্নি দ্বারা (ধাতু) তাপিত। যা খাদ্য পানীয়ের নিরিখে উৎপাদিত সদৃশ। নির্দেশত ইহা উপরাংশে অবস্থিত। অবস্থান বশে দেহের ভেতরে দুটি স্তনের মধ্যে দেখা যাবে। হৃদয় আর যকৃতের উপরে অদৃশ্যভাবে (২৫৮) ঝুলে আছে। সীমানাবশে ফুসফুসের সীমানায় আবদ্ধ।

[অন্ত্র:]

১১৮. ইহা নাড়ীভুঁড়ির নল। ইহা একুশটি স্থানে ভাঁজকৃত। পুরুষের ক্ষেত্রে বাইশ (২২) হাত এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে ২৮ (আঠাশ) হাত লম্বা। বর্ণানুসারে ইহা শ্বেত বর্ণের বালির সাথে চুন মিশ্রিতাবস্থা। আকৃতিগতভাবে তেলদ্রোণীতে কুণ্ডলাকারে শিরহী সর্পের মতো। নির্দেশত : ইহা দুই দিকে অবস্থিত। অবস্থানত : ইহা গলা হতে উপরে অন্ননালীতে আবদ্ধ। এবং নিচে মল নির্গত গুহ্যদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং ইহা গলার অন্ননালী হতে মলদ্বার পর্যন্ত শরীরের অভ্যন্তরে বিরাজিত। সীমানা বশে ইহা অগ্রভাগের দ্বারা পরিসীমিত ।

[অন্ত্রগুণ:]

১১৯. অন্ত্রগুণ হচ্ছে বন্ধনী। যেখানে নাড়িভূঁড়ি কুণ্ডলীকৃত ভাঁজ সেখানকার বন্ধনী। বর্ণনানুসারে শ্বেত দকসীতলিক (ভোজ্য শ্বেত শাপলার) মূলের বর্ণ। আকৃতিতে সেসব মূলের সদৃশ। নির্দেশবশে ইহা দুই দিকে স্থিত। অবস্থানত: ইহা অন্ত বাটির একুশটি কুণ্ডলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি দিয়ে কার্যকালে যাতে গলে না যায় পায়ের সাথে বাঁধার জন্য সুতার নাটাইয়ের মধ্যে যে সুতা থাকে তা এক সাথে সেলাই করা হয় তদ্রূপ অন্ত্রগুণ বাটি আবদ্ধ রাখে। যেমন পুতুল নাচের সুতা দিয়ে কাঠের পুতুলকে বেঁধে সুতা টানা হয়। সীমানাবশে অন্ত্রগুণদ্বারা সন্ধন্ধযুক্ত ...... ।

[গলনালী-উদর]

১২০. যা খাদিত, পায়ীত, চর্বিত, সাদিত সবই উদরে গিয়ে পৌঁছে। বর্ণানুসারে ইহা চর্বিত খাদ্যের বর্ণ। আকৃতিতে ইহা কাপড়ের ছাকনীতে শিথিলভাবে রন্ধনকৃত চাউলের আকৃতি, নির্দেশত- ইহা উপরের দিকে স্থিত। অবস্থান বশে ইহা উদরে অবস্থিত, যাকে উদর বলা হয় তা নাড়িভূঁড়ির ঝিল্লির অংশ মাত্র। যা উদরের উভয় দিকে নিপীড়ন করে। ইহা আর্দ্রবস্ত্রে সজ্জাত স্ফোটক সদৃশ বাহিরে মসৃণ এবং ভিতরে জঞ্জল মাখা আবরণযুক্ত কাপড়ের বেলুন সদৃশ অথবা ইহাকে পচা কাঠালের ভেতরের চামড়ার সাথে তুলনা করা যায়। এ স্থানে কৃমিকুলের বাস এবং বংশবৃদ্ধির কেন্দ্র ঃ বত্রিশ প্রকার বংশগত কৃমির মধ্যে রয়েছেঃ গোলাকৃতি, সিদ্ধ উৎপন্ন, তালহীবক, সুচীমুখ ফিতা, সূত্র এবং অবশেষ। এস্থানে যখন খাদ্য- পানীয় ইত্যাদি গলদকরণ হয় তারা উর্দ্ধদিকে মুখ খুলে অপেক্ষা করে এবং দুই-তিন গ্রাস গলদকরণ কাড়াকাড়ি করে নেয়। এ কৃমি সবের ইহা সূতিকাগার, মলমুত্র স্নানশালা এবং শ্মশানঘর। খরার সময়, যখন অতিবর্ষণ হয়, তখন বিভিন্ন আবর্জনা যেমন মল, মূত্র, চর্ম, অস্থি,স্নস্নায়ুখণ্ড, থুথু, সিকনি, রক্ত ইত্যাদি মাটি ও জলে মিশ্রিতের সংগৃহীত স্তূপ দুই-তিন দিন পর কৃমিকূল উৎপত্তি হয়। ইহা সূর্য প্রদাহের বোণে কুপিত হয়ে উর্দ্ধদিকে ফেনা, বুদবুদ সৃষ্টি করে। ইহা ঘন কাল বর্ণ ধারণ করে অতি দুর্গন্ধ ঘৃণার সৃষ্টি করে। কাছে গমন কিংবা দর্শন অসম্ভব হয়ে পড়ে। গন্ধ দূরের কথা এসব প্রত্যন্ত গ্রাসদ্বারে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বিভিন্ন প্রকার খাদ্য পানীয় (পাকস্থলীতে) ইত্যাদি দাঁতের দ্বারা রূর্ণ বিচূর্ণ করে জিহ্বায় উল্টিয়ে

পাল্টিয়ে, থুথু লালায় জর্জরিত করে তৎক্ষণাৎ বর্ণ গন্ধ রসাদি হারিয়ে তন্তুরায়থলি, কুকুরের বমনের আকার ধারণ করে। অতপর রায়ু পিত্ত শ্লেষ্মায় মিশ্রিত হয়ে উদরাগ্নি বেগ কূপিত হয়ে কৃমিকুল উপরে নিচে উত্থিত বুদবুদে কেলি করে যে পর্যন্ত না ময়লা, দুর্গন্ধ ছড়ায়। এমনকি যার নাম শুনলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদির কথা ভুলে যায়। এসব নির্জনে বসে একাকী প্রজ্ঞানেত্রে উপলব্ধি করা যায়। এতে খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি পতিত হলে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ঃ তন্মধ্যে এক অংশ কৃষিকুল খায়, এক অংশ উদরাগ্নি নিবৃত করে এক অংশ মূত্রে পরিণত হয়, এক ভাগ মলে পরিণত হয় এবং এক অংশ রসের মঞ্চার করে রক্ত

১২২. মাংসের পুষ্টি বর্ধন করে ইত্যাদি সীমা বশে ইহা উদর নালিতে স্থিত এবং গলনালী সম্বন্ধযুক্ত।

[বিষ্ঠাঃ]

১২৩. বর্জ্যমেলা বর্ণানুসারে ইহা খাদ্য বর্ণের হয়ে থাকে। আকৃতিতে ইহা তার অবস্থান সদৃশ হয়। নির্দেশতঃ ইহা অধঃদিকে স্থিত। অবস্থানতঃ পক্কাশয়ে অবস্থিত। পক্কাশয়ের নিচে নাভিমূল ও পৃষ্ঠকণ্টক [২৬০] মূলের অভ্যন্তরে অন্ত্রাবসানে আট আঙুল পরিমাণ উচ্চরেণুর মতো।

১২৪. যেমন উচ্চ ভূমিতে পতিত বৃষ্টির জল নিম্ন ভূমিতে ধাবিত হয়ে পূর্ণ করে জমা হয়, তেমনি আশ্রয়ে নিপতিত খাদ্য-পানীয়াদি উদরাগ্নি দ্বারা বুদবুদ আকারে পক্ক হয় এবং পাথর ভিত্তিতে মৃদুভাব ধারণ করে এবং দ্রুত নাড়ী ভূঁড়ির গহ্বরে পতিত হয়।

১২৫. বাঁশের ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আকা বাদামি কাঁদার মতো না হওয়া পর্যন্ত চাপ প্রয়োগ এবং ঠাঁসাঠাঁসি থাকে এবং সঞ্চিত থাকে। সীমানা বশে ইহা আশয় ও বিষ্ঠা ভাগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহা মলদ্বার পর্যন্ত সম্বন্ধযুক্ত ....।

[মস্তিষ্কঃ]

১২৬. মাথার খুলির অভ্যন্তরে মজ্জা সমষ্টিই মস্তিষ্ক। বর্ণানুসারে ইহা শ্বেতবর্ণের, ব্যাঙের ছাতা মাংসের রং। ইহা দুধের দধিত্ব ধারণের পূর্বাবস্থাও বলা যায়। আকৃতিগতভাবে ইহা আয়তনাকার। দিক নির্দেশনায় ইহা উপরিভাগে স্থিত। অবস্থানতঃ ইহা মাথার খুলির মধ্যে দেখা যায়। রুটি বা লুচি ময়দার মতো খুলির মধ্যে চারটি পিষ্টক খণ্ড সংক্ষেপে স্থিত। সীমানাবশে ইহা খুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং মস্তিষ্ক পর্যন্ত সম্বন্ধযুক্ত।

[পিত্ত রসঃ]

১২৭. **পিত্তরস দুই প্রকার** : বদ্ধপিত্ত এবং অবদ্ধপিত্ত। বর্ণানুসারে এখানে বদ্ধপিত্তের বর্ণ ঘন মধুক তৈলের মতো, এবং অবদ্ধ পিত্তের বর্ণ আকুলি পুষ্পের মতো। আকৃতি বশে উভয়ই স্থান প্রভাবাধীন। নির্দেশনায় বদ্ধপিত্ত উর্দ্ধদিকে অবস্থিত এবং অপরটি উভয় দিকে স্থিত। অবস্থানত : অবদ্ধপিত্ত জলের উপর একফোটা তৈল ভাসার মতো সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। ইহা মাংসহীন মাথার চুল, লোম, দাঁত, নখ, এবং কঠিন শুষ্ক চর্ম ব্যতীত সারা শরীরে পরিব্যাপ্ত। ইহার চোখের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং কম্পন হয়, চুলকায়। বদ্ধপিত্ত হৃদয় ও ফুসফুসের মধ্যে যকৃত মাংসের নিকটে স্থিত। ইহা পিত্তথলির মধ্যে বৃহৎ কোষাতকী কোরক সদৃশ দেখা যায়। ইহা কূপিত হলে প্রাণিগণ (মানুষ) উন্মত্ত হয়, চিত্ত বিপর্যয় ঘটে, লজ্জা-শরম (হ্রী-উত্তাপ্য) উপেক্ষা করে অকার্য করে, অকথ্য ভাষণ করে, অচিন্তনীয় চিন্তা করে। সীমানা বশে, ইহা পিত্তরস দ্বারা সম্বন্ধমুক্ত ....। (২৬১)

[শ্লেষ্মাঃ]

১২৮. শ্লেষ্মা দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান এবং ইহা পরিমাণ একপাত্র পূর্ণ। ইহা বর্ণানুসারে শ্বেতবর্ণের নাগবলা পাতার রসের রং। আকৃতিতে ইহা স্থানাকার ধারণ করে। নির্দেশতঃ ইহা উর্দ্ধদিকে স্থিত। অবস্থানতঃ ইহা উদরের উপরে স্থিত। শৈবাল এবং আগাছা জলের উপর নিক্ষিপ্ত হলে, কাষ্ঠদণ্ড বা মৃৎপাত্রের টুকরা জলে পতিত হলে জল বিভাজিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিধাভাজিত হয়ে আবার একত্রিত হয়। অনুরূপভাবে খাদ্য গ্রহণ এবং পানীয় পানের সময় যখন খাদ্য পানীয়াদি উদরে নিপতিত হওয়ার সময় শ্লেষ্মা-দ্বিধা ভাজিত হয়ে আবার একত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং যদি শ্লেষ্মা দুর্বল ও মন্দাকার ধারণ করে তখন উদর মুরগির সিদ্ধ বা পচা ডিমের গন্ধে ভরে উঠে। উদর থেকে উত্থিত দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠলে মুখও দুর্গন্ধ ও পূঁতিকুনপ সদৃশ হয়ে থাকে। এতে পার্শ্বস্থিত ব্যক্তি "সরে যাও, তোমার থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে" বলে উক্তি করে। কিন্তু ইহা বৃদ্ধি পেলে উদরের নিচের উপরিভাগে বর্চ কুটিরে কাঠের ঢাক্না সদৃশ দুর্গন্ধাবদ্ধ হয়ে স্থিত হয়। সীমানা বশে, ইহা শ্লেষ্মা দ্বারা সম্বন্ধমুক্ত....।

[পুঁজ:]

১২৯. ক্ষয়িষ্ণু লোহিত হতে পুঁজ উৎপত্তি হয়। বর্ণানুসারে ইহা শ্বেত পাত্রের রং কিন্তু মৃত শরীরে ইহা পুতিঘন চামরবর্ণ হয়ে থাকে। আকৃতিগতভাবে ইহা স্বস্থানের আকৃতি ধারণ করে। নির্দেশত: ইহা উভয় দিকে বিরাজিত। অবস্থানত: পুঁজের কোন নির্দিষ্ট অবস্থান নেই। যেখানে পারে সেখানে জমা হয়। যেখানে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয় যেখানে শরীর আগুনে পুড়ে, কাটাবিদ্ধ হয়ে এবং হাত-পা টুটো হয়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে রক্ত জমাট হয়ে পচে যাতে করে গণ্ড পীড়া হয় সেখানে পুঁজ স্থিত হয়। সীমানাবশে, ইহা পুঁজ সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পরিব্যাপ্ত ....।

[রক্ত:]

১৩০. রক্ত দুই প্রকার। সঞ্চিত (বদ্ধ) রক্ত এবং প্রবহমান রক্ত। এখানে বর্ণানুসারে সঞ্চিত রক্তের বর্ণ পক্ব ঘন লাক্ষারস বর্ণের। অবদ্ধ রক্ত পরিষ্কার লাক্ষা রসের বর্ণ। আকৃতিতে উভয়েই অবস্থান্তর আকৃতি। নির্দেশত : বদ্ধরক্ত উর্দ্ধদিকে সঞ্চিত এবং অপর রক্ত উভয় দিকে পরিব্যপ্তি। অবস্থানত রক্তহীন মাথার কেশ, লোম, দাঁত, নখ এবং শক্ত শুষ্ক চামড়া ভিন্ন অবদ্ধ রক্ত ধমনীজাল ভেদে দেহের সর্বত্র বহমান। সঞ্চিত রক্ত যকৃত স্থানের নিম্নভাগ (২৬২) ভরিয়ে পাত্র পূর্ণ করে এবং হৃদয়, বৃক্ষ, ফুসফুস এর উপরে স্তোক স্তোক রক্তের ছিটা পড়ে ভিজিয়ে রাখে। যখন হৃদয়, বৃক্ষ ও যকৃত ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় তখন সে প্রাণী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। সীমানা বশে, ইহা রক্ত দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ....।

[স্বেদ:]

১৩১. ইহা আপ ধাতু। ইহা লোম এবং অপরাপর হতে নির্গত হয়। বর্ণানুসারে ইহা পরিষ্কার তিলতৈল বর্ণ। আকৃতিতে ইহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। নির্দেশত: ইহা উভয়দিকে বিরাজিত। অবকাশ বশে ইহার কোন নির্দিষ্ট অবস্থান নেই। রক্তের অনুরূপ সর্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু যখন শরীর অগ্নি, সূর্য, ঋতু পরিবর্তনজনিত সন্তাপে তপ্ত হয়। তখন জল হতে সদ্য উত্তোলিত অসময়ে (ভিসমুনাল) পদ্মনালের কুঁড়ি এবং পদ্মবৃন্তের জলের মত সমস্ত লোমকূপ হতে ফোঁটাফোঁটা প্রদরণ নিঃসরিত হয়। সুতরাং ইহার অবকাশ সেরূপ সমস্ত কেশ-লোম কূপ বিবর আকার ধারণা করতে হবে। স্বেদকে ধ্যেয় বিষয় গ্রহণকারী সাধক "কেশ-লোম কূপ বিবর পূর্ণ"

রূপে চিত্তৈকাগ্রতা উৎপাদন করবেন। সীমানাবশে, ইহা স্বেদ দ্বারা সমন্বন্ধযুক্ত ....।

[মেদ :]

১৩২. মেদ মলম (স্নেহ) জাতীয় পাতলা পদার্থ। বর্ণানুসারে ইহা হলুদ টুকরার ফার্মার বর্ণ। আকৃতিগতভাবে প্রথম মোটা মানুষের শরীরের হলুদ রংয়ের চর্ম ও মাংসের ভেতর হলুদ বর্ণের দুকুল (ছিন্ন বস্ত্র) পাতলা দুই/তিন স্তরে পদস্থানের মাংসের উপর উরুর মাংস, মেরুদণ্ডের কাছের মাংস এবং উদরাবৃত মাংসের উপর প্রস্থাপিত। নির্দেশতঃ ইহা উভয় দিকে ব্যাপৃত। অবস্থান বশে, স্থূল লোকের শরীরে ইহা সর্বব্যাপী বিস্তৃত। আর কৃশলোকের জঙ্ঘা মাংস ব্যাপী স্থিত। পূর্বাহ্নে ইহা মলম (স্নেহ) বলে বর্ণিত হলেও মাথায় কিংবা নাকে ব্যবহৃত হয়নি। যেহেতু ইহা অতীব ঘৃণ্য। সীমানা বশে, ইহা নিচে মাংস এবং উপরে চর্ম এবং মেদভাগ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ....।

[অশ্রু:]

১৩৩. চক্ষু হইতে আপধাতু নির্গত হয়। বর্ণানুসারে অশ্রু তিল তৈলের বর্ণের সদৃশ। আকৃতিতে অবস্থানান্তর ধারণ করে। [২৬৩] নির্দেশতঃ ইহা উপর দিকে অবস্থান করে। ইহা অক্ষি মণিকোঠায় প্রত্যক্ষ হয়। চোখের মণিতে ইহা সঞ্চিত থাকে না। পিত্ত কোষের পিত্তের মতো। কিন্তু যখন প্রাণিগণ আনন্দজনিত উচ্চরবে হাসে, অথবা দুঃখানুভব করে এবং কান্না করে এবং হাহুতাশ করে অথবা বিষম খাদ্য ভক্ষণ করে অথবা যখন তাদের চোখ ধূলাবালি ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সেসব আনন্দ, দুঃখ বেদনা, বিষম খাদ্য অথবা ঋতুজাত হয়ে অক্ষিকোটরে সঞ্চিত বা নির্গত হয়। যেসব সাধক অশ্রু বিষয়ে স্মৃতি সাধনা করেন তাদের পক্ষে চক্ষু কোটরে অশ্রুপূর্ণ হতে দেখেন। সীমানা বশে চোখের জল দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ...।

[বসা:]

১৩৪. ইহা বিলীন গলিত মলম (স্নেহ)। বর্ণানুসারে নারকেল তৈলের বর্ণ। অবশ্য ইহাকে তরল যাগুতে তৈলের ছেটা সদৃশ বলা যায়। আকৃতিতে স্নানের সময় স্থিত জলের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া স্বেদ পদার্থের অনুরূপ। নির্দেশতঃ ইহা উভয় দিকে স্থিত। অবস্থান বশে, ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতের তালুতে, হাতের পিঠে, পায়ের পিঠে, নাকের ডগায়, কপালে, স্কন্ধদেশে

দেখতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত স্থানে ইহা গলিত অবস্থায় দেখা যায় না। কিন্তু যখন আগুনে সূর্যতাপে বিষম ঋতু প্রকোপের সময় সেসব স্থানে উষ্ণতা জন্মে তখন সেখানে স্নস্নানের সময় স্থিত জলের উপরে ছিটিয়ে দেওয়া স্নেহ (মলম) বিন্দুর মত ইতঃস্তত বিচরণ করে। সীমানাবশে, ইহা (বসা) ভাগের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত .... ।

[খেলঃ]

১৩৫. মুখ গহ্বরে আপধাতু মিশ্রিত থুথুই খেল। বর্ণানুসারে ইহা শ্বেত ফেনা বর্ণ। আকৃতিগতভাবে ইহা স্নস্নানাকৃতি ধারণ করে। অথবা ইহাকে ফেনাকৃতি বলা যায়। নির্দেশতঃ ইহা উপর দিকে অবস্থিত। অবস্থানত : ইহা উভয় মাড়ির পাশ হতে নির্গত হয়ে জিহ্বায় স্থিত হয়। ইহা সবসময় স্থিত থাকে না। কিন্তু যখন কোন নির্দিষ্ট খাদ্য চোখে পড়ে, মনে উদিত হয় অথবা গরম গরম, তেতো, টক, লবণ মিশ্রিত কিছু মুখে দিলে অথবা যখন পীড়া হয়, অথবা তাদের পুঁজ হয় অথবা কোন কারণে বমনেচ্ছা হয়, তখন মাড়ির উভয় পার্শ্ব হতে নির্গত হয়ে জিহ্বায় এসে স্থিত হয়। জিহ্বাগ্রে ইহা পাতলা এবং জিহ্বা মূলে ঘন থাকে। ইহা নদীর বালুকা তীরে খাত-কূপ জলের মত স্বল্প হলেও মুখে পুরিত ভাত বা অন্যান্য খাদ্য চিবানোর পূর্বে বা পরে ভেজাতে সমর্থ। [২৬৪] সীমানা বশে, থুথু দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ... ।

[সিখনিঃ]

১৩৬. মস্তিষ্ক হতে নিঃসরিত অশুচি পদার্থ। বর্ণানুসারে ইহা কচি তাল শাস মজ্জা সদৃশ। আকৃতিতে ইহা স্থানানুলম্বী হয়। নির্দেশত, ইহা উপর দিকে সংস্থিত অবস্থানত, নাকের উভয় পুটে পূর্ণ করে স্থিত। নাসাপুটে ইহা সব সময় পূর্ণাবস্থায় থাকে না। অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি একটি পদ্ম পাতায় দধি রেখে নিচ দিয়ে কাঁটা দিয়ে ছিদ্র করে দেয় তবে নাকের মতো ঘোল বের হয় এবং ফোঁটা নিপতিত হয়। তেমনি যখন প্রাণিগণ কান্না করে কিংবা বিষম ঋতু ও খাদ্যে উৎপন্ন ক্ষুদ্ধ হয়ে দেহ হতে অশুচি শ্লেস্মা মিশ্রিত মস্তিষ্ক হতে গলিত হয়ে বের হয়। এসব গলিত মস্তিষ্ক তালু হতে শ্লেস্মায় পরিণত হয়। পাঙ্কাকারে অবতরণ করে নাসারন্দ্র পূর্ণ করে স্থিত হয় বা ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়। সাধক এক্ষেত্রে নাসাপুটে সঞ্চিত সিখনিতে চিত্ত

নিবদ্ধ করে ধ্যান করবেন। সীমানা বশে, ইহা সিখনিতে নিবদ্ধ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ....।

[লসিকা-পেশী:]

১৩৭. ইহা শরীরের সন্ধিগুলোর অভ্যন্তরের পিচ্ছিল অশুচি পদার্থ। বর্ণানুসারে ইহা কনিকার নির্যাস বর্ণের। আকাশে, ইহা স্থানানুবলকী। নির্দেশতঃ, ইহা উভয় দিকে বিদ্যমান। অবস্থানতঃ ইহা ১০৮টি সন্ধির মধ্যে দর্শনীয়। অস্থি সন্ধিকে পিচ্ছিল রাখা ইহার কাজ। ইহা দুর্বল হলে ব্যক্তির পক্ষে উঠা, বসা, অতিক্রম, সংকোচন, প্রসারণ করতে অস্থিসমূহ কট কট করে উঠে। আঙুলের তুরির শব্দের মতো শব্দ করে এবং এক যোজন বা দুই যোজন পথ অতিক্রম করলে তার বায়ুধাতু কোপিত হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যথা করে। যদি কোন লোকের ইহা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তবে তার অস্থিসমূহ উত্থান-নিবসন করতে কট কট ইত্যাদি করে না, যতদূর ইচ্ছা গমন করলেও ধাতু কোপিত হয় না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যথানুভব হয় না। সীমানাবশে, ইহা লসিকা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং সম্বন্ধযুক্ত।

[মূত্র:]

১৩৮. ইহা মূত্ররূপ তরলপ্রবণ। বর্ণানুসারে ইহা সমুদ্রের লবণাক্ত জলের বর্ণ। আকারে ইহা অধোমুখে স্থাপিত অভ্যন্তরস্থ জলপাত্র সদৃশ। নির্দেশত নিচের দিকে অবস্থিত। অবস্থান বশে ইহা মূত্রথলিতে অবস্থিত। বস্তার মতো বলে থলি বলে। যেমন একটি সছিদ্র পাত্র কোন ময়লাকুণ্ডে রাখা হয় তবে (২৬৫) ময়লাকুণ্ড থেকে মিশ্র দ্রবণ ঐ পাত্রে প্রবেশ করে অথচ প্রবেশের কোন প্রমাণ নেই। ইহার প্রবেশের প্রমাণ থাকলে ও যখন মূত্রথলি মূত্রপূর্ণ থাকে তখন প্রস্রাব করে। সীমানা বশে অত্যন্তবস্থ মূত্রথলি দ্বারা এবং যা মূত্রের মত তা দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহা অনুরূপ সীমা কিন্তু বিসদৃশ সীমা হচ্ছে কেশের মত।

অর্পণা উৎপাদন

১৩৯. কোন সাধক কেশ, ইত্যাদির বর্ণ, আকৃতি, নির্দেশ, অবস্থান এবং সীমানা বশে সংজ্ঞা আয়ত্ত করে আনুপূর্ধিকভাবে অনতি দ্রুত বর্ণ, আকৃতি, নির্দেশ, অবস্থান এবং সীমানা বশে পঞ্চ উপায়ে 'প্রতিকূল' ভাবনায় মনোনিবেশ করেন। তারপর অবশেষে তিনি কেশাদি ধারণা অতিক্রম করেন। অত:পর যেমন যখন কোন চক্ষুষ্মান লোক একসূত্রে বত্রিশটি ফুলের রং গ্রথিত মালা

প্রত্যেকটি ফুল ক্রমে তার নিকট রং প্রকট হয়ে পড়ে তেমনি সাধক যখন এদেহ দর্শন করে "অথি ইমস্সিং কায়ে কেসা" বলে দেহ আলোকন করেন তখন সমস্ত অশুচি যথানিয়মে ক্রমে তার নিকট প্রকট হয়ে উঠে। তাই পূর্বাহ্নে "দশবিধ কৌশল্য অংশে বর্ণিত মতে" যখন কোন নবিশ প্রথমে কেশ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তার সে মনোনিবেশ শেষ অংশে নিয়ে যায় যথা মূত্র বলে সেখানে শেষ হয়।

১৭০. যদি তিনি বাহ্যিকভাবে মনোযোগ করেন তবে সমস্ত অংশ তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন মনুষ্য কিংবা প্রাণিজগৎ তার নিকট একাকার হয়ে পড়ে এবং অংশগুলো একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে যায়। এবং যখন খাদ্য ও পানীয় চর্বিত হয়ে গলধকরণ হয় তখন সমস্ত অংশের মধ্যে এগুলো প্রতিস্থাপন মনে হয়।

১৪১. অত:পর তিনি এসবের মধ্যে "প্রতিকূল" "প্রতিকূল" বলে মনোময় আবৃত্তি মনোনিবেশ করেন তবে অনুক্রমে "অর্পণা" উৎপন্ন হয়। তাতে কেশাদির বর্ণ, আকৃতি, নির্দেশ, অবস্থান এবং সীমানা বশে উপস্থিত হলে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। এসবের মনোনিবেশ আরো গভীর হলে কর্মস্থানে যেমন প্রথম ধ্যানে অর্পণা লাভ হয়। যার নিকট মাত্র একটি অংশ গভীরতর হয়, তার নিকট ইহা উৎপন্ন হয়। অথবা যিনি একাংশের অর্পণায় উপনীত এবং অপরাংশের জন্য কোন রকম তৎপর নয়। অংশের সংখ্যানুসারে প্রথম ধ্যান বহু প্রকার ঃ বহু অংশ যার কাছে উৎপন্ন হয় কিংবা যার মধ্যে এক ধ্যান উৎপন্ন হয়ে অপরাপর ধ্যান লাভের জন্য কাজ করে। মল্লক থেরোর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছিল। (২৬৬)

সেই দীর্ঘ ভানক অভয় থেরকে হাতে ধারণ করে "প্রথমে এ ধ্যান গ্রহণ কর"- বলে চলে গেলেন। মল্লক থের দ্বাত্রিংশ কর্মস্থানে দ্বাত্রিংশ ধ্যান লাভী সাধক। যদি তিনি একরাতে একধ্যানে উপনীত হন এবং একধ্যান দিনে উপনীত হন তবে অর্ধমাসে সর্ব ধ্যানে উপনীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু দিনে একটি করে ধ্যানায়ত্ত হলে একমাসে সমস্ত ধ্যান আয়ত্ত করা যায়।

১৪২. প্রথম এ ধ্যান এরূপে সফলতা লাভ হলেও কায়গতা স্মৃতি নামে ইহা অভিহিত। কারণ বর্ণ, আকৃতি, ইত্যাদির ওপর এ ধ্যানের সফলতা।

১৪৩. কায়গতা স্মৃতি কর্মস্থানে নিবেদিত ভিক্ষু ক্লান্তি বিজয়ী এবং আনন্দাভিভূত। এবং 'ক্লান্তি প্রদায়ী তাকে পরাজিত করতে পারে না, তিনি ক্লান্তি উৎপন্ন

কালে উৎকর্ষতার সাথে অবস্থান করেন। তিনি ভয়-ভীতি বিজেতা, ভয়-ভীতি তাঁকে পরাস্ত করতে পারে না। ভয় ভীতি উৎপন্ন হলে তিনি উৎকর্ষতা সাধন করেন। তিনি শীতো সহনশীল। সে সহ্য করে দৈহিক অনুভূতি উৎপন্ন হয়, যা জীবন ভয় প্রদর্শন করে (M iii-97)। তিনি কেশ বর্ণে ইত্যাদি কর্মস্থানে চার ধ্যানলাভা এবং ষড়াভিজ্ঞা সম্পন্ন হয়ে থাকেন। (M-86)

তস্মা হবে অপ্পমত্তো ভাবয়েয়তি অনমুজেথ পণ্ডিতো,
এবং অনেকানিসংসং ইমং কায়গতা সতি।

– অতএব প্রাজ্ঞজন এ ভূবনে
অক্লান্তে যাপিত যে দিবানিশি সনে।
কায়গাতা স্মৃতি যার কর্মক্ষণ সার,
লভে তিনি বহুবিধ মান পুরস্কার।

কায়গতা স্মৃতি কর্মস্থান ভাবনাধিকারে এ অংশে বিস্তৃত বর্ণনা।

৯. [আনাপান স্মৃতি:]

১৪৫. এখানে ধ্যানের অন্যতম বিষয় হিসেবে আনাপান স্মৃতি কর্মস্থানের বিস্তৃত ধ্যানোন্নয়ন বর্ণিত হলো : ভগবান এ স্মৃতি ভাবনাকে এভাবে সুপারিশ গুরুত্ব দিয়েছেন ঃ 'এবং, ভিক্ষুগণ, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে স্মৃতি ভাবনা হলো শান্তিপদ এবং উন্নত যখন তা অতিবৃদ্ধি, অধিকতর অনুশীলন করা হয়। ইহা অবিমিশ্রিত শান্তিপূর্ণ অবস্থান। ইহা উদিত হওয়ার সাথে অশুভ অকুশল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (Sv-321, Vin-iii-70)

[মূল পাঠ:]

ষোড়শ ভিত্তির আলোকে ভগবান ইহা বর্ণনা করেছেন 'হে ভিক্ষুগণ উভয় শান্তিপদ ও উন্নত শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা স্মৃতি ভাবনা কিভাবে অভিবৃদ্ধি' অধিকতর অনুশীলন করা যায় এবং অবিশ্রিত শান্তিপদ স্থায়ী হয়, তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করে ক্ষতিকর অকুশল চিন্তা উদিত হওয়ার সাথে সাথে ?'

অত্র 'ভিক্ষুগণ কোন ভিক্ষু অরণ্যে অথবা কোন বৃক্ষমূলে অথবা উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে পদ্মাসনে উপবেশন করে, দেহ ঋজুভাবে স্থাপন করেন কর্মস্থান ভাবনা উপস্থাপন করেন শ্বাস গ্রহণে এবং প্রশ্বাস ত্যাগে স্মৃতিমান হন। (৩৬৭)

ক. শ্বাস দীর্ঘ হলে তিনি জানেন, “আমি দীর্ঘশ্বাস” গ্রহণ অথবা প্রশ্বাস দীর্ঘ হলে, তিনি জানেন, “আমি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করছি” বলে জানেন। খ. হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করলে “আমি হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ অথবা হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করলে, “আমি হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করছি” বলে জানেন। গ. তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, “আমি সমস্ত শরীর অনুভবে শ্বাস গ্রহণ করব,” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, “আমি সমস্ত শরীর অনুভবে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” ঘ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি কাম সংস্কার শান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব,” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি প্রীতিপূর্ণ চিত্তে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” চ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, “আমি সুখময় চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব।” ছ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি চিত্ত সংস্কার জ্ঞাত হতে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি চিত্ত সংস্কার জ্ঞাত হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” জ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে “আমি মনোসংস্কার শান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে “আমি মনোসংস্কার শান্ত করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব,” ঝ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে”- আমি চিত্ত সংস্কার শান্ত করে নিশ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি চিত্ত সংস্কার শান্ত করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব। ঞ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি হ্রষ্টচিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষা গ্রহণ করে, “আমি হ্রষ্টচিত্তে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” ট. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে,” আমি সমাহিত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি সমাহিত চিত্তে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” ঠ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, “আমি বির্মুক্ত চিত্তে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” ড. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব।” ঢ. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে “আমি বিরাগানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” ন. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব।” তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি নিরোধানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।” [illegible]. তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, “আমি পরিহারানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ

করব।" তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, "আমি পরিহারানুদর্শী হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।" (S.V 321-22)

১৪৬. উক্ত ষোল প্রকারে আনাপান (শ্বাস-প্রশ্বাস) স্মৃতি কর্মস্থান সবিস্তারে বর্ণিত হল। মূলের অর্থ কথানুসারে তবুও এখানে উল্লিখিত হলো। মূলের প্রথমাংশ হিসেবে এখানে অর্থ কথানুসারে বর্ণিত।

[শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা :]

ভিক্ষুগণ, আনাপান স্মৃতি ভাবনা কিভাবে বিবর্ধন এবং প্রয়োগ করা যায় ? এখানে প্রথমাংশে, আনাপান স্মৃতি ভাবনা বিভিন্নভাবে বিস্তার করা যায়। অর্থে কিভাবে প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে ভিক্ষুগণ কিভাবে আনাপান স্মৃতি ভাবনা উন্নয়ন করা যায়? ইহার বিভিন্ন ধরন বর্ণনার্থে বিষয়টি প্রদর্শিত হয়েছে। কিভাবে উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ যোগ্য হয় ? এক্ষেত্রেও একই উভয় প্রযোজ্য।

১৪৭. এখানে আনপান স্মৃতি ভাবনা উন্নয়ন মানে উৎপাদন অথবা ও অভিবৃদ্ধি। (একাগ্রতার সাথে আনাপান স্মৃতি)। একাগ্রতার সাথে স্মৃতি ভাবনা যা আনাপানর অন্তর্গত অথবা আনাপানস্মৃতি ভাবনায় একাগ্রতা। প্রয়োগ বাহুল্য বলতে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নির্দেশ করে।

১৪৮. **উভয়তঃ** শান্তি ও প্রণীত (সন্তোচোপনীতো চাতি) ঃ ইহা শান্ত এবং প্রণীত উভয় প্রকার। দুটির প্রত্যেকটি 'উভয়' শব্দ দ্বারা বিধিবদ্ধ (এব)। তার অর্থ কি? শান্ত ও প্রণীততর কর্মস্থান অশুভ ধ্যানে (আলম্বনে) প্রবেশ মাত্র। আলম্বন স্থূল ও প্রতিকূল। তাই শান্ত ও নয় প্রণীত ও নয়। আবার কোন কারণে অশান্ত ও নয় অপ্রণীত ও নয়। অথচ আলম্বন 'শান্ততায় শান্ত, উপশান্ত ও নির্বুত প্রতিরোধ সংখ্যাও অঙ্গশান্ততায়ও। আলম্বন প্রণীততায় প্রণীত অতৃপ্তিকর অঙ্গপ্রণীততাও।" (২৬৮) এজন্যে উক্ত হয়েছে ঃ "উভয়ত: শান্ত ও প্রণীত।

১৪৯. **অবিমিশ্রিত সুখ বিহার** ঃ এতে কোন মিশ্রণ নেই বলে অবিমিশ্র। ইহা বিশুদ্ধ, মিশ্রনহীন, নির্দিষ্ট, বিশেষিত। এখানে উপচার বা পরিকম বশে শান্ততায় উপনীত হওয়ার প্রশ্ন নয় (উদাহরণ স্বরূপ কায়গতা স্মৃতি যোগে)। আদিতে নিবেদিত স্মৃতি স্থাপন শুধু নয়, নিজস্বগুণে ও ইহা শান্ত এবং প্রণীত। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, ইহা অবিমিশ্রিত কারণ ইহা নিজস্বগুণে ও বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর, এবং মধুর। ধ্যানের প্রত্যেকটি ক্ষণে ইহা

শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধানে পারঙ্গম বলে "অবিমিশ্রিত" এবং শান্ত শীল বলা যায়।

১৫০. **উৎপত্তিক্ষণে** ঃ এসব যখন বিদমিত নয় পাপ : মন্দ, অকুশাল ভাবনা : অকুশল দ্বারা উৎপন্ন অকুশল। এক্ষণে ঃ তৎমুহূর্তে ইহা অবলুপ্ত এবং বিদমিত হয়। সমসাময়িক ঃ ইহা সুষ্ঠুভাবে উপশম হয়। অথবা বিকল্পে আর্যমার্গ দ্বারা যখন অবশেষে পূর্ণতা আনীত হয়ে সমুচ্ছেদ করে বিচক্ষণতায় প্রবিষ্ট করে, শান্ত করে-এ অর্থে বলা যায়।

১৫১. **সংক্ষেপত** ঃ এখানে ভাবার্থ হলো ঃ ভিক্ষুগণ, কিভাবে, কোন প্রকারে কোন বিধি দ্বারা আনাপান স্মৃতি ভাবিত হলে, কি উপায়ে বৃদ্ধি করলে উভয় শান্ত হয় ?

১৫২. তিনি বলেন, 'অত্র ভিক্ষুগণ ইত্যাদির বিস্তৃতার্থ প্রদত্ত হচ্ছে।'

অত্র, এখানে ভিক্ষুগণ অর্থ একজন ভিক্ষু, ভিক্ষুগণ এ শাসনের ভিক্ষু। এই শব্দ দ্বারা (বুদ্ধ) শাসনে সকল প্রকারে আনাপান স্মৃতি সাধনায় নিরত ব্যক্তিগণের আশ্রিত পূর্বশর্ত বিশেষ (২৬৯) এসব রীতি অন্য শাসনে অস্বীকার করা হয়েছে।[১] সে কারণে বলা হয়েছে ঃ "ভিক্ষুগণ, এখানে একজন যোগী, দ্বিতীয় যোগী, তৃতীয় যোগী, চতুর্থ যোগী বলে উক্ত (M 1-63, A 11-238)। সে কারণে "এ শাসনে একজন ভিক্ষু"- একথা উপরে বর্ণিত হয়েছে।[২]

১৫৩. 'অরণ্যে গত অথবা শূন্যাগারে গত' এখানে বলা হয়েছে : তিনি আনাপান স্মৃতি সাধনার জন্য যথোপযুক্ত স্থান লাভ করেছেন। এসব ভিক্ষুগণের চিত্ত দীর্ঘকাল ধরে দৃশ্যমান রূপাদি আলম্বনে নিবিষ্ট ছিল বিধায় আনাপান স্মৃতি সাধনায় নিবিষ্ট রাখতে চায় না। অবাধ্য গো যুগলযুক্ত রথ যেমন বিপথে চালিত করে। যেমন অবাধ্য গাভির দুধ পান করে বর্ধিত হতে ইচ্ছুক অবাধ্য বাছুরকে দমন করতে গোপালক ধেনু হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে শক্তভাবে স্থাপিত কোন স্তম্ভ বা খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। অত:পর সে গোবৎস এদিক সেদিক দাপাদাপি করে। পরে পলায়ন করতে ব্যর্থ হয়ে সে স্তম্ভের পাশে বসে পড়ে বা শুইয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি দীর্ঘদিন রূপাদি আলম্বনে, রসাদি পানে বর্ধিত দুষ্ট চিত্ত দমনে ইচ্ছুক ভিক্ষু রূপাদি আলম্বন হতে দূরে অরণ্যে বা শূন্যাগারে গিয়ে একাগ্রতারূপ রশি দিয়ে বেঁধে আনান স্মৃতি সমাধি দ্বারা আবদ্ধ রাখেন। সুতরাং তাঁর চিত্ত

তখন এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। পূর্বের আলম্বনে রমিত হওয়ার সুযোগ না পেয়ে এবং সতিরূপ।

রজ্জুছিন্ন করতে না পেরে সেখানে বসে পড়ে বা নুইয়ে পড়ে। উপচার বা অর্পণার প্রভাবে বশীভূত হয়। প্রাচী গণ বলেছেন ঃ

১৫৪. **যথা থম্ভে নিব্বন্ধেয়্য বচ্চং দমং নরোনইধ।**
বান্ধয়্যেবং সকং চিত্তং সতিয়ারম্মণে দলহং।

– নর যথা গোপ বৎসে বাঁধিয়া স্তম্ভেতে
দমন করে বশে রাখে রীতি এ জগতে।
তথারূপ স্বীয় চিত্ত বাঁধি আলম্বনে,
প্রবেশে গভীর দেশে স্মৃতির বন্ধনে।

এরূপে তাঁর স্মৃতি সাধনার আবাসন অনুকূল হয়ে থাকে। সুতরাং উপর্যুক্তে বলা হয়েছে ঃ 'এতে তিনি আনাপান স্মৃতি সাধনার সহায়ক একটি আবাসন লাভ করলেন বোঝানো হয়েছে।

১৫৫. অথবা বিকল্পে, এই আনাপান স্মৃতি সাধনার বিষয় সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম, বুদ্ধ, প্রতেক বুদ্ধ, বিশেষাধিগম বুদ্ধ, শ্রাবকবৃন্দ দৃষ্ট-ধর্ম-সুখ বিহারী হয়েছেন। ইহা প্রতিবেশী গ্রামের পরিবেশে বাস করে অর্জন করার মত সহজ নয়। যাতে নিত্য চার পাশ স্ত্রী, পুরুষ, হস্তী-অশ্ব প্রভৃতির সমাচ্ছন্ন এবং যা সমাধির জন্য কন্টক সদৃশ (AV-135)। পক্ষান্তরে গ্রাম থেকে দূরে স্থিত অরণ্য কোন সাধকের পক্ষে সহজে ধ্যানের এ আলম্বন অনুশীলন করতে পারে এবং আনাপান স্মৃতিতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ করতে পারে। এবং বর্দ্ধিত করে সংস্কার ভাবনা (সংমর্ষণ) করে (নিদর্শনসহ) অর্হত্বফল লাভ করতে পারেন। যে কারণে বুদ্ধ বলেছেন, "অরণ্যে গমন ...... ইত্যাদি দ্বারা অনুকূল বিহার প্রদর্শন করেছেন।

১৫৬. ভগবান বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ গৃহশিল্পী। (D.i-9, 12, iii-87) (270)। যে গৃহ শিল্প বিদ্যায় আচার্য নগর পত্তনের জন্য ভূমি প্রদর্শন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন : 'এখানে নগর পত্তন কর।' যখন নগর প্রস্তুত নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় তখন রাজ পরিবার হতে মহা সম্মান লাভ করেন। তেমনি ভগবান সাধকদের জন্য বিহার অনুকূল কিনা নিরীক্ষা করেন। তারপর নির্দেশ দেন, "তুমি স্বয়ং এখানে কর্মস্থান ভাবনা কর।'

পরবর্তীতে সাধক ধ্যানের বিষয়ে মনোযোগী হল এবং অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। এবং বলা হয় ‘ভগবান সম্বন্ধে সম্বুদ্ধ বটেই।’ এভাবে ভগবান মহাসম্মান লাভ করেন।

১৫৭. এরূপ ভিক্ষুকে একটি চিতা বাঘের সাথে তুলনা করা হয়। যেমন বড় চিতা বাঘের রাজা অরণ্যের গহিন তৃণখণ্ডে বা গহিন বনে বা গহিন শিলাময় পর্বতে ওত পেতে থাকে। এবং (সুযোগ বুঝে) বন্য, পশু, বন্য মোষ, বন্য গরু, বন্য শূকর, মৃগ ইত্যাদি শিকার করে, তদানুরূপ স্মৃতি সাধনায় অরণ্যে নিবিষ্ট ভিক্ষু যথাক্রমে স্রোতাপত্তি, সক্‌দাগামী, অনাগামী, অর্হত্ব মার্গ ও ফল অধিগ্রহণে সফলতা লাভ করা উচিত। এখানে প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

যথাপিং দীপিকো নাম নিলীয়িত্বা গহ্ণতি মিগে,
তথয়েবায়ং বুদ্ধাপুত্তো যুত্তযোগো বিপস্‌সিকো,
অরঞ্‌ঞং পবিসিত্বান গহ্ণাতি ফলমুত্তমন্তি।

– দীপি যথা বধে মৃগ বনে সংগোপনে,
তথারূপ বুদ্ধপুত্র মুক্ত বিদর্শনে,
অরণ্যে প্রবেশ করে গভীর বিস্তর,
গ্রহণ করেন যথা শ্রেষ্ঠ বৃহত্তর।

সে কারণে অগ্রগনকে সম্মুখে স্থান দিয়ে ‘অরণ্যে গমন করে’ ইত্যাদি আবাসনের কথা ভগবান উল্লেখ করেছেন।

১৫৮. অত্র ‘অরণ্যে গমন করে’ যে কোন বনে গমন করে বোঝাতে যে অরণ্য নির্জনে, সুখবাস বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বন বিরাজিত ঃ ‘সীমান্ত স্তম্ভ অতিক্রম করে গমন করে সমস্তই অরণ্য (PS i-176, Vbh-251) এবং একটি বন শয়নাসন ৫০০ ধনু পরিমাণ পশ্চিমে (Vin. vn-183) **বৃক্ষমূলে ঃ** বৃক্ষমূলের চারপাশে। **শূন্যাগার ঃ** শূন্য জায়গায় গিয়ে নির্জনে। এখানে তিনি নির্জনে গমন করেন। অবশ্য এখানে অরণ্য এবং বৃক্ষমূল ব্যতীত অবশেষ সপ্তবিধ শয়নাসন গ্রহণ করলে শূন্যাগার বলে কথিত হবে (২৭১)

১৫৯. এভাবে এতে তিন ঋতুর উপযোগী, ধাতু, চর্যানুকূল এবং আনাপান স্মৃতি সাধনার শয়নাসনের উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন। উপবেশন করে .... ইত্যাদি। নাতিলীন নাতি ঔদ্ধত্য অবস্থায় শান্ত ইর্যাপথ উদ্দেশ

করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন 'পদযুগল আড়াআড়িভাবে রেখে উপবেশন' ইত্যাদি। তারপর উপবেশনে দৃঢ়তার এবং সুখ আশ্বাস প্রশ্বাসের প্রবর্তনের উপায় দেখিয়েছেন।

১৬০. **পদদ্বয় আড়াআড়িভাবে (পদ্মাসন)** ঃ সম্পূর্ণ উরুবদ্ধ হয়ে উপবেশন ঃ ভাজিতাবস্থা বদ্ধাবস্থা হয়ে। দেহ ঋজ্জু করে ঃ মেরুদণ্ডের ১৮ অস্থির পরস্পরের উপর স্থাপন করে কোম৷ হতে উর্দ্ধাংশ খাড়া রেখে। এভাবে উপবেশন করলে তার দেহচর্ম, মাংস এবং স্নস্নায়ু টানটান থাকে। ফলে ক্ষণেক্ষণে উৎপন্ন বেদনা (বদ্ধ বলে) উৎপন্ন হয় না। ইহার ফলে তাঁর চিত্ত একাগ্র হয়, ধ্যানালম্বনে অবসন্নতা আসে না, বৃদ্ধি এবং উন্নতি ঘটে।

১৬১. **কর্মস্থানাভিমুখে স্মৃতি স্থাপন** ঃ [পমুখং সতিং উপটঠানেত্বা] স্থাপন করে (ঠাপয়িত্বা) স্মৃতি (সতিং) আলম্বন সম্মুখে রেখে (কম্মটঠানাভিমুখং)। অথবা বিকল্পে, পটিসম্ভিদায় এর সংজ্ঞা হলো ঃ পরি হচ্ছে নিয়ন্ত্রার্থ (পরিগ্গহ), মুখং (বদন) নির্গমন পথ অর্থে (নিয়ান), সতি প্রতিস্থাপন অর্থে (উপটঠান সে কারণে পরিমুখং সতিং- নির্গমন নয়টির ১৬২. স্মৃতিমান হয়ে তিনি শ্বাসগ্রহণ করেন, স্মৃতিস্থাপন হয়ে তিনি প্রশ্বাস ত্যাগ করেন ঃ এভাবে তিনি উপবেশন করে, স্মৃতি উপস্থাপন করে, ভিক্ষু স্মৃতি পরিত্যাগ না করে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ করে, স্মৃতিমান প্রশ্বাস ত্যাগ করেন, স্মৃতি কর্মকারক বলে গণ্য হয়।

[প্রথম ত্রিকের-শব্দ বিশ্লেষণ:]

১৬৩. ১. দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে স্সতি কর্মকারী পদ্ধতি দেখাতে ইহা বলা হয়েছে। স্মৃতিমান হয়ে তিনি শ্বাস গ্রহণ করেন এবং স্মৃতিমান হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করেন"- ইহা বোঝাতে পটিসম্ভিদায় বলা হয়েছে ঃ **"তিনি ৩২ প্রকারে স্মৃতি কারী "**

(১) দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে তিনি চিত্তের একাগ্রতা এবং শান্তভার অবগত হন, তার মধ্যে স্মৃতি সংস্থাপিত হয়। সে একাগ্রতা এবং সে জ্ঞানে তিনি একজন স্মৃতিকর্মী হন। (২) দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করে তিনি চিত্তের একাগ্রতা এবং শান্তভাব অবগত হয়ে তার মধ্যে স্মৃতি সংস্থাপিত হয়। সে একাগ্রতা এবং সে জ্ঞানে তিনি একজন স্মৃতিকর্মী হন। (৩১) শ্বাস গ্রহণ অনুদর্শন

পরিহার করে (৩২) দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করে তিনি চিত্তের একাগ্রতা এবং শান্তভাব অবগত হয়ে তার মধ্যে স্মৃতি সংস্থাপিত হয়। সে একাগ্রতা এবং সে জ্ঞানে তিনি একজন স্মৃতিকর্মীক হন। (PS. 1-176)

১৬৪. এখানে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ (অস্সসন্তো) বলতে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ উৎপন্ন করে। (২৭২) শ্বাস (অস্সাস) প্রবর্তন করেন, প্রশ্বাস (পস্সাস) শব্দটি হচ্ছে অন্তে প্রবেশ বায়ু। বলে বিনয় অট্ঠকথায় বলা হয়েছে। কিন্তু সুজন্ত অট্ঠকথায় ইহা বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে যখন কোন শিশু মাতৃগর্ভ হতে বের হয়ে আগে যে বায়ু ভেতর থেকে নির্গত হয়। এবং পরে সুখের জন্য মিশ্রিত বায়ু গ্রহণ করেত অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বায়ুতে আঘাত করে নিঃশেষ হয়ে যায়। এই প্রথম অস্সাস এবং পসসাস বলে জ্ঞাতব্য।

১৬৫. কিন্তু এদের দীর্ঘ এবং হ্রস্বতা দীর্ঘ সময় দ্বারা জ্ঞাতব্য। যেমন জল বা বালি যা কোন দীর্ঘ সময়, স্থান পূর্ণ করলে তাকে গভীর জল, গভীর বালি, হ্রস্ব জল, হ্রস্ব বালি বলা হয়। সেরূপ হস্তী এবং সর্পের ক্ষেরে এদের শরীর শ্বাসগ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র ছিল। ধীরে ধীরে গভীরতা পূর্ণ করে। অন্যভাবে তাদের আত্মভাব ধীরে ধীরে পুনরায় নিঃশেষ হয়ে যায়। সে কারণে এদের দীর্ঘ বলা হয়। তারা দ্রুত হ্রস্ব সময়ে নিঃশেষ

১৬৬. হয়ে যায়। তাই এদের হ্রস্ব বলা হয়। মানবের ক্ষেত্রে কেউ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে এবং কেউ দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করে হস্তী সর্পের ন্যায়। কুকুর এবং খরগোশের মতো কেউ হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করে এবং হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করে। সুতরাং এদের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশে পরিভ্রমণে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করে বলে জানতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস পরিভ্রমণে কম সময় অতিবাহিত হলে হ্রস্ব বলে জ্ঞাতব্য।

১৬৭. এখন ‘এ ভিক্ষু নয় প্রকারে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে জানেন, ‘আমি সে শ্বাস গ্রহণও প্রশ্বাস ত্যাগ করছি।’ এরূপ অবগতির কারণে তাঁর মধ্যে এক প্রকার কায়ানু দর্শন ভাবনা সম্পাদিত হয়। পটিসম্ভিদায় উক্ত হয়েছে ঃ

১৬৮. তিনি কিরূপে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করেন ‘আমি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে ‘আমি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করি’ বলে জানেন, দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করে ‘আমি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করি’ বলে জানেন ? ১. দীর্ঘ শ্বাস দীর্ঘকালে গ্রহণ, দীর্ঘ

প্রশ্বাস দীর্ঘকালে ত্যাগ করে ২. সময় পরিমাপ করেন। তিনি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে গ্রহণ ও ত্যাগ সময় পরিমাপ করেন। ৩. এই যে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ গ্রহণ এবং ত্যাগের পরিমাণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। ৪. এই ছন্দের মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘশ্বাস পরিমাণে সূক্ষতর গণনা করা হয়। ৫. এই ছন্দের মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ সূক্ষ্মতর পরিমানে গণনা করা হয়। ৬. এই ছন্দের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করে শ্বাস গ্রহণও প্রশ্বাস ত্যাগ পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমানে পরিমাপ করা হয়। ছরে বশে তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণে পরিমাপ করা হয়। এতে তাঁর মধ্যে প্রমোদ উৎপন্ন হয়। (২৭৩) প্রমোদের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণ পরিমাপে করা হয়। ৮. প্রমোদ্যের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর তরণের পরিমাণ পরিমাপে করা হয়। ৯. প্রমোদের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। এই গ্রহণ এবং ত্যাগের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণ পরিমাপ করার ফলে তাঁর চিত্ত দীর্ঘ বিবর্তিত হয়, উপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নবম উপায়ে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগের মধ্যে কায় বিদ্যমান। এই যে প্রতিট্ঠা তা (ভিত্তি স্থাপন) হচ্ছে স্মৃতি। অনুদর্শন হচ্ছে জ্ঞান, কায় হচ্ছে উপস্থাপন (ভিত্তি), কিন্তু ইহা স্মৃতি নয়। স্মৃতি হচ্ছে উপস্থাপন ও স্মৃতি উভয়। সে স্মৃতি এবং সে জ্ঞান দ্বারা সে কায় অনুদর্শন করে। সে কারণে বলা হয়, কায় অনুদর্শন স্মৃতি উপস্থাপন ভাবনা (D ii-270, PS i-177)।

১৬৯. ২. হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তাতে ব্যতিক্রম বিদ্যমান যখন পূর্বের ক্ষেত্রে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের দীর্ঘ পরিমাপে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে 'হ্রস্ব শ্বাস প্রশ্বাস পরিমাপ হ্রস্ব কালে গ্রহণ বলে বলে উক্ত।' (PS i-182) সুতরাং ইহাকে 'হ্রস্ব' বলে শব্দগুচ্ছ ব্যাখ্যা করা যায়, সে কারণে বলা হয়েছে "কায় অনুদর্শন স্মৃতি উপস্থাপন ভাবনা পর্যন্ত যোজনা করা কর্তব্য। (PS i-183)

১৭০. সুতরাং জ্ঞাতব্য যে, এ ভিক্ষু যখন নয় প্রকারে শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগ সম্বন্ধে অবগত হবেন যেমন দীর্ঘকাল বশে এবং হ্রস্বকাল বশে সর্ব প্রকারে

শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে “দীর্ঘ শ্বাসকে দীর্ঘশ্বাস, হ্রস্ব শ্বাসকে হ্রস্ব বলে জানেন। এভাবে যখন জ্ঞাত হওয়া যায় ঃ

দীঘো রস্‌সো চ অস্‌সসো, পস্‌সসোপি চ তাদি সো,
চত্তারো বন্না বতন্তি, নাসিকগ্‌গেব ভিক্‌খুনোতি।

– দীর্ঘতর হ্রস্বতর উভয়তর জানে,
শ্বাস গ্রহণ প্রশ্বাস ত্যাগ কর সযতনে
এই রূপে চারিপ্রকার ঘটে নিয়ন্তর,
ভিক্ষুর নাসিকা যে চলে দিনান্তর।

১৭১. ৩. তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ নেন, ‘আমি সর্বকায় সংবেদন শীল হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব প্রশ্বাস ত্যাগ করব। তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, সর্বকায় সংবেদনশীল হয়ে, জ্ঞাত হয়ে সকল শ্বাস কামের আদি, মধ্য এবং শ্বাস গ্রহণ করব বলে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি এরূপে শিক্ষা নেন ‘আমি সর্বকায় সংবেদনশীল হয়ে সব প্রশ্বাস কায়ের আদি, মধ্য ও অন্ত জ্ঞাত হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব’ বলে শিক্ষা করেন। এসবে বিদিত হয়ে, স্পষ্ট করে, জ্ঞানযুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন, একারণে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করব বলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৭২. যদি কোন ভিক্ষু শ্বাস কায়ে অথবা প্রশ্বাস কায়ে অণুগুলো পরিব্যাপ্ত করে আদি স্পষ্ট হয় এবং মধ্য ও অন্ত স্পষ্ট হয় না, সে (ভিক্ষু) আদি পরিগ্রহণ করে মধ্য ও অন্ত কষ্টকর হয়। অন্য ভিক্ষুর বেলায় মধ্যে স্পষ্ট হয়, আদি ও অন্ত স্পষ্ট হয় না, সে ভিক্ষু কেবল মধ্য গ্রহণ করে, আদিও অন্ত কষ্টকর হয়। অপর কোন ভিক্ষুর বেলায় অন্ত স্পষ্ট হয়, আদি ও মধ্য স্পষ্ট হয় না ; সে ভিক্ষু কেবল অন্তে গ্রহণ করে (২৭৪) আদি ও মধ্য কষ্টকর হয়। যদিও অপরের পক্ষে সকল স্তর স্পষ্ট, সে সকলস্তর পরিগ্রহণ করতে সমর্থ হয়, কোথাও কৃষ্ট হয় না। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত ভিক্ষুর মতো হওয়া কর্তব্য। তিনি বলেন, তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ নেন, “আমি শ্বাস গ্রহণ প্রশ্বাস ত্যাগ করে সর্বকায় সংবেদনশীল হব।”

১৭৩. এখানে প্রশিক্ষণ নেন (সিক্‌খতি) : তিনি ঘর্ষণ করেন, তিনি প্রচেষ্টা করেন এভাবে, অথবা এখানে যে সংবর তা অধিশীল শিক্ষা। তার যে সমাপ্তি তা অধিচিত্ত শিক্ষা। এবং এখানে যে প্রজ্ঞা তা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। (PS. i-

প্রশ্বাস দীর্ঘকালে ত্যাগ করে ২. সময় পরিমাপ করেন। তিনি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে গ্রহণ ও ত্যাগ সময় পরিমাপ করেন। ৩. এই যে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ গ্রহণ এবং ত্যাগের পরিমাণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। ৪. এই ছন্দের মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘশ্বাস পরিমাণে সূক্ষতর গণনা করা হয়। ৫. এই ছন্দের মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ সূক্ষ্মতর পরিমানে গণনা করা হয়। ৬. এই ছন্দের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করে শ্বাস গ্রহণও প্রশ্বাস ত্যাগ পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমানে পরিমাপ করা হয়। ছরে বশে তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণে পরিমাপ করা হয়। এতে তাঁর মধ্যে প্রমোদ উৎপন্ন হয়। (২৭৩) প্রমোদের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণ পরিমাপে করা হয়। ৮. প্রমোদ্যের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর তরণের পরিমাণ পরিমাপে করা হয়। ৯. প্রমোদের মাধ্যমে তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। এই গ্রহণ এবং ত্যাগের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণ পরিমাপ করার ফলে তাঁর চিত্ত দীর্ঘ বিবর্তিত হয়, উপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নবম উপায়ে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগের মধ্যে কায় বিদ্যমান। এই যে প্রতিট্‌ঠা তা (ভিত্তি স্থাপন) হচ্ছে স্মৃতি। অনুদর্শন হচ্ছে জ্ঞান, কায় হচ্ছে উপস্থাপন (ভিত্তি), কিন্তু ইহা স্মৃতি নয়। স্মৃতি হচ্ছে উপস্থাপন ও স্মৃতি উভয়। সে স্মৃতি এবং সে জ্ঞান দ্বারা সে কায় অনুদর্শন করে। সে কারণে বলা হয়, কায় অনুদর্শন স্মৃতি উপস্থাপন ভাবনা (D ii-270, PS i-177)।

১৬৯. ২. হ্রস্ব শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তাতে ব্যতিক্রম বিদ্যমান যখন পূর্বের ক্ষেত্রে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের দীর্ঘ পরিমাপে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে 'হ্রস্ব শ্বাস প্রশ্বাস পরিমাপ হ্রস্ব কালে গ্রহণ বলে বলে উক্ত।' (PS i-182) সুতরাং ইহাকে 'হ্রস্ব' বলে শব্দগুচ্চ ব্যাখ্যা করা যায়, সে কারণে বলা হয়েছে "কায় অনুদর্শন স্মৃতি উপস্থাপন ভাবনা পর্যন্ত যোজনা করা কর্তব্য। (PS i-183)

১৭০. সুতরাং জ্ঞাতব্য যে, এ ভিক্ষু যখন নয় প্রকারে শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগ সম্বন্ধে অবগত হবেন যেমন দীর্ঘকাল বশে এবং হ্রস্বকাল বশে সর্ব প্রকারে

শ্বাস-প্রশ্বাস জেনে "দীর্ঘ শ্বাসকে দীর্ঘশ্বাস, হ্রস্ব শ্বাসকে হ্রস্ব বলে জানেন। এভাবে যখন জ্ঞাত হওয়া যায় ঃ

দীঘো রস্‌সো চ অস্‌সসো, পস্‌সসোপি চ তাদি সো,
চত্তারো বন্না বতন্তি, নাসিকগ্‌গেব ভিক্‌খুনোতি।

– দীর্ঘতর হ্রস্বতর উভয়তর জানে,
শ্বাস গ্রহণ প্রশ্বাস ত্যাগ কর সযতনে
এই রূপে চারিপ্রকার ঘটে নিয়ন্তর,
ভিক্ষুর নাসিকা যে চলে দিনান্তর।

১৭১. ৩. তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ নেন, 'আমি সর্বকায় সংবেদন শীল হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব প্রশ্বাস ত্যাগ করব। তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, সর্বকায় সংবেদনশীল হয়ে, জ্ঞাত হয়ে সকল শ্বাস কামের আদি, মধ্য এবং শ্বাস গ্রহণ করব বলে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি এরূপে শিক্ষা নেন 'আমি সর্বকায় সংবেদনশীল হয়ে সব প্রশ্বাস কায়ের আদি, মধ্য ও অন্ত জ্ঞাত হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করব' বলে শিক্ষা করেন। এসবে বিদিত হয়ে, স্পষ্ট করে, জ্ঞানযুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন, একারণে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করব বলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৭২. যদি কোন ভিক্ষু শ্বাস কায়ে অথবা প্রশ্বাস কায়ে অণুগুলো পরিব্যাপ্ত করে আদি স্পষ্ট হয় এবং মধ্য ও অন্ত স্পষ্ট হয় না, সে (ভিক্ষু) আদি পরিগ্রহণ করে মধ্য ও অন্ত কষ্টকর হয়। অন্য ভিক্ষুর বেলায় মধ্যে স্পষ্ট হয়, আদি ও অন্ত স্পষ্ট হয় না, সে ভিক্ষু কেবল মধ্য গ্রহণ করে, আদিও অন্ত কষ্টকর হয়। অপর কোন ভিক্ষুর বেলায় অন্ত স্পষ্ট হয়, আদি ও মধ্য স্পষ্ট হয় না ; সে ভিক্ষু কেবল অন্তে গ্রহণ করে (২৭৪) আদি ও মধ্য কষ্টকর হয়। যদিও অপরের পক্ষে সকল স্তর স্পষ্ট, সে সকলস্তর পরিগ্রহণ করতে সমর্থ হয়, কোথাও কৃষ্ট হয় না। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত ভিক্ষুর মতো হওয়া কর্তব্য। তিনি বলেন, তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ নেন, "আমি শ্বাস গ্রহণ প্রশ্বাস ত্যাগ করে সর্বকায় সংবেদনশীল হব।"

১৭৩. এখানে প্রশিক্ষণ নেন (সিক্‌খতি) : তিনি ঘর্ষণ করেন, তিনি প্রচেষ্টা করেন এভাবে, অথবা এখানে যে সংবর তা অধিশীল শিক্ষা। তার যে সমাপ্তি তা অধিচিত্ত শিক্ষা। এবং এখানে যে প্রজ্ঞা তা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। (PS. i-

184) এখানে এ তিন প্রকার শিক্ষা তিনি সে আলম্বনে, সে স্মৃতি এবং সে মনোযোগ দ্বারা তিনি শিক্ষা করেন, পুনরাবৃত্তি করেন, ভাবেন, পুনঃপুনঃ অনুশীলন করেন। এখানে ইহাই এর অর্থ জ্ঞাপক।

১৭৪. এখানে অর্থমাংশে নাকের (১) এবং (২) পূর্বানুরূপ শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ ছাড়া অন্য কিছু কর্তব্য নয়। আত্ম নিয়োগের পর হতে জ্ঞানোদয় পর্যন্ত। মূলে বর্তমান এখানে ব্যবহৃত হয়েছে "তিনি জানেন, "আমি শ্বাস তিনি জানেন, "আমি প্রশ্বাস ত্যাগ করি। কিন্তু ভবিষ্যৎকালে অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে, "আমি সর্বকায় সংবেদনশীল হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব।" এতে জ্ঞাতব্য যে, জ্ঞান ইত্যাদি প্রত্যাশা করে হয়েছে গ্রহণের পরমুহূর্তে।

১৭৫. তিনি এভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন, "আমি শ্বাস গ্রহণ করব, আমি প্রশ্বাস ত্যাগ করব কায় সংস্কার সুস্থির করে শ্বাস গ্রহণ করব তিনি এভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন, "আমি শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করব কায় সুস্থির সম্পূর্ণ সুস্থির, দমন, স্থিতি, স্থুল কায় সংস্কার ভাবে।৫

১৭৬. এখানে সূক্ষ্ম, স্থুল এবং সুস্থিরতা (প্রগতিশীল) বলে জ্ঞাতব্য। কোন ভিক্ষু তাঁর ধ্যানের পূর্বাবস্থায়, আলম্বন গ্রহণের পূর্বে, তাঁর কায়-চিত্ত বিরক্তিকর ছিল। সে কারণে এগুলো স্থূল বলা হয়। কায় চিত্তের স্থুলত্বের কারণে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগও স্থুল হয়। এসব শ্বাস প্রশ্বাস বলবত্তর হয়ে প্রবর্তিত হয়, তার নাসারন্ধ্র শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্ষম হয়; মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু তার কায় এবং চিত্ত শান্ত এবং স্থির হয়ে যায় যখন তার কায়-চিত্ত কর্মক্ষম হয় (দেখা যায়)। যখন এসব স্থির থাকে তখন শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ এত শান্তভাবে সংঘটিত হয় যে, উহা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে কি নাই অনুসন্ধান করতে হয়।

১৭৭. ধরা যাক, কোন লোক দৌড়ের পর বা পর্বত হতে অবতরণ করে অথবা মাথা হতে বিরাট বোঝা অপসারণ করার পর তার শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ স্থল এবং নাসারন্ধ্র শ্বাস-প্রশ্বাসের পক্ষে অপর্যাপ্ত এবং মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু যখন তার পরিশ্রম বিনোদন হয়,সুস্নান ও পানাদি সমাপন করে, বুকের উপর আছে বস্ত্র স্থাপন করে এবং শীতল ছায়ায় শুয়ে পড়ে, তখন তার শ্বাস প্রশ্বাস সূক্ষ্মতর হয়। (২৭৫) এত সূক্ষ্মতর হয় যে, তা তার মধ্যে আছে কিনা নিরীক্ষা (অনুসন্ধান) করতে

কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে পূর্বে সে ভিক্ষুর প্রাক্তন অবস্থার আলম্বন গ্রহণের পূর্বে কায়-চিত্ত আছে কি না তাকে অনুসন্ধান করতে হয়েছিল।

১৭৮. তার কারণ কি ? যেহেতু প্রাক্তন অবস্থায়, যখন তাঁর মধ্যে কোন স্থির দৃষ্টি পরিগৃহীত ছিল না বলে এখন তা আলোচ্য নয়, তাঁর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, কোন মনোযোগ নেই, কোন প্রত্যবেক্ষণ নেই, যা "আমি (প্রগতির সাথে) প্রত্যেকটি স্থুলতর কায় সংস্কার শান্ত ভাবাপন্ন হচ্ছি। কিন্তু যখন পরিগৃহীত তখন থাকে। সুতরাং যখন তাঁর কায় সংস্কার পরিগৃহীত কাল হতে পরিগ্রহণ কালে কায় সংস্কার সূক্ষ্ম হয়। সে কারণে প্রাচীনগণ বলেন ঃ

সারদ্ধে কায়ে চিত্তে চ অধিমুত্তং পবত্ততি
অসরেদ্ধমিহ্ কায়মিহ সুখুমেং হোতি সম্পবত্ততীতি।

– কায় চিত্তে থাকে সদা বিশৃঙ্খল প্রবণ,
অত:পর উপচার উদিত মহান।
কিন্তু যদা কায় থাকে নির্বিঘ্ন নিস্তার,
অতপর শান্তভাব উদয় বিস্তর।

১৭৯. সংস্কার আলম্বন পরিগ্রহ কালে স্থুল হয়। তুলনামূলকভাবে উপচার প্রথম ধ্যানে শান্ত, (সূক্ষ্ম) হয়। স্থূলও হয়ে থাকে। প্রথম ধ্যানের তুলনায় সূক্ষ্ম (লাভ) হয়। দ্বিতীয় ধ্যানের উপচারে স্থূল হয়। দ্বিতীয় ধ্যানে সূক্ষ্ম হয়। দ্বিতীয়-তৃতীয় ধ্যানে উপচারে স্থূল হয়। তৃতীয় ধ্যানে অতি সূক্ষ্ম হয়, তৃতীয়-চতুর্থ ধ্যানে উপরে স্থূল হয়। চতুর্থ ধ্যানে উপচারে স্থূল হয়, এবং চতুর্থ ধ্যানে অতিশয় সূক্ষ্ম হয় যে, নিরোধ সমাপত্তিতে উপনীত হয়। ইহা দীর্ঘ ভানক এবং সংযুক্ত ভানকদের অভিমত। কিন্তু মধ্যম ভানকগণের মতে, "নিম্নের ধ্যান হতে উপরের ধ্যানে উপচার সূক্ষ্মতর হয়ে থাকে। তা নিম্নরূপ ঃ প্রথম ধ্যানে স্থূল, দ্বিতীয় ধ্যানের উপচারে সূক্ষ্ম (তুলনামুলক ভাবে নিচের থেকে উপরের)। কিন্তু সকলের অভিমত যে, কর্মস্থান গ্রহণের পূর্বে প্রবর্তিত কায় সংস্কার পরিগ্রহণের সময় প্রশান্ত হয়। এবং প্রথম ধ্যানের উপচারে কায় সংস্কার কর্মস্থান গ্রহণের সময় প্রশান্ত হয় এবং চতুর্থ ধ্যানের উপচারে প্রবর্তিত কায় সংস্কার চতুর্থ ধ্যানের সময় প্রশান্ত হয়। ইহাই শমথ ধ্যানের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা পদ্ধতি।

১৮০. কিন্তু বিদর্শনের ক্ষেত্রে, কর্মস্থান অপরিগ্রহণের পূর্বে কায় সংস্কার স্থূল হয়। পরিগ্রহণের সময় মহাভূত (তুলনামূলক ভাবে) সূক্ষ্ম হয়। উহা স্থুলও হয় পরিগ্রহ কালে উপাদারূপ সকল সূক্ষ্ম হয়। তাহাও স্থুল হয়। রূপ এবং অরূপ পরিগ্রহ কালে সূক্ষ্ম হয়। তা স্থুলও হয়। প্রত্যয়সহ নাম রূপ দর্শনে সূক্ষ্ম হয়। তা স্থুল হয় এবং বিদর্শনে (অনিত্য ইত্যাদি) আলম্বন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে সূক্ষ্ম হয়। তা স্থুলও হয় দুর্বল বিদর্শনে। বলবত্তব বিদর্শনে সূক্ষ্ম হয়। এখানে পরবর্তী শান্তভাব পূর্ববর্তী শান্তভাব (সম্পর্কিত) বলে জ্ঞাতব্য। এখানে স্থল এবং সূক্ষ্মাবস্থা এবং (প্রগতি) শান্তভাব এরূপে জ্ঞাতব্য। (২৭৬)

১৮১. পটিসম্ভিদায় প্রতিবাদসহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং অর্থবোধ এভাবে প্রদত্ত হয়েছে ঃ

ইহা কিরূপে এভাবে প্রশিক্ষণ দেয় যে, "আমি শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করব কায় সংস্কার সমূহ কিরূপে ? কায় সংস্কার সমূহ কিরূপ? সমস্ত শরীর অনুভবে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ ও দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ এদেহের দেহ পরিবেষ্টিত, কায় সংস্কার। এসব সংস্কারকে প্রশান্ত, নিরোধ ও উপশম করার জন্য তিনি প্রশিক্ষণ দেন।

যেখানে এরূপ কায় সংস্কার বিদ্যমান, সেখানে কায়ের আনমনা, বিনমনা, সংনমনা, প্রণমনা, ইঞ্জনা, স্পন্দনা, চলনা, কম্পনা বিদ্যমান। এরূপ কায় সংস্কার প্রশান্ত করতে তিনি এভাবে শিক্ষা করেন, "আমি কায় সংস্কার প্রশান্ত করতে শ্বাস গ্রহণ করব" তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন, "আমি কায় সংস্কার প্রশান্ত করতে প্রশ্বাস ত্যাগ করব, যেখানে এরূপ কায় সংস্কার বিদ্যমান এবং যেখানে কামের আনমনা হয় না, বিমননা হয় না, সংমননা হয় না, পনমনা হয়না, অনিঞ্জনা, অস্পন্দনা, অচলনা, অকম্পনা বিহীন, শান্ত, সূক্ষ্ম কাম সংস্কার প্রশান্ত করতে তিনি শিক্ষা করেন," আমি কায় প্রশান্ত করতে শ্বাস গ্রহণ করব তিনি শিক্ষা করেন, 'আমি কায় সংস্কার প্রশান্ত করতে প্রশ্বাস ত্যাগ করব।'

১৮২. (প্রতিবাদ) সুতরাং তিনি শিক্ষা করেন এভাবে, "আমি কায় সংস্কার প্রশান্ত করতে শ্বাস গ্রহণ করি।" তিনি শিক্ষা করেন, 'আমি কায় সংস্কার প্রশান্ত করতে প্রশ্বাস ত্যাগ করি।' এরূপ হলে বায়ুর উৎপাদন প্রভাব থাকে না, শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগের মধ্যে বায়ুর কোন প্রভাব উৎপাদন

সচেতনতা থাকে না। আনাপান স্মৃতির ও কোন প্রভাব থাকে না। পরিণামে বিজ্ঞজনেরা যে অর্জন ধ্যান হতে উত্থান কিংবা প্রস্থানও করেন না।

১৮৩. অতঃপর তিনি এভাবে শিক্ষা করেন, 'আমি কায় সংস্কার প্রশান্ত, করে শ্বাস গ্রহণ করব'- তিনি শিক্ষা করেন, 'আমি কাম সংস্কার প্রশান্ত করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব। তা হলে বায়োপলব্ধির প্রভাব থাকে এবং শ্বাস গ্রহণে বায়োপলব্ধির প্রভাব থাকে এবং প্রশ্বাস ত্যাগে বায়োপলব্ধির প্রভাব থাকে এবং আনাপান স্মৃতি উপলব্ধির প্রভাব থাকে এবং আনাপান স্মৃতির মাধ্যমে স্মৃতি ভাবনা প্রভাব হয়ে থাকে। এবং পরিণামে পণ্ডিতগণ সে অর্জন ধ্যান হতে অবস্থান কিংবা প্রস্থান করেন।'

১৮৪. কিসের ন্যায় ? যেমন কংসে আঘাত করলে প্রথমে বড় শব্দ সৃষ্টি করে এবং স্মৃতি প্রবর্তন করে। কারণ বড় শব্দের নিমিত্ত সুবোধ্য, সুস্থিত, সুদৃষ্ট এবং যখন বড় শব্দ স্তব্ধ হয় তখন পরে সূক্ষ্ম শব্দ সৃষ্ট হয় এবং স্মৃতি প্রবর্তন করে। কারণ সে সূক্ষ্ম শব্দ নিমিত্ত সুবোধ্য, সুস্থিত, সুদৃষ্ট এবং যখন সূক্ষ্ম শব্দ স্তব্ধ হয় তখন (২৭৭) পরে সূক্ষ্ম শব্দের নিমিত্ত আলম্বনের কারণে চিত্ত প্রবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে প্রথমে স্থুলশ্বাস গ্রহণ এবং স্থুল প্রশ্বাস ত্যাগ সংঘটিত হয়। (চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না।) কারণ স্থুল শ্বাস গ্রহণ এবং স্থুল প্রশ্বাস ত্যাগ সুগৃহীত, সুবোধ্য, সৃস্থত এবং সুদৃষ্ট। যখন স্থুল শ্বাস গ্রহণ এবং স্থুল প্রশ্বাস ত্যাগ স্তব্ধ হয়ে যায়, পরে অত:পর শ্বাস গ্রহণ এবং সূক্ষ্ম প্রশ্বাস ত্যাগ প্রবর্তিত হয়। (চিত্ত কোনরূপ বিক্ষিপ্ত হয় না) এবং কারণ স্থূল শ্বাস গ্রহণ এবং স্থূল প্রশ্বাস ত্যাগ সুগৃহীত, সুবোধ্য, সুস্থিত এবং সুদৃষ্ট। এবং যখন সূক্ষ্ম শ্বাস গ্রহণ এবং সূক্ষ্ম প্রশ্বাস ত্যাগ স্তব্ধ হয়ে যায়, পরে অত:পর চিত্ত কোনরূপ বিক্ষিপ্ত হয় না। কারণ সূক্ষ্ম শ্বাস গ্রহণ সূক্ষ্ম প্রশ্বাস ত্যাগ নিমিত্ত বিদ্যমান। এরূপ সম্পন্ন হলে, বায়োপলব্ধি ও প্রভাব বিস্তার হয়ে থাকে। তাতে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এবং এতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগে আনান স্মৃতির প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পরিণামে পণ্ডিতগণ সে অর্জন থেকেই সমাধিতে প্রবেশ কিংবা প্রস্থান করে থাকেন।

১৮৫. শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগের ভেতর কায় সংস্কারকে ন্যায় বলে প্রশান্তি জন্মে। তাতে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে স্মৃতি উপস্থাপন। ধ্যানই হচ্ছে প্রজ্ঞা। কাম

হচ্ছে ভিত্তি (প্রতিট্‌ঠা), কিন্তু স্মৃতি নয়, স্মৃতি হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা এবং স্মৃতি উভয়ই। ইহার অর্থ হচ্ছে- স্মৃতি এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি ঐ কায়েতে ধ্যান করেন। তার কারণ কি ? কায়কে কায়রূপে স্মৃতি উপস্থাপন করে যে ভাবনা তা কায়ানুদর্শন স্মৃতি ভাবনা (PS. I-184-6)।

প্রথম চতুষ্কের মধ্যে ইহা কায়ানুদর্শনে প্রথম ধারাবাহিক শব্দার্থ বর্ণনা।

[সম্প্রসারণ পদ্ধতি ঃ]

১৮৬. শমথ ভাবনায় প্রথম চতুষ্কে (প্রারম্ভিকের জন্য) কর্মস্থান সৃস্থিত। কিন্তু অপর তিন চতুষ্কে ক্রমানুসারে প্রদত্ত হয়েছে ধ্যান বশে বিত্তের স্বভাব এবং বিচত্তালম্বনে। যিনি প্রথম চতুষ্ক ধ্যানে আরুঢ় তাঁর পক্ষে শুধু প্রযোজ্য। সুতরাং কোন কুলপুত্র, প্রথম ভাবনাকারী যদি শমথ ভাবনায় অগ্রসর হতে ইচ্ছা করেন এবং বিদর্শন ভাবনায় (শ্বাস-প্রশ্বাসে) আনাপান স্মৃতিকে ভিত্তি করে চতুর্থ ধ্যান প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্বে উপনীত হতে চান তবে তাঁকে শীল বিশুদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কিত কর্ম সম্পাদন করতে হয়। ইহা পূর্বাহ্নে বর্ণিত হয়েছে। অত:পর পূর্বে উক্ত ধ্যানাচার্যের নিকট হতে কর্মস্থান বিষয়ে পাঁচটি স্তর শিক্ষা করবেন।

১৮৭. সে পাঁচটি স্তর হচ্ছে ঃ উদগ্রহণ, প্রশ্নকরণ, উপস্থাপনা, অর্পণা এবং বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ)।

এখানে, উদগ্রহণ হচ্ছে শিক্ষা, কর্মস্থান শিক্ষা গ্রহণ। প্রশ্নকরণ হচ্ছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা, কর্মস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। উপস্থাপন হচ্ছে কর্মস্থানের প্রতিট্‌ঠা। অর্পণা হচ্ছে (২৭৮) কর্মস্থানের মধ্যে প্রবেশ এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কর্মস্থানের চরিত্র (লক্ষণ)। উহাতে বোঝা যায় যে, কর্মস্থানের (ধ্যানের বিষয়) নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট করণ। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যঃ 'এ কর্মস্থানের এরূপ বৈশিষ্ট্য।' কর্মস্থান বা ধ্যানের বিষয়ে এরূপ পাঁচটি স্তরে বিভাজিত করে গ্রহণ করলে নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন না কিংবা আচার্যের বিরতি ভাজন হল না।

সুতরাং কর্মস্থান আনাপান স্মৃতি ভাবনা গ্রহণ প্রদান করে তিনি আচার্যের সাথে কিংবা অন্যায় শয়নাসনে বসে মনোনিবেশ করেন। আবাস সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। পাঁচ প্রকার স্তরে বিভক্ত শিক্ষাস্তর অনুসরণ করেন এভাবে ঃ এক সময়ে স্বল্প বিস্তারকাল এবং দীর্ঘ বিস্তারকাল ইহা মনোময় আবৃত্তি করেন। তিনি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রতিবন্ধক অপসারণ করেন। তিনি

রোজন ও ভোজনজনিত অবসাদ বিনোদন করে সুখাসনে উপবেশন করেন। অতপর আচার্য থেকে প্রশিক্ষিত কোন বিষয়ে একটি শব্দেও বিভ্রান্ত না হয়ে নিশ্চিত হতে হবে। তিনি ত্রিরত্নের গুণানুস্মরণে নিজের মনকে হাস্যোজ্জ্বল করবেন।

১৮৯. মনোযোগ যোগ্য স্তনগুলো হচ্ছে ঃ

গণনা অনুবন্ধনা, ফুসনা ঠপনা সল্লক্খনা
বিরটনা পারিসুদ্ধি তেমত পতিপস্সনাতি।

– গণনাতে বাঁধ চিত্ত অনুবন্ধন আর,
স্পর্শনে রাখ চিত্ত প্রতিস্থাপনে আর,
আরত রাখ দৃশ্যপটেচিত্ত বিবর্তনে,
রাখ আরত বিশুদ্ধিতে চিত্ত প্রত্যবেক্ষন

অথবা (যে কোন ১টি)

১. গণনায় ২. সম্বন্ধে ৩. স্পর্শনে ৪. স্থাপনায় ৫. অনুবেক্ষণ ৬. বিবর্তনে ৭. বিশুদ্ধিতে এবং ৮. প্রত্যবেক্ষনে।

এখানে গণাই গণনা করা। সম্বন্ধ প্রতিনিয়ত বিদ্যমান, স্পর্শ না হচ্ছে যেখানে পাক প্রশ্বাস স্পর্শ করে। প্রতিস্থাপন হচ্ছে অপর্ণা অবেক্ষণ হচ্ছে বিদর্শন। বিবর্তন হচ্ছে মার্গ। বিশুদ্ধি হচ্ছে বিশুদ্ধিতা। এবং প্রত্যবেক্ষণ হচ্ছে পর্যালোচনা।

১৯০. ১. যে গৃহপতিগণ আদি কর্মিক প্রথম ধ্যানে বসবেন, তিনি প্রথমে গণনার মাধ্যমে কর্মস্থানে মনোযোগ দেবে না এবং গণনার সময় পাঁচ বারের কম অথবা দশ বারের বেশি গণনা করে, থামা উচিত নয়। এ গণনায় খণ্ড গগণা থাকবে না। পাঁচের কমে খণ্ড গণনায় ধ্যান বাধাগ্রস্থ হলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যেমন কোন খোয়াড়ে আবদ্ধ গরুর পাল। গণনায় দশ অতিক্রম করলে চিত্তোৎপাদ হয়ে থাকে খণ্ড অনুক্রম গণনা করলে ধ্যানের কর্মস্থান পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো কিনা বিস্ময় জাগে। সুতরাং তাঁকে উক্ত ভ্রান্তি ব্যতিরেকে গণনা করা উচিত।

১৯১. গণনার সময় প্রথমে আস্তে আস্তে গণনা করা উচিত। দেরিতে ধ্যান গণনার ন্যায়। ধান মাপক যেমন পরিমাপকে (আড়িতে) ধান ভর্তি করতে করতে 'এক' বলে অন্যত্র ঢেলে রাখে তা খালি করে এবং যদি পুনরায় পরিমাপকে

ধান পুরাতে গিয়ে যদি কোন আবর্জনা দৃষ্ট হয় তা ফেলতে ফেলতে ‘এক’ ‘এক’ বলে। তেমনি ‘দুই’ ‘দুই’ বলতে বলতে ও পূর্বানুরূপ করা কর্তব্য। সুতরাং শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস ত্যাগের সময় যেটি খুব স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয় তা দিয়ে ‘এক’ ‘এক’ বলে আরম্ভ করা উচিত (২৭৯) এবং প্রত্যেকটি যেভাবে ঘটছে যেভাবে লক্ষ্য করে ‘দশ’ ‘দশ’ বলে গণনা করা উচিত।

১৯২. এভাবে গণনা করার ফলে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগে ভিতর গমন এবং বর্হিগমন যেভাবে হয় তা সুস্পষ্ট হয়। তারপর তিনি ধান্য পরিমাপকের মত আস্তে আস্তে গণনা পরিহার করতে পারেন। গোপালকের ন্যায় দ্রুত গণনা করবেন। যেমন কোন গোপনের পকেটে নুড়ি নিয়ে সকালে খোয়াড়ে যায়। বেত্র হাতে দরজার চৌকাঠে বসে দরজায় আসলে গরুগুলোর পিঠে খোঁচা দিয়ে সে প্রত্যেকটি এভাবে গনে ‘এক’ দুই করে প্রত্যেকটি গরুর জন্য একটি করে নুড়ি পকেটে ফেলে। এবং গোয়াল ঘরের গরুগুলো ত্রিযাম রাত্রি জড়সড় হয়ে দুঃখবাস করার পর দ্রুত বের হয়ে পড়ে দলবদ্ধ হয়ে। সে কারণে গোপালক তাড়াতাড়ি অগ্রে বের হয়ে পড়ে এবং সে দ্রুত গণনা করে ‘তিন, চার, পাঁচ করে দশ পর্যন্ত। এভাবে পূর্ব পদ্ধতিতে গণনা করতে গিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ সুস্পষ্ট তা এখন দ্রুত ও বারবার স্থানান্তর করে।

১৯৩. তা অবগত হয়ে সেগুলো অন্ত বাহির গ্রহণ না করে দ্রুততার সাথে স্থানান্তকরণ কর্তব্য কিন্তু তার নাসপুটের দ্বারে পৌঁছা উপলব্ধি করে এভাবে গণনা এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত .... আট .... নয় ..... দশ। যতক্ষণ পর্যন্ত গণনার সাথে কর্মস্থান ভাবনা জড়িত থাকে ততক্ষণ গণনার সাহায্যে চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে। হালের সাহায্যে নৌকা যেমন প্রচণ্ড স্রোতেও অটল থাকে তেমনি।

১৯৪. যখন তিনি দ্রুত গণনা করেন, তখন কর্মস্থান নিরবচ্ছিন্ন গতিতে তাঁর নিকট প্রতিভাত হয়। নিরবচ্ছিন্ন গতি উপলব্ধি করে তিনি তাঁর দেহের বাইরে কিংবা ভিতরে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিদান না করে পূর্বমতে দ্রুত গণনা করা কর্তব্য। বহির্গমন বায়ুর সাথে চিত্ত বহির্গমন হলে বাহিরের নানাবিধ আলম্বনে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যা হোক, তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসে স্পৃষ্টস্থানে চিত্ত নিবন্ধ করতে পারলে ভাবনা (সাধনা) সিদ্ধ হয়। সে কারণে উক্ত

(উপরোক্ত) হয়েছে "ভিতরে অথবা বাহিরে বায়ুর কার্যকারিতা গ্রহণ না করে পূর্বানুরূপ দ্রুততার সাথে গ্রহণ করা উচিত।"

১৯৫. কিন্তু তিনি কতক্ষণ পর্যন্ত গণনা করবেন ? যতক্ষণ পর্যন্ত বিনা গণনায় শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগে আলম্বনে চিত্ত সংস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত [২৪০]। বাইরের সৃষ্টি বিতর্ক বিচ্ছেদ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের আলম্বনে স্মৃতি সংস্থাপনই গণনার উদ্দেশ্যে।

১৯৬. ২. গণনার মাধ্যমে এভাবে এতে মনোযোগ দিয়ে তাঁকে সম্পর্ক বিধান করা উচিত। গণনা পরিহার করে শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতি নিরবচ্ছিন্নভাবে নিবদ্ধ করা হলো সম্পর্ক। তা আদি মধ্য পর্যাবসানে অনুগমন নয়।

১৯৭. নাভি হতে উৎপন্ন বায়ু আদি। হৃদয় হচ্ছে মধ্যে এবং নাকের অগ্রভাগ হচ্ছে অন্ত। নাসাগ্র দিয়ে আদিতে বায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, হৃদয় হচ্ছে মধ্য এবং নাভি হচ্ছে অন্ত। এভাবে অনুসরণ করার ফলে অনান্তি এবং উদ্বেগ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তদানুসারে উক্ত হয়েছে; 'শ্বাস-গ্রহণকালে যখন তিনি আদি, মধ্য ও অন্তে স্মৃতি সহকারে অনুগমন করেন তাঁর চিত্তবিক্ষিপ্তের জন্য কায় এবং চিত্ত উভয় অশান্ত, উদ্বেগ এবং নড়বড়ে হয়। প্রশ্বাস ত্যাগকালে যখন তিনি আদি, মধ্য ও অন্তে স্মৃতিসহকারে অনুগমন করেন, তখন তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ততাঁর জন্য কায়-চিত্ত উভয় অশান্তি উদ্বেগ এবং নড়বড়ে হয়। [PS i-165] (৩-৪) সুতরাং সম্পর্ক দ্বারা যখন তিনি এতে মনোযোগ দেন তখন তিনি আদি, মধ্য অন্ত বশে স্মৃতি দ্বারা অনুগমন করা কর্তব্য নয়। অধিকন্তু স্পর্শ এবং স্থিরতা দ্বারা স্মৃতি করা উচিত।

১৯৮.অনুবন্ধন থেকে গণনা পৃথক বলে এবং স্থিরতা থেকে স্পর্শ পৃথক বলে তাতে কোন স্মৃতি নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস স্পর্শিত স্থান যখন গণনা করেন তখন তিনি গণনা এবং স্পর্শে মনোযোগ দেন। যখন গণনা পরিহার করে এবং স্মৃতিতে এসবের অনুসন্ধান করা হয়, তখন অর্পণা ধ্যান দ্বারা ঐ একইস্থানে চিত্ত স্থির করেন। (একই সাথে) অনুবন্ধন, স্পর্শ, এবং স্থিরতা দ্বারা স্মৃতি করেন। তার অর্থ এক লোকের গল্প হতে সহজে বুঝা যায় ঃ পঙ্গুলোক কিন্তু দ্বাররক্ষক অটঠকথায় উক্ত। পটিসম্ভিদা গ্রন্থে করাত উপমায় প্রদত্ত।

১৯৯. **পঙ্গু লোকের উপমা ঃ** পঙ্গু লোকের ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা আমোদ-প্রমোদের বশে দোলনায় দোল খাওয়ায়। সে দোলনার খুঁটির গোড়ায় বসে এবং করাত কাটা তক্তার উভয় প্রান্ত এবং মধ্যস্থল ক্রমান্বয়ে গমনাগমন দেখেন (২৮১)। উভয় প্রান্ত ও মধ্যস্থল দেখতে ঘুরে ফিরতে হয় না। অনুরূপভাবে, কোন ভিক্ষু নিজের মধ্যে স্মৃতি স্থাপিত করে যেন খুঁটির গোড়ায় নোঙর (স্মৃতি স্থাপন) করেন এবং শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগরূপ দোলনায় দোল খায়। তিনি একই স্থানে নিমিত্ত সহকারে উপবেশন করেন এবং স্মৃতি সহকারে শ্বাস-প্রশ্বাসের গমনাগমনে এসবের স্পৃষ্ট স্থান (বসে) আদি।' মধ্য এবং অন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। সেস্থানে চিত্ত নিবদ্ধ রেখে তিনি স্বস্থান হতে না ঘুরে এসব দেখেন। এটি হচ্ছে পঙ্গু লোকের কাহিনি।

২০০. **দ্বারা রক্ষকের উপমা :** যেমন কোন দ্বাররক্ষক নগর অভ্যন্তর এবং নগর বহিস্থ লোকজনকে আপনি কে কোথা হতে এসেছেন কোথায় যাচ্ছেন আপনার হাতে কি ? বলে নিরীক্ষা করে না। কারণ ওসব লোকজন তার দায়িত্বে পড়ে না। কিন্তু দ্বারে আগত প্রত্যেক লোককে নিরীক্ষা করতে পারেন। সেরূপ প্রবিষ্ট শ্বাস যা অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং বহিস্থ প্রশ্বাস যা বাইর হয়ে গেছে তা ভিক্ষুর দায়িত্বে পড়ে না। কিন্তু (নাসারন্ধ্র) দ্বারে আগত প্রতিমুহূর্তের জন্য তাঁর দায়িত্ব বর্তমান।

২০১. **অত:পর করাত উপমা আদি হতে জ্ঞাতব্য :** সেজন্য উক্ত হয়েছে: নিমিত্ত, অন্ত:শ্বাস, বহি:শ্বাস নহে আলম্বন এক চিত্তক্ষণ ত্রিবিধ লক্ষণ।

নিমিত্তং অস্‌সাসপস্‌সাসা অনারম্নণমেক চিত্তস্‌স
অজানতো চ তয়ো ধম্মে ভাবনা নূপলব্ভতি।
নিমিত্তং অস্‌সাস পস্‌সাসা অনারম্নমেক চিত্তস্‌স।
জানতো চ তয়ো ধম্মে ভাবনা উপলবভ তীতি।
– কিন্তু যেবা নাহি জানে ত্রিবিধ বিষয়,
সিদ্ধি তাঁর নাহি ঘটে ধ্যান সমুচ্চয়।
নিমিত্ত, অন্ত:শ্বাস বহি:শ্বাস নহে আলম্বন,
এক চিত্তক্ষণও নহে ত্রিবিধ লক্ষণ,
কিন্তু যেবা অভিজ্ঞানী ত্রিবিধ বিষয়,
সিদ্ধি তাঁর অনিবার্য ধ্যান সমুচ্চয়।

২০২. 'এক চিত্তক্ষণ কিভাবে ঐ তিন বিষয় আলম্বন হয় না ঐসব কোন মতেই অজ্ঞাত নয়, যাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না কাণ্ড যাতে তিনি প্রধান ও প্রজ্ঞাপ্ত প্রয়োগ হয় সাধন এবং বিশেষ সাধন লাভ হয় ?

যেমন কোন এক বৃক্ষ কাণ্ড সমভূমিতে রাখা হয়। কোন লোকে তা করাত দিয়ে কাটতে থাকে। করাত দন্ত যেখানে বৃক্ষ স্পর্শ করে ছেদ করছে সেখানে লোকটির স্মৃতি উপস্থাপিত থাকে। করাত দন্তের আগমন এবং নিষ্ক্রমণে স্মৃতি করে না। এসবের গমনাগমন এবং কর্ম ক্রিয়া যদিও তার অবিদিত নয়। যদিও তা সুস্পষ্ট কর্ম প্রকাশ, কর্ম পরিবহন এবং কর্ম প্রতিলাভ হয়। যেহেতু বৃক্ষ কাণ্ড সমতল ভূমি তলে নিপতিত, সেহেতু নিমিত্ত হচ্ছে স্মৃতির নোঙর স্থাপন। কারাতের দন্ত হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ। বৃক্ষ কাণ্ডের যে স্থানে করাতের দাঁত স্পৃষ্ট সেখানে লোকের স্মৃতি স্থাপন সদৃশ। করাতের দাঁতগুলোর গতাগতের প্রতি মনোনিবেশ ব্যতীত, যদিও এসবের কর্মক্রিয়া তার অবিদিত নয়। সেহেতু তিনি কর্মকৃতি প্রকাশ করেন, কাজে নিরত থাকেন এবং কর্ম সাধিত হয়, বিশেষত্ত প্রাপ্ত হয় (২৮২)। সেরূপ ভিক্ষু নাকাগ্রে বা উপরের ঠোঁটে স্মৃতি স্থাপন করে উপবেশন করেন। শ্বাস গ্রহণও প্রশ্বাস ত্যাগে গমনাগমনে মনোযোগ দেয় না। এসবের কর্ম কৃতি যদিও তাঁর অবিদিত নয়, প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট, প্রয়োগ অব্যাহত থাকে এবং কর্মফলও লাভ হয়।

২০৩. প্রচেষ্টা বা প্রধান বলতে কি বোঝায় ? যার দেহ মনের আরব্ধ বীর্য প্রবল তা প্রচেষ্টা (প্রধান)। ইহার কর্ম কিরূপ ? বীর্যবানের উপক্লেশ প্রহীন হয়। এবং বিতর্ক বিদ্যমান থাকে। এটি হচ্ছে কর্ম। কর্মফল কি ? বীর্যবানের সংযোজন (বন্ধন) ছিন্ন হয় এবং অনুশয় বিদূরিত হয়। ইহাই কর্মফল।

সুতরাং সে কারণে এ তিন ধর্ম (বিষয়) এক চিত্তের আলম্বন নয়। এবং কখনো অবিদিত নয় এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না এবং তিনি প্রচেষ্টায় প্রকাশ। কর্ম অব্যাহত থাকে। এবং কর্মফল লাভ করেন।

আনাপানসতি যস্‌স পরিপুণ্না সভাবিতা।
অনুপুব্বং পরিচিতা যথা বুদ্ধেন দেসিতা।
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভমুত্তোব চন্দিমাতি।
– আনাপান স্মৃতি যার থাকে শ্বাস গ্রহণে,
প্রশ্বাসেতে থাকে পূর্ণ সুখিত সাধনে।

অনুক্রমে বৃদ্ধি করে হাতনে আনীত
বুদ্ধ যথা উপদিষ্ট শুদ্ধ তথাগত ?
জগতেতে তিনিই পারেন আলোক শোভিতে,
নভতলে পূর্ণশশী মেঘ মুক্ত রাতে (PS 1-170-2, Ih- 172, Thag-548)

ইহা করাত উপমা। এখানে সংক্ষেপ তাৎপর্য হচ্ছে- গমনামনে (শ্বাস-প্রশ্বাসে) মনোযোগ না দেওয়া। ইহা বুঝানোর উদ্দেশ্য বলা জ্ঞাতব্য।

২০৪. এ কর্মস্থানে কেউ স্মৃতি করলে (ভাবনার) অচিরে তার নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। তারপর স্থিরত্ব, স্থাপনা, অপর কথায় অপরাপর ধ্যানাঙ্গমণ্ডিত অর্পণা লাভ হয়।

২০৫. গণনায় মনোনিবেশের কিছুকাল পরে কারো দেহ বিরক্তিকর হয় যথা- চেয়ার কিংবা বিছানায় বসা বিরক্তিকর। চেয়ার কিংবা শয়নাসন বেঁকে যায়, নিচের দিকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে এবং ঢাকনা কুঁচিয়ে যায়। কিন্তু বসায় দেহে কোন বিরক্তিকর হয় না, শয়নাসন কিংবা বসার আসন বেঁকে যায় না কিংবা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে না, আবৃতাবস্থা কুঁচকায় না, যদিও সুতা-পশম দিয়েই ভর্তি কেন ? বিরক্তিহীন দেহ হালকা বোধ হয়। অনুরূপভাবে গণনায় মনোযোগ দেওয়ার পর যখন কায়িক বিরক্তি ক্রমাগত স্থূল হালকা বোধ হয়। অনুরূপ ভাবে গণনায় মনোযোগ দেওয়ার পর যখন কায়িক বিরক্তি ক্রমাগত স্থূল শ্বাস গ্রহণ এবং স্থূল প্রশ্বাসের ফলে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তারপর দেহ-মন উভয় লঘু হয়ে থাকে। তার রূপ কায় বায়ুতে ঝাঁপ দেওয়ার মতো হয়ে অবস্থান করে। (২৮৮)

২০৬. যখন তাঁর স্থূল শ্বাস গ্রহণ এবং স্থূল প্রশ্বাস ত্যাগ নিরুদ্ধ হয় চিত্ত নিমিত্ত আলম্বনে প্রবর্তিত হয়। উহাও নিরুদ্ধ হলে সূক্ষ্মতর নিমিত্তালম্বন প্রবর্তিত হয়। কিরূপে ?

২০৭. যথা কোন লোক লোহার বড় হাতুড়ি দিয়ে পিতলের ঘন্টায় আঘাত করলে তৎক্ষণাৎ উচ্চ শব্দ উৎপন্ন হয়। এতে স্থূল শব্দালসন চিত্তে প্রবর্তিত হয়। তারপর যখন স্থূল শব্দ নিরুদ্ধ হয় তখন পরে সূক্ষ্ম শব্দ নিমিত্তালম্বন হয়। যখন তাও নিরুদ্ধ হয় তখন নিমিত্তরূপে ইহা ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর শব্দালম্বন। চিত্তে প্রবর্তিত হয়। ইহা এ রূপেই জ্ঞাতব্য। ইহা বিস্মৃতভাবে

অনুচ্ছেদের আদিতে উক্ত হয়েছে ঃ 'যখন ধাতু নির্মিত ঘণ্টায় প্রহার করা হয়'।

২০৮. যখন অপরাপর কর্মস্থান প্রত্যেকটির উর্দ্ধতন স্তর তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে। ইহা সেরূপ নয়। ইহা তিনি যত উন্নতি করবেন প্রত্যেকটি উর্দ্ধতন স্তর তার নিকট অধিক সূক্ষ্মতর হবে। এবং ইহা এমন একটা বিন্দুতে উপনীত হয় যা প্রকাশ করা যায় না।

বস্তুত : এভাবে ইহা যখন অপ্রকাশ্য হয়ে যায়, ভিক্ষুর আসন হতে উঠা উচিত নয় বিছানা, চামড়ার মাদুর এবং চলে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর করণীয় কি ? 'আমি আচার্যের কাছে জিজ্ঞেস করব'- এ অভিপ্রায়ে উঠে পড়া উচিত নয়। অথবা 'আমার কর্মস্থান কি এখন নষ্ট হয়ে গেছে ? মনে করে উঠে পড়া কর্তব্য নয়। চলে গেলে, এবং এরূপ ঈর্যাপথে বাধাদান করলে নবতর কর্মস্থান আয়ত্ত করতে হয়। সুতরাং তিনি পূর্ববৎ একইভাবে উপবেশনে রত থাকবেন এবং (ক্ষণিকের জন্য) স্থানান্তরণ করতে পারেন, তবে (স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃত শ্বাস-প্রশ্বাস স্পর্শস্থান অনুশীলনরত থাকবেন)।[৯]

২০৯. **এসব হচ্ছে অরূপ করার অর্থ ঃ** ভিক্ষু তাঁর মধ্যে কর্মস্থান অনুপস্থিত ভাব অবগত হয়ে চিন্তা করা উচিত ঃ "শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ কোথায় অবস্থান করে ? কোথায় অবস্থান করে না ? কার আছে ? কার নেই?" তারপর তিনি নির্ধারণ করেন,: তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, এসব মাতৃকুক্ষির অভ্যন্তরে নেই, অথবা জলে নিমগ্ন দেব তথা অসঙ্গী সত্ত্বগণের মধ্যে, অথবা মৃতের মধ্যে অথবা চতুর্থধ্যানে উন্নীতগণের মধ্যে অথবা রূপলোকের জন্ম গ্রহণকারীগণের মধ্যে অরূপ লোকের সত্ত্বগণের মধ্যে এবং নিরোধ সমাপত্তি লাভীগণের মধ্যে নেই (সংজ্ঞা ও বেদনা)। সুতরাং তিনি এভাবে স্বামত্যে থাকা উচিত ঃ "তুমি তোমার সব প্রজ্ঞা নিয়ে তোমার মায়ের কুক্ষির অভ্যন্তরে নও, না জলে নিমগ্নাবস্থায় নও, অসঙ্গী অবস্থানে নও, বা মৃতে বা চতুর্থ ধ্যানারূঢ় নও, বা রূপলোকের জন্মকারী, বা অরূপলোকে জন্মকারী, বা নিরোধ সমাপত্তি লাভকারী। এসব শ্বাস-প্রশ্বাস তোমার মধ্যে বিদ্যমান। তুমি মন্দপ্রজ্ঞ বলে পরিগ্রহণ করতে পারছ না।" অত:পর স্বাভাবিকভাবে স্পর্শিত (শ্বাস-প্রশ্বাসে) স্থানে চিত্ত নিবদ্ধ করে তাতে মনেযোগ দেওয়া তাঁর উচিত।

২১০. দীর্ঘকায় নাক সম্পন্ন লোকের এসব শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ নাকাগ্র আঘাত করে প্রবর্তিত হয়। (২৮৪) এবং হ্রস্ব হলে উপরের ঠোঁটে। সুতরাং তাঁর পক্ষে নিমিত্ত এভাবে আলম্বনে চিত্ত নিবদ্ধ করা উচিত ঃ “এস্থানে এগুলো আঘাত করে।' এ কারণে ভগবান বলেছেন, “ভিক্ষুগণ, আমি স্মৃতি দুর্বল ব্যক্তিকে, যে পুরাপুরি সচেতন (সম্প্রজ্ঞ) নয় (যাতে তিনি নিয়োজিত) তাকে আনাপান স্মৃতি সাধনা করতে বলি না। (M 111-84)

২১১. কর্মস্থান যা হোক না কেন একমাত্র স্মৃতিমান এবং পূর্ণসচেতন ব্যক্তিই সফল হয়ে থাকেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কর্মস্থানে মনোনিবেশ করলেও প্রত্যক্ষ তা লাভ করেন। কিন্তু আনাপান স্মৃতি ভাবনা খুব কঠিন। কঠিন দুষ্কর সাধনা যে ক্ষেত্রে বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধ পুত্রগণই সুদক্ষ। ইহা নগন্য নয়, এবং নগন্য সত্ত্বদের অনুশীলনযোগ্য ও নয়। আনুপাতিকভাবে মত মনোযোগ অব্যাহত অবিচল থাকবে তত শান্তভাব এবং সূক্ষ্ম হবে। সুতরাং এখানে শক্তিশালী স্মৃতি ও প্রজ্ঞা প্রয়োজন।

২১২. মসৃণ বস্ত্রের উপর সূচি কর্মের জন্য সূক্ষ্ম সুঁই প্রয়োজন। তার চেয়ে সূক্ষ্মতর সুতার প্রয়োজন সুঁইয়ে পাশ বেধনের জন্য। এখানে কর্মস্থানে ভাবনা মসৃণ বস্ত্রের মতো, সুঁই সদৃশ স্মৃতি এবং প্রজ্ঞা। পাশ বেধন সুঁইয়ের জন্য শক্তি বন্ধন প্রয়োজন। ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় স্মৃতি প্রজ্ঞার দরকার এবং শ্বাস-প্রশ্বাস যেখানে সস্পর্শিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য।

২১৩. যেমন একজন কৃষক, ভূমি কর্ষণের পর তার গরুগুলোকে জোয়ালমুক্ত করে চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়। সে ছায়ার নিচে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ে। দ্রুততার সাথে তার গরুগুলো বর্ণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখন কোন দক্ষ কৃষক তাদের ধরে এনে পুনঃ জোয়ালে যোজনা করতে চায়। কিন্তু তাদের অন্নপদ অনুসরণ বনে ঘুরে বেড়ায় না। অধিকন্তু রশি ও অকুশ হাতে নিয়ে তাদের জলপান ও বিশ্রাম স্থানে গিয়ে সোজা বসে থাকে শুয়ে পড়ে। তার সে গরুগুলো বনে ইতঃস্তত ঘুরে দিবাভাগ অতিক্রান্তে জলপান স্থানে আগমন করে মিলিত হয়। এবং সুস্নান পান সেরে নেয়। যখন সে দেখে যে তারা এসে গেছে এবং দাঁড়িয়ে আছে, সে রশি দিয়ে গরুগুলো বাঁধে এবং অঙ্কুশাঘাতে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, জোয়ালবদ্ধ করে এবং জমি কর্ষণ করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগে দৃষ্টিপাত না করে এগুলো কোথায়, স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করে সে স্থানে চিত্ত নিবদ্ধ করা

কর্তব্য। এবং তিনি স্মৃতিরূপ রশি এবং অঙ্কুশ রূপ প্রজ্ঞা দিয়ে তাদের স্বাভাবিকভাবে স্পর্শিত স্থানে চিত্ত নিবদ্ধ করা উচিত। উহাতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।(২৮৫) এ ভাবে মনোযোগ দেওয়ার ফলে স্নস্নান-পান স্থানে গরু মিলিতের মতো অচিরে শ্বাস-প্রশ্বাস পুনঃ উপস্থিত হয়। স্মৃতি রশি দ্বারা বন্ধন করে একই স্থানে জোয়ালবদ্ধ করে। প্রজ্ঞারা অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করে বার বার মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। তিনি নিজেকে কর্মস্থানে নিবেদিত করতে পারেন।

২১৪. তাঁর এরূপ অনুযোগ করাতে (গরুর মতো) স্মৃতি উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহা সকলের বেলায় সমান নয়। অপরপক্ষে কেউ কেউ বলেন যে, যখন ইহা উপস্থিত হয়, কোন কোন লোকের মধ্যে "সুখ সংস্পর্শ উৎপাদয়মান তলাপিচু সদৃশ বা কার্পাসপিচূ সদৃশ বা বায়ু সদৃশ উপস্থিত হয় বলে কেহ বলেন

২১৫. কিন্তু অর্থকথা গ্রন্থে যে বিবরণ আছে তা হচ্ছ 'ইহা কারো নিকট তারা সদৃশ বা মনিবদ্ধ রশ্মি বা রত্নরদ্ধ রশ্মি আবার কারো নিকট খর স্পর্শ হয়ে কার্পাস আঁটি বা দারুসার সুখী সদৃশ। আবার কারো নিকট দীর্ঘ মোটা সূত্র বা কুসুমদাম বা ধূমশিখা সদৃশ, কারো নিকট বিস্তৃত মাকড়সার জাল সদৃশ, বা মেঘ ছায়া বা পদ্মফুল বা রথের চাকা বা চন্দ্র মণ্ডল বা সূর্যমণ্ডল সদৃশ উপস্থিত হয়।

২১৬. **মূলত : ইহা অনুরূপ একটি ঘটনার অবতারণা করা যায় ঃ** একদল ভিক্ষু একটি সুত্তন্ত আবৃত্তির পর একত্রে সমবেত হল। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুত্তন্তটি আবৃত্তি তোমাদের নিকট কিরূপ বোধ হচ্ছে? একজন বলেন, 'ইহা আমার নিকট বিরাট পার্বত্য নদীর স্রোত প্রবাহ সদৃশ বোধ হয়েছে। অপর জন বললেন, 'আমার নিকট একসারি বনজ বৃক্ষ সদৃশ বোধ হয়েছে।' অপর একজন বললেন, 'ফলভারে নমিত-শীতল ছায়ায় আদ্রিত বিস্তীর্ণ বৃক্ষরাজি সদৃশ।' একটি মাত্র সুত্ত তাঁদের ছায়ায় আদ্রিত বিস্তীর্ণ বৃক্ষরাজি সদৃশ। একটি মাত্র সুত্ত তাঁদের নিকট ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছে ভিন্ন সংজ্ঞার কারণে। একইভাবে এই এক কর্মস্থান তাঁদের নিকট ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছে। কারণ তাঁদের সংজ্ঞা বিভিন্ন প্রকার। ইহা সংজ্ঞা, সংজ্ঞা উৎস, সংজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন।

সুতরাং জ্ঞাতব্য যে, ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞার কারণে ইহা ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থিত।

২১৭. এখানে শ্বাস গ্রহণ আলম্বন চিত্ত এক প্রকার এবং প্রশ্বাস ত্যাগ আলম্বন চিত্ত অন্য প্রকার। এবং নিমিত্তালম্বন চিত্ত অন্য যার কাছে এ তিন ধর্ম বিদ্যমান নেই তাঁর কর্মস্থান পরিষ্কার নয় তিনি অর্পণায় উপনীত বা উপচার লাভ কোনটাই প্রাপ্ত হন না। কিন্তু যার মধ্যে এ তিন ধর্ম বিদ্যমান তিনি কর্মস্থানে উপচার ও অর্পণা লাভ হয়। সে কারণে উক্ত হয়েছে ঃ

নিমিত্তং অস্‌সাস পস্‌সাস, অনারম্মণমেকচিত্তস্‌স,
অজানন্তো তয়ো ধম্মে, ভাবনা নুপলব্‌ভতি।
নিমিত্তং অস্‌সাস পস্‌সাসা, অনারম্য়ন থেক চিতসস,
জানন্তোব তয়ো ধম্মে, ভাবনা উপলব্‌ভতীতি।

– আশ্বাস-প্রশ্বাস নিমিত্ত নহে আলম্বন একচিত্ত ক্ষণে,
যেবা নাহি জানে এ তিন কর্মস্থানে
ধ্যান সিদ্ধ হয় না কোন ক্ষণে।
আশ্বাস-প্রশ্বাস নহে কর্মস্থান এক চিন্তক্ষনে,
যেবা জানে এ তিন কর্মস্থানে ধ্যান সিদ্ধ হয় ততক্ষণে (PS 1-170)

২১৮. এরূপে নিমিত্ত উপস্থিত হলে ভিক্ষু তাঁর (২৮৬) আচার্যের নিকট গিয়ে বলবেন, "ভন্তে আমার এরূপ এরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছে।' কিন্তু দীর্ঘ ভানকগণ বলেন, "এটি নিমিত্ত বা নিমিত্ত নয় বলবেন না।' "বন্ধু, এরূপ হয়ে থাকে। তিনি (আচার্য) বলবেন, "ফিরে গিয়ে তাতে বারবার মনোযোগ দাও।' যদি (আচার্য) তিনি বলেন, "ইহা নিমিত্ত' তাতে তিনি (সাধক) আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং তাতে অবসান হতে পারে। (M i-1935) যদি নিমিত্ত নয় বলেন তবে তিনি নিরাশ হয়ে উঠে যেতে পারেন। সুতরাং কোন প্রকার মন্তব্য ব্যতীত মনোযোগ প্রদানে উৎসাহিত করা প্রধান কর্তব্য। সে কারণে দীর্ঘ ভানকগণ একথা দ্রুত বলেন। কিন্তু মধ্যম ভানকগণ বলেন, "বন্ধু, ইহা কর্মস্থানের নিমিত্ত, বাহবা, তাতে বারবার মনোযোগ রাখ।"

২১৯. অত:পর নিমিত্তে চিত্ত নিবদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য। এবং এখন হতে নিবদ্ধিত পথে ভাবনায় অগ্রসর হবেন। প্রাচীনগণ এজন্যে বলেছেন :

নিমিত্তে ঠপয়ংচিত্তং নানাকারং বিভাবয়ং,
ধীরো অস্সাপস্সাসে, সকংচিত্তং মিখনুতীতি।

– স্থাপন করহচিত্ত নিমিত্তেতে,
বাহির আগতভাব ত্যাজ অবহিতে।
ধীরগণ স্বীয়চিত্ত রাখেন নোঙরে
অন্ত-বহি যত ক্রিয়ার ভিতরে।

২২০. নিমিত্তে উৎপত্তির সাথে সাথে নিবরণ অবলুপ্ত হয়, ক্লেশ অপসারিত হয়, স্মৃতি সংস্থিত হয় এবং চিত্ত উপচার সমাধিতে সমাহিত হয়।

২২১. অত:পর নিমিত্তের বর্ণ কিংবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। রাজার প্রধানা মহিষী তাঁর চক্রবর্তী গর্ভ ও কৃষকের শালিগর্ভ রক্ষার ন্যায় আবাস প্রভৃতি সাত প্রকার অবাঞ্চিত বিষয় পরিহার এবং সাত প্রকার অপরিহার্য বিষয় উত্তমরূপে অনুশীলন করা কর্তব্য। অত:পর এরূপে প্রতিরক্ষা করে, পুনঃপুনঃ মনোযোগের মাধ্যমে ইহা উৎপন্ন ও প্রবর্ধন করা কর্তব্য এবং বীর্য সমতা যোজনা করা কর্তব্য।

২২২. এভাবে কঠোর চোর ফলে, কৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিত মতে একই নিমিত্তে চতুর্গুণ, পঞ্চগুণ সম্পন্ন ধ্যান অর্জন হয়।

৫-৮ এভাবে কোন একজন ভিক্ষুর চতুষ্ক-পঞ্চক গুণমুক্ত ধ্যান যখন লাভ হয় এবং অনুশীলনও ঘুরে দাঁড়ানোর মাধ্যমে পারিশুদ্ধিকামী হয়ে সে ধ্যান পঞ্চাকারে আয়ত্ত করে। এবং তা আরও বৃদ্ধি করে নামরূপ ব্যবস্থাপন বিদর্শনে স্থাপন করে। তা কিভাবে সম্ভব ?

২২৩. সে সমাপতিত্ত হতে গাত্রোত্থান করে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, এই যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মূলে রয়েছে একায় এবং চিত্ত। যেমন কামারের গর্গরী ধাবমান হলে হাপর স্ফীত হয়। ব্যক্তির যথা ক্রিয়া এবং খনিস্থিত বায়ুর ধাবমনে হয়। অনুরূপভাবে কায়-চিত্তের হেতুতে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলে।

অত:পর তিনি শ্বাস প্রশ্বাস এবং কায়কে রূপ বলে সংজ্ঞায়িত করেন এবং চিত্ত তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মকে অরূপ বলে ব্যবস্থাপন করেন (নাম)। সংক্ষেপে ইহাই (গ.অ. ১-২৪৯) পরে নাম রূপ সংজ্ঞায়ন পর্বে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

২২৪. নাম রূপ এভাবে সংজ্ঞায়িত করে তিনি তার হেতু সন্ধান করেন। সন্ধানে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। পর্যেষন করতে করতে কালতয়ে নামরূপ সংগঠন সম্পর্কিত সন্দেহ উত্তীর্ণ হন।

তিনি তাঁর সন্দেহ অপনোদন করে চিন্তা দ্বারা ত্রিলক্ষণ আরোপ করেন, আদিতে উদয় ব্যয় অনুদর্শন করেন, উজ্জ্বলতাসহ দশবিধ বিদর্শন অন্তরায় (উপকেল) পরিহার করেন। উপক্লেশ বিমুক্ত হয়ে প্রতিপদ জ্ঞানমার্গ বলে সংজ্ঞায়িত করবেন।

তিনি উৎপন্ন উদয় জ্ঞান পরিত্যাগ করে ভঙ্গজ্ঞানে উপনীত হন। যখন ভঙ্গজ্ঞান অনুদষ্টন করেন তখন ভয়ের কারণে সকল প্রকার সংস্কার বিলোপ হতে থাকে। নিরপেক্ষতার কারণে বিরাগ এবং বিরাগ বশত সংস্কার বিমুক্ত ও সংস্কার বিমুক্তির কারণে চার আর্যমার্গে উপনীত হন।

চার আর্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রমে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অবশেষে তিনি উনিশ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান লাভ করেন। ফলে তিনি মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্র দক্ষিণার যোগ্য হন।

২২৫. এ সময়ে আদিতে গণনা আরম্ভ করে পশ্চাৎ দর্শন সমাপ্ত করে আনাপান স্মৃতি সমাধি ভাবনা সমাপ্ত হলো। ইহা সকল প্রকার ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রথম চতুষ্ক ধ্যানের বর্ণনা।

[দ্বিতীয় চতুষ্ক শাব্দিক বিশ্লেষণ আরম্ভঃ]

২২৬. এ মুহূর্তে অপরাপর তিন চতুষ্কের মধ্যে কোন পৃথক ভাবনা পদ্ধতি বিধায় এসবের শাব্দিক ব্যাখ্যা ক্রমেই এরূপে জ্ঞাতব্য।

৪. তিনি এরূপে শিক্ষা করেন ঃ 'আমি প্রীতি প্রসন্ন হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব, প্রশ্বাস ত্যাগ করব' বলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দু প্রকারে প্রীতি প্রসন্ন হওয়া যায় : জ্ঞাতসারে প্রীতি এবং সাধারণভাবে প্রীতি। জ্ঞাতসারে প্রীতি দুপ্রকার : ক. আলম্বন এবং খ. নিঃসন্দেহে প্রীতি।

২২৭. আলম্বন প্রীতি কিভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় ? সম্প্রীতিতে দু প্রকার ধ্যান লাভ হয়। ধ্যানে প্রবেশক্ষণে আলম্বনের সাথে প্রীতিজ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ আলম্বনের জ্ঞাতত্ব। অভ্রান্ত নিঃসন্দেহ প্রসূত কিরূপ (প্রীতি সম্প্রযুক্ত দুপ্রকার ধ্যানে প্রবেশ এবং ধ্যান হতে উঠে (২৮৮) তিনি প্রীতি সম্প্রযুক্ত ধ্যানে সমাপত্তি লাভ করেন। যা ক্ষয় ও দ্বারা কারণ সম্ভূত। ইহার

বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে (অনিত্য, প্রভৃতি) বিদর্শন ক্ষণে অভ্রান্ত প্রীতি লাভ হয়।

২২৮. সে কারণে পটিসম্ভিদায় বলা হয়েছে ঃ 'যখন তিনি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে চিত্তের অবিক্ষেপ, একাগ্রতা ও প্রজানন হতে স্মৃতির স্থিততা অবগত হন। যখন হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করে চিত্তের অবিক্ষেপত একাগ্রতা জানেন সে প্রজানন হবে স্মৃতির স্থিতি অবগত হন। চিত্তের এরূপ একাগ্রতা এবং বিজ্ঞতায় প্রীতি অধিগত হন। যখন হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করেন চিত্তের অবিক্ষেপত একাগ্রতা জানেন তখন সে প্রজানন হতে স্মৃতির স্থিতি অবগত হন। চিত্তের সেরূপ একাগ্রতা এবং বিজ্ঞতায় যে প্রীতি অবগত হন। একাগ্রতা এবং সে বিজ্ঞতা দ্বারা তিনি প্রীতি অধিগত হন। যখন হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করেন চিত্তের অবিক্ষপতা ও একায়তা জানেন। তখন সে প্রজ্জানন হতে স্মৃতির স্থিতি অবগত হন। চিত্তের সেরূপ একাগ্রতা এবং বিজ্ঞতা তিনি আবর্জন করেন যখন তিনি জানেন দেখেন, পর্যবেক্ষণ করেন, চিত্তাধিষ্ঠান করেন শ্রদ্ধা দ্বারা অধিট্‌ঠান করেন, বীর্য প্রয়োগ করেন, স্মৃতি উপস্থাপন করেন, চিত্ত-একাগ্র করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা অবগত হন, প্রত্যক্ষ জানার বিষয় প্রত্যক্ষে জানেন, পূর্ণ ভাব্য বিষয়পূর্ণভাবে ভাবেন, পরিত্যজ্য বিষয় পরিত্যাগ করেন, ভাবেতব্য বিষয় ভাবেন। স্ব অক্ষিতব্য বিষয় স্ব-অক্ষিগত করেন। এতে সে প্রীতি অধিগত হয়। এরূপেই প্রীতি অর্জিত হয়ে থাকে। (PS-1-189)

২২৯. (৬-৮) একই পদ্ধতিতে অপরাপর পদাদির অর্থাদি জ্ঞাতব্য। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম হলো : তিন ধ্যানের মাধ্যমে সুখ অভিজ্ঞতা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। এবং চিত্ত সংস্কার চার ধ্যানের দ্বারা জানা কর্তব্য। চিত্ত সংস্কারে বেদনা ওসংজ্ঞা দুই স্কন্ধ বিদ্যমান। এবং প্রতিপদের ক্ষেত্রে সুখানুভূতি বিদর্শনের ভূমি প্রদর্শনের জন্য বলে প্রতিসম্ভিদায় উক্ত হয়েছে। যেমন ঃ 'সুখ' বলতে দুই প্রকার সুখকে বোঝায়-কায়িক এবং চৈতসিক। (PS-1-188) চিত্ত সংস্কার প্রশান্ত করন। স্থূল চিত্ত সংস্কার প্রশান্ত করণ বলতে ইহার নিরোধ বুঝায়। তা বিস্তৃতভাবে জানার জন্য কায় সংস্কার পদ্ধতিতে জানতে হবে।

২৩০. এখানে অধিকন্তু 'প্রীতি' প্রতিপদ প্রীতি শীর্ষকের বেদনায় হয়েছে (যা সংস্কার মাত্র)। কিন্তু সুখ প্রতিপদে বেদনা স্বরূপেই বর্ণিত। দুই চিত্ত

সংস্কারের প্রতিপদে বেদনা (আবশ্যিক) সংজ্ঞার সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ বেদনা এবং সংজ্ঞা শব্দদ্বয় চিত্তের অন্তর্গত। বিষয় দুটি চিত্ত এবং চৈতসিক প্রতিবদ্ধ। (PS 1-188, 289)। সুতরাং এই চতুষ্ক বেদনানুদর্শন পদ্ধতিতে জ্ঞাতব্য।

[তৃতীয় চতুষ্ক-শাব্দিক বিশ্লেষণ আরম্ভঃ]

২৩১. ৯. তৃতীয় চতুষ্কে চার ধ্যানের মাধ্যমে চিত্তের (স্বভাব) অভিজ্ঞতা জ্ঞাতব্য।

১০. চিত্তের স্বভাব হলো প্রমোদ দান ঃ তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ নেন, চিত্ত যাতে মোদন হয়, প্রমোদিত হয়, হাসি, উৎসাহব্যঞ্জক, আনন্দিত হয়ে 'আমি শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করব।' এখানে প্রমোদ দুই প্রকারে হয়ে থাকে সমাধির মাধ্যমে এবং প্রমোদের মাধ্যমে কিভাবে হয় ? তিনি প্রীতিপূর্ণ চিত্তে দুই ধ্যান লাভ করে প্রীতিতে বর্তমান থাকেন। প্রকৃতপক্ষে যখন প্রীতিযুক্ত চিত্তে তিনি তাতে প্রবেশ করেন (অবস্থান) তখন আলম্বনে প্রমোদ দিয়ে চিত্তকে শানিত করেন, প্রমোদ প্রবিষ্ট করেন। বিদর্শনে কিভাবে হয় ? প্রীতিযুক্ত দুই ধ্যানের যে কোন একটিতে প্রবেশ এবং উত্থান করে ধ্যানযুক্ত প্রীতি ক্ষয় ও ব্যয় ধর্মে পর্যুদস্ত। এরূপ বিদর্শনক্ষণে ধ্যানযুক্ত প্রীতি আলম্বন করে চিত্তকে আমোদিত ও প্রমোদিত করে। ধ্যান আলম্বনে প্রীতি সংযুক্তি সুখভাব প্রতিপন্ন করে।

তিনি এভাবে প্রশিক্ষণ নেন ঃ 'আমি চিত্তকে সুখীভাব উৎপন্ন করে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করব" বলে উক্ত হয়েছে। ইহা উন্নয়নের একটি উপায়।

১১. চিত্ত সমতা প্রতিপাদন ঃ সে প্রথম ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা চিত্তকে আলম্বনে সমভাবে স্থাপনকে চিত্ত সমতা বলে। অথবা পক্ষান্তরে সে সব ধ্যানানুশীলন শেষ করে ধ্যান সংযুক্ত, চিত্ত ক্ষয় ও ব্যয় দ্বারা জপ করার ফলে বিদর্শনের লক্ষণ জ্ঞাত হয়ে ক্ষণিক চিত্তৈকাগ্রতা উৎপন্ন হয়। এরূপে উৎপন্ন কিছুক্ষণের জন্য উৎপন্ন চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা আলম্বনে চিত্ত সমভাবে রেখে স্থাপন করে বিধায় চিত্ত সমতা প্রতিপাদন শিক্ষা করে বলে উক্ত।

১২. চিত্ত স্বভাব বিমুক্তি ঃ প্রথম ধ্যানের দ্বারা তিনি শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ উভয় হতে নিবারনাদি হতে মুক্ত করেন বিমুক্ত করেন। দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা বিতর্ক, বিচার, তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতি, চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখদুঃখ হতে চিত্তকে মুক্ত করেন, বিমুক্ত করেন, অথবা পক্ষান্তরে যেসব

ধ্যানে নিবিষ্ট থেকে এবং ধ্যান হতে উঠে ধ্যানাবিষ্ট চিত্ত ক্ষয় ও ব্যয় বশত তিনি বিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর বিদর্শনক্ষণে অন্তর্ভুক্তির দ্বারা অনিত্যানুদর্শন দ্বারা নিত্য সংজ্ঞা হতে চিত্তকে মুক্ত করেন, বিমুক্ত করেন অথবা পক্ষান্তরে সেসব ধ্যানে নিবিষ্ট থেকে এবং ধ্যান হতে উঠে ধ্যানাবিষ্ট চিত্ত ক্ষয় ও ব্যয় বশত তিনি বিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত করেন। অত:পর বিদর্শনক্ষণে অন্তর্ভুক্তির দ্বারা অনিত্যানুদর্শনের দ্বারা নিত্য সংজ্ঞা হতে চিত্তকে মুক্ত করেন, বিমুক্ত করেন। দুঃখানুদর্শনের দ্বারা সুখ সংজ্ঞা হতে চিত্তকে মুক্ত করেন, বিমুক্ত করেন। অনাত্মানুর্শনের দ্বারা বিরাগানুদর্শন দ্বারা রাগ হতে নিরোধানু দর্শন দ্বারা সমুদয় হতে, প্রতিনিসর্গানুদর্শন (পরিহার) বার দ্বারা লোলুপতা হতে চিত্ত মুক্ত করে বিমুক্ত করে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। তাই উক্ত হয়েছে (৫৭০) "আমি চিত্ত বিমুক্ত করে "আমি শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করি বলে শিক্ষা করেন।

সে কারণে চিত্তের অনুদর্শন দ্বারা এ চতুষ্ক ধ্যান ভাষিত বলে জ্ঞাতব্য।

[চতুর্থ চতুষ্ক - শাব্দিক বিশ্লেষণ আরম্ভঃ]

১৩. কিন্তু চতুর্থ চতুষ্কে অনিত্যানুদর্শন ভাবনায় প্রথমে বলা হয়েছে ঃ অনিত্য জ্ঞাতব্য, এবং অনিত্যতা জ্ঞাতব্য, অনিত্যানুদর্শন জ্ঞাত, অনিত্যানুদর্শী হওয়া কর্তব্য।

এখানে পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য। তার কারণ কি? কারণ এসবের উপাদান হচ্ছে উৎপত্তি- বিলয় এবং পরিবর্তনীয়। অনিত্য হলো উৎপত্তি এবং ব্যয় এবং পরিবর্তন স্কন্ধ নিচয়ের। অথবা ইহার অর্থ হল উৎপত্তির স্বভাব। স্কন্ধাদি একই রূপ পরিগ্রহে না থেকে ক্ষণেক্ষণে ভঙ্গ হয়, ভেদ বিভেদ হয়। ইহাই এর অর্থ অনিত্যানুদর্শন সাধনা হলো সে আনিত্যতা বশতঃ রূপাদির গুণ বলে অনুদর্শন করা। উহা ধারণ করে কেউ অনিত্য ভাবনা করেন। তাকে হেতু করে শ্বাস গ্রহণ সং প্রশ্বাস ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ নেন। ইহা প্রভাবে জ্ঞাতব্য।

১৪. **বিরাগানুদর্শী ভাবনা ঃ** বিরাগ দুই প্রকার- যথা : ক্ষয় বিরাগ এবং পূর্ণ বিরাগ (আত্যন্তিক)। এখানে ক্ষয় বিরাগ হলো- সংস্কারের ক্ষণিক বিলুপ্তি আর পূর্ণ বিরাগ হলো- নিব্বান। ক্ষয় বিরাগ সাধনা হলো বিদর্শন এবং ইহাই মার্গ। উভয় অনুদর্শনে ইহা প্রবর্তিত হয়। এ দ্বিবিধ অনুদর্শন আয়ত্ত

হলে "তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, "আমি শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ অনুদর্শন দ্বারা বিরাগানুদর্শী হব।"

১৫. **নিরোধানুদর্শী ভাবনা** উক্ত পদ্ধতি অনুস্মরণীয়।

১৬. **প্রতিনিসর্গানুদর্শী- বা পরিত্যাপ ভাবনা ঃ** ইহাও দুই প্রকার। যথা : পরিহার, পরিত্যাগ নিসর্গ এবং আবদ্ধ পরিত্যাগ। প্রতিনিসর্গ অনুদর্শনই পরিত্যাগ ভাবনা। বিদর্শনানুসারে নিসর্গ পরিহার এবং আবদ্ধ উভয় প্রকার। স্কন্ধ সম্প্রযুক্ত ক্লেশ কর্ম সংস্কার সৃষ্টি করে বিধায় তার বিপরীতে পরিত্যাগ করে প্রথমত। দ্বিতীয়তঃ যা সংস্কৃত হচ্ছে তার অবিশ্রান্ত ক্ষণভঙ্গু দর্শনে নিব্বান প্রবর্তনের দ্বারা নির্বাণে প্রবেশ করে। তাও সংস্কৃতের বিপরীত। যেহেতু ক্লেশাদি কর্মসংস্কার বিচ্ছেদ করে বিধায় তার বিপরীতে পরিহার পরিত্যাগ এবং আবদ্ধ পরিত্যাগ উভয় পরিহারের ফলে নিব্বান আলম্বনে নির্বাণে আবদ্ধ হয়। সেজন্য পরিত্যাগ নিসর্গ এবং আবদ্ধ নিসর্গ নামে উক্ত হয়। এ কারণে (বিদর্শন এবং মার্গজ্ঞান) ধ্যান অনুদর্শন বলে। কারণ উভয়ই পূর্বপূর্ব জ্ঞান অনুদর্শন করে বলে অনুদর্শন বলে উক্ত। (২৯১) যখন সে দ্বিবিধ ধ্যান প্রাণিসর্গ অনুদর্শন সম্প্রযুক্ত শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে এখন ইহাকে প্রতি নিসর্গ অনুদর্শী হয়ে গ্রাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করব শিক্ষা করে বলে জ্ঞাতব্য।

২৩৭. এ চতুষ্ক বিশুদ্ধ বিদর্শনে এবং পূর্বোক্ত তিনটি চতুষ্ক বিদর্শন এবং সমাপত্তি ধান বলে উক্ত। এরূপে চার চতুষ্কের দ্বারা ষোল প্রকার আনাপান স্মৃতি ভাবনা জ্ঞাতব্য।

[উপসংহারঃ]

এভাবে ষোড়শ বস্তু বিশিষ্ট আনাপান স্মৃতি ভাবনা মহাফল ও মহানিসংশ পূর্ণ হয়ে থাকে।

২৩৮. **মহাফল হল ঃ** 'হে ভিক্ষুগণ ও আনাপান স্মৃতি সমাধির সুচিন্তিত এবং বহুভাবে শান্ত ও প্রণীত। এ স্মৃতি ভাবনা যখন শান্ততা ও মহত্ত্বতার সাথে বেশি অনুশীলন করা হয় (PS i-321) এবং যেহেতু ইহা বিতর্ক উত্তীর্ণ হতে সমর্থ **এবং** যেহেতু ইহা শান্ত এবং মহত্তপূর্ণ এবং সন্দেহাতীতভাবে সুখাবস্থানে **স্থিত সমাধির** অন্তরায়কর বিতর্কজনিত চিত্তের ইত:স্তত বিচরণ বিচ্ছিন্নকৃত বিতর্ক **উচ্ছেদার্থে** আনাপান স্মৃতি ভাবনা চিত্তকে চালিত করে। এ জন্যে উক্ত হয়েছে বিতর্ক **উচ্ছেদ** করার জন্য আনাপান স্মৃতি ভাবনা করা কর্তব্য।

২৩৯. **বিদ্যা এবং বিমুক্তি পরিপূর্ণতা লাভের** মূলভাব লাভজনক বলে জ্ঞাতব্য। এজন্যে ভগবান বলেছেন "ভিক্ষুগণ, আনাপান স্মৃতি ভাবিত হলে এবং বেশি অনুশীলন হলে চার স্মৃতি উপস্থান পূর্ণতা লাভ করে। চার স্মৃতি উপস্থান যখন ভাবিত ও বেশি করে অনুশীলন হয় সপ্ত বোধি অঙ্গ পূর্ণ হয়। যখন সপ্ত বোধ্যঙ্গ যখন জনিত ও বেশি করে অনুশীলন হয় বিদ্যা এবং বিমুক্ত পূর্ণতা লাভ করে। (M iii-82)

২৪০. পুনশ্চ শেষ শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করার হেতু জানা ও ইহার মহাফল বলে জ্ঞাতব্য। এজন্যে বুদ্ধ কর্তৃক বলা হয়েছে "রাহুল, যখন আনাপান স্মৃতি ভাবনা এভাবে ভাবিত হয় এবং বেশি করে অনুশীলন হয় এবং শেষ শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ জ্ঞাত হয় এবং নিরুদ্ধ হয়, তা অবিদিত নয়। (M-i, 425, 6)

২৪১. এখানে নিরুদ্ধের কারণে নিরুদ্ধ অন্তিম (চরম) প্রকার। ভব অন্তিম ভব ধ্যানভব এবং চ্যুতিভব। বিবিধ ভবের মধ্যে কামভবে শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ বর্তমান থাকে। রূপারূপ ভবে থাকে না। সে কারণে সেসব অন্তিম ভব। ধ্যান সমূহের (পূর্ব) প্রথম তিনটিতে প্রবর্তিত হয় কিন্তু চতুর্থে প্রবর্তন হয় না। সে কারণে এসব অন্তিম (চরম) ধ্যান। যেসব চিত্ত পূর্ববর্তী ষোড়শ চিত্তের সাথে উৎপন্ন হয় এবং চ্যুতি চিত্তের সাথে নিরুদ্ধ হয় সেসবই অন্তিম (চরম) চ্যুতি চিত্ত। এসবকে চ্যুতি চিত্ত বলা হয়। ইহা এখানে অন্তিম বলে চরম বলে অভিহিত।

২৪২. ধ্যানের এ আলম্বনে যখন কোন ভিক্ষু আনাপান স্মৃতি ভাবনায় নিবিষ্ট থাকেন, চ্যুতি চিত্তের পূর্বে ষোড়শ চিত্তের উৎপত্তিক্ষণে যদি আনাপান আলম্বন সুগৃহীত হয়, তবে এসবের উৎপত্তি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট (প্রাকট) হয় এসবের উপস্থিতি জপ (আর্বজন) করাতে স্থিতি সুস্পষ্ট হয়। যদি ভঙ্গ জপ করা হয় তবে ভঙ্গ তার কাছে সুস্পষ্ট হয়।

২৪৩. ইহার অপেক্ষা অন্য কর্মস্থান ভাবনা করে কোন ভিক্ষু অর্হত্বে উপনীত হন তবে তিনি তাঁর জীবনায়ু জড়ো বা বিজড় হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তিনি ষোড়শ মূলের ভিত্তিতে আনাপান স্মৃতি ভাবনায় স্মৃতি করতে থাকেন তিনি তাঁর জীবন আয়ু ব্যবস্থাপন করতে পারেন। তিনি জানেন, আমার আয়ু সংস্কার এখন থেকে এতো পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, তারপর নয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিনি স্বশরীরে জাগরণ অবস্থান, পরিধান ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকৃত্য সম্পাদন করেন এবং পরে তিষ্য থেরোর মতো চক্ষু নির্মিলীত করেন। তিনি মহাকরঞ্জি বিহারে বাস করতেন। তিষ্য থের, যিনি

দেবেন্দ্রের রাজধানীতে পিণ্ডপাতিক ভোজন করতেন। এই উভয় ভাইয়ের ন্যায়। তিনি চিত্রপট পর্বত বিহারে বাস করতেন।

২৪৪. এখানে একটি উপাখ্যান বিবৃত হল : দুই সহোদরে ভাই স্থবির ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পূর্ণিমার উপোসথ ও প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্ত করে কতিপয় ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে স্বীয় বাসস্থানে গমন করেন। আকাশে উদিত চন্দ্রের আলোকে দর্শন করে তিনি চংক্রমণ করতে করতে নিজের আয়ু সংস্কার উপধারণ করে ভিক্ষু সংঘকে বললেন, "তোমরা পূর্বে কিরূপে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষু দেখেছ ? তন্মধ্যে কেউ বলল, 'আমি আসনে বসাবস্থায় দেখেছি, কেউ বলল, আকাশে পর্যাঙ্ক আসনে উপবেশন অবস্থায় দেখেছি। তিনি বললেন আমি এখন একজনকে চংক্রমণ অবস্থায় পরিনির্বাণের দৃশ্য অবলোকন করাব। অত:পর কোটিরে চংক্রমণ অবস্থায় পরিনির্বানের দৃশ্য অবলোকন করাব। অত:পর কোটিরে চংক্রমণ রেখা টেনে তিনি চংক্রমণের রেখার শেষ প্রান্তে উপনীত হন। প্রত্যাবর্তন চংক্রমণের মধ্যেই তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। (২৯৩)

তস্মা হবে অপ্পমত্তো অনুয়ুঞ্জেথ পাণ্ডিতো,
এবং অনেকা নিসংসং, আনাপান সতিং সদাতি।

– যেবা হয় বিজ্ঞজন মানব মহান,
বিনা শ্রান্তে সঁপে নিজে দিবস যাপন।
আনাপান স্মৃতি করে রত চিত্ত মন,
সে মার্গেতে পুরস্কার তার রহে সর্বক্ষণ।
ইতি আনাপান স্মৃতি কথার বিস্তার।

[(১০) উপশমানু স্মৃতিঃ]

২৪৫. আনাপান স্মৃতি ভাবনার পরে যিনি উপশমানুস্মৃতি ভাবনা করতে প্রয়াসী হন তিনি গোপন স্থানে গমন করে নির্বাণের বিশেষ গুণাবলি নিয়ে স্মৃতি ভাবনা করবেন। অন্যথা নিম্নোক্তভাবে দুঃখপূর্ণ ভাববেন :

'ভিক্ষুগণ সংস্কৃত অথবা অসংস্কৃত যে ধর্ম বিদ্যমান তন্মধ্যে বিরাগ শ্রেষ্ঠ বা অগ্র বলে খ্যাত। তা হচ্ছে "চাপল্যের অপনয়ন, পিপাসার বিনয়ন প্রত্যয় বিলোপ, বর্ত্ত-সমাপ্তি, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ (A ii-34)

২৪৬. এখানে **ধম্ম** যথা সম্ভব অর্থ হলো ব্যক্তিগত, আপন সত্তার নির্যাস সংস্কৃত বা অসংস্কৃত **গমন বা** সংগমন করে' প্রত্যয়াদি কর্তৃক উৎপাদিত অনুৎপাদিত। বিরাগ **যেসব ধর্মের মধ্যে** সর্বোত্তম। এ সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত ধর্ম সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম বলে অগ্র বলা হয় যা অগ্রগামী, সর্বোচ্চ।

২৪৭. এখানে রাগের অনুপস্থিত বলে বিরাগ মাত্র নয় অধিকন্তু ইহা সে অসংস্কৃত ধম্ম যাকে মোহাদির (চাপল্য) নিবৃত্তি বলা হয়। মোহের নিবৃত্তি- এ পদে 'নির্বাণকে মূলত বিরাগ বলা হয়েছে। ইহাকে বিরাগ বলে, যেহেতু এতে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে সর্ব প্রকার চপলতা (মোহ) যথা : কাম পিপাসা, আত্ম শ্লাঘা অকার্যকর, বিলয় নিবৃত্ত হয়ে যায়। এবং ইহাকে পিপাসা নিলয় বলা হয়, যেহেতু এতে উপনীত হলে সকল প্রকার কাম তৃষ্ণা বিলয় হয়ে যায়। ইহাকে আলয় বিলয় বলা হয়, কারণ এতে উপনীত হলে পঞ্চকামগুণের অবসান ঘটে। ইহাকে আবর্ত বিলয় বলা হয়, কারণ এতে উপনীত হলে ত্রিভৌমিক বর্ত্ত ছিন্ন হয়ে যায়। ইহাকে তৃষ্ণার বিলয় বলা হয়, কারণ ইহাতে উপনীত হলে তৃষ্ণার বিলয় হয়, বিরাগ হয় নিরোধ হয়। ইহাকে নির্বাণ বলা হয়, কারণ ইহা অপগত, বিগত (নিক্খন্ত), মুক্ত (নিস্সন্ত) তৃষ্ণা বিসংযুক্ত। যার স্বভাব ব্যবহার নাম 'বান'। কারণ তা চার প্রকার যোনি, পাঁচ প্রকার গতি, সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি নব সত্তাবাসকে অপরাপর জন্মভাবে নিশ্চিত করে, তৃষ্ণা এসবকে আবদ্ধ করে, সংবদ্ধ করে (২৯৪)

২৪৮. ইহার বিশেষ বিশিষ্টতা 'চপলতার বিমুক্তি' স্মরণে রেখে শান্তি অন্য অর্থে নিব্বান কি জ্ঞাতব্য। কিন্তু ইহা ভগবান কর্তৃক নির্দেশিত শান্তি উপকথায় অন্য অর্থে নিব্বান কি জ্ঞাতব্য। কিন্তু ইহা ভগবান কর্তৃক নির্দেশিত শান্তি 'র বিশেষত্ব অবলম্বনে স্মৃতি করা কর্তব্য। সূত্রে বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ আমি তোমাদেরকে "উপশম" এভাবে অনুস্মরণ করাতে চাই, "অসংস্কৃত, সত্য, অপর পামর, দুর্দশ, অজর, ধ্রুব, নিষ্প্রপঞ্চ, অমৃত্যু, পবিত্র, নিরাপদ, অভূত, অক্ষত, বিশুদ্ধ, দ্বীপ, আশ্রয় (Siv-360-72) শিক্ষা দেব।

২৪৯. উপশমের বিশেষ গুণানুস্মরণের ফলে তাঁর চিত্ত এ সময়ে রাগাভিভূত হয় না, দ্বেষদুষ্ট হয় না, মোহাভিভূত হয় না। সে সময় উপশম স্পৃহায় তাঁর চিত্ত ঋজুগত (সোজা) থাকে। বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনায় বর্ণিত মতে যখন একে নিবরণ সমূহ অপসৃত হয় তখন ধ্যানাঙ্গসমূহ ক্ষণিকের জন্য উৎপন্ন হয়। উপশম গুণাবলির গম্ভীরতা কিংবা বিবিধ গুণাবলি তাতে নিষিক্ত থাকার কারণে উপচার ধ্যান অধিগত হয়, অর্পণা লাভ হয় না। উপশমের বিশেষ গুণ নিঃসৃত থাকার কারণে ইহাকে উপশমানুস্মৃতি ভাবনা বলা হয়।

২৫০. অপর ছয় অনুস্মৃতির মতো ইহাও আর্য শ্রাবকগণের অর্জিত হয়। এ সত্ত্বেও উপশম গুণে গুরুত্ব প্রদানকারী পৃথগজন ও স্মৃতি করতে পারেক শ্রুতির ফলেও উপশমে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

২৫১. কোন ভিক্ষু উপশমানুস্মৃতি ভাবনা করলে তাঁর সুখ শয়ন হয়, সুখে জাগরিত হয়, তাঁর ইন্দ্রিয় নিচয় শান্ত হয়, তিনি বিবেকবান এবং লজ্জাশীল হন। তিনি স্থিরপ্রজ্ঞ, প্রণীত স্তরে উন্নীত হন, সাথিগণ কর্তৃক বিশুদ্ধির জন্য সম্মানিত হন এবং অধিক উচ্চতর মার্গারুঢ় হতে না পারলেও সুগতিপরায়ন হয়ে থাকেন।

তস্মা হবে অপ্পমত্তো ভাবয়েথ বিচক্খণো,
এবং অনেকানিসংসং, অরিয়ে উপসমে সতিন্তি।

– বিচক্ষণ নব যেবা সেহেতু সুজন
বিনা শ্রান্তে কাটে তার নিশি সর্ব-দিন,
আর্য উপশম স্মৃতি করেন সতত,
বিবিধ উপায়ে তিনি হয়েন পুরস্কৃত।
বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইতি উপশমানুস্মৃতি ভাবনা কথা।

অনুস্মৃতি নামক কর্মস্থান ভাবনা বিশুদ্ধিমার্গের অন্তর্গত অষ্টম অধ্যায় সমাধি ভাবনা
নিবদ্ধ এখানে বিমুক্তিশালী মানবের জন্য সংকলিত হল।

পাদটীকা ঃ

১। এখানে প্রথম যোগী স্রোতাপত্তি হয় যোগী সকৃদাগী ৩য় যোগী- অনাগামী, ৪র্থ যোগী অর্হৎ (M.A. 11-4)।

২। এখানে উল্লেখ্য যে, "ইহার সকল প্রকার"- কথাটি শুধু এ শাসনে বিধৃত। ভিন্ন সাধনায় ইহার মাত্র প্রথম চারটির অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। প. ম. ২৫৭
নয় প্রকার শয়নাসনের মধ্যে অরণ্য এবং বৃক্ষমুল পূর্বে উক্ত হয়েছে। অপর

৩। মধ্যে পাহাড়, পর্বত-ফাটল, পর্বতগুহা, শ্মশানঘাট, গভীর জঙ্গল, মুক্ত স্থান, খড়ের ঝোপ। (M I-181)। মুখ নিয়ন্ত্রিত বশে উক্ত।) (PS. 1-176) ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো ঃ নির্গমন সুখ নিয়ন্ত্রিত।

৪। ছন্দ (কলপ) অনুর সমষ্টি, তরণের গতি (প.ম-২৫৯), শ্বাস প্রশ্বাসের এ ধারণা তরণের সফল উৎপত্তি স্থানীয় সংস্পর্শ নির্ভর (দসন্তরূপপাত্তি) শীলা।

৫। কায় সংস্কার ঃ শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ হল কায় সংস্কার।

৬। সূক্ষ শব্দ – ইহা চিত্তের ধ্যানালম্বন। যদিও তখন সূক্ষ্ম শব্দ স্তব্ধ হয়ে যায়, তবুও শব্দ অনুভব হয়, এবং সূক্ষ্ম আলম্বন নিমিত্ত ধারণ করে চিত্ত প্রবাহ চলে।

৭। দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বায়ুর সাথে চিত্ত প্রবেশ করা হলে ইহা যেন অভ্যন্তরস্থ বায়ু।দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা মেদপূর্ণ মনে হয়।

৮। অনুগমন-সাথে সংঘটিত হয় (অণু অণু পবত্তন) যেভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের আলম্বনে চিত্ত অনুগমন করে (অণু গচ্ছন)। বায়ু আঘাত দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বায়ুতে বেশি মনোযোগী হলে সেস্থান তাঁর কাছে বায়ু-আঘাত প্রাপ্ত মনে হয় যেন মেদপূর্ণ।

৯। পয়েন্ট বা বিন্দু ঃ শ্বাস প্রশ্বাস প্রত্যবেক্ষণ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তিনি নাসাগ্র অনুশীলন করবেন, সেখানে তা স্পর্শ করে।

নবম অধ্যায়

ব্রহ্মবিহার ভাবনার বিবরণ

(ব্রহ্মবিহার নিদ্দেস)

১. **মৈত্রী ভাবনা ঃ**

১. (২৯৫) অনুস্মৃতি ভাবনা নির্দেশের পর চার ব্রহ্মবিহার ভাবনা উল্লেখ করা হলো। এ চার ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা ভাবনা। এগুলোর মধ্যে প্রথম মৈত্রী ভাবনাকারী কর্মস্থানের বাধাগুলো অপসারণ করেন এবং কর্মস্থান শিক্ষা করেন। ভোজন সংক্রান্ত কার্যাদি শেষ করে এবং এতৎসংক্রান্ত ব্যস্ততা বিনোদন করে নির্জনে সুখাসনে উপবিষ্ট হবেন শুরুতে তিনি হিংসা ও দ্বেষের অপকারিতা

২. এবং ক্ষান্তি মৈত্রীতে সুফল প্রত্যবেক্ষণ করবেন। কারণ ? কর্মস্থানের মধ্যে দ্বেষের (হিংসা) পরিত্যাগ এবং মৈত্রীর (ক্ষান্তি) সাধগ্রহণ অদৃশ্য কর্তব্য। এবং কর্মস্থানের মধ্যে (অজ্ঞাত) আদিনব দ্বারা অদৃশ্য কিছু পরিত্যাগ সম্ভব নয়। নিম্নোক্ত কিছু সূত্রের ভেতর দিয়ে দ্বেষের অপকারিতা প্রদর্শিত হয়েছে ঃ 'বন্ধুগণ, যখন কোন লোক হিংসা করে, সে হিংসার শিকার হয়। তার চিত্ত হিংসা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সে জীব হত্যা করে (A-1-216) এবং সূত্রানুসারে ক্ষান্তি (মৈত্রীর) জ্ঞাতব্য। বুদ্ধ বলেন ঃ

খন্তি পরমং তপো তিতিক্খা, নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা (Dh. 399)
খন্তি বলং বলানিকং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং খন্তা ভিয়্যো ন বিজ্জাতীতি
আদিনং বসেন খন্তিয়ং, আনিসংসো বেদিতব্বো।
– ক্ষান্তির সমান ত্যাগ নেই এ ভূবনে,
মিলে না পরম নির্বাণ ধৈর্য বিহনে। (Dh. 184) D-ii-49
যথাযোগ্য ভূষণ হয় ক্ষান্তি শকতি,
ব্রাক্ষণ তারেই বলি আমি যতিমতি,
ক্ষান্তির সমান কিছু নাহি অবস্থিতি। (Dh. 399. Si-222)

সুতরাং দ্বেষের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে, তা থেকে চিত্ত নিবৃত্তির লক্ষে এবং কল্যাণকর ক্ষান্তি প্রবর্তনের জন্য তাঁর মৈত্রী ভাবনা করা কর্তব্য।

কিন্তু এ ভাবনার আদি কর্মীকে প্রাথমিকভাবে অবগত হওয়া উচিত যে, কতিপয় ব্যক্তি ভেদ পরায়ন। এসব ব্যক্তির প্রতি মৈত্রীভাবনা করা উচিত। প্রথমে এসব লোকের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা উচিত নয়। নিম্নোক্ত চার

শ্রেণির লোকের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা বিধেয় নয়। যথা অপ্রিয় ব্যক্তি, অতিপ্রিয় ব্যক্তি, মধ্যস্থ ব্যক্তিও বৈরী ব্যক্তি। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ও মৈত্রী ভাবনা করা উচিত নয়। মৃত ব্যক্তির ও মৈত্রী ভাবনা কর্তব্য নয়।

৫. অপ্রিয় ব্যক্তি এবং অন্যদের প্রতি প্রথমে মৈত্রী ভাবনা করা উচিত নয় কেন? অপ্রিয়কে প্রিয় স্থানে স্থাপন ক্লেশকর। অতি প্রিয় ব্যক্তিকে প্রিয় স্থানে স্থাপনও ক্লেশজনক এবং যদি সামান্যতম দুঃখও যদি এতে পায় তবে তার অশ্রু বিসর্জন হয়। মধ্যস্থ ব্যক্তিকে গুরুস্থানে স্থাপন করলে অথবা প্রিয়জনকে গুরুস্থানে স্থাপন করলে ক্লেশকর হয়। বৈরী ব্যক্তিকে স্মরণে আনলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সে কারণে অপ্রিয় প্রমূখদের প্রতি প্রথমে মৈত্রী ভাবনা করা বিধেয় নয়।

৬. যদি সাধক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করেন, তবে (রাগ) তৃষ্ণা তাঁকে বিব্রত করে, কঙ্কিত করে। কোন স্থবিরকে পোষণকারী পরিবার কুলপুত্র জিজ্ঞেস করলেন, “ভন্তে, কার প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা উচিত ?” স্থবির বললেন, “প্রিয়জনের প্রতি।” সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসত। “তার (স্ত্রীর) প্রতি মৈত্রী ভাবনা করতে গিয়ে ঘরের দেয়ালের বিরুদ্ধে সারারাত যুদ্ধ করেছিল (স্ত্রী সংবাসে উদ্যত)। সে কারণে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা উচিত নয়।

৭. কিন্তু যদি তিনি (মৃত) ব্যক্তির লাশের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করেন তবে তিনি উপচার বা অর্পণা কোনটিতে উপনীত হতে পারেন না। এক যুবক ভিক্ষু তাঁর আচার্যকে গারতা বশে (উদ্বুদ্ধ) মৈত্রী ভাবনা শুরু করেন। মৈত্রী ভাবনা গতিলাভ করল না। তিনি অপর জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট গিয়ে বললেন, “ভন্তে, আমি মৈত্রী ভাবনায় অভ্যস্থ। কিন্তু এখনও আমি তা আয়ত্ত করতে পারিনি। ব্যাপার কি?” স্থবির তাঁকে বললেন, “বন্ধু, নিমিত্ত অন্বেষণ কর।” (নিমিত্তের বিষয় চিন্তা কর) তিনি তা অনুসন্ধান করলেন এবং জানলেন যে, তাঁর আচার্য মৃত্যু বরণ করেছেন। অত:পর তিনি অন্যকে গারতার স্থানে প্রতিষ্ঠা করে মৈত্রী ভাবনায় আসসর হলে অর্পণা ধ্যান লাভ করেন। সে কারণে মৃতকে লক্ষ্য করে মৈত্রী ভাবনা করা উচিত নয়।

৮. সর্ব প্রথমে নিজকে শুধু লক্ষ্য করে ভাবনা করা উচিত। তা ক্রমাগত এভাবে ঃ "আমি সুখী হই, নিঃদুখী হই, বৈরীহীন হই, ক্লেশ, দুর্মনা হতে মুক্ত হয়ে সুখে জীবনযাপন করি।"

৯. যদি তাই অনুসৃত হয়, তবে শাস্ত্রগ্রন্থের উক্তির সাথে কোন দ্বন্দ্ব হবে না তো ? বিভঙ্গের মতে, নিজের ক্ষেত্রে কোন ভাবনার উল্লেখ নেই। এবং কি করে কোন ভিক্ষু মৈত্রী সহাগত চিন্তা ধারায় এক দিশায় অনুপ্রবেশ করে বাস করে ? কোন প্রিয়পাত্রকে দেখে তিনি মৈত্রীভাব পোষণ করতে পারেন মাত্র। সুতরাং তিনি প্রাণীকে দেখে মৈত্রী উৎপাদন করতে পারেন। (Vbh. 272) প্রতিসম্ভিদায় উক্ত হয়েছে। 'কোন পঞ্চ উপায়ে অপৃথকীকৃত (অনবধিত) সহযোগে প্রায়োগিক চিত্ত বিমুক্তি ভাবনা করা হয়? সবপ্রাণি শক্রমুক্ত, ক্লেশমুক্ত এবং উৎকণ্ঠতা মুক্ত হোক। এবং সুখে বাস করুক। সব প্রাণি (২৯৭) যেসব জন্মেছে (PSii-130) সব মানুষ, সবভূত, সবসত্ত, শক্রমুক্ত, ক্লেশযুক্ত এবং উৎকণ্ঠা হতে মুক্ত হোক। এবং সুখে বাস করুক [(PS ii-130) এবং মেত্তা সুত্তে বা বলা হয়েছে)] সুখী হোক ক্ষমাপরায়ণ হোক, সব প্রাণি সথীতাত্ম হোক। (SN. 145) এসব গ্রন্থের সাথে কোন বিরোধ নেই।

১০. তবে কোন বিরোধ নেই কেন ? যেহেতু তা অর্পণা অনুক্রমে বিস্তৃত। কিন্তু এই যে আত্ম-ভাবনা একজনের জন্য তা শুধু স্বাক্ষী স্বরূপ। যদি এ আত্ম ভাবনা শত বৎসর বা হাজার বৎসর ভাবনা করা হয়, যে আমি সুখী হই; তা তার অর্পণা লাভ হয় না। যদি তিনি এভাবে ভাবনা করেন "আমি সুখী হই। আমি যেমন সুখী হতে চাই দুঃখকে ভয় করি আমি যেমন বাঁচতে চাই, মরতে চাই না তেমন অপরাপর প্রাণীর বেলায়ও অনুরূপ। এভাবে নিজেকে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করে অন্য প্রাণীর প্রতি হিতসুখ কামনা তার মধ্যে উৎপন্ন হয়। ভগবানের নিম্নে বাক্যে তা নির্দেশিত হয়েছে ঃ

সব্বা দিসা অনুপরিগম্ম চেতসা নেবজ্ঝগা পিয়তরমত্তনা ক্বচি,
এবং পিয়ো পুতু অত্তা পরেসং তস্মা ন হিংসে পরং অত্থকামোতি।

– মনে মনে চারদিক করেছি গমন,
মমাপেক্ষা প্রিয়জন কোথা হয়নি দর্শন।
তথারূপ স্বীয় প্রিয় অপরাপরে,

আত্মপ্রেমী কভু নারে ক্ষতি অপরে। (Ud .47)

১১. সুতরাং প্রথমে নিজেকে সাক্ষ্য রেখে মৈত্রী ভাবনায় প্রবেশ করা কর্তব্য। পরে ধ্যানে সুপ্রবেশের নিরিখে তিনি গুরু, গুরু স্থানীয়, আচার্য বা আচার্য স্থানীয় ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে দান, প্রীত্যালাপ, শীল এবং শিক্ষা ইত্যাদির গুরুত্ব প্রদান করে এ ব্যক্তি সুখী হোক, শত্রুমুক্ত হোক বলে মৈত্রী ভাবনা করা কর্তব্য। এরূপ ভাবনাকারীর অসনা লাভ হয়।

১২. এতে সীমিত না থেকে ভিক্ষু সীমান্ত ভেদ করতে চায়। অতপর মৈত্রী ভাবনাকে বৃদ্ধি করে অতিপ্রিয় সুহৃদকে, তারপর বৈরী পুদগলকে উপলক্ষ মধ্যস্থ করে মৈত্রী ভাবনা বিধেয়। যখন এরূপ ভাবনা করবেন সে সে সময়ে চিত্তকে মৃদু এবং প্রসারিত করে পরবর্তী স্তরে উপনীত করা উচিত।

১৩. কিন্তু যদি সাধকের কোন বৈরী পুদ্গল (লোক) না থাকে, অথবা তিনি যদি মহাপুরুষ হয়ে থাকেন তাঁর ক্ষতিকারক কেউ না থাকে, তবে নিম্নে বর্ণিতে তাঁর কোন বৈরী সংজ্ঞা থাকে না। যেমন- এখন আমার মৈত্রী চিত্ত বিস্তারিত মধ্যস্থের প্রতি।' এখন আমি তা জনের প্রতি প্রয়োগ করব'-(২৯৬)। অধিকন্তু যার বৈরীজন আছে তাঁর পক্ষে। বৈরী পুদ্গাল হতে মধ্যস্থ পুদ্গালে ভাবনা অনুশীলন কর্তব্য।

ক্রোধ বিমুক্তি

১৪. বৈরী পুদ্গালের প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ হলে সে বৈরীজন কৃত অপরাধ যখন স্মরণে আসে তখন তাঁর ক্রোধ উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত যে কোন পুদ্গালের উল্লেখ করে পুনঃপুন মৈত্রী ভাবনা জপন করে তাঁর প্রতি মৈত্রী পোষণ করে ক্রোধ নিবারণ কর্তব্য। প্রতি মুহূর্তে চিত্তকে সে পুদ্গালের প্রতি নিবিষ্ট রাখা উচিত।

১৫. যদি তাঁর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিবারিত না হয় তারপর ঃ

ককচুপম ওবাদ আদীনং অনুস্সরতো, পটিঘস্স পহানায় ঘটিতব্বং পুনপ্পুনং।

– উপমায় স্থাপন কর করাও যেমন, অপরপ্রতীক যথা আছয়ে তেমন।
কর ব্যায়াম বারে বারে পুনঃ অতপর, পশ্চাতে ত্যজিতে ক্রোধ বহুত্তর।

তিনি নিজেকে এভাবে ভর্ৎসনা করেন ঃ এখানে তুমি যে ক্রোধপরায়ন হচ্ছ? ভগবান কি তোমাদের বলেননি। ভিক্ষুগণ, যদি কোন দস্যু দল নৃশংসভাবে উভয় দন্ত করাত দিয়ে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে সে

মুহূর্তে যদি কেউ হৃদয়ে ক্রোধ পোষণ করে সে আমার শাসনভুক্ত নয় ? (M 1-129) এজন্যে ঃ

তস্সেব তেন পাপিয়ো যো কুদ্ধং, পটিকুজঝতি,
কুদ্ধং অপ্পটিকুজজ্ঝন্তো সঙ্গাগমং জেতি দুজ্জয়
উভিন্নমত্থং চরতি অত্তনো চ পরস্স চ,
পরং সংকুপিতং ঞত্ব যো সতো উপসম্মতীতিচ
– নর, যথা প্রতিশোধে হয় ক্রুদ্ধ প্রতি,
সেজন অধমতম চেয়ে প্রথম ক্রুদ্ধমতি।
যেজন প্রতিশোধে না হয় কোপিত,
সেজন জয়শ্রেষ্ঠ অতীব অদ্ভুত।
উভয় সুখে সুখী সতত উত্তীর্ণ,
স্বয়ং নিজেকে আর পরে অবতীর্ণ
পরের ক্রোধ যে জন জানিবে সতত,
স্মৃতিতে রক্ষিরে শান্তি তিনি অবিরত (S 1-162)

এবং এরূপে 'ভিক্ষুগণ সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক যে ক্রোধী তার শত্রুতায় সাত প্রকার ধর্ম পরিতৃপ্ত এবং সহায়ক হয়ে থাকে। সে সাত প্রকার কি কি ? অত্র ভিক্ষুগণ, একজন শত্রু তার শত্রুর প্রতি ইচ্ছা পোষণ করে, "এ ব্যক্তি কদাকার আকৃতির হোক।" তার কারণ কি? শত্রু, তার শত্রুর সৌন্দর্যে নন্দিত হয় না। ক্রোধী ক্রোধের শিকার হয়, ক্রোধ পরিচালিত হয়। যদিও পুরুষ পুদ্গল সস্নাত, নিপুণ অভিসিক্ত, চুল শ্মশ্রুমণ্ডিত, শুভ্র বসনাচ্ছাদিত হলেও সে কুশ্রী কদাকার। যেহেতু সে ক্রোধের শিকার।' হে ভিক্ষুগণ, সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক যে ক্রোধী তার শত্রুতার ইহা প্রথম ধর্ম্ অধিকন্তু একজন শত্রু তার শত্রুর জন্য কামনা করে, "তার দুঃখ শয্যা হোক, তার ভাগ্য প্রসন্ন না হোক, সম্পদশালী না হোক, বিখ্যাত না হোক, মিত্রবান না হোক [299] দেহ ত্যাগের পর, মৃত্যুর পরে স্বর্গ-সুগতি লোকে উৎপন্ন না হোক। তার কারণ কি? কোন শত্রু তার শত্রু সুখময় স্থানে গমনে নন্দিত হয় না। এক্ষণে ক্রোধী ক্রোধের শিকার, ক্রোধ পরিচালিত। তার কায় বাক্য-মনের দুরাচরণ এর জন্য দায়ী। কায়-বাক্য-মনের দ্বারা দূরাচরণের জন্য দেহ ত্যাগের পর, মৃত্যুর পরে, ক্রোধ পরায়ন অপায় দুর্গতি বিনিপাত নামক

নিরয়ে উৎপন্ন হয়। [Aiv-94] অদিকন্তু চিতায় মরা পোড়ান যে লম্বা কাঠ উহার উভয় প্রান্ত পোড়ান হয়, মাঝখানে প্রতিকূল (মলযুক্ত)। ফলে তা গ্রামে জ্বালানি কাঠ কিংবা বনে গাছের প্রয়োজন মেটায় না। আমি এরূপ পুদগলকে এরূপ বলে থাকি। [All-95] [Iti-90] ইদানীং তুমি ক্রোধ পরায়ণ হলে তবে তুমি ভগবানের শাসন মান্যকর হবে হবে না। প্রতিক্রোধ করে ক্রুদ্ধ পুরুস থেকেও পাপিষ্ঠ হবে। তাতে করে দুর্জয় সংগ্রাম করেও জয়ী হতে পারবে না। শত্রুরা যে শত্রুতা করত তা নিজেকে দিয়ে করা হলো। মরা পোড়ানোর কাঠের মতো হয়ে যাবে।

১৬. ইহা মঙ্গলজনক, যদি তার ক্রোধ উপশম হয়। যদি তা না হয় তবে যেসব ধর্মানুশীলন করলে সে পুদগলের তা উপশান্ত ও পরিশুদ্ধ হয় এবং যা অনুস্মরণ করলে প্রসাদ উৎপন্ন হয় তা অনুস্মরণ করবে। যাতে করে উপশান্ত হলে বিশ্বস্ততাও উদ্দীপনা যোগাবে।

১৭. যদিও তার কায়িক ও বাচনিক আচরণ সংযত নয়, তবুও সকলের জ্ঞাত বহু কর্তব্য কর্মপ্রবাহ তার দৈহিক ভাবে উপশম করা সম্ভব। অত:পর শেষোক্তটি উপেক্ষা করে দৈহিক আচরণ সংযত অনুস্মরণ করা কর্তব্য।

১৮. অপর কেউ তারা বাচনিক আচরণ সংযত করতে পারেন। এতে তার উপশান্তভাব ও ব্রতাদি সম্পাদন করতে সকলের কাছে জানা হয়ে যায়। তিনি মধ্যস্থতার সাথে শান্তভাব আনয়নে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন, কথায় স্বচ্ছন্দ্যবোধ, সহানুভূতিশীল, প্রশান্তভাব, বক্তব্য ভিন্নতা, সুমধুর ধর্মভাষণ, শব্দনির্বাচন এবং বিস্তৃতাকারে, যদিও তিনি কায়ও মনের আচরণ উপশান্ত নয়।

১৯. অপর কেউ তার মানসিক আচরণ উপশান্ত করেন। তার চৈত্য বন্দনা ইত্যাদি সকলের কাছে তার প্রমাণ করে। কেউ যখন তাঁর মানসিক আচরণ উপশান্ত না করে চৈত্যাদি, বোধ বা স্থবিরগণকে সযত্নে বন্দনা করেন না। [300] তিনি ধর্ম পরিবেশন মণ্ডপে বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল চিত্তে উপবেশন করেন। যার চিত্ত উপশান্ত তিনি, ভক্তিসহকারে বিমুক্তভাবে বন্দনা করেন, এবং একাগ্রচিত্তে ধর্মশ্রবণ করেন, অনুস্মরণ করেন এবং কায়ে বা চিত্তে প্রসাদ উৎপন্ন করেন। কারও যদি কায়িক ও বাচনিক আচরণ উপশান্ত না হলেও তিনি শুধু চিন্তাচয়ন অনুস্মরণ কর্তব্য।

২০. কারো মধ্যে এ তিন প্রকারের কোনটিই উপশান্ত নয়। অত:পর এরূপ পুরুষের (পুদগল) প্রতি এভাবে করুণা উৎপাদন কর্তব্য; "যদিও এ ব্যক্তি এখন মনুষ্যলোকে বিচরণ শীল, কয়দিন পরে সে আট মহা নিরয়ের এক নিরয়ে, অথবা ১৬ উৎসদ নিরয়ে স্বয়ং নিজেকে দেখতে পাবে।" - এভেবে তার প্রতি করুণাবশত পূর্বকৃত্যও প্রশমিত করা কর্তব্য। অপর কারো এ তিনটি উপশান্ত থাকতে পারে। তিনি তিনটির মধ্যে যে (পছন্দ) কোনটি অনুস্মরণ করেন তার প্রতি করুণা (ভাবনা) প্রদর্শন করতে পারেন।

২১. ইহার অর্থ আরো স্পষ্ট করার জন্য বিনয়ের পাঁচ গ্রন্থের সূত্র উল্লেখযোগ্য : " ভিক্ষুগণ, যে ক্ষেত্রে বিবক্তিকর পাঁচ বিষয় যদি কোন ভিক্ষুর মধ্যে উৎপত্তি হয় তবে তা দূরীকরণ কর্তব্য।" [Aii-186-90]

২২. কিন্তু কর্ম প্রক্রিয়া সত্ত্বেও যদি কারো বিরক্তি উৎপন্ন হয়, তবে তিনি নিজকে এভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত:

১. অত্তনো বিসয়ে দুক্খং কতন্তে যদি বেরিণো
কিং তসস্ বিসয়ে দুক্খং সচিত্তে কত্তুমিচ্ছসি ?
বহুপকারং হিত্বান ক্রাতিবগ্গং রুদম্মুখনং,
মহানাথকরং কোধং সপত্তং ন জহাসি কিং ?
যানি রক্খনি সীলানি তেসংমুল নিকন্তনং
কোধং না নুপলালেসি কো তয়া সদিসো জলো ?
কতং অনরিয়ং কম্মং পরেন ইতি কুজ্ঝসি,
কিংন্নুতং তাদিসং যেব সো সয়ং কত্তুমিচ্ছ সি ?
দোসেতু কামো যদি তং অমনাপং পরোকরি,
পোসুপ্পাদেন তস্সেব কিং পুরেসি মনোরথং ?
দুক্খং তস্স চ নাম ত্বং কুদ্ধোকাহসি বা নবা,
অত্তানং পানিদানেব কোধ দুক্খেন বাধসি ?
কোধন্ধা সহিত মগ্গং আর লহং যদি বেরিণো,
কম্মা তুবমিতা কুজ্ঝন্তো তেসং যেবানুসিক্খসি ?
যং দোসং ত্বব নিস্সায় সত্তুনা অপ্পিয়ং কতং,
তমেব ছিন্দংসসু কিমট্ঠানে বিহ্ঞ্ঞসি ?
খনিকত্তা ধম্মানং যেহি খন্ধেহি তে কতং,
অমনাপা নিরুদ্ধা তে কস্স দানীধ কুজ্ঝসি

লুক্খং করোতি যো যস্স তংবিনা কস্স সো করে,
সয়ম্পি দুক্খহেতু ত্বং ইতি কিং তস্স কুজ্ঝতীতি

– ধর এক অরি হয়ে আঘাতে তোমায়,
প্রতিঘাতে প্রতিশোধ নেবে কি তাহায় ?
প্রতিঘাতে কেন হবে সচেষ্ট তৎপর
তব চিত্ত ? কভু নহে কর্মস্থল তার।
অশ্রু বিসর্জনে তুমি ত্যাজিলে সংসার,
দয়াবান উপকারী সহায়ক সবার।
তবে কেন নাহি ত্যাজ শত্রু যে তোমার ,
বয়ে আনে দুঃখ বহু ক্রোধ অনিবার ?
যে ক্রোধকে তুমি লালন চিন্তনে,
অবিরাম দুঃখ ভোগ মূলে অন্তলীনে।
ক্রোধচ্ছেদী শীল যেবা প্রহরি যথা
লালনে রত সদা ক্রোধমূর্খ তথা।
অপরের অনার্যকৃত কারে দরশন,
ক্রোধ উৎপাদিলে তুমি এ কোন ভূষণ ?
তুমিও কি চাও তাহা তাদৃশ কৃতি,
যেসব কর্ম সে যে করেছে সম্প্রতি ?
কেউ যদি তোমায় চায় ত্যক্ত করিবারে,
ঘৃণাযুক্ত মন্দবাক্য বলে কোপিতেরে।
ক্রোধ করে দুঃখ পাড় উঠ লাফ দিয়ে,
কেন করে তাদৃশ ক্রোধ তুমি মন দিয়ে ?
ক্রোধান্বিত যবে অতএব পর,
দুঃখ উদয় হোক না বা হোক তার,
ক্রোধেতে ঘাতাঘাত ক্রোধ উপজয়ে,
তখনি নিশ্চয় তুমি লভে শাস্তিচয়
যদি ক্রোধ অন্ধ করে শত্রু সমূদয়,
বিস্তারে দুঃখের পথ আচরিত হয়।
তবুও কি তুমি কভু হবে সক্রোধী,

পরিহরি পাশরিবে পদ-অনুপদী ?
শত্রু যদি দিয়ে থাকে অপার দুঃখ
ক্রোধের কারণে দুস্তর মার্গ দুঃখ
অতঃপর তব ক্রোধ কর হে বিনীত
তবুও কি উচিত তব অহেতুক দংশিত ?
ক্ষণিকের তরে স্থিতি যে ধর্ম নিয়ে,
স্কন্ধের হেতুতে তাহা হল উপাজয়।
ক্ষতিকর কর্মসব হয়েছে নিবোধ,
অতএব ওহে তুমি করিবে কি ক্রোধ ?
কাকে দুঃখ দেবে তুমি অন্বেষু বা কে ?
অপর বিহনে যখন আবার পর কে ?
'তোমার' স্থিতিতে হয় দুঃখের কারণ,
তবে কেন কর ক্রোধ তাহার সরণ ?

২৩. যখন এভাবে নিজেকে প্রবাদ শাসন করার পরও ক্রোধ উপশম না হয়, তাহলে তিনি তাঁর এবং পরের কৃত কর্ম পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এখানে, তিনি প্রথমে তাঁর নিজের কৃতকর্ম এভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। বর্তমানে কোন বিষয়ে ক্রোধের কারণ কি? চিহ্নিত কর। এ কর্ম কি তোমার ক্রোধের উৎস নয় কি ? যা তোমার ক্ষতিকারক। তোমার কর্মের জন্য তুমি নিজে দায়ী। উত্তরাধিকার তোমার মাতা পিতা, তোমার স্বজন, তোমার শরণ স্বরূপ। যেমন কর্ম করবে তার সেরূপ ফল পাবে। (A 111-186) তোমার এ কর্ম সম্যক সম্বোধি, সম্বোধি জ্ঞান বা প্রত্যেক বোধি, শ্রাবক স্ত র, ব্রহ্মত্ব, শত্রুত্ব, চক্রবর্তী ও প্রদেশ রাজাদির সম্পত্তি সমূহের অন্যতর সম্পদ লাভ সম্ভব নয়। অধিকন্তু তা শাসন হতে চ্যুত করার কর্ম সম্পাদিত হয়। পরিত্যক্ত ভোজীস্তর ইত্যাদি নরকের বিবিধ দুঃখের উৎপত্তির হেতু তোমার কর্ম। তোমার ইহা করার ফলে একজন লোক তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার বা বিষ্ঠা নিয়ে অপরকে দ্রুত প্রহার করতে আঘাত করার মতো নিজেকে প্রহার বা দুর্গন্ধময় করে।

২৪. এভাবে নিজের কর্ম স্বকীত্ব স্বীকার করে তাঁর নিজের ও পরের বিষয় প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। এবং তাঁর সাথে ক্রোধপরায়ণ হওয়ার উৎসটি মূল কি ? ইহা কি তাঁর অনিষ্টের কারণ হবে না ? এ আয়ুষ্মান স্বীয় কর্মের

কারক, কর্মের উত্তরাধিকার। যে কর্ম করবে তার ফলের ভাগী হবে। তার এ কর্ম সম্যক সম্বোধি, শ্রাবক বোধি, ব্রহ্মত্ব, শক্রত্ব, সম্যক বোধি, প্রত্যেক বোধি, শ্রাবক বোধি, ব্রহ্মত্ব শক্রত্ব, চক্রবর্তী ও প্রদেশ রাজার সম্পদ- এর অন্যতর সম্পদ লাভ করতে সমর্থ হয় না। অধিকন্তু এ ধরনের কর্ম তাঁকে শাসন হতে পতন ঘটিয়ে পরিত্যক্ত বৈজ্য ভোজী ইত্যাদিতে উপনীত করে। এবং তাতে বিবিধ নারকীয় দুঃখ ভোগ করতে হয়। এ সব সম্পাদনে কোন লোক বায়ুর বিপরীতে ধূলি নিক্ষেপের মতো অপরকে ধুরাকীর্ণ করতে চায় এবং নিজেকে ইহা দ্বারা আবৃত করে। এজন্যে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে ঃ

যো অপ্পদুট্‌ঠস্‌স নরস্‌স দুস্‌সতি, সুদধস্‌স পোসস্‌স অনঙ্গনস্‌স,
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং, সুখুমো রজো পটিবাতং ব খিত্তোতি। (Dh. 145)

– মূর্খ যদা হিংসা করে অহিংসজনে,
সুবিশুদ্ধ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জনে (৩০২)
তথারূপ প্রতিঘাতে ভোগে পাপীজন (Dh. 125)
যথারূপ সিহিধুলি বিপরীত পবন

২৫. কিন্তু এভাবে প্রত্যবেক্ষণের ফলে যখন কর্ম স্বকীত্ব উপশম না হয় তবে তার শাস্তার পূর্ব চর্যাগুণ প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

২৬. **ইহাই প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি ঃ** 'হে প্রব্রজ্যিতবর, তোমার শাস্তার সম্বোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, চার অসংখ্য শত সহস্র কল্পে পারমী সম্ভার পূর্ণতায় ব্যাপৃত ছিলেন। যখন শক্ররা তাঁকে বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন তিনি তো তিনি তাঁর চিত্ত হিংসায় কলুষিত করেন নি ?

২৭. **উপমা স্বরূপ বলা যায় :** "সীলব জাতকের (Ja-i-261) কথা : কোন শক্র রাজা তাঁর রাজ্যের তিন যোজন রাজ্য দখল করে নেয়। যার দুষ্ট অযাত্য তাঁর স্ত্রীকে ও প্ররোচিত করেছিল, তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারে তাঁর প্রতি হিংসা প্রদর্শন করেননি। অস্ত্র উত্তোলন করতে দেননি। পুনরায় ; তিনি যখন তাঁর হাজার সঙ্গীসহ শ্মশান ভূমিতে শক্রগণ কর্তৃক মাটিতে গর্ত করে গলা পর্যন্ত মাটি ভর্তি করে দেয়। তাতেও তাঁর চিত্তে হিংসা প্রবৃত্তি জাগেনি। এবং যখন কুনপ খেতে আগত শৃগালগুলো বীরোচিত দক্ষতায় গর্তের মাটি অপসারণ করে তাঁদের প্রাণরক্ষা করে। যখন তাঁরা শবগুলো

গোগ্রাসে খাচ্ছিল তখন এক দেবতার সাহায্যে তাঁর নিজের শয়ন কক্ষে নীত হয় তখন তিনি হিংসাপরায়ণ হননি। অধিকন্তু তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বলেছিলেন ঃ

আসিংসেথেব পুরিসো ন নিব্বিন্দেয়্য
পস্‌সসি বোহং অত্তানং যদা ইচ্ছিং অহুতি।

– উদ্যমে সাহসী পুরুষ উৎসাহে পতিত,
যে ইচ্ছা করেছি আমি পূর্ণ সুনিশ্চিত।

২৮. ক্ষান্তিবাদ জাতকে দুষ্টমতি কাশীরাজ জিজ্ঞেস করলেন : "হে শ্রমণ তুমি কোনবাদী?" ক্ষান্তি বলে উত্তর দিয়েছিলাম। ফলে কন্টক কশা দিয়ে তাড়িত করে, হাত পা কর্তন করে। তাতে ও তিনি তাঁর (রাজার) প্রতি বিন্দুমাত্র দ্বেষপরায়ণ হননি। (Ja-111-32)

২৯. হয়ত ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যে সংসার ত্যাগকারী হয়ে তাঁর পক্ষে এরূপ করা উচিত যা একজন শিশু যা করে বসে। চুল ধর্মপাল জাতকে উক্ত হয়েছে ঃ রাজা মহাপ্রতাপ পিতা হয়ে নির্দেশ দিলেন, "বংশ দণ্ডের মতো তাঁর হাত-পা কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে তাঁর মা তাতে বিলাপ ধরে রোদন করল ঃ

চন্দন সারানুলিত্তা বাহা ছিজ্জন্তি ধম্মপালস্‌স,
দায়াদস্‌স পথব্যা পানামে দেব রুজ্‌ঝন্তীতি।

– আহা ধর্মপালের বাহুদ্বয় হয় কঠিনতর
আশ্বাস প্রশ্বাসে বয় সুবাস চন্দনের
চক্রবর্তী রাজা তিনি বিশাল ভূধরে
ওহে রাজন, শ্বাস রুদ্ধ হচ্ছে মোর এ ধরে। (Ja-111-181), (303)

তাতে ও রাজার তৃপ্তি হলো না, নির্দেশ দিলেন তাঁর শিরচ্ছেদ করতে। এতেও দ্বেষের বিন্দুমাত্রও তাঁর মধ্যে উদয় হয়নি। যেহেতু তিনি এভাবে প্রণিধান করলেন "এখন তোমার চিত্ত দমন করার সময়, ওহে ধর্মপাল, এখন চার ব্যক্তির প্রতি নিরপেক্ষ হও তা হলো পিতা, যে তোমার মস্তক কেটে নিচ্ছে, শিরচ্ছেকারী জল্লাদ, বিলাপরতা মা এবং স্বয়ং নিজে।"

৩০. এবং সম্ভবত : ইহা এতো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, মানুষ হয়ে এরূপ করা কর্তব্য। এক তির্যক প্রাণী হয়েও তা করেছিল বোধিসত্ত্ব ছদ্দন্ত জন্মে হাতি হয়ে জলগ্রহণ করেন। তিনি ব্যাধ কর্তৃক তার নাভিতে বিষাক্ত তীরের খণ্ডাংশ বিদ্ধ হন। এতেও তিনি ব্যাধের প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন করেননি। তার চিত্ত কলুষিত করার জন্য তীর ছোড়া হয়েছিল। যথা বলা হয়েছে ঃ

সমপ্‌পিতো পুথুসল্লেন নাগো
অটুট্‌ঠচিত্ত লুদ্দকং অজ্‌ঝ ভাসি
কিমত্থিয়ং কসস বা সস্‌স হেতু,
সমং বধি ? কস্‌স বায়ং পয়োগো তি ?

– বারণে যখন বিঁধিল মোটা তীর,
চিত্তে নাহি দ্বেষ সম্বোধি ব্যাধবর।
বল, কারণ কিবা লক্ষ্যতব কী বা ?
বধিলে আমায় উদ্দেশ্য তব কীবা ? (Ja-V-51)

এভাবে হাতি যখন কথা বলল, এবং বল্ল, মহাশয়, কাশীরাজ রানি আমাকে পাঠিয়েছে তোমার দাঁত নিতে। একথা শুনে রানির ইচ্ছা পূরণার্থে তাঁর জমকালো, আলো বিকিরণকারী, ছয় বর্ণে চকিত রশ্মি দাঁত কর্তন করে তার (শিকারির) হাতে দিলেন।

৩১. এবং যখন তিনি মর্কটরাজ ছিলেন তখন যে মানুষটিকে পর্বত প্রপাত হতে উদ্ধার করেছিলাম তখন তার মান চিন্তার উদয় হয়েছিল ঃ

ভক্‌খো অয়ং মনুস্‌সানং যথেবঞ্‌ঞে বনে মিগা,
যন্নুনিমং বধিত্বান ছাতো খাদেয়্য বানবং।
অসিতোব গমিস্‌সাবি মংসং আদায় সম্বলং,
কান্তারং নিত্থারি স্‌সাথি পাথেয়ং সে ভবিস্‌সামি।

– এক্ষণে যে খাদ্য ইহা সকল মানবের,
অনুরূপ প্রানি নিচে বনের অপর।
অতএব ক্ষুধার্ত জনের কিবা করণীয়,
কেন না বধি খেতে বানর এক প্রিয় ?
ভ্রমিব স্বরাজ হয়ে চিন্তে নিজমনে,

পথের পাথেয় হবে মাংস পরিত্রাণে।
নিকৃষ্ট এ চিন্তা হতে করব উত্তরণ,
তাই হোক সজ্জা মোর শীল উল্লোকন (JA-V-71)

অত:পর তিনি একটি পাথর কুড়িরে নিয়ে সজোরে মাথায় আঘাত করলেন। বানর তার দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকিয়ে বলল ঃ

মা আয়্যোসি মে ভদন্তে, তং নামে তাদিসংকরি,
তং খোসি নাম দীঘাবু, অঞ্ঞঞংবরেতুং অবহসীতি।

– হে আর্যমোর ইদৃশ কর্ম করু না করিবে,
দীর্ঘকাল পরে ভাগ্যর শোষণা করিবে।
অপর সকল হতে কর্ম অনুরূপে,
করিতে উদ্যত আজি মম অভিরূপে।

এবং দ্বেষহীন চিত্তে নিজের দুঃখ চিন্তা না করে তিনি দেখলেন যে, মানুষটি নিরাপদে তাঁর গন্তব্যে উপনীত হলেন।

৩২. যখন তিনি ভূরিদত্ত নামক নাগরাজ ছিলেন (৩০৪) এবং যখন তিনি উপোসথ শীলে প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি একটি উইয়ের ঢিবির উপর শয়নাশ্রিত ছিলেন। যদিও তিনি ধৃত হয়ে সর্ব শরীরে প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ উত্তেজক ওষুধ ছিটে দিয়েছিল। যে অগ্নি দাহ্য ক্ষমতা ছিল কল্পকাল। একটি চুবড়িতে (পেড়ায়) প্রক্ষিপ্ত করে সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে ক্রীড়া (নাচান) প্রদর্শিত হলেও সে সাপুড়ে ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষের চিহ্নমাত্র উৎপন্ন করেনি। যথারূপ বলা হয়েছে ঃ

পেলায় পক্খিপন্তেইমদ্দনে, পি চ পাণিনা,
আলম্ব নেন কুপ্পামি সীল খণ্ড ভয়া মমাতি।

– পেড়ায় প্রক্ষিপ্ত কাল হয় যখন,
দুমড়ে মুচড়ে পুরে হাতে সময় তখন।
ক্রোধ মম নাহিছিল প্রতি আলম্বন,
তবু আমি ভাঙি নাই শীল অধিটঠান।

৩৩. এবং চম্পেয়্য নাগ জন্মে ও যখন সাপুড়িয়া তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ন হয়ে নিষ্ঠুর আচরণ করলেও তাঁর প্রতি চিত্তে তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করেনি। যথা বলা হয়েছে ঃ

তদাপি মং ধম্মচারিং উপবুত্ত উপোসথং,
অহিতুণ্ডিকো গহেত্বান রাজদ্বারম্পি কীলতি।
যংসা বন্নং চিন্তয়তি নীলং পীতঞ্চ লোহিতং,
তস্স চিত্তানুবত্তন্তো হোমি চিন্তিত সন্নিভো।
থলং করেয়্য উদকং, উদকম্পি থলং করে,
বদিহং তস্স কুপুপেয়্যং খনেন ছারিকং করে।
বদিহং চিত্তবসী হেস্সং পরিহামি স্সামি সীলুতো,
সীলেন পরিহীনস্স উত্তম খোন সিজ্ঝতীতি।

– যখন নিরত ছিলাম উপোসথ শয়নে,
উপোসথ শীলে যখন রত সংগোপনে।
ধরে নিয়ে গেল মোরে সাপুড়ে এক,
রাজদ্বারে প্রদর্শনে মোরে ক্রীড়াতে প্রমুখ।
সাধ্যমত হৈচৈ শব্দ করিল বিস্তর,
নীল পীত লাল বর্ণ ছিল বহুত্তর।
চিন্তায় তার অনুভবে হয়ে অনুগত,
হয়েছি যা ইচ্ছা তার করেছে বিস্তৃত।
স্থলভূমি জলাশয়ে জলাশয় স্থলে,
বিবর্তে সমর্থ আমি ইচ্ছা কভু হলে।
হয়েছে মোর চিরবশী রাগ উপগত,
তাকে খোঁজার সন্ধানী মন হল ভস্মীভূত।
চিত্তের প্রভুত্ব আমি করেছি শিথিল,
যে শীল পরিহীন তা পূরণে সুশীল।
শীল পরিহীন যেবা থাকে নিরন্তর,
উষ্ণমার্গ সিদ্ধ কভূ হইবে না তার।

৩৪. যখন তিনি শঙ্খ পাল নামক নাগরাজ ছিলেন, তখন ১৬ জন গ্রাম্যবালক তাঁকে তীক্ষ্মধার তীর দিয়ে আট স্থানে বিদ্ধ করে। ক্ষতস্থানে কাঁটালতা

ঢুকিয়ে বাঁধে, নাক ছিদ্র করে শক্ত বন্ধু দিয়ে বাঁধে। অত:পর বহন করে অন্যত্র নিতে গিয়ে তাঁর দেহ ভূমি পৃষ্ঠের সাথে ঘর্ষিত হতে হতে ক্ষতবিক্ষত ও মহাকষ্টের উদ্ভব হয়। যদিও তিনি নিমিষের মধ্যে সে গ্রাম্য বালকদের ক্রোধান্বিত হয়ে দৃষ্টিপাত করলে পুড়ে ভস্মীভূত করা যেত। কিন্তু তিনি ক্রোধবশত চক্ষু পর্যন্ত উন্মীলন করেননি। তদনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

চাতুদ্দসিং, পঞ্চদসিং অলার। উপোসথং নিচ্চং উপবসামি,
অথাগমূং সোলস ভোজপুত্তা রজ্জুং গহেতান দলহঞ্চ পাসং।
ভেত্বান নামং অতিকভ্‌ত রজ্জুং নয়িংসু মং সম্পরিগহং লুদ্দা,
এতাদিসং দুক্‌খমহং তিতিক্‌খং উপোসথং, অপ্‌পটি কোপয় তোতি।

১. – চতুর্দ্দশী পঞ্চদর্শী তিথি দুই অলার,
নিত্য পালন করি উপোসথ প্রবর।
না আসা অবধি ষোল বালক গ্রামের,
সাথে নিয়ে রজ্জু তীর শক্‌তি তীব্রতর।
শিকারিরা বিঁধিল নাসা রজ্জুতে বন্ধন,
রজ্জুতে পেঁচিয়া দেহ বয়ে নিল অন্য স্থান।
ভূমি ঘষে মম দেহ হইল বিক্ষত
দেহমনের যন্ত্রণা ক্রোধ দ্বেষ বহির্ভূত। (Ja.V-172) (305)

তিনি শুধু এরূপ অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেননি, আরও বহু আশ্চর্য কর্ম করেছিলেন। তন্মধ্যে মাতৃপোষক জাতকে তিনি বলেছেন (Ja IV-70) ইদানীং সর্বজ্ঞতা পদে উপনীত হয়ে এবং যার মধ্যে দেব মানবের অসদৃশ ক্ষান্তি বিরাজমান, তাঁর পক্ষে ক্রোধ চিত্ত উৎপাদন তোমার অনুপযুক্ত এবং অশোভন।

৩৬. কিন্তু যদি যেহেতু তিনি শাস্তার বিগতাচরণজনিত বিশেষ বৈশিষ্ট্য (দক্ষতা) প্রত্যবেক্ষণ করেন, ক্রোধ উপশম না হয়, যেহেতু তিনি দীর্ঘকাল ধরে ক্লেশের দাসত্বে নিমজ্জিত থাকেন। তাহলে তিনি আদিহীন (জন্মান্তর চক্র) সূত্রের প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। সেখানে উক্ত হয়েছে ঃ “হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে মা, বাবা, ভাই, বোন, পুত্র, কন্যা ছিল না এমন কোন সত্ত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। (S ii-189-90) সে কারণে (পুদ্গালের) তার ভাবা উচিত

;" এ ব্যক্তি অতীতে আমার মা হয়ে আমাকে দশমাস গর্ভে ধারণ করে ছিলেন। আমার থেকে নির্গত প্রস্রাব, বিষ্ঠা, থুথু, সিঁকনি প্রভৃতিকে হলুদ চন্দন কাষ্ঠ ঘৃণা না করে কোলে নিয়ে লালন, পরিচর্যা ও কোমরে ধারণ করেছেন। এবং এ ব্যক্তিটি আমার অতীতের পিতা হয়ে শত্রুপথ ইত্যাদি অতিক্রম করে বাণিজ্য করে ব্যবসা পরিচালনা করত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার জন্য উভয় দিকে পূর্ণানন্দ কৃত, ভোজপুত্র। বিপদসঙ্কুল সংগ্রামে প্রবেশ করতেন জাহাজে পাল তুলে মহাসাগর পাড়ি দিতেন এবং অপরাপর জটিল কাজ সম্পাদন করতেন। আমার পরিচর্যার জন্য অপরাপর দুষ্কর কার্য করতেন। যে কোন উপায়ে সম্পদ পিঠে বহন করে তার সন্তানদের পোষণ করতেন। আমার ভাই বোন, পুত্র, কন্যা হিসেবে এ ব্যক্তির সাহায্য দান অনেক দিয়েছেন। সুতরাং আমার চিত্তে তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রত্যয় দেওয়া উচিত নয়।

৩৭. কিন্তু যদি তাতেও তার সে চিন্তা প্রশমিত না হয় তবে তিনি মৈত্রী ভাবনার সুফল প্রত্যবেক্ষণ করবেন ঃ 'এখন তুমি প্রব্রজ্যিত। ভগবান কি বলেননি "ভিক্ষুগণ, যখন মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি অনুশীলন, বিবর্ধন, বহুল প্রয়োগ, যানে, রূপায়িত, কার্যক্রম, প্রতিটঠা, স্তুপীকৃত, এবং যথার্থভাবে গৃহীত হবে এ প্রকার সুফল আশা করা যায়। সে একাদশ প্রকার কি কি? যে কোনজন সুখে ঘুমান, মুখে জেগে উঠেন, দুঃস্বপ্ন দেখেন না, মানুষের প্রিয়ভাজন। অমনুষ্যের প্রিয়ভাজন, দেবগণ রক্ষা করেন রক্ষা, আগুনে এবং বিষ এবং শস্ত্রাদি তাকে পর্য্যুদস্ত করতে পারে না, সহজে চিত্ত সমাধির হয়। মুখাবয়ব প্রসন্ন দেখায়, সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। যদি তিনি উন্নততর প্রজ্ঞার অধিকারী না হলেও ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হন। (A.V.-342) যদি এ সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট না করেন তবে এসব সুফল হতে বঞ্চিত হবেন।

৩৮. কিন্তু যদি এভাবে চিত্ত নিবিষ্ট না করেন তবে এগার প্রকার সুফল প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। তা কিরূপে ? 'হে তুমি প্রব্রজ্যিত হয়েছ, তুমি যখন তার সাথে ক্রোধ কর তুমি এর সাথে ক্রোধ করে (প্রকৃতপক্ষে) কার প্রতি ক্রোধ করলে ? তুমি মাথার চুলের সাথে ক্রোধ করছ ? অথবা দেহ লোমের সাথে ক্রোধ করছ বা নখের সাথে ক্রোধ করছ ? অথবা মুত্রের প্রতি ক্রোধ করছ ? অথবা বিকল্পে মস্তকবিধৃত কেশ ইত্যাদি পৃথিবী ধাতুর প্রতি ক্রোধ করছ ? অথবা আপ ধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? অথবা তেজ

ধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? অথবা বায়ু ধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? অথবা পঞ্চস্কন্ধের প্রতি কি ক্রোধ করছ ? অথবা দ্বাদশ আয়তনের প্রতি কি ক্রোধ করছ ? অথবা অষ্টাদশ ধাতু সংগঠিত অমুক নামে পরিচিতের রূপস্কন্ধের প্রতি কি ক্রোধ করছ অথবা বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বিজ্ঞান স্কন্ধের প্রতি কি ক্রোধ করছ ? চক্ষু আয়তনের প্রতি কি কিংবা রূপায়তনের প্রতি কি ক্রোধ করছ ? বা মনায়তনের প্রতি কি ক্রোধ করছ বা মনালম্বন আয়তনের প্রতি কি ক্রোধ করছ ? (ধর্মায়তনের) বা চক্ষু ধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? বা রূপধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? বা চক্ষু বিজ্ঞান ধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? বা মনোধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? বা মনোবিজ্ঞান ধাতুর প্রতি কি ক্রোধ করছ ? যখন তিনি ধাতু সংকল্পের (বিনির্ভোগে) চেষ্টা করেন তখন শৃঙ্গের মাথায় শস্যদানা কিংবা আকাশে (শূন্যে) চিত্রকর্ম করার মতো তার ক্রোধের পদস্থান।

৩৯. যদি তিনি ধাতু সংকল্পের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তবে কোন এক দান ক্রিয়া করা উচিত। এটা তিনি কাউকে দান দিয়ে অথবা নিজে অন্য হতে দান গ্রহণ করে ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু যদি অপরের জীবন জীবিকা পরিশুদ্ধ না হয় অথবা তার পরিভোগ্য যদি যথার্থ ব্যবহার যোগ্য না হয় তবে নিজের দান করা উচিত। কেউ এরূপ কাজ করলে ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ সম্পূর্ণ উপশম হয়ে যায়। এবং অপর ব্যক্তির অতীত জন্মের নিবন্ধন ক্রোধ এ মুহূর্তে উপশম হয়ে যায়। যা একজন জ্যেষ্ঠ পিণ্ডপাতিক স্থবিরের মধ্যে ঘটেছিল। তিনি চিত্র পর্বত বিহারে অবস্থান কালীন তিন তিনবার তাঁর বাসস্থান স্থানান্তর করতে চেয়েছিলেন। সে পিণ্ডপাতিক স্থবির বললেন, "ভন্তে, উপাসিকা আমার মা আট রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে কি এ পাত্রটি আমাকে দান করেছেন। পাত্রটি সঠিকভাবে লব্ধ। স্বচ্ছ উপাসিকার পুণ্য লাভার্থে পাত্রটি গ্রহণ করুন।" এদান মহাফলপ্রদ এবং বলা হয়েছে ঃ

অদন্ত দমনং দানং দানং সব্বত্থ সাধকং,
দানেন পিবাচায়, উন্নমন্তিসি অমন্তি পতি।

– অদম্যকে করে দান্ত দান মহান,
সর্বার্থ সাধিত হয় যেবা করে দান।
অবাদ্যজন সুবোধ হয় দিয়ে তারে দান,

প্রতিগ্রাহক বিনমিত হয় পেয়ে দান। (৩০৭)

[প্রতিবন্ধন উচ্ছেদ করণ - নিমিত্ত]

৪০. যখন বৈরী পুদ্গালের প্রতি ক্রোধ উপশম করে (যোগী) তাঁর মৈত্রী চিত্ত প্রিয়, অতিপ্রিয় এবং মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ করতে পারেন। তিনি মৈত্রী ভাবনা বারবার অনুশীলন করে নিজের প্রিয়জনের, মধ্যস্থজনের এবং বৈরীজনের প্রতি সমান চিত্ততা স্থাপন করে প্রতিবন্ধকতা উচ্ছেদ করতে পারেন।

৪১. তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এরূপ, ধরুন এ ব্যক্তি একজন প্রিয়, একজন মধ্যস্থ এবং একজন বৈরী ব্যক্তিকে নিয়ে এক জায়গায় বসে আছেন। সেখানে এক চোরের দল এসে তাকে বলে যে, ভন্তে আমাদের একজন ভিক্ষু দেন, কেন জিজ্ঞাসিত হলে তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করে গলদেশ হতে পতিত রক্ত দিয়ে পূজা করব।' এতে যদি সে ভিক্ষু বলে "তাদের মধ্যে অমুককে অমুককে নাও বলে চিন্তা করে তবে তার প্রতিবন্ধক উচ্ছেদ করা হলো না। যদি এ তিনজনকে নয় আমাকে গ্রহণ কর চিন্তা করে তবেও প্রতিবন্ধক উচ্ছেদ করা হলো না। কেন ? তিনি তার অহিত চিন্তা করলেন। অপর তিনজনের শুধু কল্যাণ চিন্তা করলেন। যখন তিনি চোরগণকে চারজনের কাউকে দিতে চিন্তা না করেন, তিনি যখন নিজের প্রতি এবং অপর তিনজনের প্রতি সমান বিত্ততা পোষণ করেন। তখনই শুধু প্রতিবন্ধক উচ্ছেদ (সীসা সম্ভেদ) করা হয়ে থাকে। সে কারণে প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

অত্তনি হিত সজঝত্তে অহিতে চ চতুব্বিধে,
যদা পস্সতি নানত্তং হিত চিত্তোব পাণীনং।
ন নিকামলাভী মেত্তায় কুসলীতি পবুচ্চতি
যদা চতস্সো সীময়ো সম্ভিন্না হোন্তি ভিক্খু নো,
সসং ফরতি মেত্তায়, সব্বং লোকং সদেবকং
মহাবিসেস্যে পুরিমেন যস্স সীমান ঞায়তীতি।

– যদা সে বিভাজনে রত দুইয়েতে,
চার জনে যথা যথ স্বয়ং, প্রিয়েতে।
মধ্যস্থ যেবা হয় আর বৈরীজন,

‘দক্ষ’ বলে খ্যাত ‘নয়’ জানে যে সুজন।
হয় না মৈত্রীচিত্ত নিষ্কাম সে জন,
সর্বজীবে মৈত্রীচিত্ত জান সেই জন।
ভিক্ষুর সীমা সংবেধ শুধু হয় যে তখন,
উচ্ছেদ হয়, চারস্তরে সকলে সমান।
সর্বক্ষেত্রে সর্বসম মিত্রতা সাধনে,
সারা বিশ্বে আছে যত দেবতা আসনে।
অতীতের চেয়ে ইহা বিশেষ সুদূর
সে জনতাকে জান সংবেধকা বিদূর।

৪৩. সীমা সংবেধ উত্তীর্ণ ভিক্ষু ক্রমে নিমিত্ত এবং উপদায়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু প্রতিবন্ধক উচ্ছেদান্তে যে নিমিত্ত বিদ্যমান থাকে তা নিমিত্ত বর্ণিত পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানের মতো অনুশীলন অনুধ্যান বৃদ্ধি করে এবং সে নিমিত্ত পুন:পুন: প্রয়োগ করে অর্পণা উপনীত হন। এ ক্ষেত্রে সাধক ভিক্ষুর পঞ্চ নিবরণ পরিত্যক্ত হয়, পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত, ত্রিবিধ কল্যাণকর দশ ক্ষণ সম্পন্ন মৈত্রী সম্পন্ন প্রথম ধ্যান লাভ হয়। উহা লাভের পর সে ধ্যানেই অনুশীলন, প্রবৃদ্ধি এবং পুন:পুন: কার্যে প্রয়োগ করে তিনি সফলভাবে দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে, চতুর্থ ধ্যানে এবং পঞ্চগুণ সম্পন্ন ধ্যানে উপনীত হন। (৩০৮)

[মূল এবং অর্থ কথা ঃ]

৪৪. এখন উক্ত ধ্যান সমূহের দ্বারা বিশেষ করে প্রথম ধ্যানের দ্বারা তার অবস্থান বিস্তার করেন (ইচ্ছা পোষণ) মৈত্রীপূর্ণ হৃদয় দিয়ে একদিক আবৃত করেন অনুরূপভাবে দ্বিতীয় দিক, তৃতীয় দিক, অনুরূপভাবে চতুর্থ দিক এ রূপে উর্দ্ধে, অধে এবং চতুর্দিকে। সর্বত্র তিনি তার মৈত্রী বিপুল, উন্নত, অপ্রমেয়, বৈরীহীন এবং দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ বিমুক্ত অন্তর করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করেন। (Vbh. 272, D.i- 250)

প্রথম ধ্যান এবং অপরাপর ধ্যানের অর্পণায় উপনীত হলেই একমাত্র এই বৈশারদ্য উৎপন্ন হয়।

৪৫. এখানে মৈত্রী স্নাত অর্থে বোঝায় মৈত্রী পূর্ণতা প্রাপ্ত, মৈত্রী পূর্ণ চেতনা হচ্ছে মৈত্রীতে ভাসমান চেতনা, এক দিক হচ্ছে যে কোন এক এক দিক। যাতে এক সত্ত্ব প্রথম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীব এবং অর্থ হলো এক দিকে মতো সত্ত্ব

পরিব্যাপ্ত আছে তা পরিগ্রহণ করা। পরিব্যাপ্ত স্পর্শন, আলম্বন প্রস্তুত করা। তিনি বিহার করেন তিনি অবস্থানের কারণ ঘটান (ক্রমাগত, ঘটমান)। ব্রহ্ম বিহার ভাবনার ইর্য্যাপথ প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয়ানুরূপ পূর্বাদিক দিক চতুর্ষ্টয়ের এক দিক পরিব্যাপ্ত করে, অতঃপর দ্বিতীয় পরবর্তী দিক।

৪৬. তৃতীয় দিক এবং চতুর্থ দিক বোঝায়। উর্দ্ধদিক উপরের দিকরূপে বোঝায়, অধঃ চতুর্দিক অতি নিচের দিক এবং চারিদিক ব্যাপ্তি। এখানে অধঃ বলতে (মৃত্তিকার) নিচে, তলে বোঝায় এবং চতুর্দিক বলতে অনুদিক সমূহকে বোঝায়। এভাবে সকল দিকে তাঁর হৃদয় মৈত্রী অর্শ্বমণ্ডলের ন্যায় সামনে পেছনে পরিব্যাপ্ত করেন। এ পর্যন্ত এবং একটা দিক গ্রহণ করে পৃথকভাবে মৈত্রীর বিশেষ বিস্তার আলোচিত হল।

৪৭. **সর্বত্র ইত্যাদি** ঃ অবিশেষিত বিস্তার বোঝাতে সর্বত্র সশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সর্বত্র বলতে বোঝায় সমস্ত স্থানে, সমভাবে (সব্বত্ততায়) বলতে হীন, মধ্যম, উচ্চতর, বন্ধুভাবাপন্ন, শক্রুপক্ষীয়, নিরপেক্ষ ইত্যাদি সব শ্রেণিকে বোঝায়। আত্মরৎ (অত্ততা) : নিজের সাথে সমতাপন্ন (অত্ত সমতা)। নিজের সাথে পার্থক্য ব্যতিরেকে "ইহা অন্য প্রাণী বলে যা বোঝায়। অথবা বিকল্পে সমভাবে (সব্বত্তায়) চিত্ত সমগ্রতা প্রতিপাদন। ক্ষুদ্রতর কোন কিছু সংরক্ষণে না রেখে অর্থ বোঝায়। (৩০৯) সমগ্র (সব্বাবন্ত) : তাতে সকল প্রাণী অন্তর্ভুক্ত (সব্বসত্ত বন্ত), যা সকল প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থে বোঝায় লোক বলতে সত্ত্বলোক বোঝায়।

৪৮. মৈত্রীভূষিত : প্রারম্ভে বিপুল শব্দের ব্যবহার জনিত বিবিধার্থ প্রকাশ পায় বলে এখানে আবার সূচিত হলো। অথবা বিকল্পে মৈত্রী ভূষণ পুনরাবৃত্ত হলো কারণ অনুরূপ শব্দ অথবা তথারূপ শব্দ বিশেষিত ব্যাপ্তির মত পুনরাবৃত্তি হলো না।অথবা বিকল্পে, ইহা উপসংহার স্থলে বলা হয়েছে। এবং বিপুল শব্দটি এখানে বিস্তৃত বিস্তার বোঝাতে ব্যবহৃত বলে জ্ঞাতব্য। কিন্তু ভূমি বশে (কাম ভূমি হতে রূপ ভব) ইহা সমুন্নত (মহদগত)। অসংজ্ঞ সত্তালম্বন বশে এবং ঘনিষ্ঠতা বশে প্রমাণ (পরিমানহীন)। কুপ্রবৃত্তি (ব্যাপাদ) এবং শক্রহীন বশে বৈরীহীন এবং দৌর্মনস্য নিরোধ বশে দুঃখহীন। মৈত্রী সহগত চিত্ত বলতে মৈত্রী ভূষিতকে বোঝায়।

৪৯. অর্পণায় চিত্ত নিবিষ্ট হলেই বহুমুখী প্রতিভার পূর্ণতা লাভ হয়। প্রতি সম্ভিদায়ও উক্ত হয়েছে ঃ যার চিত্ত অর্পণায় পতিত তিনিই সফলকাম। যা বলতে গেলে ঃ "পঞ্চ উপায়ে (প্রকারে) যার অপরিমিত পরিব্যাপ্ত মৈত্রী গেলে "পঞ্চ উপায়ে (প্রকারে) যার অপরিমিত পরিব্যাপ্ত মৈত্রী চিত্ত বিমুক্তি জ্ঞাতব্য (অনুশীলন দ্বারা)। সাত প্রকারে যার সীমিত পরিব্যাপ্ত মৈত্রী চিত্ত

বিমুক্তি (অনুশীলন) দ্বারা জ্ঞাতব্য। এবং দশ প্রকারে যার নির্দেশনামূলক মৈত্রী বিমুক্তি (অনুশীলন) দ্বারা জ্ঞাতব্য। (PS 4-130)

৫০. এবং অত্র পাঁচ প্রকারে মৈত্রী অপরিমিত ব্যাপ্তিতে চিত্ত বিমুক্তি (অনুশীলন) দ্বারা সব প্রাণী, সব ভূত, সব পুদ্গল, সব আত্মভাবাপন্ন বৈরীহীন হোক, দুঃখহীন হোক, উৎকণ্ঠামুক্ত হোক এবং সুখে বাস করুক। সব প্রাণী সব ভূত সব সত্ত্ব, সব আত্মভাবাপন্ন বৈরীহীন হোক, দুঃখহীন হোক, উৎকণ্ঠামুক্ত হোক এবং সুখে বাস করুক। (PS-11-131)

৫১. সাত প্রকারে যার সীমিত পরিব্যাপ্ত মৈত্রী চিত্ত অপরিমিত মৈত্রী ব্যাপ্তিতে চিত্ত বিমুক্তি (অনুশীলন) দ্বারা জ্ঞাতব্য। ঃ 'সব স্ত্রীলোক বৈরীহীন হোক দুঃখহীন হোক, উৎকণ্ঠামুক্ত হোক এবং সুখে বাস করুক। সব মানুষ সব আর্য, সব অনার্য, সব দেবতা, সব মানব, সত্ত্বা নরকের পাপক্ষয়রত সত্ত (বিনিপাতিক) বৈরীহীন হোক, দুঃখহীন হোক, উৎকণ্ঠামুক্ত হোক এবং সুখে কর্ম করুক।" (PS. ii-131)

৫২. দশ প্রকারে অপরিমিত মৈত্রী ব্যাপ্তিতে চিত্ত বিমুক্তি (অনুশীলন) দ্বারা ঃ পূর্ব দিকের সব সত্ত্ব বৈরীহীন হোক, দুঃখহীন হোক, উৎকণ্ঠামুক্ত হোক এবং সুখে বাস করুক। পশ্চিম দিকের সবসত্ত্ব উত্তর দিকের, দক্ষিণ দিকের (৩১০) ঈশান, শেষের বায়ু কোণের অগ্নি, কোণের নৈঋত কোণের উপর দিকের, অধঃদিকের সবসত্ত্ব বৈরীহীন হোক দুঃখহীন হোক, উৎকণ্ঠামুক্ত হোক এবং সুখে বাস করুক। পূর্ব দিকের সবপ্রাণি পূর্ব দিকের সবভূত সবপুদ্গল সবসত্ত্ব (ইত্যাদি)। উপরদিকের বৈরীহীন হোক, দুঃখহীন হোক, এবং উৎকণ্ঠামুক্ত হোক এবং সুখে বাস করুক। পূর্ব দিকের সবস্ত্রীলোক সবসত্ত্ব পূর্ব সব পুরুষ। দিকের সব আর্য, সব অনার্য। পূর্ব দিকের সব দেবতা। পূর্ব দিকের সম মানবসত্ত্বা, পূর্ব দিকের নরকে পাপক্ষয়রত সত্ত্ব (বিনিপাতিক) (ইত্যাদি) বৈরীহীন হোক দুঃখহীন হোক এবং উৎকণ্ঠামুক্ত হোক। (PS ii-131)

৫৩. এখানে চিহ্নিত সবই প্রশ্নাতীত অন্তর্ভুক্ত। সত্ত্ব (প্রাণী) ঃ প্রাণধারণ জীব, তৃষ্ণায় আসক্ত (বিসদ) এবং রূপ ইত্যাদি স্কন্ধ পঞ্চের সমষ্টি প্রাণী (সত্ত)। ভগবান বলেছেন, "হে রাধ রূপের যে কোন (তৃষ্ণা) ছন্দ, যে রাগ, যে নন্দিত্বা, যে তৃষ্ণার, যে সংগঠন (সত্ত্ব) তাতে যে দৃঢ়বদ্ধতা (বিসট্ট) তাই জীব (প্রাণী)। (PS- iii-190) বলা হয়েছে।' কিন্তু সাধারণ বাক্যে

বীতরাগ দ্বারা প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়। যেমন প্রচলিত পদ্ধতি রূপ তালপাতার বিজনী (তালবন্ত) বললে ও বাঁশ বেতের বিজনীকে তৈরি হলেও তালপাতার বিজনী বলা হয়। যা হোক, (পৃথিবীতে) অক্ষর বিশারদগণ (অক্খর চিন্তক) বলে উল্লেখ করে ইহা নাম মাত্র বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু যারা অর্থ বিশ্লেষণ কারণ তাঁরা বৃহত্তর নীতিবোধ অর্থে সত্ত্ব (প্রাণী) বলে প্রকাশ করেন।

৫৪. প্রাণী (পানা) ঃ শ্বাস-প্রশ্বাস বিদ্যমান আছে (পাননতা) এ অর্থে প্রাণী। শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল এ অর্থে প্রাণী/সৃষ্ট (ভূত) বলা হয়। কারণ ভবত্ব (ভবত্ব ভাব) বিরাজমান বলে ভূত। ভূত হচ্ছে গণ। সম্ভূত, (সম্ভূতত্ত্ব) এ অর্থ প্রকাশক। জন্ম দেয় অর্থে ভিসম্ভুত (অভিসম্ভূতত্ত্ব)। ব্যক্তি (পুদ্গাল ঃ পুং হচ্ছে নরক। তারা তাতে পতিত হয় (গলন্তি গণে) এ অর্থে পুদ্গাল। ব্যক্তিত্ব (অত্তভাব) বলতে ভৌতিক দেহকে বুঝায়। অথবা ইহা স্কন্ধের সমন্বয় মাত্র। স্কন্ধের সমন্বিত থেকে এ ধারণার জন্ম। যাতে সংশ্লিষ্ট আছে (পরিয়াপন্ন) ব্যক্তিত্ব। এভাবে এতে ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান (অত্তভাব পরিয়াপন্ন)। এতে অন্তর্ভূক্ত বলে অন্তর্গত এ অর্থ প্রকাশ।

৫৫. সাধারণ বাক্যে ব্যবহৃত 'সত্ত্ব' শব্দের অপরাপর প্রতিশব্দ 'সর্বসত্ত্ব' (কঢ়িবশে) অধিবচন বলে জ্ঞাতব্য। অধিকন্তু (৩১১) 'সব সত্ত্ব'- এর অনুরূপ অপরাপর অনুরূপ বিদ্যমান। যা বিশেষ জাতির লোক (সর্বজন্তু)। 'সবজীব' ইত্যাদি সর্বসত্ত্ব অনুরূপ বচন বিদ্যমান। স্পষ্টত উপায়ে (প্রকারে) যা গ্রহণ করে অপরিমিত মৈত্রী পরিব্যাপ্তিতে চিত্ত বিমুক্তি (অনুশীলন) এবং এ পঞ্চ উক্ত হয়েছে।

৫৬. কিন্তু যারা কেবল সত্ত্বা, প্রাণী ইত্যাদিতে অর্থগত প্রতিবদ্ধ, যথেষ্ট মনে করে না তাদের 'নানাত্ব' বলে বিশ্বাস করে তাদের ক্ষেত্রে অপরিমিত ব্যাপ্তিতে বিরোধ ঘটে। তাই সে অর্থ গ্রহণ না করে পঞ্চ আকারে অন্যতর আকার গ্রহণ করে অপরিমিত মৈত্রী পরিব্যাপ্তি করা কর্তব্য।

এখানে, সবসত্ত্ব বৈরীহীন হোক এক অর্পণা, দুঃখহীন হোক এক অর্পণা, দুঃখ মুক্তি (অব্যাপজ্জা) হচ্ছে দুঃখের কারণ হতে (ব্যাপাদ রহিত) মুক্তি। উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি এক অর্পণা, উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি হচ্ছে দুঃখ হতে যুক্তি, তারা সুখে বাস করুক এক অর্পণা। সে কারণে এসব পদের মধ্যে যেটি তাঁর নিকট প্রকট সেটি দিয়ে মৈত্রী বিস্তার করা উচিত। সুতরাং পাঁচ

প্রকার উপায়ে চার প্রকার অর্পণা অপরিমিত মৈত্রী পরিব্যাপ্তি বিশ প্রকার অর্পণা হয়ে থাকে।

৫৭. সীমিত মৈত্রী পরিব্যাপ্তিতে সাত প্রকারের উপায়ে চার প্রকার অর্পণা মোট আটাশ প্রকার অর্পণা হয়ে থাকে। এখানে স্ত্রী এবং পুরুষ লিঙ্গ অনুসারে বিকৃত হয়েছে। আর্য এবং অনার্য আর্য অনুসারে এবং সাধারণ লোক, দেবতা এবং নরকস্থ (দুঃখভোগরত) উৎপত্তি অনুসারে বর্ণিত।

৫৮. দিক বলয় পরিব্যাপ্তিতে পূর্ব দিকের সবসত্ত্বকে শুরু করে প্রত্যেকটি দিক বিশ প্রকার করে ২০০ অর্পণা আছে। পূর্ব দিকের স্ত্রীগণ শুরু করে প্রত্যেকটি দিকে ২৮ প্রকার করে ২৮০ প্রকার অর্পণা আছে। সর্বশুদ্ধ ৪৮০ প্রকার অর্পণা। সুতরাং পঠিসম্ভিদায় মোট ৫২৮ প্রকার অর্পণা উক্ত হয়েছে।

৫৯. সুতরাং (যখন) এসব অর্পণার যে কোন এক অর্পণার মৈত্রী বিত্ত বিমুক্তি ভাবনা করলে সাধকের 'সুখে নিদ্রা' ইত্যাদি ভাবে এগার প্রকার সুফল হয়।

৬০. এখানে সুখে নিদ্রা যায় অর্থ বুঝায় যে, বিছানায় অস্থিরভাবে আরামবিহীন অবস্থায়, গড়িয়ে গড়িয়ে নাক ডেকে ডেকে, অপরাপরের মতো ঘুমায়। কিন্তু (মৈত্রী ভাবনাকারী) সাধক সুখে নিদ্রা যায়, সম্পত্তি লাভের মতো নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে।

৬১. **সুখে জাগরিত হয় :** অস্থিরভাবে জাগরণ সুখকর নয়। ক্রন্দন করে, হাই তোলে এবং অপরাপরের মত অক্ষ বিসর্জন দেয়। কিন্তু মৈত্রী (ভাবনাকারী) সাধক, সুখে সুপ্তি, উত্থান, মুখ বিবৃতি ছাড়া প্রস্ফুটিত পথের মতো জাগরিত হয়। (৩১২)

৬২. দুঃস্বপ্ন দেখে না ঃ যখন সুপ্ত থাকেন তখন সূচিশুভ্র স্বপ্ন দেখেন, যেন চৈত্য বন্দনা চৈত্য পূজা ধর্ম শ্রবণরতা। কিন্তু তিনি অপরাপরের মতো দুঃস্বপ্ন দেখেন না। যদিও তিনি নিজেকে তার পরিকৃত, বন্য হিংস্র পরিবেষ্টিত, গভীর খাদে পতিত হওয়ার মতো (মৈত্রী ভাবনারত) সেরূপ দুঃস্বপ্ন দেখেন না।

৬৩. **সব মানুষের প্রিয় হয় ঃ** মাথার তাজের মতো, বুকে ঝুলায়মান কণ্ঠহারের মতো (মৈত্রী ভাবনারত) ব্যক্তি সব মানুষের প্রিয়পাত্র হন।

৬৪. **অমষ্য গদের প্রিয় হয় ঃ** মানুষের মত তিনি অমনুষ্যগণে রত্ত প্রিয়পাত্র হন। বিশাখ স্থবির পাটলীপুত্রের (পাটনার) ভূস্বামী ছিলেন। তিনি তথায় অবস্থানকালে তাম্রপণি (শ্রীলংকা) দ্বীপের কথা শুনেছিলেন। দৃশ্যত : চৈত্যথালায় সমলঙ্কৃত এবং হলুদ গৈরিকে চটিত। যেখানে যে কোন লোক যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসতে বা শুতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া, সুখকর আবাসস্থান, সুজন পুদগল, সুখকর ধর্ম শ্রবণ এবং সুলভ বস্তনিচয়ে বিদ্যমান।

৬৫. সে তার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ভাগ্যপূর্ণ করে বস্ত্রান্তে বাধা মাত্র এক কহাপণ (টাকা) ব্যয় করে গৃহ ছেড়ে জলজ্ঞানে একমাস অতিক্রম করতে পারলেন। সমুদ্রতীরে সে জলযানের প্রতীক্ষায় একমাস কাটালে। সে একমাসে দক্ষতার সাথে সৎভাবে বাণিজ্য করে হাজার মুদ্রা উপার্জন করে।

৬৬. অবশেষে সে অনুবাধাপুরের এক মহাবিহারে এসে পৌছে। সেখানে গিয়ে সে প্রব্রজ্যা যাঞ্চা করে। উপসম্পদার জন্য তাকে সীমা ঘরে নীত হলে তার কোমর বন্ধন হতে হাজার মুদ্রার থলে ভূমিতে ফেলে দেয়। এটা কি? তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, “ভন্তে এগুলো মুদ্রা।” তারা তাকে বলল, ‘হে উপাসক, উপসম্পদার পর এগুলো বিতরণ করা যাবে না।’ অতঃপর সে বলল, “বিশাখার প্রব্রজ্যানুষ্ঠানে কেউ খালি হাতে প্রত্যাবর্তন না করুক বলে, থলির মুখ খুলে দিয়ে সীমা প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিল। পরে সে পরিপূণ উপসম্পদা গ্রহণ করল।

৬৭. তিনি যখন পঞ্চবার্ষিকী হলেন তখন এবং যখন দ্বিগুণ মাতৃকা হলেন বর্ষাবাস শেষে তিনি নিজের অনুকূল কর্মস্থান গ্রহণ করে প্রত্যেক বিহারে চার মাস করে সম কর্তব্য সম্পাদন করেন সকল প্রাণীর প্রতি সমচিত্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর বিচরণ ঃ

বনন্তরে ঠিতো থেরো বিসাখো গজ্জমানকো,
অত্তানং গুণং এসন্তো ইমং অত্থং অভাসথ।
যাবতা উপসম্পন্নো যাবতা ইধ আগতো,
এ থন্তরে খলিতং নত্থি অহো লাভাতে - মারিসাতি।

– দাঁড়ালেন স্থবির এক বনের দ্বারেতে,
নির্ধারিত গতিপথ নিপুণে, পূরবে,

ভীমনাদে চক্রাকারে গরজে উঠে,
পেয়েছি উত্তম পথ উঠে ভেরি ওটে।
পূর্ণ উপসম্পদা লাভ দিলমণি হতে
অবস্থিতি অতিক্রান্ত প্রস্থান নিরবধিতে
বিরতি বিধেনি তোমায় ভিক্ষুত্ব বিধানে,
ধন্য বলি তোমার শুধু উজ্জ্বল বিমানে। (৩১৮)

৬৮. চিত্র পর্বতের গমন পথে তিনি এক পথসন্ধিতে উপনীত হন। কোন পথে যাবেন সিদ্ধান্তের জন্য তিনি দাঁড়ালেন। অত:পর এক পর্বত নিবাসী এক দেবতা বস্ত্র প্রসারিত করে তাকে পথ নির্দেশ করে।

৬৯. সে চিত্র পর্বতে এসে চার মাস অতিবাহিত করে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলেন, "আমি প্রাতে প্রস্থান করব।" মনিল বৃক্ষে বসবাসরত এক দেবতা ভ্রমণ শেষে সিঁড়ির এক ধাপে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্থবির জিজ্ঞেস করলেন, "উহা কে ?" ভন্তে, আমি মনিলীয়া "। "তুমি কেন কাঁদছ?" আপনি চলে যাচ্ছেন বলে।" "আমার এখানে বসবাসে তোমার কি উপকার হয়েছে?" ভন্তে, যতদিন আপনি এখানে ছিলেন ততদিন অমনুষ্যগণ পরস্পর দয়াশীল ছিল।" যখন আপনি প্রস্থান করবেন তখন তারা আবার পরস্পর গালি গালাজ ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। স্থবির বললেন, "আমার অবস্থানে যদি তোমাদের সুখাবস্থান হয়, তবে ভাল।" সে কারণে তিনি আরও চার মাস অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি আবার প্রস্থানের চিন্তা করলে দেবতার পূর্বের মতো আবার কান্না শুরু করল। সে কারণে স্থবির সেখানে আরও দীর্ঘকাল অবস্থান করে নির্বাণ লাভ করেন। একজন ভিক্ষু মৈত্রী ভাবনায় নিরত থাকলে অমনুষ্যগণ কর্তৃক প্রিয় হয়।

৭০. **দেবতারা রক্ষা করে ঃ** দেবতারা মাতাপিতার সন্তানদের মতো রক্ষা করে।

৭১. **অগ্নি, বিষ, শস্ত্র সংক্রমণ করে না ঃ** মৈত্রী ভাবনারত ব্যক্তিকে এ সবের সংক্রমণ, ভিতরে প্রবেশ করে না দেহের মধ্যে। উপাসিকা উত্তরার মত (DhA. iii-310) গায়ে অগ্নি প্রবেশ সংযুক্ত নেকায়ের ভানক চুলশির থেরীর বিষে আক্রান্ত না হওয়ার মতো সংকিচ্চ শ্রামণের দেহে ছুরি প্রবেশ না করার মতো (Dh.A.ii-249)। এসব দেহের কোন ক্ষতিসাধন করে না।

৭২. **তারা এ স্থলে গো কাহিনিও বিবৃত করে থাকে ঃ** এক গাভি তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। এসময় এক শিকারি "আমি একে তীরবিদ্ধ করব।" চিন্তা করে হাতে দীর্ঘদণ্ড সম্পন্ন তীর হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করল। তীর গাভির দেহে বিদ্ধ হল। তাতে ইহা ছিন্ন তালপত্রের মতো ভূপতিত হল। উপচার বা অর্পণার জন্য নয়, বৎসের প্রতি প্রিয় চিত্তের কারণে এ ঘটনা ঘটে। মৈত্রী ভাবনার সুফল অতীব শক্তিশালী।

৭৩. **চিত্ত সহজে সমাহিত হয় ঃ** মৈত্রী ভাবনায় নিরত ব্যক্তির চিত্ত অতি সহজে ও দ্রুত সমাধিস্থ হয় কোন বিলম্ব হয় না।

৭৪. **মুখবর্ণ সুপ্রসন্ন হয় ঃ** তার মুখাবয়বে পবিত্রতায় প্রস্রবণ হয়। যেমন পক্ব তাল ফল কাণ্ড হতে পতনের মতো।

৭৫. **অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু হয় না ঃ** মৈত্রী ভাবনায় বিরত ব্যক্তি কখনো মূর্ছাপ্রাপ্তি হয়ে মৃত্যুবরণ করে না।

৭৬. **যদি উর্দ্ধগতি না হয় ঃ** মৈত্রী ভাবনায় নিরত ব্যক্তি উত্তর পথে বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত না হলেও জন্মান্তরে সুপ্তাত্থিতের মতো ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। ইহাই মৈত্রী ভাবনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[২. করুণা ঃ]

৭৭. করুণা ভাবনাকারী সাধক নিষ্ঠুরতার কুফল এবং করুণার সুফল প্রত্যবেক্ষণ করে করুণা ভাবনায় অবতীর্ণ হওয়া কর্তব্য। তাও প্রথমে প্রিয় ব্যক্তির প্রতি প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ করা উচিত নয়। যে প্রিয় তাকে প্রিয় স্থানে, যে অতি প্রিয় সহায়ক তাকে অতিপ্রিয়ের সহায়ক স্থানে, যে মধ্যস্থ তাকে মধ্যস্থানে যে অপ্রিয় তাকে অপ্রিয় স্থানে যে বৈরী তাকে বৈরীস্থানেই রেখে ভাবনা করা কর্তব্য। বিপরীত লিঙ্গ এবং যে মৃত তার জন্য ইহা ক্ষেত্র নয়।

৭৮. **বিভঙ্গ গ্রন্থে উক্ত হয়েছে ঃ** ভিক্ষুগণ, কি করে কোন ভিক্ষু করুণা ভাবনায় হৃদয় বিগলিত করে একদিক বিস্তার করে অবস্থান করেন ? একজন দুর্গত ব্যক্তিকে যেমন তিনি করুণানুভব করেন। দুর্ভাগ্যপরায়ণকে দেখে, সেরূপ সকল প্রাণীর প্রতি তিনি করুণা সম্প্রসারণ করেন। (Vbh. 273) সুতরাং প্রথমে কোন দীন দুঃখী লোককে, ভাগ্যাহত, দুর্ভাগা লোককে দেখে সার্বিকভাবে করুণা প্রদর্শন, কদাকার, অবর্ণনীয় দুঃখে পতিত, হাত-পা বিখণ্ডিত, ভিক্ষা পাত্র হাতে কোন আশ্রয় হীনের শিবিরে ভিক্ষারত, অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ হতে কৃমি নির্গত এবং আর্তনাদরত প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে ঃ 'এ সত্ত্ব দুঃখে কষ্টে নিপতিত। যদি তাঁকে এ দুঃখ থেকে উদ্ধার করা যায় তবে উত্তম হত।'

কিন্তু এরূপ লোক যদি পাওয়া না যায়, তবে তিনি সুখে থাকা হলেও পাপী ব্যক্তির প্রতি করুণা উৎপাদন করতে পারেন। তবে কিভাবে ?

৭৯. মনে করা যাক "কোন ডাকাত চুরিকৃত মালামালসহ ধৃত হল। রাজার নির্দেশ মতো তাকে শাস্তিভোগ করতে হয়। রাজ পুরুষেরা তাকে বেঁধে ধরে নিয়ে যায় শাস্তি কার্যকর স্থানে। চার চার করে শত প্রহার করতে করতে নিয়ে যায়। জনগণ তাকে চৈর্ব্য এবং খাদ্য, মালা, সুগন্ধি, বিলেপন ও তাম্বুল দিয়ে বিদায় দেয়। যদিও (৩১৫) সে এসব খেতে খেতে উপভোগ করতে করতে তাকে সুখীত ও সুস্থ মনে হয়, তবুও কেউ ভাবে না ও কল্পনা করে না যে প্রকৃতপক্ষে সে সুখী এবং সুস্থ কিনা। অধিকন্তু জনতা তার জন্য করুণা প্রকাশ করে। তারা ভাবে, "এক গরিব হতভাগ্য মৃতপ্রায়, প্রতি পদক্ষেপ তাকে মৃত্যুর নিকটে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনি কোন একজন ভিক্ষুর ভাবনায় আলম্বন করুণা ভাবনা হলে তিনি সুখীজনের (পাপী হলেও) প্রতি করুণা উৎপন্ন করেন। 'যদিও এ গরিব হতভাগ্য লোকটিকে সুখী এবং উৎফুল্ল, মনে হয় তার সম্পদ ভোগরত, ত্রিদ্বারের অন্যতম দ্বারে, সৎ কর্মের অভাব রয়েছে। বিধানত তাকে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করতে হবে।

৮০. এভাবে তার প্রতি করুণা উৎপাদন করে পরে তিনি প্রিয় ব্যক্তির প্রতি করুণা উৎপাদন করা উচিত। অত:পর ক্রমে একইভাবে মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রতি পরে বৈরী জনের প্রতি করুণা উৎপাদন কর্তব্য।

৮১. যদি বর্ণিত মতে বৈরীজনের প্রতি হিংসা উৎপন্ন হয় তবে তা সে মতে মৈত্রীতে রূপান্তরিত করা কর্তব্য। এবং এখানেও কেউ যদি কুশল কর্ম করে থাকে, যদি সাধক তা দেখে বা শুনে থাকে যে তিনি একটি ধ্বংসাত্মক বিষয় অতিক্রম করেছেন তা স্বাস্থ্যহানি, স্বজনহানি, সম্পদহানি ইত্যাদি হতে পারে। সে সাধকের করুণা লাভের অধিকারী হতে পারে। এর মধ্যে যে কোনটি বা ক্ষতি নাও হলে ঃ "প্রকৃতপক্ষে সে সুখী নয় কারণ সে আবর্ত দুঃখের অতীত নয়' এরূপে করুণা সম্প্রসারণ করে উক্ত বিধি মতে নিজের, প্রিয়জনের, মধ্যস্থ ও বৈরীজন এ চার সীমাবদ্ধতা

অতিক্রম করা কর্তব্য। অতঃপর সে নিমিত্ত অনুশীলন, বৃদ্ধি এবং বারবার অনুশীলন করে মৈত্রীতে বর্ণিত বিধিতে অর্পণা, ত্রিক, চতুষ্ক ধ্যান পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি করা কর্তব্য।

৮২. কিন্তু অঙ্গুত্তর অর্থকথায় বর্ণিত স্তর হলো ঃ 'করুণা ভাবনার জন্য প্রথম বৈরীজনকে করুণা করা কর্তব্য। তার প্রতি চিত্ত করুণা বিগলিত হলে পরে দুর্গত, তারপর প্রিয়জন, তারপর নিজের প্রতি বলে ক্রমোক্ত স্তর। তা মূল পালি ভিন্নতা প্রতিপন্ন করে একজন দুর্ভাগা দুর্গতপরায়ণ লোককে। সে কারণে বর্ণিত বিধিতে ভাবনা আরম্ভ করে ও সীমা ভেদ করে অর্পণা প্রবৃদ্ধি করা তার কর্তব্য।

৮৩. পরে পাঁচ প্রকার অসীম উপায়ে, সাত প্রকার সীমিত উপায়ে এবং দশ প্রকার দিগমণ্ডল বিস্তারণ করে বর্ণিত তিনি সুখ নিদ্রা ইত্যাদি একইভাবে মৈত্রী ভাবনায় বর্ণিত মতে জ্ঞাত হবেন। ইহাই করুণা ভাবনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[৩. মুদিতা ভাবনা ঃ]

৮৪. মুদিতা ভাবনা আরম্ভকারী প্রিয় ব্যক্তিকে ও অপরাপরকে উপলক্ষ করে শুরু করা উচিত নয়। যেহেতু প্রিয় ভাবনা মুদিতাভাবণার একমাত্র কারণ হতে পারে। মধ্যস্থ এবং শত্রু ভাবাপন্নের মধ্যে কি ক্ষুদ্র পরিমাণ, বিপরীত লিঙ্গে এবং কালগতেও ক্ষেত্র নয়।

৮৫. তথাপি, অতিথিপ্রিয় সহায়ক ইহার পদস্থান হতে পারে। অর্থ কথায় উপকারী সহায়ক উক্ত হয়েছে ঃ সে অনবরত মুদিতাপরাণই থাকে। সে প্রথমে হাসে পরে কথা বলে। সে কারণে তার প্রতি প্রথমে মুদিতা বিস্তার করা কর্তব্য। অথবা কোন প্রিয়ভাজনের আনন্দের ও খুশীর সুখের কথা শুনে বা দেখে তার প্রতি এভাবে মুদিতাপরায়ণ হওয়া যায় ঃ 'এ সত্ত্বটি আনন্দ করছে। কত ভালো, কি চমৎকার।' বিভঙ্গে উক্ত হয়েছে ঃ "একজন ভিক্ষু কিভাবে মুদিতাপরায়ণ চিত্ত বিস্তার করে এক দিক প্রসারণ করে অবস্থান করেন? 'একজন যেমন তার প্রিয় এবং ভালবাসার পাত্রকে দেখে মুদিত হয়। সেরূপ সকল সত্ত্বের প্রতি মুদিতা বিস্তার করা কর্তব্য। (Vbh. 274)

৮৬. কিন্তু তার উপকারী সহায়ক অথবা প্রিয়জন পূর্বে সুখী থেকে বর্তমানে দুর্ভাগ্য এবং অসুখী জীবন হয়। অতীত সুখী জীবন স্মরণ করে তার প্রতি

মুদিতা উৎপাদন করা প্রয়োজন। এবং এভাবে মুদিতা উপলব্ধি করে ঃ 'অতীতে তার প্রচুর সম্পদ ছিল, মহা ভোগ ছিল এবং যা সুখীত ছিল।' অথবা তার প্রতি ভবিষ্যৎ মুদিতা উৎপাদন করা যায়। নিকট ভবিষ্যতে তিনি পুনরায় অনুরূপ সফলতা লাভ করে হস্তী স্কন্ধে অথবা অশ্বপৃষ্ঠের সুবর্ণ শিবিকায় ইত্যাদি।' আরোহণ করে সুখে বিচরণ করবেন (ভেবে) মুদিতা বিস্তারণ কর্তব্য।

এভাবে প্রিয়জনের প্রতি মুদিতা উৎপাদন করে পরে মধ্যস্থ এবং পরে শত্রুর বৈরীর প্রতিক্রমে মুদিতা উৎপাদন কর্তব্য।

৮৭. পূর্বে বর্ণিত উপায়ে বৈরীজনের প্রতি যদি বিরক্তিরোধ জাগে তবে মৈত্রী ভাবনায় বর্ণিত মতে তা উপশম করা কর্তব্য।

তিন জনের প্রতি তথা নিজের ও অপর তিনজনসহ চার জনের প্রতি সমচিত্ত উৎপাদন করে সীমা সংভেদ করা কর্তব্য। সে নিমিত্ত ধারণ করে, বৃদ্ধি করে, পুনঃপুনঃ ভাবনা করে অনুশীলন কর্তব্য। মৈত্রী ভাবনায় উক্ত মতে ত্রিক ও চতুষ্ক ধ্যানের দ্বারা অর্পণায় উপনীত হওয়া কর্তব্য।

অত:পর পাঁচ প্রকার উপায়ে অসীম ব্যাপ্তি, সাত প্রকার উপায়ে সীমিত ব্যাপ্তি, দশ প্রকারে দিগ্‌মণ্ডল বিস্তারণ করে বর্ণিত সুফল " 'সে সুখে নিদ্রা যায়'- ইত্যাদি মৈত্রী ভাবনায় উক্ত মতে জ্ঞাতব্য। মুদিতা ভাবনার ইহাই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। (৩১৭)

[৪. উপেক্ষা ঃ]

৮৮. মৈত্রী ভাবনায় ত্রিক এবং চতুষ্ক ইত্যাদি ধ্যানে অগ্রসরমান ব্যক্তি উপেক্ষা ভাবনা করেন। চতুষ্ক ধ্যানেরগুণে গুণান্বিত তৃতীয় ধ্যান হতে (পূর্বের তিন অনুস্মৃতির মধ্যে দোষ দর্শন করে) উঠেন 'যেহেতু তারা সুখীত হোক' এ ক্লেশ বাক্য দ্বারা সকল সত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত মনোযোগ দেয়, যেহেতু রাগ (পটিঘ) ও সখ্যতা নিকটবর্তী এবং এগুলোর সংমিশ্রণে আনন্দ উৎপন্ন করে। স্বভাবত যে মধ্যস্থ তার প্রতি উপেক্ষা ভাব পোষণ করে (অজ্ঝুপেকখা ভাব) তাকে উপেক্ষা উৎপন্ন করতে হয়। অত:পর প্রিয়জনের এবং অপরাপরের প্রতি। সে কারণে উক্ত হয়েছে ঃ "কিভাবে একজন ভিক্ষু হৃদয় নিঙড়ানো উপেক্ষা এক দিক বিস্তার করতে পারে ? যথা একজন প্রিয় পাত্র বা অপ্রিয় পাত্রও নহে এমন লোককে দেখে উপেক্ষা ভাব অনুভব

করে। সেরূপ সকল সত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা ভাব বিস্তার করা কর্তব্য। (Vbh. 275)

৮৯. পূর্বোক্ত অনুসারে মধ্যস্থজনের প্রতি উপেক্ষা ভাব উৎপাদন করে পরে অপরাপর তিন স্তরের লোকের প্রতি যথা প্রিয়জন, একান্ত সহায়ক এবং পরে বৈরীজনের প্রতি এবং পরে নিজের প্রতি উৎপাদন করা কর্তব্য। এবং সে নিমিত্ত পরিশীলন, ভাবনা এবং বারবার অনুশীলন করা কর্তব্য।

৯০. কৃৎস্ন ধ্যানে বর্ণিত উপায়ে তিনি চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হন। কিন্তু তা কিরূপে? কৃৎস্ন ধ্যান ইত্যাদিতে উৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান লাভীর মধ্যে উৎপন্ন হয় কি ? না, ইহা উৎপন্ন হয় না। কেন উৎপন্ন হয় না ? আলম্বনের পার্থক্যের কারণে। মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা তৃতীয় ধ্যান লাভীর মধ্যে উৎপন্ন হয়। কারণ এসবে আলম্বন সাদৃশতা বর্তমান তারপর সুফল লাভের পর মৈত্রীভাবনায় বর্ণিত উপায় বলে জ্ঞাতব্য। ইহাই উপেক্ষা ভাবনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[প্রকীর্ণ কথা ঃ]

ব্রহ্মুও যেন কথিতে ব্রহ্মবিহারেই যে ইতি বিদিত্বা,
ভীয়্যো এতেসু অয়ং পাকিন্নকথাপি বিদিত্বা,

৯১. – এরূপেতে ব্রহ্মবিহার জানি অবশেষে
ব্রহ্ম ভাষিত্ব অতি উত্তম পরবশে।
এসবই প্রকীর্ণ কথা হল সুব্যাখ্যাত
সেসব আলোকিত এতে বিজ্ঞেয় সতত।

[অর্থ প্রকাশ ঃ]

৯২. প্রথমতঃ এসব মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা অর্থ মোদ্দা বা স্থূল কথা (মজ্জতীতি)। এরূপে ইহা মৈত্রী (মেত্তা), স্নেহ করে (সিনেহতি) বলে মৈত্রী। অধিকন্তু ইহা মিত্র হতে জাত বলে (৩১৮) অথবা বন্ধুর প্রতি যে আচরণ তাকেই মৈত্রী বলে।

অপরের মধ্যে দুঃখ বিরাজ করলে তা সাধুজনের মধ্যে হৃদয় কম্পন করে (কারাতি) এ অর্থে করুণা। অথবা বিকল্পে ইহা অন্যেকে দুঃখে নিপতিত, তাদের মধ্যে ক্রিয়া করে (কিরিয়তি), বিস্তৃতিতে তাদের মধ্যে প্রভাবিত হয় বলে করুণা।

যারা এতে অভিভূত তারা নন্দিত (মোদতি) বা স্বয়ং মোদিত করে (মোদতি) অথবা মোদিত করা এর কাজ। তাই ইহা মুদিতা (মোদিতা)। ইহা প্রত্যক্ষ (উপেক্খতি) করে "তারা বৈরীহীন হোক" এ প্রত্যয়ে মোদনশীল তা পরিহার করে এবং মধ্যস্থতা অবলম্বনের রত বলে উপেক্ষা (উপেক্খা)।

[বৈশিষ্ট্যতা ইত্যাদি ঃ]

৯৩. চারিত্রিক বিশিষ্টতায় মৈত্রী হলো হিতাকাঙ্ক্ষিতার প্রবর্তন। হিতাকাঙ্ক্ষাকে মূল্যায়নই ইহার কার্যকারিতা। বিরক্তি অপনোদন ইহার প্রকাশ। সত্ত্বের প্রতি মৈত্রীত্ব স্থাপন ইহার উপযোগিতা। বিচিকিৎসা অপনোদন ইহার সফলতা। আত্মগত ভাব উৎপাদনে ইহার ব্যর্থতা (বিরক্তি)।

৯৪. দুঃখ উপশমে উন্নয়ন করুণার বৈশিষ্ট্য, অন্যের দুঃখ সহ্য না করা ইহার ক্রিয়াকর্ম। সত্ত্বের প্রতি সমভাব প্রদর্শন ইহার প্রকাশ। দুঃখে নিপতিতগণের প্রতি অনাথভাব প্রদর্শন ইহার প্রত্যক্ষ কারণ। বিহিংসা উপশম অপনোদন হলেই ইহার সফলতা এবং দুঃখোৎপাদনে ইহার ব্যর্থতা।

৯৫. অপরের সফলতা দ্বারা উৎপন্ন প্রমোদ দর্শন মুদিতার বিশিষ্টতা। অহিংসার মধ্যে ইহার কার্যকারিতা বিরাজমান। বিরুদ্ধভাব অপসারণ ইহার সফলতা। সত্ত্বগণের সফলতা দর্শনই ইহার উপযোগিতা। যখন বিরুদ্ধভাব বিদূরিত হয় তখনই ইহার সার্থকতা। প্রফুল্লতা উৎপন্নেই ইহার ব্যর্থতা।

৯৬. প্রাণিগণের প্রতি কাম্য মধ্যস্থতা উৎপাদন উপেক্ষার বৈশিষ্ট্য। প্রাণিগণের প্রতি সমভাব প্রদর্শন ইহার কার্যকারিতা 'রাগানুশয়' উপশম এবং অনুমোদন বশে সুস্পষ্ট একবশ। কর্ম স্বকীয়তা প্রত্যক্ষই ইহার আসন্ন কারণ। যথা 'সত্ত্বগণ তাদের কর্মের সমভাগী। তারা কার রুচিতে কিসের দ্বারা সুখী হবে ? অথবা দুঃখমুক্ত হবে অথবা যে স্তরে উপনীত হয়েছে তার সফতা হতে চ্যুত হবে না ? যখন রাগানুশয় এবং অনুনয়ন নিরোধ হয় তখন ইহা সফল হয়। যখন উপেক্ষা অজ্ঞতা উৎপন্ন হয় তখন পতন হয়। যা (সাংসারিক মনস্ক) অবিদ্যাচ্ছন্ন গৃহনির্ভর।

[উদ্দেশ্য ঃ]

৯৭. এ চার ব্রহ্ম বিহার ভাবনার উদ্দেশ্য (প্রয়োজন) বিদর্শন সুখ এবং চমকপ্রদ ভবিষ্যতের জন্য। প্রত্যেকটির বিশিষ্টতা হচ্ছে অকুশল প্রভৃতি পাহারা

দেওয়া। এখানে মৈত্রী ভাবনার উদ্দেশ্য হচ্ছে অকুশলের দ্রোবারিকতা। হিংসা, বিরূপতা (অসংশ্লিষ্ট) এবং লোভ বা রাগ ক্রমে প্রত্যেকটির জন্য সৃষ্টি করে। আরও বলা হয়েছে ঃ 'ধম্মান, যাকে বলা যায় মৈত্রী চিত্ত বিমুক্তির জন্য ঈর্ষা (ব্যাপাদ) থেকে নিস্তার (নিঃসরণ)। করুণা চিত্ত বিমুক্তির জন্য বিহিংসা থেকে অপসরণ, মুদিতা চিত্ত বিমুক্তির জন্য রাগানুশয় থেকে অপসরণ। তাতে করে বন্ধুগণ, উপেক্ষা চিত্ত বিমুক্তির জন্য লোভাতুর থেকে অপসরণ। (D iii-248)

[নিকট এবং দূরের মাতু ঃ]

৭৪. প্রত্যেকের কাছের এবং দূরের দু রকমের শত্রু থাকে। ব্রহ্ম বিহার ভাবনার মৈত্রী (৩১৯) ভাবনার লোভ আসন্ন শত্রু। যেহেতু উভয়ে গুণদর্শনে অংশীদার। লোভ শত্রুর মতো আচরণ করে। যে মানুষকে নিকটে টানে এবং সহজে সুযোগ সন্ধান করে। সে কারণে মৈত্রীকে ইহা থেকে সুরক্ষা করা কর্তব্য। এবং ঈর্ষা বা ব্যাপাদ অনুরূপ লোভ হতে ভিন্নতা কোন গহিন পর্বতের নিরাপদস্থানে স্থিত শত্রুর মতো দূরের শত্রু। সেজন্যে সেটি হতে ভয়মুক্ত থেকে মৈত্রী অনুশীলন করা কর্তব্য। একই সাথে মৈত্রী অনুশীলন ও ক্ষোভানুভব করবে - ইহা সম্ভব নয়। (D iii-247-8)

৯৯. করুণার নিকট শত্রু, গৃহীজীবন নির্ভর দুঃখ মনস্তাপ। যেহেতু ইহার ব্যর্থতায় সমনুদর্শন হয়। এরূপ ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে ; 'যখন কোন লোক সম্পৃক্ত কাঙ্ক্ষিত, গ্রহণীয়, তৃপ্ত এবং লৌকীয় সম্পৃক্ত রূপ চক্ষু বিজ্ঞেয় দর্শনে ব্যর্থ হবে, কষ্ট পায় অথবা যখন সে অতীতে লব্ধপূর্ব নিরুদ্ধ, এবং বির্বতন স্মরণ করে তখন তার মধ্যে দুঃখ (দৌমনস্য) উৎপন্ন হয়। এরূপ দুঃখকে গৃহাশ্রিত দুঃখ।' (M iii-218) প্রতিহিংসা ইত্যাদি অনুরূপ দুঃখের বা বিপরীত দুঃখ তাকে দূরের শত্রু বলা হয়। সেজন্যে করুণা ভাবনা তা থেকে বিমুগ্ধভাবে নির্ভর অনুশীলন করতে হবে। করুণা ভাবনা করবে আর প্রতিহিংসা করবে ইহা সম্ভব নয়।

১০০. মুদিতার নিকট শত্রু গৃহাশ্রিত। যেহেতু ইহার ব্যর্থতায় সমনুদর্শন হয়। এরূপ আনন্দ এরূপে বিকৃত হয়েছে ঃ 'যখন কোন লোক কাঙ্ক্ষিত গ্রহণীয় এবং লৌকীয় সম্পৃক্ত রূপ চক্ষু বিজ্ঞেয় দর্শনে ব্যর্থ হয়ে কষ্ট পায় অথবা যখন সে অতীতে লব্ধপূর্ণ বিরুদ্ধ এবং বিবর্তন স্মরণ করে তখন তার মধ্যে আনন্দ (সৌমনস্য) উৎপন্ন হয়। এ আনন্দ (সৌমনস্য) গৃহাশ্রিত আনন্দ

বলে। (M-iii-217) আনন্দ (সৌমনস্য) ইত্যাদি অনুরূপ বা বিপরীত আনন্দ তাকে দূরের শত্রু বলা হয়। সে জন্যে মুদিতা ভাবনা তা থেকে বিমুক্তভাবে নির্ভয়ে অনুশীলন করতে হবে। মুদিতা ভাবনা করবে আর দূরাবাসে শয়নাসন করবে এবং কুশলধর্মে উৎকণ্ঠা থাকবে ইহা অসম্ভব।

১০১. উপেক্ষার অজ্ঞাতরূপ গৃহাশ্রিত নিকট শত্রুর মতো। ইহা মূঢ় পৃথগজন এবং শীলপূর্ণ উভয় সম্পৃক্ত। এরূপ অজ্ঞাত এভাবে বর্ণিত হয়েছে : মূঢ়, অন্ধ পৃথকজন কোন দর্শনীয় আলম্বনে মোহিত হয়ে চক্ষু উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। অশিক্ষিত পৃথকজন যে তার সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হতে পারেনি, যে ভবিষ্যৎ কর্মজয়, করতে পারেনি, অদৃশ্য শঙ্কার অধীন তার মধ্যে চক্ষু উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। এরূপ উপেক্ষা চক্ষালম্বন অতিক্রম করতে পারে না। এরূপ উপেক্ষা গৃহাশ্রিত বলা হয়।' (M iii-219) এভাবে আগত লোভ এবং রাগ অজ্ঞাত অনুরূপেয় মধ্যে অননুরূপ (বিসভাগ) দূর শত্রু। উহা হতে নির্ভয়ে থেকে উপেক্ষা করা কর্তব্য। যুগপথ (৩২০) হয়ে দর্শন, লোভাতুর হবে অথবা রাগযুক্ত হবে ইহা অসম্ভব।

[আদি, মধ্য অন্ত ইত্যাদি ঃ]

১০২. এসবের কর্মস্পৃহা আদি, নিবরণ ইত্যাদি নিরোধ মধ্য এবং অপর্ণা অন্ত। এসবের আলম্বন হলো এক বা অনেক সত্ত্ব বা অনেক সত্ত্ব। প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে সন্নিহিত চিত্তালম্বন।

[বর্ধন ক্রম]

১০৩. উপচার বা অপর্ণা বৃদ্ধিতে আলমূল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখানে ক্রমবর্ধন ধাপ হচ্ছে ঃ কোন দক্ষ চাষি প্রথমে সীমা নির্ধারণ করে পরে তার কর্ষণ শুরু করে। সুতরাং প্রথমে এক আবাস চিহ্নিত করে সকল সত্ত্বের প্রতি মৈত্রী পোষণ কর্তব্য। এরূপে এ আবাসের সকল সত্ত্ব অবৈরী হোক ইত্যাদি আদিতে মৈত্রী ভাবনা করা কর্তব্য। এতে ভাব চিত্ত মৃদু, কর্মপ্রবণ এবং প্রসারিত হলে দুটি আবাসে নির্ধারণ কর্তব্য। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনটি, চারটি, পাঁচটি, ছয়টি, সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি। একটি রাস্তা, অর্ধগ্রাম, পুরা গ্রাম, পুরা জেলা, রাজ্য, এক দিগমণ্ডল এরূপে এক চক্রবাল পর্যন্ত। তা হতেও অধিক স্থানের সত্ত্বগণের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা কর্তব্য। এরূপে করুণা ভাবনা প্রভৃতি। ইহাই ক্রম বর্ধন।

[সুফল লাভ]

১০৪. কৃৎস্ন ধ্যানের সুফল যেমন অরূপ্য লাভ- নৈব সংজ্ঞ না সংজ্ঞা আয়তন সমাধি ফল ফল সমাধির সুফল বিদর্শন লাভ, নিরোধ সমাত্তির বিদর্শন ফল, সেরূপ পূর্বের ব্রহ্মবিহার ভাবনার ফল হলো উপেক্ষা ব্রহ্ম বিহার। স্তম্ভহীন ঘরে আকাশে ছাদ ঢালাই করা যেমন নিরর্থক, তেমনি পূর্বের তিন ব্রহ্মবিহারে দক্ষতা অর্জন ছাড়া চতুর্থ ব্রহ্ম বিহার ভাবনা অসম্ভব।

[চতুর্থ প্রশ্ন ঃ]

১০৫. এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে ঃ কিন্তু মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে ব্রহ্মবিহার বলা হয় কেন ? এবং এগুলো চারটি কেন ? এবং এগুলোর ক্রম কি ? এবং অভিধম্মে এগুলোকে অপ্রমান বলা হয়েছে কেন ?

১০৬. এভাবে তার উত্তর দেওয়া যেতে পারে 'অনুপম ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্থে ও পবিত্রতম অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ। শ্রেষ্ঠগণের যে অবস্থান (বিহারতা), প্রতিপত্তির সাথে বাস তা ব্রহ্মবিহার। যেমন ব্রহ্মগণ নির্মলচিত্তে অবস্থান করেন। তেমনি এসব ভাবনায় নিবিষ্ট সাধকগণ ব্রহ্মের মতো স্বীয়রূপ ধারণ করেন অবস্থান করেন। সেই শ্রেষ্ঠ এবং নির্দোষ অনুপম অর্থে ব্রহ্ম বিহার বলে কথিত হয়। [৩২১)

১০৭. শুধুমাত্র চারটি কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নে উক্ত হল ঃ

বিসুদ্ধিমগ্গো দিবসা চতস্সো
হিতাদি আকার বসা পনায়,
কামো পবত্তন্তি চ অপ্পমানে
তা গোচরে যেন তদপ্পমঞ্ঞা।

– বিশুদ্ধির মার্গ জান চতুরঙ্গ হয়,
অপর চতুর্থ সারি ক্রম উদ্দেশয়।
হিতপাদি অতবশে ক্ষেত্র দরশনে
অপ্রমাণ প্রমাণহীন গোচর নাম জানে।

১০৮. এসবের মধ্যে ঈষাপরায়ণ (ব্যাপাদ) এর জন্য মৈত্রী, দ্বেষপরায়ণের জন্য করুণা, বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য মুদিতা এবং লোভপরায়ণগণের জন্য উপেক্ষা ভাবনা (বিশুদ্ধিমার্গ)। সত্ত্বগণের প্রতি মনোসংযোগ চতুধা বিভক্ত। যথা আদিতে মঙ্গল, সাধন, দুঃখ অপনোদন, সফলতায় আনন্দ এবং অসংশ্লিষ্টতা (মধ্যস্থতা) নিরপেক্ষ। অপ্রমান ধর্মে বিহারী মৈত্রী অনুশীলন

কর্তব্য। অবশিষ্ট হচ্ছে মা যেমন তার চার পুত্রকে যথা শিশু, পীড়িত, যৌবনপ্রাপ্ত, স্বকর্মে, তিনি শিশুকে সুগঠনে, পীড়িতকে, যৌবন প্রাপ্তের যৌবন শক্তি চিরস্থিতি জন্য ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে। যেহেতু চার বিশুদ্ধিমার্গ এবং অপর চার সারি বশে অপ্রমাণ ধর্ম চার।

১০৯. এ চারটিতে ভাবনাকামী ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রতি সেগুলো অনুশীলন করা কর্তব্য। প্রথমে হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এবং প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি ইহার বৈশিষ্ট্যরূপে। এবং পরে যেসব প্রাণীর প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা করা হয়েছে তাদের দুঃখে পতিত হতে দেখে, শুনে, বিচার বিশ্লেষণ করে দুঃখ অপনোদন প্রবৃত্তি উৎপাদন ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারপর যাদের প্রতি হিতকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে তাদের সফলতা লক্ষ্য করে এর দুঃখ অপনোদন কামনা হয়েছে তাদের ইষ্ট বশে অনুশীলন করা কর্তব্য। এবং হৃষ্টতা হওয়াই প্রফুল্লতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অত:পর তার করার কিছু থাকে না। তখন তাদের মধ্যস্থতা অনুশীলনের কর্তব্য, অন্যকথায় দর্শকমাত্র। এবং মধ্যস্থতার প্রবৃদ্ধিতে উপেক্ষা প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য। হিতাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির প্রত্যাশা বিধায় তাদের আলোচ্য ক্রম জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। যা প্রথমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

১১০. তাদের সবাই অপ্রমাণে গোচরীভূত। অপ্রমাণ সত্ত্বরা তাদের গোচরীভূত। এবং কোন এক সত্ত্বের প্রতি বা বর্দ্ধিত আয়তনে মৈত্রী ইত্যাদি ভাবনা করা কর্তব্য। এ ধারণার পরিবর্তে সাধক পরিব্যাপ্তি ঘটে। তাই উক্ত হয়েছে ঃ

বিসুদ্ধমগ্গাদিবসা চতস্সো,
হিতাদি আকারবসা পনসিং।
কমো পবত্তন্তি চ অপ্পমানে,
তা গোচরে যেন তদপ্পমঞ্ঞাতি,

– বিশুদ্ধির মার্গ জান চতুরঙ্গ হয়,
অপর চতুর্থ সারি ক্রম উদ্দেশয়।
হিতাদি অতবশে ক্ষেত্র দরশনে,
অপ্রমাণ প্রমাণহীন গোচর নাম জানে।

[তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান উৎপাদন ঃ]

১১১. **যদিও এসবের একক কর্মক্ষেত্র অপ্রমাণ** গোচরতা তথাপি প্রথম তিনটি ধ্যানত্রিক এবং চতুষ্ক হয়ে থাকে। [ক্রমানুসারে চতুষ্ক এবং পঞ্চক ধ্যান নিবর্ত্তন ত্রয়ীতার কারণ কি ? কারণ এসব সৌমনস্য (আনন্দ) সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু এসবের লক্ষ্য অসংশ্লিষ্ট নয় কেন ? কারণ এসব ঈর্ষা (ব্যাপাদ) ইত্যাদি হতে মুক্ত। যেগুলো দুঃখ কষ্ট দ্বারা জাত। কিন্তু শেষোক্তটি (উপেক্ষা) এক ধ্যানিকই (পঞ্চম ধ্যান) হয়ে থাকে। কিন্তু কেন ? কারণ ইহা মানসিক (শান্তি) বেদনার সাথে যুক্ত। উপেক্ষা, ব্রহ্মবিহার ভাবনায় সত্ত্বগণের প্রতি মধ্যস্থতা উৎপাদক উপেক্ষা বেদনা উপেক্ষা ব্যতীত থাকতে পারে না।

[যা হলো দুঃখান্তক বা প্রীতিবর্ধক নয় ঃ]

১১২. **তথাপি কেউ বলতে পারে ঃ** "ভগবান ইহা অচ্চুক নিপাতে' সাধারণ্যে অপ্রমাণ সম্বন্ধে বলেছেন। "তারপর, ভিক্ষু, তুমি সবিতর্ক এবং সবিচারে সমাধি ভাবনা করে। বিতর্ক ব্যতীত সবিচার ভাবনা রূপে ; অবিতর্ক অবিচার ভাবনা করে। সপ্রীতিক ভাবনা করো, নিপ্রীতিক ভাবনা করো, সুখ সম্পৃক্ত (সহাগত) ভাবনা করো, উপেক্ষা সংযুক্ত ভাবনা করো। (A iv-300) সে কারণে সমস্ত চার অপ্রমাণ চতুষ্ক এবং পঞ্চক ধ্যানিক হয়ে থাকে।

১১৩. তাকে বলা উচিত ইহাকে এভাবে উপস্থাপন করো না। এরূপ করা হলে কায়ানুদর্শন ইত্যাদি ভাবনা ও চতুষ্ক এবং পঞ্চক ধ্যানিকই হতো। কিন্তু বেদনায় চিত্তৈকাগ্রতা প্রথম ধ্যানও হয় না। অপর দুই ধ্যানও হয় না। সুতরাং ভগবানকে আক্ষরিক অর্থে ভুল প্রতিপন্ন করো না। বুদ্ধবচন গম্ভীর। আচার্যকে যথা ভক্তিভরে তার অর্থ অবগত হওয়া কর্তব্য।

১১৪. এখানে উদ্দেশ্য হল ঃ ভগবানকে ধর্ম ভাষণের জন্য এভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল ঃ "ভন্তে, ভগবান অনুগ্রহ করে আমাকে সংক্ষিপ্তাকারে ধর্ম দেশনা করুন। যাতে করে আমি একাকী, প্রস্থানকৃত, অপ্রমত্ত, দক্ষ, স্ব-উদ্যমে বিহার করতে পারি।" (A iv-299) কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে ভিক্ষার প্রতি ভগবানের কোন দৃঢ়তা নেই। যেহেতু তিনি পূর্ববৎ ধর্মশুনে বসবাস করে শ্রামণ্য ধর্ম প্রতিপালন করেন নি। (ভগবান তার দৃঢ়তার অভাব বলে মন্তব্য করলেন।) সুতরাং তেমনি কতিপয় বিভ্রান্ত মানুষ আমাকে প্রশ্নমাত্র করে। যখন ধর্ম ভাষিত হয় (তাদের কাছে) তখন তারা আমাকে ও

অনুসরণ প্রয়োজন করে না। (A V- 299) তথাস্ত যে ভিক্ষুর ঘরে অর্হত্ব লাভের হেতুফল বর্তমান (লক্ষণ সম্পন্ন) তাকে তিনি উপদেশ প্রদান করেন। (৩২৩) অতএব হে ভিক্ষু, তোমার এরূপে প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্তব্য ঃ "আমার অভ্যন্তর চিত্ত স্থিতশীল হবে, সম্পূর্ণ স্থিতশীল। উৎপন্ন অকুশল পাপকর্ম আমার চিত্তকে আবিষ্ট করতে পারবে না, সঠিক বজায় থাকবে। তোমাকে এভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত।" (A iv-299) কিন্তু এ উপদেশে যা ব্যক্ত হয়েছে তা হলো অধ্যাত্মক বশে অববাদ দ্বারা স্বীয় চিত্তৈকাগ্রতাকে মূল সমাধির দিকে ধাবিত করা। অত:পর তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে এরূপে সমাধি বৃদ্ধি কর্তব্য। তা দেখাতে ঃ তিনি (ভগবান) ভিক্ষুটিকে মৈত্রী ভাবনা শুধু বৃদ্ধি দ্বারা তাতে সীমিত না থেকে তাকে তার মূল চিত্তৈকাগ্রতাকে তীব্রতর করা কর্তব্য ঃ "যতশীঘ্র তোমার চিত্ত অধ্যাত্ম করে সুস্থিত সম সম্পূর্ণ সুস্থিত হওয়ার সাথে সাথে, 'হে ভিক্ষু উৎপন্ন পাপক অকুশল কর্ম যাতে চিত্তকে আবিষ্ট করতে না পারে। সঠিক বজায়
১১৫. থাকে। তারপর তোমাকে প্রশিক্ষণ হবে এভাবে ঃ মৈত্রী চিত্ত বিমুক্তি আত্মা কর্তৃক ভাবিত হবে, বারবার অনুশীলন মানকৃত, ভিত্তি স্থাপন, প্রতিষ্ঠা, সংক্ষেপিত এবং সঠিকভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য। তোমাকে প্রশিক্ষণ হবে এভাবে ঃ " (A iv-299-300) হে ভিক্ষু, তিনি আরও বললেন, তোমা কর্তৃক এভাবে ভাবিত হলে এবং বারবার অনুশীলিত হলে এতে বিতর্ক ও বিচার সম্পৃক্ত করা কর্তব্য। এবং তাতে উপেক্ষা সম্প্রযুক্ত করে ভাবনা করা কর্তব্য। (A iv-300) তার অর্থ হল ঃ 'হে ভিক্ষু, যখন তোমার মুল সমাধি এরূপে মৈত্রী দ্বারা ভাবিত হয়, তাতে সন্তুষ্ট না থেকে এ মুল সমাধির অপরাপর আলম্বনে ও চতুষ্ক ও পঞ্চক ধ্যান যাতে লাভ হয় সবিতর্কও সবিচার
১১৬. পদ্ধতি ভাবনা করো। এরূপ বলার পরে তিনি আরও বললেন, তোমার দ্বারা এরূপে সমাধি ভাবিত হওয়ার পরই, 'হে ভিক্ষু বারবার তা অনুশীলন করবে। তারপর প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্তব্য এভাবে ঃ 'আমার দ্বারা করুণা চিত্ত বিমুক্তি ভাবিত হবে ..... (A iv-300) ইত্যাদি। তা উল্লেখ করে অপর আলম্বনে চতুষ্ক ও পঞ্চক ধ্যান করে এ সমাধিতে আরও কার্যকর করা উচিত। এ (অতিরিক্ত) সমাধি ব্রহ্ম বিহারের অর্ন্তবর্তী

১১৭. করুণা ইত্যাদি সমাধি। মৈত্রী ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা চতুষ্ক ও পঞ্চক ধ্যানানুবর্তীতার মাধ্যমে আর ও অগ্রসরতা প্রদর্শন করে এবং বলা হয়েছে, হে ভিক্ষু তোমা কর্তৃক এ ধ্যান এভাবে ভাবিত হয়, বর্দ্ধিত হয় এবং বারংবার অনুশীলন করা হয়। তারপর তোমাকে এভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্তব্য ঃ 'কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বাস করব' ইত্যাদি। হে ভিক্ষু তোমার দ্বারা এ সমাধি পরিপূর্ণ ভাবিত হলে তুমি যেখানে যাবে সুখে বসবে (৩২৪) যেখানে শয়ন করবে সুখে শয়ন করবে (A iv-301) বলে তিনি সর্বোত্তম অর্হত্ব পর্যন্ত দেশনা শেষ করেন। এতে করে জ্ঞাতব্য যে, আসিতে মৈত্রী ভাবনাসহ তিন ভাবনায় ত্রিক এবং চতুষ্ক ধ্যান লাভ হয়ে থাকে এবং উপেক্ষা ধ্যান শেষ একমাত্র লাভ হয়। এবং এগুলো অভিধম্ম অনুযায়ী বিস্তারিত।

[প্রত্যেকটির সর্বোচ্চ সীমা ঃ]

১১৯. যেহেতু এসব ধ্যান ত্রিক এবং চতুষ্ক পর্যায়ে দ্বিধা ভাজিত অবশিষ্ট একক ধ্যান মাত্র। তা সত্ত্বেও এসব ধ্যানের পরম শুভ সর্বোচ্চ সৌন্দর্য বিধায় এবং কাঙ্ক্ষিত ফল প্রদানে সমর্থ বলে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা কর্তব্য। সে কারণে হলিদ্দ বসন সূত্রে উক্ত হয়েছে ঃ 'হে ভিক্ষু মৈত্রী সমাধিতে চিত্ত বিমুক্তিতে যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আছে, করুণা সমাধিতে চিত্ত বিমুক্তির যে সৌন্দর্য আছে এবং উপেক্ষা সমাধিতে চিত্ত বিমুক্তির বিজ্ঞানন্তায়তন যে পরমা সৌন্দর্য, (সুভ) আছে। মুদিতা সমাধিতে চিত্ত বিমুক্তির যে সৌন্দর্য আছে, এবং উপেক্ষা সমাধিতে চিত্ত বিমুক্তির ফলে যে (SV-119-21) নেবসঞ্ঞ্ঞা না সঞ্ঞ্ঞা সৌন্দর্য (সুভ) আছে বলে আমি বলে থাকি।

১২০. কিন্তু এসব এভাবে বর্ণিত হয়েছে কেন ? কারণ হচ্ছে এসব প্রত্যেকটি প্রতিটির মৌলিক সহায়ক। মৈত্রীতে অবস্থানকারীগণের প্রাণীর মধ্যে ইহা বিরক্তিকর। বরং অবিরিক্তকর সাথে ঘনিষ্ঠতর হয়ে যখন তিনি সুখকর বিশুদ্ধ নীল কানন বর্ণের চিত্ত নিবেদন করেন সহজে তাতে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং মৈত্রী হলো শুভ বিমুক্তির মুখ্য সহায়ক উপায়। (M ii-12, MA iii-256) তদরিক্ত নয়। এ কারণে ইহাকে শ্রেষ্ঠ পরম শুভ (শুভ) বলা হয়েছে।

১২১. করুণা ভাবনাকারীর পক্ষে রূপ ইত্যাদির ভয়াবহতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান থাকা কর্তব্য। যেহেতু দণ্ডাঘাতের দুঃখে পতিত সত্ত্বের দুঃখ অবলোকন করে তারে করুণার উদ্রেক হয় বলে রূপের পরিণতি সুবিদিত। সুতরাং রূপের ভয়াবহতা ভালোভাবে জেনে, যে কোন কৃৎস্নে তার অনুদর্শন হোক না কোন তিনি তা পরিহার করেন। সেটি পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যান বা অন্য যে কোন কৃৎস্ন হোক তিনি চিত্তকে আকাশে প্রতিনিবৃত্ত করেন। এটাই হলো রূপ প্রতিনিবৃতি। তারপর তার চিত্ত অতি সহজে আকাশে প্রবেশ করে। যাকে বলে উপনিশয়। সে কারণে করুণা আকাশানন্তায়তনে প্রবেশের মূল সহায়ক। তারপর নয়। এবং সে কারণেই আকাশ অনন্ত আয়তন মূল সহায়ক/ তারপর নয়/ এবং সে কারণেই আকাশ অনন্ত আয়তন উত্তম বলে খ্যাত।

১২২. যখন তিনি মুদিতা বিহারী হয়ে অবস্থান করেন এবং যখন প্রাণিগণ অবলোকন করেন তাঁর মধ্যে প্রমোদের উৎপন্ন হয়। তার ফলে চিত্ত প্রমোদ তার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়। কতিপয় প্রমোদের কারণ বশত প্রাণিগণের প্রতি বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অত:পর যখন তিনি অনুক্রমে অধিগত আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করেন আকাশ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। তিনি তাঁর চিত্ত দৃষ্ট বিজ্ঞানে নিবেদন করেন যাতে আকাশ নিমিত্ত বিদ্যমান থাকে। (৩২৫) বিনা আয়ালো তাতে প্রবিষ্ট হয়। সে জন্যে মুদিতা হলো বিজ্ঞানাতয়নে প্রবেশের মূল ভিত্তি। কিন্তু তারপর নয়। সে কারণে বলা হয়েছে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন সর্বোচ্চ।

১২৩. যখন তিনি উপেক্ষা বিহারী হন, তখন তাঁর চিত্ত চূড়ান্তভাবে অনিত্য গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করে। যেহেতু তাঁর চিত্ত চূড়ান্তভাবে যা নিত্য তা থেকে উপলব্ধি হয়। যথা : সুখ (বিমুক্ত), দুঃখ ইত্যাদি, অধিকন্তু কোন সম্বন্ধহীনতা যথা। প্রাণিগণ সুখী হোক 'বা'তারা দুঃখ থেকে বিমুক্ত হোক, বা তবে অর্জন থেকে চ্যুত না হোক।" চূড়ান্ত জ্ঞানে যা নিত্য তার থেকে চিত্ত চ্যুত বলে এবং যা অনিত্য তাতে তার চিত্ত সুদক্ষ বোধ সম্পন্ন বলে (যথা : যেসব প্রাণীর অস্তিত্ব আছে) এবং এরূপে যখন অনুক্রমে লব্ধ অনন্ত বিজ্ঞান আয়তন পরিত্যক্ত হয় এবং চিত্ত সুদক্ষ বোধ সম্পন্ন বলে (যথা : যে সব প্রাণীর অস্তিত্ব আছে) এবং এরূপে যখন অনুক্রমে লব্ধ অনন্ত বিজ্ঞান আয়তন পরিত্যক্ত হয় এবং চিত্ত অবিদ্যমানে নিবেদিত হয়,

যা ব্যক্তিসত্তার অনিত্য বিজ্ঞান বুঝায় চূড়ান্ত প্রজ্ঞায় তাই বাস্তব। তারপর তাঁর চিত্ত সহজে (আকিনন্তায়তনে অনিত্যতায়) প্রবেশ করে। সুতরাং আকিঞ্চনন্তায়তনে প্রবেশের মূল ভিত্তি হল উপেক্ষা কিন্তু তা তারপর নয়। সে জন্যে বলা হয়েছে আকিঞ্চনন্তায়তন হল সর্বোচ্চ।

১২৪. যখন তিনি শুভ এবং পরম কি অবগত হয়ে এতে সর্ব কল্যাণ ধর্ম নিহিত বলে পুনরায় দানাদি অনুবেক্ষণ করেন। এবং এসব সম্পূরক বলে প্রত্যয় হয়। মহাসত্ত্বগণ তাঁদের চিত্তকে সর্বসত্ত্বের প্রতি বর্ণিত মতে সমতা স্থাপন করেন। যেমন - কল্যাণ কামনায়, অকল্যাণ অপদে, সত্ত্বের অস্তিত্বের সম্পত্তি চিরস্থিতি কামনায় ও সর্বসত্ত্বের প্রতি নিরপেক্ষতায় সমভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। দাতব্য এবং অদাতব্য চিত্ত পরিহার করে সর্বসত্ত্বকে দান দেন তাঁদের এতে সুখ নিদান হয়। বৈষম্য বিহীনভাবে ঃ "ইহাকে অবশ্যই দান দিতে হবে, ইহাকে কখনো দান দেবেনা।' প্রাণীর প্রতি এরূপ ক্ষতিকর পথ পরিহারের লক্ষ্যে তাঁরা শীলানুশীলন করেন, শীলের পূর্ণতার জন্য নৈক্রম্য সম্পাদন করে, সত্ত্বগণের অপনোদন প্রতি কোনটা ভাল, কোনটা নন্দ সন্দেহ করেন। সত্ত্বগণের হিতসুখ মানসে হৃদয়ে সর্বক্ষণ উৎপন্ন বীর্যে অবস্থান করেন। উত্তম বীর্যবলে বীররূপে স্থিত হয়েও সত্ত্বগণের বিবিধ অপরাধে ধৈর্য ধারণ করেন। যেমন- 'আমরা ইহা তোমাদের দেব' আমরা ইহা তোমাদের জন্য করব।' তাদের হিত সুখের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দূর হন। তাদের প্রতি অবিচল মৈত্রীভাব পোষন করে নিজেকে অগ্রস্থানে আসীন করেন। উপেক্ষা বশত তাবা প্রত্যুপকার আশা করেন না। দশ পারমী পূর্ণ করে (এ ব্রহ্ম বিহারে) দশবল, চার বৈশারদ্য, ছয় অসাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধ ধর্মের অষ্টাদশ প্রভেদ সম্পন্ন কল্যাণ ধর্মপূর্ণ করেন। দানাদি দিয়ে সর্বকল্যাণ ধর্ম পূর্ণ হওয়া যায় ইহা সে উপায়। প্রাজ্ঞজনের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধি মার্গে নবম অধ্যায়ে সমাধি ভাবনা বিবরণ ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিহার ভাবনা বর্ণনা করা হল।

---

১. স্বামী পূর্ণানন্দ - বিশুদ্ধিমার্গ 'অলাবু' অর্থ করেছেন ভোজপুত্র। এবং ভিক্খু ঞানমোলি অনুদিত 'দি পাথ অফপিউরিফিকেশন' গ্রন্থে অর্থ করেছেন 'আলার'। তবে গ্রাম্য বালকদল হওয়া স্বাভাবিক। পৃ. ৩৩০ (৩৪ অনুঃ)

দশম অধ্যায়

অরূপ ভাবনার বিবরণ

(আরূপ্প নিদ্দেস)

১. **[আকাশ অনন্তায়তন :]**

১. (৩২৬) ব্রহ্মবিহার ভাবনার পর এখন চার অরূপ ধ্যানের প্রথমে আকাশ অনন্তায়তন ভাবনাকারীর নিকট রূপে নিমিত্ত দণ্ডাদান, শস্ত্রাদান, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু অরূপে সে সবের কোন অস্তিত্ব নেই। এভাবের রূপের পরিণতি দোষ প্রজ্ঞালোকে প্রত্যবেক্ষণ করে রূপের অপসারণপূর্বক বিরাগ এবং নিরোধের জন্য চিত্ত নিবেদন করেন। এতে বুঝা যায় যে, রূপ দণ্ডদান ও চক্ষুকর্ণের রোগের আগার। ইহার পরিণতি লক্ষ্য করে তা থেকে মুক্তি লাভ ও অতিক্রম করার লক্ষ্যে সীমিত আকাশ কৃৎস্ন ব্যতীত অপর নয় প্রকার পৃথিবী কৃৎস্নের যে কোন একটি আলম্বন করে চতুর্থ ধ্যানে নিবিষ্ট হন।

২. যদিও রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা স্থূল রূপ অতিক্রান্ত হয়, তৎসত্ত্বেও তিনি কৃৎস্ন রূপ ও অতিক্রম করতে চান। কারণ উভয়ই একইরূপ বিধায় তাও অতিক্রম করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন। তবে তা কিভাবে সম্ভব ?

৩. যেমন অরণ্যে কোন সর্পভীতু লোক সর্প তাড়িত হয়ে পলায়ন করতে গিয়ে লুকায়িত স্থানে রেখাচিত্র, তালপত্র বা উইয়ের ঢিবি বা রজ্জু বা ভূমির ফাটল দেখে ভীত হয়, ত্রস্ত হয়। তা দেখতে চায় না। পুনশ্চঃ কোন লোক কোন এক গ্রামে বৈরী পুরুষের সাথে বসবাস করতে গিয়ে তদ্বারা, বধ, বন্ধন, গৃহদাহ ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অন্য গ্রামে বসবাস শুরু করে। সেখানেও যদি একই বৈরী সাথে সমরূপ, সমশব্দ ও সমাচার বিশিষ্ট পুরুষকে দেখে ভয় করে, ত্রস্ত হয় বলে তাকে দেখতে ইচ্ছে করে না।

৪. এখানে ইহা সম উপমা উপস্থাপন। এখানে সর্প অথবা বৈরী পুরুষদের সময়কাল হল ভিক্ষুর স্থূল রূপের কাল (৩২৭)। ভিক্ষুর রূপাবচর চতুর্থ ধ্যান হলো–এদের ভয়ে অন্য গ্রামে দ্রুত পলায়ন সদৃশ স্থূলত্ব রূপ-অতিক্রম সময়। ভিক্ষু কৃৎস্নরূপ হলো-তাদের অন্যগ্রামে পলায়ন, রেখাচিত্র, তলাপত্র ইত্যাদি এবং বৈরীসময় পুরুষ দেখে ভয়, সন্ত্রাস ও না দেখার ইচ্ছা কাম্যতা জন্মে এবং এখানে শূকর আক্রান্ত কুকুর, পিচাশ ভয়ের উপমা প্রণিধানযোগ্য।

৫. এভাবে কৃৎস্নধ্যানের আলম্বনযুক্ত চতুর্থ ধ্যানের প্রতি অনাকর্ষণ বশতঃ কৃৎস্নীয় রূপ হতে অনাসক্ত হন। পাঁচ প্রকারে বশ বিমুক্ত হয়ে পড়েন। এখন রূপাবচর চতুর্থ ধ্যান হতে উঠেন এবং এ ধ্যানে ভয় প্রত্যক্ষ করেন। স্থূল রূপকে আলম্বন করে নিষ্কলুষ রূপকে আমি আলম্বন করে যা আসন্ন সৌমনস্য বিরুদ্ধ ও শান্ত বিমোক্ষ হতে স্থূল বলে প্রত্যক্ষ করেন এবং উক্ত ধ্যানে দোষ অবলোকন করেন। এখানে কিন্তু সে স্থূলত্ব কোন অংশ নেই। (চার রূপাবার ধ্যানে)। অরূপ ধ্যানেও রূপাবচর ধ্যানের মত দুই অঙ্গ বিদ্যমান।

৬. এভাবে তিনি যখন (৪র্থ রূপাবচর ধ্যানে) দোষ প্রত্যক্ষ করেন এবং আকাশ অনন্তায়তনকে শান্ত ও অনন্ত মনে করেন। এ পর্যায়ে অনন্ত চক্রবাল হতে যতদূর ইচ্ছা ততদূর পর্যন্ত কৃৎস্ন বিস্তার করেন। তারপর যখন তিনি "আকাশ আকাশ বা অনন্ত আকাশ' বলে জপ করেন তখন কৃৎস্নরূপ অপসারিত হয়।

৭. যখন তিনি ইহা পরিহার করেন তখন তা মাদুর বা চাটাইয়ের মতো তা তো বটে (বেলে) নেয় না, কড়াই বা তাওয়া থেকে পিঠার মতো তুলে (উদ্ধার) নেয় না। তিনি শুধু আবৃত্তি করেন না, বা তাতে মনোনিবেশ করেন না, অথবা প্রত্যবেক্ষণ করেন । যখন তিনি আবৃত্তি কিংবা মনোনিবেশ করেন কিংবা প্রত্যবেক্ষণ কোনটাই করেন না কিন্তু স্পৃষ্টস্থানে গভীর মনোযোগ দিয়ে "আকাশ" "আকাশ" আবৃত্তি করে কৃৎস্ন অপসারণ করেন।

৮. যখন কৃৎস্ন অপসারিত হয়, তখন তা বটান বা খোলন কোনটাই করে না। ইহাকে শুধু বলা যায় 'অপসারণ'। কারণ এতে তাঁর কোন মনোযোগ নেই। এ সময় তাঁর মনোযোগ থাকে 'আকাশ' 'আকাশ' আবৃত্তিতে। রূপাবচর কৃৎস্ন অপসারণের ফলে আকাশই প্রত্যক্ষ হয়। এখানে কৃৎস্ন অপসারণজনিত আকাশ বা কৃৎস্ন বা আকাশ সব একই।

৯. কৃৎস্ন অপসারণান্তে আকাশ আলম্বন বারবার (৩২৮) আকাশ আকাশ আবৃত্তির ফলে তিনি তাতে চিত্ত নিবদ্ধ করেন, বিতর্ক নিবেদন করেন। তাতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি এবং চিত্ত নিবদ্ধও বিতর্ক নিবেদন করার ফলে বিবরণাদি চাপা পড়ে স্মৃতি সুস্থিত হয় এবং তাঁর চিত্ত উপচারে সমাধিস্থ

হয়। সে নিমিত্ত তিনি পুনঃপুন ভাবেন, বৃদ্ধি করেন, এবং বারবার অনুশীলন করেন।

১০. তাতে তিনি বারবার আবৃত্তি করেন, তাতে চিত্ত নিবদ্ধ করে পৃথিবী কৃৎস্নে রূপাবচর চিত্তের মতো চিত্ত আকাশ অনন্তায়তন প্রাপ্ত হয়ে অর্পণায় নিপতিত হয়। এখানেও প্রাথমিক পর্যায়ে তিন বা চার জবন উপেক্ষা বেদনা সংযুক্ত কামাবচর চিত্ত হয়, যখন চতুর্থ বা পঞ্চম অরূপাবচর আয়তন হয়। এখানে অবশিষ্ট পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানানুরূপ।

১১. **পার্থক্য এরূপ :** যে ভিক্ষু ধ্যান নেত্রে স্বাভাবিকভাবে কৃৎস্ন মণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন সে দৃষ্টে আকাশে নিজের প্রতিবিম্ব নিমিত্ত দেখেন। আকাশ আকাশ বলে প্রাথমিক পরিকর্মে মনোযোগ দেওয়াতে হঠাৎ সে নিমিত্ত অদৃশ্য হয়ে যায় এবং অরূপাবচর চিত্ত উৎপন্ন হয়। তখন তিনি এক টুকরা ঢিলা বস্তা দ্বারা আবদ্ধ যানমুখ অনাবৃত করার মতো বা নীল ন্যাকড়া বা সাদা, হলদে, লাল বা অন্যতর রং এর দ্বারা একটি আবদ্ধ পাত্র উন্মুক্তকারীর ন্যায় দেখেন। অতঃপর যখন সে ন্যাকড়া বাতাসের জোরে বা অন্য কোন উপায়ে অপসারিত হলে তখন তিনি নিজেকে আকাশে অবলোকন করেন।

মূল এবং অর্থকথা ঃ

১২. এ অংশে বলা হয়েছে : রূপ সংজ্ঞা অপনোদনের পর সংজ্ঞার প্রতিবন্ধকতা দূর করে নানান সংজ্ঞার মনোযোগ না দিয়ে (সাবধান হয়ে) তিনি অনন্ত "আকাশনন্তায়তনে " প্রবেশ করেন এবং অসীম আকাশে অবস্থান করেন। (Vbh.245).

১৩. এখানে সম্পূর্ণ বলতে সব সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে। এতে সকল প্রকার সংজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। রূপ সংজ্ঞা : সংজ্ঞার শিরোনামে উক্ত (১) অরূপাবচর ধ্যানে এবং (২) তদালম্বন উভয়ই।(১) ধ্যান ক্ষেত্রে অরূপাবচর ধ্যানকে "রূপ" এরূপ দৃশ্যমান রূপ তিনি রূপের আদলে দর্শন করেন। (D ii-70, mlin. 32) এবং (২) ইহার আলম্বন ও রূপ বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে "তিনি বাহ্যিকভাবে রূপদর্শন করেন। .... যা সুন্দর এবং কদাকার (D ii- NO. MN. B)। তাই এখানে রূপ সংজ্ঞা (রূপের সংজ্ঞা) সংজ্ঞা জ্ঞানে রূপসংজ্ঞা ব্যবহৃত। (১) রূপাবচর ধ্যানে সংজ্ঞা শিরোনামে বিবৃত। তেমনি (২) ইহার রূপের পরিচয় (রূপ সংজ্ঞা)

রূপ। এভাবে ইহা ধ্যানালম্বন। রূপের ধ্যান এই রূপ সংজ্ঞা। এতে যা বোঝায় তা হল রূপ নাম বশে উক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে যে, ইহা (২) পৃথিবী কৃৎস্নের অপর প্রকৃতি। ইহার তার ধ্যানের অবলম্বন।

১৪. **অতিক্রমত** : বিরাগ এবং নিরোধ বশে- এর অর্থ কি ? বিরাগ এবং নিরোধ বশে, উভয়ই বিরাগ এবং নিরোধের কারণে সমস্ত দিক অথবা রূপের কোন রকম ব্যতিরেকে ধ্যান গণনা করা হয়। কুশাল, বিপাক এবং ক্রিয়া ভেদে যার সংখ্যা (প্রত্যেকটির ৫টি করে) পনের হয়।এবং এসবের পরিচয় হল রূপ, আলম্বন বশে (সে সব সংজ্ঞা) গণ্য।

পৃথিবী কৃৎস্নসহ এদের সংখ্যা নয়। তিনি আকাশানন্তায়নে প্রবেশ এবং অবস্থান করেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রূপ সংজ্ঞা বিমোচন ব্যতীত তিনি এখানে প্রবেশ বা অবস্থান করতে পারেন না।

১৫. এখানে যার আলম্বনের (সে সব সংজ্ঞার লোভ) নিরোধ হয়নি তার সংজ্ঞা অতিক্রম হয় না, যখন সংজ্ঞা অতিক্রম হয় তখন আলম্বন অতিক্রম হয়। সে কারণে বিভঙ্গে একমাত্র সংজ্ঞা অতিক্রম এবং আলম্বনের নয় বলে উক্ত: 'এখানে রূপের সংজ্ঞা কি ? সংজ্ঞা হলে-রূপাবচর ধ্যানলব্ধ ব্যক্তির যে সমাপত্তি সম্পন্ন, বা উৎপন্ন বা দৃষ্ট সুখ বিহার কারীর যে সংজ্ঞা এবং তা জ্ঞাত হয়ে অভিজ্ঞ সম্পন্ন এসব সংজ্ঞা বলে উক্ত হয়। রূপ সংজ্ঞা সমভাবে অতিক্রম হলে এসব রূপ সংজ্ঞা অতিক্রান্ত, বিশেষভাবে অতিক্রান্ত এবং সমভাবে অতিক্রান্ত হয়। উক্ত ধ্যানাদি আলম্বন অতিক্রমে লব্ধ হয়। এক আলম্বনে প্রথম এবং অপরাপর ধ্যান লাভ সদৃশ হয়। সে জন্য বলা হয়েছে-আলম্বন সমতিক্রম। ইহাই তার অর্থ।

১৬. **প্রতিরোধ সংজ্ঞার তিরোধান** : চক্ষু ইত্যাদি রূপ আলম্বনের প্রতিরোধে উৎপন্ন সংজ্ঞাই প্রতিরোধ সংজ্ঞা। ইহা নির্দিষ্ট রূপালম্বনের সংজ্ঞা এবং রূপালম্বন সংজ্ঞা ইত্যাদি। তদানুসারে বলা হয়েছে: 'এখানে প্রতিরোধ সংজ্ঞা কি ? রূপ সংজ্ঞা, শব্দ সংজ্ঞা, গন্ধ সংজ্ঞা, রস সংজ্ঞা, স্পর্শ সংজ্ঞা-এসব প্রতিরোধ সংজ্ঞার" অন্তর্গত। (Vbh.261) দশ প্রকার প্রতিরোধ সংজ্ঞার সম্পূর্ণ তিরোধান, পরিত্যক্ত অনুৎপত্তি যাকে বলা হয় পাঁচ প্রকার বিপাক এবং পাঁচ প্রকার অকুশল বিপাক অসংগঠন অর্থই এখানে প্রকাশমান।

১৭. প্রথম ধ্যান অধিগত (সম্পন্ন) ব্যক্তির মধ্যে এসব থাকে না। সে সময়ে (৩৩০) পঞ্চদ্বারে চিত্ত প্রবর্তিত হয় না। তবুও এখানে এসবের স্বার্থে প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন চতুর্থ ধ্যানের ক্ষেত্রে সুখ-দুঃখ প্রহীন, তৃতীয় ধ্যানে সৎকায় দৃষ্টি প্রহীন, পূর্বাহ্নে হয়ে গেছে।

১৮. অথবা বিকল্পে, যদিও রূপাবচর ধ্যান সমাপনকারীর মধ্যে বিরাজ করে না। যেসব সেখানে প্রহীন বলে নেই। রূপাবচর ধ্যান রূপ নয় বলে রূপের বিরাগ সংবর্তন করে না। এবং এসবের (রূপাবচর ভাবনা) সাহার্থ্য রূপের উপর নির্ভরশীল কিন্তু এ ভাবনা (অরূপ ধ্যান) সংবর্তন করে না। সুতরাং বলা যায়, প্রকৃত পক্ষে এসব ধ্যান এখানে প্রহীন। শুধু তাই নয়, এরূপ ধারণা থাকা উচিত।

১৯. মূলত ইহা পূর্বাহ্নে প্রহীন হয়নি। ভগবান এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যার প্রথম ধ্যান অধিগত তার কাছে 'শব্দ' কন্টক সদৃশ (Av-135)। এখানে সংক্ষেপত এসবের পূর্বাহ্নে প্রহীন হওয়ার কারণে অরূপ ধ্যানে নিশ্চলতা লাভ এবং শান্ত-বিমোক্ষতা লাভ বলে উক্ত হয়েছে। (M 1-83)। সে কারণে ঋষি আড়ার কালাম অরূপ ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন বলে পাঁচশত শকট তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে ও তিনি সেসব দেখেন নি বা শব্দ শোনেননি। (D ii-130)।

২০. **বিভিন্ন সংজ্ঞায় অমনোযোগিতা ঃ** নানা প্রকার সংজ্ঞায় বিচরণ ক্ষেত্ররূপে বা বিভিন্ন সংজ্ঞায় প্রবর্তন এর না হওয়া অর্থ করা হয়। দুটো কারণে নানা প্রকার সংজ্ঞা হয়। প্রথমত : মনোধাতু এবং মনোবিজ্ঞান ধাতু যার অধিগত হয়েছে যা এভাবে উক্ত হয়েছে ঃ "এখানে নানা প্রকার সংজ্ঞা কি কি ? মনোধাতু বা মনোবিজ্ঞান ধাতু যার অধিগত নয়, তার যে সংজ্ঞা, উপলব্ধি (সজ্ঞায়ন) এবং বিশেষ উপলব্ধিত্ব তা নানাত্ব সংজ্ঞা (Vbh. 261) এসব অনাধিগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনিতে বিভক্ত সংজ্ঞা রূপ, শব্দ, ইত্যাদি ভেদে নানারূপে বিভিন্ন স্বভাব বিশিষ্ট দৃষ্টিপথে প্রবর্তন করে। এবং দ্বিতীয়ত যেহেতু এসব আট প্রকার কামাবচর কুশাল সংজ্ঞা, দুই প্রকার অকুশল বিপাক সংজ্ঞা, এগার প্রকার কামাবচর ক্রিয়া সংজ্ঞা, মোট চব্বিশ প্রকার নানা সংজ্ঞা, নানা স্বভাব এবং পরস্পর অনাবর্জন, অন-প্রতিক্রিয়া, অপ্রত্যবেক্ষণ।

২১. **এবং এখানে (দুটি বিষয়) জ্ঞাতব্য :** প্রথমত এসবের প্রহীন ব্যক্ত হয়েছে যথা 'জয় করা' এবং 'নিরোধ করা' বশে ব্যক্ত করা হচ্ছে। যেহেতু পূর্ব রূপ সংজ্ঞা এবং প্রতিরোধ সংজ্ঞা এ ধ্যানে প্রবর্তির মধ্যে পুনর্জন্মের (মধ্যে) বিদ্যমান নেই। সে ভবে এ ধ্যানে উপগমন এবং বিহরণ একাই ঘটে থাকে। (৩৩১) এবং দ্বিতীয়ত নানাত্ব সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এসবে অমনোযোগিতা বলা হয়েছে। কারণ সাতাশ প্রকার সংজ্ঞা- তন্মধ্যে আট প্রকার কামাবচর কুশল সংজ্ঞা নয় প্রকার ক্রিয়া সংজ্ঞা এবং দশ প্রকার অকুশল সংজ্ঞা এ ধ্যান দ্বারা উৎপন্ন অস্তিত্ব বিরাজ করে। এ ধ্যান উপসম্পাদন এবং বিহরণও সে সবের প্রতি অমনোযোগিতা উৎপাদন করে থাকে। সে সবে মনোযোগী হলেও তা লাভ হয় না।

২২. সংক্ষেপও জ্ঞাতব্য যে, সব ধরণের রূপাবচর অবস্থা প্রহান বশত সব রূপ সংজ্ঞার অতিক্রম"- তাৎপর্যবহ। এবং প্রতিরোধ সংজ্ঞা অস্তগমন ও নানাত্ব সংজ্ঞার অমনোযোগ"- দ্বারা সব ধরণের কামাবচর চিত্ত- চৈতসিকের প্রহান ও অমনোযোগিতা বোঝায়।

২৩. **অনন্ত আকাশ ঃ** এখানে ইহা বন্ধনহীন (অনন্ত, অসীম) বলে উক্ত। কারণ ইহাতে উৎপত্তি, সীমা কিংবা পতনের অন্ত জানা যায় না। কৃৎস্ন দ্বারা অপসারণ বলে ইহা আকাশ। এবং এখানে মনোযোগ বশে সীমাহীন বলে অনন্ত বলে জ্ঞাতব্য। সে কারণে বিভঙ্গে উক্ত হয়েছে : তিনি (সাধক) সে অনন্ত আকাশে চিত্ত স্থাপন করেন, সংস্থাপন করেন, অনন্তে ব্যস্ত করেন। তাই অনন্ত বলে খ্যাত। (Vbh. 262)।

২৪. **অনন্ত আকাশে তিনি উপগমন করেন এবং অবস্থান করেন ঃ** যার কোন অন্ত নেই তা অনন্ত। আকাশ বলতে বিশেষ অর্থ কি বোঝায়? আকাশ অনন্ত আকাশানন্ত। সে অনন্ত আকাশ এক আয়তন, যা দেবগণের বাসস্থান সদৃশ। যে ধ্যানের ফলে যার স্বভাব এতে সম্পৃক্ত। তাই ইহা আকাশানন্তায়তন। তিনি উপসম্পাদন এবং অবস্থান করেন সে আকাশানন্তায়তনে উপনীত হয়ে, উৎপাদন করে তিনি তাতে তথারূপ ঈর্যাপথ অবলম্বনে অবস্থান করেন।

ইহা কর্মস্থান বশে আকাশনন্তায়তনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[(২) বিজ্ঞানন্তায়তন ঃ]

২৫. বিজ্ঞানন্তায়তন কর্মস্থান গ্রহণকারীর পাঁচ প্রকারে আকাশানন্তায়তন ভাবনায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়। অত:পর তিনি আকাশনন্তায়তনে বিপজ্জনক অবস্থা (আদিনব) পর্যবেক্ষণ করেন এ অর্জন রূপধ্যান আসন্ন অরিসদৃশ। এবং ইহা শান্তাঙ্গ বিজ্ঞানন্তয়তনের মতো নয়। সুতরাং উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করে তার মনোযোগ বিজ্ঞানন্তায়তনে 'বিজ্ঞান' 'বিজ্ঞান' বলে বারবার আবর্জন করা উচিত। এতে তাঁর মনোযোগ, প্রত্যবেক্ষণ, এবং তর্ক-বিতর্কে মগ্ন থাকা কর্তব্য। কিন্তু শুধু 'বিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' বলে মনোযোগ রাখা উচিত নয়।

২৬. তিনি তাঁর চিত্তকে পুনঃপুনঃ এভাবে নিবেদন করাতে তাঁর নিবারণাদি অপসারিত হয়, স্মৃতি সুস্থিত হয় এবং উপচারে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সে নিমিত্ত তিনি পুনঃপুনঃ অনুশীলন করেন, ভাবেন, এবং বৃদ্ধি করেন। এরূপ করার ফলে আকাশে আকাশনন্তায়তনের (পূর্ব) স্পৃষ্টবশত বিজ্ঞানন্তায়তন চিত্তে অর্পণার উদয় হয়। পূর্বাহ্নে বিকৃত রূপে অর্পণাধ্যান বৃদ্ধি করা যায় বলে জ্ঞাতব্য।

[মূল এবং অর্থকথা ঃ]

২৭. এ মুহূর্তে উক্ত হয়েছে ঃ "আকাশনন্তায়তন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে বিজ্ঞানায়তন। উৎপাদনান্তর প্রবিষ্ট, এবং অবস্থান করেন। (Vbh. 243)

২৮. এখানে 'সম্পূর্ণরূপে' ইতোমধ্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে। **'আকাশানন্তায়তন অতিক্রম'** ঃ এ পর্যায়ে আকাশনন্তায়তন ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে। এবং তার আলম্বনও তাই। আলম্বন ও আকাশনন্তায়তন ইহাও ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে। এবং যেহেতু ইহা প্রথম রূপ ধ্যানের আলম্বন, ইহা আবাসন বলে আয়তন। দেবতাদের আয়তন "দেবায়তন" যে আয়তন অনন্ত, সীমাহীন, অসীম। এরূপে ইহা অনন্ত আকাশ এবং অতঃপর ইহা ধ্যানের এক প্রকার স্তর, শ্রেণি। স্তরের অবস্থান বশে ইহা আয়তন। যেমন কম্বোজরাজ্যের আম্ব আবাস। এভাবেও আকাশ অনন্ত আয়তন। সুতরাং 'সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম' বোঝাতে ধ্যান এবং আলম্বনসহ অনন্ত আকাশ আয়তনকে একসাথে বোঝা উচিত। যেহেতু এ আয়তন বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনে প্রবেশ করা হয়। ধ্যান ও আলম্বন উভয় অতিক্রমের পরঅনন্ত বিজ্ঞান আয়তন অবস্থান, অকারণে তাতে মনোযোগ না দিয়ে শুধু 'অনন্ত' বলে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। সে কারণে "আকাশানন্তায়তন সমতিক্রম' বলে উক্ত।

২৯. **অনন্ত বিজ্ঞান ঃ** 'অনন্ত আকাশ' জপন জনিত বর্তমানে উৎপন্ন আলম্বন বিজ্ঞান 'অনন্ত বিজ্ঞান' নামে কথিত হয়। অথবা মনোযোগ সহকারে শুধু 'অনন্ত' বলে জপন হয়। যা আকাশ আলম্বন বিজ্ঞান অনন্তায়তন জপনের পরিণতিতে শুধু 'অনন্ত' বলে জপন করা হয়।

৩০. বিভঙ্গে উক্ত হয়েছে ঃ অনন্ত বিজ্ঞান তিনি পূর্বানুরূপ বিজ্ঞান অনুপ্রকাশ করে আকাশ আয়তনে মনোযোগ দেন। তিনি অনন্তে অনুপ্রবেশ করেন। তাই উক্ত হয়েছে অনন্ত বিজ্ঞান।' (Vbh. 262) কিন্তু এক্ষেত্রে (তং যেব আকাসং ফুটং বিঞ্ঞানং)।

৩১. **বিঞ্ঞানন্তায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি (৩৩৩) ঃ** যার অন্ত নেই অনন্ত। যা সীমিত নয় অসীম, অপরিসীম (অনন্ত), শেষ নেই বলে অসীম। যা অসীম তা সীমাহীন (অনন্ত-অপরিসীমিত অবস্থা) এবং অসীম বিজ্ঞানকে বলা হয়, সীমাহীন বিজ্ঞান। (বিঞ্ঞানানঞ্চং) যাতে পুরের শব্দাংশ এতে সংযুক্ত হয়েছে। ইহা রুঢ়িকৃত করণ। সে সীমাহীন বিজ্ঞান (বিঞ্ঞানঞ্চ) হল ধ্যানের ভিত্তি ভূমি (আয়তন)। যার ধ্যানের স্বভাব (প্রকৃতি) এতে সহযোগী হয়েছে। যেমন দেবায়তন দেবতাদের ভিত্তি ভূমি। সুতরাং এরূপে ইহা সীমাহীন বিজ্ঞান আয়তন (বিঞ্ঞানঞ্চায়তন) অবশিষ্ট পূর্বানুরূপ। ইহা অসীম বিজ্ঞান আয়তন ধ্যানালম্বনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[(৩) আকিঞ্চনন্তায়তন :]

৩২. আকিঞ্চনন্তায়তন কর্মস্থানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রথমত অসীম বিজ্ঞান আয়তনের পাঁচ প্রকার বশীতে দক্ষতা সম্পন্ন হতে হয়। অত:পর তিনি অনন্ত বিজ্ঞাননন্তায়তনের অগুণ (আদিনব-ফলাফল) এভাবে দেখবেন ঃ আমার এই অর্জন আকাশনন্তায়তন নিকটতম অন্তরায় এবং এ আয়তন আকিঞ্চনন্তায়তন এর মত শান্তপদ নয়। সুতরাং এটির সংস্পর্শ পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে শান্তিপূর্ণ আকিঞ্চনন্তায়তনে মনোযোগী হওয়া উচিত। অবিদ্যমান, শূন্যতা বিচ্ছিন্ন বিষয়ে একইভাবে আকাশ অনন্তায়তনে এবং আলম্বনে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। সে হবে অনন্ত বিজ্ঞান আবর্তনের আলম্বন। তিনি তা কিভাবে করবেন ?

৩৩. সে বিজ্ঞানে তিনি আর মনোযোগী না হয়ে তার (এখন) বার বার নাস্তি, নাস্তি বা 'শূন্য শূন্য' বা 'বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন' বলে তাতে মনোযোগ দেন, প্রত্যবেক্ষণ করেন এবং তাতে চিত্ত নিবদ্ধ করেন।

৩৪. এভাবে তিনি তাঁর চিত্তকে সে নিমিত্তে নিবদ্ধ রেখে নিবারণসমূহ অবদমিত হয়, মনোযোগ সুস্থিত হয় এবং তাঁর চিত্ত উপচারে স্মৃতিবদ্ধ হয়। তিনি বারবার সে নিমিত্ত বৃদ্ধি করেন, এবং পুন:পুন: অনুশীলন করেন। এরূপ অনুশীলন করার ফলে আকিঞ্চনায়তন অর্পণার উদয় হয়। এখানে শূণ্য, বিচ্ছিন্ন, অবিদ্যমানতা (পূর্ববৎ) আকাশ আলম্বনের দ্বারা বিজ্ঞান আলম্বনের মত বিকাশ ঘটে। এখানেও অর্পণার বিবরণ পুর্ববৎ নিয়মে জ্ঞাতব্য।

৩৫. **কিন্তু তাতে পার্থক্য হলো ঃ** কোন ব্যক্তি ভিক্ষুসংঘকে কোন স্থানের সভাকক্ষে তদনুরূপ কোনস্থানে সম্মিলিত অবস্থায় দেখে অন্যত্র চলে গেলেন। অত:পর ভিক্ষুগণ তাঁদের কার্য সম্পাদন করে সে স্থান হতে প্রস্থান করলেন। লোকটি ফিরে এসে সদর দ্বারে উপস্থিত হয়ে পুনরায় সে স্থান অবলোকন করলেন। তাতে তিনি দেখলেন শুধু শূন্য, বিচ্ছিন্ন। তিনি ভাবেন না 'অনেক ভিক্ষু কালগত হয়েছেন, অনেকে সেস্থান ত্যাগ করেছেন (৩৩৪) অধিকন্তু দেখেন অবস্থান যথা ইহা শূন্য, বিচ্ছিন্ন। তদনুরূপ ধ্যানচিত্তে পূর্বাসন আকাশ আলম্বনে অনন্ত বিজ্ঞান আয়তনে বিজ্ঞান অবলোকন করেন। "নাস্তি" "নাস্তি" পরিকর্ম দ্বারা মনোনিবেশ করাতে বিজ্ঞান যখন অন্তর্হিত হয়, তখন সে বিজ্ঞানের অবসানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিহার করেন। অধিকন্তু সে অর্পণায় উপনীত হলে ইহার অপগমন হয়।

[মূল এবং অর্থকথা ঃ]

৩৬. এ ক্ষেত্রে উক্ত হয়েছে। সর্বাংশে বিজ্ঞানঞ্চায়তন অতিক্রমকরে 'শূন্য' বলে আকিঞ্চনন্তায়তনে প্রবেশ করেন এবং তাতে বিহার করেন। (Vbh. 245)

৩৭. এখানে 'সর্বাংশ' পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। বিজ্ঞানন্তায়তন অতিক্রম এখানেও একই বিজ্ঞানন্তায়তন ধ্যান ও আলম্বন বলে উক্ত। আলম্বনও বিজ্ঞানন্তায়তন- পূর্বে বিবৃত হয়েছে। তারপর যেহেতু ইহা দ্বিতীয় অরূপ ধ্যানালম্বন, অভ্যাস বশে ইহা আলম্বন। যথা দেবায়তন দেবতাদের আয়তন। এভাবে ইহা বিজ্ঞানন্তায়তন। অনুরূপভাবে ইহা অনন্ত বিজ্ঞান এবং অত:পর ইহা যেহেতু এ ধ্যান শ্রেণির একটি অবস্থা যেহেতু ইহা ধ্যানের একটি স্থান তাই ইহা আলম্বন। যেমন অশ্বের কম্বোজ হচ্ছে অনেকের আয়তন ইত্যাদির ন্যায় ইহা বিজ্ঞানন্তায়তন। ধ্যানও আলম্বন উভয় এক সাথে অতিক্রম বলে বিজ্ঞানন্তায়তন সমতিক্রম বলে জ্ঞাতব্য।

যেহেতু তদুভয় প্রবর্তহীন এবং মনোযোগবিহীনভাবে অতিক্রমবলে আকিঞ্চনন্তায়তনে প্রবেশ এবং বিহার বোঝায়।

৩৮. নত্থি কিঞ্চি ঃ তিনি মনোনিবেশ করেন- নাস্তি নাস্তি বা শূন্য শূন্য বা বিচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়ে। বিভঙ্গ গ্রন্থে (Vbh. 262) কিছুই নেই। তার অর্থ তিনি একই বিজ্ঞানে অনবস্থান (অস্তিত্বহীন), অনুপস্থিত অতিক্রান্ত ভাবনা করার 'কিছুই নেই' বলে প্রত্যক্ষ করেন। সে কারণে 'কিছুই নেই' বলা হয়েছে যা (বিদর্শন দ্বারা) ক্ষয়ত ঃ সাদৃশ্য সম্পৃক্ত করা হলেও পূর্বে বিবৃত মতে জ্ঞাতব্য। পূর্বোক্ত বাক্যে "অনবস্থান, অনুপস্থিত, অতিক্রান্ত একই বিজ্ঞানে উৎপাদন করেন বলা হয়েছে, যারা সে বিজ্ঞান আবৃত্তি করে না, ভাবনা করে না, প্রত্যবেক্ষণ করে না তাঁদের জন্য। তাঁরা শুধু ইহার অনবস্থান, ইহার শূন্যতা। ইহার বিচ্ছিন্নতা মনোনিবেশ করেন অন্যথা নয়।

৩৯. আকিঞ্চনায়তনে তিনি প্রবেশ এবং বিহার করেন নত্থি কিঞ্চি -কিছুই (নেই) এবং অকিঞ্চন-কিছু মাত্রও নেই (বিরাগ) অর্থে অকিঞ্চন বা অভাব। ইহার অনবশেষ কিছু নেই ধ্বংস হয়ে গেছে। অনধিকৃত অবস্থা বুঝাতে অকিঞ্চনন্তায়তন (আকিঞ্চঞ্ঞ) আকাশনন্তায়তনে প্রতিলব্ধ বিজ্ঞান নেই অর্থে এর অধিবচন (৩৯৫)। সে ধ্যানের ভিত্তি অকিঞ্চন, আয়তন। যেমন দেবতাদের আয়তন দেবায়তন। সেরূপ অকিঞ্চনের আয়তন। অবশিষ্ট পূর্বানুরূপ।

ইহাই আকিঞ্চনন্তায়তন কর্মস্থানে ভাবনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[(৮) নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন কর্মস্থান ভাবনা ঃ]

৪০. নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন কর্মস্থান ভাবনাকারী আকিঞ্চ নন্তায়তন কর্মস্থানে পাঁচ প্রকার দক্ষতায় অবশ্যই পুষ্ট হতে হয়। অত:পর তিনি আকিঞ্চনন্তায়তনের দোষ প্রত্যক্ষ করে এবং নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়নে সুফল দেখে কোনটি শ্রেষ্ঠতর এভাবে ভাবেন ঃ "অর্জনের নিকটতম বিরুদ্ধ হল বিজ্ঞানান্তয়তন এবং ইহা নৈরসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনের মতো শান্ত প্রকৃতির নয়। অথবা সংজ্ঞা রোগ, সংজ্ঞা শূন্যময় সংজ্ঞা কদাকার ... । ইহা শান্তপ্রিয় ইহা প্রণীত। অর্থাৎ নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা (M ii-231), সুতরাং তার আকিঞ্চনন্তায়তনে সংস্পর্শ পরিসমাপ্ত করে। শান্ত বলে নৈবসংজ্ঞায়তনে তাঁর মনোনিবেশ দেওয়া কর্তব্য। এ সংস্পর্শ তার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা উচিত। এতে তাঁর আকিঞ্চনন্তায়তন অনবস্থান আলম্বন

জনিত পুন:পুন: শান্ত শান্ত আবৃতির প্রতি তার মনোনিবেশ দান করা উচিত। তাতে তিনি নিজে এতর্কাহিত, বিতর্কাহত হবেন।

৪১. এভাবে তিনি সে নিমিত্তে পুন:পুন: মনোযোগী হওয়াতে নিবরণ সমূহ অবদমিত হয়, স্মৃতি সুস্থিত হয় এবং তাঁর চিত্ত অর্পণায় সমাধিস্থ হয়। এরূপ করার ফলে তাঁর আলম্বনে আকিঞ্চনন্তায়তনে (মনোযোগী হওয়াতে) পূর্ব বিজ্ঞান অপগমন সদৃশ চার চিত্ত বিজ্ঞান স্কন্ধে নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা চিত্ত উৎপন্ন হয়। পূর্ব বর্ণিত মতে এখানেও অর্পণা বিধির ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

[মূল এবং অর্থকথা ঃ]

৪২. **এ পর্বে বলা হয়েছে ঃ** আকিঞ্চনন্তায়তন সম্পূর্ণরূপে আকিঞ্চনন্তায়তন অতিক্রম করে নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনে উপক্রমন এবং বিহার করেন।' (Vbh. 245)

৪৩. এখানে 'সম্পূর্ণরূপে' পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। অকিঞ্চনন্তায়তন অপসারিত এখানেও আকিঞ্চনন্তায়তন বলতে যা বুঝায় তা পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছেন এবং ইহার আলম্বনও বর্ণিত হয়েছে। অকিঞ্চনন্তায়তনের আলম্বনও বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু ইহা তৃতীয় অরূপ ধ্যানের আলম্বন, ইহা আবাসন বশে 'আয়তন'। তদনুরূপ ধ্যানের অধিষ্ঠানার্থে আয়তন আকিঞ্চনায়তন। শ্রেণিগত যে আয়তন বা অবস্থান যেমন অর্শ্বের কম্বোজা আয়তন। এরূপে আকিঞ্চনের আয়তন ও বলে। (৩৩৬) সুতরাং জ্ঞাতব্য যে, আকিঞ্চনন্তায়তন অপসারিত বলতে ধ্যান এবং আলম্বন উভয়কে বুঝায়। যেহেতু নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তনে উভয় ধ্যান ও আলম্বন সম্মতিক্রমে অনঘলটন মনোযোগবিহীন জনিত অনুপ্রবেশ ও অবস্থান বুঝায়।

৪৪. **নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ঃ** যেখানে অনুশীলনকারী আছে সেখানে নৈব সংজ্ঞা নামসংজ্ঞায়তন আছে। সেজন্যে অর্জনকারীর উপস্থিতি আছে বিধায় নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞতন আছে। বিষয়টি বিভঙ্গে সে প্রসঙ্গে (সে ব্যক্তি) প্রথমত নির্ণয় হয়েছে : নৈব সংজ্ঞী, নাসংজ্ঞী এতে বলা হয়েছে অকিঞ্চনন্তায়তনে শান্ত বশে তিনি অবশিষ্ট সংস্কার সমাপত্তি বৃদ্ধি করেন। সেজন্যে নৈবসংজ্ঞী নাসংজ্ঞী বলে উক্ত হয়েছে। (Vbh. 263)

৪৫. এখানে 'তিনি শান্তভাবে মনোযোগ প্রদান করেন'- একথার অর্থ এতে 'শান্তিপূর্ণ' মনোযোগ দেন। কারণ আলম্বন শান্তশীল। এভাবে : কিরূপে ইহা শান্তিপূর্ণ হল? কারণ নাস্তিভাবই ইহার আলম্বন এবং স্থিতি ধারণ।

যদি শান্তভাবে মনে ধারণ করা হয় তবে কিভাবে তা সমতিক্রম হয়ে থাকে? কারণ প্রকৃত পক্ষে সমাপত্তিতে তখন ইচ্ছা থাকে না। তা সত্ত্বেও 'শান্তিপূর্ণ বশে তাতে তিনি মনোযোগ দেন। তথাপি তাঁর মনে হয় না বা প্রতিক্রিয়া হয় না, বা মনোযোগী হয় না "আমি ইহা আবৃত্তি করব বা আমি ইহা সমাপত্তি করব, বা অধিষ্ঠান করব, উত্থান করব ও প্রত্যবেক্ষণ করব বলে। তা হয় না কেন ? কারণ নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন আকিঞ্চনায়তন অপেক্ষা অধিকতর শান্ত এবং উত্তম (প্রণীততর)।

৪৬. ধরা যাক কোন এক রাজা জাঁকজমক সহকারে হাতির পিঠে চড়ে নগর সড়ক অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি কতিপয় কারিগর (শিল্পী) লোক তাঁর নয়নগোচর হয়। তারা কেউ ছিল লেঙ্গা পরা, কেউ গোলাকৃতিতে মাথায় পাগড়ি বাঁধা। গজদন্ত শিল্প কারখানায় কর্মরত, তাঁদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দণ্ডচূর্ণ ধূলি দ্বারা আদ্রিত। রাজা তাদের শিল্প দক্ষতা দেখে ভাবলেন ঃ কত দক্ষ শিল্পাচার্যগণ, তারা কি অন্তত শিল্পচর্চা করছে ? কিন্তু তিনি ভাবলেন না যে, আমি রাজ্য পরিত্যাগ করে, ইহার কত শিল্পী হব, তার কারণ কি ? কারণ রাজার মহৈশ্বর্য। তিনি শিল্পীদের অতিক্রম করে নিজের গমনে গতিধারণ করেন। অনুরূপভাবে যদিও সাধক সে সম্পত্তিতে শান্ত বশে তাতে তাঁর কোন চেতনা নেই, প্রতিক্রিয়া নেই, অথবা অধিষ্ঠান করণ, বা এতে নিমজ্জিত হব,অথবা ইহা প্রত্যবেক্ষণ করব।

৪৭. পূর্বোক্তমতে এতে 'শান্তভাবে' মনোযোগ দেওয়াতে তিনি পরম সূক্ষ্ম অর্পণা প্রাপ্ত হয়ে সংজ্ঞা লাভ করেন। যা নৈব সংজ্ঞী না সংজ্ঞী নামে অভিহিত। এবং তিনি সংস্কারাবশেষ সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন বলে উক্ত হয়। 'তিনি সংস্কারাবশেষ সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন' বলতে তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে চতুর্থ সংস্কারাবশেষ অরূপ সমাপত্তি লাভ করে বুঝায়।

৪৮. এক্ষণে যে সংজ্ঞায় উপনীত তার অর্থ প্রদর্শনের জন্য (এ সমাপত্তি) বলা হয়েছে 'নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন'। এতে আরো বলা হয়েছে : নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন বলতে "যে নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন ভাবনা লাভ করেছে তার চিত্ত-চৈতসিত্তের অবস্থা অথবা সেখানে যার পুনর্জন্ম হয়েছে অথবা বর্তমান জীবনে সুখে বসবাসরত" (Vbh. 263)। এসবের মধ্যে যার এ ধ্যান অধিগত হয়েছ তার চিত্ত- চৈতসিকের ধর্ম অভিপ্রেত।

৪৯. **এখানে শব্দগত অর্থ হলোঃ** সূক্ষ্ম সংজ্ঞার উপস্থিতি এবং স্থূল সংজ্ঞার অনুপস্থিতি হেতু এ ধ্যান ইহার সহগামী ধর্মসমূহে নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা। এভাবেই ইহা নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা। ইহা নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা এবং ইহা আয়তন। কারণ ইহা মনায়তনের অন্তর্গত এবং ধর্মায়তন। এরূপে ইহা নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন।

৫০. অথবা বিকল্পে এখানে নৈবসংজ্ঞা এজন্য যে ইহা সংজ্ঞার চূড়ান্ত কৃত্য সম্পাদনে অসমর্থ। যেহেতু ইহা সংস্কারাবশেষ সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে বলে না সংজ্ঞা। একারণে ইহা নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা। ইহা অপরাপর ধর্ম সমূহের আয়তন বলে নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা। এরূপেই ইহা নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন।

এক্ষেত্রে শুধু এরূপ সংজ্ঞা নয় অধিকন্তু বেদনা ও নৈব বেদনা না বেদনা তাদৃশ রয়েছে চিত্ত ও রয়েছে নৈবাচিত্তনাচিত্ত। রয়েছে সপর্শ ও নৈব স্পর্শ না স্পর্শ। সংশ্লিষ্ট অপর ধর্ম সমূহে ও এ বর্ণনা প্রয়োগ করা যায় ' এ বিবৃতি সংজ্ঞা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে জ্ঞাতব্য।

৫১. পাত্রে তৈল মাখানো উপমা দ্বারা ইহার অর্থ অবগত হওয়া কর্তব্য। একজন শিক্ষাকামী (শ্রমণ) তৈল দিয়ে পাত্র মর্দন করে এক পাশে রাখলেন। যাউ খাবায় সময় হলে এক স্থবির পাত্রটি নিয়ে আসতে বললেন। তিনি বললেন ভন্তে পাত্রে তৈল আছে শুনে বললেন 'তৈল সহ নিয়ে এসো। আমি তৈল বোতলে ভরব'। 'ভন্তে তৈল নেই' বলে জানান। "তৈল মাখানো" বলতে যাউ এবং তৈল পরস্পর অসঙ্গগতিপূর্ণ বলে তৈল আছে বলে উক্ত। কারণ তৈল পাত্রের মধ্যে অর্পিত হয়েছে। এবং বোতল ভর্তি করার ক্ষেত্রে ভর্তিযোগ্য তৈল নেই'- বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে নৈব সংজ্ঞা ইহার চূড়ান্ত কত্য সম্পাদনে অসমর্থ বলে নৈব সংজ্ঞা। এবং সংস্কারাবশেষ সূক্ষ্ম ভাবে বিদ্যমান বলে না সংজ্ঞা হয়ে থাকে। (৩৩৮)

৫২. কিন্তু এ অংশে সংজ্ঞার করণীয় কি? আলম্বন উপলব্ধি এবং নির্বিদার (উৎসুক্যের) উৎপাদন। এবং যদি (সে অর্জন এবং তার আলম্বন) বিদর্শনের ক্ষেত্রে ভাব উৎপাদন করে। কিন্তু উৎসুক্যের (নির্বিধা) চুড়ান্ত ভাব উৎপাদন কৃত্য সম্ভব নয়। তেজোধাতু কৃত্য বাড়ালে যেমন চরমভাবে জল পোড়ানোর কৃত্য সম্পাদন সম্ভব নয়। অপরাপর সমাপত্তিতে সংজ্ঞার মতো বিদর্শনের বিষাভাবে নিবিষ্ট থেকে নির্বিধায় উৎপাদনও সম্ভব নয়।

৫৩. অপরাপর স্কন্ধে অভিনিবেশ ব্যতীত কোন ভিক্ষু নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনে নির্বিধায় স্কন্ধে উপনীত হতে পারে না। কিন্তু আয়ুষ্মান সারীপুত্র বা তৎসদৃশ মহাপ্রাজ্ঞ এবং স্বভাব বিদর্শকই তাতে সমর্থ। এমনকি তাঁকে ও কলাপ সংমর্শন করে আসতে হয় এভাবে 'ইহা বোধ হচ্ছে, এসব ধর্ম না ঘটে উৎপত্তি হয়, অপসৃত হয়ে যায়।' (M ii-28) বিদর্শনের ধর্ম না হয়েও একটার, পর একটা উৎপত্তি হয়। এ সমাপত্তি অর্জনে সূক্ষ্ম প্রাপ্ত হয়েছে।

৫৪. পাত্রের উপর তৈল মাখান উপমার মতো মার্গের উপর জল উপমা দ্বারা ইহার অর্থ বিস্তার করা যায়। একজন শ্রমণ (শিক্ষানবিশ) একজন স্থবিরের আগে আগে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি (শ্রমণ) মার্গোপরি অল্প জল দেখে স্থবিরকে বললেন, 'ভন্তে এখানে পাদুকা খুলুন। স্থবির বললেন, 'যদি জল থাকে তরেস্নানের কাপড় বের কর'। স্নস্নান করব। পরক্ষণে শ্রমণ বললেন, 'এখানে কোন জল নেই। স্নস্নান সমাধানার্থ জল নেই এ অর্থে। অনুরূপভাবে এ সংজ্ঞায় কোন সংজ্ঞা নেই নৈব সংজ্ঞা। কারণ এ সংজ্ঞা সংজ্ঞাকৃত্য সম্পাদনে সমর্থ নয়। এ কারণে ইহা

৫৫. নৈব সংজ্ঞা। ইহা সংস্কারাবশেষ সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে বলে না সংজ্ঞা। উপযুক্ত উপমার মাধ্যম ছাড়া ও আরো সার্থক উপমা দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

উপগমন এবং বিহার পূর্বাহ্নে বিস্তারিত হয়েছে।

নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন কর্মস্থানের ইহা বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

৫৬. **[প্রকীর্ণক কথা ঃ]**

অসদিসরূপো নাথো আরূপ্পং যং চতুবিধ আহ,
ত ইতি ঞাত্বা তস্মিং পকিন্নক কথাপি বিঞ্ঞেয্যা।

– এবরূপে প্রকাশিল নাথ অনুপম
অসদৃশ অরূপধর্ম চতুধা সুসম।
এসব জানিতে আরও প্রকীর্ণ বিষয়,
বিসদৃশ হবে নাকো যদি বিবরয়।

৫৭. **অরূপ ধর্ম :**

আরম্মনাতিক্কমতো চতুস্সোপি বাস্তিমা,

অঙ্গাতিক্কম মেতা সং ন ইচ্ছন্তি বিভাবিনো।

– যদা হবে অতিক্রান্ত আলম্বন নিয়ে,
সংখ্যায় চতুর্বিধ জানিও নিশ্চয়ে।
প্রাজ্ঞজন কভুনাহি করেন গ্রহণ,
ইচ্ছা তারা নাহি করে অঙ্গ অতিক্রম।

৫৮. এ চতুর্বিধের মধ্যে প্রথম অরূপ আলম্বন অতিক্রম, আকাশানন্তায়তন দ্বিতীয়, আকাশে বিজ্ঞান অতিক্রম, তৃতীয় এবং আকাশ আলম্বনে সৃষ্ট বিজ্ঞানের অভাব অতিক্রমে চতুর্থ। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আলম্বন অতিক্রম বশে চতুর্বিধ বলে জ্ঞাতব্য। (৩৩৯) কিন্তু প্রাজ্ঞজন ধ্যানোপাদান হিসেবে এসবকে দেখেন না। রূপাচার সমাপত্তির মত এসবে কোন উপাদান (অঙ্গাদি) অতিক্রম নেই। ইহাদের প্রত্যেকটির উপেক্ষা এবং চিত্তৈকাগ্রতা বর্তমান।

৫৯. **তাহলেও :**

সুপ্পেনীতরা হোন্তি পচ্ছিমা পচ্ছিমা ইধ,
উপমা তত্থ বিঞ্ঞেয্যা পাসাদতল সাটীকা।

– এসবের অগ্রগতি করে বিশোধন,
পূর্বাপেক্ষা পরবর্তী বিশুদ্ধতর জান।
জ্ঞাতে সহায়ক তারা দ্বিবিধ গঠন,
প্রাসদ তল প্রমান বস্ত্র দীর্ঘতম্।

৬০. ধরা যেতে পারে চারতলা বিশিষ্ট এক প্রাসাদ। প্রাসাদের নিচ তলার কক্ষ কামগুণ তোষণ সম্মান দিব্য নৃত্যে গীত এবং বাদ্যযন্ত্র এবং সুরভিত গন্ধ, মালা, খাদ্য, ভোজ্য, আরাম শয়নাসন, পরিধেয়, প্রভৃতিতে পরিশোভিত। দ্বিতীয় তলায় এসবের প্রণীততর পরিবেষ্টিত, তৃতীয় তলে আরো প্রণীততর, এবং চতুর্থ তলা তার চেয়েও প্রণীততরভাবে সজ্জিত। যদিও এসব প্রাসাদের তল মাত্র, এসবতলার মধ্যে সত্তার কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু নিচের প্রাসাদতল হতে উপরের প্রাসাদতল পঞ্চকামগুণ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর। পুনশ্চ : ধরা যেতে পারে কোন স্ত্রীলোক চারগুণ, তিনগুণ, দ্বিগুণ এবং একগুণ সম দৈর্ঘের কাপড় নিলেন। এবং তা স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর,

সূক্ষ্মতম সুতা দিয়ে প্রস্তুত করলেন। প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ, সমান খচিত বস্ত্র যদিও এসব দৈর্ঘ্যের বস্তুটি সংখ্যায় চার, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান, পরিমা এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তৎসত্ত্বেও স্পর্শে সুখ নরমত্ব, সূক্ষ্মত্ব এবং প্রতিটির মহাত্মর্থেত প্রতিটি পূর্বটি হতে শ্রেণিতর। অনুরূপ এক্ষেত্রের (অরূপ ধর্মের) চারটির মধ্যে দ্বিবিধ উপাদান যথা উপেক্ষা এবং চিত্তৈকাগ্রতা মাত্র। সফল ভাবনার ক্ষেত্রেও উপাদান (অঙ্গ) দুটি পরেরটি পূর্বটি হতে সুপ্রণীততর বলে জ্ঞাতব্য।

৬১. **এসবের মধ্যে এরূপে শেষটি পূর্বাপেক্ষা প্রণীততর :**

অসুচিম্হি মণ্ডপে লগ্গো একো, তং নিস্সিতো পরো,
অঞ্ঞো বহি অনিস্সায়, তং তং নিস্সায় চাপরো।
ঠিতো চতুহি এতেহি পুরিমেহি যথাক্কমং,
সমানতায় ঞাত চতস্সো বিভাবিনো।

– তাঁবু যথা দণ্ডায়মান ঝুলান পরস্পর
এক অশুচিত্তে পরে লীন অতপর।
বাহিরে তৃতীয় নাহিলীন দণ্ডায়ন,
একান্তটি পরপর অবশেষে সাজান।
চতুর্বিধের মধ্যে নর অথ ধর্মচয়,
অতপর সুমিত্রতা প্রদর্শিত হয়।
অতএব কিবারূপে পরস্পর সম্পর্ক,
ভাবুকজন শুধু পারে জ্ঞাতব্য অর্জন।

৬২. যেভাবে ইহার অর্থ যোজনা করা যায় : ধারণা করা যায় যে, এক অশুচি স্থানে একটি অর বা মণ্ডপ ছিল। একলোক তাতে গিয়ে উপনীত হলো। অশুচিকে ঘৃণা সত্ত্বেও তাকে হাত ধরে বিশ্রাম নিলেন। তিনি তাতে যেন ঝুলে রইলেন। অত:পর অন্য আর একজন লোক এসে ঝুলন্ত লোকের সাথে সংলগ্ন হয়ে রইলেন। অত:পর অপর একজন লোক এসে ভাবলেন, তাঁবুতে ঝুলন্ত এবং যে তার সাথে সংলগ্ন হয়ে আছে তারা উভয়ে খারাপ প্রকৃতির। যদি তাঁবুর পতন হয় তবে তারা পতিত হবে। মনে হয় আমার পক্ষে বাইরে থাকা উচিত হবে। (৩৪০) সে কারণে তিনি প্রথম সংলগ্ন ব্যক্তির সাথে সংলগ্ন ব্যক্তির সাথে সংলগ্ন না থেকে তিনি বাইরে রইলেন।

অতপর সেখানে অপর এক ব্যক্তি এসে তাঁবুতে ঝুলন্ত ব্যক্তি এবং তার সাথে সংলগ্ন ব্যক্তির নিরাপত্তা হীনতার কথা ভেবে বাইরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে সুস্থিত মনে করে সেখানে দাঁড়ালেন।

৬৩. **এক্ষেত্রে যেভাবে যত্নশীল হওয়া কর্তব্য ঃ** যে আকাশানন্তায়তনে এসে যেভাবে কৃৎস্ন কর্মস্থানকে অপসারিত করা হয়েছে তদ্রূপ অশুচি স্থানের তাঁবু (মণ্ডপ) আকাশ অনন্ত আয়তন (বিজ্ঞান) এ আকাশ আলম্বনে রূপাবচর নিমিত্তের প্রতিবিরাগ তেমনি অশুচি মণ্ডপের সাথে ঝুলন্ত ব্যক্তির প্রতি বিরাগসম। বিজ্ঞানন্তায়তনে আকাশ আলম্বন অশুচি মণ্ডপে ঝুলন্ত ব্যক্তির সাথে সংলগ্ন ব্যক্তির ন্যায়। অকিঞ্চান্তায়নে বিজ্ঞানন্তায়তনের আলম্বন বিহীনতা অশুচি মণ্ডপে আগত তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ্য কবে তাঁদের সাথে সংলগ্ন না থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তনে আকিঞ্চনন্তায়তন আলম্বন অপসৃয়মান হলো সর্বশেষ আগত ব্যক্তির মতো ঝুলন্ত এবং সংলগ্ন ব্যক্তিদের নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ্য করে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে সুস্থিত মনে করে তথায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

৬৪. **এরূপে সংগঠিত হলে ঃ**

আরম্মনং করোন্তেব অঞ্ঞাভাবেন তং ইদং,
দিট্ঠাদোসম্পি রাজানং বুত্তি হেতু জানো যথা।
যেহেতু আলম্বন ইহা ভাব সুনিশ্চয়,
ইহাপেক্ষা অন্যতর নহে সুবোধয়।
নর যথা নির্ভর হয় রাজার উপর,
যার তুলে ভাবে তারা জীবিকা দুর্ভয়।

৬৫. যদিও (বিজ্ঞান) আকিঞ্চনন্তায়তন কর্মস্থানের (সমাপত্তির) দোষ প্রত্যক্ষ করে নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনের নিকটতম বিরুদ্ধ স্বভাবের হলেও তা প্রত্যাখ্যান করে অন্যান্যের অভাব বশত। আকিঞ্চনন্তায়তন আলম্বনই হয়ে থাকে। কিসের ভিত্তিতে ? রাজার দোষ প্রদর্শিত হলেও যেমন লোকজন জীবিকার জন্য তার উপর নির্ভর করে। যেহেতু তারা অন্যত্র জীবিকার কোন সূত্র পাচ্ছে না তাই তারা সে রাজার অধীনে থাকে। লোকজন বৃত্তির জন্য সর্বময় শাসনকর্তা, অসংযত, কায়, বাক্য মনে দুর্ব্যবহার করে এবং যদিও তারা তার ত্রুটি লক্ষ করে যে ঃ তাঁর কর্কশ আচরণ করে তদ্রূপ (বিজ্ঞান) নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন আকিঞ্চনায়তন আলম্বনের দোষ দেখেও অন্য আলম্বনের অবর্তমানে নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন আলম্বন হয়ে থাকে।

৬৬. **সারূলহো দীর্ঘনিস্‌সেনিং, যথা নিস্‌সোনি বাহুকং,**
পব্বতগ্‌গঞ্চ আরূল্‌হো যথা পব্বত মত্তকং।
যথা গিরিং আরূল্‌হো অত্তনো যেব জন্নুকং,
ও লুব্‌ভতি তথেবেতং ঝানং ওলুব্‌ভ বত্ততীতি।

– সাড়ম্ভর সিঁড়ি আরোহী যথা,
ঠেকান দেয় নীল ধাপ তথা।
বায়ুময় শৈলারোহী নর এক যথা,
সর্বোচ্চ শৈলেতে গিয়ে লীন হয় তথা।
খাড়া ধারপ্রান্তে নর এক দাঁড়ায় তথা,
জানুয়েতে গিয়ে লীন থাকে সহায় যথা।
প্রতি ধ্যানে সুস্থিত থাকে স্তর নিম্নতর,
সে কারণে এসব হয় অত পরস্পর।

বিশুদ্ধিমার্গে অরূপ ভাবনার বিবরণ নামক দশম অধ্যায়
বিশুদ্ধকামীজনের জন্য বিরচিত।
সমাধি নির্দেশ এখানে
সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

সমাধি ভাবনার বিবরণ : উপসংহার

(সমাধি নিদ্দেস)

[আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা :]

১. (৩৪১) এখন আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা সমাধি ভাবনার বিবরণ দেওয়া যায়। ইহা সমাধির তালিকায় 'এক অরূপধর্মের পরে সংযুক্ত হয়েছে। এখানে আহরণ করে (আহরতি) বলে আহার। ইহা চার প্রকার : কবলীকৃত আহার, স্পর্শ আহার, মনোসঞ্চেতন আহার, এবং বিজ্ঞান আহার।

২. কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন কি আহরণ করে? আট প্রকার ওজরূপে আহরণ করে, এ অর্থে কবলীকৃতাহার। স্পর্শের কারণে ত্রিবিধ বেদনাকে আহরণ করে বলে স্পর্শাহার। মনোসঞ্চেতনাহারে ত্রিবিধ ভবকে আহরণ করে বলে মনোসঞ্চেতনাহার। প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম- রূপকে আহরণ করে বলে বিজ্ঞানাহার।

৩. এক্ষণে যেখানে কবলিকার থাকে সেখানে আসক্তি (তৃষ্ণা) আছে। এবং তা ঝুঁকি আনে। যেখানে স্পর্শহার থাকে সেখনে নেকট্য বিদ্যমান, এবং তাতে ঝুঁকি আনয়ন করে। যেখানে মনোসঞ্চেতানাহার থাকে সেখানে পুনরাগমন (পুনজন্ম) বিদ্যমান এবং তাতে ঝুঁকি আনয়ন করে। যেখানে বিজ্ঞানাগার থাকে সেখানে প্রতিসন্ধি বিদ্যমান এবং তাতে ঝুঁকি বর্তমান। এসব কিভাবে ভয়াকূলতা আনে: শিশুর মাংসের উদাহরণ (Sii -99) এর মাধ্যমে কবলীকৃতাহারের বর্ণনা করা যেতে পারে। স্পর্শাহার উন্মুক্ত গরুর উদাহরণের মাধ্যমে (Sii -99) মনোসঞ্চেতনাহার গভীর জ্বলন্ত কয়লার খনির উদাহরণের মাধ্যমে এবং বিজ্ঞানাহার শত (Sii -100) তীর কাহিনির উদাহরণে দেওয়া যেতে পারে।

৪. কিন্তু এ চার প্রকার আহারের মাধ্যে কবলীকৃতাহার শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে: যা ভক্ষণ করা হয়েছে, পান করা হয়েছে, যা চর্বিত হয়েছে তা আহার বুঝানো হয়েছে। সে আহার্য দ্রব্যের প্রতিকূল (ঘৃণ্যকর) পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞানই আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা।

৫. যে ব্যক্তি 'আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা ভাবনা করতে ইচ্ছুক, তিনি ধ্যানের বিষয় (কর্মস্থান) সম্বন্ধে ধারণা নেবেন। তিনি যা আয়ত্ত করেন তাতে

'শব্দ' মাত্রও যেন অনিশ্চিত না থাকে। তারপর তিনি নির্জন স্থানে গমন করবেন্। (৩৪২) এবং আহারে দশ প্রকারে প্রত্যবেক্ষণ করবেন। যা খাদ্য ভোজ্য সংগ্রহার্থে গমন, পর্যবক্ষণ, পরিভোগ আমায়, আধার, অপরিপক্কে,পরিপক্কে, ফলত: নির্গমর্ত এবং সূক্ষ্মগত।

৬. এক্ষেত্রে গমনত: সাধক ভিক্ষু শাসন বিধানে গমন জনিত প্রতিকূলতা, ভগবানের বাণী সারারাত ধরে আবৃত্তি কর্ম বা যোগীর প্রতিপদা সম্পাদন, সকালে ঘুম থেকে উঠে বিহার চৈত্যের ব্রত সম্পাদান, বোধি বৃক্ষের পরিচর্যা, পানীয়জল ও ধৌত জলের ব্যবস্থাকরণ, উঠোন ঝাড়ু দেওয়া, দৈহিক প্রয়োজন সমাধা, তারপর তার আসনে উপবেশন এবং তার কর্মস্থান ভাবনায় ২০ মি. বা ৩০ মি. সময় দেওয়া, এবং পুনরায় সেখান থেকে উঠে, তার ভিক্ষাপাত্র, বহির্বাস পরিধান। তাঁকে অপরাপর সাধকদের পেছনে গমন, যে বনে লোক সমাগমজনিত কোলাহল নেই, পরিষ্কার, শীতল, দিবালোক পূর্ণ স্থান, নির্জনে প্রাজ্ঞজনের আলো অবহেলা, এবং তিনি অবশ্যই আহার সংগ্রহে গ্রামে যাবেন, যেমন শৃগাল শ্মশান ভূমিতে গমন করে সেরূপ।

৭. এভাবে গমনকালে যখন তিনি বিছানা বা আসন থেকে পদক্ষেপ দেবেন, পাপোসে তখন থেকে। তারপর দোর গোড়ার পদক্ষেপ, যা কক্ষের ভেতর অপেক্ষা অধিকতর প্রতিকূল। যেহেতু ইহা প্রায়শ! ইঁদুর, বাদুড় প্রভৃতি মলপূর্ণ করে রাখে। তারপর নিচু সমতল স্থান, উচ্চ সমতল স্থান অপেক্ষা পেঁচা, কবুতর প্রভৃতির বিষ্ঠাতে কদর্যপুর্ণ। তারপর বিহার পরিবেন উঠান, ইহা নিচস্তর থেকে উপরের স্তর অধিক প্রতিকূল। যেহেতু কমস্ত্মর পুরানো ঘাস, এবং বাতাস বাহিত পাতার স্তূপে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রোগীর মূত্র, মল, থুথু এবং সিক্নি দ্বারা এবং বর্ষাকালে জল, কাদা, প্রভৃতি দ্বারা অধিকতর প্রতিকূলকৃত। তাঁকে বিহার মার্গ-পর্যবেক্ষণ করতে হয়। ইহা পরিবেন উঠান অপেক্ষা অধিক প্রতিকূল।

৮. যথাক্রমে স্বভাব প্রশ্নের আবাস ঘরে দাঁড়িয়ে, যখন তাঁর ভক্তি বোধিবৃক্ষ ও স্বরূপ চৈত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার পরিবর্তে - বোধিবৃক্ষের প্রতি ময়ূর লেজের পুচ্ছ নির্মিত তোড়া এবং দেবাসর সম প্রিয় ও চমকপদের প্রতি ফিরে তাকান দরকার এবং খাদ্যের জন্য দূর গ্রামে গমন দরকার। গ্রামের

পথের কাটা বৃক্ষের গোড়া, কাঁটাবন এবং জলস্রোতে ভাঙা রাস্তা তাঁকে দাঁড়িয়ে দেয়।

৯. তারপর কোমরে লুকায়িত জনের ফোঁড়ার গর্ত পূঁজহরত তিনি তাঁর কাপড় পরিধান করেন এবং কোমরের ক্ষতস্থান বাঁধার মতো বন্ধন করে, কঙ্কালসার লুকানোর মতো বহির্বাস চীবর দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করে ওষুধের কড়াইর মতো পাত্র ধারণ করে, (৩৪৩) গ্রাম দ্বারের নিকটবর্তী হলে মৃত হাতির পাশ অশ্বেব মোষের মানুষের মতো , মৃত সর্পের পাশ, অথবা কুকুরের পাশে অপেক্ষা করতে হয়। শুধু পার্শ্ববর্তী হওয়া নয় এসবের দুর্গন্ধ নিরোধ কল্পে প্রচণ্ড নস্যযুদ্ধ করতে হয়। তারপর গ্রামের প্রবেশ দ্বারে পোঁছে তাকে গ্রাম্য সরু পথ নিবীকা করে অবলম্বন করতে হয়। তাঁকে অব্যাহতি নিতে হয় দুর্বৃত্ত, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির কবল হতে।

১০.১. এরূপ প্রতিকূল তাঁর পাপোসের সাথে আবর্তিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার মৃত শবের দর্শন এবং দুর্গন্ধের ভেতরদিয়ে সমাপ্ত হয় আহারের জন্য ঃ

'অমো আক্ষর সত্য সত্যই প্রতিকূল দ্রব্য।'

গমনকালে এরূপ প্রতিকূলতা যেভাবে প্রত্যবেক্ষণ করতে হয়।

১১.২. **অন্বেষণত** : এভাবে গমনান্তর তিনি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে সহ্য করে নিতে হল। এবং গ্রামে গমন করলেন। তালিযুক্ত বহির্বাস আবৃত হাতে থালা ধরে ভিখারীর মতো তাঁকে ঘরে ঘরে যেতে হয় এবং বর্ষার সময় যা পদদলিত করুক না কেন তার পা জলে ডুবে যায়, কর্দম পায়ের জঙ্ঘার উপর উঠে। তাকে এক হাতে পাত্রধারণ এবং একহাতে কাপড় উপরে তুলে ধরতে হয়। গ্রীষ্মকালে কর্দম চীবরে আবৃত থাকতে হয়, বাতাসে তৃণ, ধূলাবালি উড়ে আসে। এরূপ গৃহদ্বারে উপনীত হয়ে দেখতে হয়ঃ দ্বার বানের আচরণ এবং ময়লা জলাশয় - যাতে নীল সিসি, দৃশ্যত পোকাপূর্ণ, মৎস্য ধৌত হলে, সিকনি, কুকুর এবং শুকরের মলমিশ্রিত ইত্যাদি থেকে মাছি এস তার তালিযুক্ত বহিরাবরণে, পাত্রে, মাথায় এসে বসে।

১২. যখন তিনি কোন বাড়িতে প্রবেশ করেন তখন কেউ সামান্য দেয় এবং কেউ দেয় না, কেউ দিল গত দিনের বাসী ভাত এবং বাসী পিঠা এবং পচা মাখন, আচার প্রভৃতি। কেউ কিছু না দিয়ে বলে ভদন্ত অনুগ্রহ করে অগ্রে চলুন। কেউ বা নীরবতা অবলম্বন করল যেন তাকে দেখেনি। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলো, অন্যরা তাকে কর্কশ ভাষায় ন্যাড়া মাথা মাত্র বলল, যখন

তিনি ভিক্ষুকের ন্যায় ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে পরিক্রমণ করেন তখন তাকে এসবের সম্মুখীন হতে হয়।

১৩. সুতরাং গ্রামে প্রবেশ থেকে শুরু করে এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত (অভিজ্ঞতা) সমাপ্ত করে জল, কাদা মাটি প্রভৃতি জনিত প্রতিকূল সবের আচরণ দৃষ্ট এবং সহনীয় করা হয়েছে (সহ্য করতে হয়েছে) প্রতিকূলতার জন্য : 'আহা, আহারের জন্যই এ প্রতিকূলতা।' ইহাই অন্বেষণত: প্রতিকূলতা এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। (৩৪৪)

১৪.৩. আচরণত: আহার অনুসন্ধানের পর এভাবে গ্রামের বাইরে মনোরম স্থানে আরামপদ ভাবে বসে। এতদিন পর্যন্ত তিনি যাতে হস্তক্ষেপ করেননি তিনি একজন শ্রদ্ধাপদ ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ শুনতে সক্ষম হবেন অথবা একজন মুক্ত পুরুষকে আহ্বান জানাবেন। যদি তিনি কাউকে লাভ করেন, (তার থেকে অংশ নিতে)। কিন্তু তিনি যত শিগ্‌গির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তৃষ্ণাবশত: আহার করেন (কিছুটা নিন) বলে উক্তি করেন তাতে লজ্জাবোধ করবেন। এবং যখন তাঁর হাত তাতে প্রবেশ করান এবং মাখেন ফোঁটা ফোঁটা রস বের হয়ে তার আঙুল ভেজায় যে কোন মচমচে শুকনো খাবার থাক না কেন, এবং সিদ্ধ করে নেয়।

১৫. এবং রস নির্গতের কারণে যখন এর সুদর্শন নষ্ট হয়ে যায় এবং যখন বল আকৃতি করা হয় এবং মুখে পুরে দেওয়া হয়। তখন নিচের দাঁতে খলের মতো এবং উপরের দাঁত মুসলের মতো কাজ করে এবং জিহ্বা করে হাতের কাজ, কুকুরের নৈশাহার রাখার উন্মুক্ত লম্বাপাত্রের মতো দন্ত মুসল দ্বারা ইহা চূর্ণকৃত হয়। যখন জিহ্বার নিচ হতে ঘন লালা নির্গত হয় এবং দাঁতের যেখানে খড় ঢুকে না সেখান থেকে ময়লা নির্গত হয়।

১৬. এভাবে যখন পেশন লেপন করা হয় তখন অদ্ভু মিশ্রণ তার রং বদলায়, গন্ধ বিবর্তন হয় যা কুকুরের লম্বা উন্মুক্ত পাত্রে হঠাৎ বমিকৃত গন্ধের মতো। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহা এক রকম গলধকরণ করা হয় কারণ তার এসব দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। এটুকু যেভাবে প্রতিকূল সংজ্ঞা প্রত্যবেক্ষণ করতে হয়।

১৭.৪. নিঃসরণত: বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং রাজ চক্রবর্তীগণ চার রসের মধ্যে পিত্তরস, শ্লেস্মা, পুঁজ এবং রক্তের সম্পৃক্ত মাত্র একটি নিঃস্বরিত হয়। কিন্তু ক্ষীণপণ্যবানের মধ্যে চারটিই বিদ্যমান। সুতরাং যখন (খাদ্য) গিলে

ফেললে অবস্থান্তর হয় এবং ভেতরে প্রবেশ করে পিত্তরস প্রধান নিঃসরণ ব্যক্তির মধ্যে ইহা প্রবেশ করে যেন ঘন ঘন মধুক তৈলের মতো হঠাৎ ঘৃণ্য লেপন হয়ে, যার শ্লেষ্মারস নিঃসরণ প্রধান তার মধ্যে ইহা নাগবল পাতার রসের মতো লিপ্ত হয়ে যায় পুঁজরস নিঃসরণ প্রধান তার রঙিন ঘৃণ্য তৈল লিপ্ত হয়ে, নিঃসরনত প্রতিকূলতা এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

১৮.৫. **আধারত**: যখন ইহা উদরে প্রবেশ করে এবং যে কোন একটি নিঃসরণে লিপ্ত হয়ে আধাবস্থা হয় তখন ইহা সোনার থালার মুক্তার, অথবা রূপোর প্রভৃতি থালার রক্ষিত থাকে না। বিপরীত ক্রমে যদি কেউ দশ বছর ধরে এভাবে গলধকরণ করেন তবে দশ বছর পর্যন্ত ইহা মালকুণ্ড স্থান সদৃশ অধৌত থাকে (৩৪৫)। যদি কেউ ২০ বছর ধরে, ৩০ বছর, ৪০ বছর, ৫০ বছর, ৬০ বছর, ৭০ বছর, ৮০ বছর, ৯০ বছর, ১০০ বছর ধরে গলধকরণ করে তবে সেস্থান ১০০ বছর ধরে মলকুন্ড স্থান সদৃশ অধৌত থেকে যায়। আধারত: প্রতিকূলতা এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

১৯.৬. **অজীর্ণত** : এ আহার আধারে উপনীত হওয়ার পর জীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অজীর্ণ অবস্থায় বর্ণিত স্থানে থাকে। এ স্থান শব আবৃত বস্তুর মতো ঘনান্ধকার শুষ্কতা বিস্তৃত বিবিধ দুর্গন্ধে আদ্রিত তীব্র দুর্গন্ধে ভরপুর এবং অতিশয় ঘৃণিত। অনাবৃষ্টির সময় সক্ষম মৌসুমে বৃষ্টিপাতের মতো এবং ঘাসের টুকরা এবং পাতা এবং দ্রুত জড় হয় এবং সর্প, কুকুর এবং মানবের শবদেহ গ্রামের বাহিরে কবরের দরজায় স্তুপাকার করা হয়েছে। এসব সেখানকার গর্ত পূর্ণ না হওয়া এবং বুদবুদ না উঠা পর্যন্ত রোদের তাপে রেখে তপ্ত করা হল। তদনুরূপ, সেদিনে যা গলধকরণ করা হল এবং গতকাল, এবং পরশু তৎ সমুদয় একত্রে থাকল এবং শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকা হেতু, ফেনাকৃত, দেহাগ্নিজনিত তাপে তপ্তজনিত সৃষ্ট জীর্ণতার ফলে ইহা সম্পূর্ণ ঘৃণিত। এভাবে অজীর্ণত প্রতিকূলতা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

২০.৭. **জীর্ণত**: যখন দেহগ্নিতে এসব সম্পূর্ণরূপে পক্ক হয়ে যায় সোনা, রূপা, প্রভৃতি অপরিষ্কার ধাতু গলিয়ে যেভাবে সোনা, রূপা প্রভৃতিতে রূপান্তর করা হয় সেভাবে নয়। তৎপরিবর্তে ফেনা, বুদবুদ সৃষ্টি করেনা ইহা মলও হজমকৃত অতৃপ্ত পাকাময় পূর্ণ হয়। বাদামি কাদামাটির রংয়ের, যেভাবে তেলাঙ্ক কণিকা দিয়ে নিংড়ানো হয়। এবং একটি নলে আবদ্ধ করা হয়।

এবং মূত্রে পরিণত হয়ে থলেতে জমা হয় যা পক্ক হয় তার প্রতিকূলতা এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

২১.৮. **ফলত** : যখন ইহা পরিপূর্ণভাবে পক্ক হয় তখন কেশ, লোম, নখ, দাঁত এবং অপরাপরের মিশ্রণ গন্ধ সৃষ্টি করে। যখন অপক্ক হয় তখন খোস-পাঁচড়া, দাদ, বসন্ত, কুষ্ঠ, মহামারী, ক্ষায়রোগ, কাশি সর্দি প্রভৃতি শত রকমের রোগ সৃষ্টি করে। ইহাই তার ফল। এভাবে প্রতিকূলতা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

২২.৯. **বহিঃ নিসঃরণত**: গলধকরণে ইহা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। পরে এসব চোখের ময়লা চোখ হতে, কানের ময়লা কান হতে প্রভৃতি (SM - 197) বিভিন্ন দরজা দিয়ে বহিঃ নিঃসরণে তা মল মূত্র প্রভৃতিতে রূপান্তরিত রূপে নিঃসরিত হয়, এসব নিরুদ্বেগে মলমূত্রে পরিণত হয় (৩৪৬)। ভক্ষণকৃত একদিনে হজম করে দেয়। পরিপূর্ণ আরাম সুখে ইহা উল্লসিত করে। অত্যন্ত ঘৃণা ও ভয় করে, প্রথম দিনে ইহা আসক্তির, লোভাতুর, পেটুকত্বভাবে, মোহযুক্ত হয়ে গলধকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মাত্র এক রাত্রের অবসানে অত্যন্ত বিস্বাদের, লজ্জার, অপমানের বীতশ্রদ্ধ হয়। এখানে প্রাচীনগণ বলেছেন:

"অন্নং পানং খাদনিয়ং ভোজনঞ্চ মহারহং,
এক দ্বারেন পবিসিত্বা নব দ্বারেহি সন্দতি।
অন্নং পানং খাদনীয়ং ভোজনঞ্চ মহারহং,
ভুঞ্জতি সপরিবারো নিক্খমেন্তো নিলীয়তি।
অন্নং পানং খাদনীয়ং ভোজনঞ্চ মহারহং,
ভুঞ্জতি অভিনন্দন্তো নিক্খমেন্তো জিগুচ্চতি।
অন্নংপানং খাদনীয়ং ভোজনঞ্চ মহারহং,
এক বত্তিপরি সুব্বং ভবতি পুত্রিকন্তি।
এবং নিসন্দতো পাটিকুলংতা পচ্চবে ক্খিং খতব্বা।

– খাদ্য আর পানীয় মহার্ঘ মানেতে
সতেজ চর্বণেআর কোমল লেহ্যতে।
একদ্বারে প্রবেশ হয় সমুদয়, কিন্তু
নবদ্বারে পঙ্ক হয়ে বাহিরয় অধিকন্তু।

খাদ্য আর পানীয় মহার্ঘ মানেতে,
সতেজ চর্বণে আর কোমল লেহ্যতে।
সঙ্গী-সাথে পছন্দ হয় মানব ভক্ষণে,
কিন্তু মল ত্যাগে সবে অতি সঙ্গোপনে।
খাদ্য আর পানীয় মহার্ঘ মানেতে,
সতেজ চর্বণে আর কোমল লেহ্যতে।
এসবে মানব খায় অতীব আনন্দে,
অতঃপর মলত্যাগে যুক নিরানন্দে।
খাদ্য আর পানীয় মহার্ঘ মানেতে,
সতেজ চর্বণে আর কোমল লেহ্যতে।
এক রাতি যথেষ্ট হয় প্রমাণেতে,
দুর্গন্ধ বিকৃতি আনে জান এসবেতে।

বহি: নিঃসরণে প্রতিকূলতা এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

২৪.১০. ব্যবহারকালীন সে তার হাত, ঠোঁট, জিহ্বা, থালা তৈলাক্ত হয়ে যায়। তৈলাক্ততায় তা প্রতিকূল হয়। যখন ধৌত করা হয়, তখন পুনঃ পুনঃ তা ধৌত করে গন্ধ তাড়াতে হয়। তদ্রূপ যখন ভাত সিদ্ধ করা হয় তখন তুষ চালের লাল গুঁড়া ইত্যাদি উঠে আসে এবং মুখ তৈলাক্ত করে কড়াইয়ের কোনা এবং পাতা ও তৈলাক্ত করে। ইহা খাবার পর হজমের সময় উর্দ্ধগামী হয় এবং দেহাগ্নি দিয়ে সোঁ সোঁ করে পক্ব হয়ে সারা দেহে বিস্তার করে দাঁতের পাথরে রূপান্তরিত হয় দাঁত তৈলাক্ত করে এবং থুথু শ্লেষ্মা ইত্যাদি পরিণত হয়। এসব জিহ্বা, তালু ইত্যাদি হতে নিঃসরিত হয় এবং এসব চক্ষু রজ, কর্ণরজ, সিকনি, মূত্র, মল ইত্যাদিতে রূপান্তরিতে হয়ে চোখ, কান, নাক এবং নিম্নগামী ছিদ্রনামে ময়লা যুক্তকরে বের হয়ে যায়। এসব দ্বারা যখন ইহা দ্বারা তৈলাক্ত হয় তখন তা পরিষ্কার কিংবা প্রত্যহ ধৌত করার পরও সন্তোষজনক হয় না। এগুলোর যে কোন একটি ধোয়ার পরে হাত আবার ধূইয়ে নিতে হয়। এসবের যে কোন একটি গোবর, মাটিও চূর্ণ দ্বারা দুই তিনবার ধুয়েও প্রতিকূলতা অপনয়ন হয় না। এভাবে প্রতিকূলতা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

২৫. এভাবে দশবিধ উপায়ে প্রতিকূলতা তিনি প্রত্যবেক্ষণ করেন না এবং তা তর্ক বিতর্কাহত করেন, কবলীকৃতা হার তার কাছে প্রতিকূলতা সুস্পষ্ট হয়ে

উঠে। (৩৪৭) তিনি সে নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি করেন, প্রবৃদ্ধি করেন, অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি করেন। এভাবে করার ফলে তার নিবরণসমূহে অবদমিত হয় এবং তার চিত্ত উপচারে সমাধিস্থ হয় কিন্তু অর্পণায় উপনীত হতে পারে না। কারণ আহারে প্রতিকূলতা ধর্ম বশে ব্যক্তিক অস্তিত্ব গভীর। কিন্তু প্রতিকূল বিষয়ের উপলব্ধিতে সংজ্ঞা এখানে সুস্পষ্ট। সে কারণে একর্মস্থানকে আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা নামে অভিহিত।

২৬. আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা কর্মস্থানের কোন ভিক্ষু নিজেকে যখন বিভোর রাখে তখন তাঁর চিত্ত তৃষ্ণাজনিত আস্বাদ হতে পশ্চাদপসরণ, প্রত্যাহার এবং সঙ্কোচিত হয়। তিনি দম্ভবিহীন আহার দ্বারা নিজেকে পোষণ করেন। শুধু দুঃখ অতিক্রমের লক্ষ্যে মরু অতিক্রমের যেমন নিজের মৃত বৎসের মাংস (Svll -98) কবলীকৃতাহার পরি পূর্ণরূপে আয়ত্ত হওয়ার মধ্যে যে পঞ্চকাম গুণের রজ্জু তিনি নির্বিঘ্নে বিনা বাধায় উপলব্ধি করতে পারেন। পঞ্চকামগুণ পরিপূর্ণ জ্ঞাত হওয়ার ফলে তিনি রূপ স্কন্ধ সম্পূর্নরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। অপরিপক্ব এবং অপরাপর কি? প্রতিকূলতার মাধ্যমে দেহভিত্তিক স্মৃতি বৃদ্ধি পূর্ণতা পায়।তিনি অশুভ সংজ্ঞার অনুলোম ভাবনায় প্রবেশ করেন।এখানে নিয়োজিত রেখে এ জীবনে মৃত্যুহীন লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারলেও অন্তত: তাঁর সুগতি লাভ হয। আহারে প্রতিকূল কর্মস্থান ভাবনার ইহা বিস্তারিত বিবরণ।

ধাতু ব্যবস্থাপন ঃ শব্দ সংজ্ঞা

২৭. এক্ষণে চার ধাতু ব্যবস্থাপন সংজ্ঞা বর্ণিত হলো । আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞার পরে'এক সংজ্ঞা' বর্ণিত হলো:

এখানে 'সংজ্ঞা' ব্যবস্থাপন করা হয়েছে ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ঠ্যের নির্ণয়ের মাধ্যমে। চতুর্ধাতু সংজ্ঞায় সিদ্ধান্তকরণ হয় এভাবে (চতুধাতু+ব্যবস্থাপনং) শব্দযুগল সন্ধিযুক্ত হয়েছে। চার ধাতুর সংজ্ঞায়ন, ধাতুতে স্মৃতি স্থাপন করে। কর্মস্থানের বিষয় ধাতু এবং সংজ্ঞা প্রদান এবং চারধাতুর ব্যবস্থা একই অর্থ প্রকাশ করে। ইহা দুভাবে প্রদান করা যায়: সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে। 'মহাসতিপঞ্ঞঠান সুত্তে' (Dii -294) সংক্ষিপ্তকারে প্রদত্ত হয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হয়েছে'মহা খদুম সুত্তে'(Mi -185) 'বাহুলবাদ সুত্ত' (Mi -421) এবং ধাতুবিভঙ্গ সুত্ত (Miii -240)

[সংক্ষেপে মূল এবং অর্থকথা]

২৮. মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রে সংক্ষেপে প্রদত্ত হয়েছে: যাদের মধ্যে বিচক্ষণ তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞামবিদ্যান তাদের কর্মস্থান ভাবনার বিষয় ধাতু এভাবে ভব্য : 'ভিক্ষুগণ, যেমন কোন কসাই বা তাঁর প্রশিক্ষণার্থী একটি গরু হত্যা করে চৌরাস্তায় (৩৪৩) বসে তা কেটে টুকরা টুকরা করে বিক্রয় করে, তেমনি ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এদেহ তন্নতন্ন স্থাপন করে প্রত্যবেক্ষণ করে তবে ধাতু বসে উন্মোচিত হয়ঃ এ দেহের মধ্যে পৃথিবীর ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু এবং বায়োধাতু বিদ্যমান। (Dii -294)

২৯. ইহার অর্থ হলো: যদিও একজন দক্ষ কসাই বা তার শিক্ষানবিশ নিজেকে রক্ষার জন্য কাজ করে, গো হত্যা করে এবং ইহা বিভাজন করে চৌরাস্তায় বসে যায় দুটি প্রধান সড়কের সঙ্গম স্থলের চৌমুহনীতে গিয়ে সেসব অংশগুলো প্রস্থাপন করে তদ্রূপ, জনৈক ভিক্ষু কাম প্রত্যবেক্ষণ করে, ইহা চার ধাতুর মধ্যে অন্যতম রূপে উপস্থাপিত করে। ইহা সুবিন্যস্তভাবে স্থাপিত এভবেঃ এদেহে পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু এবং বায়োধাতু বর্তমান আছে।

৩০. কি অর্থে ? কসাই যেমন যখন গরুকে খাওয়ায়, ইহাকে টলতে টলতে আনা হয় সেখানে এনে শক্তভাবে বেঁধে রাখা হয়। ইহাকে হত্যা করে, ইহাকে হত্যা ও মৃত দেখে'গরু' সংজ্ঞা হারায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা না হওয়া পর্যন্ত এ সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে। আর যখন বিভক্ত করা হয়, এবং সে সেখানে উপবিষ্ট থাকে তখন 'গরু' সংজ্ঞা আর বর্তমান থাকে না, তখন হয় 'মাংস সংজ্ঞা'। সেও জানে যে সে গরু বিক্রি করছে না মাংসই অথবা গরু খণ্ড খণ্ড করছে না, মাংসই খণ্ড খণ্ড করছে। অধিকন্তু তার জানা হয়, 'আমি' মাংস বিক্রি' করছি, অথবা তারা 'মাংস' নিয়ে যাচ্ছে। তদ্রূপ এ ভিক্ষু যখন এক অজ্ঞজনরূপে গৃহবাসে ছিল একজন লোক গৃহবাস ত্যাগ করে বিরাগী হন ততক্ষণ পর্যন্ত সে জীবন্ত প্রাণী বা 'মানব' বা ব্যক্তি সত্তা হারায় না। দূর সংকল্প বদ্ধ হয়ে ধাতু বমে গঠিত। এ দেহ প্রত্যবেক্ষণ করে, উপস্থাপন করে, ব্যবস্থাপিত করে। আর যখন সে ধাতুগঠিত বলে প্রত্যবেক্ষণ করে না, তখন সে জীবন্ত প্রাণী সংজ্ঞা হারায় এবং তার স্বয়ং চিত্ত ধাতুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে ভগবান বলেছেন: "ভিক্ষুগণ,

যেমন দক্ষ কসাই.. চৌ রাস্তার মোড়ে বসে। অনুরূপভাবে ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু ,,,, বায়োধাতু।

৩১. **(বিস্তৃতত)**ঃ মহাহত্থিপমাদু সুত্তে ইহার বিস্তৃত বিবরণে আছে : বিচক্ষণ প্রজ্ঞাহীন সাধকদের মধ্যে যাদের কর্মস্থান ধাতু, এক্ষেত্রে তাঁদের রাহুল বাদ এবং ধাতু বিভঙ্গ সুত্তের বিবরণ অনুসরণীয়ঃ

আয়ুষ্মানগণ অন্তঃস্থ পৃথিবী, ধাতু কি? কেউ অন্তঃস্থভাবে যা হোক না কেন তা হলো কঠিন; কর্কশ এবং দৃঢ়ভাবে কর্মপ্রবণ যেমন কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, মূত্রাশয়, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, ঔদরিক, করীষ অথবা কারও অন্ত স্থলে যা আছে তা হলো কঠিন এবং কর্কশ এবং দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এসবকে বলা হয় পৃথিবী ধাতু (Mi -185) (৩৪৯)

আয়ুষ্মানগণ অন্তঃস্থ আপধাতু কি? কেউর অন্তঃস্থ আপধাতু যা হোক না কেন তা হলোঃ আপ, আপময় এবং দৃঢ়ভাবে কর্মপ্রবণ, যেমন পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, স্নায়ু, অশ্রু, গ্রিচ, থুথু, সিকনি, লসিকা (সংযোগ তৈল) এবং মুত্র অথবা অন্তঃস্থভাবে কারও কাছে যে কর্মপ্রবণ। ইহাকে অন্তঃস্থভাবে কারও কাছে যে আপধাতু, আপময়ধাতু থাকনা কেন তা আপ, আপময় এবং দৃঢ়ভাবে কর্ম প্রবণ। ইহাকে অন্তঃস্থ আপ ধাতু বলা হয়।(Ni -187)

আয়ূষ্মানগণ তহেজধাতু কি? কারও অন্তঃস্থ তেজধাতু যা হোক না কেন তা হলো তেজ, তেজময় এবং দৃঢ়ভাবে কর্ম প্রবণ রাখে যেমন, কোন ব্যক্তি দীপ্ত হয়, বয়োবৃদ্ধ নয়, এবং দগ্ধ হয় এবং যা দ্বারা যা ভুক্ত হয় পান হয়, বর্ধিত হয় এবং স্বাদিত হয় সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয় অথবা তাৎক্ষণিক কারও অন্তঃস্থলে যা যটে তা হলো তেজ, তেজো এবং দৃঢ়ভাবে কর্মপ্রবণ ইহাকে অন্তঃস্থ তেজধাতু বলা হয়। (Mi -188)

আয়ুষ্মানগণ অন্তঃস্থ বায়োধাতু কি? কারও অন্তঃস্থ বায়োধাতু যা হোক না কেন তা হলো বায়ু, বায়ুময় এবং দৃঢ়ভাবে কর্মপ্রবণ রাখে। যেমন উর্দ্ধগমন বায়ু, অধোগমন বায়ু, উদরস্থ বায়ু, নাড়ীস্থ বায়ু, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচলন বায়ু, আশ্বাস বায়ু অথবা কারও অন্তঃস্থ যে বায়ু থাক না কেন তা বায়ু, বায়ুময় এবং দৃঢ়ভাবে কর্মপ্রবণ রাখে। ইহাকে অন্তঃস্থ যে বায়ুধাতু বলে। (Mi -188)

৩২. **যেসব শব্দ দুর্বোধ্য সেসবের অর্থকথা এখানে বর্ণিত হলোঃ** কারও অন্তঃস্থ (অজ্জত্তং পচ্চত্তং): শব্দ দুর্বোধ্য সেসবের অর্থকথা এখানে বর্ণিত হলোঃ কারও অন্তঃস্থ (অজ্জত্তং পচ্চত্তং) শব্দদ্বয় স্বয়ং বা নিজকে বোঝায় (নিয়ক)। যা নিজের সহেতু তা নিজের উৎপাদিত (অত্তনিজাত) তার অর্থ হলো নিজের ধারাবাহিতা (সসণ্ডতি পরিয়াপন্ন)। ইহাকেই বলে অন্তঃস্থ (অজ্জত্তং= আদি+ অত্তা = স্বাধিকার)। কারণ ইহা নিজেদের মধ্যে ঘটে (অত্তনি কর্তৃবাচ্য) যথা যেমন পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে ভাষণ (ইত্থিসু = কর্তৃবাচ্য) বলা হয় স্ত্রীলোক সংক্রান্ত ভাষণ (আধিলি)। এবং ইহাকে আত্ম বলা হয় (পাপত্তত্ব) যেহেতু ইহা আত্মাতে সংঘটিত হয়। (অত্তানং পটিষ্ট)।

৩৩. কঠিনঃ শক্ত, কর্কশঃ কটু। এখানে প্রথম শব্দটি হলো- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবস্থা হলো কটু। সেজন্যে বলা হয়েছে 'কর্কশ'। দৃঢ়ভাবে প্রবণ কর্মদ্বারা দৃঢ়ভাবে গৃহীত । তার অর্থ হলো - দৃঢ়ভাবে গৃহীত, আবদ্ধকৃত, সংশ্লিষ্ট যেমন 'আমি' 'আমার'।

৩৪. যাকে বলা হয়ঃ 'সয়্যথিদং' শব্দটি (যাকে বলে) একটি ক্ষুদ্র অংশ (প্রত্যয় বিশেষ) ইহার অর্থ হলো উহা কি? অতঃপর দৃশ্যমান ইহা কি? বলা হয় 'কেশ, লোম প্রভৃতি।'কিন্তু এখানে 'মস্তিষ্ক' অবশ্যই সংযুক্ত করতে হয়। জানতে হবে যে, 'পৃথিবী ধাতুকে বিশটি আকৃতিতে বর্ণনা করা প্রয়োজন। অথবা সে যা হোক : পৃথিবী ধাতু অপর তিন অংশে সংযুক্ত হয়েছে।

৩৫. (৩৫৬) ইহা বাহিত (অপ্পোতি হয়, প্রবাহিত (পগ্পোতি) হয়। এরূপ এরূপ স্থানে স্রোতরূপে । সে কারণে ইহা (জল) আপ। জলময় তা (আপো চাতো)- যা গত হয়েছে (গত) । এরূপ বিবিধ রকমের জল (আপো) যেমন কর্ম সম্পন্ন হয় ইত্যাদি। উহা কি? তা হলো জলের সংযুক্তি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আপধাতু।

৩৬. তেজ (তেজো): ইহার সংজ্ঞা হলো-তপ্ত করা (তেজন)। তেজময়তা (তেজগতো) যা গত হয়েছে (গত)। এরূপে তা বিবিধ যে বর্ণিত হয়েছে। তবে তা কিরূপঃ তাপের যা বৈশিষ্ট্য তা। যদ্বারাঃ কোন তেজ ধাতু দ্বারা, যখন উত্তেজিত হয়, এদেহ উষ্ণ হয়,একদিনের জ্বরে তপ্ত হয় এবং ইত্যাদি। বয়স : যদ্বারা এ দেহ প্রবীণ হয় ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হয়, শক্তি হ্রাসপায় কোঁচকায়, ধূসরবর্ণ ইত্যাদি সংঘটিত হয়। দগ্ধ হয় : যদ্বারা,

যখন উত্তেজিত হয়, তখন এ দেহ দগ্ধ হয় এবং ব্যক্তি ক্রন্দন করে উঠে‘আমি দগ্ধ হচ্ছি’। আমি দগ্ধ হচ্ছি, শতবার ধৌত কর মৃতের অপেক্ষায় এবয গোসীষ চন্দনকাঠ মলম ইত্যাদি এবং পাখার মৃদুমন্দ বায়ু। যদ্বারা যা ভক্ষণ ও পান চর্বণ, আস্বাদিত তা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়েছেঃ যদ্বারা ভাত ইত্যাদি সিদ্ধ করা হয়েছে যা খায়িত অথবা যে কোন পানীয় যদ্বারা ভাত। ইত্যাদি খায়িত অথবা কঠিন খাদ্য মর্যদার বিস্কিট,ইত্যাদি যা চর্বিত আমফল, মধু , গুড়, ইত্যাদি যা স্বাদনীয় সম্পূর্ণ রন্ধনকৃত , এসবের রস ইত্যাদি লাভ, নির্যাস ইত্যাদি ইহার অর্থ, এখানে প্রথম তিন প্রকার তেজ ধাতু (যথা উচ্চতা, বয়স্ক, দহন হওয়া) মূলতঃ চার গুন, সর্বশেষ কর্মমূলে

৩৭. বায়ু (বায়ো) হলো যা বাহিত হয় (বায়ন) । বায়ুগত (বায়োগত) , যা গত হয়েছে (গতো) তা পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে।বিভিন্ন রকম বায়ু - তা কিরূপ? নির্দিষ্ট গতিতে বৈশিষ্ঠমণ্ডিত, উদ্ধ বায়ু যে বায়ুর গতি উদ্ধদিকে যা বমির কারণ হয় তেকুর তোলে ইত্যাদি , নিম্নগতি বায়ু যে বায়ুর গতি নিম্নদিকে, যা মল মূত্রকে বের করে দেয়। **জটর বায়ুঃ** যে বায়ু থাকে অন্ত্রের মধ্যস্থ বায়ুঃ যে বায়ু অন্তের মধ্যে থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা বায়ুঃ যে বায়ু (শক্তি) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন পরিচলনা পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি করে, যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর বিতরণ এবং সম্পূর্ণ দেহ শিরা উপশিরার জালের মত কাজ করে। **গত অন্তবায়ু** : নাসা রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে যে বায়ূ প্রবেশ করে, নির্গত বা প্রশ্বাস বায়ূ ; নাসারন্ত্র দিয়ে যে বায়ু নির্গত হয়। এখানে প্রথম পাঁচটি চতুর্গুণ সম্পন্ন। আশ্বাস এবং প্রশ্বাস হলো বিজ্ঞান মূল (৩৫১) প্রত্যেকটির উদাহরণে বাক্যাংশ বা যা হোক না কেন - যথাক্রমে আপ ধাতু , তেজধাতু , অথবা বায়ু ধাতু অপর তিন অংশেও সংশ্লিষ্ট।

৩৮. **চারধাতু বিয়াল্লিশ প্রকার অবয়বে বিদ্যমান** : যেমন - পৃথিবী ধাতুকে বিশ অবয়ব, আপ ধাতুতে বার প্রকার, তেজ ধাতুতে চার প্রকার এবং বায়ূ ধাতুতে ছয় প্রকার অবয়ব আছে।

ইহা মূলের প্রাথমিক অর্থকথা।

সংক্ষেপে প্রবৃদ্ধির পদ্ধতি

৩৯. এখানে ধাতু সংক্রান্ত প্রবৃদ্ধির উপায় এভাবে বিস্তার করা হয়েছেঃ “ষেমন পৃথিবীর ধাতুর লোম পৃথিবী ধাতু ” বশে একজন বিচক্ষণ ভিক্ষুর নিকট

অতিরিক্ত বিষয়রূপে উপস্থিত হয়। কর্মস্থান তাঁর নিকট প্রচ্ছন্ন হয় এবং যদি এভাবে মনোনিবেশ করে "পৃথিবী ধাতুর মধ্যে নম্র যা থাক না কেন, আপধাতুতে যে সংযুক্তি থাকনা কে তেজ ধাতুতে যে পরিপক্ব বৈশিষ্ট্য যা থাক না কেন, বায়ূ ধাতুতে সহায়ক বৈশিষ্ট্য যা থাকনা কেন। কিন্তু যখন অতি দক্ষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি এভাবে মনোনিবেশ করে তবে তা দুর্বোধ্য এবং অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং যদি প্রথমোক্ত মতে মনোনিবেশ করা হয় তবে তা তাঁর কাছে সহজ হয়। কেন?

৪০. ধরা যাক দুজন ভিক্ষু অনেক অক্ষর সমন্বিত শাস্ত্র পুনরাবৃত্তিতে আবৃত্তি করছেন। অতঃপর তীক্ষ্মপ্রজ্ঞ ভিক্ষু একবার কি দুবার বর্ণক্রাণ্ড হয়ে পূর্ণ আবৃত্তি করলেন। তারপর তিনি পুনাবৃত্ত অংশের দুপ্রান্তের অংশ মাত্র আবৃত্তি করলেন । এখানে মূলপ্রজ্ঞা ভিক্ষু বললেন 'উনি কি আবৃত্তি করছেন, তিনি কেন তার ঠোঁটে সময় দিচ্ছেন না! এভাবে যদি আবৃত্তি চলে তাহলে আমরা কখন শাস্ত্রের সাথে পরিচয় হব ? সে কারণে তিনি পুনরাবৃত্তি সে আসে সে ভাবে পুনরাবৃত্তি করে চললেন। অতঃপর অপর পক্ষে বললেন কিরকম আবৃত্তি হচ্ছে?তিনি কেন শুধু একটা অন্ত বলছেন না ? এভাবে যদি আবৃত্তি হয় তবে কখন আমরা ইহা পরিসমাপ্ত করব? অনুরূপভাবে কেশ ইত্যাদি ধাতুসমূহ বিস্তৃত শিক্ষা তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ভিক্ষুর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোধ হলো। কর্মস্থান সংক্ষিপ্ত হলেও যদি তা তাঁর কাছে পরিচ্ছন্ন হয় "পৃথিবী ধাতুর বৈশিষ্ট্য মতো শক্ত হোক না কেন। কিন্তু অপর কেউ তার মনোযোগ এভাবে দেয় 'তবে তা অস্পষ্টই এবং অপ্রধান রূপে উপস্থিত হয়। তাঁর একমাত্র কারণ তিনি কেশ ধাতু ইত্যাদিতে মনোযোগ দেওয়ায় সহজ সরল মনে হয়।

৪১. সুতরাং প্রথমত: তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যিনি দ্রুততার সাথে ধ্যানের বিষয় বৃদ্ধি করতে চায়। তাঁর নির্জন স্থানে গমন করা উচিত । তারপর তিনি তাঁর সম্পূর্ণ রূপকায়ে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা উচিত এবং এভাবে সংক্ষেপে ধাতু শিক্ষা করবেন "এ দেহে কঠিন শক্তি এবং কর্কশ যে পৃথিবী ধাতু এবং প্রভাবীয় যে (৩৫২) সম্পৃক্ততা বিদ্যমান তা আপধাতু, যা তেজ পরিষ্করতা প্রবীণতা তা, তেজ দাতু যা নিবর্তন বা গতিশীর তা বায়ুধাতু । এত মনোযোগ, পুনরাবৃত্তি প্রধান এবং পৃথিবী ধাতুর মতো পুনঃ পুনঃ

প্রত্যবেক্ষণ, আবৃত্তি করা উচিত । তা মাত্র ধাতু বশে একটা প্রাণী রূপে নয় এবং অনাত্মরূপে।

৪২. এভাবে কর্মস্থান ভাবনা করলে অচিরে তাঁর স্মৃতি উৎপত্তি হয়। ধাতুর শ্রেণিবিন্যাসের (তেজস্মিতায়) আলোকে অতিশয় শক্তিশালী করা হয়। এত করে উপচার ধ্যান লাভ হয় কিন্তু অর্পণা লাভ হয় না। কারণ ইহা ব্যক্তির কর্মস্থান বিষয়ের উপর নির্ভর করে

৪৩. অথবা বিকল্পে 'প্রথম চার ধাতুতে কোন জীব নেই' এ পর্যায় বুঝানোর জন্য (আয়ুষ্মান সারিপুত্র স্থবির) সাধারণ নিয়মে (কায়) চারটি চারটি অংশের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন যথা ঃ যখন একটি শূন্যস্থান অস্থি , পেশিতন্তু, মাংস এবং চর্ম রূপ সংজ্ঞার অন্তর্গত (Mi -190) এবং তিনি এসব পৃথক বলে ভাববেন প্রজ্ঞা হস্তে তা পৃথক করবেন এবং অতঃপর দূর হতে প্রজ্ঞা লোকে (ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা), বর্ণিত মতে অবলোকন করবেন এভাবে : এসবের মধ্যে যা কঠিন বা কর্কশতা তা হলো পৃথিবী ধাতু। এসবে তিনি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করবেন, তাতে স্মৃতিস্থাপন করবেন এবং প্রত্যবেক্ষণ করবেন যে , এসব মামুলি পৃথিবী ধাতুমাত্র, কোন জীব নয় এবং অনাত্ম।

৪৪. এভাবে কর্মস্থান ভাবনা করলে অচিরে তাঁর স্মৃতি উৎপত্তি হয়। ধাতুর শ্রেণি বিন্যাসের আলোকে (তেজস্বিতায়) অতিমাত্রায় শক্তিশালী করা হয় এতে করে উপচার ধ্যান লাভ হয় কিন্তু অর্পণা লাভ হয় না । কারণ ইহা ব্যক্তির কর্মস্থান বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

যখন ধাতুসমূহের সংক্ষিপ্তকরণ হয় তখন ইহা সে পদ্ধতি বৃদ্ধির উপায়।

[বিস্তৃত পদ্ধতিতে বৃদ্ধি ঃ]

৪৫. বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত পদ্ধতি এভাবে ধারণা করতে হবে। কর্মস্থান ভাবনা বর্ধনকারী সাধককে কোন গুরুর কাছ থেকে ৪২প্রকার ধাতু সম্বন্ধে শিক্ষা নেবেন এবং তিনি পূর্বে বর্ণিত বিহারে অবস্থান করবেন। তাঁর সমস্ত ব্রত শেষ করে তাঁর পক্ষে নির্জন যাওয়া উচিত এবং কর্মস্থান বিষয় চারভাবে অভিবৃদ্ধি করবেন। যথা ঃ ১) উপাদন সংক্ষেপ ২) উপাদান বিস্তৃতভাবে ৩) সংক্ষেপে বৈশিষ্ঠ্য এবং ৪) বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের দ্বারা।

[(১) সউপাদান সংক্ষেপঃ]

৪৬. এখানে সাধক সউপাদানে সংক্ষেপে কিভাবে বৃদ্ধি করেন ? এখানে কোন ভিক্ষু তাঁর প্রতিসংজ্ঞা এভাবে করেন : "পৃথিবী ধাতুর বিশটি অঙ্গের মধ্যে কঠিন যে ভাব আছে তা পৃথিবী ধাতু। এবং তিনি এভাবে প্রতিসংজ্ঞা করেন"বিশটি তরল অংশ সহ আপধাতুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত (৩৫৫) এবং তিনি তা প্রতি সংজ্ঞা করেন। চারটি অংশের মধ্যে (পরিপক্কের ভাব যা থাকনা কেন)তা হলো তেজধাতু। এবং তিনি তা প্রতিসংজ্ঞা করেন ছয়টি অংশের মধ্যে যা স্ফীতভাব থাকনা কেন তা বায়ুধাতু । এভাবে এসব প্রতিসংজ্ঞায়ন করলে সেসব তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি এসব যত পুন:পুন: আবৃত্তি করবেন এবং মনোযোগ দেবেন তার মধ্যে উপচার ধ্যান উৎপন্ন হয়।

[(২)সউপদান বিশ্লেষণ ঃ]

৪৭. এভাবে কর্মস্থান প্রবৃদ্ধির পরও যদি সফল না হন তবে সউপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি করেন। কি রূপে ? প্রথমত: বর্ণিত কায়াশ্রিত স্মৃতি সাধনায় বত্রিশ প্রকার প্রত্যাশিত বিষয় নির্দেশ ভিক্ষুর অনুসরণ করা উচিত। তা হলো : সপ্তগুণ শিক্ষণ(উদগ্রহ) এবং (কুশল)এবং দশগুণ সম্পন্ন, মনোযোগ, দক্ষতা, এবং তার অনুকূলে এবং প্রতিকূলে কেশ, ইত্যাদি কোনটি বাদ না দিয়ে সরব আবৃত্তি করা প্রয়োজন। তন্মেধ্য পার্থক্য হলো: কেশ ইত্যাদি সবকয়টি মনোযোগ দেওয়ার পর সেসবের বর্ণ, আকৃতি,দিক, নির্দেশ, সংস্থান এবং সীমারেখা বশে মনোযোগ দেওয়ার পর প্রতিকূলে চিত্ত নিবিষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ইহা ধাতুবশে কৃত্য । সুতরাং প্রত্যেক অংশের শেষপ্রান্তে কেশ ইত্যাদিতে মনোযোগ স্থাপন করে বর্ণ, প্রভৃতি পাঁচ প্রকারে মনোনিবেশ স্থাপন করা কর্তব্য । যথা

৪৮. **কেশ**: এগুলো যে মাথার খুলির অভ্যন্তরস্থ চর্ম আবৃত করে বিরাজমান তা কেশ । এখানে যথা: উইয়ের ঢিবির উপর ঘাসের উৎপত্তি মত, উই ঢিবি যেমন জানে না,'আমার উপর কণ্ঠঘাস উৎপন্ন হচ্ছে' নতুবা জানে না কন্ঠঘাস আমরা ইউ ঢিবির উপরে জন্ম নিচ্ছি তদনুরূপ মাথার খুলির মধ্যস্থ চামড়া জানে না, আমার উপর কেশ উৎপন্ন হয়, নতুবা কেশ , জানে না , 'আমরা মাথার খুলির অভ্যন্তরস্থ চামড়া আবৃত করে আছি'।

জিনিসগুলো পরস্পর সম্পর্ক এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে কেশরূপে নির্দিষ্ট করা হয় তা কায়ের অন্যতম অংশ বিশেষ নিশ্চিন্তভাবে (ধর্মত) ইহা অনিশ্চিত , শূন্য জীবসত্তা নয়, শক্ত (অনমনীয়) পৃথিবী ধাতু।

৪৯. লোমঃ চর্মাবৃত দেহের চর্মের নিচ হতে ইহার উৎপত্তি। এখানে শূন্য গ্রামের গৃহের চারিধারে উৎপন্ন দুর্বা ঘাস জন্মে। গৃহচারিধার যেমন জানে না যে আমার উপর দুর্বাঘাস জন্মেছে' নতুবা দুর্বা ঘাস জানে না যে তারা শূন্য গ্রামের গৃহচারিধারে জন্মেছে'। অনুরূপ, দেহাচ্ছাদিত অন্তচর্ম জানে না যে, লোম আমার উপর জন্মেছে নতুবা লোম জানেনা যে তারা দেহাচ্ছাদিত অন্তচর্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে। এসব বিষয় পরস্পর সম্পর্ক বিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং থাকে লোম বলে নির্দিষ্ট করা হয়, তা কায়ের অন্যতম অংশ বিশেষ। নিশ্চিতভাবে (ধর্মতা) ইহা অনিশ্চিত, শূন্য, জীব সত্তা নয়, শক্ত (অনমনীয়) পৃথিবী ধাতু।

৫০. নখঃ আঙুলের মাথার পৃষ্ঠদেশে ইহার উৎপত্তি, এখানে যেমন শিশুরা লাঠি নিয়ে মধুফুলের শক্ত বীজ নিয়ে খেলার সময় জোরে আঘাত করে, লাঠি জানে না যে (৮৫৪) মধু ফলের বীজ আমার উপর রক্ষিত,নতুবা মধুফলের বীজ জানে না যে আমরা লাঠির উপর রক্ষিত । অনুরূপ আঙ্গুল এবং পৃষ্ঠ জানে না যে, নখ আমাদের উপর উৎপত্তি। এসব বিষয় পরস্পর সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত সুতরাং যাকে নখ বলে নির্দিষ্ট করা হয় তা কায়ের অন্যতম অংশ বিশেষ। নিশ্চিতভাবে (ধর্মতা) ইহা অনিশ্চিত , শূন্য জীব সত্তা নয় শক্ত (অনমনীয় পৃথিবী ধাতু নতুবা)।

৫১. মাভীর হনুকাস্থিতে উৎপত্তি দাঁত এখানে, কোন প্রাসাদ নির্মাতা যেমন স্তম্ভগুলো পাথর কণার গর্তে স্থাপন করে এবং কোন রকম সিমেন্টের সাথে বেঁধে নেয় তখন গর্তগুলো জানে না স্তম্ভগুলো আমাদের মধ্যে স্থাপন করবে সেরূপ মাড়ির অস্থি জানে না , দাঁতগুলো আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হবে নতুবা দাঁতগুলো জানে না আমরা মাড়ির অস্থিতে উৎপন্ন হবে। এ বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত থাকে দাঁত বলা হয়। সেসব দেহের অঙ্গীভূত নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ। অচিন্তনীয় ভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীব সত্তা নয়। শক্ত (অনমনীয়) পৃথিবী ধাতুমাত্র।

৫২. চর্ম : চর্ম সমস্ত শরীর আবৃত করে বিরাজিত। এখানে যেমন কোন একটি বীণা গরুর চামড়ার তৈরি আর্দ্র আবরণে আবৃত করা হয়। বীণা জানে না

'আমি গরুর চামড়ার আর্দ্র আবরণে আবৃত।' নতুবা গরুর চামড়ার আর্দ্র আবরণ জানেনা , 'আমা কর্তৃক বীণা আবৃত ' । সেরূপ দেহ জানে না,'আমি চর্ম দ্বারা আবৃত নতুবা চর্ম জানে না, 'আমার দ্বারা একটি দেহ আবৃত '। এসব বিষয় মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যা চর্ম বলে খ্যাত তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। অচিন্ত্যনিয়ভাবে অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্তা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু মাত্র।

৫৩. মাংস : অস্থি কঙ্কালের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় মাংস দেখা যায়। এখানে যেমন কোন একটি দেয়াল ঘন কাদা মাটি দিয়ে লেপন, আস্তর দেওয়া হয়, 'দেয়াল জানে না ,'আমি ঘন কাদা দিয়ে লিপ্ত হচ্ছি। নতুবা কাদা জানে না 'একটি দেয়াল আমাকে দিয়ে আস্তরণ লিপ্ত হল' সেরূপ অস্থিপঞ্জর জানে না, 'আমি ৯০০ মাংস খণ্ড দ্বারা লিপ্ত হয়েছি'। নতুবা মাংস বলে খ্যাত তা (৩৫৬) দেহের নির্দিষ্ট উপাদান অচিন্তনীয়ভাবে অনির্দিষ্ট শূন্য জীবসত্তা নয় শক্ত পৃথিবী ধাতুমন্ত্র।

৫৪. স্নায়ু : অস্থিসমূহকে একসাথে বেঁধে দেহাভ্যন্তরে যা পাওয়া যায় তা হলো স্নায়ূ। এখানে যেমন লতার সাথে ইহার শাখা প্রশাখা এবং কঞ্চি একসাথে আবদ্ধ শাখা প্রশাখা এবং কঞ্চি তা জানে না, (৩৫৫) আমরা লতা দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ '। নতুবা জানে না 'আমরা লতার সাথে একত্রে আবদ্ধ' নতুবা লতা জানে না, শাখা প্রশাখা এবং কঞ্চি আমার দ্বারা আবদ্ধকৃত। সেরূপ অস্থি জানে না আমরা এক সাথে স্নায়ূ দ্বারা আবদ্ধ, নতুবা স্নায়ূ জানে না ,"অস্থিগুলো আমাদের দ্বারা একসাথে আবদ্ধ"। এসব বিক্রয় মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। আমরা যা স্নায়ূ বলে জানি তা এ দেহের নির্দিষ্ট উপাদান। অনন্ত্যনীয়ভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্তা নেই, শক্ত পৃথিবী ধাতু মাত্র।

৫৫. অস্থি : অস্থি বশে গোড়ালি অস্থি। গুচ্ছাস্থির সাথে লেগে আছে। গুচ্ছাস্থি হাঁটু নিম্নাস্থির সাথে লেগে আছে, হাঁটু নিম্নাস্থি কোমরাস্থির সাথে লেগে আছে, হাঁটু নিম্নস্থি কোমরাস্থির সাথে লেগে আছে, কোমরাস্থি উরুঅস্থির সাথে লেগে আছে, উরু অস্থি মেরুদণ্ডাস্থির, মেরুদণ্ডাস্থির ঘাড়াস্থির, ঘাড়াস্থি মাথায় খুলি অস্থির সাথে লেগে আছে দেখতে পাওয়া যায়। মাথার খুলি অস্থি ঘাড়াস্থির উপর ঠেকানো আছে, ঘাড়াস্থি মেরুদন্ডাস্থির উপর, মেরুদণ্ডাস্থি উরু অস্থির উপর, উরুঅস্থি কোমরাস্থির উপর, কোমরাস্থি

হাঁটুর নিম্নাস্থির উপর, হাঁটুর নিম্নাস্থি গুচ্ছাস্থির উপর, গুচ্ছাস্তি গোড়ালি অস্থির উপর ঠেকানো আছে। এখানে

৫৬. যেমন ইট, কাঠ অথবা (শুষ্ক কাঠের কুদাঁ) গোবরের স্তুপ করা হয়, সেসব নিচের সম্বন্ধে জানে না আমরা প্রত্যেক এসবের উপর ঠেস দিযে দাঁড়াই। নতুবা উপরে আছে কি জানিনা। আমরা প্রত্যেকে নিচে যা আছে তাতে ঠেকিয়ে থাকি।' অনুরূপভাবে পায়ের গোড়ালি অস্থি জানে না 'আমি গুচ্ছাস্থির সাথে লেপে দাঁড়িয়ে আছি নতুবা গোড়া অস্থি জানে না 'আমি হাঁটুর নিম্নাস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি' নতুবা কোমরাস্থি জানে না, 'আমি কোমর নিম্নাস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি''নতুবা কোমর নিম্নাস্থি জানে না ,' আমি মেরুদণ্ডাস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি''নতুবা মেরুদণ্ডাস্থি জানে না,'আমি ঘাড়াস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি''নতুবা ঘাড়াস্থি জানে না,'আমি মাথার খুলি অস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি' নতুবা মাথার খুলি অস্থি জানে না,'আমি ঘাড়াস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি' নতুবা ঘাড়াস্থি জানে না ,' আমি মেরুদণ্ডাস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি' নতুবা মেরুদণ্ডাস্থি জানে না, 'আমি কোমরের নিম্নাস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি, নতুবা কোমরের নিম্নাস্তি জানে না 'আমি কোমরাস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি, কোমরাস্থি জানে না, 'আমি হাঁটুর নিম্নাস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি' নতুবা হাঁটুর নিম্নাস্থি জানে না, 'আমি পায়ের গোদের অস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি, নতুবা গোছের অস্থি জানে না, 'আমি গোড়ালি উপর দাঁড়িয়ে আছি, 'নতুবা গোছের অস্থি জানে না ,'আমি গোড়ালি অস্থির উপর দাঁড়িয়ে আছি'। এসব বিষয় মধ্যস্থ সম্পর্ক বিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে অস্থি বলা হয় তা দেহের উপাদান অংশ বিশেষ (৩৫৬)। নিশ্চিন্তভাবে অনির্দিষ্ট (অস্পষ্ট , শূন্য, জীবসত্তা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৫৭. অস্থিমজ্জা: বিবিধ অস্থির মধ্যে অস্থিমজ্জা বিদ্যমান। এখানে যেমন, বাঁশ যখন সিদ্ধ করা হয় তখন বাঁশের অঙ্কুর ইত্যাদি বাঁশের গিরা ইত্যাদিতে বিরাজ করে । বাঁশের অঙ্কুর ইত্যাদি জানে না'আমাদেরকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, নতুবা বাঁশের অঙ্কুর ইত্যাদি জানে না আমরা বাঁশের গিরার মধ্যে ইত্যাদি সেরূপ, অস্থি জানে না," আমাদর মধ্যে মজ্জা বিরাজমান' নতুবা অস্থিমজ্জা জানে না'আমি অস্থির মধ্যে বিরাজমান'। এ সব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্ক বিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে অস্থিমজ্জা

বলা হয়, তা দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান, নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট (অস্পষ্ট), শূন্য, জীবসত্তা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৫৮. **মূত্র** ঃ হৃদয় মাংসের উভয় পাশে মূত্রথলি বিদ্যমান। মোটাসুস্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ, ঘাড়ের একটি গতিপথ ভিত্তি করে সঞ্চালিত হয়। কিছু দূর অতিক্রম করে দুভাগে বিভাক্ত হয়েছে। এখানে যেমন, দুটি আমাকে বোঁটা দিয়ে আবদ্ধ করা হয়, বোঁটা জানে না, "আমরা বোঁটা দ্বারা আবদ্ধ' অনুরূপভাবে গোটাস্নায়ূ মানে না,'পিত্তথলিদ্বয় আমাদের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছে,নতুবা মূত্রথলিদ্বয় জানে না আমি মোটাসুস্নায়ূ দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি'। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে মূত্র বলা হয়, তা হলো দেহের পরিপূরক উপাদান মাত্র। নিশ্চিন্ত ভাবে অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীব সত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৫৯. **হৃদপিণ্ড** : দেহের অভ্যন্তরে কাঠামোর পঞ্জরের নিকটে মধ্য স্থানে হৃদপিণ্ডের অবস্থান। এখানে যেমন কোন প্রাচীন শকটের কাঠামোর মধ্যস্থানের নিকটে একখণ্ডে মাংস আমার কাঠামোর নিকট মধ্যস্থানে স্থাপিত হয়েছে, নতুবা মাংসখণ্ড মাংস আমার কাঠামোর নিকট মধ্যস্থানে স্থাপিত হয়েছে,'নতুবা মাংসখণ্ড জানে না, 'আমি পুরাতন শকট কাঠামোর নিকট মধ্যস্থানে স্থাপিত'তদনুরূপ পঞ্জর কাঠামোর ভিতর জানে না, 'আমি দেহের অভ্যন্তরে পঞ্জর কাঠামোর নিকট মধ্যস্থানে অবস্থিত'। এসব বিষয় পরস্পর সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে আমরা হৃদপিণ্ড বলি তা একটি দেহের নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট শূন্য জীবসত্ত্বা বিহীন শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৬০. **যকৃৎ ঃ** দেহাভ্যন্তরে যকৃতের অবস্থান। দুই স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে ডান পার্শ্বে পাওয়া যায় । এখানে, যেমন যখন রান্নার পাত্রের উপর পাশে একজোড়া মাংসপিন্ড লেগে থাকে, পাত্রের ভিতর পার্শ্ব জানে না,'এক জোড়া মাংসে আমার উপর লেগে আছে' নতুবা জোড়া খণ্ড মাংস জানে না, ' (৩৫৭) ' আমি রন্ধন পাত্রে পাশে লেগে আছি'। তদনুরূপ, উবয় স্তনের মধ্যবর্তী স্থানের ডান পাশ জানে না,'হৃদপিণ্ড আমার নিকটে' নতুবা হৃদপিণ্ড জানে না, 'আমি দুই স্তনের মধ্যবর্তী স্থানের ডান পাশে' এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণে বর্জিত। সুতরাং

যাকে হৃদপিণ্ড বলা হয় তা দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান, নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

একাদশ অধ্যায়-২

৬১. **ক্লোমা (মধ্যচ্ছদা বা ঝিল্লী)** : লুক্কায়িত মধ্যচ্ছদা (ক্লোমা) হৃদয় এবং যকৃতের চারপাশ পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। অলুক্কায়িত মধ্যচ্ছদা সমস্ত শরীর ব্যাপী চামড়ার নিম্নভাগে বিরাজমান। এখানে যেমন মাংস যখন একখন্ড জীর্ণ বস্ত্রে স্থাপিত হয় তখন মাংস জানেনা, ' আমি জীর্ণবস্ত্রে ঢাকা' নতুবা জীর্ণবস্ত্র জানে,'আমি মাংস খণ্ড ঢাকা আছি।' অনুরূপভাবে হৃদয়, মূত্রাশয়(যকৃত) এবং মধ্যস্থ দেহের মাংস জানে না, 'আমি মধ্যচ্ছদা দ্বারা লুকায়িত আছি'। নতুবা মধ্যচ্ছদা (ঝিল্লি) জানে না,'আমি হৃদয়, মূত্রাশয় এবং সমস্ত দেহের মাংস লুকিয়ে রেখেছি'। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে মধ্যচ্ছদা বা ঝিল্লী বলা হয় তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অর্নির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্তা নয় শক্ত(কঠিন)পৃথিবী ধাতু।

৬২. **প্লীহা** : হৃদয়ের বাম পাশে সংযুক্ত পেটের উপরাংশে অবস্থিত। এখানে যেমন গোলাবাড়ির উপরাংশে একখণ্ড গোবর নিকটে বর্তমান, উপরাংশ জানে না, 'আমার নিকটে গোবর খণ্ড আছে।' নতুবা গোবর খণ্ড জানে না , 'আমি গোলাবাড়ির উপরাংশে আছি'। তদনুরূপ পেটের উপরাংশ সংযুক্ত স্থান জানে না,' প্লীহা আমার কাছে' নতুবা 'প্লীহা জানে না' আমি পেটের উপরাংশে সংযুক্ত। এসব বিষয়ে পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে প্লীহা বলা হয় তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চন্তভাবে, অর্নির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়- শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৬৩. **ফুস্ফুস্** : (Lights) - দেহাভ্যন্তরে স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে হৃদয় এবং যকৃতকে আবৃত করে ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এখানে, যেমন কোন এক পুরাতন গোলাবাড়ির ভেতরে পাখির বাসা ঝুলিয়ে আছে অথচ পুরাতন গোলাবাড়ি জানে না,'একটি পাখির বাসা 'আমার ভিতরে ঝুলে আছে,'নতুবা পাখির বাসা জানে না, ' আমি পুরাতন গোলাবাড়ির মধ্যে ঝুলে আছি'। তদনুরূপ (৩৫৮) দেহাভ্যন্তর জানে না, ফুসফুসগুলো,

'আমার মধ্যে ঝুলে আছ। কিংবা ফুসফুসগুলো জানে না, 'আমরা দেহের মধ্যে ঝুলছি'। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ, সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে ফুসফুস বলা হয় তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৬৪. **অন্ত্র** : দেহাভ্যন্তরে গলদেশ হতে মলদ্বার পর্যন্ত পলঘিত অন্ত্র বা নাড়িভুঁড়ি। এখানে যেমন, যখন অনেক পশুর শিরচ্ছেদকৃত দেহস্তুপে ইঁদুর - সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে (জড়ো হয়) এবং পশুর খাদ্য পাত্রে রক্ত রাখা হয়, রক্তে লাল পাত্র জানে না, 'একটি ইঁদুর- সাপের মৃতস্তুপ আমার মধ্যে রাখা হয়েছে' নতুবা ইদুঁর-সাপের কুণ্ডলী পশুরদেহ জানে না, 'আমি রক্তলাল পাত্রে আছি'। তদনুরূপ দেহাভ্যন্তর জানে না, 'আমার মধ্যে একটি গাবলা আছে'। নতুবা গাবলা জানে না,'আমি দেহের মধ্যে আছি'। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন, এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে অন্ত্র তথা নাড়িভুঁড়ি বলা হয তা দেহের অভ্যন্তরস্থ একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিতভাবে, অনির্দিষ্ট,শূন্য, জীবসত্তা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু মাত্র।

৬৫. **অন্ত্রগুণ** : এসব অন্ত্রগুণ একুশ বার কুণ্ডলীকৃত বাটির উপরস্থ স্থানে এর সাথে রন্ধনকৃতাবস্থায় দেখা যায়। এখানে যেমন রশি সেলাই করে রসির কুন্ডলী করে পা মোছা হয়। পা মোছার রশির কুণ্ডলী জানে না,'পা মোছার জন্য আমাকে একসাথে সেলাই করা হয়েছে'। নতুবা রশি জানে না,'আমাদের একসাথে সেলাই করা হয়েছে পা মোছার কুণ্ডলী তৈরির জন্য।' অনুরূপভাবে, বাটি জানে না, অন্ত্রগুণ পরস্পর গ্রথিত আমাকে বাঁধার জন্য'। নতুবা অন্ত্রগুণ জানে না 'বাটিকে বাঁধার জন্য আমাদের একসাথে গ্রথিত। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে অন্ত্রগুণ বলা হয় তা দেহাভ্যন্তরস্থ একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্ত ভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতুমাত্র।

৬৬. **ঔদরিক** : যে সব খাদ্য খাওয়া হয়, পান করা হয়, চর্বিত হয় এবং আস্বাদিত হয়ে পাকস্থলীতে গিয়ে স্থিত হয় তা হলো ঔদারিক (উদর)। এখানে যেমন কোন কুকুর তার থালার বমি করে রাখল। কুকুরের থালা জানে না, কুকুরের বমি আমার উপর স্থিত আছে। নতুবা কুকুরের বমি জানে না,"আমি কুকুরের থালায় স্থিত আছি'। অনুরূপভাবে পাকস্থলী

(জানে না, 'অন্ত্রগুণ মার উপর স্থিত আছে'। এসব বিষয় পরস্পরের মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন, এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে অন্ত্রগুণ বলা হয় তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য জীবসত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৬৭. **করীষ** : অন্ত্র বা নাড়িভুঁড়ির শেষ প্রান্তে করীষ বা মলের অবস্থান। যা দৈর্ঘ্যে আট আঙুল পরিমাণ লম্বা বাঁশের সংযোজন সদৃশ। যা পরিপাককৃত খাদ্যের আধার পক্কাশয় নামে অভিহিত।(৩৫৯) এখানে যেমন, সংযুক্ত বাঁশের মধ্যে বাদামি কাদা জানে না,'আমি বাঁশের চোঙায়'। অনুরূপ ভাবে, পক্কাশয় জানে না,'আমার মধ্যে করীষ বা বিষ্ঠা আছে'। নতুবা বিষ্ঠা জানে না, আমি পক্কাশয়ে আছি'। এসব বিষয় পরস্পরের মধ্যস্থ সম্পর্ক বিহীন, এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে করীষ বলা হয় তা এদেহের নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৬৮. **মস্তিষ্ক** : মাথার খুলির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের অবস্থান। এখানে যেমন কোন এক পুরাতন লাউয়ের খোলসে রুটি বা রুটির কাঁই (তাল) রাখা হলে লাউয়ের খোলস জানে না,'রুচির কাঁই(তাল) আমার মধ্যে আছে, নতুবা রুচির কাঁই জানে না, ' আমি লাউ খোসার মধ্যে আছি'। তদনুরূপ খুলির ভিতরাংশ জানে না, 'মস্তিষ্ক আমার মধ্যে আছে, নতুবা মস্তিষ্ক জানেনা, আমি একটি খুলির মধ্যে আছি'। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্ক বিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে মস্তিষ্ক বলা হয়, তা এ দেহের নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্ত ভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়,শক্ত পৃথিবী ধাতু।

৬৯. **পিত্তরস** : মুক্ত পিত্তরস, কর্মক্ষম জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ইহা সমস্ত দেহকে সিক্ত করে রাখে। পিত্ত থলিতে স্থানীয় পিত্তরস বিরাজ করে। এখানে যেমন কোন পিঠা তৈলে ভিজিয়ে দেয় তখন পিঠা জানে না,' আমাকে তৈল ভিজিয়ে দিল' নতুবা তৈল জানে না, আমি একটি পিঠাকে ভিজিয়ে দিলাম'। অনুরূপভাবে, দেহ জানে না, 'মুক্ত পিত্তরস আমাকে ভিজিযে দিল' নতুবা মুক্ত পিত্তরস জানে ন, 'আমি একটি দেহকে ভিজিয়ে দিলাম'। তদনুরূপ যখন একটি কোসাতকী (Loofah) লতার পাতলা থলি, বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়, কোসাতকী লতার থলি জানে

না,‘আমার মধ্যে বৃষ্টির জল আছে’ নতুবা বৃষ্টির জল জানে না, ‘আমি কোসাতকী লতার থলেতে আছি’। অনুরূপভাবে পিত্তথলি জানে না ‘স্থানিক পিত্তরস আমার মধ্যে আছে’ নতুবা স্থানিক পিত্তরস জানে না, ‘আমি পিত্তথলেতে আছি।’ এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এর প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে পিত্তরস বলা হয় তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

১০. **শ্লেষ্মা** : পাকস্থলীর উপরস্তরে শ্লেষ্মার অবস্থান। এবং বটিপূর্ণ পরিমাণ। এখানে যেমন মলকুণ্ডের উপর পাতলা ফেনার আবরণ পড়ে। মলকুণ্ড জানে না, ‘আমার উপর ফেনার আবরণ পড়েছে’(৩০০) নতুবা উপরের ফেনা জানে না, ‘আমি মলকুণ্ডের উপরে আছি’। অনুরূপভাবে পাকস্থলীর উপরস্তর জানে না, ‘আমার উপর শ্লেষ্মা পাত্র রয়েছে’। নতুবা শয্যাপাত জানে না আমি পাকস্থলীর উপর রয়েছি। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে শ্লেষ্মা বলা হয় তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান।নিশ্চিতভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

১১. **পূঁজ** : পূঁজের নির্দিষ্ট কোন অবস্থান নেই। যেখানে রক্ত প্রবাহ বন্ধ এবং প্রবাহ নষ্ট হয় বা শরীর ভাঙে, কিছুর দ্বারা আঘাত হয়, কাঁটার আঘাত, আগুনে পুড়ে যায় বা গরম জলে সেদ্ধ হয়ে যায়, বিষ ফোঁড়া হয় ইত্যাদি, সেস্থানে পূঁজ জন্মে। এখানে যেমন , যখন কোন বৃক্ষ কুড়াল বা অন্য কিছুর দ্বারা আঘাত করা হয় তখন গাছ হতে ধীরে ধীরে আটা নির্গত হয়। গাছের ক্ষতাংশ জানে না ‘আমাদের মধ্যে (গাম, আটা আছে)’। নতুবা আঠা জানে না, ‘আমি ক্ষতস্থানে আছি’। অনুরূপভাবে কোন কিছুর টুকরা, কাঁটা, ইত্যাদি দ্বারা আহত ‘আমি এরূপ স্থানে আছি’। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে পূঁজ বলা হয় তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিতভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্ব নয়, শক্ত পৃথিবী ধাতু।

১২. রক্ত : প্রচলন অবস্থায় রক্তের অবস্থান। পিত্তরসের মতো ইহা সমস্ত শরীরকে ভিজিয়ে রাখে। যকৃতের নিচের অংশস্থিত স্থানে বাটিপূর্ণ রক্ত জমানো অবস্থান বর্তমান। যা মূত্রাশয়, হৃদয়, যকৃত এবং ফুসফুস ভিজিয়ে

রেখে চলেছে। এখানে চলমান রক্তের সংজ্ঞা হলো মুক্ত পিত্তরসের মতো। কিন্তু অন্যভাবে, বৃষ্টির জল যেমন টপটপ করে কোন পুরাতন মৃৎপাত্রে পড়ে এবং তাতে ঢেলা সিক্ত হয় এবং নিচের দিক নিঃসাড় হয়ে যায়। মাটির ঢেলা এবং নিচের অংশ জানে না, 'আমার জলে সিক্ত হয়েছি। অনুরূপভাবে যকৃতের নিচের অংশ জানে না, 'অথবা মূত্রাশয় ইত্যাদি ক্রমে জানে না, 'আমার মধ্যে রক্ত বর্তমান।' অথবা মূত্রাশয় ইত্যাদি ক্রমে জানে না আমার মধ্যে রক্ত বর্তমান'। অথবা 'আমরা সিক্ত হয়েছি' নতুবা রক্ত জানে না,'আমি যকৃতের নিচের দিক পূর্ণ করে দিয়েছি'এবং মূত্রাশয়, ইত্যাদি ভিজিয়ে দিচ্ছি। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে রক্ত বলা হয় তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিতভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, আবহ সংযোগ,তরল অপ্রাপ ধাতু।

৭৩. **স্বেদ** : কেশকূপ ও লোমকূপের বিস্তৃত হয়ে স্বেদ বা ঘর্ম দেখা যায়। যখন আগুন, ইত্যাদির দ্বারা দেহ তপ্ত হয় তখন এসব হতে নির্গত হয়। এখানে যেমন, (৩৬১) যখন শাপলার কলি এবং স্তবক জল থেকে নির্গত হয়ে থাকে তখন বোঁটাস্থ শাপলাগুলো প্রস্ফুটিত হয় ইত্যাদি জানে না, জল আমাদের ফোঁটা ফোঁটা থেকে নতুবা প্রস্ফুটিত শাপলা স্তবক থেকে ফোঁটা ফোঁটা নির্গত জল জানে না আমি শাপলার স্তবক হতে ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়ে যাচ্ছি।' তদনুরূপ খোলা লোমকূপ ও কেশকূপ জানে না, 'আমাদের থেকে ঘর্ম নির্গত হচ্ছে।' নতুবা স্বেদ জানে না, 'আমি লোমকূপ ও কেশকূপ হতে ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হচ্ছি।' এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে স্বেদ বলা হয় তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিতভাবে, নির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, আবহ সংযোগ তরল আপ ধাতু।

৭৪. **মেদ** : ঘন মলম জাতীয় পদার্থ মেদ। ইহা মোটা লোকের দেহের সর্বত্র, শীর্ণ লোকের পায়ের তলার মাংসের উপর ইত্যাদি মধ্যে দেখা যায়। এখানে যেমন, মাংসের স্তুপ হলুদ বর্ণের জীর্ণ বস্ত্রে, আবৃত করা হয়, মাংসে স্তুপ জানে না, 'আমার উপর জীর্ণ বস্ত্র আছে, কিংবা হলুদ জীর্ণ বস্ত্র জানে না, আমার উপরে মাংসের স্তুপ রয়েছে।' অনুরূপভাবে,সমস্ত শরীর ব্যাপী মাংস অথবা পায়ের তলায় যে মাংস বিরাজিত জানে না,'আমার

উপরে স্বেদ রয়েছে’ নতুবা মেদ জানে না, ‘আমি সমস্ত শরীর ব্যাপী মাংস অথবা পায়ের তলার মাংসের উপর রয়েছি।’ এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে মেদ বলা হয তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিতভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, ঘন তরল আবহ সংযোগ আপ ধাতু।

১৫. **অশ্রু** : যখন অশ্রু সৃষ্ট হয় তখন ইহা চক্ষু কোটর পূর্ণ করতে দেখা যায়। এখানে, যেমন, যখন, চোখের কোমল পাতার নালার কোটর জলপূর্ণ হয়, কোমল পাতার নালার কোটর জানে না, ‘আমাদের মধ্যে জল আছে।’ নতুবা কোমল পাতার নালার কোটর জানে না, ‘আমি কোমল পাতার নালার কোটরে আছি’। তদনুরূপ,চোখের কোটর (গর্ত) জানে না, ‘অশ্রু আমার মধ্যে আছে’। নতুবা অশ্রু জানে না, ‘আমরা চোখের কোটরে আছি। ’ এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে অশ্রু বলা হয় তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিতভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, ঘন তরল আবহ সংযোগ আপ ধাতু।

১৬. **বসা :** বসা (চর্বি) হলো গলিত মলম জাতীয় পদার্থ। হাতের তালু এবং পশ্চাদ্ভাগে পায়ের তলা, পৃষ্ঠদেশ, নাকের উপর, কপাল এবং স্কন্ধের অংশে যখন অগ্নি, তাপ ইত্যাদিতে উত্তপ্ত হয় তখন দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে, যেমন, যখন আগুনে তৈল নিক্ষিপ্ত হয়, আগুন জানে না, ‘আমার উপর তৈল প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।’ নতুবা চর্বি জানে না, ‘আমি আগুনের উপর প্রক্ষিপ্ত হয়েছি।’ অনুরূপভাবে, হাতের, তালু ইত্যাদি স্থান (৩৬২) জানে না, ‘আমার উপর চর্বি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।’ নতুবা চর্বি জানে না, ‘আমি হাতের তালু, ইত্যাদিতে স্থিত স্থানে প্রক্ষিপ্ত হয়েছি।’ এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ, সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে বসা (চর্বি) বলা হয়, তা এ দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, আবহ সংযোগে তরল আপ ধাতু।

১৭. থুথু ঃ মুখের উভয় মাড়ি হতে নিঃসরিত হয়ে জিহ্বায় উপরে থুথু দৃষ্ট হয়। যখন থুথু নিঃসরণের পরিবেশ হয় তখন থুথু হয়। এখানে যেমন শূন্যগর্ভ নদীর তীর ক্রমাগত ধীরে জল প্রবাহিত হয়, শূন্যগর্ভ নদী তা জানে না, ‘আমার উপরে জলের অবস্থান আছে।’ নতুবা নদীর জল জানে না ‘আমি

শূন্যগর্ভ নদীর উপর অবস্থান করছি।' অনুরূপ, 'জিহ্বার উপরিতল জানে না,' মাড়ির উভয় পার্শ্ব হতে নিঃসরিত থুথু আমার উপর স্থিত।' নতুন থুথু জানে না, 'আমি মাড়ির উভয় পার্শ্ব হতে নির্গত হয়ে জিহ্বায় অবস্থান করছি। এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ সম্পর্ক এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে থুথু বলা হয়, তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্ত ভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, আবহ সংযোগে তরল আপ ধাতু।

৭৮. **শিক্নি ঃ** শিক্নি উৎপন্ন হলে নাসারন্ধ্র পূর্ণ হলে বা ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হলে শিক্নি দৃষ্ট হয়। এখানে যেমন পচা দই দিয়ে থলে ভর্তি করলে থলে জানেনা, 'আমার মধ্যে পচা দই আছে'। নতুবা পচা দই জানে না, 'আমি থলেতে।' অনুরূপভাবে, নাসারন্ধ্র জানে না, 'আমাদের মধ্যে শিকনি আছে', নতুবা শিকনি জানে না 'আমি নাসারন্ধ্রে আছি।' এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ, সম্পর্কহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে শিকনি বলা হয়, তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট শূন্য। জীবসত্ত্বা নয়, আবহ সংযোগে তরল আপ ধাতু।

৭৯. লসিকা ঃ লসিকা বা সন্ধিস্থলের তৈল একশত আশি রকম অস্থির সন্ধি স্থলে কার্যক্রম পিচ্ছিল রাখার জন্য কর্মক্ষম রয়েছে। এখানে, যেমন একটি অক্ষ দণ্ড তেলে পিচ্ছিল করা হয়। তা অক্ষদণ্ড জানে না, 'তৈল আমাকে পিচ্ছিল করেছে।' নতুবা তৈল জানে না, 'আমি অক্ষদণ্ডকে পিচ্ছিল করেছি। অনুরূপভাবে, 'একশত আশি সন্ধিস্থল জানে না, 'সন্ধি তৈল আমাকে পিচ্ছিল করেছে,' নতুবা সন্ধি তৈল জানে না, 'আমি একশত আশি সন্ধিকে পিচ্ছিল করছি।' এসব বিষয় পরস্পর মধ্যস্থ, সম্পর্কবিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত। সুতরাং যাকে সন্ধি তৈল বা লসিকা বলা হয়, তা এদেহের নির্দিষ্ট উপাদানে নিশ্চিন্তভাবে অনির্দিষ্ট। শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, আবহ সংযোগে তরল আপ ধাতু।

৮০. মূত্র : মূত্রথলিতে উপর অবস্থান। এখানে যেমন যখন কোন হিদ্রময় পাত্র ময়লা জলে উল্টিয়ে রাখা হয়, ছিদ্রময় পাত্র জানে না, 'নোংরা জল আমার মধ্যে পরিস্রাবিত হচ্ছে। নতুবা নোংরা জল পরিস্রাবক জানে না, 'আমি ছিদ্রময় পাত্রের মধ্যে আছি।' অনুরূপভাবে, মুদ্রাশয় জানে না, ' (৩৬৩) 'আমার মধ্যে সূত্র আছে।' নতুবা মূত্র জানে না, 'আমি মূত্রাশয়ে আছি।' এসব **বিষয় পরস্পর** মধ্যস্থ, সম্পর্ক বিহীন এবং প্রত্যবেক্ষণ বর্জিত।

সুতরাং যাকে মূত্র বলা হয় তা এদেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্ত ভাবে অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয় আবহ সংযোগে তরল আপ ধাতু।

৮১. **[মিশ্রণত্ত্ব (কলাপ) ঃ]** এভাবে তিনি কেশ ইত্যাদিতে যখন মনোযোগ স্থাপন করেন তখন তাঁর চার তেজ মিশ্রণে মনোনিবেশ করা উচিত ঃ যখন কেউ তপ্ত হয়- তা হলো তার দেহের একটি নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্ত ভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, ইহা তেজধাতু আবহ পরিপক্কে।

যে জনের বয়স বাড়ে তেজে দগ্ধ হয়,
খেয়ে পিয়ে চর্বণেতে স্বাদনিয়ে ছয়।

যা পায়িত, চর্বিত এবং স্বাদিত তা পূর্ণভাবে পরিপাক হয়। ইহা দেহের উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, ইহা পরিপক্ক আবহে তেজ ধাতু।

৮২. অত:পর উর্দ্ধগামী (শক্তি) বায়ু উদ্ভাবন করে 'উদ্ধগামী বায়ু,' নিম্নগামী বায়ু (শক্তি) নিম্নগামী বশে, উদরস্থিত বায়ু উদরস্থ বায়ু (শক্তি), অন্ত্রবায়ু- অন্ত্র বায়ু বশে (শক্তি), যা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গতি সঞ্চারিত হয়। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে গতি সঞ্চারিত হয়ে শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগ বশে শ্বাস গ্রহণ প্রশ্বাস ত্যাগে মনোযোগ দেওয়া উচিত।' মনোনিবেশ দান উচিত ছয় উপাদানে ঃ যা উর্দ্ধগামী বায়ু (শক্তি) তা এ দেহের নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্তভাবে, অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, স্ফীত আবহে ধাতু। (এভাবে)ঃ
যাকে শ্বাস গ্রহণ নিম্নগামী বায়ু (শক্তি) হয়
যাকে উদরস্থ বায়ু (শক্তি) বলা হয় হয়
যাকে অন্ত্রস্থ বায়ু (শক্তি) বলা হয় হয়
যাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গতি সঞ্চার (শক্তি) বায়ু বলা হয় হয়
যাকে শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ূ বলা হয়, তা এদেহের নির্দিষ্ট উপাদান। নিশ্চিন্ত ভাবে অনির্দিষ্ট, শূন্য, জীবসত্ত্বা নয়, ইহা স্ফীতি আবহে বায়ো ধাতু।

৮৩. এভাবে মনোনিবেশ করায় ধাতু তাঁর নিকট ধাতু বশে প্রকট হয়। তাতে মনোযোগ এবং পুনরাবৃত্তি করাতে তাঁর মধ্যে উক্ত মতে উপচার ধ্যানের উন্মেষ হয়।

[(৩) সংক্ষেপ বৈশিষ্ট্য সহাকারে ঃ]

৮৪. এভাবে মনোনিবেশের পরেও যার কর্মস্থান সফল হয় না, তবে তাঁকে সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য (চরিত) সহকারে সাধনা করা দরকার। তা কিভাবে ? বিশটি উপাদানে যে কঠিন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা পৃথিবী ধাতু বশে সংজ্ঞায়ন করা উচিত। এবং সংযোগ বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান আপধাতু, পরিপক্ক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তেজধাতু এবং স্ফীতি বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান বায়োধাতু। দ্বাদশ উপাদানের মধ্যে সংযুক্তি বৈশিষ্ট্যে আপ ধাতু বশে সংজ্ঞায়ন করা উচিত। পরিপক্ক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান তেজধাতু কায়া ধাতু বশে বিদ্যমান স্ফীতি বৈশিষ্ট্য, পৃথিবী ধাতু বশে বিদ্যমান কঠিন বৈশিষ্ট্য। চার উপাদানে পরিপক্ক তার বৈশিষ্ট্যে তেজধাতু সংজ্ঞায়ন উচিত। বায়ু ধাতুতে বিদ্যমান স্ফীতি বৈশিষ্ট্য ইহা হতে (অসংপৃক্ততব্য) (৩৬৪) অপৃথকনীয়। পৃথিবী ধাতুতে কঠিন বৈশিষ্ট্য এবং আপ ধাতুতে সংযোগ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ছয় উপাদানের মধ্যে স্ফীতি বৈশিষ্ট্য বশে বায়োধাতু কঠিন বৈশিষ্ট্য বশে পৃথিবী ধাতু সংযোজন বৈশিষ্ট্যে বশে আপ ধাতু এবং পরিপক্ক বৈশিষ্ট্য বশে তেজধাতু সংজ্ঞায়ন করা উচিত।

এসবকে তিনি এভাবে সংজ্ঞায়ন করার ফলে তাঁর নিকট ধাতুসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এসবে মনোনিবেশ প্রদান পুন:পুন: আবর্জনের ফলে পূর্বোক্ত মতে তাঁর উপচার ধ্যান লাভ হয়।

[(৪) বিশ্লেষণাত্মক বৈশিষ্ট্য ঃ]

৮৫. যা হোক এভাবে মনোনিবেশ দানের ফলেও যদি তাঁর কর্মস্থানে সফলকাম না আসে তখন তিনি এভাবে বিশ্লেষণাত্মক বৈশিষ্ট্য বশে ধ্যান করা উচিত। তা কিরূপ ? কঠিন বৈশিষ্ট্যের কেশ ধাতুকে পৃথিবী ধাতু, সংযোগ বৈশিষ্ট্যের বায়োধাতু সংজ্ঞায়ন করা উচিত। উপাদানে চার ধাতুতে সংজ্ঞায়ন করা উচিত।

যেহেতু তিনি এসবে এভাবে সংজ্ঞায়ন করেন ধাতুসমূহ তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি এসবে পুন:পুন: আবর্জন এবং মনোযোগ প্রদানের ফলে পূর্ব বর্ণিত মতে তাঁর উপচার ধ্যান লাভ হয়।

[মনোযোগের উপরন্তু পদ্ধতি ঃ]

৮৬. অধিকন্তু নিম্নোক্ত পদ্ধতি মতে মনোনিবেশ দান উচিত। ১. শব্দার্থ বশে ২. গুচ্ছ বশে ৩. ক্ষুদ্রানু বশে ৪. বৈশিষ্ট্য দ্রব্যপ ৫. গঠনত্ত্ব বশে ৬. বহুত্ব এবং সংযুক্তি বশে ৭. বিভাজনায় (পৃথকত্ব) বশে ৮. অনুরূপ এবং অননুরূপ

বশে ৯. অন্ত-বহি তুলনা বশে ১০. সংশ্লিষ্টকরণ বশে ১১. হেতু বশে ১২. চিত্ত বিক্রিয়াহীন বশে ১৩. হেতু বিশ্লেষণ বশে।

৮৭.১. এখানে শব্দার্থ বশে যারা এসবে মনোযোগ দেয় পৃথক ও সাধারণত এভাবে [পৃথকভাবে] ইহা পৃথিবী (পঠবি) কারণ ইহা বিস্তারিত (পটঠট), ইহা বহমান (অপ্পোতি) বা ইহা ধীরে চলে (আপিয়তি) বা ইহা পরিতৃপ্ত (অপপয়তি) বলে আপ (আপো ইহা তপ্ত করে (তপতি) বলে তেজ, ইহা প্রবাহিত (বায়তি) বলে বায়ু (বায়ো)। কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে এসব ধাতু। স্বস্ব বৈশিষ্ট্যে (ধারণ) ধারণ করে বশে (আদান)। ইহাই শব্দার্থ বশে মনোযোগ প্রদজ্ঞান।

৮৮. ২. পুচ্ছ বশে ঃ কেশ, লোম, শুরু করে বিশটি পৃথিবী ধাতু বর্ণিত আকৃতি, সিকনি, শ্লেষ্মা শুরু করে বারটি অপধাতু বর্ণিত আকৃতি। এসব বশে ঃ

বন্ন গন্ধো রসো ওজা চতস্‌সোচাপি ধতুয়ো,
অট্‌ঠধম্ম সমোধানা হোতি কেসাতি সম্মুতি।

– বর্ণ-গন্ধ স্বাদনীয় সহপুষ্টিময়,
বিলেপন গন্ধ আর আছে চতুষ্টয়।
এসবের সমযোগে যাহা অষ্টম হয়,
কেশ বলে সর্ববোধে জানহ নিশ্চয়।
অষ্টম হতে এসবেরে পৃথক করণে,
সর্ববোধে নাহি রবে কেশ উচ্চারণে।

সুতরাং আটস্তরের মধ্যে ক্লেশ হলো গুচ্ছ নাম মাত্র। অনুরূপভাবে লোম (৩৬৫) এবং অপরাপর ধাতু। একটি উপাদান যা কম্মমূল কার্বণ নামে দশবিধ স্তরের একটি গুচ্ছ [যাকে অতীত অষ্টক বলা হয়] তৎসঙ্গে জীবিতেন্দ্রিয় এবং ভাব। কিন্তু ইহার নিজনিজ প্রসিদ্ধির জন্য (কঠিন বা সংযোজন) পৃথিবী ধাতুর বা আপধাতুর প্রকৃতি উপস্থিত হয়। গুচ্ছ দ্বারা মনোনিবেশ যেভাবে দিতে হয় ইহা তার স্বরূপ।

৮৯. ৩. ক্ষুদ্রজন বশে ঃ এ দেহে যে পৃথিবী ধাতু বর্তমান তা ধূলিকণা এবং চূর্ণীকৃত হয়ে পরমাণু সদৃশ যা গড়ে দ্রোণ পরিমাণ বলে নির্মিত, তাতে পূর্ণ। এবং তা আপ ধাতু দ্বারা ধৃত হয়ে অর্ধেক পরিমাণে সংগঠিত হয়। তেজ ধাতু দ্বারা অণুরক্ষিত হয়ে, বায়ো ধাতু দ্বারা স্ফীত হয়ে, তা চার

দিকে ছড়ানো হয় না, অথবা বিক্ষিপ্ত করা হয় না। ইত:স্তত ছড়ানো বা বিক্ষিপ্ত না হয়ে পুরুষ অথবা স্ত্রী ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এবং ক্ষুদ্রতর বৃহত্তর, দীর্ঘতা, হ্রস্বতর, অসম, অনমনীয় ইত্যাদির অন্যতর স্তরে রূপান্তরিত হয়।

৯০. আপ ধাতুর তারল্যতা যা, তা হলো সংযোজনতা ভূমিতে সৃষ্টি, তেজে রক্ষিত, বায়োতে স্ফীত, ফোঁটা ফোঁটা নিঃস্বরিত অথবা দৌঁড়ে যায় না। ফোঁটা ফোঁটা নিঃস্বরণ অথবা দৌঁড়ে না গিয়ে ইহা ধারাবাহিকতা এবং শীতলতা বজায় রাখে।

৯১. মা খাদিত, পায়িত, ইত্যাদি হয় এবং যা অপ্ত করে এবং তেজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত তা আজ সহযোগে ঘটে, এবং বা বায়োদ্বারা বন্ধীত হয় এ দেহ রক্ষিত হয় এবং ইহার যথাযথ আগমন নিশ্চিত করে তা হলো তেজধাতু। এবং এদের ইহা দ্বারা রক্ষিত হয়ে কোন পচন পরিভ্রষ্ট হয় না।

৯২. বায়ো ধাতুর কার্যকারিতা সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গে ক্রিয়াশীল। ইহার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সঞ্চালন এবং সংযোজন। ভূমির উপর দৃশ্যক্ষণ, আপ এবং তেজ দ্বারা গঠিত এবং রক্ষিত হয়ে দেহ সংযোজিত। এদেহ সর্বশেষ বায়ো সংযোজিত হয়ে হয় না। কর্মক্ষমতা যায় না, করায় অপর বায়ুদ্বারা সমভাব রক্ষা করে, সূচনা দেখায়, নমনীয় হয়, বৃদ্ধি হয়, ইত:স্তত হাত-পা সঞ্চালন করায়। এবং এসব ভাবভঙ্গি করতে গিয়ে, গমন, দাঁড়ান উপবেশন এবং শয়ন সংঘটিত হয়। সুতরাং ধাতু সমূহের এসব যান্ত্রিকতা জাদুর কৌশলের মতো সংঘটিত হচ্ছে। নর-নারী ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলকে চরমভাবে বোকা বানাচ্ছে।

এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রাণু বশে কিভাবে মনোনিবেশ করতে হয় তার বর্ণনা প্রদত্ত হল।

৯৩. ৪ **চরিত ইত্যাদি বশে ঃ** চতুর্ধাতু যোগাবচর এভাবে আবর্জন করবেন ঃ পৃথিবী ধাতু ইহার বৈশিষ্ট্য কি. কার্যকারিতা কি, অভিব্যক্তি কি যে সবগুলো এভাবে সংজ্ঞায়ন করা উচিত। পৃথিবী ধাতুর বৈশিষ্ট্য হলো ইহার কঠিনত্ব। ইহার কার্যকারিতা হলো ভিত্তিস্থাপন, গ্রহণে ইহার অভিব্যক্তি, প্রকাশ আপধাতুর বৈশিষ্ট্য ফোঁটা ফোঁটা নিসরণতা। কার্যকারিতা হলো তীব্রতর করা, গ্রহণই ইহার অভিব্যক্তি। তেজ ধাতুর বৈশিষ্ট্য হলো তপ্ত করা।

কার্যকারিতা হলো পরিপক্ক করা (ধারণ করা), অভিব্যক্তি হলো ক্রমাগত কোমলতা সরবরাহ করা। বায়ো ধাতুর বৈশিষ্ট্য হলো স্ফীতকরণ, কার্যকারিতা হলো গতি সঞ্চার করা। আহ্বান করাই ইহার অভিব্যক্তি (অভিনীহার)। এসবে হলো কিভাবে বৈশিষ্ট্যের আলোকে এসব মনোনিবেশ করা ইত্যাদি। (৩৬৬)

৯৪. ৫. **সমুদয় বশে ঃ** কেশ থেকে শুরু করে পৃথিবী ধাতু ইত্যাদিতে প্রদর্শিত বিস্তারিত বর্ণনা ৪২ প্রকার উপাদানের মধ্যে অভিভোজন, মল, পুঁজ, এবং মূত্র সংশ্লিষ্ট মাত্র। অশ্রু, চর্বি, থুথু এবং সিকনি সংশ্লিষ্ট চারটি চিত্তজ। ভোজনকৃত ইত্যাদিকে পরিপাকে সহায়তা করে তা হলো ভেষজ কর্মজ মাত্র শ্বাস প্রশ্বাস চিত্তজ। এবং অপরাপর সবই চতুর্গুনন মাত্র সমুদয়।

৯৫. ৬. **বহুত্ব এবং একত্ব বশে ঃ** সব ধাতুর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বহুত্ব বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বর্তমান। পৃথিবী ধাতুর ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা এবং অভিব্যক্তি এক এবং আপধাতুর ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম। কিন্তু রূপ বশে মহাভূত, ধাতু, ধর্ম, অনিত্য, ইত্যাদির মধ্যে একত্ব বর্তমান। এতদসত্তে ও সুর্নিদিষ্ট চরিত প্রভৃতির প্রেক্ষিতে এবং হেতু ও কর্মাদি অনুসারের এসবে বহুত্ব বিরাজমান।

৯৬. **এসব ধাতু রূপের উদাহরণ ঃ** কারণ এসব রূপণের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করেনি। এসব মহাভিব্যক্তির প্রভৃতি কারণে মহাভুত। মহাভূত প্রভৃতি বলতে এসব ধাতুকে মহাভূত বলা হয়। সে কারণগুলো হচ্ছে- ক. মহত্ত্বের অভিব্যক্তি খ. মহাসৃষ্টির অনুরূপ গ. মহাসংরক্ষণ, ঘ.মহা পরিবর্তন এবং ঙ. এ সব মহান এবং বাস্তব।

৯৭. এখানে (ক) **মহত্ত্বের প্রকাশ ঃ** নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃঢ় মনের এবং দৃঢ় সংলগ্ন নয় (কর্ম নির্ভর) এ উভয় মহত্ত্বের প্রকাশ (অভিব্যক্তি) ঘটে।

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনায় শুরুতে এসবের নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃঢ় সংলগ্ন মহত্ত্বের বিকাশ প্রদত্ত হয়নি ঃ

দুরে সত সহস্সানি, চত্তারি নহুতানি চ
এত্তকাং বহলত্তেন সঙ্খাতায়ং বসুন্ধবাতি।

– শত একের দ্বিরাবৃত্তি ঘটে সহস্রতম (দেড়ক্রোশ),
অতপর তথারূপ নহুত চার সম।

ভূতলেতে সর্ব সম্পদ আছে বিরাজমান,
গম্ভীর ঘনত্ব বটে বলে বিজ্ঞজন।

এবং এসব বৃহদাকারে প্রকাশিত হয় অবিচ্ছিন্ন দৃঢ় সংলগ্নতায়। উদাহরণ স্বরূপ। মৎস্য, কাছিম, দেবতা, দানব, দৈত্য প্রভৃতির দেহে। সে কারণে বলা হয়েছে ঃ 'ভিক্ষুগণ এ মহা সমুদ্রে প্রভৃতিতে শত রকমের সৃষ্টজীব রয়েছে। (A iv-207)

৯৮. (খ) **মহাসৃষ্টির মধ্যে অনুরূপ বশে ঃ** যেমন একজন জাদুকর জলকে স্ফটিক না হয়ে স্ফটিকে এবং মাটির ঢেলা না হয়েও মাটির ঢেলা, সোনা না হয়েও সোনায় রূপান্তর করে। এবং এ সবকে তিনি দেবতা অথবা পাখি না হয়েও দেবতা ও পাখিরূপে দেখাতে পারেন।। অনুরূপভাবে তারা নীল-কাল না হয়েও দেবতাও পাখিরূপে দেখাতে পারেন। অনুরূপভাবে তারা নীল-কাল না হয়েও নীল কালো বস্তুতে রূপান্তরিত তারা হলদে লাল না হয়ে সাদা না হয়ে (৩৬৭) ও তাদেরকে সাদা বস্তুতে রূপান্তর করে দেখায়। এভাবে জাদুকরের মহাভূতকে মহাসৃষ্টির অনুরূপ দেখায়।

৯৯. এবং যেমন যে কোন সুষ্ট মহাপ্রাণ হোক না কেন, যথা, যক্ষ, জোরে ধরে নিজের আয়ত্তে রাখে, তাদের মধ্যে ভেতর বাহির কোথাও দাঁড়ানোর কোন অবস্থান নেই। এবং যদিও তাদের কোন স্বাধীন স্থিরতা নেই। অনুরূপভাবে এসব ধাতু অন্তরে না বাহিরে স্থিরত্ব নেই দেখা যায় না। যদিও অপরের স্বাধীনভাবে কোন অবস্থান নেই। এরূপে এসব মহাভূত মহা সমপ্রাণ। যেমন যক্ষের যেমন চিন্তনীয় কোন অবস্থা নেই।

১০০. এবং যেমন মহাভূত যক্ষিনী বলে জ্ঞাত, তারা নিজেদের ভয়াকূলতা একটা মনোরম বর্ণ আকৃতি এবং অঙ্গ ভঙ্গি প্রাণীদের ভোলানোর জন্য নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে এসব ধাতু কঠিন ইত্যাদি শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যে এবং কার্যকারিতায় মনোরম বর্ণের চর্মে, স্ত্রী পুরুষের দেহবল্লভ ইত্যাদি, মনোরম আকৃতির অঙ্গ সৌষ্ঠব, এবং মনোরম ভঙ্গির আঙ্গুল পায়ের আঙুল এবং চোখের ভ্রব্ধ এবং এসব নিজনিজ কর্মক্ষমতা, সুপ্ত রেখে সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করে। নিজেদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। এভাবে মহাভূত সৃষ্ট মহাপ্রাণের মধ্যে সমতা আনয়ন করে। সম্মিলনীরা যেহেতু প্রলোভিত করে।

১০১. (গ) **মহা সংরক্ষণ ঃ** উপরস্থ বিষয় যেহেতু মহাপোককরণ দ্বারা সহ্য করতে হয়। এজন্যে এসব ধাতু হল মহাভূত। যেহেতু এসব ভূত খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ভূত, গঠিত, যা মহান (গুরুত্বপূর্ণ) এবং প্রত্যক্ষ হয় অথবা বিকল্পে, যেহেতু তা প্রাথমিক সংরক্ষণ মহান তা মহাভূত।

১০২. (ঘ) **মহা বিহার ঃ** শক্তভাবে আঁকড়ে না থাকা এবং থাকার মূল হল মহাবিহার (পরিবর্তন)। এখানে আঁকড়ে না থাকার মহাবিহার এর প্রমাণ ইহার যুগ যুগ ধরে যুগনিহিত থাকা। এবং আঁকড়ে থাকা হলো দেহস্থ ধাতুর উপদ্রব। তদনুসারে ঃ

ভুমিতে বট্ঠিতা যাব, ব্রহ্মলোকা বিধাবতি ;
অচ্চি অচ্চিমতো লোকে, ড্য়্হ মনেম্হি তেজসা।
কোটিসত সহসেসকং চক্কবালহং বিলীয়ন্তি,
কুপিতেন যদা লোকো, সলিলেন বিনস্সতি।
কোটিসত সহস্সেকং চক্কবালং বিকিরতি।
বায়োধাতু পকোপ্পেন, যদা লোকো বিনস্সতি
পথদ্ধো ভবাতি কায়ো, দট্ঠো কটঠমুখেন বা,
পঠবী-ধাতুপ্পকোপেন হোতি কট্ঠ মুখেব সো।
পথদ্ধোভবতি কায়ো, দটঠো কটঠমুখেন বা
পঠবী-ধাতু প্পকোপেন, হোতি কটঠমুখেব সো।
পূতিয়া ভবন্তি কায়ো দট্ঠো পূতিমুখেন বা ;
আপধাতুপ্পকোপেন, হোতি-পূতিসুখেব সো।
সন্তত্তো ভবতি কায়ো দট্ঠো অগগিমুখেন বা,
তেজোধাতুপ্প কোপেন, হোতি অগ্গিমুখেন সো।
সঞ্ছিন্নো ভবতি কায়ো দট্ঠো সথমুখেন বা,
বায়োধাতুপ্পকোপেন হোতি সথমুখেন বা মো।

– মহাগ্নি হুতাশনের শিখা তোলপাড়
ভূমির বাহিরে তথা উচ্চতর দৌঁড়।
উচ্চতম হয় যথা ব্রহ্মা স্বর্গের ঈশ্বর,
যদা জ্বলে আগুনেতে এ জগৎ মাঝার।
এ সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিমাপ নিয়মে,

বিস্তারেতে শত-সহস্র কোটিতে প্রথমে।
জল যথা তোলপাড় প্রশান্ত সুস্থিত,
বিশ্বমাঝে বন্যা যথা শান্ত সুবিস্তৃত।
এক শত-সহস্র কোটি ক্রোশ যথা সংজ্ঞা হয়
এ সমগ্র বিশ্ব বিস্তার প্রস্থেতে মাপয়।
বিশ্ব যদা ফেটে পড়ে তথা বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত,
বায়ু ধাতু বিশ্ব জুড়ে হয় রূপায়িত।
কদর্য়ক মুখের হল যখন ফুটায়,
কঠিন হয় দেহতন্ত্র সব অভিপ্রায়।
পৃথিবী ধাতু যবে উত্তেজিত হয়
এরূপ সর্প দ্বারা আকর্ষণের দূর হয়।
দংশনেতে পচা বদন পারে নিরমাণে,
অবয়ব দেহবল্লভ অভিপ্রায় সমানে।
আপধাতু যবে কিনা উত্তেজিত হয়
এবরূপ সর্প দ্বারা আকর্ষণ দৃঢ় হয় (৩১৮)
দংশনেতে সবের পারে নিরমাণে
অবয়ব দেহবল্লভ অভিপ্রায় সমানে।
আপধাতু কিনা উত্তেজিত হয়
এরূপ সর্প দ্বারা আকর্ষণ দৃঢ় হয়।
দংশনেতে চোরা বদন পারে নির্মাণে
অবয়ব ছড়ায় দেহে অভিপ্রায় সমানে।
বায়ুধাতু যবে কিনা উত্তেজিত হয়,
এবরূপ সর্প দ্বারা আকর্ষণ দৃঢ় হয়।

এবরূপ সর্প দ্বারা আকর্ষণ দৃঢ় হয়, কায়ুধাতু যবে কিনা উত্তেজিত হয়। সুতরাং মহাভূত সমূহ, যেহেতু তারা ভূত (মল) মহান ক্রম পরিবর্তন

১০৩. (ঙ) মহা এবং সত্ত্ব বশে ঃ মহা (মহন্ত), যেহেতু তারা এসবকে ছক থেকে বাদ দিতে মহা কর্মক্ষম হতে হয় এবং ভূত যেহেতু তারা অস্থিত্বে বিরাজমান। এসব হলো মহাভূত যেহেতু এসব মহা এবং যেহেতু এসবে ভূত বিরাজিত।

এরূপে এসব ধাতু যেভাবে 'মহাভূত' তা হলো মহা আবির্ভাব ইত্যাদি।

১০৪. পুনশ্চঃ এসব স্বীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বলে ধাতু। দুঃখকে (আদান) ধারণ করে বলে, দুঃখকে শ্রেণি বিন্যাস স্বরে বলে (আদান) ধাতু, বৈশিষ্ট্যে থেকে কিছুই বাদ যায় না বলে ধাতু। এসব স্বীয় বৈশিষ্ট্যে রঞ্জন করে বলে ধারণ। যথোপযুক্ত সময় ধরে ধারণ (সত্ত্বের বার) করে বলে ধারণ, আশয় ধ্বংস সাধন পর্যন্ত এসব অনিত্য ভয় উৎপাদন পর্যন্ত। এসব বেদনা দায়ক নিত্য ইত্যাদির অন্তস্থল বলে অনাত্ম। এসবই রূপ বলে একটা একত্ব বিরাজ করে। মহাভূত, ধাতু, ধর্ম, অনিত্য ইত্যাদি। এভাবে এসবে বৈচিত্র্য ও একত্ব বশে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

১০৫. ৭. **বিভাজনীয় এবং অবিভাজনীয় বশে** ঃ অবস্থানগত ভাবে এসব অবিভাজনীয়। যেহেতু এগুলো সব সময় এক সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে প্রতি ক্ষণে শূন্য এবং অপর শ্রেণির রূপীয় আকার ধারণ করে। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিভাজনীয়। ইহা হয় যেভাবে বিভাজনীয় এবং অবিভাজনীয় বশে মনোনিবেশ করা উচিত তা এখানে উদ্দিষ্ট।

১০৬.৮ **অনুরূপ এবং অনুনরূপ বশে** ঃ এভাবে যদিও এসব অবিভাজনীয়, তা সত্ত্বেও ওজনের ভরত্বের দিক হতে, প্রথম দুটি সমমানের এবং সেরূপ শেষ দুটি হালকা প্রমাণের কিন্তু (এ কারণে) প্রথম দুটি শেষ দুটির মধ্যে অননুরূপ এবং শেষ দুটি এবং প্রথম দুটির মধ্যেও। ইহা এভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত 'অনুরূপ এবং অননুরূপ' ।

১০৭. ৯. **অন্ত-বহি : তুলনা বশে** ঃ অন্তঃস্থ ধাতুসমূহ চিত্তের দৈহিক, ভিত্তি, বিভিন্ন আলম্বন, এবং রূপ, ইন্দ্রিয় সমূহের সহায়ক (রূপীয়)। এসব ঈর্ষাপথ সম্পৃক্ত এবং চার শ্রেণিতে সনুপস্থিত। বহিঃস্থ ধাতুসমূহ এর বিপরীত ধর্মী। অন্তঃবহিঃ তুলনা বশে যেভাবে মনোনিবেশ প্রদান উচিত ইহা তাই।

১০৮. ১০. **সংশ্লিষ্টকরণ বশে** ঃ কর্ম সমুপস্থিত (হেতু) পৃথিবী ধাতু অপরাপর কর্ম সমুপস্থিত (হেতু) ধাতু সমূহের সাথে সংযুক্ত। কারণ এসবের মধ্যে হেতুগত কোন পার্থক্য নেই। তদনুরূপ, হেতুচিত্ত অপরাপর যেহেতু ধাতু (কম্ম হেতু) র সঙ্গে সংযুক্ত। ইহাই যেভাবে সংশ্লিষ্ট করণবশে মনোনিবেশ করা উচিত।

১০৯. ১১. **হেতু বশে** ঃ পৃথিবী ধাতু যা জলের দ্বারা একসাথে গঠিত। তেজ দ্বারা রক্ষিত এবং বায়ু দ্বারা স্ফীত অপর তিন মহাভূতের দ্বারা সবের ভিত্তি রচনা

করে। আপ ধাতু যা পৃথিবীর উপর সৃষ্ট, তেজ দ্বারা রক্ষিত, বায়ু দ্বারা অপর তিন মহাভূত সংযোজিত। তেজ ধাতু যা ভূমির উপর সৃষ্ট জল দ্বারা একত্রে গঠিত (৩০৯) বায়ু দ্বারা স্ফীত অপর তিন মহাভূত কর্ম দ্বারা প্রসারিত। হেতু বশে এভাবে মনোনিবেশ করা উচিত বিবৃত।

১১০. ১২. **চিত্ত বিক্রিয়াহীন বশে ঃ** এখানেও পৃথিবী ধাতু জানে না 'আমি পৃথিবী ধাতু অথবা আমি অপর তিন মহাভূতের ভিত্তির হেতু।' এবং অপর তিন মহাভূত ও জানে না 'আমাদের ভিত্তির হেতু পৃথিবী ধাতু'। অনুরূপভাবে অপর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে। এখানে চিত্ত বিক্রিয়াহীন বশে, যেভাবে মনোনিবেশ করা উচিত তা বিবৃত।

১১১. ১৩. হেতু বিশ্লেষণ বশে ঃ ধাতুর মধ্যে চার হেতু বর্তমানা তা হলো কর্ম, চিত্ত, আহার, ঋতু।

এখানে কর্মমূলের হেতু কেবল কর্ম। এবং চিত্তাদি একাই হলো চিত্তমূলের নির্দিষ্ট হেতু, কিন্তু অপরাপর নয়। এবং কর্ম হল হেতু মূল সৃষ্টি কারক, যাতে কর্মমূল নিহিত আছে। পরোক্ষভাবে ইহা অপরাপরে জন্য চরম সহায়ক হেতু। চিত্তমূল সৃষ্টির হেতু হল বিজ্ঞান পরবর্তী উৎপন্ন বর্ধিষ্ণু হেতু বর্তমান এবং ইহা অনুৎপন্ন অপরাপরের হেতু। আহার মূলের হেতু হলো আহার নিষ্পন্ন করা (প্রস্তুত করা)। ইহা আহার মূল হেতু এবং উপস্থিতি এবং অবিলুপ্ত হেতু অবশিষ্টের জন্য। ২ যা ঋতুমূল হলো ঋতু সৃষ্টির (জনক) হেতু অবশিষ্টের জন্য ইহার উপস্থিতি এবং অবিলুপ্ত হেতু। এক কর্মমূল মহাভূত হলো এক কর্মমূল মহাভূতের হেতু। এবং চিত্তমূল ইত্যাদির হেতুও তাই। অনুরূপভাবে চিত্তমূল এবং আহার মূল ও সেরূপ। এক ঋতুমূল মহাভূত এক ঋতুমূলের হেতু। এবং কর্মমূল হেতু ইত্যাদি।

১১২. এখানে কর্মমূল পৃথিবী ধাতু উভয় প্রতিসন্ধি (Concence) পরস্পর সম্বন্ধ, ধারণ, উপস্থিতি এবং অবিলুপ্তি বশে ভিত্তির হেতু স্বরূপ। কিন্তু জনক হেতু বশে নয়। ইহা অপর (তিন) মহাভূতের চলমান, ধারণ উপস্থিত এবং অবিলুপ্তি তিন হেতু। কিন্তু ইহা ভিত্তি অথবা জনক হেতু বশে নয়। এ স্থলে আপ ধাতু অপর তিন ধাতুর প্রতিসন্ধি ইত্যাদি উভয়ের হেতু স্বরূপ সংযোগ বশে হেতু স্বরূপ, কিন্তু জনক হেতু বশে নয়। এবং অপর তিনের প্রবহমানতা হেতু ধারণ, উপস্থিতি, অবিলুপ্তি বশে ও হেতু। কিন্তু সংযোগ অথবা জনক হেতু নয়। এখানে তেজধাতু প্রতিসন্ধি, ইত্যাদি

উভয় বশে অপর তিন ধাতুর হেতু এবং রক্ষণ স্বরূপ। কিন্তু জনক হেতু বশে নিয়া হেতু এবং অপর তিনের প্রবহমানতা ধারণ উপস্থিতি এবং অবিলুপ্তি হেতু সমূহ বশে ও হেতু। কিন্তু রক্ষণ এবং জনক হেতু বশে নয়। এখানে বায়ুধাতু এবং অপর তিন ধাতুর হেতু প্রতিসন্ধি (৩৭০) ইত্যাদি উভয়ের কারণ এবং প্রসারণ বশে। কিন্তু জনক হেতু বশে নয়। এবং অপরগুলোর জন্য তৈরি প্রবহমানতা ধারণ, উপস্থিতি, অবিলুপ্তি হেতু সমূহ বশেও একটি হেতু। কিন্তু প্রসারণ অথবা জনক হেতু বশে নয়। চিত্তমূলে আহার মূল, এবং ঋতুমূলক পৃথিবী ধাতু এবং অপরাপরের ক্ষেত্রে ও একই নীতি প্রযোজ্য।

১১৩. এবং যখন প্রতিসন্ধি (Conascence) ইত্যাদি হেতু সমূহের প্রভাবে এ সমস্ত ধাতু সংঘটিত হয় ঃ

একং পটিচ্চ তিস্‌সো, চতুধা তিস্‌সো পটিচ্চ একো চ,
দ্বে ধাতুয়ো পটিচ্চ, দ্বে ছদ্ধা সম্পবত্তন্তি।

– একের কারণে ঘটে তিন কিংবা চার
তিনের কারণে এক যথা অতপর।
দুইয়ের হেতুতে হয় দুইয়েতে ছয়,
এইরূপে এসবের ঘটমান হয়।

১১৪. প্রত্যেকটি একটি পৃথিবী নিয়ে শুরু করে, এ একটির কারণে অপর তিনটির সংঘটন হয়। এরূপে একটির কারণে অপর তিনের সংঘটন চারভাবে উপস্থাপিত হয়। তদনুরূপ, পৃথিবী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি অপর তিনের ভিত্তি করে সংঘটিত হয়। এরূপে, তিনের হেতুতে এক উপস্থাপন এবং সংঘটন কার্যকর হয়। কিন্তু শেষ দুই প্রথম দুইয়ের ওপর, প্রথম দুই শেষ দুইয়ের ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ নির্ভর করে প্রথম এবং তৃতীয়ের ওপর। প্রথম এবং তৃতীয় নির্ভর করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের ওপর। এবং প্রথম এবং চতুর্থ নির্ভর করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের ওপর। দুইটির কারণে দুই ধাতু ছয়ভাবে সংঘটিত হয়।

১১৫. সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হওয়ার সমগ্র এ সবের মধ্যে পৃথিবী ধাতু একটি স্বাভাবিক হেতু। উহার অনুগমন সমর্থন করে আপ ধাতু। ইহা ভিত্তি প্রতিষ্ঠার একটি হেতু। কিন্তু আপ ধাতু পৃথিবী

ধাতুর অনুগমন করে। ইহা একটি নিম্নমুখী হেতু। তেজ ঋতুর অনুগমনকারী বায়ু ধাতু। ইহা একটি উর্দ্ধমুখী হেতু। বায়ু ধাতুর অনুগমনকারী তেজ ধাতু। ইহা একটি সম্মুখ স্থানান্তরণ এবং পার্শ্ব স্থানান্তরণ হেতু।

১১৬. শব্দগত অর্থ ঃ ইত্যাদিতে মনোনিবেশ দান করলে তাঁর মধ্যে ধাতুসমূহ। প্রতিটি শিরোনামে প্রকট হয়ে উঠে। এসবে তিনি পুনঃপুনঃ (আবর্জন) আবৃত্তি করলে পূর্বোক্ত মতে উপচার ধ্যান লাভ করেন। এ ধ্যানকে চার ধাতু ব্যবস্থান (শিরোনাম) বলা হয়। কারণ তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিপত্তিতে চারটির শিরোনাম হলেও একটিতে উৎপন্ন হয়।

১১৭. যে ভিক্ষু চারধাতু ব্যবস্থানে নিয়োজিত তিনি নিজেকে শূন্যতায় নিমর্জিত করেন এবং সত্ত সংজ্ঞা অবসান করেন। যেহেতু তিনি হিংস্র পশু, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি মিথ্যা ধারণা তিনি পোষণ করেন না, যেহেতু তিনি জীব সংজ্ঞা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি ভয় এবং সন্ত্রাস জয় করেছেন এবং আনন্দ এবং বিদ্রূপ (অরতি) জয় করেছেন। তিনি গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বস্তু দ্বারা ভগ্নোৎসহ নয়, একজন মহাজ্ঞানী রূপে, তিনি অমৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে অথবা সৎগতির মধ্যে আপন্ন।

এবং মহানুভাবং যোগীবর সহস্‌স কীলিহবং এতং ;
চতুধাতুনবত্থানং নিচ্চং সেবেথ মেধাবীতি।

– ধাতু চতুষ্টয় যথা, করে সংজ্ঞায়ন,
মনের আশ্রয় সদা প্রাজ্ঞ সর্বজন।
সহিংবর যথা আর্য যোগীগণ,
ক্রীড়া তাঁর বলমূল রচিবে নিপুণ।
ইহাই চারধাতু ধ্যান সংজ্ঞার বর্ণনা। (৩৭১)

[ধ্যানে একাগ্রতা উপসংহার ঃ]

১১৮. 'সমাধি ভাবনা কি? ' এ প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করার পর "ইহা কিভাবে উন্নয়ন (Development) করা যায়'- এ দফায় সম্পূর্ণ অর্থকথা। যাতে সমাধি ভাবনা উন্নয়নের লক্ষ্যে এতে সম্ভাব্য ধারা বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

১১৯. দ্বিধা গুণে বিভক্ত হয়ে এখানে সমাধি প্রত্যাশিত হয়েছে। তা হলো উপচার ধ্যান এবং অর্পণা ধ্যান। এখানে ধ্যানের আলম্বনে দশটি বিষয়ে একাগ্রতা এবং সমাধির পর অর্পণা এবং অপরাপর বিষয়ের অশেষ ধ্যান উপচার ধ্যান হয়। সমাধির অপরাপর আলম্বন বিষয়ে একাগ্রতা হল অর্পণা ধ্যান। এ কারণে ইহা দ্বিধাগুণে বিভক্ত ধ্যানের বিষয়সমূহ। সেজন্যে পূর্বাহ্নে উক্ত হয়েছে দ্বিধাগুণে বিভক্ত হয়ে এখানে সমাধিসমূহ সব রকম প্রত্যাশিত অর্থকথার দফা ইহা কিভাবে উন্নয়ন করা উচিত ?

[সমাধি ভাবনার উপকারিতা ঃ]

১২০. অষ্টম (৮) প্রশ্ন ঃ সমাধি ভাবনার উপকারিতা কি ? প্রশ্নটি জিজ্ঞায়িত হয়েছিল। এখানে সমাধি ভাবনার উপকারিতা পাঁচ ভাঁজে বিভাজিত। এখানে এক্ষণে শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং এরূপ ঃ অর্পণা সমাধির উন্নয়নের এখানে এবং এক্ষণে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বীততৃষ্ণ অর্হৎগণের জন্য। তাঁরা এ চিন্তায় উন্নয়ন করে 'আমি সমস্ত দিন ব্যাপী একাগ্র চিত্ত অর্জন করব এবং বাস করব।' সুতরাং ভগবান বলেছেন 'কিন্তু চুন্দ, ইহা আর্যগণ যাকে বিলুপ্ত বলেন তা সে বিলুপ্তি নয়। এসবকে আর্যগণের বিনয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান (বিহার) বলে। (M i-10)

১২১. যখন পৃথগজন এবং অনুশীলনকারীগণ এ চিন্তা করে ধ্যাণ উন্নয়ন (বৃদ্ধি) করেন আমরা নিবিষ্ট হয়ে চিত্ত সমাধিতে বিদর্শন অনুশীলন করব। ” অর্পণা সমাধির উন্নয়নে (প্রবৃদ্ধি) বিদর্শনের উপকারিতা এসবে জোগান দেয়। তা অবশ্য আসন্ন বিদর্শনের কারণ দ্বারা সম্ভব। এবং এ রূপেই কোলাহলপূর্ণ (বিবিধ অবস্থা) এর মধ্যে উপচার ধ্যান একটি পদ্ধতি (উপায়) হিসেবে উন্মুক্ত ও বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপিত। সুতরাং বুদ্ধ বলেছেন, 'ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাবনা বৃদ্ধি (উন্নয়ন) কর, সমাহিত চিত্ত ভিক্ষুই সঠিকভাবে বস্তুর রূপ উপলব্ধি করতে পারে। (S. iii-13)

১২২. কিন্তু যখন তারা অষ্ট সমাপত্তি উৎপাদন করেন অভিজ্ঞান ধ্যান সম্পন্ন করেন এবং তারপর অভিজ্ঞানের প্রত্যাশায় স্বীয় চিত্তকে নমিত করেন, বর্ণিত হয়েছে 'তিনি এক হয়ে বহু হতে পারেন।' তারা অভিজ্ঞান উৎপন্ন করেন মুল্য ধ্যানে নিমগ্ন থেকে। এবং তা থেকে উত্থিত হন। অত:পর অর্পণা ধ্যানের ফলে এরূপ 'অভিজ্ঞান' লাভে সহায়তায় উপকার করে। যেহেতু ইহা যখন কোন ঘটনার অবতারণা হয় তখন এ ধরণের

অভিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কারণ ঘটে। সে জন্যে তথাগত বলেছেন- 'যখন কোন উপলক্ষের উত্তর হয় যাতে অভিজ্ঞানের যে কোন অবস্থায় তিনি সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা অর্জন করেন।' (M iii-73, A i-254) (৩২২)

১২৩. যখন পৃথগজন ধ্যানস্থ থাকে এবং ব্রহ্মলোকে পুর্নজন্মের এভাবে আকাঙ্খা করে আমাদের ব্রহ্মলোকে জন্ম হোক' অথবা তা সত্ত্বে ও তারা প্রকৃত আকাঙ্খা পূর্ণ করে না, অতপর অর্পণা ধ্যান তাদেরকে সুপরিবর্ধনে অবস্থান উপকার সাধন করে। যেহেতু ঐসব তাদেরকে নিশ্চয়তা বিধান করে। সুতরাং ভগবান বলেছেন, "তারা কোথায় প্রথম ধ্যান বৃদ্ধি করে পুনরুৎপত্তি ঘটায় ? তাদের পুনরুৎপত্তি ঘটে ব্রহ্মার লোকে দেবতাদের সঙ্গলাভ হয়। (Vbh 4240) ইত্যাদি। উপচার সমাধির ফলে কামাবচর সুগতি এর বিশেষ লাভ হয়।

১২৪. ইহা হলো কিভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত ধ্যানের অভিবৃদ্ধিতে ইহ পরলোকে উপকার স্বরূপ সুখপূর্ণ অবস্থান ইত্যাদি ঘটে তার বর্ণনা ঃ

তস্মা নেকানি সংসম্হি কিলেস মল সোধনে,
সমাধি ভাবনা যোগে, নপ্পমজ্জেয়্য পণ্ডিতাতি।
প্রাজ্ঞন জন হিতার্থেতে ব্যক্ত নিষ্ঠায় নীতিহা ব্যর্থ নিষ্ঠায়
লাভেতে ধ্যান হয় চেষ্টায় অভিপ্রায়।
পাপমল পরিশ্রবণ করে অবিরথ
অতীত ধারণার আনে পুরস্কার সতত।

১২৬. এবং এক্ষেত্রে বিশুদ্ধিমার্গ শীল, শিরোনামে, সমাধি শিরোনামে এবং প্রজ্ঞা শিরোনামে যা শিখিয়েছে তা হলো 'প্রাজ্ঞজন শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে .....

সমাধি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত।
প্রাজ্ঞাজনের প্রীতি বর্ধনে বিরচিত
বিশুদ্ধিমার্গ-এর একাদশ অধ্যায়ে
ভাবনার সমাধি বিবরণ এখানে সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমাধি ভাবনার প্রত্যক্ষ সুফল

(ইদ্ধিবিদ্যা নিদ্দেস)

[সমাধি ভাবনার উপকারিতা ঃ]

১. (৩৭৩) পূর্বাহ্নে লৌকিক অভিজ্ঞানের সূত্রে বলা হয়েছে যে, ধ্যানের প্রবৃদ্ধি হলে বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞান লাভের সুযোগ হয়। এ মুহূর্তে যেসব অভিজ্ঞান পূর্ণতা সাধনের জন্যে যেসব সাধক পৃথিবী কৃৎস্ন ইত্যাদি কর্মস্থানের ভিত্তিতে চতুর্থ ধ্যানে উন্নীত হয়েছেন। তাঁদেরকে এসব করণীয় কর্তব্য অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে। এ কর্ম সম্পাদন শুধু সমাধির প্রবৃদ্ধির সুবিধে হয় না। বরং তাতে দ্রুত এগিয়ে যাবার শক্তি জোগায়। এই কুশল এবং অগ্রাভিযানে উন্নত ধ্যান লাভ হলে খুব সহজে প্রজ্ঞা পুর্ণতা লাভ করে। নিম্নে সে অভিজ্ঞার স্বরূপ ও বিভাজন বর্ণিত হলো।

[পাঁচ প্রকার অভিজ্ঞান ঃ]

২. যেসব কূলপুত্র ধ্যানের চতুর্থস্তরে উপনীত হয়েছেন তাঁদের ক্রমোন্নতি ও সুবিশুদ্ধ ধর্মে আরোহণের জন্য ভগবান পাঁচ প্রকার লৌকিক অভিজ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছেন। সমাধির চতুর্থস্তরের অতিক্রমের পর, পঞ্চমস্তরে উপনীত হয়ে এরূপ অভিজ্ঞান লাভ হয়। ভগবান **পাঁচ প্রকার অভিজ্ঞানের বর্ণনা করেছেন ঃ** ১. বিভিন্ন প্রকার ঋদ্ধি বর্ণনার শুরুতে বলা হয়েছে যখন চিত্ত সমাধিস্থ হয়ে এভাবে সুবিশুদ্ধ, সমুজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক, কলুষ বিমুক্ত এবং মুদিতা ভাবাপন্ন, সুবিস্তৃত, দৃঢ়, এবং নিস্পাপ, তিনি অভিনিরুপিত তিনি নমিত, তাঁর চিত্ত ঋদ্ধি সমূহে নিবদ্ধ ঃ ১. এক হয়ে তিনি বহুত্বে পরিণত হন (D 1-77) ২, তাঁর দিব্য শ্রুতি ধাতু জ্ঞান, ৩. চিত্ত পর্যায় জ্ঞান, ৪. পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান, ৫. সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

[১. ঋদ্ধি বিদ্যার প্রকারভেদ ঃ]

যদি সাধক ঋদ্ধি শক্তি ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তা এভাবে বর্ণনা করা যায় 'তিনি একজন হয়ে বহুজনে রূপান্তরিত হন ইত্যাদি। তাঁকে কৃৎস্ন থেকে শ্বেত কৃৎস্ন পর্যন্ত অষ্টসমাপত্তি পর্যন্ত জ্ঞান অবশ্যই অধিগম করতে হয়। তাঁকে অবশ্যই চৌদ্দ প্রকার উপায়ে স্বীয় চিত্তকে বশীভূত করতে হয় (৩৭৪) যথা : ১. কৃৎস্ন বশে অনুলোম ২. কৃৎস্ন বশে প্রতিলোম ৩. কৃৎস্ন বশে অনুলোম প্রতিলোম, ৪. ধ্যান বশে অনুলোম ৫. ধ্যান বশে

প্রতিলোম ৬. ধ্যান বশে অনুলোম প্রতিলোম, ৭. লক্ষ ধ্যান ৮. লক্ষ কৃৎস্ন ৯. লক্ষধ্যান-লক্ষ কৃৎস্ন ১০. অঙ্গ বিসর্জন ১১. আলম্বন পরিবর্তন ১২. অঙ্গ আলম্বন পরিবর্তন ১৩. অঙ্গ ব্যবস্থান এবং ১৪. আলম্বন ব্যবস্থান।

৩. কিন্তু এখানে কৃৎস্ন বশে অনুলোম কি ? আলম্বনের সংজ্ঞা কি ?
(১) এখানে একজন ভিক্ষু পৃথিবী কৃৎস্ন, আপ (জল) কৃৎস্ন ইত্যাদি আট প্রকার কৃৎস্নে দক্ষতা অর্জন করে এবং এগুলোর প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যেকটি শতবার এমনকি হাজার পর্যন্ত জপ করা বিধেয়। ইহাকে কৃৎস্ন অনুসারে অনুলোম বলে। (২) উক্ত নিয়মে আট প্রকার কৃৎস্নের মধ্যে শ্বেত কৃৎস্ন থেকে পৃথিবী কৃৎস্ন পর্যন্ত বিপরীত জপ করাই প্রতিলোম। (৩) উক্ত কৃৎস্ন ধ্যান সমূহ অনুকুল প্রতিকূল ভেদে হৃদরঙ্গম করা অর্থাৎ পৃথিবী কৃৎস্ন থেকে শ্বেত কৃৎস্ন, শ্বেত কৃৎস্ন থেকে পৃথিবী কৃৎস্ন অবধি পুনঃপুনঃ জপ করে হৃদয়ঙ্গম করাকে কৃৎস্ন অনুসারে অনুলোম-প্রতিলোম বলে।

৪. (৪) প্রথম ধ্যান থেকে নৈবসংজ্ঞা নামসংজ্ঞা পর্যন্ত জপ করাকে ধ্যান অনুসারে অনুলোম বলে (৫) তেমনি নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা ধ্যান থেকে বিপরীত ক্রমে প্রথমধ্যান পর্যন্ত পুনঃপুনঃ জপ করাই প্রতিলোম ধ্যান (৬) এভাবে প্রথম ধ্যান থেকে নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা এবং নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা থেকে প্রথম ধ্যান পর্যন্ত মনোনিবেশের সাথে বারবার জপ করাকে অনুলোম প্রতিলোম বশে ধ্যান বলে।

৫. (৭) নিম্নোক্ত বিধানে সাধক পৃথিবী কৃৎস্ন লক্ষ না দিয়ে একান্তর লক্ষ দেন। যেমন সাধক পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যান অধিগম করে সে পৃথিবী কৃৎস্ন তৃতীয় ধ্যান লাভ করে থাকেন। অত:পর তা থেকে চ্যুত হয়ে আকাশ অনন্তায়তন তারপর আকিঞ্চনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে থাকেন। ইহাই লক্ষ ধ্যান। এভাবে আপ কৃৎস্ন ইত্যাদি কৃৎস্ন ধ্যান মনন করতে হয়। (৮) সাধক ধ্যান সমূহ ব্যতিরেকে একান্তর কৃৎস্ন লক্ষ দিয়ে নিম্নোক্ত বিধান অনুসরণ করেন ঃ পৃথিবী কৃৎস্নে প্রথম ধ্যান, লাভ করে তিনি তেজ কৃৎস্নে সেই একই ধ্যান লাভ করেন। অত:পর নীল কৃৎস্ন এবং তারপর লোহিত কৃৎস্ন লাভ করেন। ইহাই লক্ষ ধ্যান। (৯) সাধক যখন ধ্যান এবং কৃৎস্ন হতে উভয়ই লক্ষ দিয়ে থাকেন ঃ পৃথিবী কৃৎস্নে সাধক প্রথম ধ্যান লাভ করেন, তেজ কৃৎস্নে তৃতীয় ধ্যান লাভ করেন। তারপর নীল কৃৎস্ন ত্যাগ

করে আকাশ অনন্তায়তনে উন্নীত হন। অত:পর লোহিত কৃৎস্ন হতে আকিঞ্চন অনন্তায়তনে উন্নীত হন। ইহাই ধ্যান ও কৃৎস্ন লক্ষ।

৬. (১০) পৃথিবী কৃৎস্নে প্রথম ধ্যান লাভ করে এবং পরে একই কৃৎস্নে অন্যান্য ধ্যান লাভ কয়টি হল অঙ্গ বির্বতন। (১১) পৃথিবী কৃৎস্নে প্রথম ধ্যান লাভ করার পর অপ কৃৎস্নে একই ধ্যান লাভ করেন। এভাবে শ্বেত কৃৎস্ন পর্যন্ত ধ্যান লাভ করাকে আলম্বন পরিবর্তন বলা হয়। (১২) অঙ্গ এবং আলম্বন নিম্নোক্ত উপায়ে পরিবর্তন হয় : সাধক পৃথিবী কৃৎস্নে প্রথম ধ্যান অপকৃৎস্ন দ্বিতীয় ধ্যান তেজ কৃৎস্ন তৃতীয় ধ্যান, বায়ু কৃৎস্ন চতুর্থ ধ্যান ত্যাগ করে আকাশ অনন্তায়তনে উপনীত চতুর্থ ধ্যান নীল কৃৎস্ন ত্যাগ করে আকাশ অনন্তায়তনে উপনীত, পীত কৃৎস্ন ত্যাগ করে বিজ্ঞান অনন্তায়তনে উপনীত হন এবং শ্বেত কৃৎস্ন ত্যাগ করে নৈবসংজ্ঞা নামসংজ্ঞা আয়তনে উপনীত হয়ে থাকেন। ইহাই অঙ্গ আলম্বন পরিবর্তন।

৭. ১৩. প্রথম ধ্যানে তিন বিষয়, তৃতীয় ধ্যানের দুই বিষয়, এমনিভাবে চতুর্থ ধ্যানে আকাশ অনন্তায়তন এবং নৈবসংজ্ঞা সংজ্ঞায়তন। ইহাই অঙ্গ ব্যবস্থাপন। (১৪) একই রূপে আলম্বনের ব্যবস্থাপক করা হয় : ইহা পৃথিবী কৃৎস্ন, ইহা শ্বেত কৃৎস্ন বলে আলম্বন সংজ্ঞা ব্যবস্থাপন করা যায়। কেউ কেউ কর্মস্থান এবং আলম্বন সংজ্ঞা প্রদান করে, থাকেন কিন্তু যেহেতু সেসব অর্থকথায় প্রদত্ত হয়নি। সুতরাং তা অবশ্যই ধ্যান প্রবৃদ্ধির শিরোনাম হতে পারে না।

৮. পূর্বাহ্নে সাধকের চিত্ত সংযম পরিপূর্ণতায় আলোচিত চৌদ্দ প্রকার কৃত্য সম্পাদন ব্যতীত ঋদ্ধি শক্তির মাধ্যমে রূপান্তর হওয়া সম্ভব নয়। একজন নবিশের পক্ষে কৃৎস্নের প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন দুষ্কর। শতে এক বা হাজারে একজন সমর্থ হতে পারে। যে প্রাথমিক অর্পণা সম্পন্ন তার পক্ষে নিমিত্ত উৎপাদন দুষ্কর এবং মাত্র শর্তে একজন অথবা হাজারে একজন সমর্থ হতে পারে। নিমিত্ত উৎপন্ন হলে তা বৃদ্ধি করা এবং অর্পনায় উপনীত হওয়া দুষ্কর। শতজনে একজন অথবা হাজারজনে একজন এতে সমর্থ হতে পারে। অর্পণায় উপনীত হয়ে কারো চিত্তকে চৌদ্দ উপায়ে সংযম করার জন্য শাসন দুষ্কর। এবং মাত্র শতজনে একজন অথবা হাজার জনে একজন তা পারে। চৌদ্দ প্রকার উপায়ে চিত্ত সংযত করে রূপান্তর ঋদ্ধি

লাভ দুষ্কর। এবং শতজনের মধ্যে মাত্র একজন অথবা হাজার জনের মধ্যে একজন তাতে সমর্থ। রূপান্তরিত হয়ে দ্রুত সাড়া

৯. দান করা দুষ্কর। শতজনের মধ্যে একজন অথবা হাজার জনের মধ্যে একজন তাতে সমর্থ। সংঘে প্রবেশের আট বৎসর পূর্ণকারী স্থবির রক্ষিতের সঙ্গে ত্রিশ হাজার ঋদ্ধিলাভী ভিক্ষুগণের মধ্যে একজন হয়ে জলস্থলে অসুস্থ মহারোহণ গুপ্ত স্থবিরের সেবা করতে এসেছিলেন। (৩৭৬) তাঁর অসাধারণ কর্মের কীর্তি পৃথিবী কৃৎস্নে উল্লেখ আছে। তাঁর অসাধারণ কর্ম দর্শন করে একজন স্থবির বলেছিলেন "আয়ুষ্মানগণ, রোহন যদি সেখানে না থাকত তবে আমাদেরকে লজ্জায় মাথা নত করতে হত। (বলা হত) তারা নাগরাজকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ।" সুতরাং আমাদের সঠিকভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত (আমাদের পরিপক্ক দক্ষতা সাথে) যেমন পরিপক্ক সেনাদলের জন্য যথার্থ যে পরিষ্কৃত অস্ত্র নিয়ে প্রবৃত্ত থাকা। ত্রিশ হাজার ভিক্ষু স্থবিরের উপদেশ মনোযোগের সাথে শুনলেন এবং

১০. দ্রুত তার প্রতিদান লাভ করেন। এবং অপরের পক্ষে দ্রুত আয়ত্ত করে সাড়া প্রদানে সাহায্য করা দুষ্কর। এবং মাত্র শতজনে একজন অথবা হাজারে এক জন তা করতে সমর্থ। যখন মার গিরি ভন্দন বহন পূজা উপলক্ষে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি বর্ষণ করছিল তখন স্থবির আকাশে পৃথিবী সৃষ্টি করার মতো প্রতিরোধ করেছিলেন।

১১. একমাত্র বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকগণ প্রভৃতি এবং পূর্বজন্মের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ঋদ্ধিলাভ এবং রূপান্তর লাভ সহজতর। এবং অপরাপরের বিশেষ প্রতিভা মধ্যে প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত অর্হৎগণ এ পদমর্যাদার অন্তর্গত। এসব অভিধায় বিভূষিতগণ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

সমাধি ভাবনার প্রত্যক্ষ সুফল ঃ

১২. সুতরাং স্বর্ণকার যেমন সোনাকে পিটিয়ে এবং গলিয়ে ইত্যাদি করে যেমন ইচ্ছা তেমন অলঙ্কার প্রস্তুত করে। এবং তদ্রূপ কুমার কাদাকে উত্তমরূপে মর্দন, ঠেসে যেমন ইচ্ছামত পাত্র তৈয়ার করে। কোন একজন শিক্ষানবিশ ও একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর চিত্তকে উক্ত চৌদ্দভাবে সংযম করে ঋদ্ধি লাভের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তার জন্য তাঁর চিত্তকে অবশ্যই পিঠিয়ে বিস্তৃতভাবে প্রসারিত করে। প্রবল আগ্রহ (ছন্দ), বিজ্ঞান, বীর্য, মিমাংসা এবং আবর্জন দক্ষতা এবং ইত্যাদি। কিন্তু যিনি পূর্বজন্মের কৃতবিদ্যার

ফলে এসব অর্জিত হয়েছে তাঁর পক্ষে শুধু কৃৎস্ন ধ্যানের দ্বারা চতুর্থ ধ্যানে দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন।

১৩. আগত এক্ষণে দেখিয়েছেন, কি করে সে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়, 'তাঁর চিত্ত যখন ধ্যানস্থ হয় ইত্যাদি, মূল গ্রন্থের আলোকে এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে : 'এখানে তিনি চতুর্থ ধ্যান অর্জিত একজন সাধক। 'এরূপে' হচ্ছে যে পদ্ধতিগতভাবে চতুর্থ আসে অর্থ হলো যেভাবে প্রথম ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হওয়া যায়। 'সমাহিত' অর্থ চতুর্থ ধ্যানে নিবিষ্টতা। চিত্ত রূপাবচর চিত্ত।

১৪. কিন্তু 'বিশুদ্ধ' শব্দ ইত্যাদি উপেক্ষার মাধ্যমে 'চিত্ত একাগ্রতা' বিশুদ্ধি অবস্থা বুঝা (৩৭৭)। সংক্ষেপত 'উজ্জ্বল' বলে ইহা বিশুদ্ধ। ইহার অর্থ স্বচ্ছ। (A i-10) ইহা 'নিখুঁত যেহেতু লোভ জনিত 'খুঁত' ইত্যাদি রহিত। 'সুখ' এবং অপরাপর লাভের শর্ত হেতু অপসারণ বশত প্রত্যাহত। সংক্ষেপত : ইহা কলুষমুক্ত, কারণ ইহা নিষ্কলুষ। যেহেতু ইহার দ্বারা চিত্ত কলুষিত হয়। ইহাতে সহনীয়তা আছে, যেহেতু ইহা সুপরিবর্দ্ধিত। ইহার অর্থ বশীতে আবিষ্ট। যেহেতু চিত্ত যে আবিষ্টের অধীন তা হলো নমনীয়। ইহা সংক্ষেপত নমনীয় বলে সর্বক্ষমতা সম্পন্ন (কম্মনীয়)। ইহাকে কর্ম গুণে আবিষ্ট বলে।

১৫. কর্মিক (কম্মক্খম) কর্মক্ষম। কর্মে সক্ষম (কম্মযোগ্গ) এর অর্থ সুবিস্তার, নমনীয় চিত্ত সুগলিত স্বর্গের মতো। ইহা এসবের মধ্যে উভয়ত। কারণ ইহা সুপরিবর্দ্ধিত। তদনুসারে বলা হয়েছে ঃ 'ভিক্ষুগণ, আমি চিত্তের মতো এমন বিষয় দেখছি না, যা যখন উন্নত (পরিশীলিত) এবং চর্চা করা হলে নমনীয় এবং প্রসার ঘটে।' (A 1-9)

১৬. ইহা স্থির, ধৈর্যশীল। কারণ এ বিশুদ্ধিতা এবং অপরাপরে ইহা স্থিরতা আনয়ন করে। ইহা শান্ততা আনয়ন করে (আনেঞ্জ প্পত্ত) কারণ ইহা সংক্ষেপত স্থিরশীল যার অর্থ ইহা গতিহীন, অশান্ত বিমুক্ত (নিরঞ্জন)। অথবা বিকল্পে, ইহা স্থির। কারণ স্থিরত্ব ইহার নমনীয়তা এবং প্রসারতায় বৈশিষ্ট্য এবং ইহাতে

১৭. স্থিরত্ব লাভ হয়। কারণ ইহা শ্রদ্ধা, ইত্যাদি দ্বারা নব বলে বলীয়ান করা হয়। ধ্যানের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার দ্বারা পুনর্বলীয়ান শ্রদ্ধাহীনের দ্বারা স্থিরত্ব আসে না। যখন বীর্য দ্বারা পুনর্বলীয়ান করা হয় আলস্যতায় স্থিরত্ব আসে না। এখন

একাগ্রতা দ্বারা পুর্নবলীয়ান করা হয়, প্রসাদে স্থিরত্ব আসে না। যখন সমাধি দ্বারা পুনবলীয়ান করা হয়, অবিদ্যায় স্থিরত্ব আসে না এবং যখন বিশদ করা হয়, ইহাকে অকুশল অন্ধকারে স্থির করা যায় না। এ ছয় ধাপে যখন পুনর্বলীয়ান করা হয় ইহা স্থিরত্ব অর্জিত হয়।

১৮. এ আট প্রকার উপাদান সমৃদ্ধ ধ্যান হয়ে ঋদ্ধিবিদ্যা লাভে উন্নীত করে ঋদ্ধি অর্জিত হয়।

১৯. অন্য রকম পদ্ধতি : ইহা চতুর্থ ধ্যান সম্পৃক্ত। ইহা ধ্যানান্তরায় (নিবরণ) হতে বিমুক্ত ও বিশুদ্ধিকৃত। ইহা বিতর্ক ইত্যাদি অতিক্রান্ত বলে উজ্জ্বল। 'ধ্যান লাভ হয়েছে'- এরূপ বদধারণা থেকে মুক্ত বলে নিষ্ফল হয়। অভিধ্যা ইত্যাদি অকুশলের অভাব বশতঃ অকুশ মুক্ত। এ উভয় অনঙ্গ ও বত্ত সূত্র হতে বিদিতব্য। (M. Sutte 7-5) ইহা শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা নমনীয় হয়েছে। ঋদ্ধিমার্গে নিপতিত বলে ইহা কর্মক্ষম। ধ্যানের চূড়ান্ত সুপরিশুদ্ধ পরিপূর্ণতায় উপনীত বলে ইহা স্থির এবং সুশান্ত। তার এই যে, ইহা স্থিরতায় উপনীত বলে প্রশান্ত। এই আট প্রকার উপাদান সম্পৃক্ত ধ্যান (৫৭৮) ঋদ্ধি লাভের সহায়ক জনিত কারণে ঋদ্ধিবিদ্যা দ্বারা অর্জিত হয়। কারণ ইহা এসবের মূল হেতু।

২০. **তিনি তার চিত্তকে ঋদ্ধিবিদ্যা লাভে নিবেদন, বিনত করেন ঃ** (ইহা এক প্রকার সফলতা)। এখানে সফলতা (ঋদ্ধি) হলো ধ্যানে সাফল্য লাভ। যার অর্থ হলো উৎপাদনে সফলতা, অর্জনে সফলতা। যা সফল এবং অর্জন তা হলো সাফল্যতা। এজন্য বলা হয়েছে ঃ কোন নশ্বর লোক যখন সাধ করে, যদি তার সাধ পূর্ণ হয় (সমিজ্ঝতি) (স. ৭৬৬) এবং অনুরূপভাবে নৈষ্ক্রম্য সফল হয় (উজ্ঝতি), ইহা এভাবে ঋদ্ধি (সফলতা) এভাবে ইহা রূপান্তর (পটিহরতি) (লোভ) এরূপে ইহা রূপান্তরিত (পটিহরিয়) অর্হৎ মার্গ অধিগম বলে ইহা সফল। ইহা রূপান্তর করে (সব অকুশল) এরূপে ইহা রূপান্তরিত (PS ii-229)

২১. **অপর পদ্ধতি :** সফল হওয়া কৃতকার্য তরে প্রতীক, ইহার অর্থ ফলোৎপদনতা। ফলোৎপদনতা ইহার অপরার্থ। মূলত: উৎপাদনের ফল হলো ফলোৎপাদনের কার্যকারিতা। সেজন্যে বলা হয়েছে ঃ এই গৃহপতি চিত্ত শীলবান এবং কল্যাণ পৃথগজন। যদি সে আকাঙ্খা করে।" আমি

ভবিষ্যৎ জন্মে রাজ চক্রবর্তী হয়ে জন্ম করব”- শীলবান বিধায় তাঁর আকাঙ্খা সফল হবে। কারণ ইহা বিশুদ্ধিকৃত (S. iv.- 303)।

২২. অপর পদ্ধতি : অর্থের মধ্যে প্রকৃতির কার্যকারিতা এভাবে ইহা সফল। এসব কার্যকর বলে সফল, উন্নত, উন্নীত পদমর্যাদা বলা হয়।
সে সফল ঋদ্ধি দশ প্রকার। যথা বলা হয়েছে ঃ ঋদ্ধি দশ প্রকার ঃ তদনুসারে আরও বলা হয়েছে কি কি? দশ প্রকার ঋদ্ধি। অধিষ্ঠান ঃ ঋদ্ধি, রূপান্তরণ ঋদ্ধি, মনোময় ঋদ্ধি, জ্ঞান মধ্যস্থ ঋদ্ধি, ধ্যান ব্যাপ্তি ঋদ্ধি। আর্যগণের ঋদ্ধি ঃ কর্মফল বিস্তার ঋদ্ধি, পুণ্যময় ঋদ্ধি, বিদ্যায় ঋদ্ধি, সম্যক প্রয়োগ ঋদ্ধি। (PS ii-205)

২৩. (১) এখানে পূর্বোক্ত সার সংক্ষেপের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত তিনি স্বভাবত এক হয়ে (তিনি নিজে নিজে আবর্জন করেন) অনেক, অথবা একশত, অথবা এক হাজার অথবা এক শত হাজার আবর্জিত হয়ে প্রজ্ঞা দ্বারা অধিষ্ঠান করেন ‘আমার বহুত্বে রূপান্তর হোক (PS ii-209) বলে ঋদ্ধি অধিষ্ঠান করেন। অধিষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন বলে ইহা অধিষ্ঠান ঋদ্ধি।

২৪. (২) এভাবে প্রদত্ত হয়েছে ঃ তিনি (সাধক) প্রকৃত স্বকায়িক দেহত্যাগ করে বালকের বেশ অথবা সরীসৃপের রূপ ধারণ করেন অথবা সেনাদলের শ্রেণিবদ্ধ সারিরূপে রূপান্তরিত হন (PS. ii-210) ইহাকে রূপান্তর ঋদ্ধি বলা হয়। কারণ প্রকৃত রূপকায় এতে পরিত্যক্ত এবং রূপান্তর হয় (৩৭৯)

২৫. (৩) এভাবে প্রদত্ত হয়েছে ঃ এখানে একজন ভিক্ষু স্বকায় হতে দৃশ্যমান অপর দেহ সৃষ্টি করতে পারেন (ps ii-210) ইহাকে মনোময় ঋদ্ধি হল। কারণ এতে দেহাভ্যন্তরে মনোময় আর একটি দেহ সৃষ্টি করা হয়।

২৬. (৪) এভাবে প্রদত্ত হয়েছে ঃ ‘প্রজ্ঞার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সমাধির পূর্বে অথবা পরে অথবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রজ্ঞার যে পার্থক্য আনীত হয়, তা জ্ঞান মধ্যস্থ ঋদ্ধি বলা হয়। সেজন্যে উক্ত হয়েছে ঃ অনিত্য ভাবনার মাধ্যমে নিত্যকে পরিহার করা ইহার (অর্থ) উদ্দেশ্য। প্রজ্ঞা প্রভাবিত হয়ে ইহা অধিগত হয়। অর্হত্ব মার্গ অধিগতের মাধ্যমে সমস্ত অকুশল পরিত্যক্ত হয়, ইহাই এর অর্থ (উদ্দেশ্য)। এবং এভাবেই ইহা প্রজ্ঞা বিস্তার ঋদ্ধি। বকুল স্থবিরের মধ্যে প্রজ্ঞা বিস্তার ঋদ্ধি উদয় হয়েছিল। সঙ্কিচ্চ স্থবিরের মধ্যে প্রজ্ঞা বিস্তার ঋদ্ধির উদয় হয়েছিল। ভূতপান স্থবিরের মধ্যে প্রজ্ঞা বিস্তার ঋদ্ধি উৎপন্ন হয়েছিল। (ps ii-211)

২৭. এখানে ভদন্ত বকুল শিশু বয়সে কোন এক পবিত্র দিনে নদীতে স্নস্নানের সময় ধাইমার অসতর্কতা বশত হাত থেকে ফসকে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যায়। একটি মৎস্য তাঁকে গিলে ফেলে এবং ঘটনাক্রমে বারাণসীর স্নান ঘাটে এসে পড়ে। সেখানে এক ধীবর ইহাকে ধরে ফেলে। এবং ধৃত মৎস্য এক ধনাঢ্য পরিবারের স্ত্রীর নিকট বিক্রীত হয়। মাছটি দেখে তাঁর খুব পছন্দ হল। এবং ভাবলেন তিনি নিজে মাছটি রান্না করবেন। তিনি ইহাকে কেটে লম্বাকারে খুললেন। তিনি যখন খুললেন দেখতে পেলেন মাছের পেটে সোনার মূর্তি সদৃশ এক শিশু।

খুশিতে তাঁর মনে ভরে গেল। তিনি চিন্তা করলেন, 'আমি একটি পুত্র সন্তান পেলাম'। সুতরাং বকুলের এই যে নিরাপদে মাছের পেটে রক্ষা পাওয়া তাঁর অর্হত্ব মার্গজ্ঞান লাভের হেতু ফলের প্রভাবে তাঁকে এভাবে আনীত হয়েছিল। কিন্তু কাহিনিটি পূর্ণাঙ্গ জানা উচিত (MA.. iv-190)

২৮. সঞ্চিচ্চ স্থবির মাতৃগর্ভে থাকা কালীন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। যাকে খোঁটায় আবদ্ধ করা হল এবং চিতার কাষ্ঠের উপর রাখা হল। শিশুটি তাঁর চোখের কোণে খোঁটার আঘাতে আহত হয়ে কেঁদে উঠে। শিশুটি নিশ্চয় জীবিত আছে- ভেবে তারা মৃতদেহ নিচে নামিয়ে পেট কাটলো। তারা শিশুটিকে তার ঠাকুরমাকে দিলেন। তার যত্নে শিশুটি বড় হয়ে উঠল। এবং ঘটনাক্রমে তিনি গৃহত্যাগ করে সপ্রতিসম্ভিদা অর্হত্বফল লাভ করেন। চিতার খোঁটা থেকে রক্ষা পাওয়ার পেছনে সঞ্চিচ্চ স্থবিরের জ্ঞান বিস্তার ঋদ্ধির প্রভাব বিদ্যমান। (Dh.A.ii 240)

২৯. রাজগৃহের ভূতপালের পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র লোক (৩৮০)। তিনি গরুর গাড়ি নিয়ে বনে গিয়েছিলেন গাড়ি ভর্তি কাঠ আনতে। নগর দ্বারে উপনীত হতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। তার ভারবাহী বলদ পিছলে পড়ে জোয়াল থেকে ছিটকে যায়। ফলে নগরে প্রবেশ করতে পারল না। তিনি শিশুসহ গাভির পাশে বসে রইলেন। বলদের পেছনে তারা নগরের মধ্যে প্রবেশ করেন। ইতপূর্বে তিনি যখন ফিরছিলেন তখন নগর দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিশুটি তখন নগরের বাহিরে রাতের তিনযাম অবধি তাদেরকে বন্য জন্তুর আক্রমণ এবং ভূত প্রেতের কবল থেকে রক্ষা করেছিল, 'জ্ঞান বিস্তার ঋদ্ধির প্রভাবে। কাহিনিটি পূর্ণ বিস্তার বলা উচিত কিন্তু।

৩০. (৫) শমথ ধ্যানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সমাধির পূর্বে অথবা পরে অথবা তৎমুহূর্তে যে তুলনামূলক পার্থক্য আনীত হয় তা সমাধি মধ্যস্থ ঋদ্ধি নামে অভিহিত। প্রথম ধ্যানের প্রভাবে পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করে ধ্যান পরিবাপ্ত হয়ে অলৌকিক শক্তি লাভ করে সাধক কৃতার্থ হয়। এভাবে সমাধি মধ্যস্থ দ্বারা ঋদ্ধি লাভ করা যায়। অকিঞ্চনায়তন ত্যাগ করে নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন লাভ করে ধ্যান ব্যাপ্ত হয়ে ঋদ্ধি লাভ হয়। সমাধি মধ্যস্থ ঋদ্ধি দ্বারা ভদন্ত সারিপুত্র, সঞ্জীব, খানু কোণ্ড্যঞ্ঞ এবং সংসারী মহিলাদের মধ্যে উত্তরা, ও শ্যামাবতী এই ঋদ্ধি লাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। (PS ii-211-12)

৩১. এখানে ভদন্ত সারিপুত্র যখন মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরের সাথে কপোতকত্তরায় বাস করছিলেন, তখন তিনি সদ্য মুণ্ডিত মস্তকে জ্যোৎস্না বিধৌত রাতে মুক্তাকাশের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন এক দুষ্ট প্রকৃতির যক্ষ তাঁর সাথীর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁকে মাথায় ঘুষি মারে। সে ঘুষির শব্দ যেন এক ভীষণ বজ্রধ্বনির মতো বিকট শব্দ হল। সে সময়ে স্থবির সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন বিধায় ঘুষির আঘাতে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। পূজ্য স্থবির সমাধি মধ্যস্থ ঋদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। উদান গ্রন্থেও এ কাহিনী বিধৃত আছে। (Ud. 30)

৩২. সঞ্জীব স্থবির যখন নিরোধ সমাপতি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তখন রাখাল ইত্যাদিরা লক্ষ্য করলে যে তিনি মৃত। তারা খরখুটা যোগার এবং গোময় যোজার করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়, তাতে স্থবিরের চীবরের কোণা ও দগ্ধ হলো না। তিনি সমাধি মধ্যস্থ ঋদ্ধির অধিকারী এবং দেশান্তরে উৎপত্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন বলে তার প্রভাবে তিনি অক্ষত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু এ কাহিনি সূত্রে উক্ত আছে। (M. i-333)

৩৩. স্থবির খানু কোণ্ডঞ্ঞ প্রকৃতি প্রদত্ত সমাপত্তি ধ্যান লাভী ছিলেন। তিনি এক রাতে কোন এক বনে সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। (৩৮১) পাঁচ শত ডাকাত লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে সেখানে গেল। তাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা ভাবল এবং বিশ্রাম দরকার। স্থবিরকে তারা কাটা গাছের গোড়া মনে মনে করল (খানুক)। তারা সমস্ত লুণ্ঠিত বস্তু তাঁর সামনে রাখল বিশ্রামের পর তারা সে স্থান ত্যাগ করার পূর্বাহ্ণে এমন সময় স্থবিরকে তাদের চোখে পড়ল যখন কোন একজন লুণ্ঠিত দ্রব্য এক এক করে ভাগ করে যাচ্ছিল। যখন তারা স্থবিরকে নড়াচড়া করতে দেখল ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

স্থবির তাদের বললেন, 'ভীত হয়োনা' হে উপাসকগণ, আমি একজন ভিক্ষু' তারা এসে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। স্থবিরের প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাস জন্মাল যে, তারা সংসার ত্যাগ করল এবং কালক্রমে সপ্রতিসম্ভিদা অর্হত্ব ফল লাভ করল। এখানে স্থবিরের কোন ক্ষতি হয়নি। পাঁচশত পুটলি দ্রব্য লুক্কায়িত করে রাখলেন। তা সম্ভব হয়েছিল সমাধি মধ্যস্থ ঋদ্ধির প্রভাবে। (Dh. A. ii-234)

৩৪. পুন্নক শ্রেণির কন্যা উপাসিকা উত্তরা। শ্রীমা নামে এক বেশ্যা তাঁর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল। সে তাঁর মাথায় একমগ তপ্ত তৈল ঢেলে দেয়। সে সময় উত্তরা মৈত্রী ভাবনায় নিবিষ্ট ছিলেন। সে কারণে তৈল যেন পদ্ম পত্রের জলের মতো তার গা ভাসিয়ে দিল। ইহা তাঁর সমাধি মধ্যস্থ ঋদ্ধির প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল। কাহিনীটি পূর্ণ বিস্তার করা উচিত ...। (Dh. A-iii-310, AA i-451)

৩৫. রাজা উদয়নের প্রধান মাহিষী শ্যামাবতী। মাগন্ধীয় ব্রাহ্মণের ইচ্ছা তার মেয়েকে রাজার প্রধান মহিষী করা। সে লক্ষ্যে শ্যামাবতীর বীণায় এক বিষধর সাপ ঢুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর রাজাকে বলল রাজ মহাশয়, শ্যামাবতী আপনাকে হত্যা করতে চায়। সে তার বীণায় এক বিষধর সাপ ভরে রেখেছে। রাজা তা পেয়ে রাগে জ্বলে উঠলেন। তাকে (রানি) হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তিনি তার ধনুক নিয়ে তাতে বিষাক্ত তীর যেজনা করলেন অনুচরবর্গসহ রাজাকে শ্যামাবতী মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাজা দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন, তীর ছুড়তে কিংবা তুলে নিতে পারছিলেন না। তখন রানি তাঁকে বললেন, প্রভু কি হল ? আপনি কি ক্লান্ত ? 'হ্যাঁ আমি ক্লান্ত 'তারপর ধনুক নিচে নামালেন, তীর ছুড়ে গিয়ে রাজার পায়ের তলায় রাখলেন। তারপর রানি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'যার মধ্যে কোন ঘৃণা নেই তাকে ঘৃণা করা উচিত নয়।' রাজা সে কারণে তীর নিক্ষেপ করতে সাহস পাননি। ইহা উপাসিকা শ্যামাবতীর ধ্যান মধ্যস্থ ঋদ্ধির প্রভাব (Dh. A. 216, AA. i-443)

৩৬. ৬. আবসস্থানে বা ইন্দ্রিয় গঠিত হয়ে অপ্রতিকূলতাকে প্রতিকূলে আনয়ন ইত্যাদিকে আর্যগণের ঋদ্ধি বলা হয়। তদনুসারে উক্ত হয়েছে ঃ 'আর্যগণের ঋদ্ধি কি ? এ স্থলে কোন ভিক্ষুর ইচ্ছা কর্তব্য 'আমি অপ্রতিকূলভাবে প্রতিকূলে এনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে (রূপান্তরিত) করে অবস্থান করব'। তবে

তিনি অপ্রতিকূলতাকে এভাবে গ্রহণ করেন যে, তিনি ইহাতে একাগ্রচিত্ত হয়ে পূর্ণ সতর্কতার সাথে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন। (Ps ii-212) (৩৮১) ইহাকে আর্যগণের ঋদ্ধি বলে। কারণ একমাত্র আর্যগণের মধ্যেই এ ঋদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং চিত্তের ওপর তাঁরাই একমাত্র প্রাধান্য বিস্তার করতে
৩৭. পারেন। তৃষ্ণা বিমুক্ত ভিক্ষু এ ঋদ্ধি লাভ করতে পারেন। মৈত্রী ভাবনা অনুশীলকালীন বা ধাতু বশে মনোনিবেশের সময় যখন অনুকূল আলম্বন আবর্জিত হয় তখন তিনি অপ্রতিকূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে অবস্থান করেন। অথবা যখন তিনি অশুভ ভাবনা অনুশীলনকালীন বা অনিত্য ভাবনায় মনোনিবেশের সময় যখন অনুকূল আলম্বন আবর্জিত হয় তখন তিনি অনুকূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে অবস্থান করেন। কিন্তু যখন তিনি ষড়োপাদনযুক্ত উপেক্ষা ভাবনা করেন, "চক্ষুপথে দর্শনীয় আলম্বন দেখে তিনি আনন্দ বা
.....
৩৮. (Ps ii-213) ইত্যাদি। তখন তিনি প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে উপেক্ষক হয়ে স্মৃতিমান হয়ে পূর্ণ সপ্রজ্ঞ হয়ে অবস্থান করেন। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য পটিসম্ভিদায় উক্ত হয়েছে : 'তিনি কিভাবে অপ্রতিকূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যকে প্রতিকূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করেন ? ' তিনি অপ্রতিকূল আলম্বনের ক্ষেত্রে তিনি মৈত্রী ভাবনা আবর্জন করেন অথবা ইহা ধাতুবশে ব্যবহার করেন।' (Ps-ii, 212) এভাবেই ইহা আর্যগণের ঋদ্ধি নামে অভিহিত। যেহেতু এই চিত্ত ঋদ্ধি একমাত্র আর্যগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

৩৯. (৭) পাখি তার পাখায় ভর দিয়ে আকাশে বাতাসের মধ্যে ভ্রমণ করার মতোই 'কর্ম বিপাক ঋদ্ধি।' তদনুসারে বলা হয়েছে 'কর্ম বিপাক ঋদ্ধি কিভাবে উৎপন্ন হয় ?' সব পাখি, সমস্ত দেবতা, সব মানুষ, কতিপয় দুঃখময় স্থানে নিপতিত প্রাণী আকাশে উড়ে ভ্রমণ করার মতো ঋদ্ধি প্রদর্শন করতে পারে। (Ps ii-213)। এখানে সপালকযুক্ত পাখি ধ্যানহীন না বিদর্শন না করে আকাশে উড়তে পারে, ভ্রমণ করতে পারে। ইহা কর্ম বিপাক বা কর্মফল ঋদ্ধি। এবং অনুরূপভাবে সমস্ত দেবতা কল্প শুরুর কতিপয় মানুষ, তদনুরূপ সব দেবতা, দুঃখময় স্থানে নিপতিত প্রাণীর

মধ্যে প্রিয়ঙ্করের মা পেতনী (SA) উত্তরার মা (PVA-140) কুসসমিত্তা, ধম্মগুত্তা এবং এরূপ অনেকের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল।

৪০. (৮) আকাশে বাতাসের মধ্যে ভ্রমণ করা ইত্যাদি রাজ চক্রবর্তী, ইত্যাদি মধ্যে বিদ্যমান পুণ্যঋদ্ধি, পুণ্যময় ঋদ্ধি নামে অভিহিত। তদনুসারে বলা হয়েছে ঃ 'পুণ্যময় ঋদ্ধি কি ? রাজ চক্রবর্তীর চতুরঙ্গ চালকসহ আকাশে বাতাসে ভ্রমণ, গৃহস্বামী শ্রেষ্ঠী জ্যোতিষ্কের মধ্যে পুণ্যময় ঋদ্ধি ছিল। ধনী গৃহস্বামী জটিলকের মধ্যে পুণ্যময় ঋদ্ধি ছিল (৩৮৩)। গৃহপতি ঘোষিতের মধ্যে পুণ্যময় ঋদ্ধি ছিল। গৃহপতিকের মধ্যে পুণ্যময় ঋদ্ধি ছিল। উক্ত পাঁচজনের মধ্যে পুণ্যময় ঋদ্ধি ছিল। (PS. ii. -213) সংক্ষেপে পুণ্যের পার্থক্য ভেদে সঞ্চিত পুণ্যের পরিপক্ক হয়ে পুণ্যময় ঋদ্ধিতে পরিণত হয়।

৪১. একটি স্ফটিক নির্মিত রাজপ্রাসাদ। চৌষট্টিটি আশাকড়ি বৃক্ষ ভূমিতে পোঁতা হলো। জ্যোতিষ্কের বসবাসের জন্য সুনিশ্চিত করা হয়। ইহা তাঁর পুণ্যময় ঋদ্ধির প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল। (Dh A.iv 207) আশি হাত উচ্চতা সোনার পাহাড় জ্যোতিষ্কের জন্য তৈরি ছিল। (Dh. A. iv-216) ঘোষিতকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল সাতবার। পুণ্যময় ঋদ্ধির ফলে সাতবারই রক্ষণ পেয়েছিলেন। (Dh. A. i-74) পুণ্যময় ঋদ্ধি সম্পন্ন মেণ্ডকের করিষা নামক ভূমিতে মশদুর দিয়ে মাটি সমান করার সময় সাতখণ্ড মহামূল্যবান রত্ন (মণ্ডক) উৎপন্ন হয়েছিল। (Dh. A. iii-364)

৪২. পাঁচজন অতি পুণ্যবানের মধ্যে মেণ্ডক, তাঁর স্ত্রী চন্দপদুমশ্রী, তাঁর পুত্র ধর্ণাঢ্য ধনঞ্জয়, তাঁর পুত্রবধূ সুমনা দেবী এবং তাঁর চাকর পুত্র। ধর্ণাঢ্য ব্যক্তি মেণ্ডক যখন হাত পক্ষালন করে আকাশের দিকে তাকাতেন তখন আকোশ হতে তাঁর পরিমাপ মতো বার হাজার পাঁচশত লাল চাল তার জন্য পূর্ণ হতো। তাঁর স্ত্রী যখন তাকাতেন তখন তাঁর পরিমাপ মতো (নালী) রান্নাকৃত ভাত লাভ করতেন। সে খাদ্য সমগ্র জম্বুদ্বীপে বিতরণ করার পরও শেষ হতো না। যখন তাঁর পুত্র হাতে এক হাজার মুদ্রার খালি হাতে নিতেন এবং তা সমগ্র জম্বুদ্বীপে মানুষকে বিতরণ করেও নিঃশেষ হতো না। যখন তাঁর পুত্রবধূ একটি পাত্রে ২০ আউন্স পরিমাণ শস্য নিতেন, তা তিনি জম্বুদ্বীপের সমস্ত মানুষকে বিতরণ করেও শেষ হতো না। চাকর লাঙ্গল দিয়ে মাঠে জমি চাষার সময় লাঙ্গলের ১৪ সীতা কোটের

প্রত্যেকটিতে ৭টি করে মূল্যবান রত্ন উৎপত্তি হয়েছিল। (Vin. 1-240. Dh. A. .1-334) তাঁদের পুণ্যময় ঋদ্ধির প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছিল।

৪৩. ৯. জাদুকর জাদুবিদ্যা অধিগত হয়ে আকাশে বাতাস মার্গে ভ্রমণ করে বিদ্যাময় ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। তদনুসারে উক্ত হয়েছে ঃ বিদ্যাময় ঋদ্ধি কি? জাদু বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করে, তারা তাঁদের জাদু মন্ত্রের প্রচার করেন। তাঁরা আকাশে বাতাস মার্গে বিচরণ এবং শূন্যে হস্তিত্ব প্রদর্শন করেন, অশ্ব প্রদর্শন করেন, রথ প্রদর্শন করেন, পদাতিক অথবা বিভিন্ন প্রকার সৈন্যদল প্রদর্শন করেন। (PS ii-213)

৪৪. ১০. সংসার ত্যাগ করে, লোভমূলক তৃষ্ণার উচ্ছেদ সাধন করে এবং বিশুদ্ধি মার্গের দ্বারা সমস্ত কলুষতার অবসান করে সাধক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেন। তদনুসারে বলা হয়েছে: 'সংসার ত্যাগের মাধ্যমে তৃষ্ণার অবসান করে, সেখানে অথবা এখানে সম্যক কর্মের প্রয়োগ দ্বারা ঋদ্ধি অর্জন করে ...। অর্হত্ব অর্জনের মাধ্যমে সমস্ত কলুষতা পরিহার করে বলতে এখানে অথবা সেখানে সম্যক কর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে। (PS ii-213) (304) এখানে মূল গ্রন্থ এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থের সম্যক কর্মের অনুরূপ। ভিন্ন কথায় পথ (মার্গ)। কিন্তু অর্থ কথায় এসেবে প্রদত্ত : "শকট তৈরির বিভিন্ন সংযোজন যেমন বাণিজ্যের অঙ্গীভূত ইত্যাদি যেকোন চিকিৎসা কর্ম, ত্রিবেদ শিক্ষা, ত্রিপিটক শিক্ষা, বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্র অথবা তত্র সম্যক কর্ম সমভাবে প্রয়োগেই উৎপাদনের সফলতা।

৪৫. ক. **ঋদ্ধি বিদ্যার প্রকার ভেদ (২০) :** ঋদ্ধি বিদ্যার অঙ্গ (উপাদান) সমূহ অথবা ঋদ্ধিবিদ্যার বিভাগগুলো : তিনি চিত্ত নিবেদন, চিত্ত নিবিষ্ট হন। যখন পূর্ব বর্ণিত মতে সে ভিক্ষুর চিত্ত বিজ্ঞান অভিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হয়, তখন তিনি বিজ্ঞানকে অলৌকিক শক্তি অর্জনের জন্য নিবেদন করেন, তিনি অলৌকিক শক্তি লাভের জন্য প্রাথমিক চিত্ত পরিকর্মে নিবেদন করেন। কৃৎস্ন আলম্বন ত্যাগ মুখ্য হয়ে উঠে। চিত্ত নিবিষ্ট (নমিত) : অলৌকিক শক্তি লাভের লক্ষে ইহার পরিপোষণ, এবং লীন করে তোলেন।

৪৭. তিনি : যে ভিক্ষু তাঁর চিত্তকে এ মার্গে নিবেদন করেন।

বহু প্রকার : বিভিন্ন প্রকার নির্দেশক। অলৌকিক শক্তির প্রকারভেদ : অলৌকিক শক্তির বিবিধ বিভাগ। হাতে কলমে শেখা পরে অনুভবনীয়

(পাচ্চানুভবতি) বিকল্প ধরণের। তার হলো সংস্পর্শে আসা, উপলব্ধি করা, উপনীত হওয়া।

৪৮. এখন বিভিন্ন প্রকার দেখাতে গিয়ে হলো হয়েছে, 'বহুত্বের হয়েও এক রূপে প্রদর্শন। (তিনি বহু হয়ে বহুজন এবং বহুজন হয়ে এক জন হন। তিনি দৃষ্টিগোচর এবং অদৃশ্য হয়ে যান। তিনি দেয়ালের অন্তরাল হতে মুক্তাকাশে গমন করতে পারেন। জলে ডুব দেওয়ার মতো তিনি মাটির ভেতরে ডুব দিতে পারেন। মাটিতে হাঁটার মতো তিনি জলের উপরে হাঁটতে পারেন। সপাখা পাখির মতো তিনি ধ্যানাসনে বসে থেকেও আকাশে উড়তে পারেন। চন্দ্র-সূর্যের চেয়ে ক্ষমতা সম্পন্নকে হাতে স্পর্শ এবং ঘা দিতে পারেন। ব্রহ্মলোকের অনুরূপ তিনি দৈহিক প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন। (D i-77) এখানে একজন হয়ে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের পূর্বে স্বাভাবিকভাবে তিনি একজন বুঝায়। তিনি বহুজনে রূপান্তর হন। তিনি বহুলোকের সাথে হাঁটতে চান অথবা বহুজনের সাথে সূত্রপাঠ করতে চান, অথবা বহুজনের সাথে প্রশ্ন উত্থাপন করতে চান, তিনি এক হয়ে শতজনে অথবা এক হাজার জনে রূপান্তর হয়ে যান। কিন্তু তিনি কি উপায়ে এসব করেন? ১. তিনি চার ভূমিতে গুণরাজিতে বিভূষিত ২. চার মার্গ (ভূমি) ৩. অষ্ট সমাপত্তি ৪. অলৌকিক শক্তির ষোল মূল ৫. এবং অধিটঠান প্রজ্ঞায় বিভূষিত।

৪৯. ৫. (১) এখানে চার ভূমি কি কি ? এগুলো হলো ঃ প্রথম ধ্যানে বিবেকজ ভূমি, দ্বিতীয় ধ্যানে প্রীতিজ ভূমি তৃতীয় সাথে উপেক্ষা ভূমি এবং চতুর্থ ধ্যানে অদুঃখ-অসুখজ ভূমি। এসব অলৌকিক শক্তি চার ভূমি (যা অলৌকিক শক্তি লাভে সাহায্য করে, অলৌকিক শক্তি লাভের জন্য আচরণীয় কর্তব্য। কিন্তু চতুর্থ ধ্যান অলৌকিক শক্তিলাভের সাধারণ ভূমি।

৫০. (২) চার ভূমি (মার্গ) : চার মার্গ অলৌকিক শক্তি লাভের চার ঋদ্ধিপাদ। সেজন্য উক্ত হয়েছে : 'চার প্রকার ঋদ্ধিপদ বা মার্গ কি কি ? এখানে কোন ভিক্ষু মার্গে আরোহণের শক্তি অর্জনের জন্য ভূমিতে সাধনা করেন। সে প্রচেষ্টার মধ্যে ছন্দ (অনুরাগ) সমাধি এবং কঠোর প্রচেষ্টা উভয় সংশ্লিষ্ট। তিনি ঋদ্ধি মূলের সাধনা করেন। সে প্রচেষ্টার মধ্যে বীর্যজনিত সাধনা এবং প্রবল আকাঙ্ক্ষা উভয় সংশ্লিষ্ট। ঋদ্ধির জন্য তিনি ধ্যান মূল সাধনা করেন। তাতে বীর্যজনিত এবং প্রবল আকাঙ্ক্ষাজনিত চিত্ত একাগ্রতা উভয়

সংশ্লিষ্ট। তিনি ঋদ্ধিশক্তির জন্য ধ্যানমূল সাধনা করেন। তাতে চিত্ত বিজ্ঞানজনিত স্বাভাবিক বিশুদ্ধি এবং প্রবল আকাঙ্খা উভয় সংশ্লিষ্ট। ঋদ্ধির জন্য তিনি ধ্যানমূল সাধনা করেন। তাতে অনুসন্ধান জনিত চিত্ত একাগ্রতা এবং প্রবল আকাঙক্ষা উভয় সংশ্লিষ্ট। এ চার মূল (মার্গ) শক্তি অলৌকিক শক্তি অর্জনে ভূমিকা রাখে অলৌকিক শক্তির ফলে নির্ভরতা আসে। (PS. ii-205)

৫১. এখানে সমাধি যাতে ইহার হেতু বশে ছন্দ অনুরাগ আছে অথবা সুবিদিত অনুরাগ বিদ্যমান। তাই ছন্দ হেতু সমাধি। ইহা সমাধির একটি শর্ত যা কর্মক্ষমতার আকাঙক্ষা মিশ্রিত ছন্দ, অগ্রগামী অনুরাগ। সংস্কার বশে প্রচেষ্টা হলো কঠোর প্রচেষ্টার ইচ্ছা : ইহা সম্যক প্রচেষ্টার বীর্য যা চতুধা কর্ম সম্পাদন করে। সংশ্লিষ্টতা : অনুরাগ এবং তন্মধ্যস্থ চার কঠোর প্রচেষ্টার ইচ্ছা এবং অনুরাগ সমাধির সাথে যুক্ত।

৫২. **শক্তির মার্গ (ঋদ্ধির উপায়) :** তার অর্থ হলো সমগ্র চিত্ত এবং তার অবশিষ্ট চৈতসিকসমূহ (সমাধি এবং আকাঙ্খা ব্যতীত) যাতে করে অধিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মার্গ হল মূল) পূর্ব নির্দিষ্ট সমাধি। এবং অভিজ্ঞান চিত্তের (অভিঞ্ঞঞা) সঙ্গে সম্পৃক্ত কঠোর প্রচেষ্টার আকাঙ্খা। পরবর্তীতে এসব ঋদ্ধি লাভের শক্তি জোগায়। তা উৎপাদনের দ্বারা অথবা সফলকাম অর্থে অথবা এরূপভাবে “অর্থ বোধগম্যতা এরূপে এসব সফলকাম তারা উর্বর উর্দ্ধে উন্নীত। এজন্যে বলা হয়েছে ঋদ্ধি মূল (শক্তির উৎস) : স্কন্ধ অনুভব (সংজ্ঞা অনুভব, সংস্কার অনুভব এবং) বিজ্ঞান স্কন্ধ অনুভভ ঘটে। (ঠনয. ২১৭)

৫৩. **অথবা বিকল্পভাবে :** উহার দ্বারা ইহার উপস্থিতি। এরূপে মার্গ (পাদ=মূল)। ইহা উপনীত। ইদ্ধিপাদ ইদ্ধিয়া পাদ (পদদ্বয়ের সংযোজন) : ইহা ছন্দের শর্ত ইত্যাদি। তদনুসারে বলা হয়েছে : ‘ভিক্ষুগণ, যদি কোন কোন ভিক্ষু সমাধি লাভ করে, একাগ্রতা লাভ করে, ছন্দের (অনুরাগ) অনুকূল হয়, তবে তাকে ছন্দ বশে সমাধি বলে। তিনি ছন্দ সতর্ক হন অনুৎপন্ন পাপ অনুপত্তি অকুশল ধর্ম (বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তে শক্তি প্রয়োগ) সংগ্রাম করেন। (তিনি উৎপন্ন পাপ পরিহারের ছন্দের সমাধি, চার প্রকার আকাঙক্ষা, কঠোর প্রচেষ্টা চালান। অকুশল ধর্ম তিনি অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনে ছন্দ সমাধি প্রয়োগ করেন তিনি উৎপন্ন কুশল রক্ষার

জন্য, অচ্যুতির জন্য, বৃদ্ধি, উৎপন্ন, প্রসার এবং উৎপন্ন কুশল, ধর্ম, প্রচেষ্টা, বীর্য প্রয়োগ, মনোময় ধর্ম এবং সংগ্রাম করেন পূর্ণতার জন্য। এসবকে ইচ্ছা বা আকাঙ্খার কঠোর প্রচেষ্টার উদাহরণ বলা হয়। সুতরাং এ ছন্দ এবং এ সমাধি ছন্দের কারণে ঘটে থাকে। এবং এটার উদাহরণ হল কঠোর প্রচেষ্টার আকাঙক্ষাকে বলা মার্গ (শক্তিতে আরোহণের উপায় (ঋদ্ধির উপায়)। এই যে সমাধি সম্পৃক্ত তা ছন্দের কারণে এবং কঠোর প্রচেষ্টার আকাঙ্খার কারণে সম্ভব। (Sv. 268)। অন্যান্য ঋদ্ধি লাভের ক্ষেত্রেও (ঋদ্ধিশক্তির মূল) এভাবে ইহার অর্থ বোধগম্য।

৫৪. **আট ধাপ সছন্দ আট আরম্ভ বলে জ্ঞাতব্য :** এজন্য বলা হয়েছে : 'অষ্টধাপ কি ? ' যদি কোন ভিক্ষু সমাধি লাভ করেন, তবে তিনি চিত্তের একাগ্রতা অর্জন করেন, ছন্দের সাহায্যে। তখন ছন্দ আর সমাধি থাকে না, সমাধি আর ছন্দ থাকে না। (৩৮৬) ছন্দ এক সমাধি অপর। যদি কোন ভিক্ষু ...... বীর্যের সাহায্যে (স্বাভাবিক বিশুদ্ধি) বিজ্ঞান প্রশ্নের (বীমাংসা) সাহায্য নেন, তখন সে সন্ধান সমাধি হয় না। বিজ্ঞান, বীমাংসা বা অনুসন্ধান হয় না অনুসন্ধান এক সমাধি অপর এই আট ধাপ হলো অলৌকিক ঋদ্ধি লাভে ভূমিকা রাখেন (ঋদ্ধি)। (PS. ii 205) এখানে আকাঙক্ষা অলৌকিক শক্তি ঋদ্ধি উৎপাদনে ইচ্ছার মধ্যে সম্পৃক্ত। তাতে আকাঙ্খা ছন্দের সাথে মুক্ত। যা অলৌকিক শক্তি ঋদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে। একইভাবে বীর্যের ক্ষেত্রে এবং ইত্যাদির ক্ষেত্রে। অষ্ট ধাপ কেন বলা হয় ইহা হলো তার বোধগম্যতা।

৫৫. (৪) **ষোড়শ মূল :** চিত্তের অবিরুদ্ধতা (মিল) ষোড়শ উপায়ে বোধগতায় আনতে হবে। এ কারণে বলা হয়েছে : 'সে শক্তির উৎসমূলগুলো কী কী ? আলস্য দ্বারা অবিষণ্ন চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। লোভ দ্বারা অলোভ চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। ব্যাপাদ (পাপেচ্ছা) দ্বারা দমিত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সচ্ছল (স্বাধীন) চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। ছন্দ (আকাঙ্খা) নিশ্রিত লোভ দ্বারা প্রতিশব্দ বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। ইন্দ্রিয়াসক্তি দ্বারা বিমুক্ত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। ক্লেশ দ্বারা অসংযুক্ত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত ক্লেশ সংযুক্ত চিত্তের

দ্বারা নিষ্কলুষ চিত্ত বিচলিত করা যায় না, এভাবে ইহা অবিচলিত। বিবিধ ক্লেশযুক্ত চিত্ত দ্বারা একাগ্রচিত্ত বিচলিত করা যায় না, এভাবে ইহা অবিচলিথ। শ্রদ্ধাহীনতা দ্বারা সশ্রদ্ধ চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। আলস্য দ্বারা বীর্য সংযুক্ত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত অনজ্ঞা দ্বারা চিত্তৈকাগ্রতা নিষিক্ত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। ব্যাকুলিতা (উদ্ধস্থ কুক্কুর) দ্বারা সমাহিত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। অবিদ্যা (অবিজ্জা) দ্বারা প্রজ্ঞাপ্রসূত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত। অবিদ্যান্ধকার দ্বারা আলোচিত চিত্ত বিচলিত করা যায় না। এভাবে ইহা অবিচলিত ঋদ্ধির এ ষোল প্রকার মূল অলৌকিক শক্তি অর্জনে ভূমিকা রাখে ...। অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায় অলৌকিক শক্তির প্রভাবে। (Ps. iii-206)

৫৬. শব্দগুলোর ভেতর দিয়ে যদিও অর্থ এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'যখন তার সমাহিত চিত্ত ইত্যাদিও, কিন্তু ইহা পুন বিবৃত হয়েছে তা হল (উদ্দেশ্য হল) প্রথম ধ্যান প্রদর্শন ইত্যাদির জন্য। সেগুলো হলো অলৌকিক শক্তি লাভের ত্রিভূমি, ভিত্তি (মার্গ), ধাপ এবং মূলসমূহ। প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি সূত্রের মধ্যে প্রদত্ত। কিন্তু কিভাবে প্রতিসম্ভিদায় দেওয়া হল ? সুতরাং সন্দেহ নিরসনার্থে ইহা দুই উদাহরণের প্রত্যেকটির মাধ্যমে বিবৃত হল।

৫৭. (৫) **তিনি জ্ঞানত অধিষ্ঠান করেন :** যখন তিনি ভূমি, ভিত্তি (মার্গ) ধাপ এবং মূলাদি (অলৌকিক শক্তি) উপায়গুলো পরিসমাপ্ত করেন (৩৮৭), তখন তিনি অভিজ্ঞানের মূলগুলো লাভ করেন। এবং তাতে নিমগ্ন থাকেন। অত:পর তিনি এক হয়ে একশতে রূপান্তরের ইচ্ছা করেন। তবে প্রাথমিক কর্ম সম্পাদনে করেন এভাবে : "আমি শতকে পরিণত হই, আমি শতকে পরিণত হই। তারপর তিনি আবার অভিজ্ঞানের মূলরূপে ধ্যানস্থ হন নিমগ্ন হন এবং আধিষ্ঠান করেন। তিনি অধিষ্ঠান চিত্তে যুগপৎ শতকে পরিণত হন। সহস্রের ক্ষেত্রে তিনি এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন ইত্যাদি। এভাবে যদি তিনি সফল না হন তবে তাঁকে প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন করা উচিত। এবং যদি তিনি সফল না হন তবে তাঁকে প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন করা উচিত। এবং অর্জন, নিমগ্ন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিষ্ঠান

করবেন। এজন্যে সংযুক্ত অর্থকথায় বলা হয়েছে যে, একবার কিংবা দুইবার ইহা অনুমোদন যোগ্য।

৫৮. এখানে মূল ধ্যানে চিত্তে আলম্বনের নিমিত্ত থাকে। কিন্তু প্রাথমিক পরিকর্ম চিত্তে আলম্বন হিসেবে শতক অথবা সহস্র থাকবে। এবং অবশেষের গুলো উপস্থিত (আগত) আলম্বন হিসেবে কল্পিত ধারণা নয়। অধিষ্ঠান চিত্ত অনুরূপভাবে সহস্র আলম্বন হিসেবে অথবা সহস্র হল ইহার আলম্বন তা মাত্র একবারই উৎপন্ন হয়। পরে চিত্তমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্পণা ক্ষেত্রে (৪র্থ অধ্যায়) যা ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে। এবং অরূপ ভূমির ৪র্থ ধ্যানন্তর চিত্ত।

৫৯. প্রতিসম্ভিদায় উক্ত হয়েছে: স্বাভাবিকভাবে এক হয়ে তিনি (নিজেকে) আবর্জন (আবৃত্তি) করেন বহু অথবা শতক হয়ে অথবা সহস্র অথবা শত সহস্র রূপে আবর্জনের ফলে তিনি সজ্ঞান অধিষ্ঠান করেন,"আমি অনেকে রূপান্তর হই" । তিনি বহু জনে রূপান্তরিত হন পূজ্য চুল পন্থকের মতো। (PS. ii-207) এখানে তিনি আবর্জন করেন - বলা হয়েছে : প্রাথমিক পরিকর্ম হিসেবে। আবর্জন করে বলা হয়েছে।

[সজ্ঞানত অধিষ্ঠানঃ]

এখানে অভিজ্ঞান অনুসারে বর্ণিত। তাৎপর্যপূর্ণ হলো তিনি বহুর আবর্জন করেন। উহার পর তিনি সব শেষ প্রাথমিক পরিকর্ম চিত্ত অর্জন করেন। সে অর্জনে নিমগ্ন থেকে তিনি পুনরায় আবর্জন করেন এভাবে: 'আমি বহুজন হই: তারপর অভিজ্ঞজনের অধিকারী হয়ে তিনি এক চিত্তক্ষণ অধিষ্ঠান করেন, যা তিন বা চার পূর্বকৃত্য চিত্তের পরে উৎপন্ন হয়। যা অধিষ্ঠান নামে অভিহিত, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে সংগঠিত হয় এখানে ইহাই অর্থ বোধগম্যতা ।

৬০. পূজ্য চূলপন্থকের মতো : এই বহুমাতৃক ধর্ম সশরীরে প্রত্যক্ষকরণ থেকে বলা হয়েছে। কিন্তু তা কাহিনীর মাধ্যমে বিবৃত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। দুই ভাই, তাদের পন্থক নামে ডাকা হত (মার্গস্থ)। কারণ তাঁদের জন্ম হয়েছিল রাস্তায়। দুজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম মহাপন্থক তিনি সংসার ত্যাগ করে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্বফল লাভ করেন। তিনি অর্হৎ হয়ে চূল পন্থককে সংসার ত্যাগী করেন এবং এ গাথা ভাষণ করে (৩৮৮)

পদুমং যথা কোকনাদং সুগন্ধং, পাতোসিয়া ফুল্লমবীত গন্ধং,

অঙ্গীরসং পস্‌স বিরোচমানং তপন্তমাদিচ্চমিবন্ত লিখেতি।

– কোকরসং পদ্ম সম গন্ধ অনুরূপ,
প্রভাতে সুবস্তারে সৌরভ তথারূপ।
সমুজ্জ্বল অঙ্গসহ যিনি সমুজ্জ্বল,
রবিসম মান্ডলাকার স্বর্গে সমুজ্জ্বল। (AN. iii-239, S.i-81)

চার মাস অতিবাহিত হল। কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন না। পরে স্থবির বললেন তুমি প্রতিদসম্ভিদায় পরাঙ্মুখ। এবং তিনি তাঁকে বিহার হতে বহিষ্কার করলেন।

৬১. সে সময় স্থবির শিশু খাদ্য বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন। জীবক স্থবিরকে এ বলে আবেদন করলেন 'আমি চুলপন্থকে ব্যতীত সকলকে গ্রহণ করলাম।' চুলপন্থক দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। ভগবান তাঁকে দিব্য নেত্রে অবলোকন করলেন। এবং তাঁর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছ কেন?' যা ঘটেছিল তিনি তার বিবরণ দিলেন।

৬২. ভগবান তাঁকে বললেন 'আমার শাসনে প্রতিসম্ভিদাহীন অপদার্থ বলে কেউ নেই, যে আবৃত্তি করতে পারে না। ভিক্ষু তুমি দুঃখ করো না। তিনি তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন । তাঁকে বিহারে নিয়ে গেলেন। তিনি অলৌকিক শক্তির দ্বারা একখণ্ড কাপড় সৃষ্টি করলেন। তিনি তা এ বলে প্রদান করেন,'ভিক্ষু এখন তুমি ইহা ঘষতে থাক। এবং পুন:পুন: আবর্জন কর 'রজ হরণ, রজ হরণ'। তাঁকে নির্দেশ মতে এরূপ বলতে থাকলে বস্ত্রখণ্ড কাল রং ধারণ করেন। তিনি এতে যেটি লাভ করলেন তা হল 'বস্ত্রখণ্ড পরিষ্কার তাতে কোন ভুল নেই। যা আত্ম তাই ভুল। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাকে পঞ্চস্কন্ধে নিপতিত করেন। এবং বিদর্শন প্রবৃত্তি করে প্রজ্ঞার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হন এবং সংসার বন্ধন ছিন্ন করেন।

৬৩. **"রাগো রজো ন চ পন রণু বুচ্চতি, রাগস্‌সেতুং অধিবচনং বাজোতি।**
এতং রাজং বিপ্পজহিত্বা পন্ডিতা, বিহরন্তি তে কিাত রজস্‌স সাসনে।
দোসো মোহোরাজো ন চ পন রেণু বুচ্চতি, মোহস্‌সেতং অধিবচনং রজোতি
এতং রজং বিপ্‌পজহিত্বা পন্ডিতা, বিহরন্তি তে কিাত রজস্‌স সাসনেতি।

– অতপর ভগবান ব্যঞ্জনাময় এ গাথাগুলো উচ্চারণ করেন:

মল যে নয়, লোভ মোরা যাকে বলি মল,
মল সংজ্ঞা উচ্চারে শুধু লোভ মাত্র বুলি ভুল।
এ লোভে ত্যাজি জ্ঞানি জনে পরিহরি অথ মানি
তাহার বিনয় ভজিয়া তাতে লোভ নাহি কয় জানি,
ঘৃণা কর তাকে মলকে নয় যাকে মোরা বলি মল।
মোহ অনুরূপ নহে মল, মোরা যাকে বলি মল,
মোহ সংজ্ঞা উচ্চারি শুধু মোহ মাত্র বুলি ভুল।
এ মোহে ত্যাজি জ্ঞানিজনে পরিহার অথ মানি,
তাহার বিনয় ভজিয়া তাতে মোহ নাহিবয় জানি। (Nd. 505) (389)

যখন গাথা পরিসমাপ্ত হয়, পূজ্য চুল পন্থকের মধ্যে চার প্রতিসম্ভিদায় নব লোকোত্তর ধর্মের উদয় হয়।

৬৪. পরদিন ভগবান সসংঘভিক্ষুসহ জীবকের গৃহে গমন করেন। অত:পর যখন যাগু দানের পর জলোৎসর্গ করার সময় তিনি তার পাত্রের ঢাকনা নিবদ্ধ করলেন। জীবক জিজ্ঞেস করলেন ভন্তে একী হয়েছে ? বিহারে একজন ভিক্ষু আছেন।' তিনি এ বলে বিহারে একজন লোক পাঠালেন 'তাড়াতাড়ি যাও, ভন্তেকে নিয়ে এসো।'

৬৫. যখন ভগবান বিহার ত্যাগ করলেন :
সহস্‌স খত্তুমত্তানং নিম্মিনিত্বান ভগবতি,
নিসীদম্ববনে রম্মে যাব কলাপ্‌প বেদনাতি।
নিজেকে যখনি করলেন তিনি বহু জনান্তর,
পন্থক নিজেরে করলেন তখন হাজার জনান্তর।
আম্র কাঠের আরাম উপবেশনে পরে,
অঘোষ সময় অবধি রইলেন তারপরে। (Jhag-563)

৬৬. লোকটি বিহারে গিয়ে দেখলেন, হলুদ বর্ণের আভা দর্শনে বিমুগ্ধ হলেন। তিনি ফিরে নিয়ে ভগবানকে বললেন, ভন্তে বিহার ভিক্ষুর সমাগমে পূর্ণ। তাঁদের মধ্যে তিনি কে তা আমি চিহ্নিত করতে পারিনি।' অতপর ভগবান বল্লেন তুমি যাও এবং তাঁদের মধ্যে প্রথম জনের চীবরের কোণা ধরবেন, ক্ষণিকের মধ্যে সব সৃষ্টি উধাও হয়ে গেল। স্থবির তাকে এ বলে বিদায় করলেন' তুমি যেতে পার।" এবং যখন তিনি শারীরিক উপস্থিতি যেমন মুখ ধৌত করা পরিসমাপ্ত করলেন তখন তিনি দ্রুত উপস্থিত হলেন এবং

প্রস্তুতকৃত আসনে বসে পড়লেন। ইহার সূত্র উল্লেখ হয় যে চুল পন্থকের মত।

৬৭. অলৌকিক শক্তিধরের মতো বহু সৃষ্টের হয় কারণ এসব সৃষ্টি কোন নির্দিষ্ট ধরনের ছাপ হয়। অর্থ অলৌকিক শক্তিধর যে রূপ সেরূপ হয়ে থাকে। তিনি দণ্ডায়মান, উপবেশন ইত্যাদি অথবা ভাষণরত নীরব ইত্যাদির মতো অনুরূপ করে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁদের ভিন্নাকার উপস্থাপন করতে চান, জীবনের প্রথম পর্ব, মধ্যপর্ব, শেষ পর্বের মতো এবং কেউ লজ্জাচুন সম্পন্ন কেউ অধ মুণ্ডিত কেউ মুণ্ডিত কেট পাকা চুল সম্পন্ন, কেউ পাতলা রঙিন চীবর, কেউ গাঢ় রঙিন চীবর পরিহিত অথবা কেচ বিশেষে বচন বিশেষণরত, ধর্মদেশনারত, কেউ ছন্দময় আবৃত্তিতে। প্রশ্ন জিজ্ঞেসরত, প্রশ্নোত্তর, দানরত, রন্ধনরত, বস্ত্র রঙিনরত, সেলাইরত চীবর ধৌতরত ইত্যাদি অথবা খাদি তিনি ইচ্ছা ফরেকা অবস্থিত সব কিছুর ভিন্ন প্রকৃতির তবে তাকে নিমগ্ন থেকে করা উচিত। করতে হয় প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন জীবনের প্রথম ধাপে অনেক ভিক্ষু অবস্থার করুক।' 'তারপর তিনি নিজেকে আর এক ধাপ ধ্যান অর্জনে নিমগ্ন করেন তারপর অধিষ্ঠান করেন। অধিষ্ঠান ধ্যান চিত্তে সহকারে তিনি ক্রমান্বয়ে যেরূপ ইচ্ছা করেন সেরূপ হয়ে যান।

৬৮. একই ব্যাখ্যা পদ্ধতি হন এ খণ্ডকারে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সেখানে এ ভিন্নতা বর্তমান। পরে এ ভিক্ষু বহু অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন। অতপর তিনি ভাবেন, "আমি মাত্র একজন হয়ে ভ্রমণ করব", আবৃত্তি করব (৩৯০) প্রশ্ন করব, অথবা ইচ্ছা শূন্য হয়ে তিনি ভাবেন 'এ বিহারে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু থাকেন। যদি কেউ আসে, তিনি স্তম্ভিত হন, 'ভিক্ষুগণ গেলেন কোথায়, ভিক্ষুগণ কোথায় আছেন ? সদৃশ ভিক্ষুগণ কোথা হতে আসলেন ? ইহা কি নিশ্চয়ই কোন স্থবিরের কৌশল ? এবং সেজন্যে তিনি আমার সম্বন্ধে জানতে পারেন। কিছুক্ষণ ইচ্ছাপোষণ করে আমাকে মাত্র এক হতে হবে।' তাঁকে এ পর্যায়ে মূল ধ্যান অর্জন এবং নিমগ্ন হতে হবে এবং এভাবে অধিষ্ঠান করেন 'আমি এক হই'। অধিষ্ঠান চিত্তে তিনি এক হন। তিনি অধিষ্ঠান চিত্তে যুগপথে এক হয়ে যান।' এবদ সত্ত্বেও পূর্বাহ্নে স্থিরকৃত মনে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় এক হয়ে যান।

৬৯. **তিনি উপস্থিত এবং অদৃশ্য হতে পারেন :** এখানে ইহার অর্থ হল এই যে, তিনি তাঁর উপস্থিতির কারণ হন এবং অদৃশ্য হওয়ার কারণ হন, এজন্যে প্রতিসম্ভিদায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "তিনি উপস্থিত হন," তিনি কোন কিছু দ্বারা প্রচ্ছন্ন (অবগুণ্ঠিত) থাকেন না। তিনি লুক্কায়িত থাকেন না, তিনি উদ্ভাসিত, তিনি প্রত্যক্ষ। "অদৃশ্য"- তিনি কোন কিছু দ্বারা প্রচ্ছন্ন, তিনি লুক্কায়িত, তিনি পথরুদ্ধ, তিনি অবরুদ্ধ। (PS ii-207)

এখন, এই অলৌকিক শক্তির আধার ব্যক্তি যার অন্ধকারাচ্ছ থেকে আলোভ উপস্থিতি অথবা তিনি লুক্কায়িত তা উদ্ভাসিত অথবা যা দৃশ্যপটে নেই তা

৭০. দৃশ্য পটে আনেন। তা কিভাবে ? যদি তিনি স্বয়ং অথবা অপর কে লুক্কায়িত হয়েও দৃশ্যত অথবা দূরত্বে আনতে ইচ্ছা করেন, তবে মূল ধ্যানে নিমগ্ন থেকে এভাবে আবর্জন করেন : "এই ঐ অন্ধকার আলোকিত হোক" অথবা এই ঐ লুক্কায়িত উদ্ভাসিত হোক" অথবা এই, ঐ যা দৃশ্যপটে নেই তা দৃষ্টিগত হোক।" তারপর তিনি প্রাথমিক পরিকর্ম এবং এভাবে অধিষ্ঠান করেন, যা পূর্বাহ্নে বর্ণিত হয়েছে। এতে তিনি যুগপথ অধিষ্ঠানের অধিষ্ঠিত হন। অন্যেরা তখন দূরত্বে থেকেও দৃষ্টিগত হন এবং তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেন, যদি দেখতে চান।

৭১. কিন্তু কে সর্বপ্রথম এ মায়া প্রদর্শন করেন ? তথাগত। যখন ভগবান চুল পন্থককে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সাত ক্রোশ পথ শ্রাবস্তী থেকে সাকেত পর্যন্ত দূরত্বে আকাশ ভ্রমণরত ছিলেন। এবং ৫০০ ক্রোশ দূরত্বে কুটাগার (জলছত্র শালা) থেকে। যা বিশ্বকর্মা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছিল। (DhA. iii-470) তিনি এমন অধিষ্ঠান করেন যে, শ্রাবস্তী নগরবাসী সাকেত অধিবাসীদের যেন দেখতে পায়। যখন তিনি নগরীর মাঝখানে উড়ে এসে বসেন, তিনি পৃথিবীকে দুভাগ করেন এবং অবিচি নামক নরক প্রদর্শন করান এবং আকাশকে দু অংশে বিভক্ত করেন এবং ব্রহ্মালোক প্রদর্শন করান।

৭২. দেব রোহনের দ্বারাও ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়। ভগবান যখন মনে হয় যমক প্রাতিহার্য (ঋদ্ধি) প্রদর্শনের সময়, চুরাশি হাজার মানুষকে বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি বিচরণ করলেন, যেখানে অতীতের তথাগতগণ, তাঁদের যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, তাঁরা ত্রয়োত্রিংশ স্বর্গে গমন করে গেছেন। (৩৯১) তারপর তিনি এক পায়ে

পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে এবং সুগন্ধা পর্বতে দ্বিতীয় পা স্থাপন করেন। পুনরায় তিনি তাঁর প্রথম পা ছাড়িয়ে সুমেরু শীর্ষে বসেন। সমতলে মার্বেল পাথরে নির্মিত্ত ঘরে বাস করে বৃষ্টি নিবারণ এবং তিনি তাঁর অভিধম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলেন। প্রথম শুরু থেকে তিনি তা আরম্ভ করেন দশ সহস্র চক্রবালের দেবতাদের মধ্যে। ভিক্ষান্ন সংগ্রহের বিচরণের সময় তিনি এক অনুকৃতি বুদ্ধ সৃষ্টি করে ধর্ম পরিবেশন করান।

৭৩. ইতোমধ্যে ভগবান স্বয়ং নাগলতার দন্তকাষ্ঠ চিবায়ে মাজন এবং অনোমতপ্ত হ্রদে মুখ প্রক্ষালন করেন। অত:পর উত্তরকুরু নিবাসীদের থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে যে হ্রদের তীরে তা ভোজন করেন, স্থবির সারিপুত্র (প্রত্যহ) সেখানে যেতেন এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তিনি (ভগবানকে) বললেন, 'আজ আমি ধর্ম পরিবেশন করব। তিনি (বুদ্ধ) তাঁকে ধর্ম পরিবেশন প্রক্রিয়া প্রদান করেন। এরূপে তিনি তিন মাস ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অভিধর্ম ব্যাখ্যা করেন। এতে ৮০ কোটি দেবতা ধর্মশ্রবণ করে ধর্মে প্রবেশ করেন।

৭৪. যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শনের সময় যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তা বার ক্রোশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বলা হয়েছে যখন আমরা ভগবানকে দেখব তখন পরিবেশন করব। তাঁরা একটি শিবির তৈরি করে তাতে অপেক্ষমান রইলেন। অনাথ পিণ্ডিকের ছোট ভাই তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেন। জনতা অনুরুদ্ধ স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভগবান কোথায় ?' স্থবির আলো বড় করে দিলেন' এবং দিব্যচক্ষুর আলোকে বৃষ্টির কারণে ভগবান কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন বললেন। দেখার সাথে সাথে তিনি ইহা প্রকাশ করলেন।

৭৫. তাঁরা পূজ্য মহামোদ্গাল্যায়নকে বললেন (আমরা), ভগবানকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে এসেছি। সভাসদের (সম্মেলনের) মাঝখানে থের মৃত্তিকার নিচে ডুব দেন। তারপর সুমেরু পর্বত ভেদ হয়ে ভগবানের পদযুগল বের হলে তিনি ভগবানের পাদফুলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ভগবানকে তিনি বললেন, 'পূজনীয় ভন্তে, জম্বুদ্বীপের অধিবাসীর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এবং তারা বলছে 'আমরা ভগবানকে দেখে অন্তর্নিহিত হয়ে যাব।' ভগবান বললেন 'তারা কোথায় হে মৌদ্গাল্যায়ন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ধর্ম সেনাপতি ? ভন্তে তারা শঙ্কাস্য নগরে। 'মৌদগল্যায়নে তাঁরা আমাকে

দেখার জন্য আগামীকাল শঙ্কাস্য নগরে আসুক।' আমি আগামীকাল মহাপ্রবারণা পূর্ণিমার উপোসথ দিনে অবতরণ করব।'

৭৬. ভন্তে সাধু বলে, দশবলকে বন্দনান্তে আগত মার্গালম্বনে অবতরণ করে না। তিনি জনতা সমক্ষে উপনীত হন। তাঁর গমনাগমনের দৃশ্য জনগণ দেখার জন্য তিনি অধিষ্ঠান ঋদ্ধি প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এই প্রথম মৌদগল্যায়ন স্থবির এখানে দৃশ্যমান জাদুকরী প্রাতিহার্য প্রদর্শন করলেন। এভাবে উপস্থিত হয়ে যা ঘটেছে, তা বর্ণনা করলেন এবং তিনি বললেন, 'আগামীকাল প্রাতরাশ সেরে আপনারা দূরে থেকে লক্ষ্য করুন। (এভাবে প্রতিজ্ঞা করলেন যে দূরে অবস্থান করেও তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।)

৭৭. দেবরাজ ইন্দ্রকে বুদ্ধ এ বিষয় জানালেন- "আগামীকাল, হে মহারাজ আমি মনুষ্যলোকে অবতরণ করছি। দেবরাজ (৩৯২) বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন 'প্রিয় বন্ধু,' ভগবান আগামীকাল মনুষ্যলোকে অবতরণ ইচ্ছাপোষণ করেছেন। তিনটি সোপান মার্গ তৈয়ার করা। একটি স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের এবং একটি মণিময়' তিনি তাই করলেন।

৭৮. নির্ধারিত দিনে ভগবান সুমেরুর চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পূর্বদিকের লোকধাতু অবলোকন করলেন। তাতে তিনি বহু সহস্র চক্রবাল তাঁর নিকট এক সমভূমির মতো দৃশ্যমান হল। পূর্বলোক ধাতুর মতো পশ্চিম দিকের লোকধাতু অবলোকন করলেন। সেরূপ উত্তর লোকধাতু এবং দক্ষিণ লোকধাতু অবলোকন করলেন। সেরূপ উত্তর লোকধাতু এবং দক্ষিণ লোকধাত্যু স্পষ্ট দৃশ্যমান হল। এবং তিনি অধোদিকে অবিচি নামক নিরয়লোক এবং উর্দ্ধদিকে তাবতিংস স্বর্গ পর্যন্ত অবলোকন করলেন। সে দর্শনের নাম হলো- লোক বিবরণ। মানুষেরা দেবগণকে দেখল এবং দেবগণ মানুষকে দেখতে পেলেন। তারা পরস্পরকে প্রত্যক্ষ করলেন।

৭৯. ভগবান মনিনির্মিত মধ্যস্থ সোপান দিয়ে, দক্ষিণ দিকের স্বর্ণ নির্মিত সোপান দিয়ে ছয় কামাবচর স্বর্গের দেবতাগণ এবং শুদ্ধাবাসের দেবগণ এবং মহাব্রহ্মা দক্ষিণ পার্শ্বের রৌপ্য নির্মিত সোপান দিয়ে অবতরণ করেন ইন্দ্র দেবরাজ পাত্র চীবর নিয়ে অগ্রগামী ছিলেন। মহাব্রহ্মা তিন ক্রোশ পরিমিত শ্বেত ছত্র ধারণ করেছিলেন। সুমাম চামরী লেজের তৈরী পাখায় হাওয়া করেন। গন্ধর্বের পুত্র পঞ্চ শিখা তিন চতুর্থাংশ ক্রোশ বিস্তার করে বিল্ব কাঠের তৈরী বীণা বাজিয়ে ভগবানকে সসম্মানে অবতরণ করাচ্ছিলেন।

সেদিন ভগবানকে এক নজর দেখার জন্য ঔৎসুক্যহীন কোন জীবকুল ছিল না। এখানে ভগবান কর্তৃক প্রদর্শিত প্রাতিহার্য দৃশ্যমান হয়েছিল।

৮০. অধিকন্তু তাম্রপর্নি দ্বীপে (শ্রীলঙ্কায়) তালঙ্গর নিবাসী ধর্মদিন্ন স্থবির যখন তিষ্য স্থবিরের মহাবিহার চত্বরে উপবিষ্ট হয়ে অপন্নক সূত্র ব্যাখ্যারত ছিলেন, 'ভিক্ষুগণ, যখন কোন ভিক্ষু তিনটি বিষয় অধিগত হয় তখন তিনি নির্মল মার্গে স্থিত হন। (অ র-১১৩) তিনি তাঁর মুখমণ্ডল অবনমিত করেন যেন তাঁর একাঙ্গ অবিচি নরকে পরিণত হয়ে গেছে। অতপর তিনি তা থেকে উর্দ্ধমুখী হলে একাঙ্গ ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়ে যায়। এভাবে নরকের প্রতি ভীতি উৎপাদন এবং ব্রহ্মলোকের নিশ্বাস সুখ প্রত্যাশিত হয়ে স্থবির ধর্ম পরিবেশন করেন। এতে কেউ স্রোতাপন্ন কেউ সকৃদাগামী কেউ অনাগামী এবং কেউ অর্হত্বে উপনীত হন।

৮১. কিন্তু যে আলোক অপসারিত করে অন্ধকার চায় অথবা অলুক্কায়িত যে লুকাতে চায় অথবা যে পরিদৃশ্যমাণকে অদৃশ্য ক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়। তা কিভাবে? যদি তিনি নিজেকে অথবা অন্যব্যক্তিকে এমনকি প্রকাশ্য বা তদনুরূপভাবে তিনি মূল ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে এভাবে আবর্জন করেন- "এ আলোক অন্ধকারে পরিণত হোক। অথবা (৩৯৩) এ অলুক্কায়িত লুক্কায়িত হোক বা দৃশ্যমান ইহা অদৃশ্য হয়ে যাক।' তারপর তিনি প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন করে পূর্ব বর্ণিত মতে অধিষ্ঠান করেন। তিনি যেভাবে অধিষ্ঠান করেন যুগপৎ সেভাবে ঘটে থাকে। অন্যেরা নিকটে থেকেও তা দেখতে পায় না। ইচ্ছা না করলে তিনিও দেখতে পান না।

৮২. ভগবান কর্তৃক পূর্বে কাকে উপলক্ষ করে এ প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেন ? ভগবানের পাশে যখন কুলপুত্র যশ উপবেশনরত ছিলেন তাঁর পিতা তাঁকে দেখতে পাননি। (Vin. 1-16) অনুরূপভাবে (রাজা) মহাকম্পিনের সাথে সাক্ষাতের জন্য দুই হাজার ক্রোশ পথ ভ্রমণ করে এবং তাঁকে অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁর এক হাজার অমাত্যকে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন তিনি এরূপ করেছিলেন যে, রাণী অনোলা, যিনি এক হাজার অনুগামীসহ রাজার নিকটে বসেছিলেন। তিনি রাজা এবং তাঁর অনুচরবর্গকে দেখতে পাননি। যখন জিজ্ঞেস করা হল "আপনি, রাজাকে দেখেছেন কি পূজনীয় ভন্তে ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু (বুদ্ধ বললেন) আপনি কি নিজেকে সন্ধান করবেন নাকি রাজাকে সন্ধান করবেন

? (VIN. 1-23)। তিনি (রানি) উত্তরে বললেন, ভন্তে নিজেকে'। অত:পর তিনি সেখানে বসেই নিজের ধর্মানুসন্ধান (চিন্তা) করতে লাগলেন। তাতে করে হাজার জন অনুগামীসহ তিনি স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। যখন অমাত্যগণ অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং রাজা অর্হত্বে উপনীত হলেন। (A-1-322, Dh.A.H-124)

৮৩. অধিকন্তু ইহা মহিন্দ থের কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি তা তাম্রপর্নি দ্বীপে (শ্রীলঙ্কায়) আগমন দিবসে তিনি সম্পাদন করেন। রাজার সাথে যারা এসেছিল রাজা তাদের দেখতে পাচ্ছিলেন না। (MV. 1-103)।

৮৪. অধিকন্তু যে সমস্ত প্রাতিহার্য প্রচ্ছন্ন (দৃশ্যমান) সেসবকে আবির্ভাব বলে। এবং সমস্ত সদৃশ্যমানতা প্রাতিহার্য প্রচ্ছন্ন (দৃশ্যমান) সেসবকে আবির্ভাব বলে। এবং সমস্ত অদৃশ্যমানতা প্রাতিহার্য হলো অনাবির্ভাব থাকে বলা হয় অদৃশ্যমান। এখানে, আবির্ভাব প্রাতিহার্যে অলৌকিক শক্তি এবং অলৌকিক শক্তিধর উভয়কে প্রদর্শিত হয়। যা যমক প্রাতিহার্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এ উভয় যেভাবে প্রদর্শিত হয় তা হলো : 'এখানে সম্যক সম্বুদ্ধ যেভাবে যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেছিলেন তা শিষ্যবৃন্দ অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি তাঁর দেহের উপরাংশ হতে অগ্নিকুণ্ড এবং নিম্নাংশ হতে জলের ফোয়ারা (ঝর্না) সৃষ্টি করেছিলেন। (PS i-125) অনাবির্ভাবের প্রাতিহার্য ক্ষেত্রে কেবল অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। অলৌকিক শক্তিধরের নয়। তা মহক সূত্রের (S IV-2000) দ্বারা এবং ব্রাহ্মনিমন্তসিক সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। সে সবে পূজ্য মহক এবং ভগবানের মধ্যে অলৌকিক শক্তি বিদ্যমান ছিল। উহা অলৌকিক শক্তিধরেরা প্রদর্শন করেননি। তদনুসারে বলা হয়েছে :

৮৫. যখন গৃহপতি চিত্ত একান্তে উপবিষ্ট থেকে পূজ্য মহক স্থবিরকে বললেন, "পূজ্য ভন্তে মানব (স্বভাব) ধর্ম থেকে আমাকে উন্নততর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করলে ভালো হত। তারপর "হে গৃহপতি আপনার বহির্বাস আচ্ছাদন এ মেঝে খুলে রাখুন এবং (৩৯৪) এক খড় তাব উপর ছিটিয়ে দিন।" ভন্তে হাঁ তাই হোক'- বলে গৃহপতি পূজ্য মহক স্থবিরকে উত্তরে জানান। এবং তিনি তাঁর বহির্বাস আচ্ছাদন মেঝেতে রেখে তাঁর উপর এক আঁটি খড় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর পূজ্য মহক স্থবির তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন এবং দরজায় খিল দিলেন। তারপর তিনি কৌশলে এমন

অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করলেন যে চাবির ছিদ্রও বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। এবং তাতে

৮৬. বহির্বাস আচ্ছাদন ছাড়া খড় পুড়ে গেল। (S iv-290) ইহাও বলা হল যে, "ভিক্ষুগণ, আমি অলৌকিক শক্তির এমন কৌশল প্রয়োগ করি যে, ব্রহ্মা এবং ব্রহ্ম পরিষদ এবং ব্রহ্মার অনুচরবৃন্দ আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পান। কিন্তু তখনো আমাকে যদিও দেখেননি। এভাবে অবশ্য থেকে আমি এগাথা ভাষণ করেছি :

ভবে বাহং ভয়ং দিস্বা ভবঞ্চ বিভবেসিনং :
ভবং নাভিবদিং কিঞ্চি নাদিঞ্চন উপাদিয়িন্তি।

– ভবের সব বাহন দেখে আমি ভীতমান,
ভব সহ খুঁজি যাহা ভয়-ভীতহীন।
আমার অনুজ্ঞা হলো নির্ভর মাঝার,
বীতরাগ অনুরাগে জগতে সবার। (M i-330)

৮৭. তিনি মুক্তাঙ্গনে থেকেও অক্ষতভাবে প্রাচীর বেড়া ও পর্বত ভেদ করে গমনে সক্ষম এখানে দেয়ালের উপর দেয়াল যার অর্থ এখানে ওখানে দেয়ালের পাশে। অপরাপর ও এরূপ। দেয়াল শব্দে ঘরের দেয়াল বুঝায়। বেড়া বলতে ঘরের চারদিকের ঘেরা বিহার বাগান (পার্ক) গ্রাম ইত্যাদি বুঝায়। পর্বত বলতে মাটির পাহাড় বুঝায় অথবা পাথরের পর্বত বুঝায়। অক্ষত বলতে আঘাতহীন বুঝায়, মুক্তাঙ্গন বলতে খোলা জায়গা বুঝায়।

৮৮. যে ব্যক্তি এ পথ অনুসরণ করতে চান তাঁকে আকাশ কৃৎস্নধ্যানে পারঙ্গম হতে হয়, নিমজ্জমান থাকতে হয়। দেয়ালের আবর্জন অথবা বেড়ার এবং সুমেরুর মতো পর্বত অথবা পৃথিবীমণ্ডল পর্বত এবং অধিষ্ঠান করা উচিত যে 'এখানে মুক্তাঙ্গন হোক'। মুক্তাঙ্গন হল মাত্র। তাঁর কাছে ইহা ফাঁকা মনে হয়, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন অথবা বের হতে পারেন, প্রবেশ এবং ফাটল ধরাতে পারেন। তিনি অক্ষতভাবে ইহার ভেতর দিয়ে যেতে পারেন।

৮৯. কিন্তু এস্থলে স্থবির ত্রিপিটক চুল অভয় বলেন : আয়ুষ্মানগণ আকাশ কৃৎস্ন লাভ করার সুফল কি ? যে ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি সৃষ্টি করতে চায় তাঁকে কি হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি কৃৎস্ন ধ্যান লাভ করতে হয় ? অবশ্যই অষ্ট

সমাপত্তি জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনই একমাত্র যোগ্যতার পরিমাপ। এবং যে কোন কৃৎস্ন ধ্যানে প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদনের পর তিনি যা ইচ্ছা করেন তারপর তা ঘটে। ভিক্ষুগণ বললেন, ভন্তে কিন্তু শুধু আকাশ কৃৎস্নর কথা মূল গ্রন্থে উক্ত হয়েছে। সে কারণে ইহা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত।

৯০. এখানে মূল গ্রন্থ : 'তিনি প্রকৃত পক্ষে আকাশ কৃৎস্ন অর্জনকারী। তিনি আবর্জন করেন : 'তিনি দেয়ালের ভেতর, বেড়ার ভেতর, পর্বতের ভেতর পর্যন্ত। (৩৯৫) আবর্জন করতে করতে তিনি জ্ঞানত : তিনি অধিষ্ঠান করেন " আকাশ হোক। এস্থান আকাশ হল। তিনি এ স্থান হতে নির্বিঘ্নে দেয়ালের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন, বেড়ার ভেতর দিয়ে, পর্বতের ভেতর দিয়ে। যেমন লোকেরা সাধারণত অলৌকিক শক্তিধর নয়। বিঘ্ন ছাড়া যেতে পারে না। যেখানে কোন বাধাবিঘ্ন নেই অথবা বেড়ার ঘেরা নেই। সেরূপ অলৌকিক শক্তিধর ও সেরূপ। তার মনের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের অর্জন দ্বারা দেয়ালের মধ্য দিয়ে বেড়ায় আবদ্ধের মধ্য দিয়ে, পর্বতের ভেতর দিয়ে মুক্ত আকাশ বশে নির্বিঘ্নে চলে যান। (PS. ii-208)

৯১. অধিষ্ঠানরত যখন 'এ ভিক্ষু ভ্রমণরত থাকেন' যদি তার গমন মার্গে কোন পর্বত অথবা বৃক্ষ তুলে ধরা হয় তবে তাঁকে কি পুনরায় অধিষ্ঠান চিত্ত অর্জন করতে হয় ? উহাতে তার কোন ক্ষতি নেই। পুনঃ অর্জনে এবং অধিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে গুরুর উপস্থিতির মত। (Vin. i-58 ii-274) এবং যেহেতু এ ভিক্ষু অধিষ্ঠান করেন 'এ স্থান আকাশ হোক" সেখানে একমাত্র আকাশই হবে। এবং যেহেতু তাঁর প্রথম অধিষ্ঠানকৃত শক্তি ছিল, তাঁর সামনে অপর কোন পর্বত বা বৃক্ষ মধ্যবর্তীকালে তপ্তকৃত উত্থিত হওয়া অসম্ভব। যা হোক ইহা যদি অপর কোন অলৌকিক শক্তিধর কর্তৃক সৃষ্টি করা হয় এবং প্রথম কৃত হয়, ইহা বজায় থাকে পূর্বেটার উপরে, বা নিচের দিকে যাবে।

৯২. **তিনি পৃথিবীর ভেতর এবং বাইরে ডুব দিতে পারেন :** এখানে উপর দিকে উঠতে পারেন এ কথার অর্থ উপরে উঠা (উন্মুক্ত) এবং নিচের দিকে ডুবে যাওয়াকে বলা হয় ভেতরে ডুব দেওয়া (নিম্মজ্জ)। উমুজ্জ- নিম্মজং- উম্মুজ্জঞ্চ নিম্মজ্জঞ্চ (দ্বিত্ত্বের সন্ধিত্ব)

যে এরূপ করতে প্রত্যাশী তাঁর উদক কৃৎস্ন ধ্যান আয়ত্ব (অর্জন) করা এবং নিমগ্ন থাকা উচিত। তারপর তিনি প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন করে এভাবে

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবেন : 'পৃথিবী অনেক বিস্তৃত। তার মধ্যে একটি এলাকা উদক।' তিনি এ বলে অধিষ্ঠান করবেন যা পূর্বে বিবৃত হয়েছে। যুগপথভাবে অধিষ্ঠানের সাথে পৃথিবী সুবিস্তৃত। তদনুসারে শুধু উদকই এখানে উল্লেখনীয়। এখানে তিনি ভেতরে বাহিরে ডুব দিচ্ছেন।

৯৩. এখানে মূল গ্রন্থ : 'তিনি এখানে সাধারণভাবে তিনি উদক কৃৎস্ন ধ্যান অর্জনের একজন অর্জনকারী। তিনি পৃথিবী আবর্জন করেন। আবর্জন করতে করতে তিনি জ্ঞান অধিষ্ঠান করেন : এখানে উদকময় হোক'। উদকময় হল। পৃথিবীর উদকের মধ্যে এবং বাহিরে ডুব দিচ্ছেন। মানুষেরা যেমন সাধারণত অলৌকিক শক্তিধর নয়। তারা উদকের ভেতর এবং বাইরে ডুব দেন। সুতরাং অলৌকিক শক্তিধর ব্যক্তিটি চিত্তবশী অর্জনের মাধ্যমে পৃথিবীর উদকের ভেতর এবং বাইরে ডুব দিচ্ছেন। যদিও তা উদক বশে ঘটছে (PS-ii-208)।

৯৪. তিনি শুধু উদকের ভেতর বাইরে ডুব দিচ্ছেন না, অধিকন্তু তিনি স্থান করা পান করা মুখ ধোয়া, গরু ছাগল ধোয়া ইত্যাদি যা ইচ্ছা করেন। শুধু উদক নয় (যা তরল) তন্মধ্যে যেমন তৈল, মধু, গুড় ইত্যাদি সংযুক্ত। যখন তিনি প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন করেন এভাবে আবর্জন করেন : 'এখানে ইহা প্রাচুর্য হোক' বলে অধিষ্ঠান করেন। (৩৯৬) তিনি যেভাবে অধিষ্ঠান করেন তা সেভাবে হয়। যদি তিনি তা দ্বারা সিক্ত হতে চান তিনি সিক্ত হন। যদি তিনি ইহা দ্বারা সিক্ত হতে না চান তবে সিক্ত হন না। পৃথিবী যে উদক হয় ইহা একমাত্র তার জন্যে। অন্য কারো জন্যে নয়। লোকজন তার উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যায় এবং যান চলাচল করে ইত্যাদি এবং তারা সেখানে চাষাবাদ ইত্যাদি করে। কিন্তু তিনি যদি ইচ্ছা করেন 'তাদের জন্যও ইহা উদকময় হোক, তাহলে তাদের জন্য উদকময় হয়। যখন দৃঢ় মনের সময় অতিক্রান্ত হয় স্থিরকৃত সমস্ত বিস্তার জলপাত্রের প্রকৃত উদক ব্যতীত পুনরায় পৃথিবী হয়ে যায়।

৯৫. অখণ্ড উদক : এখানে যে উদকের মধ্যে কেউ ডুবে পদদলিত করে যায় তাকে খণ্ড উদক বলা হয়। তার বিপরীতকে বলা হয় অভগ্ন। কিন্তু এভাবে যেতে চাইলে তাকে পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যান অর্জন এবং নিমগ্ন হতে হয়। তার তাকে প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন এবং দৃঢ় চিত্ত হতে হয় এভাবে : এ পরিমিত স্থলের উদক ভূমি এবং তাঁর অধিষ্ঠান বর্ণিত মতে করা উচিত।

যুগপৎভাবে এ অধিষ্ঠিত স্থানের উদক ভূমিতে পরিণত হয়। উহাতে তিনি চলতে থাকেন।

৯৬. এখানে মূল গ্রন্থ : 'সাধারণত তিনি একজন পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানের কৃৎস্ন ধ্যান অর্জনকারী ব্যক্তি। তিনি উদক আবর্জন করেন। আবর্জন করতে করতে তিনি জ্ঞান সহকারে অধিষ্ঠান করেন, "এখানে ভুমি (পৃথিবী) হোক।" ভূমি হল তিনি অখণ্ড জলের উপর হেঁটে যান। স্বভাবত অলৌকিক শক্তিধরহীন মানুষ যেমন ভূমির উপর দিয়ে গমন করেন। সুতরাং অলৌকিক শক্তিধর চিত্তের বশীতে উত্তীর্ণ ব্যক্তি ভূমির মতো অখণ্ড উদকের উপর দিয়ে গমন করেন। (PS ii-208)

৯৭. শুধু গমন করেন না কিন্তু, তিনি যত রকম ভাবভঙ্গি ইচ্ছা করেন, শুধু পৃথিবী নয় তিনি (শক্ত) যতকিছু, যেমন রত্ন, সোনা, পাথর বৃক্ষ ইত্যাদি যা ইচ্ছা করেন তিনি আবর্জন করেন এবং অধিষ্ঠান করেন। এবং তিনি যা অধিষ্ঠান করেন তা পরিণত হয়। সে উদক ভুমি রূপ নেয় শুধু তাঁর জন্যে অন্যদের ক্ষেত্রে উদক। এবং তাতে বন্য ঘুঘু, মাছ এবং জল পাখি (মাছ রাঙা) যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি তিনি অন্য লোকের জন্য তৈরি করতে ইচ্ছা করেন তিনি তাও করতে পারেন। তাঁর নির্ধারিত সময় যখন অতিক্রান্ত হয়, ইহা পুন উদকে পরিণত হয়ে যায়।

৯৮. যোগাসনে উপবিষ্ট থেকে ভ্রমণ : তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট থাকেন। সপালক পাখির মতো : পাখি যেমন পালক দ্বারা সজ্জিত। যিনি এরূপ করতে চান তার পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যান অর্জন করা এবং নিমগ্ন থাকা উচিত। (৯৫৭) তারপর যদি তিনি যোগাসনসহ যেতে চান তবে তাঁর প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন করা উচিত। এবং দৃঢ় চিত্তে একটি পরিসর এবং বসার আসনের আকার স্থির করেন। তারপর তিনি পূর্ব বর্ণিত মতে অধিষ্ঠান করবেন। যদি তিনি নিম্নদিকে অবতরণ করতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি তার বিছানা প্রমাণ আকার স্থির করবেন। যদি তিনি পায়ে হেঁটে যেতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি সুবিধামতো পথের পরিমাপের জায়গা স্থির করবেন। এবং পরে তিনি বর্ণিত মতে অধিষ্ঠান করবেন। 'ইহা পথের আকার ধারণ করুক।' যুগপৎ অধিষ্ঠানের সাথে ইহা ভূমিতে রূপান্তর হল।

৯৯. এখানে মূল গ্রন্থ : 'যোগাসনে উপবিষ্ট থেকে তিনি পাখির মতো ভ্রমণ করেন। সাধারণত তিনি একজন পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যান লাভ অর্জনকারী।

তিনি আকাশ আবর্জন করেন। আবর্জন করতে করতে তিনি জ্ঞানত অধিষ্ঠান করেন। 'এখানে পৃথিবী হোক'। পৃথিবী হল তাতে তিনি পরিভ্রমণ কবলেন হাঁটলেন, বসলেন, মুক্ত আকাশে শুয়ে পড়লেন। সাধারণ মানুষ যেভাবে অলৌকিক শক্তিহীন ব্যক্তির মতো তিনি ভ্রমণ, দাঁড়ান, উপবেশন, ভূমিতে শুয়ে পড়ার মতো অনুরূপভাবে অলৌকিক শক্তি অধিকারীর তার চিত্তবশী ক্ষমতার অর্জনের দ্বারা ভ্রমণ, দাঁড়ান, বসা, ভূমিতে শুয়ে পড়ার মতো শূন্যে, আকাশে। (PS ii-208)

১০১. কিন্তু স্থবির (ত্রিপিটক চুল অভয়) বললেন, "আয়ুষ্মানগণ : এ অর্জনের লাভ কি? তার চিত্ত সমাহিত (একাগ্র) নয় ? যে কোন পরিমাপের জায়গা তিনি অধিষ্ঠান করেন, ইহা শূন্য হোক। শূন্য হল যদিও তিনি বললেন, 'যা হোক, বিষয়টি কি বর্ণিত প্রাতিহার্য যদিও দেয়াল বিদ্যমান সত্ত্বেও অপ্রতিহতভাবে গমন হলে গ্রহণ করা উচিত ? অধিকন্তু তিনি একজন দিব্যচক্ষু অর্জনকারী বলে নির্জন স্থানে গমনের উদ্দেশ্যে। যদি তিনি লোক সমাগম স্থানে গমন করেন সন্থাগারে অথবা গ্রামদ্বারে তবে তাঁকে বহু মাতৃক বলা হয়। সুতরাং দিব্যচক্ষুতে দর্শন করে যেস্থানে শূন্যাগার নেই সেস্থান তার পরিহার করা উচিত এবং শূন্যাগারে গমন কর্তব্য।

১০২. **নিজ হাতে ক্ষমতা সম্পন্ন এবং শক্তিশালী চন্দ্র সূর্য স্পর্শ করা এবং আঘাত করার মত শক্তিধর ঃ** এখানে 'ক্ষমতা সম্পন্ন'- বলতে চন্দ্র সূর্যকে বুঝতে হবে। যাতে শক্তি নিহিত। যার উচ্চতা ঐ ২০০০ ক্রোশ রেখে পৃথিবী পরিক্রমণরত। এবং তাদের মধ্যে শক্তি যুগপৎ ধারণা করে আছে। আলোক উচ্চতা তিন চতুর্থাংশ মহাদেশ সমূহে পরিব্যাপ্ত। (৩৯৮) অথবা যেসব ক্ষমতাসম্পন্ন কারণ সেসব মস্তকোপরিতে বিরাজিত। যত সম্ভব আলোক সম্পাত করে যাচ্ছে। এবং সেসব শক্তিধর কারণ একই ক্ষমতা সম্পন্ন বলে। তিনি স্পর্শ করেন তিনি দখল করে আছেন। অথবা স্পর্শ করে আছেন একটি স্থান। **আঘাত করেন** : তিনি সর্বাংশ স্পর্শ করেন আয়নার তলদেশ।

১০৩. এই অলৌকিক শক্তি সাধারণ ধ্যানের মাধ্যমে সফল হয়। যার ভিত্তি হল অভিজ্ঞান। এখানে কৃৎস্ন ধ্যানের কোন বিশেষ অর্জন নেই। সে কারণে প্রতিসম্ভিদা মার্গে বলা হয়েছে : 'হস্তের সাহায্যে ..... এত ক্ষমতা সম্পন্ন এবং শক্তিধর " এখানে অলৌকিক শক্তিধর যে চিত্তবশী সম্পন্ন হয়েছে

চন্দ্র সূর্য আবর্জন করেন। আবর্জিত হয়ে তিনি জ্ঞানত অধিষ্ঠান করেন, "ইহা হাতের নাগালের মধ্যে হোক'। ইহা তার হাতের নাগালে পৌঁছে। উপবেশন বা শায়িত থেকে হাত দিয়ে তিনি স্পর্শ করেন সংস্পর্শে আসেন আঘাত করেন চন্দ্র, সূর্য। অলৌকিক শক্তিহীন সাধারণ লোকের মত কোন হাতের নাগালের বস্তু স্পর্শ করেন, সংস্পর্শে আসেন আঘাত করেন। সেরূপ এই অলৌকিক শক্তিধর চিত্তবশী অর্জনের পর উপবেশন বা শায়িত থেকে চন্দ্র সূর্যকে হাত দিয়ে স্পর্শ, সংস্পর্শে আসে আঘাত করে। (PS. ii-208)

১০৪. যদি তিনি এ সবকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি গমন করেন এবং স্পর্শ করেন। কিন্তু যদি তিনি বসে বা শুয়ে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি অধিষ্ঠান করেন : 'এসবে আমার হাতের নাগালের মধ্যে হোক'। তবে তিনি সেসব অধিষ্ঠান শক্তির দ্বারা যেমন তালফল বোঁটা হতে চ্যুত হয়ে পতিত হয় তেমনি হয়ত এসব তাঁর হাতের নাগালের হোক। তবে তিনি যেসব অধিষ্ঠান শক্তির দ্বারা যেমন তালফল বোঁটা হতে চ্যুত হয়ে পতিত হয় তেমনি হয় এসব তাঁর হাতের নাগালে দাঁড়িয়ে তা তিনি স্পর্শ করেন নতুবা তিনি তাঁর হাতকে প্রশস্তকরণ দ্বারা। কিন্তু যখন হাতকে সম্প্রসারিত করেন, তিনি কি যে পর্যন্ত আঁকড়ে আছে সে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন অথবা কি আঁকড়ে থাকে না ? তিনি যা আঁকড়ে থাকেন না সে পর্যন্ত প্রসারণ করেন। যা আঁকড়ে থাকেন তার ভার বহন করে।

১০৫. এখানে স্থবির ত্রিপিটক চুল নাগ বলেন, "কিন্তু আয়ুষ্মানগণ কি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছে তা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হয় না। কেন ? যখন কোন ভিক্ষু চাবির ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসে তা কি দৃঢ় আঁকড়ে থাকা ক্ষুদ্র হয়েছে নয় কি ? তিনি যখন তাঁর দেহকে বৃহৎ করেন তা কি বৃহৎ করা নয় কি ? যা মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরের মধ্যে ঘটেছিল।

১০৬. এক সময়, সম্ভবত, মাননীয় অনাথপিণ্ডিক ভগবান ধর্মপ্রচার করতে কথা শুনেছিলেন। তিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, "ভন্তে, আমাদের গৃহে ৫০০ ভিক্ষু পিণ্ড গ্রহণ করুন। অত:পর তিনি প্রস্তাব করলেন। ভগবান সম্মতি জানালেন। দিনের অবশিষ্টাংশ এবং রাতের অংশ যখন অতিক্রান্ত হল। তিনি কোন সকালে নিরীক্ষা করলেন দশ হাজার (সাপের) কুণ্ডলী পৃথিবী

ধাতু (লোকজ), অত:পর নাগরাজ নন্দোপানন্দের কথা তাঁর স্মরণে আসল।

১০৭. ভগবান তাকে এভাবে মূল্যায়ন করতেন : “এ নাগরাজ আমার প্রজ্ঞা আনায় এসেছে। তার মধ্যে ধ্যানের প্রভাব আছে কি ? তারপর তিনি (ভগবান) দেখলেন তার মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি বিদ্যমান। ত্রিরত্নের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। (৩৯৯) তিনি এভাবে ব্যবস্থাপন করলেন, ‘কে আছে যে তার এ মিথ্যাদৃষ্টি দূর করতে পারে ? তিনি দেখলেন, স্থবির মৌদগল্যায়ন পারেন। যখন রাত ভোরের দিকে গড়িয়ে এল তিনি দেহের প্রয়োজন দেখলেন। তিনি পূজ্য আনন্দকে ডেকে বললেন, ‘পাঁচশত ভিক্ষুকে বলো সম্যক সম্বুদ্ধ দেবতাদের পর্যটনে যাচ্ছেন।’

১০৮. সেদিন তারা (দেবগণ) একটি তাঁর স্থিত স্থানে নন্দোপনন্দের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় পালঙ্কের উপরে স্থিত শ্বেত ছত্রের তলে উপবেশননিরতা। তাঁকে পরিবৃত হয়ে তিন ধরনের নর্তকীরা এবং নাগ অনুচরবৃন্দ, পরিবেশনরত বিবিধ রকমের খাদ্য পানীয় স্বর্গীয় পাত্রের ভেতর থেকে। অত:পর ভগবান এরূপ করলেন যে, নাগরাজ তাঁকে দেখলেন তিনি পাঁচ শত ভিক্ষুসহ তার শামিয়ানার সরাসরি উপর দিয়ে এয়োত্রিংশ দেবলোকের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

১০৯. তারপর নাগরাজ নন্দোপানন্দের মধ্যে বুদ্ধির উদয় হল। টাক মাথা ভিক্ষুগণ তাবত্রিংশ রাজের উপর দিয়ে সরাসরি আমার রাজ্যের উপর দিয়ে যাচ্ছে। ‘আমি তাঁদের পথে ধূলি ছিটিয়ে আমাদের মাথায় পড়বে কিছুতেই হতে দেব না।’ তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সুমেরুর পাদদেশে গেলেন। রূপান্তরিত হয়ে ইহার কুণ্ডলীকে সাত প্রস্থ বেড় দিলেন। অত:পর সে তাবত্রিংশ স্বর্গের পরিধি ব্যাপী ফনা বিস্তার করে সমস্ত কিছু অদৃশ্য করে দিলেন।

১১০. পূজ্য রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বললেন, ‘ভন্তে, পূর্বে এ স্থানে দাঁড়িয়ে আমি সুমেরু দেখতাম। যেং সুমেরু দুর্গ প্রাচীর, ত্রয়ত্রিংশ, বৈজয়ন্ত রাজপ্রাসাদ এবং বৈজয়ন্ত রাজ প্রাসাদের পতাকা দেখতে পেতাম। ভন্তে কি কারণ, কি হেতু আপন সুমেরু কিংবা বৈজয়ন্ত রাজপ্রাসাদে পতাকা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।” এই নাগরাজ, নন্দোপনন্দ হে রাষ্ট্রপাল, আমাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছে।’ সে সুমেরুকে তার কুণ্ডলী দিয়ে সাত বেড় দিয়ে

রেখেছে। এবং সে তার ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আমাদের আবৃত করে অন্ধকার করে রেখেছে। ভন্তে আমি ইহাকে বশীভূত করি। ভগবান তাতে সম্মতি দিলেন না। অত:পর পূজ্য ভদ্দিয়, রাহুল এবং ক্রমান্বয়ে সব ভিক্ষু তা সমাধান করতে চাইলেন। কিন্তু ভগবান তাতে সম্মতি দিলেন না।

১১১. অবশেষে পূজ্য মৌদগল্যায়ন স্থবির বললেন, 'ভগবান আমি ইহাকে বশীভূত করব। স্থবির তাঁর আকার পরিহার করে বিরাটকায় নাগরাজের রূপধারণ করলেন। এবং নাগরাজ নন্দোপানন্দকে তাঁর কুণ্ডলী দিয়ে চৌদ্দ প্রস্থ বেড় দিলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সবার উপরে তার ফণা বিস্তার করলেন। এবং ইহাকে সুমেরুর সাথে ঠেসে ধরেন। নাগরাজ দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। (৪০০) স্থবির বললেন, শুধু তুমি নয়, আমি দুর্গন্ধ ছড়াতে পারি। নাগরাজের দুর্গন্ধ স্থবিরের কোন ক্লেশ সৃষ্টি হলো না। কিন্তু স্থবিরের নির্গত দুর্গন্ধ নাগরাজের দু:সহ ক্লেশ হল। তারপর নাগরাজ আগুনের শিখা সৃষ্টি করল। স্থবির বললেন, 'তোমার দেহে যে আগুন আছে তা নয় আমার দেহেও অগ্নি আছে।' এবং তিনি অগ্নিশিখা সৃষ্টি করেন। নাগরাজের সৃষ্ট আগুন শিখা স্থবিরের কোন ক্লেশ হলো না। স্থবিরের সৃষ্ট অগ্নিশিখা নাগরারে কষ্টকর হয়ে পড়ল।

১১২. নাগরাজ ভাবল, 'তিনি আমাকে সুমেরুর বিপরীত দিক থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছেন। তিনি ধূম্র এবং অগ্নিশিখা উদগীরণ করছেন। অত:পর সে জিজ্ঞেস করল, ভন্তে আপনি কে ? 'নন্দ, আমি মৌদগল্যায়ন'। ভন্তে, 'আপনি আপনার ভিক্ষু স্বরূপ ধারণ করুন।' স্থবির তাঁর সে আকৃতি পরিহার করলেন। তারপর তাঁর দক্ষিণ কর্ণে প্রবেশ করে বাম কর্ণে বের হলেন, আবার বাম কর্ণে প্রবেশ করে দক্ষিণ কর্ণে বের হলেন, সেভাবে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে বাম নাসরন্ধ্রে বের হলেন। আবার বাম নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হলেন। অত:পর নাগরাজ মুখ খুললে স্থবির তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ভেতরে এদিক ওদিক পূর্ব পশ্চিম পরিভ্রমণ করলেন।

১১৩. ভগবান বললেন, 'মৌদগল্যায়ন, মৌদগল্যায়ন সাবধান এটি শক্তিধর নাগ। স্থবির বললেন, 'ভন্তে, শক্তির চার মার্গ আমার দ্বারা উন্নীত হয়েছে। পুনরাবৃত্তি অনুশীলীত হয়েছে, যান সৃষ্ট হয়েছে, মূল সৃষ্ট স্থাপিত, সংযুক্ত এবং প্রকৃষ্টরূপে গৃহীত হয়েছে। ভন্তে, আমি শুধু নন্দোপানন্দকে নয়,

নন্দোপানন্দের মতো শত সহস্র, শত সহস্র নাগরাজকে বশীভূত করতে পারি।

১১৪. নাগরাজ ভাবল, 'যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন তখন আমি তাঁকে দেখিনি। এখন কিন্তু তিনি বের হয়ে এসেছেন। আমি তাঁকে আমার বিষদাঁত দিয়ে ধরব এবং চিবিয়ে খাব।' তারপর বলল, 'ভন্তে বের হয়ে আসুন, আমার পেটের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করে আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন। স্থবির বের হয়ে এসে বাইরে দাঁড়ালেন। নাগরাজ তাঁকে চিনতে পারল এবং নাক দিয়ে প্রচণ্ড বাতাস ছাড়ল। স্থবির চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ফলে তাঁকে নাড়তে বাতাস ব্যর্থ হয়। এমনকি একগাছি চুল তার একগাছি লোমও না। অপর ভিক্ষুগণ এ পর্যন্ত প্রদর্শিত সব প্রাতিহার্য প্রদর্শনে সম্ভবত সক্ষম ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রদর্শিত প্রত্যুত্তরে প্রতিক্ষেপের মতো তারা শক্তি অর্জন করেনি। যে কারণে ভগবান নাগরাজকে বশীকৃত করার সম্মতি দেননি।

১১৫. নাগরাজ ভাবল, 'আমার নাক থেকে প্রচণ্ড বাতাস ছেড়েও স্থবিরের একটি লোমও আমি নড়াতে পারিনি। তিনি শক্তিধর ভিক্ষু' স্থবির যে আকৃতি পরিহার করলেন এবং ধারণ করলেন একটি গড়ব পাখির (সুপর্ণের) আকৃতি। (৪০১) তিনি নাগ রাজ্যের পশ্চাদ্ভাবন করলেন সুপর্ণের জোরো হাওয়া ছেড়ে। নাগরাজ তার সে আকার পরিহার করে কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে বল্ল- 'ভন্তে, আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম এ বলে স্থবিরের পদপ্রান্তে শ্রদ্ধা জানায়। স্থবির বললেন, ভগবান এসেছেন নন্দ ! এসো, চলো আমরা তাঁর কাছে যাই। নাগরাজকে এভাবে বশীভূত করে এবং তাঁকে বিষমুক্ত করে তিনি তাকে সাথে নিয়ে ভগবানের সান্নিধ্যে গেলেন।

১১৬. নাগরাজ ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলল, 'ভন্তে, আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম।' ভগবান বললেন 'নাগরাজ তুমি সুখী হও। তারপর তিনি ভিক্ষুসংঘ সহ অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গেল। অনাথপিণ্ডিক বললেন, 'ভন্তে, আপনারা এত বিপদে আসলেন কেন ? মৌদগল্যায়ন এবং নন্দোপানন্দের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।' 'ভন্তে কার জয় হলো এবং কে পরাজিত হল ?' মৌদগল্যায়নের জয় এবং নন্দের পরাজয় হয়। অনাথপিণ্ডিকরা বলেন, 'ভন্তে, ভগবান আমাকে একই পর্যায়ক্রমে সাতদিন ধরে খাদ্যভোজ্য প্রদানের অনুমতি দান করল। সাতদিন ধরে স্থবিরকে সম্মান জ্ঞাপনের

অনুমতি প্রদান করুন।' তিনি সাতদিন ধরে ভগবানসহ পাঁচশতজন ভিক্ষুকে বিরাট সম্মান প্রদর্শন করেন।

১১৭. নন্দোপানন্দকে বশীভূত করার সময় এ বৃহদাকার আকৃতির প্রসঙ্গ দেখা যায়। বলা হয়েছে স্থবির মহামৌদগল্যায়ন কি ইহা বৃহৎ দরকার করেননি?" যদিও বলা হয়েছে : 'ভিক্ষুগণ মনে করেন," তিনি বৃহদাকার করেন শুধু যা আঁকড়ে ধরে না যা আঁকড়ে ধরতে সহায়তা করে না তাকে।

১১৮. তিনি যখন এরূপ করেন তখন তিনি শুধু চন্দ্র সূর্যকে স্পর্শ করেন না, যদি তিনি ইচ্ছাপোষণ করেন, তিনি তাঁদের পাদপীঠ তৈরি করেন তার উপর পা রাখেন, তার জন্যে আসন তৈরি করেন তার উপর বসেন, তিনি শয়নাসন তৈরি করেন এবং তাতে শুয়ে পড়েন, তিনি তৎসংলগ্ন একা তৈরি করেন এবং তাতে লগ্ন থাকেন এবং একে অন্যের অনুকরণ করে। এমনকি অনেকশত হাজার ভিক্ষুগণ ইহা করেন এবং কেউ সফল হয়। এখনও চন্দ্র সূর্যের গতিবেগ এবং প্রভা একই রকম বিদ্যমান থাকে। যখন হাজার থালা জলপূর্ণ করে রাখলে চন্দ্র মুখ থালায় দৃষ্ট হয়। চন্দ্রের গতিবেগ এবং ইহার প্রভা তখনও স্বাভাবিক থাকে। এ প্রাতিহার্য প্রকাশ করে যে,

১১৯. ব্রহ্মলোকের দূরত্ব সদৃশ : ব্রহ্মলোককেও সীমিত করে। তিনি আত্মবশী হন। এখানে দৈহিকভাবে ব্রহ্মলোকে আত্মবশী হন। ইহার অর্থ মূল গ্রন্থের আলোকে জ্ঞাতব্য। মূল গ্রন্থ : 'তিনি ব্রহ্মলোকের মতো দৈহিক বশী বিস্তার করেন। যদি অলৌকিক শক্তিধর ব্যাক্তি চিত্তবশীতে উপনীত হন ব্রহ্মলোকে যেতে ইচ্ছা করেন, দূরত্ব সত্ত্বেও তিনি নিকটের অধিষ্ঠান করেন : 'ইহা নিকটে হোক' (৪০২)। তা নিকটে আসে। যদি ও নিকটে আছে দূরত্বের জন্য অধিষ্ঠান করেন : 'ইহা দূরত্বে হোক। খুব যদিও বহুজন তিনি অধিষ্ঠান করেন, "কমজন হোক।" কমজন হয়। যদিও কমজন, তিনি বহুজনের অধিষ্ঠান করেন 'বহুজন হোক।' বহুজন হয়। দিব্যচক্ষু তিনি (অরূপ) ব্রহ্মার রূপ দেখেন। দিব্য স্রোত ধাতুতে ব্রহ্মার শব্দ শুনতে পান। তিনি নির্বেধ চিত্তে (মুখ চিত্ত) ব্রহ্মার চিত্ত জানতে পারেন। যদি এই অলৌকিক শক্তিধর ব্যক্তি চিত্তবশীতে উপনীত হয়ে দৃশ্যমান দেহে ব্রহ্মলোকে যেতে ইচ্ছা করেন তিনি তাঁর চিত্তকে দেহরূপ করেন। তিনি তাঁর চিত্তকে দেহরূপ অধিষ্ঠান করেন। তিনি তাঁর চিত্তকে দেহ সমতায় নিষ্পন্ন করেন তিনি দেহ সমতায় চিত্ত অধিষ্ঠান করেন। তিনি সুখময়

(সহজ) সংজ্ঞায় এবং আলোক (শিশু) সংজ্ঞায় উপনীত হন এবং তাঁর দৃশ্যমান দেহে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যদি এই অলৌকিক শক্তিধর বক্তি যদি চিত্তবশীতে উপনীত হন, ব্রহ্মলোকে দৃশ্যমান দেহে গমন করতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাঁর দেহকে প্রচণ্ড রূপ সমতায় নিষ্পন্ন করেন। তিনি তাঁর দেহাধিষ্ঠান করেন চিত্তের সমতায়। চিত্ত সমতায় দেহ নিষ্পন্ন কবে চিত্তের সাথে দেহাধিষ্ঠান করেন। এতে তিনি সুখময় সংজ্ঞা এবং আলোক (মিশ্র) সংজ্ঞায় উপনীত হন। এবং তিনি দৃশ্যমান দেহে ব্রহ্মলোক গমন করেন। তিনি (অরূপ) ব্রহ্মার নিকট দৃশ্যমান আকৃতি সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনোময় করে, গড়েন অথচ কোন ইন্দ্রিয় যায় না। যদি এই অলৌকিক শক্তিধর উর্দ্ধে অর্ধে পরিভ্রমণ করেন তিনি উর্দ্ধে অধে ভ্রমণ সৃষ্টি করেন। যদি এই অলৌকিক শক্তিধর যদি দাঁড়ান উপবেশন ও শুয়ে পড়েন তবে শুয়ে থাকাও সৃষ্টি করেন। যদি ঐ অলৌকিক শক্তিধর ধূম উদগীরণ করেন, অগ্নিশিখা উৎপন্ন করেন, ধর্মোপদেশ দেন, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় উত্তর প্রদান করেন, প্রশ্ন এবং উত্তর সৃষ্ট করা হয়। যদি ঐ অলৌকিক শক্তিধর ঐ ব্রহ্মার সাথে দাঁড়ান, কথোপকথন হয়, যোগাযোগের অন্তর্গত হয়। ঐ ব্রহ্মার সাথে সৃষ্টি, দাঁড়ান ঐ ব্রহ্মার সাথে, সেখানেও সংলাপ হয়, যোগাযোগের অন্তর্গত হয় ঐ ব্রহ্মার পাশে অলৌকিক শক্তি যা সম্পাদন করে সৃষ্টি একই কাজ করে। (PS-ii-209)

১২০. **এখানে যদিও দূরবর্তী তিনি নিকট অধিষ্ঠান করেন :** মূলধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তিনি দূরবর্তী ব্রহ্মলোক আবর্জন করেন অথবা ব্রহ্মলোক এভাবে, 'ইহা নিকটবর্তী হোক'। আবর্জন করতে করতে এবং প্রাথমিক পরিকর্ম সম্পাদন করেন, তিনি পুন:লাভ করেন এবং পরে জ্ঞানত অধিষ্ঠান করেন, 'ইহা নিকটবর্তী হোক।' ইহা নিকটে আসে, একই রূপ ব্যাখ্যাত পদ্ধতি অপরাপর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১২১. এখানে যা দূরস্থানে তা নিকটে কে করে? ভগবান যখন যমক ঋদ্ধি প্রদর্শনের পর স্বর্গলোকে যাচ্ছিলেন তখন যুগন্ধর এবং সুমেরু নিকট করেছিলেন। তিনি ভূমির উপর যুগন্ধরে এক পা অপর পা সুমেরুর শীর্ষে রাখেন (৪০৩)।

১২২. নতুবা ইহা কে করে ? স্থবির মহামৌদগল্যায়ন। যখন স্থবির তাঁর ভোজন সমাপ্ত করে শ্রাবস্তী ত্যাগ করছিলেন এবং তখন তাঁকে সাংকাশ্য বা ক্রোশ

পথের জনতার ভীব এবং ত্রিশক্রোশ পথের দূরত্ব সংক্ষিপ্ত করে একই মুহূর্তে তিনি উপনীত হন।

১২৩. অধিকন্তু, স্থবির চুল সমুদ্দকে তাম্রপর্নী দ্বীপেও এরূপ করেছিলেন। সময়ের খুব স্বল্পতায় সম্ভবত: এক সকালে সাতশত ভিক্ষু স্থবিরের নিকট এসেছিলেন। স্থবির ভাবলেন, 'বিশাল সংখ্যক এ ভিক্ষুগণ কোথায় পিণ্ডাচরণ করবেন?" তাম্রপর্নীতে এরূপ কোন স্থান তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে, ইহা দ্বীপের অপরতীরের পাটলীপুত্রে পাটনায় সম্ভব হতে পারে। তিনি ভিক্ষুগণকে পাত্র-চীবর ধারণ করতে বললেন। এবং বললেন বন্ধুগণ আসুন, আমরা পিণ্ডাচরণে যাই। তারপর তিনি পৃথিবীকে সংক্ষিপ্ত করে পাটলীপুত্র গমন করেন। ভিক্ষুগণ জিজ্ঞেস করলেন ভন্তে এটা কোন নগর ? (উত্তরে) বন্ধুগণ ইহা পাটলীপুত্র নগর। পাটলী অনেক দূরবর্তী নগর ভন্তে। বন্ধুগণ অভিজ্ঞ স্থবিরগণ দূরবর্তী এবং নিকট তৈরি করতে পারেন। ভন্তে, মহাসমুদ্র কোথায় ? বন্ধুগণ আপনারা কি একটি নীল জলস্রোত আসার সময় দেখেননি? হাঁ, ভন্তে দেখেছি, কিন্তু মহা সমুদ্রতো বিরাট' বন্ধুগণ অভিজ্ঞ স্থবিরগণ যা বিশাল তা ক্ষুদ্র করতে পারেন।

১২৪. তিষ্য দত্ত এরূপ ঘটনার অবতারণা করেছিলেন। বৈকালে যখন তিনি স্নানান্তে বহির্বাস পরলেন, মহা বোধিবৃক্ষ বন্দনার জন্য তাঁর মনে চিন্তার উদয় হয়।

১২৫. যা নিকটের তাকে দূরত্বে করেছিলেন ও ভগবান। অঙ্গুলিমাল যদিও ভগবানের নিকটে ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে দূরত্বে নিয়ে গিয়েছিলেন। (M ii-99)

১২৬. কে ক্ষুদ্র বানিয়েছিলেন ? স্থবির মহাকাশ্যপ। রাজগৃহের এক ভোজের দিনে সম্ভবত পাঁচশত বালিকা তাদের উৎসব উপভোগের সময় তাদের সাথে ছিল চাঁদপিঠা। তারা ভগবানকে দেখল কিন্তু কিছুদান করল না। ফিরে যাবার সময় তারা স্থবিরকে দেখতে পেল। তিনি আমাদের স্থবির এরূপ চিন্তা করে তারা প্রত্যেক একটুকরা করে পিঠা দিয়ে স্থবিরের সামনে উপনীত হন। স্থবির তা পাত্রে নিলেন এবং তা পাত্রপূর্ণ করে ফেললেন। ভগবান অগ্রে গমন করে স্থবিরের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। স্থবির তা নিয়ে এসে ভগবানকে নিবেদন করেন।

১২৭. ধনী ব্যক্তি ইল্লাসের কাহিনি : তা (Ja-i-348) (Dh.A.i-372) স্থবির মহামৌদগল্যায়ন অল্পকে বিস্তর করেছিলেন। ভগবান কাকবলীয় কাহিনিতে এরূপ ঘটনার অবতারণা করেন। স্থবির মহাকাশ্যপ সাতদিন সমাপত্তি ধ্যানে নিবিষ্ট থাকার পর কাকবলীয় নামে এক দরিদ্রের প্রতি করুণাবশত তার দ্বারে গিয়ে উপনীত হন। (৪০৪) তাঁর স্ত্রী তাঁকে দেখে তার স্বামীর জন্য রন্ধনকৃত নির্লবন টক যাগু (স্থবিরের) পাত্রে ঢেলে দেয়। স্থবির তা গ্রহণ করে নিয়ে গিয়ে ভগবানের হাতে দিলেন। ভগবান তাতে অধিষ্ঠান করে মহা ভিক্ষুসংঘের জন্য যথেষ্ট করে তুললেন। একটি পাত্রে যা এনেছিলেন তা সকলের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে গেল। সপ্তম দিবসে কাকবলী শ্রেষ্ঠীতে পরিণত হলেন।

১২৮. স্বল্পকে শুধু বিস্তার নয়, কিন্তু অলৌকিক শক্তিধর যা ইচ্ছা করেন তা যেমন মিষ্টিকে মিষ্টিহীনে অথবা মিষ্টিহীনকে মিষ্টিতে ইত্যাদি করতে তিনি সমর্থ। এ ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল যখন স্থবির মগ্ন অনুল (শ্রীলঙ্কায়) দেখতে পেলেন যে, গঙ্গা নদীর তীরে উপবেশনরত। মহাভিক্ষু মণ্ডলী ব্যঞ্জনহীন শুধু অন্নগ্রহণ করছেন। ভিক্ষার সংগ্রহের মধ্যে তারা এভাবেই পেয়েছিলেন। তিনি তা দেখে অধিষ্ঠান করলেন, “গঙ্গার জল ঘিয়ের মাখন হোক’। তিনি তা প্রতীকরূপে শ্রমণদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাঁরা ইহা তাদের নৌকায় রেখে আসে। এবং ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করে। তারা সকলে মিষ্টি ঘিয়ের মাখন দিয়ে আহার করে।

১২৯. **দিব্যচক্ষু যোগা :** এখানে বিদ্যমান এবং বর্দ্ধিত অবলোক ব্রহ্মাকে দৃশ্যমান আকারে দেখেন। এখানে থেকেই তিনি তাঁর (ব্রহ্মার) শুনতে পান এবং তাঁর চিত্ত অবগত হন।

১৩০. **তিনি তাঁর দেহানুরূপ চিত্ত সম্পাদন করেন :** তিনি তাঁর চিত্তানুরূপ তার ভৌতিক দেহ রূপান্তর করেন : তিনি মৌলিক ধ্যান অবলম্বন করে বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। তিনি তা দেহের উপর আরোপ করেন। তিনি ইহার ধীরে গতি সঞ্চার করেন, দেহরূপ সংকীর্ণ করেন, দেহের আকৃতির জন্য ধীরে গমন করে।

১৩১. আলম্বন যার মৌলিক ধ্যান, ঋদ্ধি সহজাত চিত্তে সুখ সংজ্ঞা এবং লঘু সংজ্ঞায় পৌঁছেন, প্রবিষ্ট হন, সংস্পর্শে আসেন এবং উপনীত হন। উপেক্ষা সংযুক্ত সংজ্ঞার নাম সুখ সংজ্ঞা। উপেক্ষাকে সুখ বলা হয়। যেহেতু ইহা

শান্ত। একই সংজ্ঞাকেও লঘু সংজ্ঞা বশে জ্ঞাতব্য। কারণ ইহা নীকরণ মুক্ত এবং বিতর্ক আদি থেকে বিমুক্ত। কিন্তু যখন তিনি এস্তরে উপনীত হন, তখন, রূপকায়ও বায়ুতে নিক্ষিপ্ত তুলনা খণ্ডের মতো হালকা হয়ে যায়। তিনি ব্রহ্মালোকে গমন করেন। এরূপে দৃশ্যমান কায় লঘু হয়ে একখণ্ড তুলার মতো-জল বাতাসে তাড়িত হয়।

১৩২. এরূপ গমনে যদি তিনি ইচ্ছা করেন আকাশে পৃথিবী কৃৎস্নের সাহায্যে মার্গ সৃষ্টি করতে পারেন এবং পদব্রজে গমন করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন বায়ু কৃৎস্নর মাধ্যমে অধিষ্ঠান করেন যে, সেখানে বায়ু হোক।' তিনি বায়ুতে একখণ্ড তুলার মতো গমন করেন। অধিকন্তু তাঁর গমনের ইচ্ছা এখানে উৎপাদক। যখন গমনে ইচ্ছা করেন যে মনোময় অধিষ্ঠান করেন তিনি দৃশ্যমান দেহে এভাবে গমন করতে পারেন। তিনি অধিষ্ঠানে শক্তির দ্বারা তীরন্দাজের ছোড়া তীরের মতো তাঁকে নিয়ে যায়। (৪০৫)

১৩৩. **তিনি চিত্তবশে কায় রূপান্তর করেন :** কায়কে গ্রহণ করে চিত্তে আরোপ করেন। মনোবেগের মতো তিনি কায়কে ত্বরান্বিত করেন। চিত্তের গতির মতো শীঘ্র হয়। সুখময় লঘু সংজ্ঞার উদয় হয়। তিনি সুখময় সংজ্ঞা এবং লঘু সংজ্ঞায় উপনীত হন। যার আলম্বন রূপকায় তিনি ঋদ্ধি সহজাত চিত্তে সুখ সংজ্ঞা এবং লঘু সংজ্ঞায় উপনীত হন। অবশেষ পূর্বোক্ত নিয়মে জ্ঞাতব্য। কিন্তু এখানে চিত্তগমন মাত্রই হয়ে থাকে।

১৩৪. যখন এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়, 'এরূপে তিনি অদৃশ্য কায়ে গমন করেন, তিনি অধিষ্ঠান চিত্ত, উৎপত্তিক্ষণে অথবা স্থিতিক্ষণে অথবা ভঙ্গক্ষণে অথবা তিনক্ষণে ঘটে থাকে ? এক স্থবির উত্তরে বললেন, 'তিনি উক্ত তিনক্ষণে গমন করেন। 'কিন্তু তিনি স্বয়ং গমন করেন অথবা তিনি কি তাঁর সৃষ্টি পাঠান ? তিনি যেউ ইচ্ছা করেন সেটা করে না কিন্তু এখানে তিনি স্বয়ং নিজে গমন করেন বলে প্রদত্ত (মূল গ্রন্থ)।

১৩৫. **মনোময় :** অধিষ্ঠান মনের দ্বারা সৃষ্ট বলে মনোময়।

ইন্দ্রিয় সচেতনতা : ইহাতে চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির আকৃতি বুঝায়। কিন্তু সৃষ্ট দৃশ্যমান রূপে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা নেই। যদি অলৌকিক শক্তিধর উপরে নিচে হাঁটা চলা করে তবে সৃষ্ট লিখিত ও উপরে-নিচে হাঁটা-চলা (চংক্রমণ) করে এখানেও শ্রাবক যা সৃষ্টি তা করে। কিন্তু ভগবান সৃষ্ট নিমিত্ত ভগবান যা করেন নিমিত্ত তা করে। ভগবান যা, পছন্দ করেন নিমিত্ত তা করে।

১৩৬. যখন অলৌকিক শক্তিধারী এখানে যে অলৌকিক শক্তিতে স্থিত ছিলেন দিব্য চক্ষুতে রূপ দর্শন করতেন, দিব্য কর্ণে শব্দ শুনতেন, চিত্ত পর্যায়ে চিত্ত অজ্ঞাত হতেন। তিনি দৈহিকভাবে এসব করতেন না। যখন তিনি এখানে স্থিত ছিলেন তখন বলার সাথে দাঁড়ান, সংলাপ, সংস্পর্শে যেতেন এসব করতে তিনি দৈহিক শক্তি বিস্তার করতেন না। এবং যখন তিনি আদিতে এখানে স্থিত ছিলেন তখন তিনি ব্রক্ষার সাথে দাঁড়ান সংলাপ সংস্পর্শে যেতেন। এসব করতে গিয়ে তিনি পৈশিক শক্তি বিস্তার করতেন না। এবং যখন তিনি আদিতে বর্ণিত মতে অধিষ্ঠান করেন দুরে হয়েও তিনি নিকটে অধিষ্ঠান করেন।' তিনি দৈহিক শক্তি এতে বিস্তার করেন না। যখন তিনি দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান দেহে ব্রক্ষালোকে গমন করেন তা করতে তিনি দৈহিক শক্তি বিস্তার করেন না। কিন্তু যখন আদিতে বর্ণিত মতে তিনি প্রবিষ্ট হন তখন ব্রক্ষার নিকট তিনি দৃশ্যমান দেহের নিমিত্ত ধারণ করেন 'মনোময়'। তখন দৈহিক শক্তির বিস্তার তাতে করা হয়। অবশিষ্ট, যা হোক এখানে দৈহিক শক্তি বিস্তার করার পূর্বের স্তর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এখানে উক্ত। প্রথমত: **১. ইহা অধিষ্ঠান বিজয় :**

১৩৭. (২) রূপান্তরণ বশে বিজয় এবং (৩) মনোময় (দেহ) বশে পার্থক্য প্রদর্মিত হলো :

(২) প্রথমত : যিনি রূপান্তরণ ঋদ্ধি যিনি প্রদর্শন করেন (৪০৬) তিনি এ দৃশ্য ধারকের আকৃতি দেহ থেকে শুরু করে তিনি যে সমস্ত বিষয় পছন্দ করেন তার উপর অধিষ্ঠান করা উচিত। তা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ 'তিনি তাঁর স্বাভাবিক আকৃতি পরিহার করেন এবং বালকের আকৃতি প্রদর্শন করেন অথবা নাগের আকৃতি। অথবা সুপর্ণের আকৃতি (গরুড়) অথবা অসুরের (দৈত্য) আকৃতি অথবা দেবরাজের আকৃতি অথবা অপরাপর দেবতার, অথবা ব্রক্ষার আকৃতি অথবা সমুদ্রের আকৃতি, পর্বতের আকৃতি অথবা সিংহের আকৃতি অথবা বাঘের আকৃতি অথবা চিতার আকৃতি অথবা স্মৃতি প্রদর্শন অথবা পদাতিক সৈন্য অথবা তিনি প্রদর্শন করান সৈনিকদল।' (PS ii-210)

১৩৮. তিনি যখন অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন তখন তিনি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। ইহাই অভিজ্ঞানের ভিত্তিমূল এবং পৃথিবী কৃৎস্ন আদি হিসেবে আলম্বন থাকে। এবং তিনি তাঁর নিজের বালক আকৃতির আবর্জন করা উচিত।

আবর্জন এবং তাঁর (ধ্যানের) প্রাথমিক পরিকর্ম সমাপ্ত করে তার পুন:পুন নিমগ্ন হওয়া উচিত। এবং তিনি এভাবে অধিষ্ঠান করবেন "আমি এরূপ বালকে পরিণত হই"। তিনি যুগপৎভাবে অধিষ্ঠান চিত্তসহ তিনি বালকে পরিণত হন। যেমন দেবদত্ত করেছিলেন (VN. ii-135 Dhs. i-139) সমস্ত উদাহরণের ইহা পদ্ধতি। কিন্তু হাতি ইত্যাদি প্রদর্শন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে : 'এখানে হাতি প্রদর্শনে বিশেষ করে বলা হয়েছে বাহ্যিক : 'আমি হাতি হই এক পরিবর্তে ইহা হাতী হোক বলে অধিষ্ঠান করতে হবে। অশ্ব এবং অপরাপর বিষয়ের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।

ইহা রূপান্তরণ বশে বিজয়।

১৩৯. যে কোন কেউ যদি মনোময় (দেহ) তৈরি করতে ইচ্ছা করেন তাকে মূলধ্যানে নিমগ্ন থাকতে হয়। এবং পূর্বে বর্ণিত বর্ণনা মতে প্রথমে দেহ নিয়ে আবর্জন করতে হয় তারপর 'ইহা ফাঁপা হোক' বললে ফাঁপা হয়ে যায়। তারপর অপর দেহের মধ্যে হোক ইহা।' তারপর তিনি কর্দমপূর্ণ গর্ত থেকে নাল টেনে বের করার মতো বের করেন। অসি কোষা থেকে বের করার মতো, সাপ গর্ত থেকে বের করার মতো। সুতরাং এজন্য বলা হয়েছে : "এখানে ভিক্ষু তাঁর দৃশ্য আকৃতি হতে অপর দেহ সৃষ্টি করেন, দর্শনীয়, মনোময়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় ছাড়ায়। যেমন যদিও কোন লোক গর্ত থেকে নল বের করা এরূপ ভাবেন ঃ 'ইহা গর্ত, ইহা নল। গর্ত এক নল অন্য, গর্ত থেকে নল টেনে বের করা হয়েছে। (PS. ii-210) এবং ইত্যাদি। এখানে নল যেমন ইত্যাদি গর্ত ও তেমন ইত্যাদি সেরূপ মনোময় দৃশ্য আকৃতির অনুরূপ অলৌকিক শক্তিধর এবং এই উপমা উহা প্রদর্শন করার জন্য প্রদত্ত হয়েছে।

ইহা মনোময় (দেহ) বিজয় বশে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাধি ভাবনার (প্রত্যক্ষ) সুফল বর্ণনায় সাধুজনের তুষ্টি বিধানে বর্ণিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমাধি ভাবনার প্রত্যক্ষ সুফল সমাধান

(অভিঞ্ঞা নিদ্দেস)

(২) দিব্য স্রোত ধাতু :

১. (৪০৭) এখন দিব্য স্রোতধাতু ক্রমে বর্ণনায় অনুপ্রবিষ্ট। এখানে এবং অপর তিন প্রকার অজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উত্তরণের অর্থ বর্ণনার আদি। যখন তাঁর সমাধিস্থ মন..(D. i -79) পূর্ব বর্ণিত অনুসারে জ্ঞাতব্য (অধ্যায় : ১২শ) এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আমরা মনতব্য করব যা ভিন্নরূপ। তা (মূল গ্রন্থউক্তি: 'তিনি তাঁর কর্ণকে দিব্য স্রোতধাতুতে নিবদ্ধ করেন, লীন করে রাখেন। বিশুদ্ধিকৃত এবং মানবোত্তীর্ণ দিব্যস্রোত ধাতুর সাহায্যে তিনি উভয় প্রকার দিব্য এবং মানবীয়, দূরের এবং নিকটের শব্দ শুনতে পান। (D .i -79)

২. **এখানে দিব্য স্রোতধাতু:** ইহা দিব্য যেহেতু ইহার সামঞ্জস্য স্বর্গীয়। দেবতাদের দিব্য কর্ণ ধাতু অনুভূতি আছে। ইহা সৎকর্ম গুণে সৃষ্ট। এবং তা সিকৃনি, শ্লেস্মা, রক্ত ইত্যাদি দ্বারা অপ্রতিরোধ্য। এবং দূরবর্তী কোন আলম্বন গ্রহণে সমর্থ। কারণ তা উপক্লেশ থেকে বিমুক্ত। এ স্রোতধাতু জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ইহা 'দিব্য' যেহেতু ইহা দিব্যের মত। অধিকন্তু 'ইহা দিব্য' কারণ ইহা ব্রহ্মবিহার দ্বারা লাভ হয় এবং ইহা দিব্য, যেহেতু ইহার সাহায্যে ব্রহ্মবিহার হয়। ইহা শোনা অর্থে স্রোতধাতু। ইহা অনাত্মা হয়েই ইন্দ্রিয়। ইহা স্রোতধাতুও বটে। কারণ স্রোত ধাতু কর্ম ক্রিয়া। ইহা কর্ণের কর্ম সম্পাদন করে।

বিশুদ্ধ কি বিষয়: যাতে কোন অপূর্ণ তা নেই এবং মানবীয়তা অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ। এবং **মানবীয়তা অতিক্রান্ত:** যা শব্দ শোনার অতিক্রান্ত, ছাড়িয়ে অবস্থান, মানবীয় ও পরিবেশ অতিক্রম করে।

৩. **তিনি উভয় প্রকার শব্দ শোনেন:** তিনি দুই প্রকার শব্দ শোনেন : কোন দুই প্রকার? দিব্য এবং লোকীয়। যার অর্থ দেবদেবীর এবং মানবীয় শব্দ। ইহা আংশিক অন্তর্গত বলে জ্ঞাতব্য। ওগুলো দূর এবং নিকট। ইহার অর্থ হলো তিনি বহুদূরের শব্দ শোনেন, এমন কি অন্য জগতের এবং যেগুলো নিকটে এমনকি যে সব জীবাণু নিজের দেহে বাস করে সেগুলোর শব্দ পর্যন্ত। ইহা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্গত বলে জ্ঞাতব্য।

৪. কিন্তু ঐ দিব্য স্রোত (ধাতু) কিভাবে উৎপত্তি হয় ? (৪০৮) অভিজ্ঞাকে মূলভিত্তি ধরে ধ্যানায়ত্ত করা এবং নিমগ্ন থাকা উচিত। ধ্যানের প্রাথমিক পরিকর্মে একাগ্র চিত্তে সাধারণত শ্রবণের আয়ত্তাধীন দূরত্বের স্থুল শব্দ প্রথমে আবর্জন করা উচিত। বনে সিংহের শব্দ, ইত্যাদি অথবা বিহারে ঘন্টার শব্দ, ঢোলের শব্দ, শাঁখের শব্দ, নবীন ভিক্ষু এবং শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির গম্ভীর শব্দ, তাঁদের সাধারণ কথা বার্তার শব্দ যেমন 'ভন্তে কি'? 'আয়ুস্মান কি'? ইত্যাদি পাখির শব্দ, বায়ুর শব্দ, পদচারণার শব্দ, টগ্‌বগ্‌ করে সিদ্ধ জলের শব্দ, রাত্রে শুষ্ক হয়ে পড়া তাল পাতার শব্দ এবং পিঁপড়ার শব্দ, ইত্যাদি। স্বাভাবিক স্থুল শব্দকে দিয়ে শুরু করে তিনি ক্রমান্বয়ে অতি ক্ষুদ্র শব্দ আবর্জন করা উচিত। তাঁর শব্দ নিমিত্তে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তা পূর্ব দিক, পশ্চিম দিক, উত্তর দিক, দক্ষিণ দিক, উর্দ্ধ দিক, অধোদিক, ঈশান দিক, বায়ু কোনদিক অগ্নি নৈঋত বশে আবর্জন করাও উচিত। তাঁর স্বাভাবিক স্থুলশব্দ থেকে সূক্ষ শব্দের নিমিত্তে মনোযোগী হওয়া উচিত।

৫. তাঁর স্বাভাবিক চিত্তে ও এসব শব্দ প্রতিভাত হয়। কিন্তু এসব বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয় তাঁর প্রাথমিক পরিকর্ম চিত্তে। এভাবে 'শব্দ নিমিত্তে তিনি ধাতু উৎপন্ন হবে'। (চিন্তা করে) ঐসবের মধ্যে যে কোন একটি শব্দ কে মনোদ্বারে আবর্জন উৎপন্ন হয়। যখন তা শান্ত হয়ে যাবে তখন চার বা পাঁচ যবন চিত্ত উদিত হয়। প্রথম তিন বা চার কামাবচর (ইন্দ্রিয়ানুস্মৃতি) প্রবর্তিত্ত হয়। ইহাকে প্রাথমিক পরিকর্ম উপাচার, অনুলোম, অঙ্গ পরিবর্তন (গোত্রভু) এবং চার অথবা পাঁচ (ঐ চিত্ত হয়)। এখন রূপাবচর (রূপ ইন্দ্রয়ানুভূতি) চতুর্থ ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত অর্পণা চিত্ত হয়।

৬. এখানে অর্পণা চিত্তসহ যে জ্ঞানের উদয় হয়, উহাকে দিব্য স্রোতধাতু বলা হয়। অত:পর (অর্পণা) দিব্য স্রোত উপনীত হয়ে) ঐ স্রোততে জ্ঞানে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। যখন ইহা সংযুক্ত করা হয়, তখন এক আঙুল পরিসর সীমানা বাড়িয়ে নেওয়া উচিত এভাবে 'এই পরিসরে আমি শুনব' তারপর দু'আঙুল পরিসর , চার আঙুর পরিসর, পাঁচ আঙুল পরিসর, এক বিগত পরিসর, এক রতন (=২৪আঙুল) পরিসর, কক্ষের শেষ প্রান্ত পরিসর, বারিন্দাসহ প্রাসাদ, পরিবৃত চংক্রমণ, মহল্লার উদ্যান, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ গ্রাম, জেলা ইত্যাদি এবং চক্রবাল (সীমা) অথবা তার চেয়েও বেশি। ইহা যে ভাবে তার সীমরেখা বৃদ্ধি করা উচিত।

৭. যিনি এভাবে অভিজ্ঞান দ্বারা যে উপনীত হয়ে শ্রবণ করেন। অভিজ্ঞানের সাহায্যে মূল ধ্যানে প্রবিষ্ট না হয়েও কোন শব্দ মূল ধ্যান নিমিত্তে, যা স্পর্শিত স্থানের মধ্যে এসে গেছে শ্রবণ করেন। এভাবে শ্রুত হয়ে এমনকি শঙ্খ, ঢোল, করতাল ইত্যাদি। শোরগোল যদি তিনি ইচ্ছা করেন উর্দ্ধে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত তিনি শুনতে পারেন। (৪০৭) যদি তিনি তখনও এভাবে ইচ্ছা করেন প্রত্যেকটি শব্দ সংজ্ঞা দান করেন: 'ইহা শঙ্খের ধ্বনি, ইহা ঢোলের শব্দ।' দিব্যস্রোত ধাতু পর্যায়ে ব্যাখ্যা এখানে পরিসমাপ্ত।

(৩) চিত্ত পর্যায় জ্ঞানে প্রবেশ:

১৮. চিত্ত পর্যায় জ্ঞানে প্রবেশ অনুসারে মূল গ্রন্থের ভাষ্য : তিনি তাঁর মনকে চিত্ত পর্যায় জ্ঞানে নির্দেশ করেন,প্রবর্তিত করেন। তিনি তাঁর চিত্ত পর্যায় জ্ঞানকে অপরাপর প্রাণীর মনের মধ্যে প্রবেশ অন্য ব্যক্তির মধ্যে করান এবং এভাবে উপলব্ধি করেন (জানেন) : তিনি চিত্তের (গতি প্রকৃতি) লোভ চিত্তকে লোভ চিত্ত বশে, অলোভ চিত্তকে অলোভ বশে জানেন, দ্বেষ চিত্তকে দ্বেষ চিত্ত বশে, অদ্বেষ চিত্তকে অদ্বেষ চিত্ত বশে জানেন, সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বীত মোহচিত্ত বশে জানেন, প্রতিবদ্ধ চিত্তকে প্রতিবদ্ধ চিত্ত বশে জানেন, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বশে জানে, মদ্গত চিত্তকে (মহগ্গত) মদ্গাত বশে জানেন, অমদগত চিত্তকে অমদগত বশে জানেন। তিনি অতিক্রান্ত চিত্তকে অতিক্রান্ত, অনতিক্রান্ত চিত্তকে অনতিক্রান্ত বশে জানেন। তিনি সমাহিত চিত্তকে সমাহিত, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত বশে জানেন, তিনি বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত,অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত বর্শে জানেন (D. i -79)। এখানে ইহা সর্বব্যাপ্ত (পরিযূতি): এভাবেই ইহা চিত্ত পর্যায় (পরিয), ইহার অর্থ এই যে. ইহা সীমানা নির্দেশ (পরিচ্ছিন্দতি)। হৃদয়ে প্রবেশ (চেতোপরিয়ং) হল চিত্ত পর্যায় প্রবেশের জ্ঞান। তিনি তাঁর চিত্তকে এরূপে নির্দেশ করেন। ইহাই তার অর্থ।

অপরাপর সত্ত্বের ক্ষেত্রে : অবশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে নিজেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।অপরাপর সত্ত্বের মধ্যেও শেষে প্রদত্ত অর্থই সমসম। শব্দের পার্থক্য পরিবর্তন হয়েছে সংবেদন শীলতার জন্য (অন্যভাবে) এবং ব্যাখ্যার সমতা বিধানের জন্য।

তাঁর মন মনোময়: তাঁর (আচরণগত) চিত্ত এবং অপরাপর প্রাণীর (আচরণগত) চিত্তের সাথে। প্রবিষ্ট হয়ে (পরিচ্চ) : সর্বত্র সীমা নির্দেশ

করে। তিনি জানেনঃ লোকসহগত হতে শুরু করে (আদিতে) বিভিন্ন উপায়ে তিনি এসব জানেন।

৯. কিন্তু প্রজ্ঞায় সমুদয় কি করে উদিত হয় ? সফলভাবে সম্পন্ন দিব্য স্রোতের মাধ্যমে । যা ইহার প্রাথমিক পরিকর্ম গঠন করে। ভিক্ষুর আলোক বিস্তার করা উচিত এবং দৈহিক হৃদয়ের সহায়ক হিসেবে রক্তের বর্ণ রূপের সাথে বর্তমান তা দিব্যচক্ষুর সাহায্যে পর্যবেক্ষণ রাখার মাধ্যমে তাঁর দেখা (পরিয়েসিতব্ব) উচিত। যখন চিত্তের (আচরণ) সাথে সম্পৃক্ত আনন্দ বর্তমান থাকে তখন বটগাছের ফলের মতো লাল হয়। যখন চিত্তের (আচরণ প্রকৃতি) সাথে সম্পৃক্ত প্রশান্ত ভাব বর্তমান থাকে, তখন খুঁজে বের করতে অপরের দৈহিক হৃদয়ের রক্ত পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। তা এভাবে : এবস্তু সৌমনস্য ইন্দ্রিয় হতে উৎপত্তি ইহার উৎস দুঃখ= ইন্দ্রিয় ইহার উৎস উপেক্ষা - ইন্দ্রিয়। হৃদয় পর্যায় জ্ঞান এভাবে সঞ্চিত হয়।

১০. ইহা যখন এরূপে সঞ্চিত করা হয়, যা তিনি ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারেন, শুধু সব কামাবচর চিত্তের আচরণ নয়, অধিকন্তু রূপভব এবং অরূপভবের চিত্ত অবগত হন। সাথে সাথে একজন হতে অন্য জনের চিত্তের (আচরণ) প্রতিচ্ছবি (নকশা) এঁকে দৈহিক হৃদয় বস্তু বেশি লক্ষ্য না করে জানেন। এজন্য অর্থকথায় বলা হয়েচে?"যখন তিনি অন্যের অরূপ চিত্তের (আচরণ) মেজাজ (স্বভাব) জানতে চান, তখন তিনি করে দৈহিক হৃদয় বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে পারেন ? কার রূপীয় বিবর্তন (উৎস) ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখতে পারেন ? কারও নয়। অলৌকিক শক্তির অধিকারী কর্মক্ষেত্র (সাধারণত) ইহা । যথা : চিত্তের (আচরণ)যা হোক না কেন, তিনি আবর্জন করেন, তিনি ইহা জানেন, তার অবস্থানের প্রেক্ষিতে এই ষোল প্রকার শ্রেণির ভিত্তিতে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা (দৈহিক হৃদয়ের ভিত্তিতে)। একের যে এখনও কোন ভাষাদান করেনি তার জন্য ।

১১. চিত্তের (আচরণ) অনুসারে লোভাহত ইত্যাদি চিত্তের আট (আচরণ) সহ লোভমুক্ত জ্ঞাত হওয়া উচিত যা লোভাহত চিত্তের (আচরণ) হয়। অবশিষ্ট কুশল এবং অনির্ধারিত (আচরণ) চারস্থানে লোভসংযুক্ত। চারটি যথাঃ দুইটি চিত্ত দৌর্মনস্য সংযুক্ত এবং দুই চিত্তের একটি (যথাক্রমে সংযুক্ত) অনিশ্চিত (বিচিকিৎসা) এবং উদ্বেগ (উদ্ধচ্চ) এ অংশে সংযুক্ত করা হয়নি। যদিও কোন কোন স্থবির সংযুক্ত করেছেন এই দুই দৌর্মনস্য (দুঃখ)

সংযুক্ত চিত্তকে দ্বেষ (দোস) চিত্ত বলা হয়। এবং সব কুশল সংযুক্ত করা হয়নি। কোন কোন স্থবির কিন্তু সংযুক্ত করেছেন। মোহ (বিভ্রান্তি) আক্রান্ত ... মোহাক্রান্তহীনঃ এখানে মাত্র দুইটি যথাঃ অনিশ্চিত (দ্বন্দ্ব) সংযুক্ত এবং উদ্বেগ সংযুক্ত মোহাক্রান্ত। সহজে মোহাক্রান্ত হয় (যাতে আর দুটি অকুশমূল সংযুক্ত নয়)। কিন্তু (সমসত) বার প্রকার অকুশল জানতে পারা যায়। মোহাক্রান্ত চিত্তের দ্বারা যেহেতু সমস্ত অকুশল চিত্তের মধ্যে মোহ বর্তমান। অবশিষ্ট চিত্ত মোহাক্রান্ত নয়।

১২. (শক্ত) কর্কশতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে বাধাগ্রস্থতা উপস্থিত হয়। উদ্বেগের (উদ্ধচ্চ) ফলে বিক্ষিপ্ততা উপস্থিত হয়। রূপভূমি এবং অরূপভূমি হল উন্নত এর (মহৎগত)। অবশিষ্ট অনুন্নত (অসৎগত)। অতিক্রম হল তিন লোকভূমি অতিক্রম। অনতিক্রম হল লোকোত্তর। একাগ্রতা হর উপচার অধিগমন এবং অর্পণা অধিগমন। অনেকাগ্রতা (অসমাধিস্থ) হল কোনটিই অলভ্য। বিমোক্ষ(উদ্ধার) হল- (পাঁচ প্রকারের মধ্যে) যে কোন প্রকার বিমুক্তি অর্জন। যা হল –তদঙ্গ দ্বারা বিমুক্তি (বিদর্শন মাধ্যম), নিবারণ (বিক্খন্ডন) (সমাধি দ্বারা), কাটা (মার্গাবলম্বন) দ্বারা, উপশম (ফল) দ্বারা এবং নৈষ্ক্রম্য (নেকখম্ম) (নির্বাণ সদৃশ) দ্বারা । (PS. i -26) (পরিত্যাগ অধীনে)। অনুদ্ধার (অবিসোক্ষ) হল যা দ্বারা পাঁচ প্রকার অধিমোক্ষের (উদ্ধারের) কোনটিই লাভ হয়নি। সুতরাং যে ভিক্ষু চিত্ত পর্যায় হৃদয় জ্ঞান (চিত্তের স্বভাব) (আচরণ) লাভ করেছেন। লোভমূলক চিত্ত এবং লোভমূলক চিত্ত..... অনুদ্ধার স্বভাব চিত্ত অনুদ্ধার।

(৪)পূর্বজন্ম নিবাস স্মৃতিজ্ঞান।

১৩. পূর্ব জন্ম নিবাস স্মৃতিজ্ঞান ব্যাখ্যায় মূল গ্রন্থে উক্ত : 'তিনি তাঁর চিত্তকে পূর্বজন্ম নিবাস স্মৃতিজ্ঞানে অভিনিরুপন এবং সংলগ্ন করেন। তিনি তাঁর অতীত জীবন যথা :এক জন্ম, দুই জন্ম, তিনজন্ম, চারজন্ম, পাঁচজন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশজন্ম, চল্লিশজন্ম, পঞ্চাশজন্ম, একশত জন্ম, এক হাজার জন্ম, একশত হাজার জন্ম, বিশ্বের অনেক সংকোচন কল্প, বিশ্বের অনেক প্রসারণ কল্প, অনেক কল্প সংকোচন এবং প্রসারণ কল্প, সেখানে আমার এ নাম, এবংশ, এরূপ দেহাবয়ব, আমার এরূপ খাদ্য, আমার এরূপ সুখ-দুঃখ, এরূপ আয়ু। এবং সেখান থেকে মৃত্যুর পর এখানে পুনরুৎপত্তি, এরূপ অনুসারে এবং যথাযথভাবে তিনি তাঁর বহু অতীত জন্ম

অনুসরণ করতে পারেন (D. i -81) এখানে পূর্ব জন্ম নিবাস স্মৃতিজ্ঞান অর্থ হল পূর্বজন্ম নিবাস সম্বন্ধে জ্ঞান। পূর্ব জীবনের স্কন্ধ বাস করত অতীত জন্ম বাস করত, অর্থ বাস করা হয়েছিল, বাস গত হয়েছে, এ জন্মের উৎপত্তি এবং বিলয় হয়েছিল আত্মিক ধারাবাহিকতা (প্রবাহ)। অথবা বিকল্পে (অতীত জীবন) মনালম্বনে জীবনযাপন হত অতীতে (পূর্বে), কারো অতীত জীবনের নিবাস। নিবাস হলো সে সময় বাস করত। কারো পূর্ব জীবন আত্মিক কর্ম প্রবাহ চলমান। যা চিহ্নিত হয়েছে এবং অন্যের চিত্তেও। সীমানা চিহ্নিত কারো চিত্ত অথবা চিহ্নিত হয়েছে অপর চিত্তে। ঐসবের অনুস্মৃতির ক্ষেত্রে (অতীত বুদ্ধগণ) যারা ভবচক্র ভঙ্গ করেছেন ইত্যাদি। অবশেষ শুধু বুদ্ধগণের চিত্তেই প্রবেশাধীন। **পূর্ব নিবাস স্মৃতিঃ** স্মৃতি (স্মরণ) বলতে তিনি পূর্ব নিবাস অনুস্মরণ করেন বুঝায়, অতীত জীবন অনুস্মৃতি করা। **জ্ঞান** : জ্ঞান হচ্ছে চিত্তৈকাগ্রতার সাথে সম্পৃক্ততা। (৪১১) অতীত (পূর্ব) জন্মের (নিবাস) অনুস্মৃতি : এভাবে পূর্বনিবাস সম্পৃক্ত জ্ঞানে উদ্দেশ্য। অর্জন, উপনীত, হওয়া অর্থে যা বুঝায়।

১৪. **বহুবিধ** : বহু প্রকার : অথবা যা বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত হয়। অর্থ বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হলঃ অতীত জীবনই সর্বত্র প্রবাহমানতা। অতীত জীবনের অরূপ অস্তিত্ব গ্রহণ করে পেছন থেকে শুরু করেন। তিনি অনুস্মৃতি করেনঃ তিনিই পুনরাবৃত্তি করেন। ইহাকে অনুসরণ করেন, স্কন্ধের ঋদ্ধি দ্বারা অথবা মৃত্যু এবং জন্ম সন্থতি (প্রবাহ) দ্বারা।

১৫. ছয় প্রকার লোক এরূপ পূর্ব নিবাস স্মৃতি করেন। তাঁদের মধ্যে অন্য তীর্থিকগণ সাধারণ শ্রাবক প্রধান শ্রাবক প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধগণ।

১৬. এখানে অন্য তীর্থিকগণ অতীতে (পেছনের) চল্লিশ লক্ষ কল্প কাল পর্যন্ত পূর্ব নিবাস স্মরণ করতে পারেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশি পারে না। কারণ কি? কারণ তাঁদের নাম রূপ পরিচয় জ্ঞান দুর্বল। সাধারণ শ্রাবকগণ পেছনের দূরবর্তীত কল্প কালের পূর্ব নিবাস স্মৃতি স্মরণ করতে পারেন, কারণ তাঁদের প্রজ্ঞাদৃঢ়। আশিজন প্রধান শ্রাবকের পেছনের দূরবর্তী শত সহস্র কল্প কল্পের পূর্ব নিবাস স্মৃতি স্মরণ করতে পারেন, দুইজন মহাশ্রাবক পেছনের দূরবর্তী শত সহস্র, অসংখ্য শত প্রকার কল্প কল্পের দূরবর্তী পূর্ব নিবাস স্মৃতি স্মরণ করতে পারেন। ক্রমান্বয়ে তাঁরা এরূপ

বিস্তারে মন আদান প্রদান করতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন পরিসীমা নেই।

১৭. পুনশ্চঃ অন্য তীর্থিকগণ স্কন্ধঋদ্ধি স্মরণ করতে পারেন। তাঁরা মৃত্যু এবং প্রতিসন্ধির স্বরূপ স্মরণ করতে পারেন না। স্কন্ধ ঋদ্ধিতে সীমিত থাকে তাঁরা অন্ধের মতো তাঁদের পছন্দ মতো কোন স্থানে উপনীত হতে পারেন না। তাঁরা অন্ধের মতো অন্ধের লাঠি যেখানে যায় তার মতো সেখানে যায়। তারা স্কন্ধ ঋদ্ধি ব্যতিরেকে স্মরণ করে শ্রাবকগণ স্কন্ধ ঋদ্ধি এবং মৃত্যু ও প্রতিসন্ধি চিহ্নিত করে স্মরণ করে। সেরূপ অশীতি মহা শ্রাবকগণন কিন্তু প্রধান দুই অগ্রশ্রাবকগণকে স্কন্ধ ঋদ্ধির জন্য কিছুই করতে হয় না। তাঁরা যখন অন্য কোন লোকের মৃত্যু অবলোকন করেন, তাঁরা প্রতিসন্ধিও প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং তাঁরা মৃত্যু এবং প্রতিসন্ধি চিহ্নিত করে স্মরণ করেন। প্রত্যেক বুদ্ধগণও তদনুরূপ।

১৮. বুদ্ধগণের প্রসঙ্গক্রমে স্কন্ধ ঋদ্ধি অথবা মৃত্যু ও প্রতিসন্ধি চিহ্নিতকরণ কোনটাই করতে হয় না। যেহেতু তাঁদের নিকট অনেক কোটি কল্পের বেশি কল্প যে কোন উদাহরণ তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। সে কারণে তাঁদের গমন, অবতরণ হচ্ছে সিংহের উপর আরোহণ। তাঁরা যেখানে সেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে সেখানে এমনকি অনেক কোটি কল্পকে লাফ দিয়ে (বাদ দিয়ে) যদিও তা মূল গ্রন্থে লুপ্ত। যেমন কোন সুদক্ষ তীরন্দাজ অতিসূক্ষ্ম সরভঙ্গের মতো তীর ছুড়ে, তা ইহার গতিপথে বৃক্ষ লতাপাতার সহায়তা ব্যতীত লক্ষস্থলে আঘাত করে এবং সাজসজ্জার স্তব্ধতা বা লক্ষচ্যুত হয় না। সেরূপ বুদ্ধগণ এভাবে গমন করেন না, তাঁদের জ্ঞান তৎমধ্যস্থ জন্মের স্তব্ধ কিংবা লক্ষ্যচ্যুত হয় না। সাজ সজ্জা বা লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হীন, যে কোন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য আয়ত্তে আসে।

১৯. এসব প্রাণী পূর্ব নিবাস স্মৃতিসহ অতীত জীবন, তীর্থিকগণের লক্ষ্য অতীত জীবন জোনাকির আলো দর্শনের ন্যায়। পৃথগজনের কাছে মোমবাতির আলোক সদৃশ, অশীতি মহাশ্রাবকের কাছে টিপ বাতির আলোর মতো, অগ্র-মহা শ্রাবকের কাছে প্রভাতে নক্ষত্রলোক,প্রত্যেক বুদ্ধগণের কাছে চন্দ্রালোকের মতো এবং বুদ্ধগণের নিকট উজ্জ্বল শরৎকালের হাজার রশ্মি সমেত গোলাকার সূর্যের মুখমণ্ডলোর মতো ।

২০. অন্য তীর্থিকগণ পূর্ব নিবাস প্রত্যক্ষ করেন অন্ধলোকের মতো । তাঁরা অন্ধের লাঠির লক্ষস্থলে যাওয়ার মতো যায়। অন্যতীর্থিকের শ্রাবকগণ কাঠের সাঁকো দিয়ে লোকজন পার হওয়ার মতো । মহাশ্রাবকগণ এরূপ করে যেন লোকজন শকট যোগে সাঁকো পার হওয়ার মতো প্রত্যেক বুদ্ধগণরূপ করেন যেন লোকজন মুখ্য পায়ে চলা পথে পাওয়ার মতো এবং বুদ্ধগণ এরূপ করেন যেন শকটের উঁচু মার্গে যাওয়ার মতো ।

২১. এ সম্পর্কে শ্রাবকগণের পূর্ব নিবাস স্মৃতিই প্রত্যাশিত। সুতরাং পূর্বাহ্নে বলা হয়েছে "তিনি অনুস্মৃতি করেন" তিনি ইহা অনুস্মরণ করেন স্কন্ধাদিতে ঋদ্ধি লাভ দ্বারা অনুসরণ করেন অথবা মৃত্যু এবং জন্ম সন্ততি (প্রবাহ) দ্বারা করেন।

২২. সুতরাং কোন শিক্ষানবীশ ভিক্ষু এভাবে অনুস্মৃতি করতে তাঁর নির্জন স্থানে গমন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পর প্রত্যাবর্তন, পিণ্ড গ্রহণের পর করা উচিত। তাঁর ঋদ্ধিময় চতুর্থ ধ্যান লাভ করা উচিত। এবং অভিজ্ঞানের মূল হিসেবে ধ্যানে নিবিষ্ট থাকা উচিত। তারপর বসে তাঁর সদ্য সমাপ্ত কার্যক্রম আবর্জন করা উচিত এ লক্ষে অত:পর আসন প্রস্তুত, আবাস কক্ষে গমন ভিক্ষাপাত্র রাখা, ভোজন কাল, গ্রাম হতে প্রত্যাবর্তন কাল, চৈত্য গৃহে বন্দনা কাল, বোধি বৃক্ষে বন্দনা কাল, পাত্র ধৌত কাল, ভোরে সম্পাদিত কৃতকর্ম কাল, মধ্যাহ্নে সম্পন্ন কর্মকাল। এভাবে পুরো রাত এবং দিনে সম্পাদিত কর্মকালের সমস্ত বিষয় তাঁর আবর্জন করা উচিত।

২৩. এভাবে ইহা বর্দ্ধিত করে সম্ভবত: স্বাভাবিক চিত্তও তাঁর নিকট প্রকট হয়ে উঠে। বিশেষ ভাবে ইহা তাঁর প্রাথমিক পরিকর্ম চিত্ত প্রকট হয়ে উঠে। কিন্তু যদি এতে কোনকিছু তাঁর নিকট প্রকট না হয় তবে তিনি পুনরায় তাঁর মূল ধ্যানে নিমগ্ন থেকে আবর্জন (পুনরাবৃত্তি) করা উচিত। এরূপ করার ফলে ইহা আলো প্রজ্বলনের মতো প্রকট হয়ে উঠে। এবং এরূপে প্রতিলোম বশেও কর্তব্য তিনি পেছনের দ্বিতীয় দিবসে বিষয়গুলো আবর্জনা করা উচিত। এরূপে পেছনের তৃতীয় , চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে বিষয় আবর্জন করা উচিত এবং দশ দিনের মধ্যে এবং পক্ষকাল এবং পেছনের এক বৎসর।

২৪. এভাবে তিনি যখন দশ বছর আর্বজন করেন, বিশ বছর এবং এরূপে যতদূর সম্ভব একজনের পেছনের প্রতিসন্ধিকাল পর্যন্ত (৪১৩) তাঁর নাম,

রূপের আবর্জন করা উচিত পূর্ব অস্তিত্বের মৃত্যু পর্যন্ত। কোন প্রাজ্ঞ ভিক্ষু প্রথম ধাপে প্রতিসন্ধি উচ্ছেদ করে মৃত্যুক্ষয় পর্যন্ত নাম রূপ আলম্বন।

২৫. কিন্তু পূর্ব অবস্থানের নাম - রূপ অবশেষ নিরুদ্ধ এবং অপর উৎপত্তি হয়েছে। এবং তার পরিণতিস্বরূপ উদাহরণ ইহা যেন অন্ধকারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এবং ইহা অল্প প্রাজ্ঞজনের পক্ষে দর্শন করা কঠিন। তা সত্ত্বেও তাঁর ইহা ত্যাগ করা উচিত নয়। এরূপ ভেবে 'আমি প্রতিসন্ধি অপসারণ করতে অসমর্থ মৃত্যুর সময়ের নাম -রূপ আলম্বন করতে পারি।' পক্ষান্তরে তাঁর পুনঃপুনঃ মূল ধ্যান অর্জন করা উচিত এবং প্রত্যেকবার তিনি নিমগ্ন হবেন আবর্জন করবেন সে মতে।

২৬. যেমন কোন এক বলবান লোক একটি বিরাট বৃক্ষ কেটে ফেলেছে। তিন কোণা দেয়ালের শৃঙ্গ তৈরীর জন্য। কিন্তু সে শাখা-পত্রপল্লব সমেত বিরাট বৃক্ষ ভোঁতা কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলতে সমর্থ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কাজটি পরিত্যাগ করেনি। অপর পক্ষে, সে কামারের কছে গিয়ে কুড়ালটাকে শান দিয়ে ধারালো করল এবং প্রত্যাবর্তন করে বৃক্ষটি কোপিয়ে যেতে লাগল। বারবার কোপার ফলে কুড়াল ধার হল সে পূর্বানুরূপ অবিরত ভাবে কোপিয়ে যায় এবং এভাবে কোপার ফলে বৃক্ষটি অবশেষে কেটে ফেলা হল। কারণ প্রত্যেক সময় পুনরায় কোপার প্রয়োজন হয় না। যা ইতোমধ্যে কাটা হয়ে গেছে। যা কাটা হয়নি তা কাটা হল। অনুরূপ ভাবে আবর্জিত বিষয় আবর্জনের পরিবর্তে যখন তিনি মূলধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তখন তাঁর প্রতিসন্ধিতে একমাত্র আবর্জন করা উচিত এবং অবশেষে তাঁর প্রতিসন্ধি পরিত্যাগ করে নাম রূপের যা উৎপত্তি হয় মরণাসন্ন সময় পর্যন্ত, সে আলম্বন হয়। বৃক্ষ কর্তনকারী এবং নাপিতের সঙ্গে তুলনা করে বোধগম্য হওয়া উচিত।

২৭. এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ থেকে পেছন দিকের প্রতি সন্ধি পর্যন্ত যে প্রজ্ঞা অর্জিত হল তাকে পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান বলা হয় না বরং বলা যায় পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান লাভের প্রাথমিক পরিকর্ম। কেউ ইহাকে অতীত জ্ঞান (অতীত জ্ঞান) বলে। কিন্তু তা রূপাবচরের পক্ষে অনুপযুক্ত।

যা হোক যখন এ ভিক্ষু প্রতিসন্ধি অতিক্রম করে পেছনে যান তখন তাঁর মধ্যে মনোদ্বার আবর্জন নাম - রূপ আলম্বন তৈরি হয়।যা মরণাসন্ন সময়ে সংগঠিত হয়। যখন ইহা নিরুদ্ধ হয় তখন এসবের আলম্বনে চার বা পাঁচ

জবন চিত্তের উদয় প্রবর্তন হয়। ইহাই তখন আলম্বন হয় । এদের মধ্যে প্রথমাটিকে প্রাথমিক পরিফর্ম ইত্যাদি বলা হয়। ইহা পূর্বে বিবৃত (৫) কামাবচর। সর্বশেষ চতুর্থ ধ্যানের অন্তর্গত রূপাবচর অর্পণা চিত্ত। তারপর সে সমাধি চিত্তে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান বলা হয়। সমাধি (স্মৃতি) এভাবে প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হলে তিনি অতীতের বহুজন্ম পর্যন্ত অনুস্মরণ করতে পারেন। এমনকি একজন্ম, দুজন্ম, শত, সহস্রজন্ম পর্যন্ত স্মরণ করতে পারেন। (৪১৪) এরূপে তিনি তাঁর পূর্বজন্মের পৃথক এবং বিস্তৃত জীবনেতিবৃত্ত স্মরণ করতে পারেন। (D.i-81)

২৮. এখানে এক জন্ম হলো - প্রতিসন্ধির সাথে এক মাত্র ভবের শুরু দিয়ে স্কন্ধ সমূহের ধারাবহিকতা (নিরবচ্ছিন্ন)। এবং মৃত্যু হলো সমাপ্তি দুজন্ম এবং ইত্যাদি অবশিষ্ট এরূপই।

কিন্তু অনেক কল্প সংবর্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যে, সংবর্তন বলতে কল্প হ্রাস এবং কল্প বিবর্তন বলতে বৃদ্ধিকে বুঝায়। এখানে, যা সংবর্তকে অতিক্রম করে তা সংবর্তনে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। যেহেতু ইহা ভিত্তিমূলে স্থিত। তদনুরূপ যা বৃদ্ধিকে অতিক্রম করে তা সংবর্তনের অন্তর্গত করা হয়েছে। এরূপ হয়ে অন্তর্গত হয়ে বিবৃত হয়েছে : 'ভিক্ষুগণ, কল্প গণনায় চারটি সংক্ষেপ আছে। সে চারটি কি কি ? 'যে কল্পের মধ্যে যে কল্পকে অতিক্রম করে তা বৃদ্ধি সংক্ষেপ এবং যা বৃদ্ধিকে অতিক্রম করে (A ii-142) (সংক্ষেপিত)।

৩০. তিন প্রকার সংক্ষেপ ? পাপের কারণে সংক্ষেপ, তেজের কারণে সংক্ষেপ, বায়ুর কারণে সংক্ষেপ। (M. সুত্ত-২৮) সংক্ষেপের তিন সীমাও আছে : আভস্বর, (স্রোতাপত্তি উজ্জ্বলতা) ব্রহ্মালোক, সুভকনহ (দীপ্তিমান দেবগণ) এবং বেহাপ্‌ফফেল (বৃহৎফল)। তেজের কারণে কল্প সংক্ষেপ হলে আভস্বর ব্রহ্মালোকের নিচের আগুনে ভস্মীভূত হয়। তাপের কারণে কল্প সংক্ষেপ হলে সবকিছু জ্বলে মিশে যাবে। আপের কারণে কল্প সংক্ষেপ হলে সবকিছু বায়ুতে বিধ্বংস হয়ে যাবে (বহপ্‌ফল) বৃহৎ ফল পর্যন্ত।

৩১. বিগত জন্ম সম্বন্ধে অবগত হওয়া বুদ্ধের অন্যতম একটি ক্ষেত্র। বুদ্ধ আয়ত্তে তিন ক্ষেত্র : যথা জলক্ষেত্র, ব্যক্তিত্ব আদেশ ক্ষেত্র (অনাকে্খত) এবং বিষয় কর্ম ক্ষেত্র।

এখানে জাতিক্ষেত্র দশ সহস্র চক্রবাল ব্যাপী বিস্তৃত, যা তথাগতের প্রতিসন্ধিক্ষণে প্রকম্পিত হয়েছিল। আদেশাদীন (ব্যক্তিত্ব) ক্ষেত্র শত হাজার কোটি চক্রবাল ব্যাপী বিস্তৃত, যেখানে ফলোৎপাদক মূলক পরিমাণ রতনসূত্র, (Sn. 39) খন্ধ পরিত্রাণ (Vin. ii-109) (A. ii-72), ধজাগ্র সূত্র (Sn. i-216) আটানাটিয় পরিত্রাণ (iii-194) এবং মোর পরিত্রাণে (J. ii- 33) উক্ত। কর্মক্ষেত্রের সীমা, অসীম, অপরিমেয়। তিনি যত দূর ইচ্ছা করেন ততদূর (A i-228)। বলা হয়েছে : 'তথাগত যে কোন বিষয়, যে কোন স্থানে যা তা জানেন। সুতরাং এই তিন বুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে একটি আদেশাধীন (অনাকে্খত) ধ্বংস হয়েছে। জাতিক্ষেত্র ও ধ্বংস হয়েছে। এবং তা যুগপৎ হয়ে থাকে। এবং যখন ইহা পুনর্গঠিন হয় তাও যুগপৎ ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়। (MA-IV, 114)

৩২. এখন, ইহা কিরূপে ধ্বংস হয় এবং কিরূপে পূর্ণগঠিত হয় তা জ্ঞাত হওয়া উচিত। তেজ দগ্ধ হয়ে কিভাবে কল্প ধ্বংস হয় তা করেন : (৪১৫) সর্ব প্রথম কল্প ধ্বংসের জন্য এক মহামেঘ উত্থিত হয়। সে মেঘ হতে মহাবৃষ্টিপাত কোটি শত সহস্র চক্রবাল ব্যাপী বর্ষিত হয়। এতে জনসাধারণ আনন্দিত হয়, বীজ ছড়ায় এবং বপন করে। কিন্তু যখন অঙ্কুরগুলি ষাঁড়ের খাদ্যপোযোগী হয়ে বৃদ্ধি পায় তখন গাধার ভেঁ ভেঁ ডাকেও এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত হয় না। তখন থেকে বৃষ্টিপাত স্থগিত হয়ে যায়। যা তথাগত উল্লেখ করেছেন এ বলে : "ভিক্ষুগণ এমন কারণ সৃষ্টি হয় যখন অনেক বৎসর, অনেক শত বৎসর, অনেক হাজার বৎসর ধরে, অনেক শত হাজার বছর ধরে কোন বৃষ্টিপাত হয় না। (A iv-100) বৃষ্টির জলে জীবিত প্রাণীগণের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে জন্ম নেয়। দেবগণ ফুল এবং ফল খেয়ে জীবনযাপন করে।

৩৩. এভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে, যত্রতত্র জল সৃষ্টি হয়। মৎস্য কুর্ম মরে পুনর্জন্ম হয়। ব্রহ্মলোকে এবং অপরাপর প্রাণীগণ নরকে গমন করে। কেউ কেউ বলে নরকের অধিবাসীরা সেখানে সপ্ত সূর্যের আবির্ভাব হয় ও জীবনপাত হয়।

এখন, ধ্যান বিহীন ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম হয় না। এবং তাদের মধ্যে কেউ দুর্ভিক্ষে পীড়িত না হলে যেমন অভাব কি বোঝা যায় না, সেরূপ ধ্যানে

নিমজ্জিত না হয়ে নির্বাণে কিরূপে নিবর্তিত হবে ? সুতরাং তারা কিভাবে সেখানে পুনর্জন্ম নেবে ? ধ্যানের মাধ্যমে ব্রহ্মলোক অর্জিত হয়।

৩৪. কামাবচর দেবগণকে বলা হয় লোক ব্যূহ ! দেবগণ গণে যে, শত সহস্র বৎসর শেষে এক কল্প শুরু হবে। মানুষের গমনাগমন মার্গে তারা পরিভ্রমণ করে। তাদের মস্তক মুণ্ডিত! তাদের চুল এলোমেলো। মুখমণ্ডল করুণ, হাতের নেতায় অশ্রু মোচনরত, রঙিন বস্ত্র পরিহিত, আলু তালু বস্ত্রে আচ্ছাদিত। তারা এভাবে ঘোষণা করে, "বন্ধুগণ উত্তম এখন হতে বর্ষ শত সহস্র শেষে কল্প শুরু হবে। এ বিশ্ব ধ্বংস হবে, মহাসমুদ্র শুকিয়ে যাবে। এ মহা পৃথিবী, গিরিরাজ সুমেরু সম্পূর্ণ সংকোচিত হয়ে ধ্বংস হবে। পৃথিবী বিনষ্ট হয়ে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছাবে। বন্ধুরা মৈত্রী ভাবনা কর, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ভাবনা করে, মায়ের যত্নকর, পিতার সেবা কর বংশের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান কর। "

৩৫. যখন মানুষ এবং ভূমিবাসী দেবতারা একথা শুনতে পেয়ে তখন তাদের মধ্যে সংবেগ (তাৎক্ষণিক কর্তব্য) প্রবণ হবে। তারা পরস্পরের মধ্যে মুদিতা (দয়া) মৈত্রীময় পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন করে দেবতাকে উৎপত্তি হয়। সেখানে দিব্যসুধা ভোজন করে বায়ু কৃৎস্ন পরিকর্ম সম্পাদন করে ধ্যান লাভ করে। অত:পর অপরাপর কর্মের দ্বারা দেবলোকে উৎপত্তি হয়। তারা সেখানে অনুরূপ ধ্যান লাভ করেন্ এরূপ দেবলোকে লব্ধ ধ্যান দ্বারা সকলে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয়। (৪১৬)

৩৬. সুতরাং বৃষ্টিপাতহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। এ সম্পর্কে তথাগত বলেছেন, 'ভিক্ষুগণ, একটা অবস্থার অবতারণা হয় (A. IV-100) মুত্তসুরিয় সুত্ত সম্পূর্ণ এখানেপ্রদত্ত হল। এক্ষণে যখন উহার আবির্ভাব ঘটে তখন দিবা রাত্রির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এক সূর্যের অস্তগমনের সাথে অপর সূর্যের উদয় হয়। অবিচ্ছিন্ন সূর্য সন্তাপে জগৎ নিমজ্জিত হয়। কিন্তু কল্প ধ্বংসের জন্য কোন দেবপুত্র সূর্য নেই, প্রাকৃতিক সূর্যই তা ঘটায়। আকাশে প্রাকৃতিক সূর্য থাকাকালীন বৃষ্টি মেঘ ধূমশিখা বিচরণ করে। যখন কল্প ধ্বংস সূর্য বর্তমান থাকে তখন বিগত ধূমশিখা আয়নার মতো নভ নভ নির্মল থাকে। পঞ্চ মহানদী ভিন্ন অপরাপর নদীর জল শুকিয়ে যায়।

৩৭. তারপর, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে, তৃতীয় সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। উহার উদয়ের ফলে মহানদীগুলো শুকিয়ে যায়।

৩৮. অত:পর আরো দীর্ঘকাল পরে চতুর্থ সূর্যের উদয় হয়। উহার উদয়ে মহানদীর উৎস হিমালয়ের সপ্ত সরোবরেব জল শুকিয়ে যায়। যে সপ্ত সরোবর হলো সিংহ পাপতি, হংস পাতন, কম্মমৃত্তক, রথকার, অনোতও ছদ্দন্ত এবং কুনাল।]

৩৯. অতপর দীর্ঘকাল শেষে পঞ্চম সূর্যের উদয় ঘটে। এবং উহার উদয়ে মহাসাগরে আঙুলের এক কর্বা ডোবানোর পরিমাণ মতো জল থাকে না।

৪০. তারপর দীর্ঘকাল শেষে ষষ্ঠ সূর্যের উদয় হয়। উহা যখন উদিত হয় এখন বিশ্বব্যাপী গ্যাস বাষ্প ছাড়া কিছুই থাকে না। ইহার সব আর্দ্রতা বাষ্প হয়ে যায়। তাতে সমস্ত চক্রবাল একই ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে যে সপ্ত সরোবর হলো সিংহ পপাত ; হংসপাতন, কন্নকুণ্ডক, রথকান, অনোতত্ত ছদ্দন্ত এবং কুণাল।

৩৯. অতঃপর, দীর্ঘকাল শেষে পঞ্চম সূর্যের উদয় ঘটে। এবং উহার উদয়ে মহাসাগরে আঙুলের এক কর্বা ডোবানোর পরিমাণ মতো জল থাকে না।

৪০. তারপর দীর্ঘকাল শেষে ষষ্ঠ সূর্যের উদয় হয়। উহা যখন উদিত হয় তখন বিশ্বব্যাপী গ্যাস বাষ্প ছাড়া কিছুই থাকে না। ইহার সব আর্দ্রতা বাষ্প হয়ে যায়।

তাতে সমস্ত চক্রবাল একই ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুমেরু পর্বত ধুমে ডুবিয়ে রাখে। শত সহস্র কোটি চক্রবাল একীভূত হয়ে যায়।

৪১. উহার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে সপ্তম সূর্যের আবির্ভূত হয়। উহার প্রার্দুভাবের ফলে সমস্ত চক্ররাজ্য শত সহস্র কোটি চক্রবাল আগুনে দগ্ধ হয়ে যায়। এমনকি ১০০ যোজনের অধিক সুমেরুর চূড়া খণ্ড খণ্ড করে আকাশের সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে আগুনের জ্বালাশিখা চতুযর্মহারাজিক পর্যন্ত দগ্ধ করে। সেখান থেকে কনক বিমান, রতন বিমান, হিরক বিমানাদি বিদগ্ধ করে তাবত্রিংশ ভবনে অগ্নিদগ্ধ হয়। এরূপেই সে আগুন প্রথম ধ্যান ভূমি পর্যন্ত বিস্তারিত হয়, সেখান থেকে আগুনের তাপ ব্রক্ষলোক অতিক্রম করে আভস্বর ব্রক্ষলোকে গিয়ে স্থিত হয়। (৪১৭) ইহা যতদূর সম্ভব সংস্কারগত (রূপময়) বিন্দু মাত্র বিদ্যমান

থাকে সে পর্যন্ত নিভে যাবে না মতো অনরশেষ নিঃশেষ করে নিভে যাবে, যাতে ছাই থাকে না

৪২. উপরের আকাশ এবং নিম্নাকাশ মহান্ধকারে ডুবে গিয়ে একীভূত হয়ে যায়। ঘি তৈলের প্রদীপ প্রজ্বলনের মত অনবশেষ নিঃশেষ। অত:পর দীর্ঘকালের অবশেষে এক মহামেঘের উদয় হয়। এ মেঘ প্রথমে মৃদু বৃষ্টিপাত ঘটায়। অনুক্রমে কুমুদ নাল ষষ্ঠি প্রমাণ মুষলধারায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত হয় তালখণ্ড প্রমাণ ধারায়। এতে কেটিশত সহস্র চক্রবাল যা আগুনে বিদগ্ধ হয়েছিল তা পরিপূর্ণ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর নিম্নদিকে এবং চতুর্দিকে বায়ূ সঞ্চালনের শক্তি প্রভাবে সে জল উত্থান পতনের ফলে ঘনীভূত ও ঘুরপাক খেয়ে পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পতনের মতো হয়। সে মহাজল রাশি কিভাবে ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় ? বায়ুর জন্য খালি রেখে। শূন্য রেখে যেখানে সেখানে।

৪৩. এভাবে বায়ু দ্বারা সকোচিত হয়ে, ঘনীভূত হয়ে এবং নিম্নস্তরে গিয়ে ইহা ক্রমে অপসারিত হয়। যেভাবে ডুবে গিয়েছিল ব্রহ্মলোক যথা স্থানে ইহার পুনরুৎপত্তি হল। এবং ক্রম নিচের কামলোকের স্থানে তার, উপরে চার কমাবচর, দেবলোক স্থান এবং তারপরে দেবলোক প্রাদুর্ভূত হল। এভাবে যখন পূর্বের পৃথিবীর স্তরে জল নিঃসরিত হল তখন মহা বায়ু প্রবাহ উত্থিত হল। এতে তা থেমে গেল এবং কোন জল পাত্রে বহির্গমন নালা বন্ধ করে যেমন জল পাত্রে স্থির করা হয় তেমনভাবে ধরে রাখা হয়। পরিশ্রুত জল ব্যবহার হয়ে গেলে উদ্ভিজ্জ সার সেখানে পুনরাগম হয়। যখন পায়েসের উপর পাতলা ঝিল্লি আবরণ পড়ে বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ সৃষ্টি হয়।

৪৪. অত:পর আভস্বর ব্রহ্মলোকে প্রথম পুনর্জন্ম গ্রহণকারী প্রাণিগণ তাদের আয়ুক্ষয়ে কিংবা পুণ্যক্ষয়ে সেখান থেকে এখান পুনরুৎপত্তি হয়। তারা স্বয়ংপ্রভ এবং আকাশে বিচরণশীল। তারা পৃথিবীর সেই অপরিহার্য বস্তু খেয়ে অগ্‌গঞঞ্‌ মূত্রের আলোকে (D iii-85) তৃষ্ণাসক্ত হয় এবং তাঁরা সে স্বাদযুক্ত সব খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাতে তাঁরা স্বয়ংপ্রভ হারিয়ে ফেলে এবং অন্ধকারে নিমর্জ্জিত হয়। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাভে।

৪৫. তাঁদের ভয় দূরীকরণ এবং সাহস জোগানোর লক্ষ্যে পঞ্চাশ যোজন পরিমিত মুখমণ্ডল বিশিষ্ট সূর্যোদয় হয়। ইহা দেখে তাঁরা আনন্দিত হল আমাদের আলো আছে বলে। তাঁরা আরো ভাবল 'আমাদের ভয় দূর

ইহাকে সূর্য (সূরিয়) বলা হোক। সূর্য আলো দেয় দিনের বেলায় এবং অস্ত যায়। এতে তারা আবার ভীত সন্ত্রস্ত হল এ বলে আমাদের আলো ছিল, আমরা তা হারালাম।' আর একটা আলো আসলে কত ভালো হবে (৪১৮)।

৪১৬. তাঁদের চিন্তার বিষয় অবগত হয়ে ৪৯ যোজন মুখমণ্ডল বিশিষ্ট চন্দ্রোদয় হয়। ইহা দেখে তারা আরো অধিক আনন্দিত হল। আমাদের (ছন্দ) ইচ্ছা পূরণ করতে ইহার উৎপত্তি। সুতরাং ইহাকে চন্দ্র (চন্দ) নামে অভিহিত করা হোক।

৪১৭. এভাবে চন্দ্র সূর্যের আগমনের পর নক্ষত্র পুঞ্জের আগমন হয়। অত:পর ক্রমে রাত এবং দিন সম্বন্ধে অভিজ্ঞান হল। জানা হল মাস, পক্ষ এবং বৎসর।

৪১৮. দিনের বেলায় চন্দ্র সূর্যের উপস্থিতি, সুমেরু পর্বত বিশ্ব পরিমণ্ডল এবং হিমালয় পর্বতমালারও উদ্ভব হয়। এ সবিই উৎপত্তি হল ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে। তারপরেও নয় পূর্বেও নয়। তা কিরূপে ? যেমন জোয়ার রান্নার সময় যখন বুদবুদ উঠে, অত:পর ক্রমে কতিপয় অংশ গম্বুজ আকৃতি কতিপয় অংশ খুলি, কিছু অংশ সমতল এবং এরূপেই পর্বত হল। গম্বুজ আকৃতির স্থানগুলো, গর্তাংশগুলো হলো সমুদ্র এবং সমতল অংশের স্থানসমূহ দ্বীপাঞ্চল।

৪১৯. অত:পর এসব প্রস্তুত হলে পর অপরিহার্য সব ক্রমে কিছু সুন্দর কিছু জন্য কদাকার রূপ পরিগ্রহ করে। সুন্দরগুলো কদর্য রূপ নেয়। তাদের ঘৃণা দ্বেষের ফলে সবগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো। তার থেকে মাটির উদ্ভব হল। অনুরূপভাবে মাটি অদৃশ্য হয়ে পদলতা প্রাদুর্ভূত হয়। একইভাবে তাও অন্তর্হিত হলে অকৃতপাক শালির প্রাদুর্ভাব হয়। সে শালিতে কোন লাল আবরণ বা তুষ ছিল না। সে উত্তমফল শুদ্ধ, সুগন্ধযুক্ত।

৪২০. অত:পর তাদের জন্য ভাজনাদি উপস্থিত হয়। ভাজনে তারা তণ্ডুল (চাল) রেখে পাষাণের উপর স্থাপন করে। তাতে স্বয়ং আগুন প্রজ্বলিত হয়ে তা পাক হয়ে যায়। সে ভাত হলো সুমন জাতি পুষ্পের মতো । সে ভাতের জন্য ঝোল (সুপ) বা ব্যঞ্জনের কোন প্রয়োজন হতনা। যে রূপ রস খেতে ইচ্ছে হতো সেরূপ রস হতো।

৫১. তাঁরা স্থূলাহার ভক্ষণের সাথে সাথে তাঁদের মধ্যে মূত্র মলের উৎপত্তি ঘটে। আবার এসব নির্গমনের জন্য তাদের মধ্যে মুখ (ফাটল) সৃষ্টি হল। এতে কেউ পুরুষ কেউ স্ত্রীভাব জাগ্রত হল। স্ত্রী পুরুষ পাশাপাশি থেকে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হল। আর পাশাপাশি থেকে দীর্ঘকাল অভিবাহিত হল। তাতে পরস্পরের মধ্যে কামভাব উৎপন্ন হল। তাতে মৈথুন সেবনে রত হল।

৫২. তাদের অধম (মৈথুন) সেবনের (৪১৯) কারণ বিজ্ঞজনেরা তাদের গর্হিত আচরণের জন্য শাস্তি প্রদান করে। সুতরাং তাদের সে উদ্দেশ্যে পাপ গোপনার্থে ঘর তৈরি করে। ঘরে বাস করার ফলে তারা অতিমাত্রায় অলস হয়ে পড়ে। সে কারণে তারা খাদ্যের ভাণ্ডার তৈরি করে। উহার ফলে ফলের উপর রক্তাবরণ এবং তুষের আবরণ পড়ে যায়। অতি অল্পদিনের মধ্যে কর্তিত স্থানে স্বয়ং পুনঃ জন্মাল। তারা একত্রে মিলিত হয়ে অনুশোচনা করল, “আমরা কুকার্যে লিপ্ত হয়েছি। পূর্বে সব আমাদের মনোময় (স্বয়ং ইচ্ছানুসারে) ছিল।” (D iii-70) এবং এখানে অগ্‌গ সূত্রানুসারে বিস্তারিত সংযুক্ত করা উচিত।

৫৩. তারপর তারা চারদিকে সীমানা চিহ্নিত করে নিল। অন্যকে প্রদত্ত অংশ কেউ নিজের দখলে নিল। তাকে পরপর দুবার বকুনি দেওয়া হল। তৃতীয় বারে তার উপর কিলঘুষি, মাটির ঢেলা, লাঠিসোঁটা ইত্যাদি নিয়ে আসে। যখন চুরি মিথ্যা, নিন্দায় দৃঢ়তার আশ্রয় নেয় ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। তখন তারা স্ম্মিত হয়ে চিন্তা করলে একজন নির্বাচন করি যে ভর্ৎসনার যোগ্য তিনি তাকে ভৎর্সনা করবেন। বিচার যোগ্যকে বিচার করবেন। নির্বাসন যোগ্যকে নির্বাসন করবে এবং শস্যের কিছু অংশ তাঁর নিকট পাঠাবো'- মনে করা হোক।” (D. iii-92)

৫৪. এরূপে যখন দুষ্ট লোকেরা এ কল্পে একটি চুক্তিতে আসল তখন তথাগত বোধিসত্ত্ব ছিলেন। যোগ্যতম ব্যক্তি অত্যন্ত শান্ত সম্মানীয় সুচতুর এবং বাধ্যবাধকতা জানাতে সমর্থবান। তারা তাঁকে নিবেদন করলেন, জিজ্ঞেস করলেন এবং নির্বাচন করলো। তিনি অধিকাংশের সমর্থন পেলেন তখন তাঁকে বলা হল ‘মহাসম্মত’ যেহেতু তিনি এ মানব জমির প্রভূ, তাঁকে বলা হয় ক্ষত্রিয় (শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা)। যেহেতু তিনি অপরের মঙ্গল রঞ্জন করেন, সামাজিকভাবে তাঁকে বলা হল রাজা। ইহাই, তাঁকে যেসব অভিধায় মণ্ডিক করা হল। বোধিসত্ত্ব প্রথম মানব যিনি স্বয়ং বিশ্বের যে কোন সময়ের

বিস্ময়কর বিষয় প্রবর্তন করেন। ক্ষত্রিয় পরিমণ্ডল সৃষ্টির পর বোধিসত্ত্বকে প্রথমপদে প্রতিষ্ঠা করে পরে ব্রাহ্মণ এবং অপরাপর গোত্রের প্রতিষ্ঠা যথা সময়ে করা হয়।

৫৫. এখানে প্রথম মহামেঘ উত্থিত হওয়ার সময় থেকে অগ্নিশিকা নির্বাপন (পর্যন্ত কল্প) অবধি এক অসংখ্য কল্প বলা হয়। কল্প ধ্বংসের অগ্নিজ্বালা নির্বাপন থেকে মহামেঘ উত্থান পর্যন্ত কোটিশত চক্রবাল পরিপূরক সম্পত্তি কাল দ্বিতীয় অসংখ্য কল্প সংবর্ত বিবর্ত নামে অভিহিত। পূনর্বাসনের মহামেঘ উত্থানকাল থেকে চন্দ্র সূর্যের উদয় পর্যন্ত তৃতীয় সসংখ্য বিবর্ত কল্প বলা হয়। সূর্যের উৎপত্তিকাল হতে (৪২০) কল্প ধ্বংসের মহামেঘ উত্থান পর্যন্ত সময়কে চতুর্থ অসংখ্য কল্প। ইহাকে বলা হয় বিবর্তস্থায়ী। এই চার অসংখ্য মিলে এক মহাকল্প। এই প্রথমত অগ্নিদগ্ধে ধ্বংস এবং পুনর্গঠনকাল বলে জ্ঞাতব্য।

৫৬. যে সময়ে জলের দ্বারা কল্প ধ্বংস্রের ঘটনাবলি পূর্বে বর্ণিত মতে প্রথমতঃ কল্প ধ্বংসক মহামেঘ উত্থিত ইহাই বিশেষত্ব।

৫৭. এই পার্থক্য যা হোক, পূর্ব মতে সেখানে দ্বিতীয় সূর্যের উপস্থিতি হয়। কল্প বিনাশক মহামেঘ বৃষ্টির কারণে জলের সাথে খরস্রোতা সংমিশ্রণ হয়। প্রথমত: মৃদু বৃষ্টিপাত হয় অনুক্রমে মুষল ধারায় কোটিশত সহস্র চক্রবাল পূর্ণের বৃষ্টিপাত হয়। খারোদকের দ্বারা মিশ্রিত জল পৃথিবীর মাটি, পর্বত ইত্যাদি গলিয়ে যায়। জলের সমান তালে বাতাস ধারণ হয়। জল পৃথিবী থেকে উপরে দ্বিতীয় ধ্যান ভূমি অবধি অধিকার করে নেয়। তৃতীয় ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যখন জলের সাথে একাকার হয়ে গেল শুভ কির্নে (সুকীন্ন) ব্রহ্মলোকে গিয়ে আসল। তাতে অনুমাত্র বিদ্যমান থেকে গলিত হল। কিন্তু পরে হঠাৎ করে সমস্ত রূপীয় বস্তু অভিভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নিয়ে (পৃথিবী) থেকে আকাশ অবধি একীভূত হয়ে মহান্ধকারে নিমজ্জিত হয় বর্ণিত মতে। কেবল মাত্র আভস্বর (আভস্‌সর) ব্রহ্মলোক প্রথম স্থান অবশিষ্ট রইলো।

৫৮. এখানে কল্প ধ্বংসী মহামেঘ উত্থানের সময় হতে উদক উৎপত্তিকাল পর্যন্ত অসংখ্য কল্প। জলের উৎপত্তিকাল থেকে কল্প ধ্বংসের মহামেঘ উত্থান কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় অসংখ্য কল্প। মহামেঘ উৎপত্তিকাল হতে যে পর্যন্ত চার

অসংখ্য কল্পকাল মিলিতভাবে এক মহাকল্প হয়। এরূপে যেভাবে জলের দ্বারা ধ্বংস এবং পুনরুৎপত্তি জ্ঞাতব্য।

৫৯. বায়ু দ্বারা কিভাবে কল্প দ্বংস হয় তা পূর্বে বর্ণিত মতে প্রথমে মহামেঘ উত্থিত হয়ে কল্প ধ্বংস হয় (৩২)।

৬০. তন্মধ্যে বিশেষত্ব এই প্রথম কারণ দ্বিতীয় সূর্য বর্তমান সেখানে কল্প ধ্বংসের জন্য বায়ুর উৎপত্তি হয়। ইহা প্রথমত স্থুল ময়লা উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর সূক্ষ্ম ময়লা। তারপর আসে সূক্ষ্মধূলি, স্থুল ধুলি নুড়িপাথর, পাথর ইত্যাদি (৪৩১)। কুটাগার পাষাণ উৎফাটিত করে। দণ্ডায়মান মহাবৃক্ষ উপড়ে ফেলে। এসব পৃথিবী হতে আকাশে নির্গত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে না। সেখানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অভাবনীয় রূপ নেয়।

৬১. অতপর অনুক্রমে পৃথিবী থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে পৃথিবীতে ইহা আকাশে উড়তে থাকে। শত যোজন প্রমাণ পৃথিবী আকাশে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে দ্বি যোজন ত্রি যোন, চার যোজন, পাঁচ যোজনে বিরাজিত হয়ে বাতাসের বেঁগে ক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। চক্রবাল পর্বত সুমেরু পর্বতও বাতাসে উৎপক্ষিপ্ত হয়। এসব পরস্পর প্রত্যাহত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে চক্রবালের সাথে চক্রবাল, হিমালয়ের সাথে হিমালয়, সুমেরুর সাথে সুমেরু পরস্পর সমাঘাত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৬২. বায়ু প্রবাহ পৃথিবী হতে তৃতীয় ধ্যানভূমি অধিকার করে নেয়। তথা হতে তৃতীয় ব্রহ্মলোক বিনাশ করে বেহপ্ফল দেব ভূমে গিয়ে স্থিত হয়। পূর্ব বর্ণিত মতে সব ঘটে থাকে। শুরুতে উপরে সমস্ত আকাশ আয়তন এবং নিম্নে আকাশ ব্যাপী একীভূত হয়ে সহান্ধিকারে নিমজ্জিত হয় .... (৪১)। কিন্তু এখান থেকে সুভিকিনহ ব্রহ্মলোক সহ পৃথিবীর পুনরুৎপত্তির সূচনা হয়। এবং প্রাণিগণ বেহপপল ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে সুভকিনুহ ব্রহ্মলোক হতে শুরু করে প্রভৃতিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

৬৩. এখানে কল্প বিনাশক মহামেঘ উত্থিত কাল হতে বিনাশক বায়ু বিভাগ পর্যন্ত এক অসংখ্য কল্প। বায়ু বিভাগ হতে মহামেঘ উৎপত্তিকাল পর্যন্ত সময় দ্বিতীয় অসংখ্যকল্প। এই চার অসংখ্যকল্প মিলে এক মহাকল্প হয়। ইহাই বায়ু দ্বারা যেভাবে উৎপত্তির বিনাশ তা জ্ঞাতব্য।

৬৪. এভাবে পৃথিবী ধ্বংসের হেতু কি ? তিন প্রকার অকুশল মূল এ ধ্বংসের জন্য দায়ী। যখন এ তিন অকুশল মূলের মধ্যে একটি প্রকট হয়ে উঠে তখন পৃথিবী তদনুসারে ধ্বংস হয়। যখন রাগ প্রবল হয় তখন পৃথিবী আগুনে বিনাশ হয়। যখন দ্বেষ প্রকট হয়ে যেমন পৃথিবী জলের দ্বারা ধ্বংস হয়। কারও মতে দ্বেষ অতিপ্রকট হলে পৃথিবী জলে ধ্বংস হয়। যখন মোহ অতি প্রকট হয় তখন পৃথিবী বায়ু দ্বারা বিনাশ হয়।

৬৫. এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েও নিরন্তর সাতবারে আগুন ধ্বংস, অষ্টমে বারে জলে ধ্বংস, পুনরায় সাতবারে আগুনে, অষ্টমবারে জলে এবং এরূপে যখন সপ্তম,বারে জ্বলে ধ্বংস হয় প্রত্যেকটি অষ্টমবারে (৪২২) ইহা পুনরায় সাতবারে আগুনে ধ্বংস হয়। এভাবে ৬৩ কল্প অতিবাহিত হয়। এক্ষণে বায়ু অন্যায়ভাবে জলের অধিকারে ধ্বংসের কারণ ঘটায় এবং এ ধ্বংসে সুভকিনহ যেখানের আয়ু ৬৪ পূর্ণ কল্প তাও উপড়ে ফেলে ধ্বংস করে দেয়।

৬৬. পূর্ব নিবাসানুস্মৃতিকারী ভিক্ষু অনুস্মৃতি করতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্ব জীবন অনুস্মরণ করেন এবং এরূপে অনেক কল্প হ্রাস অনেক কল্প প্রসারণ অনেক কল্প সংকোচন প্রসারণ অনুস্মরণ করে। তা কিরূপে ? তা এরূপে আরম্ভ করে : তখন আমি ছিলাম ....

এখানে আমি তখন সে সংকোচন কল্পে সে জন্মে বা বংশে বা নিয়তি, বা চিত্তের অবস্থান বা প্রাণীর আবাস বা প্রাণীস্তরে ছিলাম।

৬৭. এরূপ নাম : (সপূর্ব নাম) যথা তিষ্য বা ফুস্‌স। এরূপ গোত্র যথা কচ্চান, অথবা বলা যায় কশ্যপ। তাঁর পূর্ব স্মৃতিতে তাঁর নিজের নাম, বংশ, বংশ নাম অতীত জন্মে। কিন্তু যদি তিনি সে সময়ের তাঁর অবয়ব বা তাঁর স্ত্রী ছিল কুশ্রী, সুশ্রী, সম্পন্ন, আনন্দ বা বেদনা বিরাজমান বা, তার অল্প আয়ু বা দীর্ঘায়ু তিনি তাও অনুকরণ করেন। সুতরাং তিনি বলেন আমার এরূপ অবয়ব এরূপে আমার জীবন আয়ু।

৬৮. এরূপ অবয়ব বলতে কুৎসিৎ বা সুন্দর অর্থ বোঝায়। এরূপ খাদ্য বলতে শালিধান্য (পোলাও) খানার খাদ্য, কল্প পরা ফল, খাদ্য হিসেবে। আমার এরূপ সুখ দুঃখ বেদনা ঃ দৈহিক এবং মানসিক উদ্বেগ ও আনন্দ, লৌকিক এবং লোকোত্তর শ্রেণিবদ্ধ ইত্যাদি। এরূপ আয়ু সংস্কার শতাব্দী কাল, অথবা ৮০,০০০ কল্পকাল আয়ু।

৬৯. অধিকন্তু, 'সেখানে আমি ছিলাম' বাক্যে কাউকে অনুসরণ করা বুঝায়- সে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে প্রতি নিবর্তন পুর্বক প্রত্যবেক্ষণ করেন। সেখান থেকে এখানে উৎপন্ন হয়েছেন। এরূপে অতীতের যত জন্ম ইচ্ছা তিনি স্মরণ করতে পারেন। এবং সেখান থেকে তিনি চ্যুত হয়ে বাক্যে সেখান অতিক্রম করে অর্থে পুনরায় সম্মুখের দিকে পুন স্মৃতি অনুস্মরণ বুঝায়। ফলত "আমি যে কোন স্থানে উৎপন্ন হই'- এ বাক্যে তিনি তাঁর পূর্ব স্থান হতে এখানে পুনরাগমন করেছেন, দ্বারা আমি এখানে উৎপন্ন হয়েছি বুঝায়, কিন্তু 'আমি সেখানেও' বাক্যের দ্বারা (৪২৩) বলা যায়, তার, নাম, বংশ, ইত্যাদি তাঁর এজন্মের পূর্বের জন্মে স্থানকে বুঝায়।' এবং সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছি বাক্যে ইতো পূর্বের স্থান থেকে এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এখানে ক্ষত্রিয়, ব্রাক্ষণকুলে জন্মেছি বুঝায়।

৭১. 'এরূপে' বলতে 'ইহাতে সংশ্লিষ্ট এবং বিবরণ' বুঝায়। এখানে বিবরণ বলতে সংশ্লিষ্ট নাম এবং গোত্রকে বুঝায়। সংশ্লিষ্ট বলতে উৎপত্তি ইত্যাদি বুঝায়। নাম এবং গোত্রের ক্ষেত্রের অর্থে দ্বারা একজন যে বংশে নির্দিষ্ট করণ করা যায় যেমন তিষ্য, কশ্যপ। সে করণে নাম পোত্র হল বিবরণ। অপর সব প্রত্যাশিত মাত্র। তিনি তাঁর পূর্ব বহু পূর্ব জন অনুস্মরণ করতে পারেন- ইহার সুস্পষ্ট।

পূর্বনির্বাস স্মৃতিজ্ঞান ব্যাখ্যা এখানে পরিসমাপ্ত।

[৫. দিব্যচক্ষু জ্ঞান- জীবের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান ঃ]

৭২. জীবের চ্যুতি- উৎপত্তি জ্ঞান সম্পর্কে বিশ্লেষণ এখানে মূল। 'তিনি তাঁর চিত্তকে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানে প্রবর্তিত করেন, নমিত করেন। তিনি তাঁর বিশুদ্ধিকৃত এবং লোকোত্তর দিব্য দৃষ্টিতে জীবের চ্যুতি এবং পুনরুৎপত্তি, হীনতর, উচ্চতর, সুশ্রী, কুশ্রী নিয়তিতে সুখী বা অসুখী, কর্মানুসারে তাদের খাদ্য, এসব জীব উন্নত, কায়-বাক্য মনে কুপরিচালিত, তথাগতের কুৎসা রচনাকারী, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি জনিত কর্মার্জনকারী, দেহ ত্যাগের পর লাভ হয়, মৃত্যুর পর, দুঃখময় স্থানে উৎপত্তি, অসুখী নিয়তি, পরলোকে সুখ বিনাশ, নরকস্থ হয়। কিন্তু পুণ্যবান সত্ত্বগণ- যারা কায় বাক্য, মনে সুসংযত, তথাগতের কুৎসা ঘটনা করে না সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন সম্যক দৃষ্টিতে অমিও কর্ম, অর্জিত হয়েছে তারা দেহ ত্যাগের পর, মৃত্যুর পর সুখময় নিয়তি লাভ করে স্বর্গ লাভ করে : এভাবে দিব্যচক্ষু যা পরিশুদ্ধ

লোকোত্তর তিনি জীবগণের চ্যুতি পুনরুৎপত্তি, হীন প্রণীত এর কর্মানুসারে সুশ্রী এবং কুশ্রী সম্পন্ন, নিবর্তিতে সুখী বা সুখী (D. i-82)।” এ স্থলে, এ চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞানে ঃ ‘চুত পপাত ঞানায ঞানায় (সন্ধিমুক্ত) এবং অর্থ হলো দ্বারা যে জ্ঞানের দ্বারা জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জানা যায়, দিব্যচক্ষু জ্ঞানের জন্য যার অর্থ হলো তিনি তার চিত্তকে প্রবর্তিত করেন তিনি নমিত করেন তিনি উভয়ই প্রবর্তিত করেন এবং নমিত করেন প্রাথমিক পরিকর্ম চিত্তে। তিনিই একমাত্র ভিক্ষু তিনি তাঁর চিত্তকে প্রবর্তিত করেন।

৭৩. কিন্তু দিব্যচক্ষু ইত্যাদির ক্ষেত্রে : ইহা দিব্যকারণ ইহার সামঞ্জস্য শুধু দেবলোকে বিদ্যমান। দেবতাদের একমাত্র থাকে দিব্যানুভূতি। ইহা কর্মের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং ইহা যা এক ইত্যাদি দ্বারা বাধাহীন এবং উপক্লেশ হতে বিমুক্ত বলে বহু দুরে অবস্থান করেও আলম্বন গ্রহণে সমর্থ। এবং এ চক্ষু প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ যা ভিক্ষুর বীর্য সাধনার ফলে উৎপত্তি সে শক্তির স্বরূপ বলে ‘দিব্য’। কারণ ইহা দিব্যানুরূপ। ইহা দিব যেহেতু দেবলোকে অবস্থান কারীদের শুধু প্রাপ্য। এবং ইহার ‘দিব্য’ আশ্রয় নিবাস। ইহা দিব্য যেহেতু ইহা আলোর বিচ্ছুরণে সমুজ্জ্বল। ইহা ‘দিব্য’ আশ্রয় নিবাস। ইহা দিব্য যেহেতু ইহা আলোর বিচ্ছুরণে সমুজ্জ্বল। ইহা ‘দিব্য’ কারণ ইহা অনেক দূরত্ব থেকে দৃশ্য বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, যার মাঝখানে দেয়াল ইত্যাদি থাক না কেন। বিজ্ঞান ব্যাকরণ দৃষ্টিতে সবকিছু জ্ঞাতব্য। দর্শন করা হয় বলে চক্ষু। চক্ষুর কার্য সম্পাদন করে বলে ইহা চক্ষু। ইহার দর্শন বিশুদ্ধিকৃত বলে বিশুদ্ধ। যেহেতু চ্যুতি উৎপত্তি দর্শনের কারণে।

৭৪. যে ব্যক্তি শুধু চ্যুতি দর্শন করেন পুনরুৎপত্তি দর্শন করেন তিনি উচ্ছেদ দৃষ্টি সম্পন্ন এবং যে ব্যক্তি শুধু পুনরুৎপত্তি দর্শন করেন চ্যুতি দর্শন করেন না তিনি নতুন সত্ত্বের উৎপত্তি দৃষ্টি সম্পন্ন। কিন্তু যেহেতু যে কেউ এই উভয় মিথ্যা দৃষ্টিকে পশ্চাতে ফেলে রাখেন তবে তার লক্ষ্য দৃষ্টি বিশুদ্ধির হেতু হয়। বুদ্ধপুত্রগণের দৃষ্টি এই উভয় দিকে। সেজন্যে উক্ত হয়েছে (৪২৪) ইহা বিশুদ্ধিকৃত যেহেতু ইহা চ্যুতি উৎপত্তির জনিত দৃষ্টি বিশুদ্ধির কারণ।

৭৫. মনুষ্য পরিবেশ অতিক্রমের দ্বারা রূপালম্বনে মাংস চক্ষু অতিক্রম করেছে বিকল্পে মাংস চক্ষু অতিক্রম করে বলে জ্ঞাতব্য। দিয়ে তিনি সত্ত্বাবলোকন করেন মানুষ চর্ম চক্ষু, দিয়ে দেখে দর্শন করেন সেরূপ।

৭৬. **চ্যুতি এবং উৎপত্তি :** তিনি চ্যুতিক্ষণে অথবা উৎপত্তিক্ষণে প্রকৃতপক্ষে দিব্য চক্ষুতে (অবলোকন জ্ঞান নেত্রে) করেন না। কিন্তু যারা মরণোম্মুখ, মরনাসন্ন যা 'চ্যুতি' উদ্যত এবং যারা পুনর্জন্ম চিত্ত (জবন চিত্ত) সম্পন্ন এবং সবেমাত্র উৎপত্তি ঘটছে যা পুনরুৎপত্তি অভিপ্রেত। এখানে যা প্রণিধান যোগ্য তা হলো তিনি তাদের চ্যুতি উৎপত্তি অবলোকন করেন।

৭৭. হীনতর মোহের ফল স্বরূপ বংশ সম্পদ ইত্যাদির কারণে অবজ্ঞা, ঘৃণা, উপেক্ষা অবহেলা ইত্যাদি করা হয়। প্রণীততর অমোহের সুফল স্বরূপ তার বিপরীত ফল হয়। সুশ্রী, অহিংসার সুফল স্বরূপ মনোরম, গ্রহণীয়, আনন্দ বর্ধন হয়। হিংসার কুফল স্বরূপ অমনোহর, অগ্রহণীয় এবং আনন্দহীন জনক হয়। ইহার অর্থ অনতিরূপ কিরূপ (কদাকার) ? সুগতি : সুন্দরভাবে গত বা ধনাঢ্য, মহাধনাঢ্য। অলোভের সকুল স্বরূপ। দুর্গতি : দুর্গতিতে গত। লোভ সম্পৃক্ততার কারণে বা দরিদ্র অল্প খাদ্য পানীয় স্বরূপ হয়।

৭৮. যথা কর্ম উপগমন : যে যে কর্ম সঞ্চিত আছে সে স্থানে সে গমন করে। তথা দিব্য চক্ষুর আদি কর্ম হলো 'চ্যুতি' শুরু করে প্রথমে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু 'যথাকর্মগমন' এই শেষোক্ত প্রজ্ঞার কর্মকুশল হলো কর্মানুগমন।

৭৯. সে অনুসারে যে প্রজ্ঞার উদয় হয় তা হলো এই ঃ এখানে ভিক্ষু তাঁর প্রজ্ঞা আলোক নিম্নে নরকের দিকে বর্দ্ধিত করেন। তাতে তিনি নরকে নিপতিত জীবগণের মহা দুঃখ দেখতে পান। এ দর্শন হলো দিব্যচক্ষুর কাজ। তিনি তাতে এভাবে মনোযোগ দেন। জীবগণ যে কষ্ট পাচ্ছে তা কোন কর্মের ফলে।' তারপর যেসব কর্ম সম্পাদনের ফলে এসব দুঃখ বিষয়ের উৎপত্তি তাতে প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেন এভাবে ঃ 'ইহা এ কর্মের জন্য। সে অনুসারে তিনি আলোকসম্পাত করেন কামাবচরে দিব্যলোকের দিকে এবং তিনি নন্দনবনের। দেবগণ, ফারুসক বনের দেবগণ ইত্যাদিতে যে সুখিত জীবন উপভোগ করছেন তা অবলোকন করেন। এ দর্শন ও দিব্য চক্ষুর কর্মক্রিয়া। এতে তিনি এভাবে মনোযোগ দেন, 'যে কর্মের সকৃতির ফল হিসেবে এসব জীবগণ এত সুখী জীন উপভোগ করছেন। এভাবে, কোন সুকর্মের দ্বারা এসব জীবগণ এ ফল অনুভব করছেন ?' তারপর তিনি তাঁর প্রজ্ঞা যে বিষয় হতে এফলের উৎপত্তি তাতে নিবদ্ধ করেন, 'ইহা এই কর্মের ফল।' ইহাই কর্মানুগমন প্রজ্ঞা নামে অভিহিত।

৮০. এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ কোন প্রাথমিক পরিকর্মের প্রয়োজন নেই। এবং ভবিষ্যৎ প্রজ্ঞাক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এজন্যে প্রয়োজন দিব্যচক্ষু জ্ঞান এবং তার সফলতা নির্ভর করে দিব্যচক্ষুর মধ্যে। (৪২৫)

৮১. **কায় দুশ্চরিত ইত্যাদি ঃ** দুষ্ট বা মন্দ চরিতই দুশ্চরিত। অথবা ক্লিষ্ট চরিত বলে (দুটঠং চরিতং)। কায় থেকে উৎপন্ন আচরণই কায় দুশ্চরিত। এরূপেই ইহা দুশ্চরিত। কাম থেকে উৎপন্ন বা দেহের কারণে উৎপন্ন চরিত বলে কায় দুশ্চরিত। এবং এভাবে দেহাচতিত চরিত। অনুরূপভাবে অপরাপর জ্ঞাতব্য। কু আচরণ সম্পন্ন চরিতই দুশ্চরিত।

৮২. **আর্যগণের কুৎসা রটনা :** আর্যগণের ক্ষতির উদ্দেশ্যে বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং শ্রাবকগণ এবং গৃহী স্রোতাপন্নগণের কুৎসা রটনায় দোষারোপ করে তাঁদের বিশেষ খ্যাতি অস্বীকার করে গালি গালাজ করে তিরস্কার করে ইহাই তার অর্থ। (Ud. 44. sutte 12)

৮৩. এখানে যখন তাঁরা বলেন তাঁদের ধ্যান নেই মোক্ষ নেই, মার্গ নেই, ফল নেই বলে তারা অপবাদ দিচ্ছে বলে জ্ঞাতব্য। তারা ধ্যান কি না জেনে উভয় কি না জেনে আর্যগণের অপবাদ দেয়। ইহা ভারযুক্ত অনন্তরীয় কর্মের সদৃশ, যা তাৎক্ষণিক ফল প্রদান করে। ইহা স্বর্গ এবং মার্গের অন্ত রায় কর কর্ম। কিন্তু ইহা প্রতিকারযোগ্য কর্ম।

৮৪. ইহাকে আরও সুবোধ্য করার জন্য নিচের কাহিনিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ একজন স্থবির এবং একজন যুব ভিক্ষু কোন এক গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করেন। প্রথম গৃহ থেকে তাঁরা এক চামচ করে উষ্ণ যাগু লাভ করেন। স্থবিরের পাকস্থলী বায়ুর কারণে ব্যথা করছিল। তিনি ভাবলেন, 'এ যাগু আমার জন্য ভালো। ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে ইহা পান করা আমার জন্য মঙ্গল। লোকজন তাঁকে দোরগোড়ায় একটি পিঁড়ি এনে দেয় আর তিনি তাতে বসে যাগু পান করে নেন। এতে অপরজনের ঘৃণা হল এবং কটাক্ষ করল। এ বৃদ্ধ লোকটি তাঁর ক্ষুধাকে প্রাধান্য দেবেন লজ্জাকর বিষয় সম্পন্ন করলেন। স্থবির ভিক্ষান্ন সংগ্রহ সমাপ্তি করে বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ফিরে এসে যুবক ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন বন্ধু, এ শাসনে তোমার দৃঢ় অবস্থান কি ? "হাঁ পূজ্য ভন্তে, 'আমি স্রোতাপন্ন'। তাহলে বন্ধু, তোমার চেয়ে উচ্চ মার্গারুঢ, যার তৃষ্ণাসয় হয়েছে তাঁকে

তুমি গালি দিয়েছ। যুব ভিক্ষু স্থবিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। তাতে করে তিনি তাঁর পূর্বাবস্থানের সংরক্ষণ করেন।

৮৫. সে কারণে কেউ কোন আর্যকে তিরস্কার করলে তিনি সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে এমনকি তিনি জ্যেষ্ঠ হলেও (৪২৬) তিনি তার নিকট গিয়ে উপবিষ্ট হয়ে এভাবে ক্ষমা চাইবেন, "ভন্তে, আমি আপনাকে এভাবে এরূপ উক্তি করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" যদি তিনি কনিষ্ঠ হন, তিনি তাকে শ্রদ্ধা জানাবেন উপবেশন করে, দুহাতে তার হাত ধরে ক্ষমা চাইবেন ঃ 'আমি তোমাকে এরূপ বলেছি, পূজ্যভন্তে আমাকে ক্ষমা করুন।' যদি অপরজন উঠে চলে যায়, তিনি তাঁর নিকট গিয়ে অথবা সদ্ধিবাহারিক সংবাদ দাতার মাধ্যমে জানাবেন।

৮৬. যদি তিনি গমন না করেন ফিরে কাউকে না পাঠান তবে তিনি যে বিহারে বাস করেন তার সে বিহারে যাওয়া উচিত। এবং নীচে উৎকুণ্ঠিতভাবে উপবিষ্ট হয়ে যদি তারা কনিষ্ঠ হন অথবা পূর্ব বর্ণিত মতে যদি তাঁরা জ্যেষ্ঠ হন এ বলে তিনি ক্ষমা চাইবেন 'ভন্তে আমি শ্রদ্ধেয় অমুক নামের ভন্তেকে আমি এরূপ এরূপ বলছি, তিনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তাঁর উপস্থিতিতে ক্ষমা চাইতে না পারলে তিনি এরূপে ক্ষমা চাইবেন।

৮৭. যদি সে ভিক্ষু একাচারী পরিব্রাজক হয়ে থাকেন কোথায় তিনি থাকেন। আবিষ্কার করা সম্ভব নয় অথবা কোথায় গেছেন জানা যায় না তিনি একজন প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর কাছে গিয়ে বলবেন, 'ভন্তে আমি অমুক ভন্তেকে এরূপ এরূপ বলেছি আমি যখন স্মরণ করি তখন আমি অনুতপ্ত হই। আমি কি করি?" তিনি তাকে বলবেন, "এ ব্যাপারে আর ভাববেন না, স্থবির আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার মনকে শান্ত করুন। অতঃপর তিনি আর শ্রাবক নির্দেশ মতে জোড় হাত প্রসারিত করে বলবেন, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

৮৮. যদি আর্যশ্রাবক নির্বাণ লাভ করে থাকেন তবে তিনি যে শয্যায় নির্বাণ লাভ করেছেন সে শয্যার পাশে গিয়ে এমনকি শ্মশান স্থানে গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন। যখন এরূপ কর্তব্য সম্পাদন হবে স্বর্গে কিংবা মার্গে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। তিনি তাতে পূর্ববৎ হয়ে যান।

৮৯. **তাঁদের মিথ্যা দৃষ্টি** : বিপরীত দর্শনই মিথ্যাদৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টি বশতঃ কৃতকর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির মাধ্যমে যে সমস্ত কর্ম যারা সম্পাদন করে তারাই

মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন। এবং অপরকে দৈহিকভাবে মিথ্যাদৃষ্টি কর্মে প্ররোচিত করে তাঁরা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন। যার মূলে মিথ্যাদৃষ্টি বীজ নিহিত। বাক্যজনিত দুরাচার প্রসঙ্গে উক্ত এবং এখানে আর্যজনকে দুর্ব্যবহার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও জ্ঞাতব্য। তথাপি ঐ দুটো মহা নিন্দাসূচক বাক্যকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি হল।

৯০. আর্যগণকে ভর্ৎসনা করা মহা নিন্দাজনক কাজ। কারণ এ ধরণের কর্ম সম্পাদনে তাৎক্ষণিক ফল প্রদান করে। উক্ত হয়েছে : "সারিপুত্র একজন শীলবান ভিক্ষু, সমাধিপরায়ণ এবং প্রাপ্ত এ মুহূর্তেই অন্তিমজ্ঞান লাভ করতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি বলি "যদি তিনি এ সময়ে এ ধরণের বাক্য, এরূপ ভাবনা এবং এ ধরনের দৃষ্টি উচ্চারণ পরিহার করতে না পারেন, যদি তিনি চালিয়ে যান তবে নিশ্চিত তিনি নিজেই অধিক নিন্দা আর কি থাকতে পারে ! তদনুসারে বলা হয়েছে "ভিক্ষুগণ আমি মিথ্যাদৃষ্টির চেয়ে নিন্দাজনক আর কিছুই দেখি না।" (অ র-৩৩)

৯১. কায়ভেদ (দেহান্তে) : স্কন্ধ সমূহের (সংলগ্নতার অভাবে) ত্যাগের ফলে, মরণের পর মৃত্যুর পর স্কন্ধ সমূহের সংলগ্নে আসা অথবা অন্যথায় দেহান্তে (দেহ ত্যাগের পর) জীবিতেন্দ্রিয়ের বাধা প্রাপ্তি এবং মৃত্যুর পর হলো- জবন (জীবন) চিত্তের পরে।

৯২. নিরয় অপায় এর অপর সব নিরয়ের প্রতিশব্দ। নরককে অপায় বলে। অপায়-পদচ্যুত করার কারণ (অয়) আর তা হলে শূন্য। আবার পুণ্য হলো স্বর্গ মোক্ষ লাভের হেতু অথবা অনুপস্থিতি, গতি, কলুষিত গতি, দুর্গতি। যারা দুঃখিত পৃথকীকৃত এ সাথে নিপতিত হয়। তাদের সব গণনায় নেই এবং ইহা নিরয়।

৯৩. অথবা বিকল্পে তিরচ্ছান যোনির অন্তর্গত জীবগণ অপায় ভূমির অন্তর্ভূক্ত। চতুষ্পদ জন্তরা অপায়ভুক্ত। যেহেতু তারা সুগতি হতে বঞ্চিত। কিন্তু ইহা দুর্গতিময়। কারণ নাগরাজগণের এখানে অবস্থিতি আছে। তারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। প্রেতভূমি দু:খময় গতি বলে উক্ত। উভয় দু:খ অপায় এবং দুর্গতি বলে খ্যাত। যেহেতু ইহাদের দুঃখময় গতি। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ বিনাশ নয়, কারণ ইহা অসুর দৈত্যের মতো বিনাশ প্রাপ্ত অবস্থা নয়। অসূর দৈত্য বংশ পরলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংসার্থে উক্ত হয়। পূর্ব বর্ণিত মতে অপায় এবং দু:খময় গতি উভয় এবং ইহাকে বলা হয় "ধ্বংস" সব

রকম সহায়তা হতে বঞ্চিত। 'অবিচি' ইত্যাদি নরকের বিবিধ ধরন। 'নরক' পাবেই ইহা নির্দেশিত হয়েছে।

উৎপত্তি : **গমন করেছে অর্থে** : পুনর্জন্ম হয়েছে এমন অভিপ্রায়।

৯৪. বিপরীতক্রমে এর উজ্জ্বলতর দিকটি জ্ঞাতব্য। পার্থক্য কিন্তু এখানে গমন বর্তমান। সুখময় গতি বলতে মানবীয় গতিকে বোঝায়। দিব্যগতি শুধু স্বর্গীয় সংযুক্তির দ্বারা উল্লেখ্য। এখানে সুন্দর শক্তিই সগতি। ইহা উচ্চতর (সাগু অগেগা)। এসব বস্তুর মধ্যে দৃশ্যমান ক্ষেত্র ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট এভাবেই ইহা স্বর্গীয় (সগগ)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পৃথক পৃথক করা (লুজ্জন-পণ্ডুজ্জন) অর্থে সমস্তই লোক। ইহাই শব্দার্থ।

দিব্যচক্ষু : ইহা সংক্ষিপ্তকরণ বাক্যাংশ 'সংক্ষেপ ইহার অর্থ হলো ; সুতরাং তিনি দিব্য চক্ষুতে তিনি প্রত্যক্ষ করেন।

৯৫. অধুনা আদিকর্মিক কোন কুলপুত্র হলে এবং এভাবে দর্শন করতে চাইলে তার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, কৃৎস্ন আলম্বনই হল অভিজ্ঞান লাভের মূলভিত্তি। এবং সবদিক দিয়ে সম্ভাব্য সহায়ক। তন্মধ্যে তিনটি কৃৎস্নের মধ্যে যা বলা যায় তেজ কৃৎস্ন শ্বেত কৃৎস্ন (৪২৮) অথবা আলোক কৃৎস্ন হলো দিব্যচক্ষু জ্ঞানের নিকটতম প্রতিবেশে আনা উচিত। তাঁকে এই আশ্রয় উপচার ধ্যান করা উচিত। এবং কৃৎস্ন না বাড়িয়ে থাকা দরকার। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এখানে অর্পণা উৎপন্ন না করা উচিত। যদি তিনি অর্পণা বাড়ান তবে কৃৎস্ন মূল ধ্যানের সহায়ক হয়ে যাবে, অভিজ্ঞার প্রাথমিক পরিকর্মের জন্য নয়। আলোক কৃৎস্ন এই তিনের মধ্যে উত্তম কৃৎস্ন । সুতরাং উহার সাহায্যে অথবা অপর যেকোন একটির উপর উপরের কৃৎস্ন বর্ণনানুসারে কাজ করা আরম্ভ করা দরকার। এবং তা উপচার ধ্যানে এসে স্থিত থাকা দরকার। তারপর বৃদ্ধি। এবং তারপর কি উপায়ে বৃদ্ধি করা দরকার তা বর্ণিত উপায় অবলম্বন করা উচিত। যেখান থেকে কৃৎস্ন বৃদ্ধি শুরু শুধু সেখান থেকে ক্ষেত্র দর্শন উচিত।

৯৬. সুতরাং দর্শনযোগ্য যখন তিনি দেখতে থাকবেন, ফের প্রাথমিক পরিকর্ম ঘুরে যায়। তার ফলে আলোক অপসৃত হয়। ইহার অপয়মানে তিনি দর্শনীয় বস্তু যার দেখেন না (M-iii-158)। অতপর তিনি পুন:পুন: মূল ধারণ লাভে তৎপর হবেন। তিনি আলোতে নিমজ্জিত এবং ব্যপ্ত হবেন। এভাবে ক্রমে আলোক সংকোচিত হয়ে যাবে যে পর্যন্ত "আলো হোক" না

বলা পর্যন্ত। এমনকি তিনি যদি সমস্ত দিন বাস প্রত্যক্ষ করেন দর্শনীয় বস্তু দেখতে পান।

৯৭. **এখানে একটি কাহিনি আছে :** একটি লোক মশাল নিয়ে রাতে পথ অতিক্রমে বের হল। কিছুদূর গিয়ে তিনি দর্শনীয় বস্তু দেখতে পাচ্ছেন না। আলোক্রমে স্তিমিত হয়ে আসল। কারণ প্রাথমিকভাবে প্রজ্বলিত আলো ক্ষীণ হয়ে গেল। মশালে ঘষা দিলে পরআলে আবার প্রজ্বলিত। হয় পথিক সব দেখতে পায় এবং পথ চলে। এভাবে মশালের পুনরাবৃত্তি করে আলো লাভ করে। এর ফলে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আলো পায়। এভাবে মুমূর্ষু থেকে সমুজ্জ্বল পুন:পুন: করার ফলে ক্রমে সূর্যোদয় ঘটে। যখন সূর্য উদিত হয়, তিনি মনে করেন, এখন আর মশালের প্রয়োজন নেই' এবং ইহা দূরে ছুড়ে দিয়ে চলে যায়।

৯৮. সুতরাং কৃৎস্নালোক প্রাথমিক পরিকর্মের সময় মশালের মতো কাজ করেছে। যখন প্রাথমিক পরিকর্মের পরে আলো অদৃশ্য হয়, মানুষটির যা দৃশ্যমান ছিল তা সমতল অসমতল না দেখে মশালের ঘষায় আলো প্রজ্জ্বলনের মতো দেখতে পায়। মশালের মতো ঘষা পুনরাবৃত্তি করে তিনি আলো লাভ করেন। পূর্বাপেক্ষা মশালের অধিকতর আলো প্রজ্বলনের মতো তাঁর আলো লাভের জন্য প্রাথমিক পরিকর্মের পুনরাবৃত্তি অধিক শক্তিশালী। এ শক্তিশালী আলো সূর্য উঠার যা দৃশ্যমান তিনি এমনকি সারাদিন ধরে দেখতে থাকেন। পরে তিনি পথিকের ক্ষুদ্র মশাল হাত হতে ছুড়ে ফেলে দেয়ার মতো সীমিত আলো ত্যাগ করে শক্তিশালী দিনের আলোতে গমন করেন।

৯৯. সুতরাং যখন দর্শনীয় আলম্বন আলোক সম্পাতের মধ্যে থাকে না মাংস চক্ষু ভিক্ষুর আলোক সম্পাতে প্রজ্ঞা চক্ষুতে আসে। যা হলো : দর্শনীয় আলম্বন যা তাঁর পাকস্থলীর ভিতর, হৃদয়ের অন্তর্গত, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দেওয়ালের পেছনে, পর্বত এবং আবদ্ধ স্থানে অথবা অপর লোকের (৪২৯), মাংস চক্ষুতে দেখার মতো দৃষ্ট হয়। তখন তাঁর জ্ঞাতব্য যে, 'তাঁর মধ্যে দিব্য চক্ষুর উদয় হয়েছে। এবং তা সম্ভব কেবল এখানে দর্শনীয় আলম্বন করার সুফল, প্রাথমিক চিত্ত নয়।

১০০. কিন্তু ইহা পৃথগজনের জন্য বিঘ্ন স্বরূপ। কেন ? কারণ যখন যেখানে তিনি অধিষ্ঠান করেন, "আলোক হোক" বলে তখন পৃথিবী সমুদ্র এবং পর্বত

একাকার হয়ে আলোকময় হয়ে যায়। তখন যখন তিনি ভয়াকুল আকৃতির যক্ষাদির রূপ দর্শনে তার মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। তার ফলে তার চিত্ত বিক্ষেপ উৎপন্ন হয় বলে ধ্যানের বিঘ্ন ঘটায়। তাই রূপ প্রদর্শনে অপ্রমত্ত ভাব উৎপন্ন করা উচিত।

১০১. **দিব্যচক্ষু উৎপন্ন ক্রম :** দর্শনীয় আলম্বনকে মনোদ্বারে আলম্বনে রূপান্তরিত করে উৎপত্তি নিরুদ্ধ সমর চার বা পাঁচ জবন (জন্ম) চিত্ত উৎপন্ন হয় পূর্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে। এখন পূর্বাহ্নে সবিতর্ক সবিচার কামাবচার চিত্ত হয়। নিয়মানুসারে। পর্যবসানে অর্থ সাধক চিত্ত চতুর্থ ধ্যান চিত্ত রূপাবচর হয়। সে সহজাত জ্ঞান সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি দিব্যচক্ষু নামে অভিহিত।

চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান বিশ্লেষণ এখানে পরিসমাপ্তি।

১০২. প্রকীর্ণ কথা ঃ

আরম্মণত্তিকা বুত্তা যে চত্তারো মহেসিনা,
সত্তন্নপি ঞানানং পবত্তিং তেসু দীপয়ে।

– সহায়ক, অভিজ্ঞতা পঞ্চস্কন্ধবিদু,
ভাষিত পঞ্চ অভিজ্ঞান কথা নিধু।
যবে তারা জ্ঞাত হবে বক্তব্য বচন,
এসবেরে জান সবে নিছক সাধারণ।

১০৩. এসবের মধ্যে দিব্য চক্ষুকে বলা হয় চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান চূতি উৎপত্তি, দুটি প্রয়োজনীয় জ্ঞান। যা কর্ম বশে ভবিষ্যৎ জ্ঞান এবং যথাকর্মানুগ জ্ঞান। এ দুটি পরিবন্ধ জ্ঞান। এরূপে দুই ঋদ্ধিবিদ্যা এবং পাঁচ অভিজ্ঞান একত্রে এখানে প্রদত্ত।

১০৪. আলম্বনের শ্রেণিভাগ বিভ্রান্তি দূর করনার্থে বলা হয়েছে :

চার আলম্বনে ত্রিক বলেন মহর্ষি,
তার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য দর্শি,
কিবা করে সপ্তবিধ ভিন্নতর হয়,
অভিজ্ঞান উদয়েতে ভূমিকাতে রয়।

১০৫. **এখানে সেসবের ব্যাখ্যা :** মহর্ষি চার প্রকার আলম্বন কি বলে উক্তি করেছেন। সে চারটি কি কি ? সীমিত আলম্বন ত্রিক মার্গালম্বন ত্রিক অতীতালম্বন ত্রিক এবং অন্তরালম্বন

১০৬. ১. এখানে ঋদ্ধিবিদ্যার জ্ঞান সাত প্রকার আলম্বনের প্রবর্তনের মাধ্যমে ঋদ্ধিবিদ্যা জ্ঞান। তন্মধ্যে একটি সীমিত বা সহজাত, একটি অতীত, একটি ভবিষ্যৎ বা বর্তমান এবং একটি অন্তরস্থিত বা বহিস্থালম্বন। কিরূপে?

দেহকে মনের ওপর নির্ভর করে যখন তিনি অদৃশ্য কায়ে গমন করতে চান, এবং মনানুসারে দেহ রূপান্তর করেন এবং তিনি ইহা সজ্জিত করেন, আরোহণ করেন, মদ্গত চিত্তের উপর। তারপর ইহা নিয়ে কাষ্ঠ চাতুর্যের মাধ্যমে 'আলম্বন হোক' বলে। কর্ম কারই হল সঠিক আলম্বন। ইহার সীমিত (পরিত) আলম্বন আছে। কারণ ইহার আলম্বন রূপকায়। যখন তিনি দৃশ্যমান কায়ে গমন করতে চান, মন দেহের উপর নির্ভর করে এবং মনকে দেহানুরূপ রূপান্তর করেন। এবং তিনি রূপকায় সজ্জিত করেন তাতে আরোহণ করেন। তারপর ইহা নিয়ে ঐ কর্ম কারকই হল সঠিক আলম্বন। মদগত চিত্ত বলে ইহার আলম্বন ও মদ্গত হয়।

১০৭. কিন্তু যখন সে একই চিত্ত যা অতীত হয়েছে নিরুদ্ধ হয়েছে তা আলম্বন করে। সুতরাং ইহার অতীতালম্বন থাকে। যারা ভবিষ্যতের অধিষ্ঠান করেন তাঁদের অনাগতালম্বন হয়। যেমন মহাকশ্যপর স্থবিরের ক্ষেত্রে বুদ্ধধাতু মহানিধান এবং অপরাপর ক্ষেত্রে অনাগতালম্বন করা হয়েছিল। যখন স্থবির মহাকাশ্যপ বুদ্ধ ধাতুর মহানিধানে ব্যাহত তখন তিনি এভাবে অধিষ্ঠান করেছিলেন, " ভবিষ্যতে ২১৮ বৎসর পরে এ সগন্ধ দ্রব্য শুষ্ক না হোক, অথবা এ পুষ্পরাজি মলিন না হোক বা এ প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকুক"- এসবই সংঘটিত হয়েছিল। যখন স্থবির অশ্বগুত্ত যখন দেখলেন যে ভিক্ষু সংঘ বত্তনীয় শয়নাসন শালায় শুষ্কান্ন ভোজনে রত ছিলেন তা দেখে তিনি অধিষ্ঠান করেন এ ডোবার জল প্রত্যেক দিন আহারের পূর্বে দইয়ের ননীতে পরিণত হোক।" এবং যখন আহারের পূর্বে এ জল গ্রহণ করা হত তা দইয়ের ননীতে পরিণত হত। কিন্তু আহারের পর নেওয়া হলে তা স্বাভাবিক জল থাকত।

১০৮. কায়কে চিত্ত সংমিশ্রিত করে অদৃশ্যাকারে কায়ে গমনের সময় প্রতুৎপর আলম্বন হয়ে থাকে।

কায় অনুসারে চিত্ত রূপান্তরের সময় অথবা মন অনুসারে দেহ রূপান্তর এবং নিজের আকৃতি সৃষ্টিতে কায় ইত্যাদিতে অন্তরালম্বন হয়ে থাকে।

কারণ ইহাতে তার নিজের দেহ তৈরি হয় এবং মন হল আলম্বন। কিন্তু হস্তী অশ্ব, ইত্যাদি দর্শনের সময় বাহ্যিকভাবে ইহার বহিরালম্বন হয়ে থাকে। ইহাই প্রথমত: সাত প্রকার আলম্বনের মাধ্যমে কিভাবে ঋদ্ধিবিদ্যা জ্ঞান দর্শন উৎপন্ন তা জ্ঞাতব্য।

১০৯. ২. **দিব্য স্রোতধাতু জ্ঞান :** চার প্রকার আলম্বনের ভিত্তিতে দিব্য স্রোতধাতু জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথা সীমিত এবং বর্তমান এবং অন্তরালম্বন বা বহিরালম্ব বিদ্যমানে। তা কিরূপে ? যেহেতু উহা শব্দ সৃষ্টি করে বলে শব্দালম্বন, যেহেতু শব্দ সৃষ্টি বলে ইহা সীমিতালম্বন (Vbh. 74)। কিন্তু যেহেতু ইহাতে স্থিত শব্দ সংঘটিত করে। ইহার আলম্বন শব্দ। ইহাতে বর্তমানালম্বন বিদ্যমান থাকে। নিজের পাকস্থলী হতে শব্দ শোনার সময় ইহার আলম্বন হয় অন্তরালম্বন। অপরের শব্দ শোনার সময় ইহার আলম্বন হয় বহিরাপৃথক। (৪৩১) চার আলম্ব সংমিশ্রিতের মাধ্যমে কিভাবে দিব্য স্রোতধাতু জ্ঞান জ্ঞাতব্য ইহা তার বিবরণ।

১১০. ৩. **চিত্ত পর্য্যায় জ্ঞান :** আট প্রকার আলম্বনের ভিত্তিতে চিত্ত পর্যায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথা : সীমিত, মহদগত বা অপ্রমেয় আলম্বন, মার্গালম্বন বশে এবং অতীত অনাগত বা প্রত্যুৎপন্ন আলম্বন এবং বহিরালম্বন বিদ্যমানে তা কিরূপে ? তন্মধ্যে অপরের কামাবচর চিত্ত জানার সময়, সীমিতালম্বন হয়ে থাকে। রূপাবচর এবং অরূপাবচর চিত্ত মদগত চিত্ত জানার সময়। আর মার্গফল জানার সময় অপ্রমেয় আলম্বন হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে একজন পৃথগজন ব্যক্তি একজন স্রোতাপন্নের চিত্ত, একজন স্রোতাপন্ন ব্যক্তি একজন সকৃদাগামী ব্যক্তির চিত্ত এবং উর্দ্ধে অর্হতের চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন না। কিন্তু একজন অর্হৎ সবার চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন। এবং প্রত্যেকটি উর্দ্ধস্তরের ব্যক্তি নিম্নস্তরের ব্যক্তির চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন। এবং প্রত্যেকটি উর্দ্ধস্তরের ব্যক্তি নিম্নস্তরের ব্যক্তির চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন। এই পার্থক্য জ্ঞাতব্য। যখন (সাধকের) মার্গচিত্তের সময় তাঁর মার্গ আলম্বন হয়ে থাকে। কিন্তু যখন কেউ অপরের বিগত সাত দিনের চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন অথবা অনাগত সাত দিনের চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন তবে তাঁর যথাক্রমে আলম্বন এবং অনাগতালম্বন হয়ে থাকে।

১১১. **বর্তমান আলম্বন কিরূপে লাভ হয় ?** 'বর্তমান (পচ্চুপন্ন) তিন প্রকার। যথা- ক্ষণ বর্তমান (প্রত্যুৎপন্ন), সন্ততি বর্তমান, অর্ধ বর্তমান। এখানে উৎপত্তি স্থিতি ভঙ্গ বশে বর্তমান অবস্থিতি। বর্তমান সন্ততিতে এক বা দুই প্রস্ত সন্ততি সংশ্লিষ্ট।

১১২. এখানে কোন ব্যক্তি অন্ধকারে থাকার পর উজ্জ্বল আলোতে গমন সদৃশ। প্রথমে কোন আলম্বন তার কাছে স্পষ্ট হয় না। ইহা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এক বা দুই প্রস্ত সন্ততি ইতোমধ্যে (অতিক্রম) জ্ঞাতব্য। উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত গমনের পর যখন তিনি অন্তরস্থ ঘনিষ্ট স্থানে গমন করেন। একটি দর্শনীয় আলম্বন তাঁর নিকট তার পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে প্রচ্ছন্ন হবে না। এক বা দুই প্রস্ত সন্ততি এক্ষেত্রে বিধিতব্য। যখন তিনি কোন এক দূরত্বে দাঁড়িয়ে যদিও তিনি ধোপীর হস্ত চালনাক্ষণ এবং পরিবর্তন এবং ঘন্টা বাদকের হস্তচালক (ক্ষণ) ঘণ্টা, ঢোল ইত্যাদি পেটার শব্দ যদিও তিনি প্রথমে শুনেন না (অধ্যায় Xiv. 22) একটি বা দুইটি প্রস্তবক সন্ততি এ মুহূর্তে শুনে থাকেন। এই যে প্রথমত এটি মধ্যম ভানকদের অনুসারে।

১১৩. সংযুক্ত ভানকদের মতে, সন্ততি দুই প্রকার। যথা- রূপীয় সন্ততি এবং অরূপ সন্ততি। রূপ সন্ততি স্থায়ী হয় সে পর্যন্ত যেমন কোন ব্যক্তি জল ব্যবহার করতে নদীতে নামল। সে ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘোলাজল থেকে তীরে জল রেখা স্পর্শ স্থানের দূরত্ব পর্যন্ত, দীর্ঘপথ অতিক্রান্তে আগত পথিকের গায়ের উষ্ণতা শীতল না হওয়া পর্যন্ত, উষ্ণতা থেকে আগতের গর্তে প্রবিষ্ট হয়ে অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত গর্তের ভেতর কর্মস্থান গ্রহণ করে দিনের আলো এবং বায়ু পানের জন্য দরজা উন্মোচন করে দৃশ্যমান চোখের মতো চঞ্চল ভাব দূর হয় না। ইহাকে রূপ সন্তুতি বলে। অরূপ সন্ততিতে দুই বা তিন প্রস্ত সন্ততি (জবন) হয়ে থাকে। এই উভয়কে বর্তমান (প্রত্যুৎপন্ন) সন্ততি বলা হয়। (৪৩২)

১১৪. যার অবস্থিতি একই ভবের দ্বারা চিহ্নিত তা অর্ধ প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) নামে অভিহিত। ভদ্দেকর সূত্রের আলোকে উক্ত হয়েছে : "আয়ুস্মানগণ, মণ এবং মনালম্বন (ধম্ম) উভয় উৎপন্ন (বর্তমান)। তৃষ্ণার দ্বারা চিত্তবিদ্ধ এবং প্রত্যুৎপন্নের জন্য লাভ লোভ। কারণ তৃষ্ণায় দ্বারা চিত্ত আবদ্ধ এবং তাতে

লোভ অনেক দেয়। যখন তিনি আনন্দানুভব করেন তখন তিনি প্রত্যুৎপন্ন অবস্থানে পরাস্ত হন। (M iii-197)

এবং অত্র সন্ততি বর্তমান অর্থকথানুসারে পক্ষান্তরে অর্ধ বর্তমান সুত্তানুসারে বিবৃত।

১১৫. অত্র কেউ কেউ বলেন যে, চিত্ত ক্ষণবর্তমান চিত্ত পর্যায় জ্ঞানের আলম্বন। এতে তারা কি কারণ প্রদর্শন করেছেন ? ইহা ঋদ্ধিবিদ্যা অর্জনকারীর সে চিত্ত এবং অন্যাদের ক্ষেত্রে এক ক্ষণের মধ্যে উদয় হয়। এসবের উদাহরণ হলো : একমুষ্টি ফুল আকাশে ছোড়া হলে একটি ফুলের বোঁটা অপর বোঁটার আঘাত হানতে পারে। অনুরূপভাবে 'আমি অপরের চিত্ত জানব'- বলে যখন চিন্তা করে একজন লোকের মন অনেক পক্ষে আবর্জন করে। তারপর একজনের মন সত্তাব অপর জনের

১১৬. মনের মধ্যে প্রবেশ করে। তা উৎপত্তিক্রমে অথবা প্রত্যুৎপন্ন ক্ষণে অথবা ভঙ্গক্ষণে ঘটে থাকে। এসব অর্থকথায় ভ্রান্ত বলে প্রত্যাহার করা হয়েছে। কারণ কেউ শত বৎসর বা হাজার বছর আবর্জন করলে দুটি চিত্তের সম উপস্থিতি কখনও হতে পারে না। যাকে বলা হয়, যার ভিত্তিতে তিনি আবর্জন করেন তার সাহায্যে তিনি জানেন, এবং আলম্বনের একাধিক্য বশত ক্রটি অনুসৃত হয়, যদি (একই আলম্বন) প্রত্যুৎপন্ন আবর্জন এবং জবন জোর দেওয়া না হয়। এখানে যা জ্ঞাতব্য তা হলো- সন্ততি দ্বারা আলম্বন বর্তমান (প্রত্যুৎপন্ন) এবং সন্ততি বর্তমান।

১১৭. এখানে যা বর্তমান জবন চিত্ত বীথি হতে অতীত অনাগত বশে দুইটি জবন (জন্ম) পরিণামকালে পরের চিত্ত হয়। তৎসমুদয় ও সন্ততি প্রতুৎপন্ন (বর্তমান) নামে অভিহিত।

১১৮. অর্ধ প্রত্যুৎপন্ন অধিকন্তু জবাব রুদ্ধ বলে ব্যাখাত ইহা সংযুক্ত অর্থকথায় বর্ণিত। তা যথার্থই বলা হয়েছে। এখানে তার বিশ্লেষণ ঋদ্ধিবিদ্যা অধিগত ব্যক্তি যিনি অপরের মনাবর্জন জানতে চান, তিনি তাঁর আকর্ষণ চিত্ত অপরের আর্জনমান বর্তমান ক্ষণের অনুরূপ করেন এবং তার সাথেই নিরুদ্ধ হয়। অতঃপর চার বা পাঁচ জবন চিত্ত (জন্ম) উদয় হয়। যার ফলে শেষ ঋদ্ধিবিদ্যা চিত্ত হয়। অবশিষ্ট বত্তমাবচর চিত্ত। অপরের সে চিত্তে যা নিরুদ্ধ হয়েছে সেগুলো এসবের আলম্বন এবং এজন্যে তাদের কোন ভিন্ন

আলম্বন থাকে না “অর্ধ বর্তমানই” থাকে। যখন তাদের একই আলম্বন
যাকে তখন একমাত্র ঋদ্ধিবিদ্যা চিত্ত। প্রকৃতপক্ষে উহাই অপরের চিত্ত
১১৯. জ্ঞাত হয়, অপর নয়। যেমন চক্ষু দ্বারে চক্ষু বিজ্ঞানই দৃশ্যমান বস্তু দেখতে
পায় অন্য কিছু পারে না। সে কারণে বর্তমান সন্ততিতে ইহা বর্তমান
আলম্বন এবং যা অর্ধবর্তমান হয়। (৪৩৩) অথবা যেহেতু যা বর্তমান সন্ত
তি তা অর্ধ বর্তমানে নিপতিত হয়। সুতরাং ইহা জ্ঞাত করা যেতে পারে
যে, যা অর্ধ বর্তমান তা সহজাত বর্তমান আলম্বন থাকে। ইহার একটি
বহিরালম্বন আছে কারণ ইহার আলম্বন হিসেবে আছে অপরের মন। আট
প্রকার আলম্বনের ভিত্তিতে কিভাবে চিত্ত পর্যায় জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা
জ্ঞাতব্য।

১২০. ৪. **পূর্বনিবাস জ্ঞান :** আট প্রকার আলম্বনের ভিত্তিতে পূর্ব নিবাস জ্ঞান
উৎপন্ন হয়। যথা বলা হয়েছে ঃ সীমিত, মদগত অথবা অপ্রমান আলম্বন,
মার্গ বশে আলম্বন এক অতীত আলম্বন এবং এক অন্ত-বহি অথবা অবিধান
(শ্রেণি করণহীন) আলম্বন। কিরূপে ?
কামাবচর স্কন্ধ অনুস্মরণের সময় ইহার সীমিতালম্বন হয়। রূপাবচর স্কন্ধ
অনুস্মরণ কালে অথবা অরূপাবচর স্কন্ধ অনুস্মরণ কালে ইহার মদ্গত
আলম্বন হয়। অতীতে আত্ম অথবা পরের মার্গ ভাবনাকৃত ফলের
অনুস্মরণের সময় ইহার অপ্রমাণ আলম্বন হয়। ভাবিত মার্গ সাধনা
অনুস্মরণ কালে মার্গ আলম্বন হয়। কিন্তু নিয়ত একরূপ হল অতীত
আলম্বন।

১২১. এখানে চিত্ত পর্যায় জ্ঞান এবং যথাকমানুগমন জ্ঞান অতীত আলম্বন হয়ে
থাকে। অতঃপর সে দুটির স্থিতিতে একমাত্র চিত্ত পর্যায় জ্ঞান আলম্বন
সাতদিন পর্যন্ত চিত্ত আলম্বন হয়। তন্মধ্যে অন্যান্য স্কন্ধ নতুবা স্কন্ধ
প্রতিবদ্ধ কোনটি জানা যায়না (যা নাম, ডাক নাম ইত্যাদি) এতে
পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে, ইহার আলম্বন বশে মার্গ বর্তমান আছে,
যেহেতু আলম্বন রূপে চিত্ত মার্গের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যথা কর্মানুগমন
জ্ঞান আলম্বন হল কর্মানুসারে অতীত চেতনাই আলম্বন। কিন্তু অতীত
স্কন্ধাদি অথবা অতীত স্কন্ধাদি প্রতিবদ্ধকতায় কিছু নেই, ইহা পূর্ব নিবাস
জ্ঞান আলম্বন নয়। কারণ উহা অতীত প্রতিবদ্ধ ধর্মে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান আগত,
ইহাই বিশেষভাবে বিবৃত। এখানে ইহাই পার্থক্য।

১২২. **এখানে অর্থকথানুসারে পদ্ধতি হলো :** 'কিন্তু পাটঠান গ্রন্থে বলা হয়েছে' আলম্বনের হেতু বশে (হিসেবে) কুশল স্কন্ধ একটি হেতু ঋদ্ধিবিদ্যা জ্ঞান, চিত্ত পর্যায় জ্ঞান, পূর্ব নিবাস জ্ঞান, কর্ম প্রতিদ্ধ জ্ঞান এবং অনাগত জ্ঞান (Pt 154) এবং সুতরাং চতুষ্কন্ধ ও চিত্ত পর্যায় জানের আলম্বন, চিত্ত প্রতিবদ্ধ কর্মানুসারে। এবং সেখানে ও কুশল অকুশল (স্কন্ধ আলম্বন হয়) কর্মানুসারে কর্মপ্রতিবদ্ধ

১২৩. কেউ তার নিজের স্কন্ধের অনুস্মৃতি করার সময় হয় বহিরালম্বন। নাম গোত্র (ডাকনাম) অনুস্মৃতির শুরুতে অতীতে বিপর্শি নামক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ভন্দুমতী। তাঁর পিতার নাম ভন্দুমন্ত। (D-ii-6-7) এবং (সংজ্ঞা সংশ্লিষ্ট)। পৃথিবী নিমিত্ত ইতাদির শ্রেণিকরণ আলম্বন নেই। এবং এখানে নাম, গোত্র (ডাক নাম বংশ) অবস্থান প্রকৃত শব্দ বশে নয়, শব্দের অর্থের প্রেক্ষিতে। যা প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বদ্ধতে প্রতিবদ্ধ। প্রকৃত শব্দগত (৪৩৪) 'সীমিত' যেহেতু ও সব শব্দ ধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত। তদনুসারে উক্ত বলা হয়েছে ঃ 'ভাষার পার্থক্যের মধ্যে সীমিত আলম্বন বিদ্যমান (V.bh. 304) আমাদের অপেক্ষাকৃত পছন্দ এখানে।

ইহাই কিভাবে পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান আট প্রকার আলম্বনের ভিত্তিতে উৎপত্তি হয় তা জ্ঞাতব্য।

১২৪. **৫. দিব্যচক্ষুজ্ঞান :** চারটি আলম্বনের ভিত্তিতে দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয়। যথা থাকবে সীমিত, প্রত্যুৎপন্ন, অন্তরালম্বন বা বহিরালম্বন। কিরূপে ? যেহেতু উহা রূপ গঠন করে বলে ইহার আলম্বন এবং রূপ সীমিত (Vbh. 62) সুতরাং ইহাতে সীমিতালম্বন বর্তমান। যেহেতু ইহা রূপের অস্তিত্বে উৎপত্তি হয় বলে ইহার বর্তমান আলম্বন বিদ্যমান। কারও উদরস্থ ইত্যাদি দেখার সময় ইহার অন্তরালম্বন থাকে। অপরের রূপ দর্শনের সময় ইহার বহিরালম্বন থাকে। চার প্রকার আলম্বনের প্রেক্ষিতে কিভাবে দিব্যচক্ষু জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা জ্ঞাতব্য।

১২৫. **(৬) অনাগত ভবিষ্যৎ জ্ঞান :** অনাগত ভবিষ্যৎ জ্ঞান আট প্রকার আলম্বনের ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়। যথা- সীমিত অথবা মদ্গত অথবা অরূপালম্বন, মার্গালম্বন, অনাগতালম্বন এবং অন্তঃবহি অথবা শ্রেণিকরণ আলম্ব স্থিতাবস্থায়। কিরূপে ? এটির জানার সময় ইহা অনাগত ভবিষ্যতে কামাবচরে পুনর্জন্ম হবে।'- ইহা সীমিত আলম্বন। জানার সময় তিনি

রূপাবচর অথবা অরূপাবচরে পুনর্জন্ম নেবেন। এতে তাঁর মদ্গত আলম্বন হয়। জানার সময় "তিনি মার্গ সাধনা করবেন, তিনি ফল প্রত্যক্ষ করেন"- এসময় তাঁর অপ্রমেয় আলম্বন থাকে। জানার সময় তিনি মার্গ সাধনা করবেন। তখন তাঁর মার্গই আলম্বন থাকে। কিন্তু নিয়ত ইহা অনাগতালম্বন হয়ে থাকে।

১২৬. এখানে যদিও চিত্ত পর্যায় জ্ঞানের অনাগতালম্বন ও থাকে তা সত্ত্বেও তারপর ইহা অনাগত চিত্ত আলম্বন থাকে সাতদিন। সেজন্য কোন স্কন্ধ নতুবা স্কন্ধ প্রতিবদ্ধ কোনটিই জানেন না। কিন্তু পূর্বনিবাস স্মৃতি জ্ঞান বর্ণনায় অনাগত ভবিষ্যতে কিছু নেই (১২১) অর্থাৎ ভবিষ্যালম্বন জ্ঞান নেই।

১২৭. 'আমি ওখানে পুর্নজন্ম নেব'- এরূপ জানার সময় ইহার অন্তর আলম্বন থাকে।' সেখানে অমুক অমুক পুনর্জন্ম সবে এরূপ জানার সময় ইহার বহিরালম্বন থাকে।' কিন্তু নাগ বংশ (ডাক নাম) এ রূপে শুরু করে ভবিষ্যতে আর্য মৈত্রেয় ভগবান উৎপন্ন হবেন। তাঁর পিতা হবেন ব্রাহ্মন সুব্রাঞ্জনা। তাঁর মাতা হবেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মবতী। (D iii-76) পূর্ব নিবাস জ্ঞান বর্ণনায় অশ্রেণিকরণ আলম্বন অংশে বিকৃত হয়েছে। (১২৩)
অনাগত ভবিষ্যত জ্ঞান এভাবে জ্ঞাতব্য।

১২৮. **যথাকর্মানুগ জ্ঞান :** পাঁচ প্রকার আলম্বনের ভিত্তিতে কর্মানুগমন জ্ঞান উৎপত্তি হয়। যথা- সীমিত, মদ্গাত, অতীত এবং অন্ত বা বহিরালম্বনের ভিত্তিতে। কিরূপে ? কামাবচর কর্ম জানার সময় সীমিত আলম্বন হয়ে থাকে। (৪৩৫) রূপাবচর বা অরূপাবচর কর্ম জানার সময় মদ্গাত আলম্বন হয়ে থাকে। অতীত জানা হয় অতীত আলম্বনের মাধ্যমে। নিজের বা আত্ম কর্ম জানার সময় অন্তরালম্বন হয়ে থাকে। পরের কর্ম জানার সময় বহিরালম্বন হয়ে থাকে। এরূপে যথাকর্মানুগমনের জ্ঞানের পাঁচটি আলম্বন প্রবর্তিত হয় বলে জ্ঞাতব্য। ইহাই যাতে যথাকর্মানুগমন জ্ঞান কর্মানুসারে উৎপত্তি হয় বলে জ্ঞাতব্য।

১২৯. এখানে যা অন্তরালম্বন এবং বহিরালম্বনের ভিত্তিতে ঘটে বলে উক্ত, সে সময়ে অন্তর বহি জানার সময় অন্ত:বহি। আলম্বন হয়ে থাকে।

বিশুদ্ধিমার্গের ত্রয়োদশ অধ্যায় "ঋদ্ধিবিদ্যা জান" বর্ণনা সাধুজনের প্রমোদ্যার্থে সংকলন এখানে সমাপ্ত।

তৃতীয় খন্ড

প্রজ্ঞা

প্রজ্ঞাভূমির বিবরণ

চতুর্দশ অধ্যায়

স্কন্ধের বিবরণ বর্ণনা

(খন্ধ নিদ্দেস)

[ক. প্রজ্ঞা.]

১. পূর্বাহ্নে সমাধি খন্ড চিত্ত শিরোণামে নিম্নোক্ত গাথায় প্রজ্ঞা বিবৃত হয়েছে। গাথাটি হল :

> **সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো,**
> **চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবয়ন্তি।**
>
> – শীলগুণে ভূষিত যে বিজ্ঞজন হয়,
> বিকশিত চিত্ত সদা প্রজ্ঞা ভাবময়।

এলক্ষ্যে যার এরূপ অভিজ্ঞানের দ্বারা সুফল অধিগত হয়েছে, স্থিরত্বলাভ করে সমাধি ভাবনায় পারঙ্গম হয়েছেন, সে ভিক্ষু শীলগুণে বিভূষিত চিত্ত প্রজ্ঞাভাবনায় নিরত। তাঁরই চিত্ত নির্দিষ্ট সমাধি সর্বপ্রকারে সুভাবিত বলা হয়। (অধ্যা. ১২.১৩) কিন্তু প্রজ্ঞা আসে তারপরে। এবং তা তখনও সমাধেয় তথ্য। তা এত সহজসাধ্য নয়। সংক্ষেপে তা শেখার পর প্রথমে এ সম্পর্কে জানতে হয়। নিজেকে দিয়ে তা ভাবা। সুতরাং ক্রমানুসারে বিস্তারিত ভাবনা পদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য প্রজ্ঞা বিষয়ক বর্ণনা। এ সম্পর্কের জন্য নিম্মোক্ত প্রশ্নাবলি উপস্থাপিত হল:

১) প্রজ্ঞা কি ?
২) কোন অর্থে প্রজ্ঞা ?
৩) ইহার লক্ষণ (বৈশিষ্ট্য), কৃতকৃত্য (রস)। প্রত্যুপ্রস্থান (উপস্থাপন) সমূহ কি কি ?
৪) প্রজ্ঞা কয় প্রকার ? কি কি ?
৫) কিরূপে ভাবিত (উন্নতি সাধন) হয় ?
৬) প্রজ্ঞা ভাবনার ফলাফল কি ?

২. তার উত্তরসমূহ এরূপ :

১) প্রজ্ঞা কি ?

প্রজ্ঞা বহুবিধ, নানা প্রকার। সেসব বিভাবন যোগ্য, আরম্ভমান, ব্যাখ্যেয়, অধিপ্রেত এবং অর্থের দ্বারা প্রকাশনীয় নয়। অধিকন্তু বিস্তার করার জন্য, প্রত্যুত্তরের জন্য আলোচনা করতে ইচ্ছাপোষণ করছি। কুশলচিত্ত সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানই প্রজ্ঞা।

৩. কোন অর্থে প্রজ্ঞা ? প্রজানন অর্থে প্রজ্ঞা। জানার কর্ম প্রকৃতি কি ? বিশেষভাবে সঞ্জানন, বিজাননের জন্য নানা প্রকারে জ্ঞাত হওয়া (৪৩৭)। কারণ যদিও জানার ভাবরতি প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা সমভাবে বর্তমান। তৎসত্ত্বেও সংজ্ঞা হল কোন আলম্বনের জানার ভাবময়তা। সংজ্ঞা হল “নীল বা পীত” ইত্যাদি খুব সহজে আলম্বন ও সঞ্জাননের ন্যায় হয়ে থাকে। এতে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম নির্বের বৈশিষ্ট্য বয়ে আনে না। বিজ্ঞানই আলম্বন নীল বা পীত জানে এবং তাতে লক্ষণ নিধেধ লাভ করা যায়। কিন্তু প্রচেষ্টার দ্বারা মার্গের (লোকোত্তর) অভিব্যক্তি তুলে ধরা সম্ভব সম্ভব নয়। প্রজ্ঞা দ্বারা কিভাবে প্রজ্ঞা অকাত হয় পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। ইহা বৈশিষ্ট্যের প্রবেশ ঘটায়, প্রচেষ্টার বিকাশ ঘটায়, প্রচেষ্টার দ্বারা মার্গের আবির্ভাব ঘটায়।

৪. ধরা যাক তিনজন লোক, তন্মধ্যে একজন বালক স্ববিবেক রহিত, একজন গ্রাম্যলোক এবং একজন মুদ্রা বিনিময়কারী। তারা মুদ্রা বিনিময় টাকশালে প্রচুর পরিমাণ মুদ্রা দেখতে পায়। স্ববিবেক রহিত বালক মুদ্রার আকৃতিমাত্র জানে এবং অলঙ্করণ, দৈর্ঘ্য বর্গাকার অথবা কোণাকৃতি সে জানে। সে জানে না যে মুদ্রা মানুষের ব্যবহার এবং ভোগের হিসাব নিকাশ সাধন করে। গ্রাম্যলোকটি এসবের আকৃতি এবং অলঙ্করণ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানে। এবং এসব মানুষের হিসাব নিকাশের জন্য মূল্যবান এবং ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে মুদ্রার পার্থক্য জানে না “এটি আসল, এটি নকল, এটি অর্ধ মূল্যবান।’ কিন্তু মুদ্রা বিনিময়কারী এসবের সমস্তই জানে। তিনি মুদ্রায় দৃষ্টিপাত করে তাতে টোকা দিয়ে শব্দশুনে, নাকে গন্ধ দিয়ে, স্বাদ উপভোগ করে, হাতে নিয়ে ভার অনুমান করে এবং তিনি জানেন যে ইহা কোন স্বাদ উপভোগ করে। হাতে নিয়ে ভার অনুমান করে এবং তিনি জানেন যে ইহা কোন

গ্রামে তৈরি বা শহর বা নগরে তৈরি এবং কেমন দক্ষ কারিগর ইহা তৈরি করেছে। একটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইহা অবগত হওয়া যায়।

৫. মুদ্রা দেখে অবোধ বালকের মতো সংজ্ঞা। কারণ মুদ্রার বহিরালম্বন নীল এবং ইত্যাদি বশে আলম্বনের উপস্থাপনকারী মতো গ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞান গ্রাম্যলোকের মুদ্রা দর্শন সদৃশ। নীল ইত্যাদি আলম্বন বশে গ্রহণীয়। কারণ ইহা তদাতিরিক্ত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যে উপনীত করে দেয়। প্রজ্ঞা মুদ্রা বিনিয়োগকারীর মুদ্রা দর্শনের মতো। কারণ মুদ্রার নীল ইত্যাদি আকৃতি অবগত হয়ে এবং মুদ্রার সূক্ষ্মতর বৈশিষ্ট্যে বিস্তার করে ইহা আরও, বৃদ্ধি করে মার্গের আবির্ভাবে পৌঁছে দেয়।

সে কারণে প্রজ্ঞার কৃতকৃত্য প্রজ্ঞা এবং সংজ্ঞা বিশিষ্ট করে (সজানন বিজানন) বশে জ্ঞাতব্য। ইহা প্রজানন নাম অভিহিত। সে কারণে 'প্রজ্ঞার কৃতকৃত্য' বলতে যা বুঝায় তাত্রবাক্যে নিহিত।

৬. তথাপি সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান কোথায় সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। (৪৩৮) কিন্তু যখন ইহা হয় তখন সেসব ধর্ম হতে সম্পর্কহীন হয় না। এবং যেহেতু ইহা সম্পর্কহীন করা যায় না এরূপে "ইহা সংজ্ঞা, ইহা বিজ্ঞান ইহা প্রজ্ঞা ইহার পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখতে সুখময় এবং কঠিন। এখানে নকাসের উক্তি হল ঃ "মহারাজ ভগবান দুষ্কর কার্য সম্পাদন করেছেন।' নাগসেন ভগবান কি দুষ্কর কার্য করেছেন? মহারাজ দুষ্কর কার্য ভগবান করেছেন, 'অরূপ চিত্ত চৈতসিক ধর্ম সমূহকে এক আলম্বনে ব্যবস্থাপন অনখ্যাতকে ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা ইহা সংজ্ঞা ইহা চেতনা ইহা চিত্ত রূপে উক্ত হয়েছে।

৭. ৩. প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ) অনুসন্ধান কৃত্য (রস) প্রত্যক্ষ কাজ (পদট্ঠান) এবং অভিব্যক্তি (পচ্চুপট্ঠান) কি কি ? ব্যক্তির ধর্মের সু অভিব্যক্তি প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্যে (চরিত)। যাতে ব্যক্তির অভিব্যক্তি লুক্কায়িত থাকে, সে মোহের অন্ধকার আপসারণই কর্মক্রিয়া। বীতমোহই ইহার মূর্ত প্রকাশ। এজন্যে বলা হয়েছে, "যিনি সমাহিত চিত্ত তিনিই সঠিকভাবে জ্ঞাত হন এবং প্রত্যক্ষ করেন। (A. V-3) সমাধিই প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ হেতু।

৪. প্রজ্ঞা কত প্রকার ঃ

১. প্রথম ব্যক্তির স্বভাব ধর্মের অস্তিত্বের অভিব্যক্তি বৈশিষ্ট্য বশে প্রজ্ঞা এক প্রকার।

২. লোকীয় এবং লোকুত্তর বশে প্রজ্ঞা দুই প্রকার।

৩. স্বাসব এবং অনাসব বশে প্রজ্ঞা।

৪. নাম রূপের প্রভেদ বশে প্রজ্ঞা

৫. সৌমনস্য সহগত ও উপেক্ষা সহগত বশে প্রজ্ঞা এবং

৬. দর্শনভূমি এবং ধ্যানভূমি বশে প্রজ্ঞা দুই প্রকার।

৭. চিন্তাময় শ্রুতময় এবং ভাবনাময় বশে প্রজ্ঞা।

৮. সীম সহগত এবং অপ্রমান আলম্বন বশে প্রজ্ঞা এবং

৯. দক্ষ অদক্ষ এবং বশে প্রজ্ঞা তিন প্রকার।

১০. আত্মনিবেদন বাহ্যিক নিবেদন এবং আত্মপর বাহ্যিক নিবেদন বশে প্রজ্ঞা চার প্রকার।

১১. চার আর্যসত্য জ্ঞান বশে প্রজ্ঞা চার প্রকার এবং

১২. চার প্রতিসম্ভিধা বশে প্রজ্ঞা চার প্রকার।

৯. ১. একবিধ বিভাগে ইহার অর্থ সুস্পষ্ট।

২. দ্বিতীয়ত দুইভাবে বিভক্ত শ্রেণি বিন্যাসে লৌকীয় মার্গের সাথে সম্পৃক্ত প্রজ্ঞা লোকীয় এবং লোকোত্তর মার্গের সাথে সম্পৃক্ত প্রজ্ঞা লোকোত্তর বশে ইহাকে লোভীয় এবং লোকোত্তর প্রজ্ঞা বলা হয়।

১০. ৩. দ্বিতীয়ত দুইভাগে বিভক্ত শ্রেণি বিন্যাসে আসব আলম্বনভুক্ত সাসব এবং অনালম্বন ভুক্ত অনাসব হয়। তৃষ্ণালম্বন যার তাকে সাসব এবং তৃষ্ণা বিযুক্তদের কোন আলম্বন নেই। এ শ্রেণি বিন্যাসের অর্থ লৌকিক এবং লোকোত্তর বিন্যাসের মত একই পদ্ধতি তৃষ্ণা সহগত এবং তৃষ্ণা বিমুক্ত বিন্যাসে প্রযুক্ত। (Dh. p. 3) ইত্যাদি। সে কারণে ইহা তৃষ্ণা সহগত এবং তৃষ্ণা বিমুক্ত বশে দুই প্রকার ইত্যাদি।

১১. ৪. তৃতীয় চিত্ত বিন্যাসে কেউ যখন বিদর্শন আরম্ভ করতে চায় তার প্রজ্ঞা চার প্রকার অরূপ স্কন্ধে যে আলম্বন প্রবর্তিত, তার রূপ সংজ্ঞাই প্রজ্ঞা। সুতরাং ইহা নাম রূপ সংজ্ঞায়নে দুই প্রকার।

১২. ৫. চতুর্থত প্রকার চতুর্থগত শ্রেণি বিন্যাসে প্রজ্ঞা দুই প্রকার কামাবচর কুশল চিত্তের অন্তর্গত হলে এবং ষোল প্রকার মার্গ চিত্তের

অন্তর্গত হলে, তৎসংযুক্ত পঞ্চমাকারে চতুর্থ ধ্যান সৌমনস্য সহংগত হয়। প্রজ্ঞা দুই প্রকার কামাবচর কুশল চিত্তের অন্তর্গত। এবং অবশিষ্ট চার প্রকার মার্গ চিত্তের মধ্যে উপেক্ষা সহগত পঞ্চম ধ্যান হয়। সে কারণে ইহা সৌমনস্য সহগত এবং উপেক্ষা সহগত বশে দুই প্রকার।

১৩. ৬. পঞ্চম শ্রেণী বিন্যাসে প্রজ্ঞা প্রথম মার্গ দর্শন ভূমির অন্তর্গত। প্রজ্ঞা অবশিষ্ট তিন মার্গ ধ্যানভূমির অন্তর্গত (অধ্যা. ২২, ১২৯)। সে কারণে প্রজ্ঞা দর্শনভূমি এবং ধ্যানভূমি বশে দুই প্রকার।

১৪. ৭. তৃতীয় বিভাজনে প্রজ্ঞা অপরের কাছ থেকে শ্রবণ করে লব্ধ জ্ঞান শ্রুতময় প্রজ্ঞা নিজের চিন্তা থেকে উৎপত্তি প্রজ্ঞা আর যত্রতত্র ভাবনার দ্বারা নিষ্পন্ন অর্পণায় প্রাপ্ত প্রজ্ঞা ভাবনাময় প্রজ্ঞা এবং এজন্য বলা হয়েছে : চিন্তাময় প্রজ্ঞা কয় প্রকার ?

সজ্জিত যোগানুসারে অথবা কর্মায়তন যোগ অনুসারে অথবা শিল্পায়তন যোগানুসারে, অথবা কত কার্যের বিজ্ঞান স্থানানুসারে অথবা সত্যলোমিক অথবা অনিত্য, অথবা বেদনা .... সংজ্ঞা .... সংস্কার .... বিজ্ঞান অনিত্য অথবা যা এরূপ অনুলোমিক ক্ষান্তি, দৃষ্টি, রুচি, মত দর্শন পরের কাছ থেকে ধর্ম না শুনে যা লাভ হয় তা চিন্তাময় প্রজ্ঞা। যা শুনে অর্জিত হয় তা শ্রুতময় প্রজ্ঞা। ভাবনাময় প্রজ্ঞা হলো সর্ব সাধক প্রজ্ঞা।

১৫. ৮. এরূপেই চিন্তাময় শ্রুতময় এবং ভাবনাময় বশে প্রজ্ঞা তিন প্রকার। দ্বিতীয় ত্রিক ভাজনে প্রজ্ঞা কামাবচর আলম্বন সঞ্জাত হলে সসীর প্রজ্ঞা রূপাবচর ও অরূপাবচর সজ্ঞাত হলে মদ্গত বা লোকীয় বিদর্শন প্রজ্ঞা এবং নির্বান আলম্বন সজ্ঞাত হলে অপ্রমাণ প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। এরূপে প্রজ্ঞা সসীম মদ্গাত এবং অপ্রমান বশে ত্রিবিধ।

১৬. ৯. **তৃতীয় ত্রিকে যে বর্ধন প্রাপ্ত হয় তা প্রবর্ধন প্রজ্ঞা।** ইহা দ্বিবিধ অপকার অপসারণ এবং শুভ উৎপাদন। দক্ষতা প্রবর্ধন এ সবের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তদনুসারে বলা হয়েছে "এখানে দক্ষতা কৌশল কি ? যখন কোন ব্যক্তির মনে (৪৪০) অনুৎপন্ন অকুশল বিষয় উৎপন্ন করেন এবং উৎপন্ন অকুশল পরিত্যক্ত হয় অথবা অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদন, উৎপাদিত কুশল বৃদ্ধি করে তাকে বলা হয় প্রবৃদ্ধি প্রজ্ঞা। এখানে প্রজ্ঞার

কৃতকৃত্য যা হোক (Dh. -16) মতে বীতমোহ, ধর্ম বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান, সম্যক দৃষ্টিকে দক্ষ প্রবর্দ্ধন (Vbh. 325-6) প্রজ্ঞা বলে।

১৭. **অনুবর্ধক প্রজ্ঞা ক্ষতিকর প্রজ্ঞা।** উহা দুই প্রকার : স্তম্ভ বিষয়ের হ্রাস এবং অশুভের উৎপত্তি। অনুৎপন্ন কুশল অনুৎপতির প্রজ্ঞা এবং অনুৎপন্ন অপকার উৎপত্তি হল অপায় কুশল। যেমন বলা হয়েছে 'অপায় কুশল কয় প্রকার ? যখন কোন ব্যক্তি এসব মনে করেন অনুৎপন্ন কুশল বিষয় উৎপত্তি না হয় ..... (Vbh. 326) ইত্যাদি।

১৮. কিন্তু এসবের মধ্যে যে কোন দক্ষতা উৎপত্তির এরূপ কারণ ঘটালে সে দক্ষতা যখন সে মুহূর্তে সংঘটিত হয় এবং তা ঐ কাজেই উৎপত্তি হয় তাকে বলে উপায় কুশল। সেজন্যে উক্ত হয়েছে সব প্রকার উপায় হল উপায় কুশল প্রজ্ঞা। সেজন্যে উক্ত হয়েছে সব প্রকার উপায় হল উপায় কুশল। (Vbh. 326) সে কারণে ইহা বৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি উপায় কুশল প্রজ্ঞা।

১৯. ১০. চতুর্থ ত্রিকে স্বীয় স্কন্ধ সম্বন্ধে বোধ জন্মালে বিদর্শন প্রজ্ঞার সূত্রপাত হয়। ইহাকে বলা হয় আত্মনিবেদন। এই যে সূত্রপাত হল তা যদি পরের স্কন্ধ কিংবা বাহ্যিক রূপের বোধগম্যের জন্যে জন্ম (আয়তনাবদ্ধ) তা হলো বাহ্যিক নিবেদন (বহিঃ)। আবার যদি ঐ সূত্রপাত হয়ে বোধ জন্মে তবে তা আত্মপর তবে তা আত্মপর নিবেদন।

২০. ১১. চতুর্থতম শ্রেণি বিন্যাসের প্রথম চতুষ্কে দুঃখ সত্য আরম্ভঃ প্রবর্তিত জ্ঞান, দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারণ আবদ্ধ প্রবর্তিত জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান দুঃখের নিরোধ আরম্ভ প্রবর্তিত দুঃখ নিরোধে জ্ঞান এবং দুঃখ নিবোধের উপায় আরম্ভ প্রবর্তিত জ্ঞান দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞান। সুতরাং চার সত্য জ্ঞানে ইহা চার প্রকার জ্ঞান।

২১. ১২. দ্বিতীয় চতুষ্কে চার প্রকার জ্ঞানে শ্রেণি বিন্যস্ত বশে অর্থ ইত্যাদি চার প্রতিসম্ভিদা সম্পর্কে জ্ঞান বলে। এজন্যে উক্ত হয়েছে অর্থ সম্বন্ধে প্রভেদ জ্ঞান, ধর্ম সম্বন্ধে প্রভেদ জ্ঞান, অর্থ, ধর্ম সম্বন্ধে বিবৃত ভাষার সম্বন্ধে প্রভেদ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার ভিন্নতা প্রতিপালে (নবাঙ্গ) জ্ঞানের ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্যতার মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ করার জ্ঞান। (Vbh. 293)

২২. এখানে সংক্ষেপে অর্থ হল একটি হেতুর অধিবচন স্বরূপ। হেতু অনুসারে ইহা ব্যবহৃত, পৌছান, উপনীত (৪৪১) বলে ইহাকে অর্থ বলা হয়।

কিন্তু পাঁচটি বিষয় যথা : ১. যা কারণ সম্ভূত, ২. নিব্বান ৩. বিবৃতির অর্থ ৪. কর্মফল এবং ৫. ক্রিয়াভূত (বিজ্ঞান) অর্থরূপে জ্ঞাতব্য। যখন কেউ সে অর্থ পর্যবেক্ষণ করে তার জ্ঞান পর্যবেক্ষণ করে তখন তা প্রভেদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাই অর্থ অভিসম্ভিদা।

২৩. ধর্ম সংক্ষেপত প্রত্যয়গত পদবাচ্য। এ প্রত্যয় যেহেতু যা পায় তা দহন করে (দহতি), সংঘটিত হয় অথবা ঘটনে সহায়তা করে বলে ইহাকে ধর্ম (ধম্ম) বলে। কিন্তু বিশেষ করে এ পাঁচটি বিষয়- ১. যে কোন হেতু যা ফল প্রদান করে ২. আর্যমার্গ ৩. যা ভাষিত ৪. যা কুশলময় এবং ৫. যা অকুশল এ সবই ধর্ম (ধম্ম) বশে জ্ঞাতব্য। যখন কেউ এই ধর্ম পর্যবেক্ষণ করে তার যে কোন জ্ঞান পর্যবেক্ষণ করে তাকে বলে ধর্ম প্রতিসম্ভিদা।

২৪. এসব ধর্মের একই অর্থ অভিধর্ম গ্রন্থে এভাবে আলোচিত ঃ

ক. দুঃখ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থ প্রতিসম্ভিদা খ. দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান ধর্ম প্রতিসম্ভিদা (দুঃখ নিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থ প্রতিসম্ভিদা, দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান ধর্ম প্রতিসম্ভিদা] ....।

খ. কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান ধর্ম প্রতিসম্ভিদা একটি কারণের ফল সম্বন্দে জ্ঞান অর্থ প্রতিসম্ভিদা

গ. যে সব ধর্ম হতে জাত। ভূত, সম্ভূত, নিবর্তিত, অভিনির্বতি প্রাদুর্ভূত ভাব হয়েছে যেসব ধর্মে জ্ঞান হল ধর্মে প্রভেদ জ্ঞান। যে সবধর্ম ধর্ম হতে অভূত, সঞ্জাতিত, নিবর্তিত, প্রাদুর্ভূত, হয়েছিল সেসব ধর্মের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান হল প্রভেদজ্ঞান .....।

ঘ. জরা, মরণ সম্বন্ধে জ্ঞান হল অর্থ প্রভেদ জ্ঞান। দুঃখের মূল কি সে সম্বন্ধে জ্ঞান হল ধর্মে প্রভেদ জ্ঞান। জরা মরণ সম্বন্ধে দুঃখ নিরোধ জ্ঞান। হল অর্থ প্রভেদ জ্ঞান। দুঃখ নিবোধের উপায় হল ধর্ম প্রভেদ জ্ঞান। জন্ম ...... ভব .... উপাদান ..... তৃষ্ণা ..... বেদনা ..... স্পর্শ ..... ষড়ায়তন .... নামরূপ ..... বিজ্ঞান .... সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থ প্রভেদ জ্ঞান। সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রভেদ জ্ঞান। সংস্কার নিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থ প্রভেদ জ্ঞান। সংস্কার নিরোধের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান হলো ধর্ম প্রভেদ জ্ঞান। সংস্কার নিরোধের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান হলো ধর্ম প্রভেদ জ্ঞান।

ঙ. এখানে একজন ভিক্ষু ধর্ম জানেন উপদেশ গান (গেয়র্ড) [ব্যাখ্যা, স্তবক, আশ্চর্যবোধক, কথামালা, জন্ম কাহিনি, অলৌকিক এবং] প্রশ্নোত্তর ইহাকে বলা হয় ধর্ম প্রতিভেদ। তিনি অর্থ সম্বন্ধে জানেন এভাবে বলা হয়। ইহা উপর অর্থ বলা হয়েছে, ইহার উহার কল্পিত অর্থ ইহাকে অর্থ প্রভেদ জ্ঞান।

চ. **কুশল ধর্ম কি ?** চিত্তে যখন কামাবচর কুশল চিত্তের উদয় হয় (যথা প্রীতি এবং জ্ঞান সম্প্রযুক্ত দ্বারা সহগত, দৃশ্যমান জপ আলম্বন হয়। অথবা নাম আলম্বন হয় অথবা যা হতে পারে তাতে সাপেক্ষযুক্ত সে ঘটনায় স্পর্শ .... তাতে কোন দোদুল্যমানতা নেই। এসব বিষয় কুশলময়। এসব বিষয়ে জ্ঞান হলো ধর্ম সম্ববন্ধ প্রভেদ। বিপাক সম্বন্ধে জ্ঞান হল অর্থ প্রভেদ জ্ঞান।

২৫. **ধর্ম অর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যার ভাষার বিবরণ জ্ঞান ঃ** ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গতি ছাড়া কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতা নেই। অর্থ এবং ধর্মের সাথে সংগতিতে ইহা জড়িত। উহার সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন জ্ঞান এ পর্যায়ে পড়ে। যা বলা উচ্চারণ, বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পৃক্ত সব প্রাণীর মৌলিক ব্যক্তি। মাগধি ভাষা, যাতে এক অনন্য উপাদান বিদ্যমান। ভিন্ন কথায় ধর্মের সেরা (যে কোন জ্ঞান যা) যত শীঘ্র, শ্রবণ, কথন, প্রকাশ, উচ্চারণের মাধ্যমে জানা যায়। ইহা ভাষার একক নির্যাস। (৪৪২) যার ভাষা প্রভেদ জ্ঞানে উপনীত তিনি স্পর্শ, বেদনা, ইত্যাদি (ফস্‌সো, বেদনা) কথাগুলো জ্ঞাত হন ইত্যাদি। উহাই ব্যক্তির ভাষা গঠন। এবং ফস্‌স, বেদনা ইত্যাদি শুনে জ্ঞাত হয় যে, উহাই ব্যক্তিক ভাষা নির্যাস।

২৬. প্রজ্ঞার প্রকারভেদ জ্ঞান ঃ যখন কোন ব্যক্তি প্রত্যবেক্ষণে এবং বিগত যেকোন রকম প্রজ্ঞালম্বন করে (তার প্রজ্ঞা) অতঃপর তার মধ্যে কোন জ্ঞান প্রজ্ঞালম্বন প্রাঞ্জলতা বশে প্রভেদ হয়। সুতরাং পূর্বে প্রজ্ঞার মধ্যে যে কোন প্রজ্ঞা যা ব্যক্তিক চিন্তারক্ষেত্র, কার্যকারিতা, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট।

২৭. এসব চার প্রকার প্রভেদকে দুই শ্রেণিতে নিবদ্ধ করা যায়। তন্মধ্যে একটি হলো শেখ ভূমি অপরটি অশেখ ভূমির জন্য। এখানে অগ্রশ্রাবক এবং মহা শ্রাবকগণ অশেখ ভূমির অন্তর্গত। আনন্দ স্থবির, গৃপতি চিত্ত, গৃহী উপাসক ধম্মিক, গৃহপতি উপালি, গৃহী উপাসিকা ঋজ্জুত্তরা ইত্যাদি শেখ ভূমি শ্রেণির অন্তর্গত।

২৮. এরূপে তারা যদি দুই শ্রেণির অন্তর্গত তথাপি পাঁচ প্রকার আকৃতি উল্লেখযোগ্য। যা প্রাপ্তি বশে, শাস্ত্রজ্ঞতা বশে, শ্রবণ, প্রশ্নকরণ এবং পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা বিদ্যমান। এখানে প্রাপ্তি হল অর্হত্বে উপনীত হওয়া, শাস্ত্রজ্ঞতা হলো বুদ্ধবাক্যে অভিজ্ঞতা শ্রবণ হল যত্ন ও মনোযোগ সহকারে ধর্ম শোনা, প্রশ্নকরণ হল মূল পিটক ও অর্থকথায় প্রক্ষিপ্ত জটিল বিধি ব্যাখ্যার বিধি সমূহ সম্পর্কে আলোচনা। প্রাক প্রচেষ্টা, পূর্বযোগ্য হল পূর্ব বুদ্ধগণের শাসনে গমন এবং পরে উদ্ধগতি যে পর্যন্ত অনুলোম গোত্রভূ সমীপে পর্যন্ত বিদর্শন যোগ সাধন। অত:পর পক্ষে অপরাপরগণ বলেছেন

২৯. **পুকাযোগো বাহুসচ্চং দেসভাসা চ আগমো,**
পরিপুচ্ছা অধিগমো গরুসন্নিসসায়ো তথা,
মিত্ত সম্পত্তি চেবাতি পটিসম্ভিদা পচ্চয়াতি।

– পূর্বযোগে মহাপ্রাজ্ঞ বিজ্ঞে সেইজন
দেশভাষা আগমেতে শাস্ত্রজ্ঞ যেজন।
প্রশ্নোত্তরে অধিগমন অতনুসন্ধান
অতঃপর অবস্থিতি গুরু সন্বিধান।
মিত্র সম্পদ তার আছে এসবে ভূষণ,
প্রভেদেতে প্রাজ্ঞ বলে পণ্ডিত সুজন।

৩০. এখানে পূর্বযোগ পূর্বাহ্নে বর্ণিত অনুরূপ। বহুশাস্ত্র বলতে যে যে শিল্পে বিজ্ঞানে শিল্পায়তনে) কুশলতাকে বুঝায়। মাগধী ভাষায় (শত এক উপমায় দক্ষ) অভিজ্ঞতা প্রকাশ ঃ
প্রশ্ন জিজ্ঞেস- এমনকি একটি গাথার অর্থ, সংজ্ঞা, বিশ্লেষণ জনিত প্রশ্ন। অধিগম হলো স্রোতাপন্ন বা অর্হত্ব লাভ। গুরু সান্নিধ্যে অভিজ্ঞ ও দক্ষ গুরুর অন্তেবাসী হওয়া। মিত্র সম্পাদ হয় তথারূপ বন্ধুত্ব অধিকার লাভ। (৪৪৩)

৩১. তন্মধ্যে বুদ্ধগণ পূর্বযোগের প্রচেষ্টায় এবং অধিগমের ফলে প্রভেদজ্ঞান লাভ করেছেন। শিষ্যগণ ও এসবের জন্য তদনুরূপ সাধনা করেন। প্রভেদ জ্ঞান লাভের জন্য ইহা ছাড়া ভাবনা বৃদ্ধির অন্যকোন বিশেষ পথ নেই। কিন্তু শৈক্ষ্যগণের ক্ষেত্রে শৈক্ষ্য বিমোক্ষ প্রাপ্তির পরেই প্রভেদজ্ঞানের উন্মেষ হয়। এবং অশৈক্ষ্যগণের ক্ষেত্রে তাদের ফলপ্রাপ্তির

পরেই প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়। তথাগতগণের দশবল লাভ সদৃশ, আর্যগণের আর্যফলের দ্বারা প্রতিসম্ভিদা অর্জন হয়।

সুতরাং এসবই প্রভেদজ্ঞান বলে উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ‘চার প্রতিম্ভিদা অনুসারে চার প্রকার।

৩২. ৫. **কিভাবে ভাবিত (উন্নতি সাধন) করা হয় ?** এখানে শ্রেণীকরণ বশে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদ ভেদে প্রজ্ঞার ধর্মভূমি। এবং প্রথম দুই বিশুদ্ধি শীল বিশুদ্ধি এবং চিত্ত বিশুদ্ধি হল ইহার দুই মূল ভিত্তি। অধিকন্তু পঞ্চ বিশুদ্ধি যথা- দৃষ্টি বিশুদ্ধি, কঙ্খাবিতরণ (সন্দেহ দূরীকরণ) বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি, প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি হল শরীর। বিশুদ্ধির এই মূল সমূহে সেকারণে সে সব ভূমিতে পরিপূর্ণতার জন্য প্রথমে এসব বিষয়ে জ্ঞান এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুদৃঢ় করা উচিত। উহা ভূমি। দুই বিশুদ্ধিতে পূর্ণতা সাধনের পর উহা মূল। অত:পর তিনি পাঁচ প্রকার বিশুদ্ধি সাধন করেন উহা হল শরীর। ইহা সংক্ষেপ বিস্তৃত নিম্নে উল্লেখিত।

৩৩. **[খ. পঞ্চস্কন্ধের বিবরণ : রূপস্কন্ধ]**

পূর্বে বলা হয়েছে এখানে শ্রেণিকরণ বশে স্কন্ধ আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদ ইত্যাদি হল ভূমি স্বরূপ। স্কন্ধ পাঁচ প্রকার যথা রূপ স্কন্ধ, বেদনা স্কন্ধ, সংজ্ঞা স্কন্ধ সংস্কার স্কন্ধ এবং বিজ্ঞান স্কন্ধ।

৩৪. জড় পদার্থই রূপ। রূপ জগৎ তথা জড়ত্বকে ইহার গুণ ও শক্তিতে রূপায়িত করা হয়েছে। তাপে যা প্রসারিত হয় এবং শৈত্যে যা সঙ্কোচিত হয়ে তা রূপ নামে অভিহিত।

১. ক্লেশ বৈশিষ্ট্য, অনুসারে রূপ এক প্রকার।

২. বাস্তবত : (ভূত) এবং রূপ উৎপত্তি (উপাদান) বশে রূপ দুই প্রকার

৩৫. ক. এখানে প্রাথমিক ভূতরূপ পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু এবং বায়োধাতু বশে রূপ চার প্রকার। এ সবের বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা এবং অভিব্যক্তি চার ধাতুর বিবরণ অংশে প্রদত্ত হয়েছে। (১১শ অধ্যায়) কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণ বশে প্রত্যেকটিতে অপর তিনটির প্রত্যক্ষ কারণ বিদ্যমান। (৪৪৪)

৩৬. খ. **ব্যুৎপত্তিরূপ ২৪ প্রকার :** চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্ত্রীভাব, পুরুষভাব, জীবিতেন্দ্রিয়, হৃদয়বস্তু, কায় বিজ্ঞপ্তি,

বাক্য বিজ্ঞপ্তি, আকাশ ধাতু রূপ লঘুতা, রূপমৃদুতা, রূপ কর্মণ্যতা, রূপ উপচর, রূপ সন্ততি, ঝপ জড়তা, রূপ অনিত্যতা, কাবলীকৃত আহার।

৩৭. ১. এখানে প্রাথমিক (ভূতরূপ) শ্রোত ধাতু ধাতুর কর্ণের বৈশিষ্ট্য হল সংবেদনশীলতা। যা শব্দ সমূহে সত্যের প্রভাব ঘটাতে প্রস্তুত। অথবা প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতুকর্ণের শ্রবণেচ্ছা থেকে কর্মজসূত্র সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্যে সম্পন্ন। ইহার কার্যকারিতা হল শব্দসমূহ হতে আলম্বন গ্রহণ করা। স্রাত বিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ইহার প্রকাশ। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ হল শ্রবণেচ্ছা থেকে কর্মজ সূত্র প্রাথমিক ধাতু।

৩৮.২ প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতুকর্ণের বৈশিষ্ট্য হল সংবেদনশীল। যা শব্দসমূহে প্রভাব ঘটাতে প্রস্তুত। অথবা প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতুকর্ণের শ্রবণেচ্ছা থেকে কর্মজ সূত্র সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইহার কার্যকারিতা হল শব্দসমূহ হতে আলম্বন গ্রহণ করা। স্রাত্র বিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ইহার প্রকাশ। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ হল শ্রবনেচ্ছা থেকে কর্মজ সূত্র প্রাথমিক ধাতু।

৩৯. ৩. প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতু নাকের বৈশিষ্ট্যে হল সংবেদনশীল। যা গন্ধাদিতে প্রভাব ঘটাতে প্রস্তুত। অথবা প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতু নাকের গন্ধেচ্ছা থেকে কর্মজ সূত্র সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইহার কার্যকারিতা হল গন্ধাদি হতে আলম্বন গ্রহণ করা। গন্ধ বিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ইহার প্রকাশ। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ গজেচ্ছা থেকে কর্মজ সূত্র প্রাথমিক ধাতু।

৪০. ৪. প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতু জিহ্বার বৈশিষ্ট্য (চরিত্র) সংবেদনশীল। যা আস্বাদাদিতে প্রভাব ঘটাতে প্রস্তুত। অথবা প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতু জিহ্বার আস্বাদনর থেকে কর্মজ সূত্র সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইহার কার্যকারিতা হল আস্বাদনাদি হতে আলম্বন গ্রহণ করা। জিহ্বা বিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ইহার প্রকাশ। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ আস্বাদনেচ্ছা থেকে কর্মজ সূত্র প্রাথমিক ধাতু।

৪১. ৫. প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতুকায়ের বৈশিষ্ট্য সংবেদনশীল। যা স্পর্শাদিতে প্রভাব ঘটাতে প্রস্তুত। অথবা প্রাথমিক (ভূতরূপ) ধাতুকায়ের স্পর্শ থেকে কর্ম সূত্র সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইহার কার্যকারিতা হতে স্পর্শাদি আলম্বন গ্রহণ করা। কায় বিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ইহার

প্রকাশ। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ হল স্পর্শেচ্ছা থেকে কর্মজ সূত্র প্রাথমিক ধাতু।

৪২. কেউ কেউ বলেন মহা সাংঘিকদের মধ্যে যে চক্ষু প্রাথমিক ধাতুর সংবেদনশীল যাতে উষ্ণতাধিক্য বিদ্যমান, এবং সে জপ কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বা প্রাথমিক ধাতুর সংবেদনশীলতা ধাতু যাতে বিদ্যমান (ক্রমান্বয়ে) রয়েছে বায়ু, পৃথিবী এবং আপাধিক্য এবং দেহে এরূপে সবের মধ্যে (সমানভাবে চারে) রয়েছে। অপর কেউ বলেন চক্ষু সংবেদনশীলতা (পসাদ) যেসবের মধ্যে বিদ্যমান তেজাধিক্য এবং কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং কায় যার সাথে (সংবেদনশীলতা) যেসবের যে যার মধ্যে রয়েছে (যথাক্রমে) ছিদ্র, বায়ু, জল, এর পৃথিবী আধিক্য। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, তারা যেন সূত্র উদ্ধৃতি করে তারা নিশ্চয়ই কোন কিছু খুঁজে পাবে না।

৪৩. কিন্তু কেউ কেউ তার কারণ দর্শান যে, যেহেতু এ সব (বিভিন্ন সংবেদনশীলসমূহ) ক্রমান্বয়ে আগুণের গুণ ইত্যাদির সাহায্যে দৃশ্যমান ধারণা। তাদের কাছে জিজ্ঞাস্য "এসব দৃশ্যমান ধারণার কথা আগুণের গুণ সম্বন্ধে কে বলেছেন ? (৪৪৫) বলা সম্ভব নয় যে, প্রাথমিক ধাতু নয় বলা সহজ নয় যেহেতু ইহা সব সময় অবিচ্ছেদ্য যে, ইহা তার একটি

৪৪. গুণ, উহা তার একটি গুণ। অতঃপর তাঁরা বলতে পারেন, যেমন মনে করুন কিছু প্রাথমিক ধাতুর মধ্যে এরূপ এরূপ রূপময় বস্তুর আধিক্য হয়েছে। ধারণের (ব্যক্তিগত) কার্যকারিতা ইত্যাদি পৃথিবীর ইত্যাদির জন্য রূপ দৃশ্যত অনুসন্ধান ইত্যাদি (নিজনিজ) রূপীয় বস্তুর আধিক্য ধর্মে তেজাধিক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ মনে করেন যে, দৃশ্যমান ধারণা ইত্যাদি (ব্যক্তিগতভাবে) এসবের গুণ। তাদের বলা উচিত আমরা ইহা ধরে নিতে পারি। [যদি আপ আধিক্যের শক্তির গন্ধ পৃথিবী চেয়ে অধিক হয় তবে কার্পাসের গন্ধ অধিকতর হয়। তেষাধিক্য এবং উষ্ণের আধিক্য জল মধ্যে বর্ণত শীতল জলের পরিহানি হয়। উত্তেজক মদে জলের আধিক্য বেশির চেয়ে কার্পাসের গন্ধ পৃথিবীতে আধিক্য বর্তমান এবং যদি উষ্ণ জলের বর্ণ শীতল জলের বর্ণের চেয়ে ক্ষীণ হয় তবে তেজাধিক্য বর্তমান। কিন্তু যার মধ্যে এ উভয় বিদ্যমান নেই, তার এ উভয় প্রাথমিক ধাতু নিশ্চয় অনুমান পরিহার করা উচিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য

বস্তু গঠনগত দিক থেকে একই শ্রেণিভুক্ত হলেও পরস্পর বিসদৃশ। অনুরূপভাবে চক্ষু সংশ্লেষণ ইত্যাদি যদিও পার্থক্যের অন্য কোন কারণ নেই। এভাবে ইহা গ্রহণ করা কর্তব্য।

কিন্তু, এসবের মধ্যে সাধারণ মিল নেই সেটি কি? ইহা হলো কর্ম। যে কারণের জন্য ইহা ভিন্ন। সুতরাং পার্থক্যের কারণ হল কর্মের পার্থক্যতা। প্রাথমিক ধাতু যদি প্রাথমিক ধাতুতে পার্থক্য থাকত তবে সংবেদনশীলতার উদ্ভব হত না। সেহেতু প্রাচীনগণ বলেছেন, "সংবেদনশীললতা সমান, অসমান নেই। কর্মের ভিন্নতার আলম্বন কারণে হয়।

৪৬. এক্ষণে এসবের (সংবেদন) মধ্যে কর্মের পার্থক্যের কারণে ভিন্নতা বিদ্যমান। এবং চক্ষু কর্ণ অসংলগ্ন বিষয় ক্ষেত্র বুঝতে পারে। নিজের নিশ্রয় অসংলগ্ন নিশ্রয় সত্ত্বেও বিষয় বিজ্ঞানের হেতু হয়। ঘ্রান-জিহ্বা কায়ে বিষয় গ্রহণে পৌঁছে না। এমন কি নিশ্রয় বশে ও নিজে আত্ম নিশ্রয় অলীন (অসংলগ্ন) বিষয় বিজ্ঞানের হেতু হয়। নাসিকা জিহ্বা এবং কায় অলীন বিষয় ক্ষেত্র বুঝতে পারে যেহেতু এসব হল চিত্তের আলম্বন ক্ষেত্র (প্রাথমিক ধাতু)। তাদের নিজস্ব নিশ্রয়েই (প্রাথমিক ধাতুতে) বুঝতে পারে। (অর্থাৎ যদি সহায়ক বশে প্রাথমিক ধাতু ক্ষেত্র বুঝতে পারে (গন্ধ এবং আস্বাদকে) এবং সেসব স্বয়ং [সরাসরি স্পর্শ উপাত্ত ক্ষেত্রে যা আপ ভিন্ন অপর তিন প্রাথমিক ধাতুর সাথে অভিন্নকল্প]।

৪৭. ১. 'চক্ষু কি'-পৃথিবীতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যা দেখতে নীল পদ্মের পাপড়িদলের মতো। চোখের পাতার কৃষ্ণলোম পরিবৃতের অন্ধকার এবং আলো পরিবৃত্তাকার। চক্ষু (সংবেদনশীল অর্থ বশে) কাল বৃত্তের চারদিক শ্বেত বৃত্ত দ্বারা পরিবৃত (সুখাবয়ব)। চক্ষুর সাথে আনুষাঙ্গিকসহ, সামনে যে দাঁড়ায় তার প্রতিচ্ছবি সেখানে ফুটে উঠে। সপ্ত ভাঁজকৃত কার্পাস বস্ত্রের উপর তৈলের ফোঁটা নিষিক্ত হলে যেমন ইহা পরিব্যাপ্ত হয় তেমনি ইহা চোখের সপ্ত স্তরে অনুপ্রবেশ করে। যোদ্ধা রাজপুরুষকে যেমন চার সেবিকা ধারণ, স্নান করান, পরিচ্ছদ পরান এবং পাকাকরণ দ্বারা পরিবেশ করা হয়, তেমনি ইহাকে চার প্রাথমিক ধাতু যার (নির্দিষ্ট) হল ধারণ, সংলগ্ন পরিপক্ক এবং পরিচালন করা তার কাজ। ইহা ঋতু, চিত্ত, আহার দ্বারা সংযুক্ত; জীবনীশক্তি দিয়ে পরিচালিত, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ

ইত্যাদিতে সজ্জিত। (অধ্যা. ১০শ)। ইহার আকার উকুনের মাথা পরিমান সদৃশ। ইহা দৈহিক ভিত্তি এবং চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বার বশে ইহা যথা কার্য সম্পাদন করে। এবং অবশিষ্ট বিজ্ঞান হল চিত্তবীথি (৪৪০)

৪৮. এ প্রসঙ্গে ধর্মসেনাপতির উক্তি হল ঃ

যেন চক্‌খুপসাদেন রূপানি মনুপস্সতি ;
পরিত্তং সুখুমং এতং উকাসির সমূপমন্তি।

– চক্ষু ইন্দ্রিয় যথা দৃষ্ট দ্রষ্টব্য দর্শন,
ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম শির যথা উকুন সমান।

৪৯. ২. কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় কাণের গর্ভের ভেতরেই বিদ্যমান। সাথে থাকে ভেতর স্থান, সাথে থাকে আনুষঙ্গিক উপকরণ। স্থানটি বাদামি মসৃণ লোমে পরিবৃত এবং দেখতে আঙুল পরিমাণ আকৃতি। পূর্ব বর্ণিত মতে ধাতু সমূহ দ্বারা সহায়পুষ্ট। ইহা ঋতু, চিত্ত আহার দ্বারা সংযুক্ত। জীবনীশক্তি দ্বারা পরিচালিত। ইহা বর্ণ ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত। ইহা যথাযথভাবে কায়িকভিত্তি এবং কর্ণেন্দ্রিয় দ্বার দ্বারা পরিসেবিত এবং অপরাপর।

৫০. ৩. নাসিকা (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে ইহার অবস্থান। নাকের আকৃতি এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ ছাগ খুরের আকার। পূর্বোক্ত মতে ইহার সহায়তা, সুপ্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণতা বিদ্যমান। এবং ইহা যথাযথভাবে প্রপীয় জিন্ত এবং ঘ্রাণ বিজ্ঞান দ্বার বশে পরিসেপ্রিত এবং অপরাপর।

৫১. ৪. জিহ্‌বা (রসেন্দ্রিয়) জিহ্বাকৃতির মধ্যস্থলে অপরাপর অনুষঙ্গসহ পদ্মফুলের পাপড়ির আকৃতিসম দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত মতে ইহার সহায়তা এবং সুপ্রতিষ্ঠা রয়েছে। এবং ইহা যথাযথভাবে রূপীয় ভিত্তি এবং জিহ্বা বিজ্ঞান বশে পরিসেবিত এবং অপরাপর।

৫২. ৫. কায় (স্পর্শেন্দ্রিয়) শরীরের যাবতীয় উপাদান মিলে কায় নামে অভিহিত। ইহা কার্পমস্তর ভেদকারী স্নেহজাতীয় পদার্থের মতো রূপ কায়ের সর্বত্র বিরাজমান। যেখানে রূপ আছে সেখানে উপাদান আছে। পূর্বমতে ইহার সহায়তা সুপ্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণতা বিদ্যমান। এবং যথাযথভাবে রূপীয় ভিত্তি এবং কায় বিজ্ঞান দ্বারা এবং অপরাপর বশে।

৫৩. সর্প, কুমীর, পক্ষী এবং শৃগালের মতো যারা নিজেদের আশ্রয়ের দিকে সতত ধাবিত হয় অর্থাৎ উই ঢিবি জলাশয় মুক্তাকাশে গ্রামের দিকে এবং শ্মশানের দিকে, সেরূপ চক্ষু ইত্যাদি সবের নির্বাচিত স্বীয় আশ্রয়স্থলের দিকে আকর্ষিত হয়। যথা দৃশ্যমান উপাত্তের দিকে এবং অপরাপর। (Dhsa-314)

৫৪. ৬. দৃশ্যমান উপাত্ত ইত্যাদি যা পরবর্তীতে আসে উপাত্তগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হল চোখের উপর আঘাত লাগা। ইহার কার্যকারিতা হলো চক্ষু বিজ্ঞানের বিষয়। ইহার আশ্রয় বশে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার আসন্ন হেতু পর প্রাথমিক ধাতু। এবং নিম্নোক্ত সব রকম রূপীয়বস্তু লাভ একইভাবে হয়ে থাকে। সেখানে পার্থক্য ঘটতে আমরা তা উল্লেখ করছি এই বিবিধ (দৃশ্যমান) প্রকারের মধ্যে 'নীল', 'পীত' এবং।

৫৫. ৭. শব্দের বৈশিষ্ট্য হল কানে আঘাত লাগানো। ইহার কাজ হল শ্রোত্র বিজ্ঞান আলল করা। ইহার সুষ্ঠু প্রকাশ উহাতেও আশ্রয় বশে। ইহার শব্দ কোল, মৃদঙ্গ ইত্যাদির বিবিধ প্রকার। (Dhs. 62) (447)

৫৬. ৮. গন্ধের বৈশিষ্ট্য হল নাকে আঘাত লাগানো। ইহার কাজ হল গন্ধ বিজ্ঞান আলম্বন করা। ইহার সুষ্ঠু প্রকাশ উহাতেও আশ্রয় বশে। মূল গন্ধ, সার গন্ধ ইত্যাদি বশে গন্ধ বিবিধ প্রকার। (Dhs. 625)

৫৭. ৯. রস (স্বাদ) এর বৈশিষ্ট্য জিহ্বায় আঘাত লাগানো। ইহার কাজ হল গন্ধ বিজ্ঞান আলম্বন করা। ইহার সুষ্ঠু প্রকাশ উহাতেও আশ্রয় বশে। গন্ধ, সারগন্ধ ইত্যাদি রূপে গন্ধ বিবিধ প্রকার। (Dhs. 625)

৫৮. ১০. স্ত্রীলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য হল স্ত্রীভাব। ইহা স্ত্রী এভাব প্রদর্শন ইহার কাজ। স্ত্রী হিসেবে ইহার চিহ্নের কারণ, চিহ্ন, কর্ম এবং কর্ণের সুষ্ঠু প্রকাশ। (Dhs. 833)

১১. পুরুষেন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হল পুরুষভাব। ইহা পুরুষ এভাব প্রদর্শনই ইহার কাজ। চিহ্নের কারণ চিহ্ন কর্ম এবং মার্গের সুষ্ঠু প্রকাশ| (Dhs. 634)

কিন্তু শেষোক্ত উভয় কামোপাদান সদৃশ সমস্ত শরীরব্যাপী পরিব্যাপ্ত রয়েছে। 'দেহের সংবেদন যেখানে স্থিত। সেখানে স্থিত এরূপ অনুসরণ করে না। অথবা যেখানের ইহা সেই সেখানে ইহা স্থিত। দৃশ্যমান রূপীয় উপাদান ইত্যাদির মতো পরস্পর শঙ্করাপন্ন হয় না।

৫৯. ১২. জীবিতেন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হল সহজাত রূপাদির সংরক্ষণ করা। এ সবের অনুঘটন ইহার কাজ। এসবের উপস্থিতির প্রতিষ্ঠাই ইহার সুষ্ঠু প্রকাশ। ইহার আসন্ন কারণ হল প্রাথমিক ধাতু সমূহের লালন করা। যদিও সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্বলিত বৈশিষ্ট্য ইহার রয়েছে তৎসত্ত্বেও বর্তমান ক্ষণে সহগত শ্রেণির রূপই শুধু বঝায় রাখে। এসবের হেতুতে যদিও ধর্মাদির উদ্ভব ঘটে, তা রাজপুত্রের ধাত্রীর দুগ্ধ পানের মতো সংরক্ষণ করে। এবং ইহা নিয়ামকের মতো স্বয়ং উৎপত্তি হয়। উৎপাদিত ধর্মের সাথে সংস্পর্শের কারণ ঘটায়। ভঙ্গের পরে ইহার উৎপত্তি ঘটায় না। যেহেতু যা উৎপত্তি ঘটায় তার অনুপস্থিতির কারণ। ভঙ্গক্ষণে ইহা ভঙ্গক্ষণে দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিত থাকে না কারণ ইহা স্বয়ং ভেঙে যায়। একটি প্রদীপ শিখার সলিতা এবং তেল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো। কিন্তু স্মরণীয় ইহার বলান, সংরক্ষণ, অনুঘটন এবং উপস্থাপনহীন বলে ভাবা উচিত নয়। কারণ এসবের প্রত্যেকটি কর্মক্রিয়া বর্ণিতক্ষণে পূর্ণ করা হয়েছে। (Dhs. 635)

৬০. ১৩. হৃদয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য হল মনো ধাতু এবং মনোবিজ্ঞান ধাতুর (রূপীয়) আশ্রয় লক্ষণ বিমণ্ডিত। এসবকে পর্যবেক্ষণ ইহার কাজ। ইহার সুষ্ঠু প্রকাশ এসবের পরিবহন করা। রক্তের নির্ভরশীলতায় ইহা দেখা যায়। যা কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা নিবন্ধে (অদ্যা. ৮ম) দেহাভ্যন্তরে বর্ণিত হয়েছে। প্রাথমিক ধাতুসমূহের কার্যকারিতা তুলে ধরে ইত্যাদির দ্বারা ইহাকে সহায়তা করা হয়েছে। ঋতু চিত্ত আহার দ্বারা দৃঢ়ীকরণ করা হয়েছে। এবং আয়ু দ্বারা ইহা সুরক্ষিত এবং ইহা মনোধাতু এবং মনোবিজ্ঞান ধাতুবস্তু বশে কাজ করে। এবং তাদের সাথে তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মাদি।

৬১.১৪ **কায় বিজ্ঞপ্তি** হল বায়ুধাতুতে চিত্তের মূল গঠন - বিগঠন, যার উৎপত্তিতে সামানের দিকে গমন ইত্যাদির কারন ঘটায়। যে গঠন এবং বিগঠন সহজ রূপকায় কঠিনভাবে ধারণ এবং চলনের (গতির) একটি কারণ হয়। (৪৪৮) হার কাজ হল অভিপ্রায় প্রদর্শন।দৈহিক উত্তেজনা ইহার সুষ্ঠু প্রকাশ। ইহার আসন্ন কারণ বায়ু ধাতুতে চিত্তের মূল। কিন্তু ইহাকে কায় বিজ্ঞপ্তি বলে। যেহেতু ইহা কায়িক উত্তেজনা দ্বারা কায়িক বিজ্ঞপ্তির কারণ হয়। এবং যেহেতু ইহা কায়ের মাধ্যমে স্বয়ং বিজ্ঞেয় হয়।

অন্যভাবে ঐ কায়িক উত্তেজনার মাধ্যমে সামনের দিকে চলন গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যে (বিভিন্ন রূপের) চলমানতা যা ঋতুর্জাত। যা উহা দ্বারা চিত্তজ প্রকার গতির সাথে পরস্পরের আবদ্ধ হয়ে যায়। (D.H.S - 636)

১৫. **বাক্য বিজ্ঞপ্তি হল** পৃথিবী ধাতুতে বাক্যের মূল গঠন বিগঠন, যার ধরন এবং বিবর্তনে রূপের মধ্যে পরস্পর আঘাতের ফলে বাক্যের উৎপত্তি ঘটায় (ইহার কাজ হর অভিপ্রায় প্রদর্শন করা।) সুস্পষ্ট প্রকাশ রাজ্যেস্বর সৃষ্টি করা। ইহার আসন্ন কারণ পৃথিবী ধাতুতে চিত্ত সমুপস্থান। কিন্তু ইহাকে কায় বিজ্ঞপ্তি বলা হয়। যেহেতু ইহা স্বরের সাহায্যে অভিপ্রায়র বিজ্ঞপ্তি (প্রকাশ) সৃষ্টির কারণ ঘটায়। এবং যেহেতু ইহা স্বয়ং কথার মাধ্যমে জ্ঞাপনীয়। পক্ষান্তরে কথায় শব্দের মাধ্যমে। যেমন, বনের মধ্যে বন্ধনকৃত ষাঁড়ের মাথার খুলিতে জলের চিহ্ন দেখে জ্ঞাপিত হয় যে সেখানে জল আছে। সেরূপ কায়িক কম্পন বা কথার স্বরে তারা জ্ঞাপিত হয়। (D.H.S - 637)

৬৩.১৬. **আকাশ ধাতু** রূপসীমা নির্দেশক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। রূপের সীমানা প্রদর্শন করা ইহার কাজ, রূপেতে আবদ্ধ রাখাই ইহার প্রকাশ। অথবা ইহা ফাঁক এবং ছিদ্র ধর্ম বশে অস্পৃষ্টব্য। (D.H.S - 638) ইহার পরবর্তী আসন্ন হেতু হল সীমিত রূপ নির্দেশ এবং ইহার কারণে যে কেউ বলতে পারে রূপীয় বস্তু সীমায়িত। যা ইহা উপরে নিচে চতুর্পাশে, উহা।

৬৪.১৭. **রূপ মৃদুতা** সন্থরহীনা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। রূপের গাঢ়ভাব প্রকাশ ইহার কাজ। মৃদুতার পরিবর্তন ইহার উপস্থাপন (প্রকাশ)। মৃদুরূপ রূপান্তর হল ইহার অভিব্যক্তি। ইহার আসন্ন হেতু মৃদুরূপ(D.H.S - 639)

১৮. **রূপ কর্মণ্যতার বৈশিষ্ট্য** হল অনমনীয়তা। রূপের কঠিনত্ব প্রকাশ ইহার কর্মক্রিয়া। যে কোন কাজে অবিরুদ্ধতা ইহার অভিব্যাক্তি। ইহার আসন্ন হেতু হল রূপ কর্মণ্যতা (D.H.S – 640)

১৯. **রূপের লঘুতার বৈশিষ্ট্য** হল লঘুতা যা কয়োপ যোগী হয়ে থাকে। অলঘুতার প্রদর্শন ইহার কর্ম ক্রিয়া। ইহার দুর্বলতা প্রহীন, অভিব্যক্তি। ইহার আসন্ন হেতু রূপ লঘুতা (D.H.S - 641)।

৬৫. **এ তিনটির মধ্যে কোনটি পৃথকনীয় নয়।** তৎসত্ত্বেও এসবের যে ভিন্নতা রয়েছে তা নিম্নের ব্যাখ্যা থেকে বোধগম্য হয়। রূপের মৃদুতা হল রূপের

বিবর্তন। যেমন মৃদু ধর্ম হল রূপীয় উদাহরণ। যেমন যে স্বাস্থ্যবা যে কোন অনমনীয়ত, যে কোন রকম মৃদু রূপান্তর তাতে বিদ্যমান। যা যে কোন রকম রূপের জড়তা সৃষ্টিকারী ধাতুর বিরুদ্ধাচার কারীর প্রতিরোধ করে হেতু প্রত্যয় মূল ইহাই। কর্মণ্যতা হল রূপের বিবর্তন (রূপান্তর) যেমন ,যে কোন রুপীয় দাহরণে রূপান্তরন ধর্ম। রূপীয় কর্মণ্যতার দৃষ্টান্ত যথা- যে কোন সুপরিশুদ্ধ স্বর্ণ, কায় কর্মে যে কোন রকম আনুকূল্যতা বিরাজমান। যা হেতু মূল দ্বারা গঠিত যে ধাতুর যে কোন রকম বিরদ্ধতা প্রতিরোধ সমর্থ। যা অনানুকূল কায় কর্মণ্যতা সৃষ্টি করতে পারে।

৬৬.২০. **রূপোৎপত্তিঃ** রূপের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ) হল গঠন করা। পূর্বের উদাহরণে নিহিত রূপের উন্মুক্ত করণ ইহার কাজ (রস)। পরিচালনা (নিয়ামক) ইহার অসন্ন কারণ বা হেতু।

২১. **রূপের প্রবহমানতাঃ** রূপের ঘটমানতাই ইহার বৈশিষ্ট্য। নোঙর করা (আঁকড়ে ধরা) ইহার কাজ। ইহার সুষ্ঠু প্রকাশ বাধাহীনতা। ইহার আসন্ন কারণ হল রূপ যা আঁকড়ে ধরে রাখে। এগুলোর উভয়ই জতিরূপ বাদী বচন। কিন্তু (উদ্দেসের) সারমর্মের শিক্ষা ধম্ম সংগণিতে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন গঠন এবং প্রবহমানতা (Dh - 1) কিন্তু যেহেতু এখানে অর্থত ব্যতিক্রম নেই, সুতরাং এসবের কথার (নিদ্দেসের)বর্মনায় আয়তনর ব্যবস্থাপন হল রূপের উৎপত্তি এবং রূপের উৎপত্তি হল রূপের ধারাবাহিক প্রবহমানতা বশে বলা

৬৭. রূপের প্রবৃদ্ধি হল জপের ক্রমধারা। (Dh. S. 642, 732, 865) এবং অর্থকথায় বলা হয়েছে ইহা উৎপত্তি, সংস্থাপক প্রবৃদ্ধিকে গঠন বলা হয়। ইহা ক্রমবর্দ্ধমান প্রবাহ। এ প্রসঙ্গে উপমাটি হল" উৎপত্তি হল নদীর গত দিয়ে যখন জল আসে এটি সে সময়ের মতো। এখন গর্ত পূর্ণ হয় এবং উপছিয়ে পড়ে ইহা সে সময়ের মতো। উপমার শেষে কি বলা হল? আয়তন বলা হল 'ব্যবস্থাপন' আর ব্যবস্থাপন বলা হয়েছে 'আয়তন'। সুতরাং ইহা রূপের প্রথম উৎপত্তির উদাহরণ। অর্থাৎ ব্যবস্থাপন অনুসারে অতিরিক্তই উৎপত্তি যাকে বলা হয়েছে ব্যবস্থাপন প্রবৃদ্ধি যাকে বলা হয় উৎপত্তি সংঘটন যাকে বলা হয়েছে ব্যবস্থাপন উপামা প্রদত্ত হয়েছে, উৎপত্তি হল সংঘটন যা একটি নদীর তীরে যখন

জল ধারা ঐছিদ্র যখন পূর্ণ করে সে সময়ের মতো সংঘটন হর যার প্রবহমানতা যখন ইহা উপছিয়ে পড়ে সে সময়ের মতো । এবং উপমার শেষে বলা হয়েছে। সুতরাং কি বলা হয়েছে? আয়তন বলা হয়েছে 'ব্যবস্থাপন' ব্যবস্থাপন বলা হয়েছে'আয়তন' সুতরাং ইহা রূপের প্রথম উৎপত্তি উদাহরণ অর্থাৎ ব্যবস্থাপন অন্যসারের উংপত্তি হল যা উৎপত্তির অতিরিক্ত বশে জন্ম দেয়, যেহেতু ইহা প্রবৃদ্ধি বশে উপস্থিত হয়, পুনরাবৃত্ত উৎপত্তির অপর ধরনও আছে - যা প্রবহমানতার অধিকন্তু উৎপত্তি হয়। যেহেতু ইহা আঁকড়ে ধরতে উপস্থিত হয়। ইহা সেভাবে জ্ঞাতব্য তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৬৮.২২. **বার্ধক্যঃ** বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্য রূপীয় প্রবহমানের পরিপক্কতা (পাকাপোক্ত)। ইহার কর্মক্রিয়া হল (তাদের সাময়িক) তাদের উপর প্রভাব রোপণ, পুরাতন শস্যের মতো ব্যক্তিসত্তার গুণাবলির অবিনাশ নতুনত্বের অবমান। ইহার অভিব্যক্তি। আলম্ব হয় কারণ রূপের পরিপক্ব বার্ধক্যতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'দাঁত ইত্যাদির বিবর্তনের রূপ দর্শনের মাধ্যমে তাদের ভগ্নতা ইত্যাদি (D.H.S - 644)। কিন্তু অরূপীয় ধর্মের ক্ষেত্রে যাতে ঐরূপ কেন বিবর্তন (দৃশ্যপটে) পড়ে না তাকে বলা হয় অন্ত র্নিহিত (লুক্কায়িত) বার্ধক্য। আর তা হল পৃথিবী, আপ, শিলাময় পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, ইত্যাদিকে বলা হয় অপ্রতিহত বার্ধক্য (৪৮০)

৬৯.২৩ **রূপানিত্যতা :** রূপ অনিত্যতা হলো পরিপূর্ণরূপে ভঙ্গ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইহার কৃতকৃত্য হলো রূপীয় উদাহরণ প্রশমিত করা, ধ্বংস করা এবং পতন ঘটান ইহার অভিব্যক্তি। (D.h.s - 645) ইহার আসন্ন কারণ হল রূপ যা সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ হয়ে যায়।

৭০.২৪. **কবলিকৃতাহারঃ** বকলিকৃতাহারের বৈশিষ্ট্য হল (ওজ) পুষ্টিকারকতা। ইহার কাজ খাদ্য সরবরাহ করা। ইহার অভিব্যক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আসন্ন কারণ কায়িক ভিত্তি যাতে কবলি আহার অবশ্য খাওয়াতে হয়।

ইহা একটি পুষ্টিকর গুণ, যার দ্বারা সজীব প্রাণীরা নিজেদের বহন করার একটি শর্ত। (D.H.S - 646)

৭১. এসবই প্রথমত রূপীয় আবহ (উপকরণ) যা মূলগ্রন্থে নিহিত আছে। কিন্তু অর্থকথায় আর সব সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যেমন শক্তি বশে রূপ, প্রজনন, বশে রূপ, জন্ম বশে রূপ, রুগ্নতা বশে রূপ এবং কারো মতে নিষ্ক্রিয়তা বশে রূপ।

প্রথম পদে নিষ্ক্রিয়তা বশে রূপ একসার দ্বারা অস্তিত্বহীন বলে বাদ দেওয়া হয়েছে:

ধ্রুব তুমি মণিবর হও প্রজ্ঞাবান
নাহি রবে তোমা মধ্যে কোন নীবরণ। (R.N - 541)

অবশিষ্টের মতে বার্ধক্য দ্বারা রুগ্নতা এবং অনিত্যতা বশে রূপ সংযুক্ত উৎপত্তি এবং প্রবহমানতা দ্বারা জন্ম বশে রূপ, আপধাতু দ্বারা প্রজনন বশে রূপ এবং বায়ু ধাতু দ্বারা শক্তি বশে রূপ। সুতরাং এসবের কোনটির অস্তিত্ব না থাকলেও পৃথকভাবে গৃহীত হয়েছে ঃ ইহাতেই ঐকমত্যে উপনীত হয়েছিল।

সুতরাং ইহাতে ২৪ প্রকার রূপ এবং ইতপূর্বে বর্ণিত প্রাথমিক ধাতুর রূপ গৃহীত হয়েছে। যার চারটি অংশসহ একত্রে ২৮ প্রকার এর কমও নয় (বেশিও নয়)

৭২. এবং সমস্তই (২৮প্রকার রূপ) হেতুহীন, অহেতুক, হেতু বিপ্রযুক্ত, হেতুমুক্ত, লোকীয়, আসবযুক্ত বশে এক প্রকার ইত্যাদি (D.H.S - 584)।

অন্তঃ এবং বাহির , স্থূল এবং সূক্ষ্ম, দূর এর নিকট, উৎপাদ্য এবং অনুৎপাদ্য, ইন্দ্রিয় এবং অনিন্দ্রিয়, উৎপন্ন এবং অনুৎপন্ন বশে সাসব এবং অনাসব বশে রূপ দ্বিবিধ।

৭৩. এখানে চক্ষু ইত্যাদি পাঁচ প্রকার অভ্যন্তরীণ কারণ রূপা এগুলো আত্মভাবের অংশ বশে সংঘটিত (প্রবর্তিত) হয়। অবশিষ্ট গুলো

বাহিরের কারণ। এগুলো আত্ম ভাবের বাহিরে চক্ষাদি শুরু করে নয়টি এবং তিনটি ধাতু, আপধাতু ব্যতীত সব মিলে বার প্রকার হয় মোমুটি বশে ধরে নেওয়া হয়। এসব ঘটমান বশে গৃহীতব্য বলে সূক্ষ্ম কারণ উহারা তাদের বিপরীতগুলো সূক্ষ্ম। যা সূক্ষ্ম তা দূরবর্তী কারণ ইহা গভীর ভাবে অভিভূত করা কষ্টকর। অপরসব নিকটে কারণ এসব গভীর ভাবে অভিভূত করা সহজ। চার ধাতু, চক্ষাদি তের প্রকার, কয়লিকৃতাহার এবং আঠার প্রকার রূপ পরিচ্ছেদ বিকার লক্ষনযুক্ত উৎপন্ন। কারণ এগুলো অতিক্রম বশে অনুৎপন্ন। চক্ষাদি পাঁচ প্রকার রূপ হল সংবেদনশীল রূপ। ইহাছাড়া বিপরীত গুলো অসংবেদনশীল (অপ্রসাদ) রূপ। সংবেদনশীলের মধ্যে স্ত্রীন্দ্রিয়াদি সহ অধিপতি অর্থে ইন্দ্রিয়। বিপরীতগুলো অনিন্দ্রিয়। আমরা পরবর্তীতে যা বর্ণনা করব তা হল কর্মজ অধ্যায় ২০, ২৭ যা হল দৃঢ় সংলগ্ন । কারণ দৃঢ় সংলগ্ন (উপাচিন্ন) কর্ম দ্বারা অর্জিত। অবশিষ্ট গুলো তার বিপরীত বলে কর্মজ নয়।

৭৪. পুনশ্চ, সকল প্রকর রূপ দৃশ্যমান (সন্নিদসস) কর্মজ বশে তিন প্রকার। (D.h.s - 2) এখানে স্থুল , দৃশ্যমান বোধ হল। দৃশ্যমান প্রভাব অবশিষ্টগুলো অদৃশ্যমান প্রভাব। সব স্থুর রূপ অদৃশ্যমান প্রভাবহীন। সুতরাং প্রথমত দৃশ্যমান ত্রিক বশে ইহা তিন প্রকার।

৭৫. কর্মজ ত্রিক ইত্যাদি অনুসারে কর্ম থেকে জাত বলে কর্মজ। ঐ জন্ম অপরাপর জন্মের হেতু থেকে ভিন্ন, অকর্মজ। কোন কিছু থেকে জন্ম নয় তা হল কর্মজ নতুবা অকর্মজ।

৭৬. চিত্ত থেকে জন্ম চিত্তজ। চিত্তজ ব্যতীত জন্ম অচিত্তজ জন্ম। কোন প্রত্যয় থেকে জন্ম রয় এরূপ জন্ম হল চিত্তজ অথবা অচিত্তজ আহর থেকে জাত আহারজ। এছাড়া অন্য প্রত্যয় হতে হাত অনাহারজ। কোথও হতে হাত নয় তা আহারজ নয় অনাহারজ নয়। নতু থেকে জাত ঋতুজ। তাছাড়া কোন হেতুতে জাত নয় অঋতুজ। কোথাও থেকে জাত নয় নৈব ঋতুজ না ঋতুজ। এরূপে কর্মজ দৃষ্টি বশে ত্রিবিধ।

৭৭. এখানে উৎপন্ন (উপদিন্ন) রূপ হল স্থুল (রূপ-রূপ)। আকাশ ধাতু পরিচ্ছেদ রূপ। কায় বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি কর্মণ্যতা পর্যন্ত রূপকে (বিকার)

বিবর্তন রূপ, বলে। জন্ম, জরা এবং নিষ্পন্ন রূপ ইহার বৈশিষ্ট্য। এভাবে স্থূল বশে রূপ চার প্রকার ইত্যাদি।

৭৮. এখানে যাকে হৃদয়রূপ বলে তা বস্তু দ্বার নহে। বিজ্ঞপ্তি দ্বার দ্বয় দ্বারবস্তু নয়। প্রসাদরূপ বস্তু এবং দ্বার । অবশেষ বস্তু কিংবা দ্বার কোনটাই নয়। সুতরাং কায়বস্তু অনুসারে রূপ চার প্রকার।

৭৯. পুনশ্চ ইহারা পাঁচ প্রকার যথা : একজ, দ্বিজ, ত্রিজ, চর্তুজ এবং কোন কিছুর জন্ম নয়।

এখানে যা মাত্র কর্মজ অথবা চিত্তজ মাত্র তাকে বলা হয় একজ। এ গুলোর সাথে হৃদয়বস্তু ইন্দ্রিয় রূপ হল কর্মজ। বিজ্ঞপ্তি দ্বয় হল চিত্তজ। যা চিত্ত এবং ঋতুজাত তাকে দ্বিজ বলে। তা শব্দায়তন স্বরূপ। যা ঋতু চিত্ত, আহর থেকে জাত তা ত্রিজ নামে অভিহিত। তা লঘুদৃষ্টি সম্পন্ন। যা চার প্রকার কর্মে জাত। তা চর্তুজ নামে অভিহিত। অবশিষ্ট ছাড়া সবই রূপ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। কিন্তু রূপ বৈশিষ্ট্য বশে কোন রূপ জন্ম নেই। কেন? কারণ কোন উৎপাদের থেকে উৎপত্তি নেই। যা রূপায়তন, শব্দায়তন, গন্ধায়তন রসায়তন, স্পর্শায়তন , আকাশ ধাতু , আপ ধাতু, রূপের লঘুতা, রূপের মৃদুতা, রূপের কর্মণ্যতা, রূপের জড়তা, রূপ (সন্ততি) প্রবহমানতা, কবলিকৃতাহার - এসব ধর্মে চিত্ত সমূপস্থান ইত্যাদি ধর্মজ (যাকে উৎপত্তি বলে)। যে কোন স্থান থেকে জন্ম হোক ডাকে গ্রহণযোগ্য করে জ্ঞাতব্য। যেহেতু আদিতে জাতি কোথা হতে ছিন্ন হল অজ্ঞাত। সে কারণে রূপ জনক প্রত্যয় কৃত্যানুভাবক্ষণে। দ্রষ্টব্য বলে বিবিতব্য। এ পর্যন্ত রূপস্কন্ধের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রথমাংশ।

(বিজ্ঞান স্কন্ধ)

৮১. অবশিষ্ট স্কন্ধসমূহের মধ্যে যে কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুভূত হোক না কেন, সবকে একত্র করে জ্ঞাতব্য বেদনা স্কন্ধ। যেসব সঞ্জানন লক্ষণ সম্পন্ন তৎসমুদয় একত্র করে জ্ঞাতব্য সংজ্ঞা হল স্কন্ধ। এবং সংগঠন যেসব বৈশিষ্ট্য থাকুক না কেন, সব একত্র করে সংস্কার স্কন্ধ। এবং বিজানন লক্ষণ সম্পন্ন যা থাক না কেন সব একত্রে বিজ্ঞান স্কন্ধ। এখানে যেহেতু অবশিষ্ট সহজবোধ্য বিধায় আমরা বিজ্ঞান স্কন্ধের অর্থকবা নিয়ে আরম্ভ করব।

৮২. যা কিছু বিজানন লক্ষণ সম্পন্ন তৎসমূদয় একত্র করে বিজ্ঞান স্কন্ধ বলে জ্ঞাতব্য বলে উক্ত। বিজাননের লক্ষণ কি ? যেমন বলা হয়েছেঃ আয়ুষ্মানগণ "ইহা জ্ঞাত হয়" সে কারণে বিজ্ঞান বলে উক্ত। বিজ্ঞান , চিত্ত, (মন, বিজ্ঞান) এবং মন একই অর্থে প্রযুক্ত।

(৮৯ প্রকার চিত্ত ২য় (টেবল) তালিকায় দ্রষ্টব্য)

জ্ঞাত অর্থে যদিও (চিত্ত) একই জ্ঞাতানুসারে প্রত্যেকটি জানার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। আর তা প্রকার অনুসারে তা তিন ভাঁজে বিভাজিত যথা : ১) কুশল ২) অকুশল এবং ৩) অব্যাকৃত।

৮৩.১. ক. তন্মধ্যে ভূমি ভেদে কুশল চার প্রকারঃ কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর এবং লোকোত্তর। তন্মধ্যে কামাবচর সৌমনস্য উপেক্ষা জ্ঞান সংস্থার ভেদে আট প্রকার । যথা : ১) সৌমনস্য সহগত ২) জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ৩) অসংস্কার এবং ৪) সসংস্কার তথা ৫) জ্ঞান বিপ্রযুক্ত। (৪৫৩)

৮৪. ১) যখান কোন লোক প্রতিপক্ষকে মনোজ্ঞ দান দিয়ে অথবা গ্রহণ করে ইত্যাদি অথবা এরূপ সৌমনস্যের কারণ ঘটায় এবং সম্পর্কে যা ঘটে থাকে সম্যক দৃষ্টি উপস্থাপন করে এরূপে শুরু করবেন "দানে পুণ্য হয়, (M.i - 288) তিনি নিঃসন্দেহে এবং অন্যের অপ্রার্থিত রূপে দান দিয়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে ইত্যাদি। তখন তার চিত্ত সৌমনস্য সহগত হয়। জ্ঞান সম্প্রযুক্ত এবং অসংস্কারিক হয়। (২) কিন্তু যখন কোন লোক পূর্ব বর্ণিত মতে আকণ্ঠ খুশি (সৌমনস্য) হয় এবং যখন সম্যক দৃষ্টি প্রবল হয় যদি তিনি দ্বিধান্বিত হয়ে মুক্ত উদারতা ইত্যাদি অথবা অন্যের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে করে তবে তার চিত্ত শেষের সসংস্কারিক হয়। একারণে 'সংস্কার' শর্তটি পূর্বাহ্নে তার

৮৫. দ্বারা বা অপবের প্রয়োগ বচন ৩) কিন্তু যখন কোন কচি ছেলেমেয়ে তাদের আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারগত আচরণ দেখে স্বাভাবিক অভ্যাস গড়ে উঠে এবং ভিক্ষুদের দেখে উৎফুল্ল হয় এবং তৎমুহূর্তে তাদের হাতে যা থাকে তা দান দেয় অথবা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তখন তৃতীয় প্রকার চিত্ত উৎপুন্ন হয়। ৪) কিন্তু যখন তাদের আত্মীয়রা যেভাবে নির্দেশ করে : দান দাও বন্দনা কর তখন তৃতীয় প্রকার চিত্ত উৎপত্তি হয় (৫)-(৮) কিন্তু যখন চিত্ত উপরোক্ত চার প্রকার উদাহরনে সৌমনস্য থাকে না

, দান যোগ্যতম প্রতিগ্রাহক অথবা গ্রহীতা ইত্যাদি অথবা এরূপ সৌমনস্যের অভাবের মাধ্যমে অতঃপর অবশিষ্ট চার যাতে উপেক্ষা সহগত বিক্যমান উৎপত্তি হয়।

সুতরাং কামাবচর কুশল (চিত্ত) সৌমনস্য উপেক্ষা , জ্ঞান, সংস্কার এবং প্রোৎসাহিত শর্ত ভেদে আট প্রকার বলে জ্ঞাতব্য।

৮৬.১. খ. রূপাবচর ধ্যানাঙ্গ যোগ ভেদে পাঁচ প্রকার সহগতরূপে ধ্যানাঙ্গসমূহ এতে সম্পৃক্ত।যথা: বলা হয়েছে৯) প্রথমধ্যান বিতর্ক , বিচার, প্রীতি, সুখ , একাগ্রতা, সহগত ১০) দ্বিতীয় ধ্যান বিতর্ক সহগত ১১) তৃতীয় ধ্যানে বিচার সহগত ১২) চতুর্থ ধ্যান প্রীতি সহগত ১৩) পঞ্চম ধ্যান উপেক্ষা একাগ্রতা এবং, সুখ অগমৃত হয়।

৮৭.১. গ. অরূপাবচর চার অরূপ ধ্যান বশে চার প্রকার। যথা: ১৪) আকাশানন্তায়তন সম্প্রযুক্ত প্রথম অপর পক্ষে ১৫)-১৭) দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যান যথাক্রমে বিজ্ঞানন্তায়তন সম্প্রযুক্ত এবং ইত্যাদি।

৮৮.১. ঘ. লোকোত্তর সম্প্রযুক্ত চার প্রকার: ১৮)-২১) মার্গ।সুতরাং প্রথমত: কৃশাল বিজ্ঞান চিত্ত স্বয়ং একুশ প্রকার (৪৫৪).

৮৯.২. অকুশল ভূমি অনুসারে অকুশল এক প্রকার । তাও শুধু কামাবচরের মধ্যে। মূল বশে ইহা তিন প্রকার: খ) লোভমূলক খ) দ্বেষমূলক গ) এবং মোহমূলক।

৯০.২. ক. এখানে ২২)-২৯) তন্মধ্যে লোভমূলক আট প্রকার। এসবকে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে: সৌমনস্য, উপেক্ষা, (মিথ্যা)দৃষ্টি, এবং সংস্করন বশে। (আবশ্যক অনুষঙ্গ) যাতে বলা হয়েছে (২২) ঃ যখন সৌমনস্য সহগত এবং অসংস্করণ (অনাবশ্যক হেতু অনুষঙ্গ) অথবা (২৩) সংস্করণ (আবশ্যকীয় হেতু) অথবা (২৪) মিথ্যাদৃষ্টি বিপ্রযুক্ত এবং অনুরূপভাবে (অনাবশ্যক হেতু) অথবা (২৫) আবশ্যকীয় হেতু (অসংস্কৃত) এবং অথবা (২৭) সসংস্কৃত অথবা (২৮)ইহা মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিপ্রযুক্ত হয় এবং অনুরূপভাবে অসংস্কৃত বা (২৯) সসংস্কৃত হয়।

৯১.(২২) যখন একজন লোক মিথ্যা দৃষ্টির চূড়ান্তে গিয়ে সুখী এবং পূর্ণতায় তৃপ্ত হয়, আদিতে আরম্ভ করে " কাম ভোগে কোন (আদিনব) বা শঙ্কা নেই (M.i - 307) এবং হয়ত সজ্ঞানে কামভোগ কর, ইহা তার নিজস্ব কামনা অথবা দৃষ্টধর্ম দৃশ্যাদি বিশ্বাসে (২৩) যখন নন্দ সমুৎসাহিত চিত্ত

উৎপন্ন হয় তখন (প্রকৃত) অথবা স্বভাবানুসারে অনুৎসাহিত চিত্ত উৎপন্ন হয় প্রথম অকুশল তখন দ্বিতীয় (২৪) কিন্তু যখন মিথ্যা দৃষ্টি অপ্রধান যাকে কেবল আমোদ প্রমোদে থেকে তখন মৈথুন সেবন করে , পরের সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, পরের সাথে ঝগড়া করে, হরণ করে, স্বভাবানুসারে চিত্তে অনুৎসাহিত বোধ করে তখন তৃতীয় অকুশর চিত্ত উৎপন্ন হয। যখন (২৫) মন্দ সমুৎসাহিত চিত্তে অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তখন চতুর্থ। (২৬) -(২৯) কিন্তু যখন কাম সমূহ অথাব অন্যের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় অথবা সৌমনস্য হেতুর অভাবে এ চারটিতে বিকল্পে সৌমনস্য ভাব রহিত হয় তখন শেষ চারটিতে উপেক্ষা সহগত উৎপত্তি হয়। এ রুপে সৌমনস্য উপেক্ষা দৃষ্টিগত সংস্করন ভেদে আট প্রকার লোভ মূল বলে বিদিতব্য।

৯২.২.খ. **দ্বেষমূলক :** ইহা দুঃখ সহগত এবং রাগ সম্প্রযুক্ত অসংস্কৃত সসংস্কৃত (৩০) -(৩১) ভেদে দুই প্রকার তন্মধ্যে প্রাহিত্যা ইত্যাদি তীক্ষ্ণ-স্বচ্ছ প্রকর্তন কালে প্রবর্তিত হয় বলে বিধিতব্য।

৯৩.২.গ. **মোহমূলক** : ইহা উপেক্ষা সহগত বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত অসসংস্কৃত সসংস্কৃত ভেদে (৩২)-(৩৩) দুই প্রকার। ইহার সমাপ্তিতে বিক্ষেপ কালে প্রবর্তিত হয় বলে বিধিতব্য। এরূপে অকুশল বিজ্ঞান দ্বাদশ প্রকার।

৯৪.৩. **অব্যাকৃত :** ইহা দুই প্রকার :(১) বিপাক (ফলাফল) এবং (২) ক্রিয়া। তন্মধ্যে বিপাক ভূমি চতুর্বিধ : কামাবচর,রূপাবচর অরূপাবচর এবং লোকোত্তর। তন্মধ্যে কামাবচর দুই প্রকার: কুশল বিপাক এবং অকুশর বিপাক। কুশল বিপাখ আবার দুই প্রকার : অহেতুক এবং সহেতুক।

৯৫.৩.ক. (১) তন্মধ্যে অলোভ ইত্যাদি বিপাক হেতু বিরহিত অহেতুক । (৩৪) তা চক্ষু বিজ্ঞান, (৩৫) – (৩৮) শ্রোত্র, গন্ধ, জিহ্বা, কায় বিজ্ঞান স্বীকৃতি কৃত্য, মনোধাতু (৩৯) অনুসন্ধিৎসা কৃত্য, দুই মনো বিজ্ঞান (৪০)-(৪১) ধাতু এরূপে আট প্রকার। (৪৫৫)

৯৬.৩. **চক্ষু বিজ্ঞান :** এখানে (৩৪) চক্ষু বিজ্ঞান হল চোখ সংমিশ্রিত রূপকে জানার বৈশিষ্ট্য। ইহার কৃত্য দর্শনীয় আলম্বন উপাত্ত। দর্শনীয় উপাত্ত নিয়ে ইহার অভিব্যক্তি। ইহার আসন্ন হেতু হল মনোধাতুর আরম্বন কৃত্যের প্রস্থান (৭০)

(৩৫)-(৩৮) **শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় বিজ্ঞায় :** শব্দ ইত্যাদিতে লিপ্ত আলম্বন ইহার বৈশিষ্ট্য। শব্দাদির অভিমুখী ভাব ইত্যাদি কাজ। শব্দালম্বন ইত্যাদির আসন্ন হেতু মনোধাতুর (৭০) ক্রিয়ার প্রস্থান।

৯৭. (৩৯) **মনোধাতু :** চক্ষু বিজ্ঞান ইত্যাদি অনন্ত রূপ সমূহকে জানার বৈশিষ্ট্য হল মনোধাতু । রূপ ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত হওয়া ইহার কৃত্য। তদ্ভস্থ হওয়া ইহার আসন্ন হেতু । চক্ষু বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রস্থান ইহার আসন্ন কারণ।

মনো বিজ্ঞান ধাতু: অহেতুক গড়ায়তন বিশেষভাবে জানার (৪০) - (৪১) বৈশিষ্ট্য দুই প্রকার : অনুসন্ধান কৃত্য ইত্যাদ ইহার বৈশিষ্ট্য। অনুসন্ধান করা ইহার কৃত্য। তদ্ভাবস্থা হওয়া ইহার কর্মক্রিয়া হৃদয়বস্তু হল আসন্ন হেতু।

৯৮. কিন্তু ইহার সৌমনস্য (হৃষ্ট মন) সহগত বা উপেক্ষা সহগত ভেদে এবং ইহার অদৃশ্য অনুসারে দুই মনোভাব অবস্থান এবং পঞ্চ অবস্থান ভেদে শ্রেণিকরণ করণ করা হয়েছে এগুলোর জন্যে-(৪০) একটি সৌমনস্য সহগত। কারণ ইহার উপস্থিতি সম্পূর্ণ রূপে যখন অনালম্বন অবস্থা বিরাজ করে এবং ইহার দুই অবস্থান (চিত্তবীথি) কারণ ইহা পঞ্চ দ্বারে অনুসন্ধান উৎপত্তি ঘটে। এবং পরে জবনান্তে তদালম্বন (নিবন্ধন) হয়। (৪১) অপরটি উপেক্ষা সহগত হয়। কারণ ইহার উপস্থিতি হয় যখন এরূপে নিরপেক্ষ আলম্বন উৎপত্তি হয়। এবং ইহার পাঁচটি অবস্থান (মনোভাব) বিদ্যমান। যেহেতু ইহা অনুসন্ধানীর (সন্তীকরণ) নিবন্ধন (তদালম্বন) প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং মৃত্যু (প্রবতিত) বশে সংঘটিত হয়।

৯৯. এবং এই আট প্রকার বিপাক চিত্তে দুই প্রকার অহেতুক আর যেহেতু অপরিবর্তনীয় আলম্বন এবং পরিবর্তনীয় আলম্বন বিদ্যমান। ইহা আবার সৌমনস্য (কায়), সুখ (মানসিক) এবং উপেক্ষা ভেদে তিন প্রকার। যেহেতু (৩৪)-(৩৮) পাঁচ প্রকার চিত্তের প্রত্যেক প্রকারে একটি অনমনীয় আলম্বন আছে। যেহেতু এগুলো পরিদৃশ্যমান উপাত্ত ইত্যাদিতে ক্রমে উৎপত্তি হয়। অবশেষ (৩৯)-(৪১) গুলোতে নমণীয় আলম্বন বিদ্যমান। এখানে (৩৯) দৃশ্যমান পাঁচ প্রকার উপাত্তসহ মনোধাতু উৎপত্তি হয়। এবং (৪০)-(৪১) দুইটি অপর ছয়টির সাথে মনোবিজ্ঞান ধাতু উৎপত্তি হয়। এখানে যা হোক, কায়বিজ্ঞান কায়িক

সৌমনস্যের সাথে সম্পৃক্ত। মনোবিজ্ঞান ধাতু (৪০) দুইটির অবস্থান সুখ (মানসিক) সহগত, অপরটি (৪১) উপেক্ষা সহগত হয়।

সুতরাং , প্রথমত অহেতুক কুশল বিপাক হেতু অষ্টবিধ বশে জ্ঞাতব্য।

১০০.৩.ক. (অ) .২. **সহেতুক:** অলোভ বিপাক হেতু সম্প্রযুক্ত বলেই (৪২)-(৪৯) সহেতুক। তা কামাবচর কুশলের ন্যায় সৌমনস্য ইত্যাদি ভেদে (১)-(৮) অষ্টবিধ। এবং যথা ; দানাদি বশে কুশল দ্বারা ছয় প্রকার আলম্বনে প্রবর্তন হয়। শুধু তাই নয়, এই প্রতিসন্ধি-ভবাঙ্গ -চ্যুতি তদালম্বন অনুসারে পরিত্রাণ ধর্ম পরিপূর্ণ কারীর যেমন ছয় প্রকার আলম্বনের প্রবর্তন হয়। সংস্কারকে সংস্কার ভেবে এবং ইহার আগমন ইত্যাদি অনুসারে জ্ঞাতব্য (৪৫৬)। এবং সম্প্রযুক্ত ধর্ম বিশেষের অবর্তমানে আয়নাতে-মুখচ্ছবি ন্যায় নিরুৎসই বিপাক মুখের সোৎসাহ কুশলের মতো জ্ঞাতব্য ।

১০১.৩.ক.(আ) **অকুশল বিপাক:** যদিও শুধু অহেতুক বলেই অকুশল বিপাক বলে। ইহা সাত প্রকার (৫০) যথা : চক্ষু বিজ্ঞান (৫১) –(৫৪) স্রোত , ঘ্রাণ , জিহ্বা এবং কায় বিজ্ঞান (৫৫) শ্রোতৃক্রিয়া যুক্ত মনোধাতু এবং (৫৬) পঞ্চস্থান অবস্থানে অনুসন্ধানী কর্ম সংযুক্ত মনোবিজ্ঞান ধাতু । ইহার বৈশিষ্ট্য পরিচয় অহেতুক কুশাল বিপাক মতে জ্ঞাতব্য। (৩৪)-(৪১)।

১০২. কুশল বিপাকে যদিও মাত্র গ্রহণীয় (ইচ্ছা) বা গ্রহণীয় মধ্যস্থ আলম্বন বিদ্যমান যখন এসব অগ্রহণীয় বা অগ্রহণীয় মধ্যস্ত আলম্বন মাত্র। পূর্বেরটি শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। এগুলোকে আর কায়িক দুঃখ এবং উপেক্ষানুসারে দ্বিবিধ। অবশিষ্ট উপেক্ষা সহগত। এবং এসবের মধ্যে উপেক্ষা হল হীন দৃঃখ সদৃশ ইতরের মধ্যে অতিহীন নয়, উপেক্ষা প্রণীত (শ্রেষ্ঠ) সুখ সদৃধ হীন নয়। সুতরাং এই সপ্তবিধ অকুশল বিপাক এবং পূর্বোক্ত ষোল প্রকার কামাবচর বিপাক চিত্ত প্রযুক্তে তেইশ প্রকার হয়।

১০৩.৩.খ **রূপাবচর:** কুশলের মতো (৯)-(১৩) রূপাবচর পাঁচ প্রকার (৫৭)-(৬১) কিন্তু কুশল এবং সমাপত্তি বশে জন্ম (জীবন) বীথি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই উপপত্তি (জ্ঞানগত) প্রতিসন্ধি ভবাঙ্গ চ্যুতি (মৃত্যু) বশে যা লাভ (ধ্যান) তা রূপাবচর নামে খ্যাত।

১০৪.৩.(১) গ **অরূপবচর** : ইহা রূপাবচরের মতো (সে কামাবচর কুশালের ন্যায়) মত অরূপাবচর (৬২)-(৬৫)। কুশলের মতো ইহাও চার প্রকার (১৪)-(১৭)। রূপাবাচর এর মতো একই ভাবে উৎপত্তি হয়।

১০৫. ৩.(১) ঘ **লোকোত্তর বিপাক**: ইহা চার প্রকার (৬৬)-(৬৯) । কারণ ইহা চার মার্গ সম্পৃক্ত চিত্ত ফল (১৮)-(২১) । ইহার উৎপত্তি দুই প্রকার: যা ফল জবন মার্গ এবং সমাপত্তি ফল বশে। সুতরাং চার ভুমিতে বিপাক বিজ্ঞান ছয়ত্রিশ প্রকার।

১০৬.৩.(২) **ক্রিয়া** : ভূমি অনুসারে ক্রিয়া তিন প্রকার ঃ (ক) কামাবচর (খ) রূপাবচর (গ) অরূপাবচর। এখানে ৩. (২) ক. কাম ভূমি দুই প্রকার: (১) অহেতুক এবং (২) সহেতুক।

৩.(২) ক(১) এখানে অহেতুক হল অলোভ ইত্যাদি ফলহেতু এবং (১৭)-(৭২) মনোবিজ্ঞাধাতু।

১০৭. এখানে (৭০) মনোধাতুতে চক্ষু বিজ্ঞানের ইত্যাদির অগ্রবর্তী বিধায় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং দৃশ্যমান উপাত্ত এবং ইত্যাদি। ইহার কর্মক্রিয়া হল আবর্জন । দর্শনীয় উপাত্তের সাথে মুখামুখী হওয়া ইহার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। ইহার আসন্ন হেতু জীবন সন্ততির (চিত্তের অমাগত ঘটন) মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। ইহা একমাত্র উপেক্ষা সম্পৃক্ত।

১০৮. কিন্তু মনোবিজ্ঞান ধাতু দুই প্রকার। যথা : সাধারণ এবং অসাধারণ।(৪৫৭) তন্মধ্যে সাধারণ হল উপেক্ষা সহগত হেতুক্রিয়া ষড়ায়তন বিজানন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইহার কৃত্য হল পঞ্চদ্বারে নিবদ্ধকরণ এবং মনোদ্বার আবর্জন স্থিরীকৃত স্মৃতি আবর্জন ইহর কাজ। সেসবের ধারাবাহিকতা (শেষোক্ত দুটি ক্রিয়া) ধর্মের সুষ্ঠু প্রকাশ ইহার আসন্ন হেতু। হয়ত বিপাক মনোবিজ্ঞান ধাতু অহেতুক নতুবা জীবন সন্ততির মধ্যে একটি অপগমন পরিহার করা, (৭২) অসাধারণ সৌমনস্য (সুখ) সহগত অহেতুক ক্রিয়া (মনোধাতু) ইহার বৈশিষ্ট্য হল ষড়ালম্বন জ্ঞাত করণ। ইহার কৃত্য হল অর্হৎগণের মুখে হাসি ফুটানোর কারণ হওয়া।যা ইহার সুষ্ঠু অভিব্যাক্তি (শেষোক্ত কৃত্যে) ধারাবাহিক ধর্ম (অবস্থা) ইহার আসন্ন হেতু একান্তই হৃদয় বস্তু। এভাবে কামাবচর ক্রিয়া অহেতুক ত্রিবিদ।

১০৯.৩.(২) ক ২ **সহেতুক** : সহেতুক ও সৌমনস্যাদি ভেদে আট প্রকার (৭৩)-(৮০) কুশলের মতো (১)-(৯) শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে। যখন কুশল শৈক্ষ্য এবং পৃথগজনের মধ্যে উদয় হয় অর্হৎগণের মধ্যে শুধু উদয় হয়। এখানে ইহাই পার্থক্য।

সুতরাং প্রথমত : কামাবচর এগরো প্রকার।

৩.(২)৩.২.গ **রূপাবচর** : ইহাও (৮১)-(৮৫) রূপাবচরের মতো অরূপাবচরের (৮৬) - (৮৯) কুশলের মতো পাঁচ প্রকার এবং চার প্রকার। কিন্তু এসব কুশল হতে সার্থক বলে জ্ঞাতব্য। এসবে একমাত্র অর্হৎগণের মধ্যে উদিত হয় সুতরাং কর্মক্রিয়া বিজ্ঞান বিশ প্রকার ভূমির মধ্যে শুধু তিন ভূমিতে বিদ্যমান।

১১০. সুতরাং ২১ প্রকার কুশল ১২ প্রকার অকুশল , ৩৬ প্রকার বিপাক এবং ২০প্রকার ক্রিয়া যুক্ত করে বিজ্ঞান ৮৯ প্রকার হয়। এসব নিম্নোক্ত ১৪ প্রকার অবস্থায় সংঘটিত হয়। যথা : ১) প্রতিসন্ধি ২) গ্রহণে ১০) অন্বেষণে ১১) স্থিরতায় ১২) জবনে ১৩) নিবন্ধনে ১৪) এবং মরণে।

[১৪ প্রকার অবস্থায় চিত্ত প্রবর্তন]

১১১. (ক) তা কিরূপে সংঘটিত হয়? যখন আটপ্রকার কামাবচর কুশল অনুভব হয়। তখন কারো মৃত্যু হলে দেবতা এবং মানবের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তখন তাদের মৃত্যুকালে প্রত্যুৎপন্ন কর্ম-কর্ম নিমিত্তের অন্যতর নিমিত্তের আলম্বন করে আট প্রকার সহেতুক কামাবচর বিপাক উপেক্ষা সহগত হেতু বিপাক মনোবিজ্ঞান ধাতু জার প্রতিসন্ধি গ্রহণের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। যখন রূপাবচর-অরূপাবচর কুশলের প্রভাবে রূপ এবং অরূপের ভবে নিবর্তিত হয় তখন তাদের মৃত্যুকালে সমুপস্থিত হয় তখন কর্ম নিমিত্তরা আলম্বন করে নতুন রূপাবচর বিপাক সমূহ প্রতিসন্ধি বশে উপস্থিত হয়।

১১২. যখন অকুশলের প্রভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তখন তাদের মৃত্যু কালে সমুপস্থিত (প্রত্যুপ্রস্থান) কর্ম নিমিত্ত , গতিনিমিত্তের অন্যতর আলম্বন করে একাকী (স্বয়ং) অকুশল বিপাক অহেতুক মনো বিজ্ঞান ধাতু প্রতিসন্ধি বশে প্রবর্তিত হয়। এরূপে তৎসমূহ উনিশ প্রকার বিপাক জ্ঞান প্রতিসন্ধিকালে (বশে) প্রবর্তিত হয় বলে বিদিতব্য।

১১৩. যখন অকুশলের (২২)-(৩৩) প্রভাবের মাধ্যমে তারা দুঃখময় স্থানে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে তখন এক প্রকার অকুশল বিপাক মনোবিজ্ঞান ধাতু অহেতুক (৫৬) প্রতিসন্ধি উৎপত্তি হয়। এবং ইহা কর্ম-কর্ম নিমিত্ত এবং গতি নিমিত্তের অন্যতর নিমিত্ত আলম্বন গ্রহণ করে। এবং তা মরণাসন্নকালে উপস্থিত হয়।(৪০৮) ইহা প্রথমত যে রূপে উনিশ প্রকার বিপাক বিজ্ঞান কি ভাবে উৎপত্তি হয় প্রতিসন্ধি বশে জ্ঞাতব্য।

১১৪. খ) যখন প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, তখন নিম্নোক্ত যে কোন প্রকার আলম্বনে জবন চিত্তের উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় একই রকম হয় । যতক্ষণ পর্যন্ত ধারাবাহিকতার বিঘ্ন ঘটানোর জন্য চিত্তের উদয় হয়। সেসব সীমাহীনভাবে স্বপ্ন বিহীন নিদ্রা ইত্যাদির সময়কাল পর্যন্ত ঘটে থাকে। নদীর স্রোতের মতো । ইহা যেভাবে ঐসব একই (ঊনবিংশতি প্রকার) প্রকার বিজ্ঞান জবন চিত্ত বশে জ্ঞাতব্য।

১১৫. গ) এভাবে প্রবর্তিত হলে অবচেতন (ভবাঙ্গ) ঘটমানে যখন প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সমূহ আলম্বন গ্রহণ মান হয তখন চক্ষুপথে আগত রূপে রূপ প্রত্যয় চক্ষু প্রসাদ ঘটে। তা হতে ঘটানুভারের দ্বারা অবচেতন (ভবঙ্গ) চালিত হয়। অতঃপর উহার নিরোধে অবচেতনে (ভবাঙ্গে) সেরূপ রূপালম্বন করে অবচেতন বিচ্ছিন্ন মানের মত আবর্জন কৃত্য সাধনে রত থেকে ক্রিয়া মনোধাতু উৎপত্তি হয়। শ্রোত্র দ্বার সমূহেও এরূপ ।

১১৬. মনো দ্বার ছয় প্রকারের মধ্যে যে কোন এক আলম্বনের দূরত্ব ক্রমে অবচেতন চারমানের চার অবচেতন বিচ্ছিন্ন রূপের মত আবর্জন কৃতাবস্থায় স্থিত থেকে অহেতুক ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান ধাতুর উৎপত্তি হয়। উপেক্ষা সহগত এরূপ দুই প্রকার ক্রিয়া বিজ্ঞান আবর্জন বশে প্রবর্তিত হয় বলে জ্ঞাতব্য। সেভাবে দুই প্রকার ক্রিয়া বিজ্ঞান উৎপত্তি হয় আবর্জন বশে তা জ্ঞাতব্য।

১১৭. ১) আবর্জনের পর যাবৎ চক্ষুদ্বারে দর্শনকৃত্য সমাধান করে চক্ষু প্রসাদ বস্তু চক্ষু বিজ্ঞান হয়। শ্রোত দ্বারে শ্রবণাদি কৃত্যাদি গ্রহণ করে শ্রোত্র , গন্ধ, জিহ্বা, কায় বিজ্ঞানাদি প্রবর্তি হয়। সেসবের উন্নত -উন্নতির মধ্যের বিষয়ে কুশল বিপাক সমূহ অনুন্নত-অনুন্নতের মধ্যে বিষয়ের মধ্যে অকুশল বিপাকসমূহ এরূপে দশ প্রকার বিপাক বিজ্ঞান দর্শন-শ্রবণ-ঘ্রাণ-স্পর্শ বশেঃ প্রবর্তিত হয় বলে বিদিতব্য।

১১৮(ঘ)"চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু দ্বারা উৎপত্তি হয়ে নিরুদ্ধ হওয়ার পর উৎপন্ন চিত্ত মন-মানসতা (হতে)উৎপন্ন মনোধাতু" আদি শব্দাদির পর (D.h – 88) পর প্রথম চক্ষু বিজ্ঞানে পরে সে সংজ্ঞাতে বিষয় লাভ করে।কুশল বিপাকের পরে কুশাল বিপাক,অকুশল বিপাকান্তর অকুশল বিপাক মনোধাতু উৎপত্তি হয়। এই দুই বিপাক বিজ্ঞান সম্ভ্রাপ্ত বশে প্রবর্তিত হয় বলে বিদিতব্য।

১১৯. (ঞ) মনোধাতুও উৎপত্তি হয়ে নিরোধ সমাপনান্তর উৎপন্ন চিত্ত মনানস লব্ধ হতে উৎপন্ন মনো বিজ্ঞান মনো বিজ্ঞান ধাতু" দ্বারা বচনাদির পর (V.bh– 89) এবং মনোধাতু সম্প্রাপ্তের মত অকুশল বিপাক কুশল বিপাক অনন্তর গ্রহনীয় আলম্বনে সৌমনস্য সহগত হয়। এ গৃহীত আলম্বনের মধ্যে উপেক্ষা সহগত উৎপত্তি হয়। বিপাক হেতু মনো বিজ্ঞান ধাতু প্রবর্তিত হয় বলে বিদিতব্য।

১২১. ট) মনোদ্বারে মনোদ্বার আবর্জনন্তর সে সমস্ত গোত্রভু রূপাবচর হতে উর্দ্ধ পঞ্চ কুশল , পঞ্চক্রিয়া, অরূপাবচর হতে চার প্রকার, কুশল চার প্রকার ক্রিয়া , লোকোত্তর হতে চার প্রকার মার্গ চিত্ত -চার প্রকার ফলচিত্ত এসবে যা যা লব্ধ প্রত্যয় হয় তা তা জবিত হয়। এরূপে পঞ্চান্ন প্রকার কুশল কুশল বিপাকক্রিয়া বিজ্ঞান জবনের প্রেক্ষিতে প্রবর্তিত হয় বলে বিদিতব্য।

এরূপেই এক প্রকার বিজ্ঞান সংকল্প উৎপত্তি হয় বলে বিদিতব্য। সংকল্পনান্তরণ যদি রূপাদি আলম্বন বড় হয়, অতপর যথা ব্যবস্থাপিত বিষয়ে আটবার অথবা দ্বাদশ প্রকার কামাবচর কুশল অথবা অকুশল অথবা নয় অবশেষ কামাবচর ক্রিয়ার অন্যতর বশে ছয় বা সাতবার জনাজবন (জ্ঞানান্তর)। এসব এরূপে পঞ্চদ্বার নিয়মে ঘটে।

১২১. ঠ) জবনে যদি পঞ্চদ্বারে অতি মহত্তর হয়, রূপাদি আলম্বন ও উজ্জ্বল আলম্বন হয়। অতঃপর কামাবচরের সত্তগণ কামাবচর জবনাবসানে গ্রহণীয় আলম্বন সমূহের অধীনে পূর্বের কর্মজীবন চিত্তাদির বশে যে যে প্রত্যয় লাভ হয় সে সে বশে আট সহেতুক কামাবচর বিপাকে তিন বিপাক হেতু মনোবিজ্ঞান ধাতুতে এবং অন্যতর স্রোতের বিপরীতে গত নৌযান অনুবন্ধনের মতো কিঞ্চিত দূরের জলের ভঙ্গরত পরিসমাপ্ত করে। অন্য আলম্বন জনিত জবন অনুবন্ধন একবার বা দুইবার বিপাক

বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। তাতে জবনের পর ভবারঙ্গের আলম্বনে প্রবতিতের মত সমান সে জবন আলম্বন হয়। সে প্রবর্তিতকে তদালম্বন বলে। এরূপে একাদশ প্রকার বিপাক বিজ্ঞান তদালম্বন বশে পরিচালিত হয় বলে বিদিতব্য।

১২৩. (ড) তদালম্বনের (অরূপ আলম্বন) পর পুনরায় ভবাঙ্গ (ধ্বংস) রূপ প্রবর্তিত হয়। ভবাঙ্গ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় আবর্জনদি এভাবে লব্ধ প্রত্যয় চিত্ত সংস্থান ভবাঙ্গানান্তর আবর্জন আবর্জনন্তের দর্শনাদি চিত্তনিয়ম রাশ পুনপুন তাবৎ প্রবর্তিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একীভবে ভবাঙ্গের পরিক্ষীণ হয়। একই ভবে যা শেষ ভবাঙ্গ চিত্ত তা তখন হতে (স্থানান্তর) পরিবর্তন চ্যুতি (সত্য) বলে। সেহেতু তাও একুন বিশতি বিধানের মত হয়ে থাকে। এরূপে একুনবিংশতি প্রকার বিপাক বিজ্ঞানের চ্যুতি অনুসারে প্রবর্তিত হয় বলে বিদিতব্য।

১২৪. মৃত্যু বা চ্যুতির পর আবার প্রতিসন্ধি হয়। এবং প্রতিসন্ধির পর জীবন সন্ততি (ভবাঙ্গ) শুরু হয়। এরূপে গতি, স্থিতি, নিবাস অনুসারে ঘূর্ণায়মান (সংসরমানং) হয়। কিন্তু যদি কোন লোক অর্হৎ হয়ে থাকেন তার চ্যুতি চিত্ত (মৃত্যু) নিরুদ্ধমান বয়ে থাকে।

এ অংশ বিজ্ঞান স্কন্ধের বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়।

[বেদনা স্কন্ধ]

১২৫. পূর্বাহ্নে এ পর্যন্ত যা বিবৃত হয়েছে যা কিছু অনুভাবনীয় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত তা সবই একত্রে বেদনা স্কন্ধ নামে অভিহিত। এই অনুভবনীয় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিতের নাম বেদনা। যথা বলা হয়েছে : "আয়ুষ্মান, বেদনাকার বলে, বেদনা দেয় এ অর্থে বেদনা বলে উক্ত। (M i-293)

১২৬. ইহা বেদনা বিশেষত্বে এক প্রকার হওয়া সত্ত্বেও উৎপত্তি অনুসারে ত্রিবিধ। কুশল অকুশল এবং অব্যাকৃত ইত্যাদি। তন্মধ্যে কামাবচর সৌমনস্য উপেক্ষা জ্ঞান সংস্কার অনুসন্ধির ভেদে আট প্রকার। পূর্বে উল্লেখিত মতে কুশল বিজ্ঞানে সম্প্রযুক্ত কুশল, অকুশল দ্বারা সম্প্রযুক্ত অকুশল। অব্যাকৃতের দ্বারা সম্প্রযুক্ত কুশল, অকুশল দ্বারা সম্প্রযুক্ত অকুশল, অব্যাকৃতের দ্বারা সম্প্রযুক্ত অব্যাকৃত বলে বিদিতব্য। তৎ সমুদয় স্বভাব অনুসারে পাঁচ প্রকার : সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য এবং উপেক্ষা। (৪৬১)

১২৭. তন্মধ্যে কুশল বিপাক, কায় বিজ্ঞান দ্বারা সম্প্রযুক্ত সুখ। অকুশল বিপাক দ্বারা দুঃখ। কামাবচর চার কুশল, চার অকুশল বিপাক দ্বারা এক অহেতুক দ্বারা, চার সহেতুক দ্বারা, এক অহেতুক দ্বারা, চার অকুশল দ্বারা, রূপাবচরে স্থাপন করে পঞ্চম ধ্যান বিজ্ঞানে, চার কুশল দ্বারা, চার বিপাক দ্বারা, চার ক্রিয়া দ্বারা, লোকুত্তর এবং যার কোন ধ্যান নেই। তন্মধ্যে আট লোকোত্তর পঞ্চম ধ্যান অনুসারে চল্লিশ প্রকার হয়। তন্মধ্যে পঞ্চম আটটি বাদ দিলে শেষোক্ত ৩২ প্রকার কুশল বিপাক দ্বারা এরূপে কুশল বিপাক দ্বারা এরূপে ৬২ প্রকার বিজ্ঞান দ্বারা সম্প্রযুক্ত। দৌর্মনস্য (দুঃখ) দুই অকুশল সংযুক্ত (৩০-৩১)। উপেক্ষা অবশিষ্ট ৫৫ প্রকারের সাথে সংযুক্ত।

১২৮. **এক্ষেত্রে সুখ হল** হৃষ্ট-পুষ্ট-অনুভব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত লক্ষণের নাম বৃদ্ধি করণ হল অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। কায়িক ইন্দ্রিয় উপভোগ হল ইহার আসন্ন কারণ।

দুঃখ : অহৃষ্ট-অপুষ্ট অনুভব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ইহার লক্ষণ। মিল করণই ইহার অভিব্যক্তি। কায়িক ব্যাধি ইহার পরবর্তী কারণ।

সৌমনস্য : ঋষ্ট-পুষ্ট আলম্বনই ইহার বৈশিষ্ট্য। সেখানে সেখানে শোষণ করা ইহার কাজ। মানসিক পরিভোগ ইহার অভিব্যক্তি। ইহার আসন্ন কারণ প্রশান্তি।

দৌর্মনস্য : দৌর্মনস্যের বৈশিষ্ট্য হল অনাকাঙ্ক্ষিত আলম্বন। ইহা যে কোন উপায়ে শোষণই ইহার কাজ। ইহার অভিব্যক্তি মানসিক সংযুক্তি। ইহার আসন্ন কারণ সম্পূর্ণভাবে হৃদয় সংক্রান্ত।

উপেক্ষা : উপেক্ষার বৈশিষ্ট্য হল নিরপেক্ষ অনুভূতি। ইহার কাজ স্বাভাবিক ধর্ম তীব্রতর বতা নীরস করা। ইহার প্রকাশ শান্তিপ্রিয়তা। ইহার আসন্ন হেতু সুখ বিহীন বিত্ত। এ অংশে বেদনা স্কন্ধের বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হল।

[সংজ্ঞা স্কন্ধ]

১২৯. এক্ষণে বলা হয়েছে।" জানার বৈশিষ্ট্যে যা হোক না কেন, সব একত্র করে সংজ্ঞা স্কন্ধ বলে বিদিতব্য। এসবের মধ্যে সুষ্ঠু লক্ষণই সংজ্ঞা। যথা বলা হয়েছে : "বন্ধুগণ সুষ্ঠুভাবে অবগত হওয়া যায় বলে সংজ্ঞা নামে অভিহিত।" (গ র-২৯৩)

কিন্তু যদিও জানার একক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংজ্ঞা এক প্রকার। তবুও কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত বশে সংজ্ঞা তিন প্রকার। এখানে (৪৬২) কুশল চিত্ত সম্পর্কিত সংজ্ঞা কুশল, অকুশল চিত্ত সম্পর্কিত সংজ্ঞা অকুশল এবং অব্যাকৃত চিত্ত সম্পর্কিত সংজ্ঞা অব্যাকৃত বলে জ্ঞাতব্য। যেহেতু সংজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন চিত্ত নেই, সেহেতু চিত্তের মত সংজ্ঞাও ৯ প্রকার।

১৩০. চিত্ত এবং সংজ্ঞা একই বিভাগে বিভাজিত হলেও, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অনুসারে যা হোক না কেন জানাই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার কর্মক্রিয় হল- 'নিমিত্ত করণের মাধ্যমে উহাকে পুনরায় জানার হেতু নির্ণয়। 'সুতার কাটকে যেভাবে কর্তন করুক না কেন একীভাব। যথা গৃহীত নিমিমানুসারে অভিনিবেশনই মূর্ত প্রকাশ। অন্ধের হস্তিত্ব দর্শনের মতো। (Ud. 68-9) ইহার আসন্ন হেতু আলম্বন ক্ষেত্র যেভাবে উপস্থিত হোক না কেন, তৃণ নির্মিত পুরুষ প্রতিকৃতি যুগশ্রাবকদের মানষ সংজ্ঞা উৎপাদনের মত। এ অংশে সংজ্ঞা স্কন্ধের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হল।

[সংস্কার স্কন্ধ] (Table- iii, iv)

১৩১. এক্ষণে বলা হয়েছে, "সংগঠনের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাক না কেন সব একত্রে সংস্কার স্কন্ধ" রূপে জ্ঞাতব্য। এবং এখানেও অভ্যাস বশত যে আচরণ রাশিস্ফুরণ বৈশিষ্ট্যকে সংস্কার বলে। তা হলে উহা কি ? যেমন বলা হয়েছে "স্বয়ং সংগঠিত। সে অনুসারে বলা হয়েছে "ভিক্ষুগণ, অভ্যাসকে গঠিত করে বলে সংস্কার বলা হয়েছে।" (S iii-87)

১৩১. এসবের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য আছে। এসবের কৃতকৃত্য হল একত্রিত করা, জড়ো করা। মধ্যবর্তীতা করা ইহার অভিব্যক্তি। আসন হেতু হল তিন (অরূপ স্কন্ধে) অবস্থিতি।

সুতরাং বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বশে এসবই একবিধ। এবং প্রকার অনুসারে এসব ত্রিভাজিত যথা- ১. কুশল ২. অকুশল এবং ৩. অব্যাকৃত। এভাবে যখন কুশল চিত্তের সাথে সংযুক্ত হয় তখন কুশল, যখন অকুশ চিত্তের সাথে সংযুক্ত হয় তখন অকুশল এবং যখন অব্যাকৃত চিত্তের সাথে সংযুক্ত হয় তখন অব্যাকৃত হয়ে থাকে।

[৮৯ প্রকার চিত্তের সাথে সংযুক্তি অনুসারে সংস্কার ৮৯ প্রকার]

১৩৩. (১) এখানে প্রথমত : যেসব সংস্কার প্রথমে কামাবচর কুশল চিত্তের সাথে সংযুক্ত হয় ১. তা সংখ্যায় ছয়ত্রিশ প্রকার। অর্থাৎ স্থির একক যা সংখ্যায় সাতাশ বলে মূলে প্রদত্ত হয়েছে। এবং চারটি অথবা যা বলা হয়েছে (যেবা পথক) এবং পাঁচটি অস্থির একক। (উয.ঋ.১)

এক্ষেত্রে প্রদত্ত সাতাশ প্রকার হল ঃ

১. স্পর্শ
২. চেতনা
৩. বিতর্ক
৪. বিচার
৫. প্রীতি
৬. বীর্য
৭. জীবন
৮. সমাধি
৯. শ্রদ্ধা
১০. স্মৃতি
১১. লজ্জা
১২. ঔতাপ্য
১৩. অলোভ
১৪. অদ্বেষ
১৫. অমোহ
১৬. কায় শান্তি (মানসিক দেহ)
১৭. চিত্ত শান্তি
১৮. কায়িক লঘুতা
১৯. চিত্ত লঘুতা
২০. কায় মুদিতা
২১. চিত্ত মুদিতা
২২. কায় প্রগুণতা
২৩. চিত্ত প্রগুণতা
২৪.কায়িক দক্ষতা
২৫. চিত্ত দক্ষতা

২৬. কায় ঋজুকতা

২৭. চিত্ত ঋজুকতা

চার অথবা তদরিক্ত যা বলা হয়েছে :

২৮. আকাঙ্ক্ষা

২৯. অধিষ্ঠান

৩০. মনষ্কার (মনস্থির)

৩১. তত্র মধ্যস্থতা

এবং পাঁচ (অনিয়ত) অস্থিরগুলোর মধ্যে :

৩২. করুণা

৩৩. মুদিতা

৩৪. কায়িক দুশ্চরিতা বিরতি

৩৫. বাচনিক বিরতি

৩৬. মিথ্যা জীবিকা বিরতি

অবশিষ্টগুলো কোন কোন সময় উৎপত্তি হয় (সব সময় নয়) এবং যখন এসব উৎপত্তি তারা একত্রে উৎপত্তি হয় না।

১৩৪. এখানে (১) ইহা স্পর্শ করে বলে স্পর্শ। ইহার বৈশিষ্ট্য স্পর্শ করা। কাজ আঘাত করা। ইহার অভিব্যক্তি হল সংগমন। ইহার আসন্ন হেতু দৃশ্যপটে আসা আলম্বন ক্ষেত্র। বৈশিষ্ট্য অনুসারে যদিও ইহা একটি অরূপীয় ধর্ম (অবস্থা), তৎসত্ত্বেও ইহা সংস্পর্শে জানত একটি আলম্বন হিসেবে সংঘটিত হয়। এবং (ইহার কৃত্য বশে) যদিও ইহা একটি কোন অংশে সংশ্লিষ্ট নয় এমনকি চক্ষালম্বন ও এবং গোলম্বন ; তৎসত্ত্বেও চিত্ত যা করে আলম্বন তাতে আঘাত করে। ইহা মিলন (প্রকাশ) বশে অভিব্যক্তি বলা হয়েছে- কারণ ইহার নিজের ঘটনা বলে ইহা বর্ণিত হয়েছে। যথা তিনের মিলন ; (M i-iii) চক্ষু, দর্শনালম্বন এবং চক্ষু বিজ্ঞান। এবং একটি আলম্বন ক্ষেত্র ইহার আসন্ন কারণ রূপে বলা হয়েছে যা দৃষ্টিপটে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু যথাযথ (চিত্তের) প্রতিক্রিয়া ইহা স্বাভাবিকভাবে উৎপত্তি হয়। এবং যখন একটি আলম্বন ক্ষেত্রে একটি ইন্দ্রিয়সহ উপস্থাপিত হয়। বেদনা অধিষ্ঠানানুসারে চর্মহীন গাভি সদৃশ বলে দ্রষ্টব্য। (S. ii-99)

১৩৫. (২) ইচ্ছা করে (চেতয়তি) বলে চেতনা। ইহার অর্থ একত্রে মিলিত করা। চেতনার ভাব ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার কৃতকৃত্য একত্রে সংযুক্ত করা। পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বিধান ইহা অভিব্যক্তি। একজন শীর্ষস্থানীয় ছাত্র, একজন প্রধান সুতার ইত্যাদির করণীয়বস্তু ইহা নিজের এবং অপরের কৃত্য সম্পন্ন করে। কিন্তু শীঘ্র কর্মাণুস্মরণ ইত্যাদিতে এবং নল, সম্প্রযুক্ত করা উৎসাহের সাথে প্রবর্তনে প্রকট হয়। (৪৬৪)

১৩৬. (৩-৫) বিতর্ক, বিচার, প্রীতি সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা পৃথিবী কৃৎস্নধ্যানাংশের বর্ণনায় (অধ্যায় ৪) বিবৃত হয়েছে।

১৩৭. (৬) বীর্য : বীরের ভাবই বীর্য। ইহার প্রতি উৎসাহই বৈশিষ্ট্য। সহজাত উৎপত্তিতে সহায়ক স্বরূপ। ইহার কৃত্য স্থানান্তরণ অভাব। সন্দ্রস্থ, স্বস্থানে সুস্থির, বচনাদিতে উদ্দীপনা ইহার আসন্ন হেতু। বীর্যারম্ভ ইহার কারণ। অথবা ইহার আসন হেতু সম্যকভাবে আবদ্ধ সর্ব বীর্যের সম্পত্তি লাভের মূল বলে দ্রষ্টব্য। (A. ii-115)

১৩৮. (৭) তারা জীবিত আছে বলে স্বয়ং জীবিত, অথবা জীবনের মত তন্ত্রী বলে জীবিত। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্যাদি রূপীয় জীবনে বর্ণিত মতে জ্ঞাতব্য। সে কারণে রূপীয় বস্তু এবং অরূপ বস্তু। ইহাই এখানে পার্থক্য।

১৩৯. (৮) আলম্বনে সমভাবে চিত্ত রমিত রাখে অথবা যথার্থভাবে এতে রাখে অথবা মনে সম্যকভাবে আধান করে, স্থাপন করে বলে সমাধি। ইহার বৈশিষ্ট্য হল সান্নিধ্যে বা নিকটে আসা অথবা ইহার বৈশিষ্ট্য হল অবিক্ষিপ্ততা। ইহার কৃত্য হল ধর্মের সমন্বিত করণ। জলে স্নস্নান চূর্ণের মত। ইহার বিমূর্ত প্রকাশ উপশমতা। মূলত ইহার প্রত্যক্ষ হেতু সুখ। প্রবাহহীন বায়ুতে প্রদীপ শিখার স্থিতির মতো কর্ম চঞ্চল মনের স্থিতি মনে করা উচিত।

১৪০. (৯) ইহার অর্থ হল তাদের শ্রদ্ধা আছে ; অথবা ইহা স্বয়ং শ্রদ্ধাসম্পন্ন অথবা ইহা শ্রদ্ধাজনিত কাজ। এভাবেই ইহা শ্রদ্ধা। ইহার বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধান্বিত হওয়া অথবা বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ইহা হল জল পরিশোধক রত্নের মত। বিমোহিত করা অথবা ইহার কৃত্য হল গভীরে প্রবেশ করা। অথবা সদ্ধর্ম শ্রবণান্তর স্রোতাপত্তি অঙ্গ (Sn. 189)। ইহা হস্তস্থ বিজনী সদৃশ বলে দ্রষ্টব্য। ইহার আসন্ন হেতু কোন কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা

মুখ্য কারণ সর্দ্ধম শ্রবণ, যার জগতে স্রোতাপত্তিতে প্রবেশের উপাদান সঞ্চিত হয়। ইহা কুশলময় হস্ত বলে মনে করতে হবে, যাতে সম্পদ এবং স্বরূপ বিরাজমান। (Sn 77)

১৪১. (১০) ইহার অর্থ হল তারা স্মরণ করে (সরন্তি) অথবা তারা স্বয়ং স্মরণ করে অথবা ইহা স্মরণ মাত্র। এভাবেই ইহা মনের একাগ্রতা (স্মৃতি বা সতি)। অবলম্বন ইহার বৈশিষ্ট্য। ভুলে না যাওয়া ইহার কাজ। দ্বোবারিক তা ইহার প্রকাশ অথবা একটি আলম্বন ক্ষেত্রে বিষয়ের (অবস্থা) সম্মুখীন হওয়া ইহার অভিব্যক্তি। সংজ্ঞায় দৃঢ় স্থিরতা ইহার আসন্ন হেতু। অথবা কায়াদিতে স্মৃতি প্রতিষ্ঠা ইহার অপর কারণ ইত্যাদি (M. Sutte-10) যা হোক ইহা স্তম্ভ সদৃশ। কারণ ইহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা একজন দ্বার রক্ষকের মতো। যেহেতু, ইহা চক্ষুদ্বার ইত্যাদি পাহারা দেয়।

১৪২. (১১-১২) কায়িক দুশ্চরিত্রতাতে লজ্জাবোধ হল (হিরী) শরম। লজ্জতা ইহার অধিবচন পাপের প্রতি উদ্বিগ্নতা জনিত ভয় ইহার অপর কথা। এখানে লজ্জার (হিরী) বৈশিষ্ট্য হল পাপের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন। সেখানে পাপের প্রতি ভয় হল লজ্জাবোধ। হিরী বা লজ্জার কৃত্য হল পাশে বিরতি থাকা আর তাই হল ইহার সভ্যতা। যেখানে পাপের প্রতি ভয় আর উদ্বিগ্নতা হল ইহার সভ্যতা। যেখানে লজ্জার কৃত্য হল ভয়ের মুহূর্তেও তা না করা। এসবের মূর্ত প্রকাশ পূর্ব বর্ণিতরূপে পাপ সঙ্কোচন করা এসবের আসন্ন হেতু আত্ম সম্মান এবং পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধন (৪৬২)। কোন লোক নিজের প্রতি সম্মানবোধ রেখে পাপ পরিহার করতে পারে। যেমন পারে কোন ভালো পরিবারের কন্যা। তিনি একজন শিষ্টাচার সম্পন্ন লোক হিসেবে অন্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে লজ্জাবশত পাপ পরিহার (বর্জন) করতে পারেন। কিন্তু এ দুই প্রকার শিষ্টাচার বিশ্বের অভিভাবকরূপে জ্ঞাতব্য। (A i-51)

১৪৩. (১৩-১৫) ইহার অর্থ তারা লোভী নয় (ন লোভন্তি)। অথবা ইহা স্বয়ং নির্লোভ। সাধারণত অলোভী বলে অলোভ (অলুভবন) (অলোভ)। একই পদ্ধতি অহিংসা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অমোহের ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য। এসবের মধ্যে অলোভ হলো- বস্তুর প্রতি মনের অনালম্বন বলতে বস্তুর প্রতি তৃষ্ণার অভাব বোঝায় অথবা ইহার বৈশিষ্ট্য হল পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পতন সদৃশ্য অলিপ্ততা। ইহার কৃতকৃত্য হল 'বিমুক্ত ভিক্ষুর' মতো ধরে

না থাকা। ইহার প্রকাশ আশ্রম বশে গ্রহণ না করা। যেমন কোন লোক কর্দমে নিমর্জিত হয় সেরূপ। অহিংসার বৈশিষ্ট্য হল ভয়ঙ্করতার অভাব অথবা ঘোর বিরুদ্ধ ভাবের অভাব। একজন সুসভ্য বন্ধুর মতো । ইহার যে কোন একটির অপসারণ ইহার কাজ। অথবা ইহার কৃত্য হল চন্দন কাষ্ঠের মতো জ্বর অপসারণ করা। ইহার বিমূর্ত প্রকাশ হল পুর্ণচন্দ্রের মতো গ্রহণীয় তা সম্পন্ন। অমোহের বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত পুর্ণানুসারে সম্পর্কে তীক্ষ্ম প্রজ্ঞা। অথবা সুদূর তীক্ষ্ম প্রজ্ঞাই ইহার বৈশিষ্ট্য। সে দৃঢ়তা হল একজন সুদক্ষ তীরন্দাজের তীর ছোড়ার দক্ষতার ন্যায়। ইহার কৃত্য হল আলম্বন ক্ষেত্রকে একটি প্রদীপের মতো আলোকিত করা। অরণ্যে পথ দর্শকের মতো । ইহার প্রকাশ শত্রুহীনতা। এ তিনটি সর্ব কুশলের মূল রূপে দ্রষ্টব্য।

১৪৪. (১৬-১৭) কায়ের প্রশান্তিই কায়িক শান্তি নামে খ্যাত। চিত্তের প্রশান্তিই চিত্ত (প্রশ্রদ্ধি) শান্তি। এখানে কায় বলতে বেদনাদি তিন স্কন্ধ নাম, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (Dhs. 40) কিন্তু কায় এবং চিত্ত উভয় প্রশান্তির একসাথে বৈশিষ্ট্য হল সে কায় এবং চিত্তের উপদ্রব উপশান্ত করা। কায় চিত্তের উপদ্রব ধ্বংস করাই উভয়ের কাজ। কায়চিত্তের কর্ম বিমুখতা এবং শীতলতা এসবের প্রকাশ। এসবের আসন্ন কারণ কায় (নাম) এবং চিত্তের। এসব অকুশল ইত্যাদি উদ্বেগকে প্রতিহত করে। যা কায় চিত্তকে অশান্ত প্রকাশক।

১৪৫. (১৮-১৯) দেহের হালকা (দ্রুত) ভাবই কায় লঘুত্য। চিত্তে হালকা ভাব চিত্ত লঘুতা। তা কায় চিত্তের গুরুভাব উপবাসই ইহার বৈশিষ্ট্য। কায় চিত্ত গুরুভাব ধ্বংস করা ইহার কাজ। কায় চিত্তের প্রকাশ ইহাদের অনুদ্বেগতা (অব্যাকুলতা)। এসবের আসন্ন হেতু কায় এবং চিত্ত। অকুশলজনিত উগ্রতা এবং হীনতার প্রতিহত করা। যা কায় চিত্ত কে ভারবহ করে তোলে।

১৪৬. (২০-২১) দেহের মৃদুভাবই কায় মৃদুতা (নমনীয়তা)। মনের মৃদুভাব (নমনীয়) ভাবধারণ চিত্ত মৃদুতা। কায়-চিত্তের অনমনীয়তা (স্থিরত্বভাব) অপনোদনই এসবের বৈশিষ্ট্য। কায় চিত্তের উগ্রভাব ধ্বংস করা ইহার কাজ। প্রতিহত না করা এসবের প্রকাশ। এসবের আসন্ন হেতু কায়

এবং চিত্ত। মান দৃষ্টিজনিত অকুশল ইত্যাদি প্রতিহতকারী প্রতিপক্ষ রূপে জানতে হবে। যা কায় চিত্তের উগ্রতার কারণ হয়।

১৪৭. (২২-২৩) কায়ের কর্মণ্যতাভাবই কায় কর্মণ্যতা। চিত্তের কর্মণ্য ভাবই চিত্ত কর্মণ্যতা। কায়-তচিত্তের স্বাচ্ছন্দ্যতাই বৈশিষ্ট্য এসবের মধ্যে বিদ্যমান। (৪৬৬) কায়ে চিত্তে অকর্মণ্য ভাব ধ্বংস করা এসবের কাজ। কায়-চিত্তের কিছুর আলম্বন সফলতা এসবের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি। সে সবের আসন্ন হেতু কায়-চিত্ত। শ্রদ্ধাহীনতা ইত্যাদির প্রতিপক্ষ হিসেবে এসবকে জানতে হবে। যা কায় চিত্তের পক্ষে বিপক্ষীয়। প্রসাদনীয় বস্তুতে প্রসাদ বহমান, হিতক্রিয়া বস্তুতে বিনিয়োগ ভাব থাকা সোনা বিশুদ্ধি করণ সাদৃশ দ্রষ্টব্য।

১৪৮. (২৪-২৫) কায়ের দক্ষ (প্রগুণ) ভাব কায় দক্ষতা। চিত্তের দক্ষ ভাব চিত্ত দক্ষতা। কায় চিত্তে এসবের স্বাচ্ছন্দ্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অস্বাচ্ছন্দ্যতার প্রতিপক্ষ কায়চিত্তের কাজ। অদক্ষতার অনুপস্থিতি ইহা প্রকাশ। এসবের আসন্ন কারণ কায়লাভ। অশ্রদ্ধার প্রতিপক্ষ ইত্যাদি বশে ইহাকে জানা উচিত। যা, কায়-চিত্তের অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ।

১৪৯. (২৬-২৭) দেহের সহজ ঋজুভাবই কায় ঋজুকতা। মনের ঋজু সহজ ভাবই চিত্ত ঋজুভাব। কায় চিত্তের বৈশিষ্ট্য হল ন্যায়পরায়ণতা। এসবের কাজ হল কায় এবং চিত্তের কঠোতা ধ্বংস করা। সততাই এদের প্রকাশ। এদের আসন্ন কারণ কায় চিত্ত। কায় চিত্তের কুটিলভাব করার ফলে শঠতা ইত্যাদি প্রতিপক্ষভুক্ত সবই দ্রষ্টব্য।

১৫০. (২৮) আগ্রহ (আবেগ) হল কোন কিছু করার ইচ্ছা। সুতরাং আগ্রহের বৈশিষ্ট্য হল কোন কিছু করার ইচ্ছা। সুতরাং এ আগ্রহের বৈশিষ্ট্য হল কাজের ইচ্ছা। আকাঙ্খা। ইহার কাজ সূক্ষ্ম পরিদর্শন করা। আলম্বনের প্রয়োজনে ইহার প্রকাশ। ঐ একই আলম্বনই ইহার আসন্ন হেতু। নিশ্চলভাবে ইন্দ্রখিলের সঙ্গে ইহা দ্রষ্টব্য।

১৫১. (২৯) বীর্যের দ্বারা অধিকারই প্রবৃত্তি বিশিষ্টতা (আধিমোক্ষ)। দৃঢ় বিশ্বাস ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার কাজ অন্ধকারে হাতড়ানো নয়। নিশ্চিতকরণ বশে ইহার প্রকাশ। ইহার আসন্ন হেতু আলম্বনে ইন্দ্রখিল সম নিশ্চিতভাব দ্রষ্টব্য।

১৫২. (৩০) যা কৃত্য তা করণীয় । মন হতে কৃত মনোকার। এরূপে ইহা মনোযোগ বা মনস্কার (মনসিকারো)। পূর্বতন হতে ভিন্নতর করে (জবন) বলে মনস্কার। মনস্কার তিন প্রকার : স্বয়ং আলম্বন নিয়ন্ত্রক, চিত্ত বীথি নিয়ন্ত্রক এবং মনের বেগ (জবন) নিয়ন্ত্রক। এখানে আলম্বন নিয়ন্ত্রক হল মনের কর্তা বলে মনস্কার। ইহার বৈশিষ্ট্য হল পরিচালনা করা (সারণ)। ইহার কৃত্য আলম্বন ধর্মাদির জোগন্ধরত্তুক্ত করা। ইহার প্রকাশ আলম্বনের অভিমুখী করা। আলম্বনের সম্মুখীন করা ইহার অভিব্যক্তি। ইহার আসন্ন হেতু আলম্বন। আলম্বন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মাদির পরিচালক (সারথি) বশে জ্ঞাতব্য। ইহা স্বয়ং সংস্কার স্কন্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। পঞ্চদ্বারা বর্জন হল মনের গতির সারথিরূপ অঙ্কবচন। শেষের এ দুটো এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নয়।

১৫৩. (৩১) তন্মধ্যে ধর্মে ('চিত্ত ও চিত্ত চৈতসিক') নিরপেক্ষ তাই মধ্যস্থতা। সেসব চিত্ত চৈতসিকে সমবাহিত করা ইহার বৈশিষ্ট্য। ঊনতা এবং আধিক্য রহিত করা ইহার কৃতকৃত্য। অথবা পক্ষপাতিত্বে বাধা দেওয়া ইহার কাজ। (৪৬৭)

নিরপেক্ষতা বশে ইহার প্রকাশ। গুণান্বিত সমতা বিধানে চলমান উপেক্ষায় নিরত সারথির সাথে তুলনীয়।

১৫৪ (৩২)-(৩৩) করুণা এবং মুদিতা ব্রহ্মবিহার নির্দেশ (অধ্যায় ৯ম, ৯৪, ৯৫) অংশে বিধৃত মতে জ্ঞাতব্য। এসব কেবলমাত্র রূপাবচরে অপ্রমানার্থে। ইহা কামাবচর-ইহাই জ্ঞাতব্য। কেউ কেউ মৈত্রী ও উপেক্ষাকে অনিশ্চিত বলতে আগ্রহী। সেজন্যে তারা ইহাকে সংযুক্ত করেনি। কারণ অর্থত অহিংসাই হল মৈত্রী এবং নির্দিষ্ট মধ্যস্থতা হল উপেক্ষা।

১৫৫ (৩৪)-(৩৬) **কায় দুশ্চরিত বিরতি ঃ** দৈহিক দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকা কায় দুশ্চরিত বিরতি। অপর দুটিও অনুরূপ। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বশে এ তিনটি কায়িক আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্দোষ(অবীথিক্কম) যাতে উক্ত হয়েছে সেখানে পদার্পণ না করাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। কায়িক দুশ্চরিত ইত্যাদি থেকে পেছনে টেনে আনাই ইহাদের কাজ। এসব বিষয় হতে বিরতিই ইহাদের প্রকাশ। এসবের আসন্ন হেতু হল শ্রদ্ধা,

লজ্জা, শরম, অল্পেচ্ছতা ইত্যাদি গুণ। পাপ ক্রিয়া হতে চিত্তকে বিমুখ ভাব করণ বলে দ্রষ্টব্য।

১৫৬. সুতরাং কামাবচর কুশল চিত্তে এই ছত্রিশ প্রকার সংস্কার সংযুক্ত গমন বলে বিদিতব্য (১) এবং এতে প্রথম তেমনি দ্বিতীয় (২) এখানে ব্যতিক্রম শুধু সংস্কার ভাবানুসারে মাত্র, নিম্নে বিশ্লেষিত হলঃ

(৩)-(৪) তৃতীয়েতে সম্পৃক্ত (৩) ঐগুলো অমোহ ব্যতীত সবই অগ্রগামী। (১৫) অনুরূপভাবে সম্পৃক্তগুলো চতুর্থ (৪) এখানে একমাত্র পার্থক্য সংস্কার ভাবানুসার।

(৫)-(৬) সুখ ব্যতীত পূর্বাহ্নে উক্ত সবই (৫) পঞ্চমের সাথে সম্পৃক্ত গুলো (৫) অনুরূপ ভাবে ষষ্ঠের সঙ্গে (৬) একমাত্র পার্থক্য সংস্কার ভাবানুসারণ।

(৭)-(৮) সপ্তমের সঙ্গে সম্পৃক্তগুলো অমোহ বশে জ্ঞাতব্য অনুরূপভাবে অষ্টমের সঙ্গে এখানে একমাত্র পার্থক্য সংস্কার ভাবানুসার।

১৫৭ (৯)-(১৩) তিনটি (৩৪)-(৩৬) বিরতি ব্যতীত প্রথমোক্ত সবই প্রথম রূপাবচর কুশল চিত্তের সাথে সংযুক্তিতে আসে (৯) দ্বিতীয়টির (১০) সঙ্গে বিতর্ক (৩) ও বিরহিত। তৃতীয়র সঙ্গে (১) বিচার (৪) ও বিরহিত, চতুর্থটির সঙ্গে (১২) প্রীতি (৫) ও বিরহিত। পঞ্চমটির সঙ্গে (১৩) করুণা (২২) এবং মুদিতা (৩৩)-অনিয়ত অভাব

(১৪)-(১৭) চার প্রকার অরূপাবচরের ক্ষেত্রে (কুশল চিত্ত) শেষোক্তগুলোর মতো একইরূপ। কারণ ইহাই একমাত্র অরূপত্ব এবং উহাই এখানে পার্থক্য।

১৫৮ (১৮)-(২১) লোকত্তবের ক্ষেত্রে প্রথমত: প্রথম ধ্যানের মার্গ বিজ্ঞান ক্ষেত্রে রূপাবচর চিত্তে বর্ণিত নিয়মে জ্ঞাতব্য (৯)। দ্বিতীয় ধ্যানভেদে দ্বিতীয় রূপাবচর বিজ্ঞানাদিতে বর্ণিত নিয়মে বিদিতব্য। কিন্তু এখানে পার্থক্য হল করুণা এবং মুদিতা (৩২)-(৩৩) অনুপস্থিত। তাতে তিন বিরতি, (২৪-২৬) এবং লোকোত্তর বর্তমান। (৪৬৮) লোকুত্তরের ইহাই বিশেষত্ব। এরূপে কুশল সংস্কার বিদিতব্য।

১৫৯. ২ (২২) অকুশল সমূহের মধ্যে লোভ মূলে প্রথম অকুশল প্রমুক্ত যতদুর সম্ভব প্রতিনিয়ত উপস্থিত হয় ১৩ প্রকার বলে মূল গ্রন্থে উক্তা যা নাকি চার মতের এবং তদুর্দ্ধ হতে পারে।

এখানে ১৩ প্রকারের মধ্যে রয়েছে :

স্পর্শ (১)	বেশরম (৩২)
চেতনা (২)	লজ্জাহীনতা (৩৩)
বিতর্ক (৩)	লোভ (৩৪)
বিচার (৪)	মোহ (৩৫)
প্রীতি (৫)	মিথ্যাদৃষ্টি-এগুলো স্বরূপাগত (৩৬)
বীর্য (৬)	
জীবন/জীবিত (৭)	
সমাধি (৮)	

চার বা তদুর্দ্ধ প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে ঃ

ছন্দ (২৭)

অধিমোক্ষ (২৮)

ঔদ্ধত্য (২৯)

মনোযোগ (৩০)

১৬০. এখানে (৩৭) শরমের অভাব বেশরম। বেশরমীরভাব বেশরম নেই লজ্জা নির্লজ্জ। সেসব বেশরমীদের কায়িক দুশ্চরিতাদি সম্পাদনে ঘৃণার অভাব ইহাই বৈশিষ্ট্য বা নির্লজ্জতা ইইর বৈশিষ্ট্য। তন্মধ্যে ভীতির অভাব, বৃথা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অথবা অনুশোচনার অভাব। সংক্ষেপত ইহাই। বিস্মৃত হল পূর্বাহ্নে যা বিবৃত হল। পর তার বিপরীত, যা শরম (হিরি) লজ্জা অংশে উক্ত। (৯)-(১২)।

১৬১. (৩৯) 'তারা লোভী' এ অর্থে লোভ অথবা তারা স্বয়ং লোভী অথবা লোভী অর্থে ইহা প্রযুক্ত। এরূপেই লোভ। (৯) মোহিত অর্থেই মোহ অথবা ইহারা স্বয়ং মোহিত অথবা সাধারণ অর্থে মোহিত। এরূপেই ইহা মোহ।

১৬২. এসবের মধ্যে আলম্বন গ্রহণ করার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে লোভ। যেমন বার ধরার ফাঁদ। তপ্ত কড়াইতে মাংস রাখার মতো ইহার কাজ আঘাত করা। কালো প্রদীপ রং করার মতো ত্যাগহীনতা ইহার প্রকাশ। দৃষ্ট বস্তু উপভোগ করে তাদের বন্ধনের নেতৃত্বদান ইহার আসন্ন কারণ। তৃষ্ণারতোরে ফুলে উঠা প্রাণিগণকে দুঃখে নিপতিত করে বলে জানতে হবে।

১৬৩. যেমন খরস্রোতা নদী মহাসাগরে পতিত হয়। মোহের অন্ধত্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান অথবা ইহার বৈশিষ্ট্য হল অজ্ঞতা। ইহার কাজ অদক্ষ করা অথবা ইহার কৃত্য হল কোন একটি আলম্বনের ব্যক্তিক গুণ গোপন করা। ইহা সঠিক পদ্ধতির (সূত্র) অনুপস্থিতি বশে প্রকাশ হয়। (অধ্যা-১৭.৫২) অথবা অন্ধকার বশে প্রকাশিত। ইহার আসন্ন কারণ অজ্ঞতায় (অবিবেচিত) মনোনিবেশ। ইহা সমস্ত অকুশলের মূল রূপে দ্রষ্টব্য।

১৬৪ (৪১) 'তারা ভুলভাবে দেখে' এ অর্থে মিথ্যা অথবা স্বয়ং ভুল দেখে বলে মিথ্যা। অথবা সাধারণভাবে ভুল দেখাই মিথ্যা। এ ভাবেই ইহা মিথ্যা দৃষ্টি। ইহার বৈশিষ্ট্য অজ্ঞতা প্রসূত (অবিবেচিত) বিবৃতি প্রদান। ইহার কার্যকারিতা অনুধাবন করা। মিথ্যা বিবৃতি প্রধান ইহার প্রকাশ। আর্যগণকে আদিকে দর্শনের অনিচ্ছা ইহা আসন্ন হেতু। শ্রেষ্ঠকে বর্জন বলে দ্রষ্টব্য।

১৬৫ (৪২) ঔদ্ধত্যের ভাব ঔদ্ধত্য। অশান্ত ইহার বৈশিষ্ট্য যেমন বাতাসের জলতাড়ন অস্থিরতা ইহার কাজ। যেমন কোন পতাকা বা ধ্বজা পতাকা ব্যাতাঘাতের মত। ইহার প্রকাশ দুর্যোগপূর্ণ, যেমন পাথরের সাথে নিক্ষিপ্ত ছড়ানো ছাই (ধূলাবালি)। ইহার আসন্ন কারণ মানসিক অশান্তি তে মনোযোগ স্থাপন। ইহা চিত্ত বিক্ষিপ্তকারী রূপে জ্ঞাতব্য।

১৬৬. কুশল অধীনে বিবৃত মতে অবশিষ্ট সংস্কার সমূহ এখানে বিদিতব্য। পার্থক্য হল খারাপ বশে। শুধু যেহেতু তাতে রয়েছে অকুশলতা মাত্র। সুতরাং সতের প্রকার সংস্কার জ্ঞাতব্য প্রথমের সঙ্গে শুধু অকুশল চিত্ত (২২) সংযুক্ত করে।

(২৩) এবং যেমন প্রথম, তেমন সাথে দ্বিতীয় (২৩) কিন্তু এখানে পার্থক্য হল শুধু তৎপরতা (সসঙ্খত) ঘটমানতা) (৪৩) স্থুলতা (থিন) এবং নিষ্ক্রিয়তা (সিদ্ধ)।

১৬৭. এখানে (৪৩) স্থুলতা (থিননতা) হল স্থূলত্ব (থিন)। অকার্যকর করাই নিস্ক্রিয়তা (সিদ্ধানতা)। তৎপরতার অভাবে নিস্ক্রিয় অর্থে এবং উৎসাহের অভাব। এ দুটোর সংযোগে থিনসিদ্ধ (স্থুল ও নিস্ক্রিয়) সংযুক্ত হয়ে থিন ও সিদ্ধ হয়েছে। এখানে চল শক্তিহ্রাস এর বৈশিষ্ট্য হল চলৎশক্তিহ্রাস। ইহার কাজ বীর্যের পরিহার করা। ইহার প্রকাশ হল অদৃশ্য করা। নিস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য হল সক্ষমহীনতা। ইহার কাজ মসৃণ করা। অলসতা

ইহার প্রকাশ। অথবা মাথা নোয়ানো এবং নিদ্রায় ইহার প্রকাশ। এ উভয়ের অলসতা এবং ক্লান্তিকর অজ্ঞ মনোযোগ ইহার মূল কারণ (অযোনিস মনস্কার)।

১৬৮. (২৪) তৃতীয়েতে প্রথমোক্তগুলো প্রতিস্থাপন করে মিথ্যা দৃষ্টি ব্যতীত অপরগুলো সংযুক্ত বলে বিদিতব্য। কিন্তু পার্থক্য হল (৪৪) মান। ইহাই বিশেষত্ব।

ইহার বৈশিষ্ট্য ঔদ্ধত্যতা। ইহার কাজ একগুঁয়েমী। অত্যধিক অহমিকা ইহা প্রকাশ। ইহার আসন্ন হেতু দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত লোভ। ইহার উন্মাদরূপ দ্রষ্টব্য।

(২৫) চতুর্থতে (২৫) দ্বিতীয়েতে (বর্ণিত) মিথ্যা দৃষ্টি ব্যতীত প্রদত্তগুলো সম্প্রযুক্ত বলে বিদিতব্য এবং এস্থলে মান (৪৪) অস্থায়ী (অনিয়ত)।

১৬৯. (২৬) প্রথমে প্রদত্তগুলো (২২), প্রীতি ও ব্যতীত পঞ্চমেতে সম্প্রযুক্ত হয় (২৬)

(২৭) পঞ্চমের মত (২৬) এভাবে ষষ্ঠের সাথেও যুক্ত (২৭) কিন্তু এখানে পার্থক্য হল স্থূলতা এবং নিষ্ক্রিয়তা অনিয়ত (অস্থায়ী) ভাব সম্পন্ন।

(২৮) সপ্তমেতে দৃষ্টি ব্যতীত পঞ্চমেতে সম্প্রযুক্তগুলো প্রদত্ত হয়।

(২৯) অষ্টমেতে দৃষ্টি ব্যতীত ষষ্ঠতে প্রদত্তগুলো সম্প্রযুক্ত (২৭) এখানেও মান অনিয়তরূপে অবস্থান।

১৭০. (৩০)-(৩১) দ্বেষমূলে দুই (প্রকার অকুশল চিত্ত (৪৭০) প্রথমে সম্প্রযুক্ত আঠার। যাতে বলা হয়েছে গ্রন্থে প্রদত্ত এগার, চার বা ততোধিক অবস্থা এবং তিন অনিয়ত। এখানে এগারোতে প্রদত্তগুলো হচ্ছে :

স্পর্শ (১)

চেতনা (২)

বিতর্ক (৩)

বিচার (৪)

বীর্য (৬)

জীবিত (৭)

সমাধি (৮)

নিবীর্য (অহিরীকং) (৩৭)
নিরুত্তাপ (অনোপত্তং) (৩৮)
(৪৫) দ্বেষ
মোহ (৪০) এসব স্বরূপে আগত।
চার অথবা ততোধিক ধর্ম হচ্ছে :
ছন্দ (২৬)
অধিমোক্ষ (২৯)
ঔদ্ধত্য (৪২)
মনস্কার (৩০)

তিন প্রকার অনিতগুলো হচ্ছে :

ঈর্ষা (৪৬)
মাৎশর্য (৪৭)
দুর্মন্য (৪৮)

১৭১. এখানে (৪৫) তারা ঘৃণা করে অর্থে দ্বেষ বা স্বয় ঘৃণা করে অথবা সাধারণত ঘৃণিত (দোস)। ইহার বৈশিষ্ট্য হল-নিষ্ঠুরতা। ক্রুদ্ধকৃত সর্পের মত। ইহার কার্যকারিতা এক ফোটা ছড়ানো বিষের মত। অথবা ইহার কাজ বনের দাবাগ্নির মতো নিজের সহায়ক অস্তিত্ব পুড়ে ফেলা। একজন শত্রু সুযোগ লাভের মতো দূষণে ইহার প্রকাশ হয়। ইহার আসন্ন হেতু বিরক্তির ক্ষেত্র। (A.V.-150) বাসী মূত্রের সাথে বিষ মেশানো সদৃশ জ্ঞাতব্য।

১৭২. (৪৬) ঈর্ষায়নই ঈর্ষা অপরের সফলতায় পরশ্রীকাতরতা ইহার বৈশিষ্ট্য। উহাতে অসন্তুষ্টি ইহার কাজ। উহা হতে বিরুদ্ধ ভাবাপন্নতা ইহার প্রকাশ। ইহার আসন্ন হেতু অপরের সফলতা। বন্ধন হিসাবে ইহা জ্ঞাতব্য।

১৭৩. (৪৭) মাৎসর্যের ভাবই মাৎসর্য (মচ্ছরিয়ং)। তার লব্ধ অথবা লাভযোগ্য বা নিজের সফলতা গোপনীয়তা যা অর্জিত লাভ হতে পারে এমন। ইহার কৃত হল অন্যের সাথে অংশগ্রহণ না করা। সঙ্কোচন ইহার প্রকাশ অথবা ইহা হীনমন্যতায় প্রকাশিত। ইহার আসন হেতু কারও নিজের সফলতা। মানসিকভাবে বিকৃত করা বশে জ্ঞাতব্য।

১৭৪. (৪৮) কুকৃত্যই কুৎসিৎ (কুচ্ছিত)। তদ্ভাব সম্পন্ন কুকৃত্য (কুক্কুচ্চং)। বৈশিষ্ট্য বশে ইহা পশ্চাতে অনুশোচনা আনে। যা কৃত এবং অকৃত সম্বন্ধে দুঃখ প্রদান ইহার কাজ। ইহার প্রকাশ কৃত অপরাধের অনুশোচনা। ইহার আসন্ন (শেষ) হেতু যা কৃত এবং অকৃত রয়েছে। ইহা দাসত্ব বশে জ্ঞাতব্য।

১৭৫. অবশিষ্ট বর্ণিত মতে। সুতরাং আঠার প্রকার সংস্কার প্রথমটিতে (অকুশল চিত্ত দ্বেষ মূল) এর সাথে সম্প্রযুক্ত বলে জ্ঞাতব্য। (৩০)

(৩১) এবং প্রথমটি (৩০) যেমন দ্বিতীয়টি অনুরূপ (১১), পার্থক্য হল অনিশ্চিত (অনিয়ত) এবং স্থূল সংস্কার (থিনসিদ্ধ) এর উপস্থিতি বর্তমান (৪৩)

১৭৬. (৩২)-(৩৩) দুই দ্বেষ (দোস) মূলের ক্ষেত্রে প্রথমঃ (সম্প্রযুক্ত) সঙ্গে (চিত্তের সাথে অর্থাৎ অনিয়মিতের সাথে সম্প্রযুক্ত (৩২) (471) মূল গ্রন্থে পদত্তগুলো হচ্ছেঃ

স্পর্শ (১)
চেতনা (২)
বিতর্ক (৩)
বিচার (৪)
বীর্য (৫)
জীবিত (৭)
চিত্ত স্থিতি (৪৯)
বিবেকহীনতা (৩৭)
নির্লজ্জতা (৩৮)
মোহ (৪০)
অনিশ্চিত (৫০)
অথবা যে কোন অবস্থায় দুইটি যথা :
বিচিকিৎসা (৪৩)
ঔদ্ধত্য-মনস্কার (৩০)
এবং এসবের সংযুক্তিতে হয় মোট তের প্রকার।

১৭৭. এখানে (৪৯) চিত্ত স্থিতি দুর্বল সমাধি (৮), বিগত চিকিৎসা বিচিকিৎসা সন্দেহ করা ইহার বৈশিষ্ট্য। হওয়া ইহার কাজ। অনিশ্চিত হওয়া ইহার

প্রকাশ অথবা বিবিধ পার্শ্ব গ্রহণ ইহার প্রকাশ। ইহার আসন্ন হেতু হল সন্দেহপ্রসূত (বিচিকিজা) অযোগ্য মনস্কার (অযোনি মনসিকার) বিরুদ্ধ সুত্র বশে ইহা জ্ঞাতব্য। (অধ্যা. ১৭.৫২)

১৭৮. (৩৩) ঔদ্ধত্যের সাথে সম্প্রযুক্ত (চিত্ত) (৩৩) বিচিকিৎসার সাথে (সম্প্রযুক্তচিত্ত) একই। ব্যতিক্রম শুধু বিচিকিৎসায় কিন্তু বিচিকিৎসার অনুপস্থিতিতে এখানে অধিমোক্ষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং উহা সহযোগে ইহারা অনুরূপভাবে তের এবং সমাধি বলবত্তর কারণ এতে অধিমোক্ষ বর্তমান। মূলগ্রন্থে ঔদ্ধত্যও প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যখন অধিমোক্ষ (২৯) এবং মনস্কার (৩০) এদের মধ্যে অথবা সে যা হোক বশে (যেবপনক) বিদিতব্য। এরূপে অকুশল সংস্কার বিদিতব্য।

১৭৯. (৩) অব্যাকৃত এবং বিপাক অব্যাকৃত প্রথমত দ্বিভাজিত (৩৪৩-(৬৯)। এরূপ শ্রেণিকরণ করা হয়েছে অহেতুক এবং সহেতুক বশে। যেসব অহেতুক (৫০-৫৬) যেগুলোর সঙ্গে বিপাক বিজ্ঞান অহেতুক (৩০-৪১) সম্প্রযুক্ত।

এখানে, যেগুলো প্রথমত কুশল বিপাক (৪) এবং অকুশল বিপাক (৫০) চক্ষু বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত। সেগুলো মূল গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে : স্পর্শ (১) চেতনা (২) জীবিত (৭) চিত্ত স্থিতি (৪৪) যা পাঁচটিতে রূপান্তর হয়
মনস্কার (মনসিকার) (৩৩) সহমাত্র বশে অথবা যে ধর্ম স্থিতি এসব একইভাবে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং কায় বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত (৩৫-৩৮), (৫১-৫৪)।

১৮০. উভয় বিপাক (ফল) মনোধাতু (৩৯-৫৫) এবং বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষসহ আট হয়। তন্মধ্যে বিবিধ অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু। যাতে রয়েছে সৌমনস্য সহগত তার সাথে প্রীতি অধিক হয় বলে বিদিতব্য।

১৮১. সহেতুক বিপাক বিজ্ঞান (সংস্কার) সম্প্রযুক্ত (৪২-৪৯) সহেতুক হয়, তন্মধ্যে অষ্ট কামাবচর বিপাক সম্প্রযুক্ত তথা আট কামাবচর কুশল দ্বারা সম্প্রযুক্ত সংস্কার সদৃশ। (১-৮) যা অনিশ্চিতদের (নিরীহ) জন্য করুণা মুদিতা (৩২-৩৩) তা সত্ত্বগণের আলম্বন বিপাকে পড়ে না। তা একান্তই সীমিত আলম্বন কামাবচর বিপাক হয়। শুধু মাত্র করুণাও মুদিতা নয়,

তিন বিরতিও (৩৪-৩৬) বিপাকের মধ্যে থাকে না। (৪৭২) এজন্যে বলা হয়েছে 'পঞ্চ শিক্ষাপদ' কুশল রূপে বর্ণিত।

১৮২ (৫৭)-৫৯) রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকুত্তর বিপাক বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত এবং সে সব কুশল বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত সংস্কারের সদৃশ। (২)-(২১)

১৮৩. (৭০)-(৮৯) অব্যাখ্যাত ক্রিয়া ও অহেতুক সহেতুক ভেদে দুই প্রকার : তন্মধ্যে অহেতুক ক্রিয়া বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত অহেতুক। সেগুলো ও কুশল বিপাক মনোধাতু অহেতুক মনো বিজ্ঞান ধাতুদ্বয় যুক্তভাবে সমান। (৪০)-(৪১) কিন্তু মনোবিজ্ঞান (৭১)-(৭২)ধাতুদ্বয়ে এবং বীর্য অতিরিক্ত। বীর্য স্বাভাবিক উপস্থিতিতে।

স্বভাবত বলপ্রাপ্ত (৮) সমাধি হয়। ইহাই এখানে বিশেষত্ব।

১৮৪. এসব সহেতুক বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত সহেতুক সেগুলো (৭৩)-(৮০)। তন্মধ্যে অষ্ট কামাবচর কুশল সম্প্রযুক্ত তবে বীর্য স্থাপন করে আট কামাবচর কুশল দ্বারা সম্প্রযুক্ত সংস্কার সদৃশ। রূপাবচর, অরূপাবচর ক্রিয়া সম্প্রযুক্ত ও সর্বপ্রকারেও ইহারা কুশল বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত সদৃশ্য। এভাবে অব্যাকৃত সংস্কার বিদিতব্য।

১৮৫. সংস্কার স্কন্ধে ইহাই বিস্তৃত বিশ্লেষণ। অভিধর্মে ইহা পদ বিভাজনে ইহা স্কন্ধে মূল্য বিশ্লেষণ।

গ) এগার শীর্ষে ৫ স্কন্ধ শ্রেণিকরণ ঃ

১৮৫. বিগত অংশ, প্রথম অভিধর্ম ভাজনীয় মতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত স্কন্ধ। কিন্তু ভগবান কর্তৃক স্কন্ধের (সুত্ত ভাজনীয়) মতে এভাবে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যে কোন রূপ অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা প্রণীত, দূরে বা নিকটে; সে সমস্ত একত্রে এবং স্থুলার্থে রূপস্কন্ধ বলা হয়। যে কোন বেদনা ... যে কোন সংজ্ঞা যে কোন সংস্কার, যে কোন বিজ্ঞান, অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ... সমস্তই একত্রে এবং স্থুলার্থে না হোক বিভেদ স্কন্ধ বলা হয়। (Vbh-11-9) M iii-17

[রূপ ঃ]

১৮৬. এখানে 'যা হোক' শব্দটি কোন কিছু ব্যতিরেকে সংযুক্ত বুঝায় সাধারণ শ্রেণিভূক্ত করণে রূপ বাধা প্রদান করে। এভাবে রূপ দুবর্ণনায় যে কোন ব্যতিরেকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারপর তিনি তা অতীত, ভবিষ্যৎ ও

বর্তমান ইত্যাদি বশে ধরে নিতে পারেন। যেহেতু ইহার কতিপয় কিছু অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ইত্যাদি বশে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

এখানে রূপকে বলা হয় : চার অতীত, চার শ্রেণিতে বিভক্ত : ১) দীর্ঘকাল ২) ধারাবাহিকতা ৩) ক্ষণ এবং ৪) গতি বশে শ্রেণিকৃত হয়েছে। সেরূপ (২) বর্তমান এবং ৩) ভবিষ্যৎ ও অনুরূপ।

১৮৭. এখানে ১) প্রথম জাতি অনুসারে : কোন জীবের পক্ষে একবার একক ভবে পুনজন্মের পূর্বে হল অতীত, তেমনি মৃত্যুর পরের ভবিষ্যৎ এ দূরের মধ্যখানে বর্তমান।

১৮৮. (২) **সন্ততি বা ধারাবাহিক অনুসারে** : যে (রূপ)। যা অনুরূপ ঋতু এবং আহার একক হেতু, যদিও তা ক্রমানুসারে ঘটে থাকে (৪৭৩) তা হল বর্তমান। যা পূর্বানুরূপ তা হল অতীত ঋতু এবং আহার হেতু। যা পরবর্তী তা হল ভবিষ্যৎ। যা চিত্তজ এবং একক বীথি, একক জবন এবং সমাপত্তি তা হল বর্তমান। পূর্বানুরূপ হল অতীত। তার পরবর্তী হল ভবিষ্যৎ। তার মধ্যে কোন বিশেষ অতীত, সন্ততি, ইত্যাদি বশে শ্রেণি বিভাগ নেই। যার মধ্যে হেতু হল ইহার কর্ম। কিন্তু ইহার অতীতাদি ইহাকে যেভাবে সহায়তা (উপস্তম্ভ) করে তার উপর। আবার এসবই হেতু হল ঋতু, আহার এবং চিত্ত।

১৮৯. (গ) **সময় অনুসারে** : যে কোন ক্ষণ যেমন এক মুহূর্ত, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন দিন এবং রাত ইত্যাদি যা সন্ততি বশে ঘটে তা হল বর্তমান। ইহার পূর্ববর্তী হল অতীত এবং পরবর্তী হল–ভবিষ্যৎ।

১৯০. (ঘ) **ক্ষণানুসারে** : তিনটি ক্ষণে যা সংযুক্ত হয়েছে (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিলয়) উৎপত্তিকে বলা হয় বর্তমান। পূর্বতন হতে উহা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ। পরবর্তী হতে উহা পর্যন্ত অতীত।

১৯১. **অধিকন্তু** : যার হেতু ক্রিয়া এবং কারণ গত হয়েছে তা অতীত। যার হেতু ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে এবং যার হেতুক্রিয়া অসমাপ্ত তা বর্তমান। যার হেতুক্রিয়া কোনটাই অর্জিত হয়নি তা ভবিষ্যৎ। অথবা বিকল্পে ক্রিয়ার ক্ষণ বর্তমান। পরবর্তী হতে ভবিষ্যৎ। তার পরবর্তী ভবিষ্যৎ, পূর্ববর্তী সময় হল অতীত।

এখানে শুরু করা ক্ষণ-এর বিশ্লেষণ আক্ষরিক মাত্র। অবশিষ্টগুলো সংখ্যা জ্ঞাপক অর্থে।

১৯২. (৪)-(৫) **অন্তঃ বহিঃ** বিভাগ ইতপূর্বে বর্ণিত হয়েছে (৭৩)। অধিকন্তু কারো নিজস্ব বলে ইহা অন্ত বলে জ্ঞাতব্য। এবং যা অন্যের তা বহিঃ বলে জ্ঞাতব্য।

(৬)-(৭) স্থুল এবং সূক্ষ্ম পূর্বে বিবৃত হয়েছে। (৭৩)

১৯৩. (৮)-(৯) **হীন-প্রণীত ভেদে বিভিধ পর্যায়।** যথা সংখ্যাগত ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে আক্ষরিক। এখানে অকনিষ্ট দেবগণের রূপের চেয়ে সুদর্শীর রূপ হীনতর তন্মধ্যে সুদর্শী দেবতাদের রূপ প্রণীততর স্পর্শে দেবগণের রূপ সুদর্শী দেবগণের চেয়ে প্রণীততর। প্রথমত, হীন-প্রণীত সাংখ্যিকভাবে এভাবে নিম্নদিকে নরকের অধিবাসীগণ পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। কিন্তু চুড়ান্তরূপে আক্ষরিকভাবে অকুশল বিপাক যেখানে উৎপত্তি হয় সেখানে হীনতর এবং সেখানে কুশল বিপাক যেখানে উৎপত্তি হয় সেখানে প্রণীততর।

১৯৪. (৯)-(৩১) **দূরে-নিকটে :** ইহাও (৭৩) অংশে বিবৃত হয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত দূরত্বে এবং নিকটে অবস্থান অনুসারে জ্ঞাতব্য।

১৯৫. **সামগ্রিক এবং স্থুলত্ব সর্বই একত্র :** সমস্ত রূপ একত্র করে, অতীত ইত্যাদি শব্দ দ্বারা পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ইহাদের একত্রিত করে ইহার একত্রে বুঝানো হয়েছে। অন্যকথায় রূপীয় করণ (রূপ্পন) ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইহাকে বলা হয়েছে রূপস্কন্ধ। এখানেই ইহার অর্থ নিহিত।

১৯৬. ইহার দ্বারাও দেখানো হয়েছে যে, রূপস্কন্ধ হল সমস্তরূপ। যা রূপীয় করণ (রূপ্পন), যা হতে রূপন বৈশিষ্ট্য হতে এসেছে। রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন রূপস্কন্ধ নেই। (৭৪)

এবং ঠিক এই রূপের মত বেদনা ইত্যাদি (বেদনা স্কন্ধে দেখানো হয়েছে)। যেহেতু এসব অনুভূতি বৈশিষ্ট্যের সংকলনে (পৃথকভাবে) মধ্যে পড়ে। বেদনা ইত্যাদি ব্যতিরেকে কোন বেদনা স্কন্ধ নেই।

[বেদনা ঃ]

১৯৭. শ্রেণি বিভক্তির (১)-(৩) অতীতাদি, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের মধ্যে বেদনা সন্ততি, ক্ষণ এবং ইত্যাদি অনুসারে জ্ঞাতব্য।

এখানে, সন্ততি অনুসারে যা এক চিত্তবীথি, এক জবন এবং এক সমাপত্তিতে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং একই রকম আলম্বন ক্ষেত্রে সংযুক্তি ঘটেছে তা হল বর্তমান। তার পূর্বে অতীত। পরবর্তী ভবিষ্যৎ। ক্ষণাদি অনুসারে-ঐ বেদনা তিনটি ক্ষণে সংযুক্ত যা অতীতকাল এবং ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে এবং যা নিজের ক্রিয়া সম্পাদন করছে তা হল বর্তমান। উহার পূর্বে অতীত, পরবর্তী–ভবিষ্যৎ কাল।

১৯৮. (৪)-(৫) অন্ত ও বহিঃ বিভাজন কারো স্বয়ং অন্তস্থ জ্ঞানে অনুসারে জ্ঞাতব্য।

(৬)-(৭) স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিভাজন (ক) প্রকার অনুসারে (খ) ব্যক্তিকগুণাবলি গ) পুরুষ এবং ঘ) লৌকিক এবং লোকোত্তর অনুসারে জ্ঞাতব্য। যা বিভঙ্গে বর্ণিত মতে অকুশল বেদনাস্থূল, কুশল এবং অব্যাকৃত বেদনা হল সুক্ষ্ম। [কুশল এবং অকুশল বেদনা স্থূল, অব্যাকৃত বেদনা সুক্ষ্ম।] (Vbh-3) ইত্যাদি।

১৯৯. ক) প্রকার অনুসারে : প্রথমতঃ অকুশল বেদনা হল অশান্ত অবস্থা। কারণ ইহার হেতু তিরস্কার করা এবং ইহা ক্লেশের আগুন ছড়ায়। সে কারণে ইহা কুশল বেদনার সাথে (তুলনামূলকভাবে) স্থূল এবং যেহেতু ইহার স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা এবং পরিচালন এবং বিপাক এবং যেহেতু ক্লেশ অগ্নিতে দাহ্যমান এবং যেহেতু ইহা তিরস্কারযোগ্য ইহা অব্যাকৃত বিপাকের সাথে স্থূল তুল্য। এবং ইহা ফল দ্বারা তুলনা করা হয়েছে, যেহেতু ইহা ক্লেশ অগ্নিতে দাহ্যমান এবং যেহেতু ইহা কারণ সম্ভূত এবং তিরস্কারযোগ্য অব্যাকৃত ক্রিয়ার সাথে স্থূল তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু বিপরীতক্রমে অকুশল এবং অব্যাকৃতি বেদনার সাথে কুশল এবং অব্যাকৃত বেদনা সুক্ষ্ম তুলনা করা হয়েছে। এ দুটিও যা কুশল এবং অকুশল বেদনা। স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা পরিচালনা এবং ফল। সুতরাং এসব ক্রমানুসারে দুই শ্রেণীর অব্যাকৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বিপরীতক্রমে দুই শ্রেণীর অব্যাকৃত হল উহাদের সাথে তুলনামুলক ভাবে সুক্ষ্ম। ইহাই প্রথমত স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব প্রকার অনুসারে জ্ঞাতব্য।

২০০. **খ) ব্যক্তিক গুণানুসারে :** দুঃখ বেদনা অপরাপরের সাথে তুলনামূলক স্থূল ।· কারণ ইহা সুখ বিবর্জিত। ইহা মধ্যস্থতায় জড়িত। গোলযোগের কারণ ঘটায়, উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করে, এবং অধিশক্তি করে। অপর দুটি

দুঃখময় তুলনামূলকভাবে সূক্ষ্ম। কারণ এসব সন্তুষ্টিজনক, সুখ শান্তিপদ এবং প্রণীততর এবং ক্রমাগতভাবে গ্রহণীয় এবং মধ্যস্থ। সুখদায়ক এবং দুঃখময়তা সুখ, দুঃখ কোনটিই নয় এবং সাথে তুলামূলকভাবে স্থুল । যেহেতু এসব মধ্যস্থতায় জড়িত, গোলপেনের কারণ এবং স্পষ্ট। শেষোক্তটি সামনের এবং পূর্বের উভয়েও সাথে তুলনামুলকভাবে সূক্ষ্ম। এভাবে স্থুল এবং সূক্ষ্মত্ব স্বস্ব গুণে অনুসারে জ্ঞাতব্য।

২০১. গ) লোকীয় লোকোত্তর অনুসারে ঃ তৃষ্ণাযুক্ত বেদনা লোকীয়। এবং তৃষ্ণা বিমুক্ত বেদনার সাথে তুলনামূলকভাবে ইহা স্থুল। কারণ ইহা তৃষ্না উৎপত্তির কারণ, বন্যার জন্য দায়ী, বন্ধনের জন্য দায়ী, গ্রন্থির জন্য দায়ী নীবরণ এর জন্য দায়ী উপাদানের জন্য দায়ী, অকুশলের জন্য দায়ী এবং কুসংসর্গের জন্য দায়ী। বিপরীত ক্রমে শেষোক্তটি সতৃষ্ণের সাথে তুলনামূলকভাবে সূক্ষ্ম। লোকীয় এবং লোকোত্তর অনুসারে এভাবে স্থুলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব জ্ঞাতব্য।

২০৩. এখানে প্রকার এবং ইত্যাদি অনুসারে প্রত্যেককে সংমিশ্রণ (শ্রেণিবিন্যাস) হতে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ যদিও বেদনা অকুশল বিপাক সম্পৃক্ত ব্যয় বিজ্ঞান প্রকার অনুসারে সূক্ষ্ম। কারণ ইহা অব্যাহত যা হোক না কেন ইহা পুদগলগুণ ইত্যাদি অনুসারে স্থুল। এবং এজন্য বলা হয়েছে "অব্যাকৃত বেদনা সূক্ষ্ম' দুঃখ স্থুল, বেদনা স্থুল। (ধ্যানে) প্রবেশ (সমাপত্তি) করেছে তার বেদনা সূক্ষ্ম। অর্থাৎ যে প্রবিষ্ট নয় তার স্থুল। তৃষ্ণামুক্ত বেদনা সূক্ষ্ম, তৃষ্ণামুক্ত বেদনা স্থুল।' (Vbh 3) অনুরূপভাবে দুঃখময় বেদনা, সুখ ইত্যাদিও প্রকার অনুসারে স্থুল এবং

২০৪. ব্যক্তি বা (পুদ্গল) গুণানুসারে সূক্ষ্ম। সুতরাং বেদনার স্থুলতা এবং সূক্ষ্মতা এভাবে জ্ঞাতব্য যে, যাতে প্রকার ইত্যাদি শ্রেণিভাজন অনুসারে তাতে কোন প্রকার মিশ্রণ না ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে। (যখন এরূপ বলা হয়) প্রকার অব্যাহত অনুসারে কুশল এবং অকুশল তুলনামূলক সূক্ষ্মভাবে পুদগল গুণ। শ্রেণি ইত্যাদি এতে কোন বাধ্যগত নয় :" অব্যাকৃত প্রকার কি ? ইহা কি দুঃখময় ? ইহা কি সুখময় ? ইহা (ধ্যানে প্রবেশ) কি কারো জন্যে সমাপত্তির জন্য ? ইহা কি তৃষ্ণার কারণ? ইহা কি তৃষ্ণা বিমুক্ত ? এবং প্রত্যেক উদাহরণে।

২০৫. অপিচ, যেহেতু কথাহলো অথবা স্থূল বা সূক্ষ্ম বশে বেদনা জানা যায়, বেদনা ইহা বা উদ্ধার সাথে তুলনা করে। (Vbh. 4) অকুশল ইত্যাদির মধ্যে দ্বেষ সহগত বেদনাও লোভ সহগতের সাথে তুলনা করে স্থূল হয়। কারণ ইহা নিজের উপস্তম্ভ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে আগুনের মতো। এবং উহা লোভ সহাগত বলে সূক্ষ্ম। ইহাও যে, দ্বেষ সহগত বলে স্থূল। যখন দ্বেষ স্থায়ী থাকে এবং সূক্ষ্ম হয় যখন অস্থায়ী থাকে তখন তা যখন অপরটি সূক্ষ্ম হয়। এবং স্থায়ীটি স্থূল হয় তখন কল্পান্তে ফল প্রদান করে যখন অপরটি সূক্ষ্ম হয়। এবং এগুলোর ফল প্রদান করে কল্প পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এখানে অসংস্কারগত স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। কিন্তু লোভ সহগত দৃষ্টি (মিথ্যা) সপ্রযুক্ত হলে স্থূল, অপর পক্ষে সূক্ষ্ম হয়। উহাও যখন স্থায়ী হয় এবং ফল প্রদান করে কল্প পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং অসংস্কারগত হলে স্থূল হয়, অপরটি সূক্ষ হয়। এবং কোন পার্থক্য ছাড়া প্রচুর ফলযুক্ত অকুশল স্থূল হয় যেখানে সূক্ষ্ম কম ফলযুক্ত হয়। কিন্তু কম কলমুক্ত কুশল হয় স্থূল । যেখানে অপরপক্ষে প্রচুর ফলযুক্ত স্থূল ।

২০৬. অধিকন্তু, কামাবচর কুশল হয় স্থূল উহা রূপাবচর হয় সূক্ষ্ম পরবর্তীতে অরূপাবচর এবং পরে লোকোত্তর (ক্রমান্বয়ে তুলনীয়)। দানে কামাবচর স্থূল হয় পক্ষান্তরে শীলে হয় সূক্ষ ; পরে ভাবনাতে। তাও দুই সহেতুকে ভাবনা কূল, তিন সহেতুকে হয় সূক্ষ্ম। তিন সহেতুকে সংস্কারগত হলে স্থূল, যখন ইহা অসংস্কারগত হয় তখন সূক্ষ্ম হয়। উহা প্রথম ধ্যানে রূপাবচরে হয় স্থূল। [দ্বিতীয় ধ্যানে সূক্ষ্ম হয়। উহা দ্বিতীয় ধ্যানে ও স্থূল হয়] পঞ্চম ধ্যানে সূক্ষ্ম। এবং উহা আকাশ অনন্তআয়তন সম্প্রযুক্তি অরূপাবচরে স্থূল হয় ... (৪৭৬) উহা নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন সম্প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হয় মাত্র। এবং লোকোত্তর সম্প্রযুক্ত স্রোতাপতি মার্গে স্থূল হয়, ... উহা অর্হত্ব মার্গ সম্প্রয়তে সূক্ষ্ম হয়। এই একই পদ্ধতি বিপাক এবং ক্রিয়া বেদনা বিভিন্ন ভূমিতে প্রয়োগ হয় এবং দুঃখ, ইত্যাদি বেদনা ধর্মানুসারে ঘটে। কোন এক সমাপতি ইত্যাদি ছাড়া এব সতৃষ্ণ ইত্যাদি উক্ত বেদনা অনুসারে হয়।

২০৭. অত:পর জ্ঞানানুসারে নরকের দুঃখময় বেদনা স্থূল, যখন র্তিফা স্থানে সূক্ষ্ম হয়, পরনির্মিত বশবর্তীতে দেবতাদের মধ্যে সূক্ষ্ম মাত্র হয়। এবং

সুখ পছন্দের যে কোন স্থলে ব্যাখ্যা করা উচিত, দুঃখ যেখানে উপযোগী সেখানে যোজনা করা উচিত।

২০৮. দৈহিক ভিত্তি অনুসারে হীন-প্রণীত ভেদে যেখানে কায়িক ভিত্তি হীন সেখানে স্থূল আর সেখানে কায়িক ভিত্তি প্রণীত সেখানে সূক্ষ্ম বলে দ্রষ্টব্য।

(৮-১) হীন প্রণীত শ্রেণি বিন্যাসের মধ্যে সেখানে স্থূল তা হীনরূপে এবং সেখানে সূক্ষ্ম সেখানে প্রণীতরূপে জ্ঞাতব্য।

২০৯. (১০-১১) দূর শব্দটি বিভঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে এভাবে 'কুশল এবং অব্যবহৃত থেকে অকুশল হল 'দূর' (Vbh. 4) এবং 'নিকট' শব্দটি ব্যাখ্যাত হয়েছে এভাবে :

'অকুশল বেদনা অকুশল বেদনার নিকট (Vbh. 4)। সুতরাং অকুশল এবং অব্যাকৃত থেকে অকুশল বেদনা দূরে কারণ ইহাদের বৈসাদৃশতা সম্পর্কহীনতা এবং সাদৃশ্যতা। অকুশল হতে কুশল এবং অনুরূপ দূর। এবং এরূপে সর্ব ক্ষেত্রে উদাহরণে। কিন্তু অনুকূলতা এবং সাদৃশ্যতার বিস্তৃত ব্যাখ্যাত।

[সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান]

২১০. বেদনার প্রকার ভেদের সাথে সংজ্ঞা, ইত্যাদি ও জ্ঞাতব্য।

[ঘ পঞ্চস্কন্ধের শ্রেণিগত জ্ঞান]

ইহা অবগত হওয়ার পর একই স্কন্ধ সম্বন্ধে পুনশ্চ।

খন্ধেসুঞারভেদখং কমতোথ বিসেসতো,
অনুনাদিকতো চেব, উপমাতো তমেব
দটঠব্বতো দ্বিধা এবং পসস্‌ন্ত স্‌স খ সিদ্ধিতৌ
বিনিচ্ছয়নয়ো সম্মা বিঞ্ঞপতবো বিভাবিনা।

১. ক্রমানুসারে এবং
২. পার্থক্যানুসারে
৩. কোনটি কম বা বেশি নয় অনুসারে।
৪. এবং উপমা বশে সদৃশ,
৫. এবং দর্শনত দ্বিগুণ,
৬. এবং কারো পক্ষে এরূপ দর্শনে ভাল

২১১. **এখানে ক্রমানুসারে ঃ** বিবিধ ক্রম বর্তমান, যথা উৎপত্তি ক্রম, পরিহার ক্রম, প্রতিপর্তি (প্রয়োগ) ক্রম, ভূমিক্রম, শিক্ষাক্রম (দেশনা)।
এখানে উৎপত্তি অনুসারে প্রথমে প্রথম তবে পর্যায়ে আসে কর্দম দ্বিতীয় স্তরে আসে পরিহার বশে। ক্রম হল দর্শনে বস্তু পরিহার, ভাবনায় বস্তু পরিহার ইত্যাদি শীল বিশুদ্ধি (৪৭৭) ... চিত্ত বিশুদ্ধি (M i-148) ইত্যাদি হল অনুশীলন ক্রম। কামাবচর রূপাবচর (PS. 1-83) ইত্যাদি হল ভূমিক্রম। একাগ্রতার চার ভিত্তি, চার সম্যক কর্ম (D ii-120) ইত্যাদি অথবা দানকথা, শীলকথা (M. i-379) ইত্যাদি হল দেশনা ক্রম।

২১২. এসবের প্রথমত উৎপত্তিক্রম এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ স্কন্ধ সমূহ সম্পর্কিত অনুক্রমে ক্রমানুসারে উৎপত্তি হয় না, যেমন প্রথম স্তরে কর্দম হয় ইত্যাদি। নতুবা পরিহার প্রযোজ্য ক্রম হয়, কারণ কুশল এবং অব্যাকৃত পরিহার করা হয়নি। নতুবা প্রয়োগক্রমে, কারণ যা অকুশল তা অনুশীলিত হয়নি, নতুবা ভূমিক্রমে, কারণ বেদনা ইত্যাদি বার ভূমিতে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

২১৩. দেশনাক্রমে এমন সব লোকজন আছে যারা দেশনা ক্রমের উপযুক্ত। তারা পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে আত্মবাদে নিপতিত হয়। কারণ তারা এসব বিশ্লেষণ করতে পারে না। এবং ভগবান তাদেরকে ধারণা দৃঢ় ভাবাপন্ন (পঞ্চস্কন্ধে) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এবং তাদের কল্যাণে আগ্রহী হয়ে তিনি প্রথমে তাদের সহজ বোধগম্যের জন্য স্থূল রূপ স্কন্ধের শিক্ষা দেন। ইহার আলম্বন ক্ষেত্র চক্ষু ইত্যাদি বিধায় তারপর বেদনা, যাতে কাঙ্ক্ষিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত রূপ অনুভব করে। তারপর সংজ্ঞা, যা বেদনার আলম্বন ক্ষেত্রের কাম্য অনুভূত হয়। যেহেতু 'কেউ যা অনুভব করে সেটি বোঝা যায় (M. 1-293) তারপর সংস্কার যা সংজ্ঞার মাধ্যমে চেতনানুভাবে গঠিত হয়। এবং সর্বশেষ, বিজ্ঞান, যা বেদনার সাহায্যে এসব বিষয় শুরু হয় এবং পরে সরকে প্রভাবিত করে। ইহা প্রথম স্থান, যাতে করে ক্রমানুসরণ ব্যাখ্যা জ্ঞাত হওয়া উচিত।

২১৪. ১. **পার্থক্যানুসারে :** অন্ধ এবং উপাদান আলম্বন স্কন্ধের মধ্যে পার্থক্য অনুসারে। কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কি ? প্রথমত বিনা পার্থক্যে বলা হয়েছে। (আলম্বন বশে) উপাদানে বলা হয়েছে, তৃষ্ণাবশত এগুলো

পার্থক্য এবং উপাদানবশত পার্থক্য। তদনুসারে বলা হয়েছে, "ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে পঞ্চস্কন্ধ দেশনা করব। পঞ্চস্কন্ধ হল উপাদানের আলম্বন। শোন ভিক্ষুগণ পঞ্চস্কন্ধ কি ? ভিক্ষুগণ অতীত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের যেকোন রকমের বেদনা .... যে কোন রকমের সংজ্ঞা ... যে কোন রকমের সংস্কারে ... যে কোন রকমের বিজ্ঞান ... দূরের অথবা নিকটের বলা হয় বিজ্ঞান স্কন্ধ। ভিক্ষুগণ এসবকে পঞ্চস্কন্ধ বলে। (আলম্বন বশে) যে কোন রকমের রূপ ... দূরের অথবা নিকটের, তৃষ্ণাধীন এবং উপাদানের হেতু ইহাকে বলা হয় উপাদান (আলম্বন) রূপ স্কন্ধ এবং যে কোন রকমের বেদনা ... যে কোন রকমের সংজ্ঞা যে কোন রকমের বিজ্ঞান ... দূরের বা কাছের যা তৃষ্ণাধীন এবং উপাদানের হেতু। ইহাকে বিজ্ঞান স্কন্ধ বলা হয় (আলম্বন বশে)। ইহা উপাদান বিজ্ঞান স্কন্ধ বলা হয় এসবকে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ বলা হয় (আলম্বন বশে) (৪৭৮) "

২১৫. এখানে যেমন বেদনাদি অনাসব ও বিদ্যমান সেরূপ রূপে হয় না। সেখানে ইহা রাশি অর্থে স্কন্ধ যোজিত সেখানে স্কন্ধ বলা হয়। যেখানে রাশি অর্থে এবং সাসব অর্থে এবং উপাদান স্কন্ধভাব সংযোজিত। সেখানে উপাদান স্কন্ধসমূহে বলা হয়। বেদনায় ও অনাসর স্কন্ধ বলা হয়। সাসব হয় উপাদান স্কন্ধে। উপাদান স্কন্ধাদি এখানেও উপাদান ইন্দ্রিয়ালম্বন (গোচর) স্কন্ধ উপাদান স্কন্ধ- এরূপ অর্থ বলে দ্রষ্টব্য। ইহা এবং সবকে একত্রে স্কন্ধাদি বশে অভিপ্রেত।

২১৬. **অনূনাধি করণ :** কিন্তু ভগবান কেন পঞ্চস্কন্ধকে কমও নয় বেশিও নয় বলে উল্লেখ করেছেন ? (ক) কারণ সংস্কার বস্তুর পরস্পর একীকরণ সবই এ অংশের অন্তর্গত। (খ) যেহেতু উহা হল বৃহত্তর পরিসর যাতে আত্মার ধারণার মূল ভিত্তি রয়েছে এবং যা আত্মার অংশ বিশেষ এবং (গ) অপরাপর স্কন্ধ্যের দ্বারা অন্তর্গতকরণ হেতু।

২১৭. ক. যখন বহু সংখ্যক শ্রেণির সংস্কার ধর্ম সাদৃশ্য অনুসারে একত্রে পুঞ্জিত করা হয়, একত্রে শ্রেণিকরণ সাদৃশ্য অনুসারে রূপ একটি রূপ সংশ্লিষ্ট স্কন্ধ গঠন করে। বেদনা সংশ্লিষ্ট একত্রে শ্রেণিকরণ অনুসারে বেদনা একটি সংশ্লিষ্ট স্কন্ধ গঠন করে। এবং এরূপে সংজ্ঞা এবং অপরাপর

গঠন করে। সে কারণে এগুলো পঞ্চবিধ বলে উক্ত। কারণ সাদৃশ্যরূপে গঠিত বস্তু শ্রেণিতে পর্যবসিত হয়।

২১৮. খ. এবং ইহা আত্মধারণার সর্বশেষ অত্যন্ত সীমিত ভিত্তি। এবং আত্ম সংশ্লিষ্ট থাকে অর্থাৎ শুরুতে রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ হয়। এজন্য বলা হয়েছে ঃ ভিক্ষুগণ, যখন রূপ থাকে ইহা রূপের উপাদানের মাধ্যমে, রূপে জোর দেওয়ার মাধ্যমে তাতে এরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, ইহা আমার এই আমি, ইহা আমার আত্মা, যখন বেদনা বর্তমান থাকে যখন সংজ্ঞা বর্তমান থাকে ..... যখন সংস্কার বর্তমান থাকে যখন বিজ্ঞান বর্তমান থাকে উপাদান থেকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে অনুরূপের মাধ্যমে (বর্ণনায়) বিজ্ঞানে। সে রকম দৃষ্টি এরূপ উৎপন্ন হয়। ইহা আমার ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা (S. iii-181-2) সুতরাং ইহারা পঞ্চ রূপে বিবৃত। কারণ ইহা ভিত্তি বশে আত্মধারণার বিস্তারিত তাৎপর্য। এবং এতে আত্মসংশ্লিষ্ট থাকে।

২১৯. গ. অধিকন্তু যেহেতু ঐ সমস্ত (স্কন্ধ) প্রথম স্কন্ধ বস্তু বশে বর্ণিত যা শীলরূপে শুরু করা হয়েছে তা সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত। এসব এখানেও সংযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এসব পঞ্চরূপে বর্ণিত, এসব অপরাধকে সংযুক্ত করে।

ইহা অনধিকম বশে ব্যাখ্যাত।

২২০. ঘ. উপমা বশে রূপস্কন্ধ (আলম্বন বশে) উপাদানের অসুস্থ্যের বক্ষের মতো। কারণ ইহা কায়িকভিত্তি দ্বার এবং অসুস্থ ব্যক্তির আলম্বন যথা বিশেষ স্কন্ধ (উপাদান আলম্বন বশে) কায় বস্তুর আবাস স্থান সদৃশ। বেদনা স্কন্ধ উপাদান আলম্বন বশে অসুস্থতার মতো কারণ ইহা যন্ত্রণা দেয়। সংজ্ঞা স্কন্ধ উপাদান আলম্বন বশে অসুস্থতার উত্তেজনার মতো কারণ ইহা লোভ, ইত্যাদিসহ উৎপত্তি বেদনা সংযুক্ত করে। ইহারে কামাবচর ইত্যাদির সংজ্ঞার কারণ হয়। সংস্কার স্কন্ধ উপাদান আলম্বন বশে বা অরুচি তাতে আশ্রয় গ্রহণের মতো কারণ। ইহা বেদনার উৎস অসুস্থতা (৪৭৯)। এজন্যে উক্ত হয়েছে : 'বেদনা, বেদনার সৃষ্ট, যা ইহারা গঠন করে (S. iii. 87) এবং অনুরূপভাবে যেহেতু অকুশল কর্ম সম্পাদনের হেতুতে এবং দুঃখ সহগত কায় বিজ্ঞান উৎপত্তিতে (Dhs.

556) সঞ্জাত বিপাক হয়। বিজ্ঞান স্কন্ধ অসুস্থ লোকের উপাদানের মতো । কারণ ইহা কখনও বেদনামুক্ত নয়, অসুস্থ।

২২১. অধিকন্তু (অপিচ) এসব (ক্রমানুসারে) কারাগার, কারারুদ্ধ, অপরাধ, সাজা এবং অপরাধীর মতো । এবং এ সব থালা, খাদ্য, ব্যঞ্জন উৎস (খাদ্যের ওপর নিপতিত), পরিবেশন এবং খাদকের মতো । ইহাই তৃষণা বশে ব্যাখ্যাত বলে জ্ঞাতব্য।

২২২. ৫. যেভাবে দর্শন করতে হয় যেভাবে দর্শন করতে হয় তার ব্যাখ্যা দুই ভাবে জ্ঞাতব্য। যথা সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতভাবে।

২২৩. **সংক্ষেপে :** (যথা সামগ্রিকভাবে) পঞ্চপোদান স্কন্ধ কে দেখা উচিত কেষমুক্ত অসি হস্তে শত্রু সদৃশ (S. iii-174)। সর্প উপমায়, ভার সূত্রের অনুশরে ভাব (S. iii-878) খাজ্জনীয় পর্য্যায় বশে খাদক ব্যক্তি, যমক সূত্রানুসারে (S. iii-128) এবং অনিত্য দুঃখ, অনাত্ম গঠিত এবং ঘাতকের মতো ।

২২৪. **বিস্তৃতভাবে ঃ** (ব্যক্তিগতভাবে) রূপকে ফেনা পুঞ্জরূপে দ্রষ্টব্য। কারণ পরিমর্দন করে নিঙড়ানো যাবে না। বেদনা জলের বুদবুদের মতো । কারণ ইহা ক্ষণিকের জন্য অনুভব করা যায়। সংজ্ঞা মরীচিকা সদৃশ কারণ ইহা মায়ার কারণ সৃষ্টি করে। সংস্কার কদলি বৃক্ষের কাণ্ডের মত। কারণ ইহার কোন সার নেই এবং বিজ্ঞান সঙ্গম স্থলের নৈপুণ্যতা (তামাসা)। কারণ ইহা চূড়ান্ত রূপ । (S iii-140-02)

বিশেষভাবে অন্তর্নিহিত রূপ ও অশুভ (কদর্ম) বলে দ্রষ্টব্য। বেদনাও দুঃখরূপে জ্ঞাতব্য। যেমন- সংক্ষেপে পঞ্চুপাদান স্কন্ধকে যে উন্মুক্ত তরবারি, ইত্যাদি সদৃশ দর্শন করেন তিনি স্কন্ধে বিচলিত হন না কিন্তু যিনি রূপ ইত্যাদিকে ফেনাপুঞ্জরূপে বিমূর্তভাবে দর্শন করেন। তিনি অসারকে সাররূপে দর্শন করেন।

২২৬. **বিশেষত:** (৪৮০) যিনি অভ্যন্তরীণ রূপকে কুৎসিৎরূপে দেখেন পরিপূর্ণভাবে কবলিকৃতা হার বুঝেন। তিনি অশুভকে শুভ, তিনি কাম ওঘকে অতিক্রম করেন। তিনি কাম থেকে বিমুক্ত হন, তিনি কায়িক কীনা সব হতে অনাসব (বীততৃষ্ণ) হন, অবিব্যারূপ কায়বন্ধন ছিন্ন করেন। তিনি তৃষ্ণাবিমুক্ত হন। কামতৃষ্ণা হতে বিষিক্ত হন, কমাসব

হতে অনাসব হন। অবিদ্যারূপ কায়বন্ধন ছিন্ন করেন। কামোপাদান উৎপন্ন করেন না।

২২৭. **বেদনাই দুঃখ :** যখন কেউ বেদনাকে দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন তিনি স্পর্শাহার কি জানেন। সুখ দুঃখের তিনি ভব সাগর উত্তীর্ণ হন। তিনি ভব বন্ধন মুক্ত হন। তিনি ভব তৃষ্ণা বিমুক্ত হয়ে বীততৃষ্ণ হন। তিনি ব্যাপাদ কায়িক অল্পেচ্ছা করেন, শীলব্রতরূপ উপাদান করেন না।

২২৮. **সংজ্ঞা সংস্কার অনিত্য বশে ঃ** যিনি সংজ্ঞা এবং সংস্কার অনাত্ম বশে অবলোকন করেন বিজ্ঞান আহার সম্বন্ধে জানেন। তিনি আত্মকে অনাত্ম দর্শন রূপ দুর্নীতি পরিহার করেন। তিনি দৃষ্টি ও অতিক্রম করেন। তিনি দৃষ্টিজাত বন্ধনমুক্ত হন। তিনি কায়িক আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন করেন যেমন ইহাই সত্য। তিনি আত্মবাদ উপাদান উৎপন্ন হয় না।

২২৯. **বিজ্ঞান অনিত্য :** যিনি বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন তিনি বিজ্ঞানাহার সম্বন্ধে জানেন। অনিত্য নিত্য দুর্নীতি (বিপল্লাস) কি জানেন 'তিনি অবিদ্যারূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন করেন। অবিদ্যাজনিত তৃষ্ণা থেকে বিমুক্ত হন। শীল ব্রতরূপ কায়িক বন্ধন থেকে মুক্ত হন। দৃষ্টিজনিত উপাদান উৎপন্ন হয় না।

২৩০. **এবং মহানিসংসং বধকাদি বসেন দস্সনং যস্মা ;**
তস্মা খন্ধে ধীরো বধকাদি বসেন পস্সেয়্যাতি।
– মহানিশংস এবরূপ উৎপত্তি হবে ভ্রমে,
প্রাজ্ঞ আর বধজন জান অনুক্রমে।
সে কারণে প্রাজ্ঞজন দর্শন কর্তব্য,
স্কন্ধঘাতক যেমন তেমন জ্ঞাতব্য।

স্কন্ধাদি চতুর্দশ অধ্যায়ে বিশুদ্ধিমার্গের প্রজ্ঞা ভাবনার বিবরণ সাধুজনের উদ্দেশ্যে গ্রথিত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রজ্ঞাভূমি

আয়তন ও ধাতুর বিবরণ

(আয়তন-ধাতু নিদ্দেস)

[আয়তনের বিবরণ]

০১. [৪৮] আয়তন বার প্রকার আয়তন। যথা-চক্ষু আয়তন, রূপ আয়তন, শব্দায়তন, স্পর্শায়তন, গন্ধায়তন, জিহ্বায়তন, রসায়তন, কায়াতন, স্পর্শায়তন, (ফোটবব), মনায়তন এবং ধর্মায়তন।

অথা লক্খণ তাবতা, কম সঙখেপ বিথারা;
তথা দট্ঠববতো চেব বিঞ্ঞাতববো বিনিচ্ছয়ো।

০২. তন্মধ্যে : ১) অর্থ ২) চরিত বৈশিষ্ট্য ৩) তদপেক্ষা অতঃপর,
৪) ক্রম এবং ৫) সংক্ষেপ বিস্তার তারপর।
৬) তদনুরূপ ক্রিয়া তথা করিতে দর্শন।
এরূপেতে জান সুজন উচিত ব্যাখ্যান।

০৩. ১. এখানে (অর্থানুসারে) প্রথমত: ব্যক্তিগতানুসারে:

ইহা দর্শন (চাক্ষুষ) করে বলে চক্ষু (চক্খু)। অর্থ হল ইহা রূপকে (দর্শনীয় বস্তু) আস্বাদন (উপভোগ) করে, এবং বিভাবিত করে। রূপায়ন (দর্শনযোগ্য করে বলে রূপ (রূপায়তি)। ইহার অর্থ এই যে, পরিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মের রং অপসৃয়মানতা ইহা মনের অবস্থা (হৃদয়) প্রমাণ করে।

ইহা শ্রবণ করে (সুনাতি) বলে কর্ণ (সোত)।

ইহা উৎক্ষিপ্ত করে নির্গত করে (সপ্পতি) বলে শব্দ (সদ্দ)। অর্থ হলো ইহা উচ্চারণ করে

ইহা গন্ধ নেয় (ঘায়তি) বলে নাক (ঘাণ)।

ইহা গন্ধ বিস্তার করে (গন্ধায়তি) বলে গন্ধ। ইহার অর্থ ইহা নিজের কায়িক ভিত্তিকে প্রতারণা করে।

ইহা জীবনকে আহ্বান করে (আবহয়তি) বলে জিহ্বা।

প্রাণী মাত্রেরই এতে আস্বাদন (রসতি) বলে বলে (রস) রস। ইহার অর্থ হল ইহাতে তারা উপভোগ করে।

ইহা কুৎসিতের মূল (আয়), তৃষ্ণাধীন, বলে কায়, জীব উৎপত্তির মূল।

ইহা স্পর্শ করে (ফুসিয়তি) বলে ইহা অনুভবনীয় (স্বাদনীয়)।

ইহা মনন করে বলে (মনো)।

ইহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের জন্য নিজেরা দায়ী (ধারয়ন্তি) বলে এসব মনের উপাত্ত (ধর্ম্ম)।

০৪. [অর্থানুসারে) সাধারণত, আয়তন বলতে বোঝায় : ক) ইহার কার্যে করে (আয়তন) খ) যেহেতু ইহা মূল (আয়) আয়তন পর্যন্ত দূরত্ব প্রসারিত গ) যা কার্যকর করে (আয়ত) তাতে নেতৃত্বদান (নয়ন) করে।

এখন বিভিন্ন (স্তরের) চৈতসিক এবং তদন্তর্গত ধর্মাদি। এসবের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চক্ষু সহগত রূপ ইত্যাদি। সেসব কার্যকর কঠোর প্রচেষ্টা, এবং উদ্যম। সে দ্বারসহগত আলম্বন যথা (ক) প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি, তারা কর্মক্ষম, উদ্বেলিত এবং এসবে প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত (আয়তন্তি) করে। ইহাই তার অর্থ। খ) এসব (দ্বার আলম্বন) মূল পরিসর (তনয়ন্তি) পর্যন্ত আয়ত্তাধীন। তারা তাদের ক্ষেত্র দান করে। ইহাই তার অর্থ গ) যতদূর সম্ভব পুনর্জন্মজনিত চক্রাকার দুঃখ। যা জন্মান্তর ধরে আদিহীন পুনর্জন্ম চক্র এবং অতিশয় কার্যকর (আয়ত)। যা পশ্চাৎধাবন করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এগিয়ে নেয় (নেয়ন্তি)। অনুঘটকের কারণ হয়, ইহাই তার অর্থ।

সুতরাং এ সমস্ত (৪৮২) বস্তুকে আয়তন বলে। কারণ তারা কার্যকর করে। যেহেতু সেসব মূলের আওতাধীন দূরত্ব এবং তারা কার্যকারিতায় নিয়ে যায়।

০৫. অধিকন্তু, 'আয়তন' বলতে আবাসস্থল, ভাণ্ডার, খনি, উৎসস্থান, জন্মের স্থান এবং হেতু। তদনুসারে জগতে 'ঈশ্বরায়তন' বাসুদেবায়তন ইত্যাদি আবাস। ঈশ্বর ও বাসুদেবের আবাসস্থান বলে আয়তন। আবার সুবর্ণের রজতের খনি-উৎস স্থান ভাণ্ডার বলে আয়তন বলে। কিন্তু ধর্মবিধানে এবং এরূপ বিধিবদ্ধকরণে উক্ত আছে:

সাসনে পণ মনোরম্মে আয়তনে,
সেবন্তিনং বিহঙ্গমাতি আদিসু সমো স্মরণটঠানাং,

– এবং এইরূপে পরমানন্দ হয় আয়তন।
আকাশবাসীগণ শুধু হয় আগমন (A-iii-43)।

ইহা সম্মেলন স্থান। একারণে উক্ত আছে দক্ষিণাপথ, পশ্যায়তন জন্মের স্থান। এজন্যে বলা হয়েছেঃ 'ধর্মায়তন' ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য। (Mi-494Ai250)

০৬. বৈশিষ্ট্য বশে চক্ষু ইত্যাদিতে চৈতসিকের বিবিধাবস্থা বিরাজ করে। কারণ এসব চক্ষু ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। সেজন্যে চক্ষু ইত্যাদি হল এসবের আবাসস্থান। এসব চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয়। কারণ এসবের সঙ্গে ক্রমে রূপীয় সহযোগিতা রয়েছে আলম্বন বশে। সে কারণে চক্ষু ইত্যাদি হল তাদের ভাণ্ডার। চক্ষু, ইত্যাদি হল এসবের সম্মেলন ক্ষেত্র। কারণ এসবের একটি না অপরটির সাথে এখানে সাক্ষাৎ ঘটে এবং ভৌতিক ভিত্তি দ্বার, আলম্বন হিসেবে এসব ব্যবহৃত হয়। চক্ষু ইত্যাদি এসবের জন্মস্থান। কারণ এসব সেখান হতে উৎপত্তি হয়। প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং আলম্বনে লাভ করে। চক্ষু ইত্যাদি এসবের হেতু, কারণ যখন চক্ষু ইত্যাদির অনুপস্থিতিতে তখন হয়, তখন এসবের অনুপস্থিতিতে ঘটে।

০৭. সুতরাং এসব কারণেও এসব বস্তুকে আয়তন বলে। যথা আবাসস্থান, ভাণ্ডার, মিলনক্ষেত্র, জন্মস্থান এবং কারণ।

বস্তুত: পূর্ববিবৃত অনুসারে ইহা চক্ষু এবং তা আয়তন। এরূপেই চক্ষু আয়তন ...। এসব মানসিক উপাত্ত এবং এসব আয়তন। এবং এভাবেই এসব মনোপাত্ত। ইহাই প্রথমত: অর্থ বশে ইহার ব্যাখ্যা বিবৃত।

৮. ২. **বৈশিষ্ট্য :** এখানেও চক্ষু আদির, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানার ব্যাখ্যা বিবৃত হল। কিন্তু এসবের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাতার্থে পূর্বে বর্ণিত স্কন্ধ (অধ্যায় ১৪.৩৭) বর্ণনায় জ্ঞাতব্য।

৯. ৩. **তাবৎ অনুসারেঃ** অনেক বশে যা বুঝায় তা হল : চক্ষু ইত্যাদিও মনোপাত্ত; যদি তা হয়, তবে মাত্র মনোপাত্ত আয়তনের পরিবর্তে তবে দ্বাদশ আয়তন বলা হয় কেন ? ষড়বিজ্ঞান সম্পন্ন কায়ের উৎপত্তির জন্যে আলম্বন ব্যবস্থাপনায় এই উপযুক্ত বিজ্ঞান কায়দ্বারের দ্বারা আলম্বন অনুসারে এবং ব্যবস্থাপনায় এসব প্রভেদ হয়ে দ্বাদশ বলে উক্ত।

১০. [৪৮৩] চক্ষু আয়তনই একমাত্র উৎপত্তির দ্বার, এবং আলম্বন হল রূপায়তন। বিজ্ঞান একটি চিত্তবীথিতে অন্তর্ভুক্ত চক্ষু বিজ্ঞানেঅন্তর্গত। তদনুরূপ অপরাপর।

কিন্তু একমাত্র মনায়তনের একাংশ, অর্থাৎ ভবাঙ্গ মন সংখ্যাত হল উৎপত্তিদ্বার এবং একমাত্র মনো উপাত্ত আয়তন যা বিজ্ঞান আলম্বনে সমান হয় না।

সেজন্যে এসবকে দ্বাদশ বলা হয়। কারণ এসব ষড় বিজ্ঞান উৎপত্তিতে দ্বার সহগত আলম্বন সংজ্ঞায়িত করে। ইহাই তাবৎ অনুসারে ব্যাখ্যা বলে জ্ঞাতব্য।

১১. ৪. ক্রমানুসারে : এখানেও "উৎপত্তিক্রম ইত্যাদির মধ্যে পূর্বোক্ত (অধ্যায় ১৪শ, ২১১) একমাত্র শিক্ষানুক্রম যথোপযুক্ত। অন্তরায়গুলোর মধ্যে চক্ষু বিষয়ে প্রথম শেখানো হয়েছে। যেহেতু ইহা উল্লেখ্য কারণ ইহার আলম্বন ক্ষেত্র বিদ্যমান যা বাধা বিঘ্ন দৃশ্যমানরূপ। অতঃপর স্রোত্রায়ন ইত্যাদি যে সবের আলম্বন ক্ষেত্র রয়েছে, যা বাধা বিঘ্নে দৃশ্যমান (রূপ) নয় অথবা বিকল্পে চক্ষুয়াতন এবং স্রোত্রায়ন অন্তরায়তন গুলোর মধ্যে প্রথম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারণ এসবের বড় সহায়তা (স্ব স্ব ক্ষেত্রের) কারণগুলোর দর্শনের সাথে তুলনা করা যায় না। এবং শ্রবণে অতুলনীয় (D.iii-250)। তারপর ঘ্রাণ আয়তন দিয়ে তিনটি শুরু করা যায়। মন আয়তনের শিক্ষা হয় শেষে কারণ ইহার আশ্রয় বিদ্যমান অপর পাঁচটি আলম্বন ক্ষেত্রে (M-i 295)। কিন্তু বহিঃআয়তন সমূহ, রূপীয় উপাত্ত ইত্যাদি (শিক্ষা করা হয়) পরে একটি করে (সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক আয়তন) কারণ এসব চক্ষু আয়তন ইত্যাদির ক্রমানুসার আশ্রয়লয়।

১২. অধিকন্তু, এসবের ক্রম এভাবে জানা যায় যে, যাতে বিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ সংজ্ঞায়িত হয়। এবং বলা হয়েছে চক্ষুর কারণে এবং রূপ আলম্বন হেতু চক্ষু বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়, ... মনের কারণে মন আলম্বন হলো মনো বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। (m.i.111) ইহাই ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

১৩.৫ সংক্ষেপ এবং বিস্তারভাবে : সংক্ষেপত: দ্বাদশ আয়তন সাধারণভাবে নাম-রূপ মাত্র কারণ মনায়তন এবং মনোপাত্ত আয়তনের একটি অংশ। নামের সাথে সংযুক্ত এবং আয়তনের অবশিষ্ট রূপের সাথে।

১৪. কিন্তু বিস্তারিতভাবে প্রথমতঃ অন্ত আয়তন সম্বন্ধে (দর্শন) চক্ষু আয়তন প্রকার বশে সাধারণত চক্ষু প্রসাদজনিত, কিন্তু যখন ইহা হেতুবশে,

গতি, ক্রম (প্রাণীর) এবং পুদগল বশে অসংখ্যা, রকম শ্রেণিভূক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে যখন শ্রোত্র আয়তন থেকে শুরু করে এবং মন আয়তন, যখন কুশল, অকুশল অব্যাখ্যাত, ক্রিয়াশীল, বিজ্ঞান শ্রেণিকরণ করা হয় তখন ৮৯ প্রকার অথবা ১২১ প্রকার হয়। কিন্তু কায়ভেদে, প্রতিপদা ভেদে ইত্যাদি শ্রেণিকরণ করা হলে তখন অনন্ত প্রকার প্রভেদ হয়। রূপ, শব্দ, গন্ধ এবং রসের আয়তনে অসংখ্য অনন্তরকম হয়। যখন বিসদৃশক্রমানুসারে, হেতু, ইত্যাদি শ্রেণিকরণ করা হয়, স্পর্শ আয়তন তিন প্রকার, যথা-পৃথিবীধাতু, তেজধাতু, এবং বায়ুধাতু। কিন্তু যখন হেতু ইত্যাদি বশে শ্রেণিকরণ করা হয় তখন বহু প্রকার হয়। ধর্মায়তন বহু প্রকার হয় যখন ব্যক্তির স্বভাব বশে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, স্কন্ধ, সূক্ষ্মরূপ এবং নির্বাণ ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভাজিত হয়। (Vbh.72) ইহাই সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

১৫. **দ্রষ্টব্যতঃ** এখানে যা হোক, সকল প্রকার সংস্কৃত আয়তন অনাগমন এবং অনির্গমনরূপে দ্রষ্টব্য। সেসব পূর্বে কোথাও থেকে উদয় হয়ে আসেনি। নতুবা এসবের পতনের পর কোথায়ও যায় না। অপরপক্ষে এসবের উৎপত্তির পূর্বে এসবের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না এবং এসবের পতনের পর এদের ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন বিলীন হয়ে যায়। এসব কোন ক্রিয়া কর্মের ব্যতিরেকে ঘটে থাকে। যেহেতু এসব পরস্পর নির্ভরতায় স্থিত থাকে এবং অতীত ও ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করে। ফলত: এসবকে অনাগমনত এবং অনির্গমনত বশে দ্রষ্টব্য।

অনুরূপভাবে এসব অচিকিৎস্য এবং অপ্রীতিকর বলে জ্ঞাতব্য। এজন্যে এসব চক্ষু এবং রূপ উপাদান ইত্যাদি হয় না। অহো কি আশ্চর্য; আমাদের সমগ্র হতে সে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এবং দ্বারবশে, বস্তু, আলম্বন বশে এসবে বিজ্ঞান উৎপাদনের কোন ঔৎসুক্য অথবা আগ্রহ নেই। অপরপক্ষে, ইহাই চূড়ান্ত নীতি যে, চক্ষুবিজ্ঞান ইত্যাদি গঠিত হয় চক্ষুর সাথে রূপ ইত্যাদি সম্মিলনের মাধ্যমে। সুতরাং এসবকে অনুসন্ধিৎসু এবং অপ্রীতিকর বশে জ্ঞাতব্য।

১৬. অধিকন্তু, অন্তর্নিহিত আয়তনকে একটি জনশূন্য গ্রামের সাথে তুলনীয়। কারণ এসবের স্থায়িত্ব। আনন্দ, এবং আত্মা বলতে কিছু নেই। এবং বাহ্যিকগুলো দস্যু কর্তৃক শত্রু আক্রান্তের মতো (S iv-175)। কারণ

অন্তস্থগুলো শত্রু আক্রান্ত। এবং বলা হয়েছেঃ গ্রহণীয় এবং অগ্রহনীয় রূপ আলম্বন দ্বারা চক্ষু নিগৃহীত (Siv-175)। অধিকন্তু অন্তর্বতী গুলোকে প্রাণীর মতো জ্ঞাতব্য (Sv.198-9) এবং বাহ্যিকগুলো সেসবের আশ্রয় সদৃশ বলে জ্ঞাতব্য।

এখানে কিভাবে দ্রষ্টব্য তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ অংশে বিধৃত।

[খ. ধাতুর বিবরণ ঃ]

১৭. অধ্যায় ১৪শ ৩২ এর পর ধাতু আঠার প্রকার অর্থাৎ চক্ষু ধাতু, রূপধাতু, চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু, স্রোত্র ধাতু, শব্দ ধাতু, শ্রোত্র বিজ্ঞান ধাতু, ঘ্রাণ ধাতু, গন্ধ ধাতু, ঘ্রাণ বিজ্ঞান ধাতু, জিহ্বা ধাতু, রস ধাতু, জিহ্বা বিজ্ঞান ধাতু, কায় স্পর্শ ধাতু, কায় বিজ্ঞান ধাতু, মনো ধাতু, ধর্ম ধাতু, মনোবিজ্ঞান ধাতু।

১৮. **তন্মধ্যে :**

> **অথতো লকখণাদিহির, কম তাবত্বা সঙখতো,**
> **পচ্চয়া অথ দট্ঠব্বা, বেদিতব্বো বিনিচ্ছয়ো**
> – ১) অর্থত ২) চরিত বৈশিষ্ট্য ৩) তদপেক্ষা অতঃপর
> ৪) ক্রম আর বিস্তার ৫) ভান্ডার ৬) অতঃপর।
> হেতু আছে তথা উচিত দর্শন।
> এরূপেতে জান সুজন উচিত ব্যাখ্যান।

১৯. ১) **এখানে অর্থানুসারে :** প্রথম চক্ষু ইত্যাদির ব্যাখ্যা অর্থ বশে এককভাবে শুরুতে এভাবে জ্ঞাতব্য : ইহা দর্শন করে (চক্খীততি) বলে চক্ষু। ইহা রূপায়ণ করে বলে রূপ উপাত্ত [৪৮৫] এবং চক্ষু বিজ্ঞান চক্ষু বিজ্ঞান।

সাধারণ (আদি) ভাবে অর্থ : ১) ইহা সাধারণভাবে শ্রেণি বিন্যাস করে (বিদহতি)। ইহা ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নেয় (বিম্বিয়তে)। এ অর্থ অথবা একটি শ্রেণিকৃত বিধান। (৪) ইহা শ্রেণিকৃত বলে (ধীয়তি) এরূপে ইহা ধাতু।

২০. ক) **লোকীয় ধাতু** যখন কারণানুসারে ব্যবস্থিত হয়ে সুবর্ণ-রঞ্জনাদি ধাতুর মতো হয় তখন তা সুবর্ণ-রজতাদির মতো অনেক প্রকার সংসার দুঃখের মতো দগ্ধ করে। খ) ইহার অর্থ ভারবহনকারী এবং ভার সদৃশ

সত্ত্বগণকে বহন করতে (ধীয়ন্তে) হয়, ধারণ করতে হয়। গ) এবং তারা দুঃখ বহন করে মাত্র (বিধান)। তাতে এসবের ওপর কোন আধিপত্য নেই। ঘ) এসব কারণে সত্ত্বগণ চক্রাকারে জন্ম জন্মান্তর অবধি সংসার দুঃখ রূপ অনুবিধান (অনুবিধিয়তি) সাদৃশ্য করা হয়। ইহাই তার অর্থ। ঙ) এবং সে দুঃখ এভাবে বিহিত (সংস্থিত) করে। সংস্থিত করে সেসবে স্থাপন করার কারণ ঘটাই-ইহাই অর্থ। সুতরাং চক্ষু আদি শুরু করে প্রত্যেকটি বস্তু (ধম্ম) বলা হয় ধাতু। যেরূপ শুরুতে অর্থ করা হয়েছে; ইহা সংস্থিত করে, সুসংস্থিত (সংক্ষেপ) করে।

২১. অধিকন্তু, অন্যতীর্থিকগণের মতে স্বভাবতঃ আত্মা বলতে ব্যক্তিক কোন গুণের অস্তিত্ব নেই। এসব হচ্ছে, উপরন্তু, কতগুলো ব্যক্তিক গুণাবলীর কারণ ধাতুমাত্র। যেহেতু এসব ব্যক্তিক গুণাবলী বহনকারী মাত্র (ধীরেন্তি)। পৃথিবীতে যেমন বিবিধ রকমের হরিতাল মনোশিলাদি দ্বারা গঠিত শিলাকে ধাতু বলা হয়, সেরূপ চক্ষু আদিতে শুরু করে সবকে ধাতু বলে। কারণ এসব বিভিন্ন বর্ণের রঞ্জিত সামগ্রিক (উপকরণ) প্রজ্ঞা এবং জ্ঞেয় মাত্র। অথবা সাধারণ অর্থে রস, রক্ত ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত ধাতু নামে খ্যাত। যা বিভিন্ন উপাদানের সংগৃহীত মৃতদেহ। যখন এসব বৈষম্য বৈশিষ্ট্য পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা হয়; ঠিক সেরূপ, সাধারণ সংজ্ঞা 'ধাতু' আত্ম গঠিত উপাদান বশে জ্ঞাতব্য। যাকে বলা হয় পঞ্চস্কন্ধ সংখ্যাত। এসব বস্তুর জন্যে। শুরুতে চক্ষু বৈষম্যের বৈশিষ্ট্য পরস্পর তুলনা করা হয়েছে।

২২. অধিকন্তু, যা অনাত্ম তার জন্যে ধাতু সংজ্ঞা এবং ধাতু সংজ্ঞা অবসানের জন্যে ভগবান বলেছেন "হে ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তির মধ্যে ছয় ধাতু বর্তমান। (M-iii-239)। সুতরাং ব্যাখ্যাটি এখানে জ্ঞাতব্য। প্রথমত: অর্থত: ইহা একটি চক্ষু এবং উহা একটি ধাতু, এভাবে ইহা চক্ষু ধাতু .... ইহা মন এবং উহা একটি ধাতু। এরূপে ইহা মনোবিজ্ঞান ধাতু।

২৩. (২) **বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বশে :** এখানেও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। চক্ষু এবং অপরাপর এবং ইহা উপরে স্কন্ধ বিভাগে বর্ণিত মতে জ্ঞাতব্য। (অধ্যা. ১৪(৭))

২৪. (৩) **ক্রমানুসারে :** এখানেও উৎপত্তিক্রম সমূহ ইত্যাদি উপরি উদ্ধৃতি অনুরূপ (অধ্যা ১৪. ২১১)। একমাত্র **'উপনীতক্রম'** এখানে যথোপযুক্ত।

হেতু ফলের ক্রমানুসারে সংজ্ঞায়। যুগ্ম চক্ষু ধাতু এবং রূপ ধাতু হল হেতু এবং চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু হল ফল। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এরূপ।

২৫. **(৪) ততোধিকতঃ অনেক মতো বশে :** এ বুঝায়ঃ সূত্রের বিভিন্ন স্থানে, এবং অভিধর্মের নিম্নে বর্ণিত স্থানাদিতেঃ তদনুরূপ অন্যান্য বশে (৪৮৬) ধাতুদৃষ্ট হয়। আভা ধাতু, শুভ ধাতু, আকাশনন্তায়তন ধাতু, বিজ্ঞানানঞ্চায়তন ধাতু, অকিঞ্চনন্তায়তন ধাতু, নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন ধাতু, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধাতু, (Sn.ii-150)। কাম ধাতু, ব্যাপাদ ধাতু, বিহিংসা ধাতু, নৈষ্ক্রম্য ধাতু, নিরোধ ধাতু, অভিহিংসা ধাতু, (Vbh. 86), সুখ ধাতু, দুঃখ ধাতু, সৌমনস্য ধাতু, দৌর্মনস্য ধাতু, উপেক্ষা ধাতু, অবিদ্যা ধাতু (Vbh. 85), আরম্ভ ধাতু, নিষ্ক্রমণ ধাতু, পরাক্রম ধাতু, (Sn. v. 66) হীনধাতু, মধ্যম ধাতু, প্রণীত ধাতু, (D-iii-215), পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু, আকাশ ধাতু, বিজ্ঞান ধাতু, সংস্কৃত ধাতু, অসংস্কৃত ধাতু, অনেক ধাতু, নানা ধাতু পৃথিবীতে বিরাজ করে। এরূপ অন্য ধাতুও দেখা যায়। যদি তা হয়ে থাকে, তবে সমস্ত বশে না করে শুধু আঠার প্রকার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে ? যেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষ রেখে স্থিত সব ধাতু এই শ্রেণী করণে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।

২৬. রূপ ধাতু স্বয়ংই আভাময় ধাতু। শুভ ধাতু, রূপ ধাতু ইত্যাদিতে পরিবদ্ধ। তবে কেন ? কারণ ইহা শুভের লক্ষণ। শুভের লক্ষণ হল ঃ শুভ ধাতু এবং উহা রূপ ধাতু ইত্যাদি ব্যতিরেকে পৃথক থাকতে পারে না। অথবা যেহেতু রূপ ইত্যাদি কুশল কর্ম বিপাক সহগত আলম্বন বলে স্বয়ং শুভ ধাতু। এরূপে রূপ ইত্যাদি সাধারণভাবে হয়। আকাশ নন্তায়তন ধাতু ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ধাতু মাত্র। যখন অবশিষ্ট (ধর্ম) রূপ ধাতু হয়। কিন্তু সংজ্ঞা এবং বেদনার নিরোধ ধাতু ব্যক্তির গুণ বশে অবশিষ্ট থাকে না। যেহেতু তাতে দুই ধাতুর নিরোধ শুধু।

২৭. কামধাতু বা শুধু ধর্ম ধাতুর অন্যতর হয়। তদনুসারে বলা হয়েছে 'এখানে কাম ধাতু কি ? কাম প্রতিসংযুক্ত তর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা সঙ্কল্প হল কাম ধাতু (Vbh.86) । অথবা আঠার প্রকার ধাতু। তদনুসারে বলা হয়েছেঃ নিম্নে অবীচি নিরবয় হতে উর্দ্ধে পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোক

পর্যন্ত খন্ধ, ধাতু, আয়তন, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান যা এ মধ্যবর্তীতে বিরাজ করে এতদসঙ্গে সংযুক্ত। এসবকে একত্রে বলা হয়।

২৮. কামাবচর ধাতু : (Vbh. 86) [487] নৈষ্ক্রম্য ধাতু হল ধর্ম ধাতু (নাম)'র অনুরূপ। সকল হল নৈষ্ক্রম্য ধাতু (Vbh. 86)। ইহা মনো বিজ্ঞান ধাতুও বটে। ব্যাপাদ, বিহিংসা, অব্যাপদ, অবিহিংসা, সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, উপেক্ষা, অবিদ্যা, আরম্ভ, নিষ্ক্রমণ, পরাক্রম ধাতু ও ধর্মধাতু সদৃশ।

২৯. হীন, মধ্যম, প্রণীত, ধাতু আদি আঠার প্রকার ধাতু। হীনঃ চক্ষু ধাতু হীন ধাতু। এরূপে মধ্যম এবং প্রণীত ইত্যাদি চক্ষু ধাতু মধ্যম এবং প্রণীত ধাতু। কিন্তু মোদ্দাকথায় অকুশল ধর্মধাতু (নাম উপাত্ত) এবং মনোবিজ্ঞান ধাতু হলে হীনধাতু। এই উভয় ধাতু যখন লোকীয় কুশল অথবা লোকীয় অব্যাকৃত এবং চক্ষু ধাতু ইত্যাদি মধ্যম ধাতু হয়। কিন্তু লোকোত্তর ধর্ম ধাতু হল প্রণীত ধাতু।

৩০. আপ ধাতু এবং আকাশ ধাতু হল ধর্মধাতু মাত্র। বিজ্ঞান ধাতু একটি সংজ্ঞা (মাত্র) , যা সাত প্রকার বিজ্ঞান ধাতু শুরুতে চক্ষু বিজ্ঞান।

৩১. সতের প্রকার ধাতু এবং ধর্ম ধাতুর একাংশ হল সংস্কার ধাতু। কিন্তু অসংস্কার ধাতু হল ধর্ম ধাতুর একটি অংশ মাত্র। পৃথিবীতে বহু ধাতু, অনেক রকম ধাতু বিদ্যমান। এসবকে মাত্র আঠার ভাগে বিভক্ত করে প্রদর্শিত হয়েছে মাত্র।

সে কারণে সেসবকে আঠার প্রকারে প্রদত্ত হয়েছে। কারণ ব্যক্তিক গুণাবলি, স্থিত সব ধাতু এই শ্রেণি বিভাজনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩২. অধিকন্তু, বিশেষভাবে জানার স্বভাববশতঃ বিজ্ঞানে, জীব সংজ্ঞা সমূহের অর্থেও আঠার প্রকার বলে উক্ত। সত্ত্বগণের বিজ্ঞানন স্বভাব বিজ্ঞানে জীব সংজ্ঞা। তন্মধ্যে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান ধাতু ভেদে তা অনেক প্রকার। চক্ষুরূপাদি প্রত্যয়যুক্ত যথাভূত অনিত্যতা প্রকাশার্থে দীর্ঘতরানুশয় জীবসংজ্ঞা সমূহ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে ভগবান আঠার প্রকার ধাতু প্রকাশ করেছেন। যা অধিকন্তু, বিনীত অধ্যাশয় বশে। যারা এতে অন্তর্ভুক্ত ভগবান তা অনতি সংক্ষেপ বিস্তার দেশনায় বিনীত করেছেন। সে উদ্দেশ্যেও আঠার প্রকার বলে প্রকাশ করেছেন। সেজন্যে উক্ত হয়েছে :

৩৩.

সঙ্খেপ বিত্থারনয়েন তথা তথাহি,
ধম্মানং পকাসয়তি এস যথসস্।

সদ্ধম্মতেজ বিহারতং বিলয়ং খনেন,
বেনেয়্য সত্তীহদয়ে সু তমো পয়াতীতি।

– পদ্ধতি আছে যথা সংক্ষেপ বিস্তার
প্রকাশে প্রয়োজন যত বহুত্তর।
হৃদিমাঝ হতে তিনি শিখালেন ধর্মচয়,
বুদ্ধিদীপ্ত তারা শুধু দুঃখ বিনাশয়।
যেবা ভাবে ভাষে (যদি) শেখে তন্ময়ে,
অন্ধকার বিদূর হয় সদ্ধর্মোদয়ে।

ইহাই তদপেক্ষাত (ততোধিক) বশে ব্যাখ্যার জ্ঞাতব্য।

৩৪. (৫) সংখ্যা গণনানুসারে : চক্ষুধাতু প্রকার অনুসারে সংখ্যা বশে এক (৪৮৮)। যথা-চক্ষু ইন্দ্রিয়। তদনুরূপ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ধাতু। চক্ষু ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বশে সাংখেয়্য [অধ্যা. ১৪(৩৭)। কিন্তু স্পৃতব্য ধাতু তিনটি বিষয়ে সাংখেয়্য। যথা-পৃথিবী, তেজ এবং বায়ু। চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু দুটি বিষয়ে সাংখেয়্য। যথা কুশল এবং অকুশল কর্ম বিপাক এবং তদনুরূপ বিজ্ঞান ধাতু হলো কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা এবং কায়। মনোধাতু তিনটি বিষয়ে সাংখেয়্য যথা-পঞ্চদ্বার আবর্জন (৭০), কুশল (৩৯) এবং অকুশল (৫৫) বিপাক সাংখেয়্য। কর্ম ধাতু (নাস) বিশটি বিষয়ে সাংখেয়্য। যথা-তিনটি অরূপ স্কন্ধ, ষোল প্রকার সূক্ষ্ম (সুকুম) রূপ এবং অসংস্কৃত ধাতু (Vbh. 88)। বশে বিশ প্রকার ধর্ম সাংখেয়্য মনোবিজ্ঞান ধাতু অবশিষ্ট কুশলাকুশল অব্যাখ্যাতি বিজ্ঞান বশে ছেষটি, ধর্ম সাংখেয়্য।

৩৫. **(৬) প্রত্যয় অনুসারে :** চক্ষু ধাতু প্রথম একটি প্রত্যয়। তা ছয় প্রকারে হয়। যথা-বিপ্রযুক্ত, পূর্বেজাত, বর্তমান, অবিগত, নিশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়। রূপ ধাতু একটি প্রত্যয় যাতে চার প্রকারে প্রত্যয় হয়। যথা-পূর্বেজাত, বর্তমান, অবিগত এবং আলম্বন প্রত্যয় রয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রোত্র বিজ্ঞান ধাতু ইত্যাদিতে শ্রোত ধাতু, এবং শব্দ ধাতু প্রত্যয় বিদ্যমান।

৩৬. মনোধাতু আবর্জন (৭০) একটি প্রত্যয়। তাতে পাঁচটি প্রত্যয় রয়েছে, অনন্তর, সমনন্তর, নাস্তি, বিগত অনন্ত। এ পাঁচটির জন্য (শুরুতে চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু), এই পাঁচটিও মনোধাতু নিশ্রয় (৩৯) (৩৫) এবং এ জন্যে মনোধাতু নিশ্রয় হয় অনুসন্ধান মনোবিজ্ঞান ধাতুর জন্য (৪০), (৪১), (৩৬) এবং উহাও মনোবিজ্ঞান ধাতু সংকল্পের জন্য (৭১) তথা জবন মনোবিজ্ঞান ধাতুর জন্য মনো বিজ্ঞান ধাতুর সংকল্প হয়। কিন্তু জবন

মনোবিজ্ঞান ধাতু একটি প্রত্যয়। তাতে ছয় প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট যথা-পাঁচটি পূর্বাহ্নে বিবৃত প্রত্যয় এবং আসেবন (পুনরাবৃত্তি) প্রত্যয় হয়। যা তাৎক্ষণিক অনুসৃত জবন মনোবিজ্ঞান হয়। ইহাই প্রথমতঃ পঞ্চদ্বার বশে প্রত্যয়।

৩৭. **মনোদ্বারের ক্ষেত্রে বস্তুতঃ** জীবন সন্ততি মনোবিজ্ঞান ধাতু হল একটি প্রত্যয়। পূর্বাহ্নে বিবৃত বর্ণিত পাঁচ প্রত্যয় হয় মনোবিজ্ঞান ধাতুর জন্য (৭১) এবং মনোবিজ্ঞান ধাতু আবর্জন হল সম্ভবতঃ মনোবিজ্ঞান ধাতু জবন।

৩৮. ধম্ম ধাতু বহু প্রকারে (অনেকভাবে) একটি প্রত্যয়। যথা-সহজাত, অন্যান্য, (পরস্পর) নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তিঃ, অবিগত ইত্যাদি বহুধা প্রত্যয় হয়। যার মধ্যে সাত বিজ্ঞান ধাতু বিদ্যমান। চক্ষু ধাতু ইত্যাদি এবং কতিপয় রূপধাতুতে যে প্রত্যয় হয় তন্মধ্যেঃ আলম্বন প্রত্যয় ইত্যাদি।

৩৯. চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু ইত্যাদির জন্য শুধু চক্ষু এবং রূপ ইত্যাদি প্রত্যয় নয়, অধিকন্তু আলোক ইত্যাদি প্রত্যয় ও বটে। সেজন্যে পূর্বাচার্যগণ বলেছেনঃ চক্ষুর কারণে চক্ষু বিজ্ঞান, রূপ, আলোক এবং মনস্কার (৪৮৯) উৎপত্তি হয়। শ্রোত্র বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় কর্ণ, শব্দ, ছিদ্র, বিবর এবং মনস্কারের প্রত্যয়ে ঘ্রাণ, গন্ধ, বায়ু ও মনস্কারের কারণে ঘ্রাণ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জিহ্বা, রস ও আপ মনস্কারের প্রত্যয়ে জিহ্বা বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কায়, স্পর্শ ও পৃথিবী মনস্কারের প্রত্যয়ে কায় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ভবাঙ্গ (সন্ততি) ও মনধর্ম মনস্কারের (একাগ্রতা) প্রত্যয়ে মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

ইহাই সংক্ষেপ। কিন্তু প্রত্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস প্রতীত্যসমুৎপাদ (অধ্যায় ১৭শ (৬৬) অংশে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হবে। ইহাই এখানে প্রত্যয় বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

৪০. (৭) **দ্রষ্টব্য :** দ্রষ্টব্যের অর্থ হল যেভাবে এসব জ্ঞাতব্য তার ব্যাখ্যা করা। সমস্ত সংখ্যাত ধাতু (গঠিত) পূর্বান্ত, অপরান্ত, বিবর্তিত, ধ্রুব, শুভ, সুখ, আত্মভাব শূন্য প্রত্যয় নির্ভরশীল।

৪১. **বিশেষত :** স্বকায় হল সম্ভবতঃ চক্ষু ধাতু ঢোলের তল সদৃশ, রূপ ধাতু, ঢোলের কাঠি, এবং চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু শব্দ সদৃশ জ্ঞাতব্য। অনুরূপভাবে চক্ষু ধাতু আয়নার তল সদৃশ রূপ ধাতু মুখমণ্ডল সদৃশ। এবং চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু মুখের প্রতিচ্ছবি সদৃশ জ্ঞাতব্য। অথবা বিকল্পে চক্ষুধাতু

আঁখ সদৃশ। অথবা আঁখ, রূপ ধাতু (আঁখ সদৃশ) কারখানা অথবা (আঁখ গাছ) চক্রদণ্ড এবং চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু আঁখ গাছের রস সদৃশ অথবা তিলের তেল। অনুরূপভাবে চক্ষু ধাতু নিচের অগ্নিদণ্ড, রূপ ধাতু উপরের অগ্নিদণ্ড এবং চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু হল আগুন সদৃশ। তদ্রূপ কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য।

৪২. বস্তুতঃ মনোধাতু অগ্রগামী বলে জ্ঞাতব্য এবং চক্ষু বিজ্ঞান ইত্যাদির অনুগামী উৎপত্তি অনুসারে।

ধর্ম ধাতু অনুসারে বেদনা স্কন্ধ ময়লা এবং খুঁটি বশে জ্ঞাতব্য। সংজ্ঞা এবং সংস্কার স্কন্ধ ময়লা এবং খুঁটির সাথে সম্পর্কিত বিধায় রোগ বশে জ্ঞাতব্য। অথবা সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা শূন্য মুষ্ঠির সাথে সাথে তুলনীয়। কারণ ইহা হতাশ তৃষ্ণাজনিত দুঃখ বেদনার সৃষ্টি করে। অথবা বন্য হরিণ (বিরল একটি কাক) কারণ ইহা অশুদ্ধভাবে নিমিত্ত বুঝতে পারে এবং সংস্কার স্কন্ধ যাতে করে একজন লোক তপ্ত কয়লার গর্তে কাউকে নিক্ষেপ করে। কারণ এসব কাউকে প্রতিসন্ধিতে প্রক্ষেপণ করে। অথবা রাজার লোকজন যেমন চোরদের যে দশা ঘটায়। কারণ এসব জন্ম দুঃখের দ্বারা নিক্ষিপ্ত করে। অথবা বিষবক্ষের বীজ সদৃশ। এসব হলো স্কন্ধের মূল হেতু। অনবরতভাবে যা সব রকম ক্ষতি আনায়ন করে এবং রূপকে ক্রুরচক্র (জাতক ৪/৩) সদৃশ। কারণ ইহা বিবিধ প্রকার বিপদের নিমিত্ত সংস্কার ধাতু। বস্তুত অমৃত্যু সদৃশ, শান্ত এবং নিরাপদ। কেন ? কারণ ইহা সর্ব প্রতিপক্ষ। [৪৯০]

৪৩. মনোবিজ্ঞান ধাতুকে বনচর বানরের সাথে তুলনীয়। কারণ ইহা আলম্বনের ওপর স্থির থাকে না। অথবা দূরদমনীয় অশ্ব। কারণ ইহাকে পোষ মানানো কঠিন। অথবা আকাশে ছড়ি উড়ানো। কারণ যে কোনভাবে ইহা নিপতিত হয় অথবা মঞ্চের নতকীর মতো, কারণ লোভ এবং হিংসাসহ বহু অকুশল তার মধ্যে সুপ্ত থাকে।

ইতি সাধুজনের প্রমোদনার্থে বিশুদ্ধিমার্গের
প্রজ্ঞা ভাবনাধিকারে আযতন-ধাতু নির্দেশ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় বর্ণিত হল।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রজ্ঞা ভূমি ইন্দ্রিয় এবং আর্য সত্যের বিবরণঃ

(ইন্দ্রিয়-সচ্চ নিদ্দেস)

[ক. ইন্দ্রিয় বিবরণ :]

১. ধাতু বিবরণের পর (১৪শ অধ্যায়) দ্বাবিংশতি (৪৯১) ইন্দ্রিয় উর্দিষ্ট হল। তন্মধ্যে : চক্ষু ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণিন্দ্রিয়, জিহ্বিন্দ্রিয়, কায়িন্দ্রিয়, মনিন্দ্রিয়, স্ত্রন্দ্রীয়, পুরোষেন্দ্রিয়, জীবিন্দ্রিয়, সুখিন্দ্রিয়, শ্রদ্ধিন্দ্রয়, বীর্যিন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞিন্দ্রিয়, সংকল্পাঃ অজ্ঞাতকে জানার ইন্দ্রিয়, পূর্ব অভিজ্ঞান এবং অবশেষ অভিজ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞাতক ইন্দ্রিয়।

২. **এখানেঃ** অথতো লক্খণনাদীহি কমতো চ বিজানিয়া,

ভেদাভেদা তথা কিচ্চ, ভুমিতো চ বিনিচ্ছয়ং।,

– ১. অর্থত ২. চরিত বৈশিষ্ট্য,

৩. তদপেক্ষা অত:পর ৪. ক্রম এবং

৫. সংক্ষেপ- বিস্তার তারপর

৬. তদনুরূপ ক্রিয়া তথা করিতে দর্শন, এরূপেতে জান সুজন উচিত ব্যাখ্যান।

৩. (১) এখানে প্রথমত চক্ষু ইত্যাদির অর্থ শুরু করে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ 'ইহা চিত্তকর্ষণ (চক্খতি) করে বলে চক্ষু (চক্খু) (১৫শ অধ্যায় ৩)। কিন্তু শেষ তিন অনুসারে প্রথমটিকে বলে। 'আমি অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়কে জাবন'। কারণ ইহা প্রাথমিক স্তরে (স্রোতাপত্তি মার্গে গমন ক্ষণ) উৎপন্ন হয়। তাঁর মধ্যে যিনি এভাবে : 'আমি অমৃত্যু ধর্মে আগমন করব'। অথবা অজ্ঞাত চার সত্য'। এবং ইহা ইন্দ্রয়ের (পরিচালক) অর্থ ধারন করতে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'অবশেষ জ্ঞাত ইন্দ্রিয়। যেহেতু ইহা অবশেষে জ্ঞাত হয়। তৃতীয়টিকে বলা হয় চূড়ান্ত জ্ঞাতক ইন্দ্রিয় কারণ যার তৃষ্ণা বিদুরীত হয়েছে, যিনি চূড়ান্ত প্রজ্ঞার অধিকারী এবং যার চতুরার্যসত্য

সম্বন্ধে অবগত হওয়ায় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কারণ এবং যেহেতু ইহা ইন্দ্রয়ের অর্থ ধার ও বহন করে।

৪. কিন্তু ইন্দ্রিয় এর অর্থ কি যা এসবের মধ্যে নিহিত রয়েছে? (ক) ইন্দ্র (শাসক) অর্থে ইন্দ্রিয় (খ) একজন প্রশাসকের শিক্ষা হলো ইন্দ্রিয়। (গ) একজন প্রশাসকের যা কৃত্য সে অর্থে ইন্দ্রিয়। (ঘ) একজন প্রশাসক যে নীতি প্রস্তুত করেন সে অর্থে ইন্দ্রিয়। (ঙ) একজন

প্রশাসক যে নীতি প্রস্তুত করেন সে অর্থে ইন্দ্রিয়। এবং এক বা অপর দৃষ্টান্তে এসবের যে প্রয়োগ এখানে প্রযোজ্য।

৫. সর্বজ্ঞ ভগবান একজন প্রশাসক (ইন্দ)। যেহেতু তিনি সর্বোচ্চ প্রভুতে সমাসীন এবং সেরূপ কর্ম, কুশল এবং অকুশল এর উর্দ্ধে। যেহেতু সর্ব প্রকার কর্মে তাঁর মত প্রভুত্ব কারো নেই। সুতরাং এখানেঃ ইন্দ্রিয় (৪৯২) কর্তক সৃষ্ট কর্ম। এগুলো কুশল এবং অকুশল রূপে চিহ্নিত। এবং যেহেতু এসব ইহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত এ অর্থে এসবকে ইন্দ্রিয় বলা হয়ঃ (ক) শাসকরূপে চিহ্নিত বলে এবং (খ) এক ইন্দ্র কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে এ মর্মে। কিন্তু যেহেতু তাঁরা সঠিকভাবে তৈরি কৃত বলে প্রমাণিত এবং ভগবান কর্তৃক দেশিত বলে সেসব ইন্দ্রিয়। (গ) ইন্দ্র কর্তৃক দেশিত হয়েছে এবং (ঘ) ইন্দ্র কর্তৃক প্রত্যক্ষিত বলে্ এবং যেহেতু সেসব ভগবান কর্তৃক পরিমার্জিত হয়েছে, মুনীঋষির ইন্দ্র, তাঁর পরিমার্জন মুখ্য এবং তার উন্নয়ন পরিমার্জনে সেসব ইন্দ্রিয়। (ঙ) ইন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত।

৬. অধিকন্তু আধিপত্য সংখ্যাত ঈশ্বরার্থে ও এসব ইন্দ্রিয়। চক্ষু ইত্যাদির আধিপত্যের কারণে চক্ষু বিজ্ঞানাদি এ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে প্রক্ষিপ্ত। যেহেতু চক্ষু বিজ্ঞানের লীনত্বে সে ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্নে এবং মন্দে তীক্ষ্নত্ব মন্দ হয়। ইহাই প্রথমত অর্থ বশে ব্যাখ্যা।

৭. বৈশিষ্ট্য এবং ইত্যাদি বশে: বৈশিষ্ট্যত, ক্রিয়া প্রকাশ, অস্তিত্ব এবং অপরাপর অনুসারে চক্ষু ইত্যাদির ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইহার অর্থ জ্ঞাতব্য। কিন্তু বৈশিষ্ট্যাদি এবং এসবের বিবরণ স্কন্ধ (১৪শ . ৩৭) অংশে পূর্বাহ্নে দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় শুরু করে। চার ইন্দ্রিয়ের অমোহ পর্যন্ত অর্থ বশে বক্তব্য। অবশিষ্টগুলো এখানে প্রদত্ত হল।

৮.৩. ক্রমানুসারে” ইহাও দেশনাক্রম অনুসারে (১৪শ অধ্যা. ২১১দ্র) এখানে অধ্যাত্ম ধর্ম (অজ্ঝত্ত ধম্ম অন্তর্নিহিত ধর্ম) পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়ে (লাভকরে) আর্যভূমি যা স্রোতাপন্ন মার্গন্তর গমন ইত্যাদি) অর্জনের মাধ্যমে লাভ হয় এবং সেরূপে চক্ষু ইন্দ্রিয় এবং অবশিষ্ট যা আত্মভাবের অন্তর্গত প্রথম দেশনা করা হয়েছে। অতঃপর স্ত্রী ইন্দ্রিয় এবং পুরুষ ইন্দ্রিয় সেরূপ যাতে করে আত্মভাব পুরুষ অথবা স্ত্রী প্রদর্শনার্থে বিবৃত। **তারপর জীবিতেন্দ্রিয়ঃ** আত্মভাব যে দ্বিভাজিত সত্ত্বেও তা যে আত্মভাবের সাথে ওতপ্রোত জড়িত তা জ্ঞাতার্থে বিবৃত। তারপর (কোয়িক) সুখ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যতদিন আত্মভাব ঘটমান থাকে ততদিন পর্যন্ত এসব বেদনার যে বিরতি নেই (পরিত্রাণ নেই) তা পরিজ্ঞাতের জন্য এবং সমস্ত বেদনাই পরিণামে দুঃখাবহ। তারঃপর শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ইত্যাদি। সে সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি জন্য এসব বিষয়ে কিভাবে ভাবনা করে, এসব দুঃখ নিবৃতি করা যায় তার উপায় প্রদর্শন। অতঃপর ‘আমি অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়কে জানব এবং দেখব যে মার্গটি নিষ্ফল নয়।’ যেহেতু ইহা এ মার্গের মাধ্যমে এ ধর্ম কারো কাছে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর অবশেষ বা অনন্য প্রজ্ঞা (অঞ্ঞিঞ্ঞ) ইন্দ্রিয়। যেহেতু ইহা সর্বশেষ উক্ত ইন্দ্রিয়ের ফল এবং এজন্যে ইহার পর অবশ্যই তা ভাবা দরকার। অতঃপর সর্বশেষ (চূড়ান্ত) জ্ঞাতক ইন্দ্রিয়। ইহা সর্বোত্তম শান্তি, ধ্যানালম্বনে ইহা অধিগম্য এবং যখন অধিগম হয় তখন আর কোন করণীয় থাকে না। ইহাই এখানে ক্রমানুসার। (৪৯৩)

৯.৪. **ভেদাভেদ বশে**ঃ এখানে জীবিতেন্দ্রিয়ের একটি মাত্র বিভাজন আছে। সে দ্বিভাজনের মধ্যে একটি রূপ জীবিতেন্দ্রিয় অপরটি অরূপ জীবিতেন্দ্রিয়। অপর গুলোর কোন বিভাজন নেই। ইহাই ভেদাভেদ বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

১০.৫. **কৃত্য বশে ইন্দ্রিয় :** ইন্দ্রিয় সমূহের কৃত্য কি ? প্রথমত শব্দানুসারে, ‘ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বশে , চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু এবং এতদ সংশ্লিষ্ট ধর্মের জন্য চক্ষু আয়তন একটি প্রত্যয়। (Ptn.5) চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কৃত্য হল নিজের তীক্ষ্ণত্ব এবং শ্লথত্ব ইত্যাদি ইহার একটি ভাব যা ইহার নিজের সমসম, যাকে তীক্ষ্ণত্ব, শ্লাথত্ব ইত্যাদি বলা হয়, এই কৃত্য ইন্দ্রিয় প্রত্যয় ধর্মের মাধ্যমে পরিপূরনীয় বিধায়, এবং কারণেও শ্রোতের ঘ্রাণের জিহ্বা এবং কায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মনেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে সহজাত ধর্ম সমূহ ইহার নিজের প্রাধান্যের বিষয়। জীবিতেন্দ্রিয়ের জন্য সহজাতধর্ম পালন। স্ত্রীন্দ্রিয় এবং

পুরুষ ইন্দ্রিয় হল স্ত্রী-পুরষের নিমিত্ত কর্ম এবং গতি ভাব নির্ধারণের জন্য। সহজাত ধর্ম শাসনের জন্য। সুখিন্দ্রিয়ের বেদনা, সুখ এবং হাহুতাশ এবং সেসব স্থূলত্ব ধর্মে সুনির্দিষ্ট অংশিদারত্বের জন্য। উপেক্ষা ইন্দ্রিয় শান্তভাব, প্রণীত এবং উপেক্ষা উহাদের প্রতি অংশীদারিত্বের জন্য। শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বিরুদ্ধে ভাবকে করে এবং প্রতিপক্ষ ভাবকে সংযুক্ত ধর্ম এবং প্রসন্নাকার ভাব সম্পাদন। অনন্য জ্ঞাতের ইন্দ্রিয়ের (আমি অজ্ঞাত ইন্দ্রিয় জানব) তিন সংযোজন পরিহার এবং তা পরিহারের সাথে সম্প্রর্কযুক্ত সহজজাত ধর্মের মুখোমুখী হওয়া। সে অবশেষ প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কামরাগ-ব্যাপাদ ক্রমে উভয় পরিহার করে সহজাত ধর্ম নিজের আয়ত্তে রাখে। সে সর্বশেষ জ্ঞাতক ইন্দ্রিয় নিজের সবরকম কৃত্য পরিহারের প্রচেষ্টা এবং মৃত্যুহীন মুখীভাব প্রত্যয়ে এবং এতদ্ সমস্ত সম্প্রযুক্ত কৃত্য ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। ইহাই কৃত্য বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

১১.৬. ভূমি বশে (অনুসারে) : এখানে চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ জিহ্বা, কায়, স্ত্রী, পুরুষ, সুখ, দুঃখ দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয়সমূহ কামাবচর অন্তর্গত। মনেন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, উপেক্ষান্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সমূহ চারভূমির অন্তর্গত। সৌমনস্য ইন্দ্রিয়, কামাবচর, রূপাবচর, লোকোত্তর বশে ভূমিত্রয় পর্যন্ত এর অন্তর্গত। অবশেষে তিন ভূমি লোকাত্তর মাত্র। ইহাই এখানে ভূমি অনুসারে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য:

সংবেগ বহুলো ভিক্খু ঠিতো ইন্দ্রিয় সংবরে,
ইন্দ্রিয়ানি পরিঞ্ঞায় দুক্খসৃসন্তং করিসৃমতি।

– ভিক্ষু যেবা বিবেকবান শীঘ্র প্রয়োজন,
ইন্দ্রিয় দমনে রত সতত নির্জন।
এসব জ্ঞাত যেজন পূর্ণ সর্বক্ষণ,
অবশেষ হয় তার দুঃখান্ত সাধন।

১২. ইহাই ইন্দ্রিয় সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যাংশ।

(খ) সত্যসমূহের বিবরণ ঃ

১৩. সত্য (১৪শ অধ্যায় ৩২) এর পরবর্তী অধ্যায় যা চার আর্যসত্য বামে খ্যাত (৪৯৪)। অর্থাৎ দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

বিভাগতো নিব্বচন লক্খণাদিপ্পভেততো;

অথখুদ্ধারতু চেব, অনুনাদিকতো তথা।
কমতো জাতি আদিনং নিচ্ছয়া ঞান কিচ্চতো;
অন্তোপন্ধানং পভেদা, উপমাতো চতুক্কতো।
সঞ্ঞতেক বিধাদীহি, সভাগ বিসভাগতো,
বিনিচ্ছয়ো বেদিতব্বো বিঞ্ঞনা সাসনক্কমে।
– ১. শ্রেণি বশে এবং ২. অনুনাধিক তথা,
৩. বিভাগ বৈশিষ্ট্যে চরিত ইত্যাদি যথা।
৪. অর্থ বশে আছে ৫. তথা ধারণ বিস্তর,
তদনুরূপ আছে যথা ৬. অনধিক প্রচুর
৭. আরও আছে ক্রমানুসার
৮. বিপুল বিশ্লেষণ জন্মাদি আছে জান ৯. প্রজ্ঞার কীর্তন
১০. আছে জান বিভাগচয় যা ধারণে যা হয়,
১১. উপকথা আছে আরো ১২. ত্রিক সুনিশ্চয়
১৩. আছে বশে শূন্যজান ১৪. এক ভাজ আদি,
১৫. অনুরূপ আছে আরো অননুরূপ বাদি।
এরূপেতে জান সাধু ব্যাখ্যা যতকথা,
তারা জানে কিরূপেতে শিক্ষাক্রম যথা।

১৫.১. এখানে বিভাগ শ্রেণিকরণ অনুসারেঃ এখানে (সত্য সমূহের) অর্থ দুঃখ ইত্যাদি প্রত্যেকটি চার উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা- যথার্থ, অন্য যা নয়, ভিন্ন রকম নয় (S.v.435) এবং অবশ্যই নির্বেধ, নির্বেধকারীদের দুঃখ ইত্যাদি তদনুসারে বলা হয়েছে। দুঃখের অর্থ হলঃ পীড়া দেওয়া, অর্থ সংখ্যাত করণ, দহন করা, পরিবর্তন (বিপরিনাম) করা। এসব দুঃখের চার অর্থ । যা - যথার্থ অন্য যা নয়, ভিন্ন রকম নয়। সমুদয় অর্থ রাশিকৃত করা উৎসের অর্থ, বন্ধন অর্থ, বিঘ্ন অর্থ, ... নিরোধ অর্থ বিবেকাথং অসংখাতর্থ এবং মৃত্যুহনত্ব অর্থ (অমথখো)........ মার্গ অর্থ - নিঃসরণ, নির্গমন পথ, হেতু অর্থ, দর্শনার্থ, আগ্রগণ্য, এসব হলো মার্গের মার্গার্থ যা যথার্থ অন্য যা নয়, ভিন্ন রকম নয়। (Ps.ii.104.19) তদনুরূপ – দুঃখের অর্থ- পীড়া দেওয়ার্থ, অর্থসংখ্যাত করণ দহন করা পরিবর্তণ করা। এসব অর্থ হল গভীরভাবে অভিভূত করা ইত্যাদি। (Ps.i.-118) সুতরাং দুঃখ ইত্যাদি চার অর্থানুসারে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ জানা যায়।

১৬.২. নির্বচনুসারেঃ ৩.বৈশিষ্ট্যগত বিভাজনানুসারেঃ এখানে বস্তুত , প্রথমত নির্বচন বশে (দুঃখ) 'দু' অর্থে খারাপ, মন্দ,যা কুৎসিতের (কুচ্ছিত) সাথে মিশে। যেমন বলা হয়- দুষ্ট পুত্র (দুপুত্ত)। 'খং' অর্থে শূন্য, যা শূন্যের

(খং) সাথে মিশে। প্রথম সত্য দুঃখ, মন্দ, যেহেতু ইহা বহুবার (দুঃখে) বরণ করে এবং ইহা শূন্য কারণ তাতে নিত্যতা, বিশেষ সৌন্দর্য, সুখ, এবং আত্ম বালজন পরিকল্পিত , ধ্রুব, শুভ সুখভাব বিরহিত অর্থে। সেজন্য ইহাকে দুঃখ (দুক্‌খং) বলা হয়। কারণ ইহাতে নীচত্ব এবং শূন্যতা বিরাজমান। (৪৯৫)

১৭. **সমুদয় (কারণ)**: 'সং' শব্দের অর্থ 'সমাগম, সমেত, ইত্যাদি (Vfh.i-99)। যা সংযোগ দান করে। 'উ' শব্দের অর্থ 'উৎপন্ন, উচিত ইত্যাদি (Dhs.1) উৎপত্তি বুঝায়। 'অয' শব্দের অর্থ কারণ বুঝায়। এখানেও দ্বিতীয় সত্য অবশেষ প্রত্যয় সমযোগে দুঃখের উৎপত্তির কারণ হয়। এভাবে দুঃখের সংযোগে উৎপত্তির কারণ = দুঃখ সমুদয় বলে খ্যাত।

১৮. **নিরোধ (ছেদন)** : 'নি' বলতে অভাব অনুপস্থিত এবং 'রোধ' বলতে কারাগার বুঝায়। সে কারণে 'অভাব ' এখানে সে কারণে অভাব বলতে সংসার রূপ কারাগার সংখাত দুঃখের নিরোধে সর্বগতি শূন্যতা বুঝায়। সমাধিতে নিবিষ্ট থাকলে সেরূপ সংসার রূপ কারাগার দুঃখের নিরোধ ঘটে। তার প্রতিপক্ষে দুঃখ নিরোধ বুঝায়। অথবা বিকল্পে 'দুঃখ' 'নিরোধ' দুঃখের অনুৎপত্তি নিরোধ প্রত্যয়ে দুঃখ উৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়।

১৯. **নিরোধগামিনীপ্রতিপদ**: যেহেতু চতুর্থ সত্য দুঃখ নিরোধের অগ্রগামী (নেতৃত্বে) । যেহেতু দুঃখ নিরোধের উপাদান এতে বিরোধর্থকরূপে এবং দুঃখ নিরোধের মার্গঅধিগমে নিরত। সেজন্য ইহাকে দুঃখ নিরোদগামিনী পটি পদা - দুঃখ নিবৃত্তি মার্গ (প্রতিপন্ন) নেতৃত্বে বর্তমান।

২০. এসবকে বলা হয় আর্য সত্য । যেহেতু বুদ্ধ প্রমুখ আর্যগণ কর্তৃক প্রণীত। তদনুসারেই বলা হয়েছে: "ভিক্ষুগণ চার আর্যসত্য, সে চার প্রকার কি কি? ..... এসবই চার আর্যসত্য ভিক্ষুগণ: (S.v.425)আর্য আর্যগণ এসব প্রণয়ন করেছেন : সেজন্য এসবকে আর্য সত্য বলা হয়।

২১. অধিকন্তু, আর্যগণের সত্যই আর্যসত্য। সে অনুসারে বলা হয়েছে।'ভিক্ষুগণ সমকালীন সদেব লোকে মার এবং ব্রহ্মাগণ, ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ, রাজপুত এবং লোকজনের মধ্যে ভগবানই একমাত্র আর্য। সে কারণে সেসবকে আর্য সত্য বলা হয় (...)। অথবা বিকল্পে সেসবকে আর্যসত্য বলা হয় কারণ আর্যগণ তাদের আবিষ্কারের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করেছেন।

সে জন্যে বলা হয়েছে ঃ ভিক্ষুগণ যেহেতু অরহৎ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ চার আর্যসত্য যথা বৃত অভিসম্বুদ্ধ বলে তাঁকে আর্য নামে অভিহিত করা হয়।

২২. অধিকন্তু, আর্যগণের সত্য বলেই আর্যসত্য। আর্য হতে হলে অযথার্থ হয় না। তার অর্থ এই, ভ্রান্তিজনক নয়। সে অনুসারে বলা হয়েছে , ভিক্ষুগণ, এই চার আর্যসত্য যথার্থ অন্যথা নয়, ভিন্ন রকম নয়, সেজন্য এসববে আর্যসত্য বলা হয়।(S.v.435)

ইহাই নির্বচনত ব্যাখ্যা এখানে জ্ঞাতব্য।

২৩.৩. **বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ভেদে কিভাবে বিভাজিত ?** দুঃখ সত্যের বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্রণা (শারীরিক ও মানসিক)। (৪৯৬) দহন করা ইহার কর্মক্রিয়া। ঘটমানতায় ইহার অভি প্রকাশ (অস্থিত্বের নিরিখে)। দুঃখের কারণ সত্য হল উৎপন্ন বৈশিষ্ট্য। ইহার কৃত্য হল বাধাকে প্রতিহত করা। ইহা প্রতিবন্ধকরূপে প্রকাশিত। দুঃখ নিরোধের বৈশিষ্ট্য হল শান্তি। ইহা কৃত্য হল মৃত্যু না হওয়া (অনুপচ্ছেদ) । ইহার প্রকাশ ঘটে একাকিত্বে। মার্গ সত্যের বৈশিষ্ট্য হল একটি নির্গমন পথ।ইহার কৃত্য হচ্ছে অকুশল প্রত্যাহার। ইহার প্রকাশ হল নির্গমন। অধিকন্তু এসবের নিজ নিজ কৃত্য বৈশিষ্ট্য হল ঘটমানতা, ঘটানো, অঘটন, অঘটন করা, এবং তদনুরূপ বৈশিষ্ট্য হল সংঘাত তৃষ্ণা, অসংখাত এবং দর্শনত। ইহাই বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ভেদে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

২৪.৪ **অর্থত উদ্ধারত অনুসারেঃ** অর্থ অনুসারে প্রথমত সত্যের অর্থ কি (সচ্চত্থ)? ইহা তা-ই এবং আয়নার মরীচিকার মতো নয়। অথবা অন্যতীর্থিকগণের অনাবিষ্কার যোগ্য আত্মার মতো। কিন্তু পক্ষান্তরে আর্যজ্ঞানের চিন্তার রাজ্য যাতে যথার্থ ধর্ম অভ্রান্ত। ভুলগামিতা প্রকৃতধর্ম যাতে রয়েছে ক্লেশ (দৈহিক ও মানসিক) , উৎপাদন , শান্তি এবং নির্গমন পথ। ইহা সেই যথার্থ অভ্রান্ত ভুলগামিতা প্রকৃতত্ব যে, যাতে সত্যের রূপে অর্থ জ্ঞাত হওয়া উচিত। যেমন তাপ হল আগুনের বৈশিষ্ট্য। এবং যেমন ইহা পৃথিবীর একটি প্রকৃতি (যা জন্ম, জরা এবং মৃত্যুর অধীন) তদনুসারে উক্ত হয়েছেঃ ভিক্ষুগণ এ দুঃখ যথার্থ, অন্যথা নয়, ভিন্ন রকম নয়'(S.v.430) এবং বিস্মৃত ইত্যাদি।

২৫. অধিকন্তুঃ **নাবাধকং যতো দুক্খং, দুক্খা অঞ্‌ঞং ন বাধাকং,**
বাধকত্ত নিয়মেন, ততো সচ্চ মিদং মতং।

তং বিনা নাঞ্ঞতো দুক্খং, ন হোহিন চ তং তাতো,
দুক্খহেতু নিয়ামেন, ইতি সচ্চং বিমত্তিকা।
নাঞ্ঞা নিববণেতো সন্তি, সন্তং ন চ ন তং যতো,
সন্ত ভাবনিয়ামেন ততো সচ্চবিদং মতং।
মগ্গা ঞানং ন নিয়্যানং, অনিয়ানো ন চাপি সো,
তচ্ছ নিয়্যান ভাবত্তা, ইতি সো সচ্চসম্মতো।
ইতি তচ্ছাবিপল্লাস, ভূত ভাবং চতুস্বাপি,
দুক্খাদিস্ববিসেসেন, সচ্চটঠানং অহুপন্ডিতাতি।

– দুঃখ তথা নেই সেথা ক্লেশময় কেবল,
অত শূন্য যা ঐ দুঃখ ক্লেশ প্রবল।
অনিবার্য ইহা ঐ ক্লেশময় করে
যা এতে প্রবিবেচ্য বশে সত্য পরে।
তৃষ্ণাসম দুঃখ নেই, নেই কোন উৎস
জানি নেই দুঃখ ছাড়া যোগান উৎস।
এ অমোথ অনিবার্য দুঃখের কারণ
যে কারণে স্থিরকৃত সত্য যে বচন।
নিধান ছাড়া ব্যতীত শান্তি নেই যে এ থা
নিধান ব্যতীত শান্তি নেই অন্য কোথা।
এ অমোঘ অনিবার্য যাতে শান্তি হয়,
যে কারণে স্থির সিদ্ধ বশে সত্য হয় ।
মার্গাপেক্ষা নির্গমন নেই অন্য পথ,
নতুবা ব্যর্থ মার্গ নিগমন সতত।
ইহার প্রতিষ্ঠা বশে পথ নির্গমন,
স্বীকৃত হয়েছে সত্য কৃত নিরমান।
নিশ্চিত -অভ্রান্ত এই যে যথার্থ,
সেসবের সত্য যাহা আকর পদার্থ।
প্রজ্ঞাজন প্রকাশয় যা হয় ভবে,
সত্যার্থ একীভূত চতুর তবে।
অর্থ বশে ব্যাখ্যা ইহাই জ্ঞাতব্য।

২৬.৫. কি ভাবে অর্থ উদ্ধার করা হয়? এখানে 'সত্য' শব্দ অনেক অর্থে দেখানো যায়। যেমন- সত্য বলা হোক এবং রাগান্বিত হয়ো না (D.H.224) ইহা মৌখিক সত্য। এরূপ উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যেমন, 'ঋষি এবং ব্রাহ্মণগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত '- ইহা মিথ্যা কখন থেকে বিরতি সত্য। এরূপ উদ্ধৃতাংশ যেমন (৪৯৭) তারা কেন বহুরূপী সত্য প্রকাশ করে, চতুর কথকেরা তা ধারণ করে? (S.N.885) ইহা দৃষ্টিবশে সত্য। এরূপ অপর উদ্ধৃতাংশে যেমন সত্য হল এক তার মধ্যে দ্বিতীয় নেই (S.N.884) নির্বাণ এবং মার্গবশে ইহা অনিবার্য সত্য। এরূপ উদ্ধৃতাংশে যেমন, চার সত্যের মধ্যে কুশল কয়টি (V.H.H. 112) (P.S.ii-108) ইহা আর্য সত্য । এখানেও ইহা আর্যসত্য বশে সত্য বশে যথার্থ। ইহাই অর্থ উদ্ধার বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

২৭.৬. **অনুনাধিক অনুসারে :** কিন্তু কেন ঠিক চার আর্যসত্য আরম্ভ করেছিলেন তার চেয়ে কম না বেশিও না? কারণ তার চেয়ে আর বেশি নেই এবং কেউ সরাতে পারে না। তার চেয়ে অতিরিক্ত নেই। নতুবা তার থেকে কোনটি সরানে যাবে না। তদনুসারে উক্ত হয়েছে:'ভিক্ষুগণ , এখানে কোন শ্রমণ বা এসে বলা উচিত ইহা দুঃখ সত্য নয় , দুঃখ সত্য অপরটি, আমি তার সাথে এ দুঃখ সত্যটি সাজা এবং অপর দুঃখ সত্য জানালাম ; তা অসম্ভব এবং ইত্যাদি । এবং সেজন্য বলেছেন, 'ভিক্ষুগণ, যে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলা উচিত হবে এভাবে: 'ইহা প্রথম দুঃখ আর্যসত্য নয় , যা শ্রমণ গৌতম দেশনা করেছেন, এই প্রথম দুঃখ আর্যসত্য আমি প্রত্যাহার করছি, আমি অপর দুঃখ আর্য সত্য প্রজ্ঞাপ্ত করলাম '(S.v.428) ইত্যাদি

২৮. অধিকন্তু যখন তিনি ঘটনা ঘোষণা করেন (অস্তিত্বের পদ্ধতি) ভগবান তার কারণগত সন্তুষ্ট ঘোষণা করেন এবং তিনি অঘটন ঘোষণা করেন তার অর্থ অবগত হয়ে করেন। সুতরাং খুব সঙ্গত কারণে চার বলে বিবৃত করেছেন এবং অঘটন এবং প্রত্যেকটি তার কারণ অনুরূপভাবে এসব চার বলে তিনি প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। যেহেতু এসব হল তৃষ্ণার মূল, তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণা নিবৃত্তি, তৃষ্ণার নিবৃত্তির উপায়। এবং যেহেতু এসব নির্ভরশীল (প্রত্যয়ভূত)। এ প্রত্যয়ে আলোকিত, প্রত্যয়ের প্রত্যাহার (পরিহার) এক প্রত্যয়ের পরিহারের অর্থ।

ইহাই অনুনাধিক অনুসারে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

২৯. **৭. ক্রমানুসারে :** ইহাও দেশনাক্রম অনুসারে (১৪শ অধ্যা. ২১১ দ্রষ্টব্য)। দুঃখ সত্য প্রথমে প্রদত্ত যেহেতু ইহা সহজে বুঝা যায়। কারণ ইহা স্থুল এবং ইহা সব প্রাণীর মধ্যে সাধারণ ভাব বর্তমান। তারপর রয়েছে দুঃখের কারণ। তাতে বুঝান হয়েছে যে, এ কারণ ছিন্ন করবে, ফলের ছেদ করা যায়। মার্গসত্য রয়েছে সর্বশেষে। তাতে প্রদর্শিত হয়েছে উহা লাভের অর্থ (৪৯৮)।

৩০. অথবা বিকল্পে, তিনি এ কারণে দুঃখ সত্য প্রথমে দেশনা করেছেন যে, ধীরে, ধীরে প্রাণীর মধ্যে দ্রুততার ধারণা সৃষ্টি করা। পুন:জন্মে সুখ উল্লাসকে ধরে দেওয়ার জন্য। এবং তৎপর দুঃখের কারণ। এতে অবগত করানো হয়েছে যে, সে দুঃখ আপনা আপনি আসেনি। ইহা তৈরীকৃত কিছু নয় নতুবা ইহা এক অধিস্বাসী কর্তৃক সৃষ্ট নয়, (৮৫) কিন্তু তা পক্ষান্তরে এহেতুই তার কারণ। অত:পর নিরোধ। ঐসব হতে নিস্কৃতি প্রদর্শনের দ্বারা সুখ নিদান করতে যে দুঃখ হতে দ্রুততম সময়জ্ঞানে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায়। কারণ দুঃখ এবং তার হেতু প্রত্যয়ে সে পরাভূত। এবং তারপর সে মার্গ বিমুক্তি (নিষ্কৃতি) প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে বিমুক্তিতে পৌঁছে দেয়। এখানে ইহাই ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

৩১. **৮. জন্ম এবং অপরাপর বিশ্লেষণ বশে ঃ** এখানে ভগবান কর্তৃক চার আর্যসত্য জন্মাদি হতে শুরু করে বর্ণনার সময় বিবৃত যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সে অনুসারে জ্ঞাতব্য। অর্থাৎ ১. দুঃখ বর্ণনায় বার প্রকার বিষয় ঃ জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, শোক বিলাপ দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য দুঃখ, হাহুতাশ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, যা প্রত্যাশিত তা লাভ না করা দুঃখ, এবং সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখই (Vbh. 99) এবং (২) দুঃখের কারণ বর্ণনায় তিন প্রকার তৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে, যে তৃষ্ণা পুনরায় জন্মগ্রহণ করায়, তাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং লোভ-ইহাতে এবং উহাতে নন্দিত করে, অর্থাৎ কামতৃষ্ণা ভব তৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণা (Vbh. 101) এবং (৩) নির্বাণ (নিব্বান) যাতে একটি মাত্র অর্থ আছে বিমুক্তি বর্ণনায়, যার কোন অবশেষে নিঃশেষ সেই একই তৃষ্ণার বিমুক্তি পরিত্যাগ করা, বিদায় করা, তাতে বিশ্বাস না রাখা (Vbh. 108)। এবং (৪) মার্গ বর্ণনায় আটটি বিষয়, দুঃখ নিরোধের সে আটটি উপায় কি কি? ইহা সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক

চিন্তা, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি (Vbh. 104)।

[দুঃখ সত্য (১) জন্ম ঃ]

৩২. জন্ম (জাতি) শব্দের বহু অর্থ আছে। উদ্বৃতাংশে রয়েছে : 'তিনি স্মরণ করেন- এক জন্ম, দুই জন্ম'- (D. 1.81) ইহা ভব। বিশাখা, উদ্ধৃতাংশে শ্রমণ নামে এক জাতি ছিল তার নাম নির্গন্ট (জৈন) (A. 1-206) ইহা ছিল মঠভিত্তিক। 'জন্ম' উদ্ধৃতাংশে ইহা দুইটি স্কন্ধবশে সংশ্লিষ্ট (Dhk. 15) যা দিয়ে গঠন (সংখাত) ইহা সে বৈশিষ্ট্য। উদ্ধৃতাংশে তার জন্ম হয় প্রথম চিত্ত উৎপত্তিকে প্রথম জ্ঞান প্রকাশিত হয় মাতৃকুক্ষিতে (Vin. 1.93)। ইহা (স্বাসব) প্রতিসন্ধি জাতি। (৪৯৯) উদ্ধৃতাংশে তার জন্মের সাথে সাথে (সম্পাটজাত), আনন্দ, বোধিসত্ত্ব (M. iii-123) ইহা প্রসব জাত। উদ্ধৃতাংশে 'জন্মের কারণে কেউ বর্জিত এবং ঘৃণিত নয়। ইহা বংশ জা, উদ্ধৃতাংশে বোন আমার আর্য জন্ম হতে (M. ii. 105) ইহা আর্য শীল।

৩৩. এখানে ইহা স্কন্ধবশে জ্ঞাতব্য যে, জরায়ুজ জন্মে ঘটিত প্রতিসন্ধিক্ষণ হতে মাতৃগর্ভে অবস্থান পর্যন্ত এবং অবশিষ্টের ক্ষেত্রে প্রতিসন্ধির লব্ধবশে মাত্র। কিন্তু ইহা পরোক্ষ ব্যবস্থাপন মাত্র। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে বস্তুত যে কোন স্কন্ধের প্রথম প্রকাশ পায় যা প্রাণীদের মধ্যে প্রকাশ ঘটে। যখন তার কোথাও জন্ম নেয়, উহাকে বলা হয় 'জন্ম'।

৩৪. ইহার বৈশিষ্ট্য হল- প্রথম উৎপত্তি যে কোন কামভবে। ইহার কৃত্য হল যে কোন ভবে ইহাকে চিরদিনের জন্য হস্তান্তর করা। অতীতের এবং ভব হতে এখানে ইহার প্রকাশ অতীত ভব হতে একটি উদ্ভব। অথবা দুঃখের বিভিন্নতা অনুকারে প্রকাশ।

কিন্তু ইহা দুঃখ কেন ? যেহেতু ইহা বহু প্রকার দুঃখের হেতু। বহু প্রকার দুঃখের জন্য অর্থাৎ অন্তর্নিহিত দুঃখ (দুক্‌খ-দুক্‌খ), বিবর্তন দুঃখ (বিপরিণাম দুক্‌খ) এবং সংস্কার জনিত দুঃখ (সংস্থার দুক্‌খ) এবং অতঃপর গোপন দুঃখ, প্রকাশ্য দুঃখ পরোক্ষ দুঃখ এবং প্রত্যক্ষ দুঃখ।

৩৫. এখানে, দৈহিক এবং মানসিক দুঃখ বেদনা কে বলা হয় অন্তর্নিহিত দুঃখ। কারণ এসবের ব্যক্তিক উপাদান এসবের নাম এবং এসবের বেদনার্ততা (কায়িক-মানসিক) সুখ বেদনা এবং তারে বেদনার্ততাকে বিবর্তন বেদনা

বলে। যেহেতু যখন তারা বিবর্তন হয়, তখন তাদের দুঃখোৎপত্তির একটি হেতু হয়। (M i-303) উপেক্ষা বেদনা এবং তিন ভূমিতে অবশিষ্ট সংস্কারকে বলা হয় "সংস্কার বেদনা"। যেহেতু তারা উৎপত্তি ও বিলয়ে বাধা দেয়। এরূপ দৈহিক এবং মানসিক কেশ-কর্ণশূল দন্তশূল, কাম জনিত জ্বর, ঘৃণা জনিত জ্বর ইত্যাদি গুপ্ত দুঃখ। কারণ ইহা একমাত্র জানা প্রশ্নের মাধ্যমে এবং যেহেতু এ ক্লেশ প্রকাশ্যে প্রমাণ মিলে না। ইহাকে বলা হয় 'অপ্রমাণ দুঃখ'। বত্রিশ প্রকার যন্ত্রণা থেকে জীব ক্লেশ ইত্যাদিকে বলা হয় প্রকাশ্য দুঃখ। যেহেতু কোন প্রশ্ন ছাড়াই ইহা জানা যায় এবং যেহেতু ক্লেশ মুক্তভাবে প্রকাশিত ইহাকে বলা হয় প্রকাশ্য দুঃখ। অন্ত র্নিহিত দুঃখ ছাড়া দুঃখ সত্যের সমস্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বিভঙ্গে (Vbh. 99) জন্মাদি সহ শুরু করে বলা হয় অন্তর্নিহিত দুঃখ। কারণ তারাই এক প্রকার দুঃখের মূল(কারণ) অথবা অন্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত দুঃখকে বলা হয় প্রত্যক্ষ দুঃখ।

৩৬. এখানে জন্ম দুঃখ কারণ ইহা অপায় দুঃখের মূল। ভগবান তা বালপণ্ডিত সূত্রের (M. iii-165) রথাদির উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এবং দুঃখের জন্যে মানব লোকে সুখময় গতিতে যে দুঃখের উৎপত্তি এবং মাতৃগর্ভে ইত্যাদিতে অবতরণ শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। (৫০০)

৩৭. গর্ভে অবতরণ দুঃখ : গর্ভে অবতরণজনিত দুঃখ যখন এই সত্ত্ব মাতৃগর্ভে জন্ম নেয় তখন সে নীল বা লাল বা শ্বেতপদ্ম ইত্যাদির ভেতর জন্ম নেয় না, পক্ষান্তরে জন্ম নেয় পচা মৎস্য, পচা রুটি, লুচির ভেজা ময়লা জলাধার ইত্যাদি পোকার জন্মের মতো। সে এমন উদরে জন্ম নেয় যা অজীর্ণ খাদ্যে থলির নিচে পক্বাশয়ের খাদ্য থলির উপরে উদর এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ স্থানে। এস্থান দুর্যোগ, ঘনান্ধকার, নানা কূণপের দুর্গন্ধে পরিব্যাপ্ত এবং ব্যতিক্রমী অশুচিতে ভরপুর। এখানে পুনঃজন্ম হয়ে দশ মাস পর্যন্ত তাকে এখানে ভয়াবহ দুঃখ সহ্য করে পুষ্ট হতে হয়। যেমন করে খাদ্য পাক হয় একটি পাত্রে মাতৃগর্ভের সৃষ্ট তাপে এবং ময়লাস্তুপের তাপে। তাতে কোন দিক ফেরার বন্ধন সংকোচন বা প্রসারণ, ইত্যাদি। সুতরাং সে কারণে প্রথমত ইহা মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধিজনিত দুঃখের মূল।

৩৮. মা যখন হঠাৎ হোঁচট খায় বা ঘুরে ফিরে বা বসে পড়ে বা উঠে দাঁড়ায় বা ঘুরে দাঁড়ায় তখন সত্ত্বের জমিতে মই দেওয়ার মতো এবং সম্মুখে এবং

আসনা দিতে উপরীচে ঝাঁকুনি, মদখোরের হাতের ছাগল ছানার মতো অথবা সাপুড়ের হাতের সর্প শাবকের এবং অগ্নিদগ্ধ বেদনাহত যদিও সে ঠাণ্ডা নরকে পুনাগমন করে। যখন মা ঠাণ্ডাজল পান করে শীতল নরকে উৎপন্ন সদৃশ, উষ্ণ যাগু ভাত চিবানোর সময় অঙ্গারবৃষ্টি পরিপূর্ণ সদৃশ, লবণ বা খার ইত্যাদি যখন চর্বিত হয় তখন অতিশয় দুঃখানুভব হয় ইহাকে গর্ভ পরিহার মূল দুঃখ বা জাতি দুঃখ বলে।

৩৯. যখন মা গর্ভপাত করেন তখন তার যে বেদনা উৎপন্ন হয় যদিও শৈল্য এবং সেলাইকৃত স্তানে বেদনার উৎপত্তি হয় তা বন্ধুবান্ধব এবং অন্তরঙ্গ এবং সহপাঠীকে সে স্থান দেখানো শোভন নয়। ইহা গর্ভপাতজনিত দুঃখ।

৪০. মা প্রসবকালীন যে ব্যথার উদ্বেগ হয়, কর্ম প্রবর্তিত যদিও তাকে উপুড় নিচ করে দেয়, মাতৃগর্ভ হতে বিপজ্জনক পথ দিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে আসা অত্যন্ত ভয়াকুল। যা যোনিমুখ দিয়ে তাল নিক্ষিপ্ত হওয়া, সম্ভবত হাতি চাবি-ছিদ্র দিয়ে নির্গমন এবং নরকবাসীদের পর্বতে পর্বতে সংঘর্ষের ফলে চূর্ণীকৃত পাথর সদৃশ দুঃখ উৎপত্তি হয়। ইহা গর্ভ বিপাকমূলক দুঃখ।

৪১. তার জন্মের পর যে দুঃখ উৎপত্তি হয় এবং তার দেহের ওপর সদ্যসমাপ্ত বেদনাহত তাকে হাতে নিয়ে শ্বাসকর্ম, ধৌতকর্ম, কাপড় দিয়ে সে মর্দন ইত্যাদি করা হয় তা সুঁচ দিয়ে খুঁটান, ক্ষুর দিয়ে ক্ষত করা ইত্যাদির মতো তার দুঃখ উৎপত্তি হয়। ইহা মাতৃগর্ভ উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের বহি নিস্প্রবণ মূল দুঃখ। (৫০১)

৪২. উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের ব্রতানুসারে কারও অবস্থানকালে সে নিজেকে শাস্তি প্রদান করে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে এবং কৃচ্ছ্রতা সাধন করেন। যিনি রাগের বশে উপোস থাকেন, যিনি নিজেকে ফাঁসিতে ঝোলান-ইহাকে আত্ম পীড়নমূলক দুঃখ বলে।

[ইন্দ্রিয় সচ্চ নিদ্দেস ঃ]

৪৩. যা অপরের দ্বারা বধ, বন্ধনাদিজনিত উৎপন্ন দুঃখকে বলা হয় তাকে পরোক্ষ দুঃখ বলে।

সুতরাং এ জন্ম এ সমস্ত দুঃখের ভিত্তিমূল। সুতরাং সেজন্যে বলা হয়েছে :

জায়েথা নো চে নরকেসু সত্তো, ত্তাতিগ্‌ দাহাদিকম প্‌পসয়হং।
লাভম দুক্খং নু কুহিং পতিট্ঠং, ইচ্ছাহ দুক্খতি মুনীধ জাতিং।
দুক্খং তিরচ্ছেসু কসপতোদ, দণ্ডবিঘাতাদি ভবং অনেকং।

যং তং কথ্থং তথ ভরেস্য জাতি, বিনা তহিং জাতি ততোপি দুক্খা।
পেতেসু দুক্খং পন খুপ্পিপাসা, কাতাপাদিপ্প ভবং বিচিত্তং।
যস্মা অজাতস্‌স ন তথ অত্থি, তস্মাপি দুকখং পন খুপ্পিপাসা,
কাতাপাদিপ্প ভবং বিচিত্তং, যস্মা অজাতসৃস ন তথ অত্থি,
তস্মাপি দুক্খং যুনি জাতিমাহ, তিব্বন্ধকারে চ অসয়ংসীতে,
লোকভরে যং অনুরেসু দুক্খং, ন তং ভবে তথ ন চস্‌স জাতি,

যতো অয়ং জাতি ততোপি দুক্খা।
যঞ্চপি গুথ নরকে বিয় মাতুগব্ভে,
সত্তো বসং চিরমতো বহি নিক্খমঞ্চ।
পপ্পোতি দুকখমতিঘোর মিদমিপ নত্থি,
জাতিং বিনা ইতিপি জাতি আয়নিহ দুক্খা।'
কিং ভাসিতেন বহুনা ননু যং কুহিঞ্চি,
অত্থীধ কিঞ্চিদম্প দুক্খমিদং কদাচি।
নেবত্থি জাতিবির হেন বতো মহেসি,
দুক্খাতি সব্বপঠমং ইদমাহ জাতিন্তি।

– নরকেতে সত্তমাত্র জন্ম না হোক, পুনঃ
হুতশানে দগ্ধ হয় দুঃখ অসহন।
অবশেষ অন্তে না হি লভে পদস্থান,
সে কারণে সুখ দুঃখ বলে মুনিগণ।
বহু দুঃখ পশুগণ সহে বহুত্তর।
চাবুকেতে দণ্ডাঘাতে অঙ্কুশ নিষ্ঠুর।
এসবেতে জন্ম হেতু দুঃখ আত্মজ,
জন্ম তথায় দুঃখাবহ নিশ্চয় বিপর্যয়।
দৈত্যসবে জানে সবে দুঃখ বহুত্তর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা বাত তাপ আছে যে বিস্তর।
সেখানেতে জন্ম বিনা দুঃখ না জানিবে,
ঋষিবর জন্ম দুঃখ ভষেণ এভবে।
অন্ধকার তীব্রতর সয়ে সয়ে অসহ ।

লোকান্তরে যথা থাকে অসুর নিরয়ে
সে ভবেতে নেই যেথা শস্যচাষ জন্ম
যত জন্ম হয় এতে দুঃখের যে জন্ম।
মাতৃগর্ভ যথা নরক সম গূট হয়,
জীব বাস তথা হতে নিগর্মন হয়।
পায় দুঃখ অতিঘোর তার সমনেই
পুন জন্ম বিনা দুঃখ কোথা খুঁজে পাই ?
ভাষণেতে বেশি কম যেথা যে সময়

সেখানেতে জন্ম বিনা দুঃখ না জানিবে,
ঋষিবর জন্ম দুঃখ ভষেণ এভবে।
অন্ধকার তীব্রতর সয়ে সয়ে অসহ ।
লোকান্তরে যথা থাকে অসুর নিরয়ে
সে ভবেতে নেই যেথা শস্যচাষ জন্ম
যত জন্ম হয় এতে দুঃখের যে জন্ম।
মাতৃগর্ভ যথা নরক সম গূট হয়,
জীব বাস তথা হতে নিগর্মন হয়।
পায় দুঃখ অতিঘোর তার সমনেই
পুন জন্ম বিনা দুঃখ কোথা খুঁজে পাই ?
ভাষণেতে বেশি কম যেথা যে সময়

দুঃখ তথা থেকে যায় জন্ম স্তব্ধ নয়।
সে কারণে মহাঋষি কথা ভাষেণ দুঃখ,
প্রথমেতে বলেন তিনি জনম বারতা।
ইহাই জন্ম বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[(১) জরা ঃ]

৪৪. জরা দুঃখ : জরা দুই প্রকার : গঠনতঃ যে কোন রকমের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জরা এবং খণ্ডিতাদি সম্মত সন্ততি (প্রবত) বশে। একভাব স্কন্ধ সমূহের প্রাচীনত্ব লাভ সংশ্লিষ্ট প্রবীণত্ব যা 'ভঙ্গুর' ইত্যাদি (M. iii-249) জ্ঞাতব্য। পরবর্তীতে যা এখানে তা অভিপ্রেত। কিন্তু এই জরার বৈশিষ্ট্য হল স্কন্ধ সমূহের পরিপক্কতা। ইহার ক্রিয়া কর্ম হল মৃত্যুতে পর্যবসিত

করা। যৌবনের অপসৃয়মানতা ইহার প্রকাশ। স্মৃতিশক্তি এবং বিচক্ষণতা হারানো তৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর অঙ্গসমূহ এবং ইত্যাদি।

সেহেতু উক্ত হয়েছে ঃ

অঙ্গানং সিথিলিভাব ইন্দ্রিয়ানং বিকারতো,
যোবনস্স বিনাসেন বলস্স উপঘাততো।
বিপ্পভাসা সতাদীনং পুত্তদারেহি অত্তনো,
অপসাদনীয়তো চেব ভিয়্যো বলত্তপত্তিয়া
পাপ্পোতি দুক্খং যং সচ্চো কায়িকং মানসং তথা
সিব্বমেতং জরাহেতু যস্মাতস্মা জরা দুক্খাতি।
– প্রত্যঙ্গের অগ্রগমন সাথে যুক্ত রয়
অবসন্ন হয় তাতে ইন্দ্রিয় নিচয়।
যৌবন বিনাশনে সাথে যুক্ত রয়,
অবসন্ন স্মৃতি শক্তি নিশ্রভ উদয়।
এখন যে বীর্যবতা নর্দমিত যথা
অনাকর্ষ সর্বক্ষণ উদয় তথা।
স্ত্রীতে পরিবারে এবং অত:পর,
অনুরাগ এসেছে ক্রমে যা দুঃখাপর।
তথারূপ দেহ মন ক্রম অনুসারে,
প্রত্যাশিত মরণাশম দৃষ্টিতে অপর।
যেহেতু জরায় আনে এসব ভবেতে,
সেহেতু জরা দুঃখ স্বনামে খ্যাতে।
ইহাই জরার ব্যাখ্যা।

[২. মৃত্যু ঃ]

৪৬. মৃত্যু ও দুইভাগে বিভক্ত। গঠনত : বৈশিষ্ট্য বশে। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে জরা এবং মৃত্যুস্কন্ধের অন্তর্গত (Dh. k. 15) এবং একভবে জীবিতেন্দ্রি সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন করা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "মরণ মাত্রেই সবসময় ভয়াকুল যে তারা মরবে" (Sn. 576)। অবশেষ এখানে প্রত্যাশিত যে, মৃত্যুর সাথে জন্ম ইহার হেতু। উৎপীড়নে মৃত্যু প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যু আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু এবং পুণ্যক্ষমে মৃত্যুবশে নামাঙ্কিত।

৪৭. ইহার পতন বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বিচ্ছেদ ইহার কৃত্য। ইহার প্রকাশ ঘটে নিয়তিতে (পুর্নজন্মে)। ইহা দুঃখ, কারণ ইহা দুঃখের মূল। সে জন্যে উক্ত হয়েছে-

পাপস্‌স পাপকম্মাদি নিমিত্ত মনুপস্‌সতো,
ভদ্দস্‌স পসহন্তস্‌স নিয়োগহ পিয়বত্থু কং।
মিয়মানস্‌স বং দুক্‌খং মানসং অবিসেসতো,
সব্বে সঞ্ঝাপি যং সন্ধি বন্ধনচ্ছেদ নাদিকং।
বিভুজ্জমান সম্মানং হোতি দুক্‌খং সরীরজং।
অসম্‌হে মপ্পভিকানং দুকখস্‌সেত যিদং যতো।
মরণয় বথু ভেনেতং দুক্‌খ সিস্থের ভাসিতন্তি।

– মৃত্যু ধ্রুব সত্য অভিন্ন সবার,
চিত্তে বেদনা যোগায় সমদর্শিতার।
পাপীজন দেখে যদা নিজ প্রমাদকৃতি,
কিংবা দেখে জন্মান্তর নিমিত্তেতে রতি।
সাধুজন নাহি পারে সহিতে বিয়োগ,
প্রিয়জন বিচ্ছেদ হয় যখন দুর্ভোগ।
তীব্র বেদনা দৈহিক পেশীতন্ত্র গত,
সংযোগদিগত চলে অবিরত। (৫০৩)
অসহ্য যন্ত্রণা দায়ী মরণযন্ত্র,
আঘাতে ঘটিত সব মহামৃত্যু তন্ত্র।
মরণ যে হেতু মূল বেদনা সকল,
দুঃখ তাপে জ্বলেসদা রবে অবিচল।
অথ আছে ব্যাখ্যাতে বিভক্তি সংযোগ,
বেদনায় মৃত্যুরাজ নামেতে সরাগ।
ইহাই মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।

[৪. শোক ঃ]

৪৮. আত্মীয়, জ্ঞাতি স্বজনের হারানো জনিত মানসিক বেদনাই শোক। যদিও বা অর্থত ইহা দৌর্মনস্য, হলেও অন্তর জ্বালা ইহার বৈশিষ্ট্য। অন্তরে

পরিব্যাপ্ত করা ইহার কাজ। অনবরত শোকার্ততাই ইহার প্রকাশ। ইহা দুঃখ মূল বলে অন্তর্নিহিত দুঃখ। সে কারণে উক্ত হয়েছে :

সত্তানং হদয়ং সোকো বিসসল্লংব তুজ্জন্তি ;
অগগিতোব সারাচো ভুমংব দহতে পুন।
সমাবহতি চ ব্যাধি জরাঘরণ ভেদনং,
দুক্খম্পি বিধিধানং যস্মা, তস্মা দুক্খোতি বচ্চতীতি।

– শোক যে অন্তর্ভেদী সত্ত্বের মাঝার,
বিষ তীর বিদ্ধ করে শোক অনিবার।
তীর যথা জ্বলন্ত যোজনা দুর্বার,
লৌহদণ্ড তপ্ত রক্তিম তীর বিষধর।

চিত্তের এ অবস্থা ভবিষ্যৎ শোককে আহ্বান জানায় (অধ্যায় ১৭) ঃ

জরা মৃত্যুর দুঃখ বেদনা বারবার,
ব্যাধি তাই লোকে বলে ঘাটে অনিবার।
ইহাই শোক সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।

[৫. পরিতাপঃ]

৪৯. আত্মীয়স্বজন হারানোজনিত বাক্যই পরিতাপ। ক্রন্দনই ইহার বৈশিষ্ট্য। গুণাবলি এবং দোষাবলি উল্লেখ করে বিলাপ করা ইহার বৈশিষ্ট্য। গুণাবলি এবং দোষাবলি উল্লেখ করে বিলাপ করা ইহার কৃত্য। শোরগোলের মধ্যে ইহার প্রকাশ। ইহা দুঃখের কারণ সংস্কারের কারণে ইহা দুঃখধর্মী। এবং ইহা দুঃখের মূল। সে কারণে এখানে উক্ত হয়েছে ঃ

যং সোক সল্লবিহতো পরিদেব মানো,
কণ্ঠোট্ঠ তালুতল সোসজপে পৃপ সযহং।
বিয়োধিমত্ত মধি গচ্ছতিয়ের দুকখ্ং।

– দুকখোতি তেনভগবা পরিদেব মাহাতি।
শোক শৈল্যে বিথত যে, তার পরিতাপ,
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালুতলে শুষ্ক নিরুতাপ।
দুঃখতে বিঘাত হৃদয় ছেদন যথা,
বিলাপেতে বেদনা হয় বলে বুদ্ধ তথা।

ইহাই পরিতাপ জনিত দুঃখের ব্যাখ্যা।

[৬. দুঃখ ঃ]

৫০. দৈহিক শ্রমই দুঃখ, দেহের ওপর আঘাতজনিত দুঃখ হল ইহার বৈশিষ্ট্য। নির্বুদ্ধিতার কারণে অনুশোচনা উৎপন্ন করা ইহার কাজ। কায়িক সংস্পর্শে ইহার প্রকাশ। অন্তর্ঘাত জনিত বেদনাকে বলে ইহা দুঃখ। মানসিক দুঃখ উৎপাদক। সে কারণে বলা হয়েছে ঃ

পিল্হেতি কায়িকমিদং দুকখঞ্চ মানসং ভিয্যো।
জনয়তি যস্মা তস্মা দুকখন্তি বিসেসতো বুত্তন্তি।

– কায়িক দুঃখ দৈন্যতা হয়, বেদনাবিধুর,
চিত্তে উপজয় দুঃখ অপার বিস্তর।
কর্তব্য সাধিত হয় প্রধান মূলেতে,
সে কারণে দুঃখ নাম বিজ্ঞজন মতে।
ইহাই দুঃখ জনিত ব্যাখ্যা।

[৭. দৌর্মনস্য]

৫১. দৌর্মনস্য মানসিক দুঃখ। মানসিক পীড়ন দেওয়া ইহার বৈশিষ্ট্য। চিত্তকে ক্লেশাভিভূত করা ইহার কাজ। মানসিক কারণ রূপে ইহার প্রকাশ। অন্তর্ঘাত বেদনা বলে ইহা দুঃখ। ইহা দৈহিক দুঃখ আনয়নকারী এসব মানসিক কারণে তারা বেদনায় তাদের অশ্রু ঝরে, লোম খাড়া হয় এবং বিলাপ করে বুক চাপড়ায় আবর্তন, বির্বতন হয়, উর্দ্ধপায়ে পতিত হয়, ছোরা আহরণ করে, বিষ পান করে, রজ্জুতে ফাঁস খায়, তার মধ্যে আগুন প্রজ্বলিত করে। নানা প্রকার দুঃখানুভব করে। সে কারণে উক্ত হয়েছে :

পিলেহতি যতো চিত্তং কায়স্স চ পীলনং সংবহতি
দুকখন্তি দোমনস্সং বিদোমনস্স, ততো আহুতি।

– চিত্তে যত দৌর্মন্য যদি উপজয়
সে দুঃখের মূর্ত প্রকাশ দেহে প্রকাশ
সে কারণে এসবে দৌর্মন্য বলে
দৌর্মনস্য দুঃখ তথায় বিদ্যমান বলে।

ইহাই দৌর্মনস্য জনিত দুঃখের ব্যাখ্যা।

[৮. হাহুতাশ ঃ]

৫২. স্বজন হারানোর অতিরিক্ত মানসিক দুঃখ থেকে হাহুতাশ উদয় হয়। সংস্কার স্কন্ধের মধ্যে পতিত হয়ে একেক জনের একেক স্বভাব। চিত্তের পরিদহন অনুসারে ইহার বৈশিষ্ট্য হয়। বিলাপ করা ইহার কাজ। বিষাদে ইহার একশ পায়। দুঃখ কারণ সংস্কার জনিত সংস্কারের কারণে ইহা চিত্ত জ্বলছে, দৈহিক বিষাদ হচ্ছে। সে কারণে উক্ত হয়েছে :

চিত্তস্‌স চ পরিদহনা কায়স্‌স বিসাদনা চ অধিমত্তং,
যং দুক্‌খমুপায়ামো জানেতি দুক্‌খ ততো বুত্তোতি।

– হাহুতাসে জড়িত যে দুঃখ ভীষণ হয়,
জ্বর তাপ সম দাহ লিজ অন্তরময়।
দেহ হতে অংশীভূত অঙ্গিভূত হয়,
নামমাত্রে আনিত হয় হাহুতাশ নিচয়।

৫৩. মৃদু আগুনে তৈল পাক করার মতো হাহুতাশ। বিলাপ হল তেজ বাহুল আগুনে পাঠস্থ ফুটন্ত তেল। সিদ্ধ হওয়ার পর পাত্রে যা অবশিষ্ট থাকে তৎসম হল দৌর্মনস্য। সে তৈল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর কিছু করা যায না সেরূপ। ইহাই হাহুতাশ জনিত দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা।

[৯. অপ্রিয় সংযোগ ঃ]

অবজিত জনে এবং অসংযতের সাথে মিলিত হওয়া হল অপ্রিয় সংযোগ। অপ্রিয়ের সাথে সম্মিলন ইহার বৈশিষ্ট্য। মানসিক বেদনা প্রদান করা ইহার কাজ।

৫৪. ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি ইহার প্রকাশ। দুঃখের মূল বলেই ইহাকে দুঃখ বলে। এজন্যে বলা হয়েছে ঃ

দিস্বাব অপ্‌পিয় দুক্‌খং পঠমং হোতি চেতসি,
তদুপক্কম সম্ভূতং মথবায়ে সতো ইধ।
ততো দুক্‌খদ্বয়মস্‌পি বত্থুতো সো মহেসিনা,
দুক্‌খোভোতি বিঞ্‌ঞেয়্যো অপ্‌পিয়েহি সমাপমোতি।

– অপ্রিয়জন দৃষ্টক্ষণে নয়ন যুগলে,

চিত্ত মাঝে দুঃখোদয় প্রথম দৃষ্টি বলে।
তারি সাথে উদয় হয় দৈহিক দুঃখচয়
স্পর্শেতে সুনিশ্চিত হয় অবশ্যয়।
অত:পর সবাকার উপলব্ধ হয়,
অপ্রিয় সংযোগেতে হেতু উপজয়।
ভিন্ন ভিন্ন দুঃখরাশি তাহা হতে জিনি,
বিয়োগেতে সুনিশ্চিত দুঃখ বলে জানি।
ইহাই অপ্রিয় সংযোগজনিত দুঃখের ব্যাখ্যা।

[১০. প্রিয়বিয়োগ ঃ]

৫৫. প্রিয় বিয়োগ হলে নিজ থেকে আপনজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং জড়বস্তুর সৃষ্টি করে। কাঙ্ক্ষিত বস্তু হতে বিচ্ছেদ সাধন ইহার লক্ষ্য। দুঃখ উৎপাদন ইহার কাজ। হারাণোই ইহার প্রকাশ। ইহা দুঃখোৎপত্তির মূল বলে দুঃখ। দুঃখজনক শোক উৎপাদন করে বলে ইহা দুঃখ নামে অভিহিত। এ কারণে বলা হয়েছে ঃ

নাতি ধনাদি বিয়োগা, সোকসরসমপপিতা বিভূজ্জতি।
বলা যতো ততো যং, দুক্খোতি মতো পিয়বিপ্পযোগতি

– দুঃখ শৈল্যে মূর্খজনের হৃদয় কন্দর,
আঘাতেতে ছিন্ন করে স্বজন সম্পদ।
দুঃখ বশে প্রিয় বিচ্ছেদ বর্ণনায় আসে,
ভূমি বশে লভে প্রিয় বিয়োগেতে নাশে।
ইহাই প্রিয় বিয়োগ জনিত দুঃখের ব্যাখ্যা।

[১১. ইপ্সিতালাভ ঃ]

৫৬. যে যা চায় তা না পাওয়াই ঈপ্সিত অলাভ। যে চাওয়াটা লাভযোগ্য নয় সে বস্তুই এখানে বিবৃত হয়েছে। যেমন অহো ! “যদি আমরা জন্মগ্রহণ না করতাম (Vbh. 10)” যা কে জন্মের কারণে দুঃখ বলে, যেহেতু যা চায় তা লাভ করে না। ইহার বৈশিষ্ট্য হলো যা অলভ্য তা চাওয়া। তার অনুসন্ধান করা ইহার কৃত্য। হতাশায় অনুতপ্ত হওয়াই ইহার প্রকাশ। দুঃখের ভিত্তি বলে ইহা দুঃখ। সে কারণে বিবৃত হয়েছে ঃ

তংতং পথয়্যমানানং তস্স তস্স অলাভতো,

যংবিঘাতময়ং দুক্খং সত্তানং ইধ জায়তি।
অলাভনেয়্য বত্থুনং পত্থনা তস্স কারণং,
যস্মা তস্মা জিনো দুক্খং ইচ্ছিতালাভ ব্রবীতি।

– জীবগণ এ জগতে লাভের আশায়
প্রত্যাশায় গড়ে নিজ বিষয় আশয়।
যাতে তারা পরাজয় দুঃখ আলিঙ্গনে,
আসার দুঃখেতে পড়ে নিরাশার সনে।
এখানেতে ঈপ্সিত সিক্ত হেতু সপস্থিত,
লাভেতে ব্যর্থ হয় শিক্ষিত সতত।
চেয়ে যদি লাভ না হয়, দুঃখ উপজয়,
সে কারণে বিজয়ী বলেন নিশ্চয়।
ইহাই ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখের কারণ ব্যাখ্যাত।

[১২. পঞ্চুপাদান স্কন্ধ]

৫৭. সংক্ষেপে পঞ্চুপাদান স্কন্ধ দুঃখের কারণ ঃ

জাতিপ্পভূতিকং দুক্খং যং বুত্তমিধ তাদিনা,
অবুত্তং যঞ্চ তং সব্বং বিনা এতে ন বিজ্জতি।
যস্মা তস্মা উপাদান খন্ধ সংখেপেতে ইমে,
দুক্খতি বুত্তা দুক্খন্ত দেসকেন মহেসিনা।
এক্ষণে জন্ম জরা বিষয় নিচয়
উদয়েতে দুঃখ বলে বর্ণন বিষয়।
উপাদান স্কন্ধহীন কোথায় না বিরাজে,
উক্ত যাহা ব্যর্থ তাহা ভণিতে পরাজে।
যেহেতু স্কন্ধ এসব উপাদান বটে,
সমগ্র বিষয়ে নিয়ে রয়েছে প্রতিষ্ঠে।
যেহেতু তাঁহাতে দুঃখ রয়েছে বিদ্যমান,
ধর্মকাজ বলেন তাই দুঃখ নিবারণ।

৫৮. পাবক যেমন ইন্ধনে, শিকারীর যেমন লক্ষ্যস্থল গো সকলে, দেহে যেমন ডাঁশ-মশা, কৃষক যেমন ক্ষেতে, গ্রাম যেমন গ্রাস ঘাতকের জন্ম ইত্যাদি

তেমনি পঞ্চস্কন্ধ বিভিন্নভাবে বিভাজিত। ভূমিতে যেমন তৃণলতাদি, বৃক্ষে যেমন পত্র-ফল পল্লব, সেরূপ উপাদান স্কন্ধে নিবর্তিত হয়।

৫৯. উপাদান স্কন্ধের প্রথম দুঃখ জন্ম, মধ্যে দুঃখজরা, পর্যবসানে দুঃখ মৃত্যু। মরণন্ত দুঃখের আঘাতে প্রজ্বলিত ব্যক্তি (যে দুঃখাক্রান্ত) যা মৃত্যু আক্রান্ত তা শোক। যে দুঃখে আহত ব্যক্তি ক্রন্দন করে তা বিলাপ। অত:পর স্পৃষ্টব্যের কারণে দৈহিক দুঃখ উৎপন্ন হয় কিংবা ধাতুর সংক্রোভ দুঃখ (৫০৬) হয়। সাধারণ পৃথগজনকে ইহা ক্লেশ প্রদান করে, মনের ক্লেশের মাধ্যমে যে দুঃখ তাকে বলা হয় শোক-দুঃখ। যে দুঃখে শোকাদির তপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তা শোক ইত্যাদি হাহুতাশ (নিরাশ)। যে দুঃখ আশায় হতাশা সম্পৃক্ত মতে উৎপন্ন তা হল যা ঈপ্সিত তা লাভ না করা। সুতরাং যখন অনেক প্রকার কাঙ্ক্ষিত নিরীক্ষা করা হয় তখন উপাদান স্কন্ধই স্বয়ং দুঃখ বলে জানা হয়।

৬০. যদি কেউ অনেক কল্পকাল ধরে প্রত্যেক প্রকার দুঃখের প্রদর্শন, এমন কি কৃতে কিংবা গমনে নিঃশেষে বর্ণনা করে তা শেষ করতে সমর্থ নয়। সেজন্য ভগবান বলেছেন ঃ "সংক্ষেপে পঞ্চুপাদান স্কন্ধই দুঃখ। কারো মধ্যে বর্তমানে পঞ্চুপাদান স্কন্ধ প্রদর্শন করতে সংক্ষেপে এভাবে বলা হয়। মহাসাগরের জলের স্বাদ গ্রহণ করতে যেমন একবিন্দুর জলের স্বাদই যথেষ্ট তেমনি পঞ্চুপাদন স্কন্ধ।

ইহাই পঞ্চুপাদান স্কন্ধ যে দুঃখের কারণ তার ব্যাখ্যা। ইহাই প্রথমত দুঃখের বর্নন পদ্ধতি।

[দুঃখ সত্যের কারণ ঃ]

৬১. কিন্তু কারণ বর্ণনায় 'যায়ং তণহা' যা অয়ং তাহা বা যে তৃষ্ণা (বক্তব্য বশে) পুনর্ভবের সৃষ্টি করে, প্রস্তুত করে বলে পুনর্ভব [পুনব্ভব] : পুনরাগমন ইহার স্বভাব। এরূপেই ইহা পুনর্ভব বা পুনরাগমনের সৃষ্টি করে। [পুনব্ভবিকা] নন্দিরাগ সহাগতা – বলতে সংশ্লিষ্ট রাগ সমবায় = নন্দিরাগের সহগতা- ইহাতে ব্যক্ত হয়েছে নন্দিত এবং রাগ, ইহা এবং উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা, সেখানে স্বকায়ের জন্ম দেয় তার সাথে সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। সেয্যথিদং- যেমন বলা হয়েছে এর দ্বারা প্রত্যয়োক্তে বর্ণিত হয়েছে "উহা কি?" কামতৃষ্ণা ভবতৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণা বলে উক্ত। যা প্রতীত্যসমুৎপাদ অংশে ব্যাখ্যাত হবে (অধ্যায় ১৭শ)। যদিও চার

আর্যসত্যে দুঃখের কারণ অংশে এ ত্রিভব তৃষ্ণার কথা জ্ঞাতব্য। দুঃখের অন্যতম কারণ বশে এখানেও আলোচনা যোগ্য।

[দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য ঃ]

৬২. দুঃখ নিরোধের বর্ণনায় 'কারণ নিরোধ' যা নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণিত হয়েছে যা হলো সে কামতৃষ্ণার ইত্যাদি। উহা কি ? কারণ বা হেতু নিরোধের মাধ্যমে দুঃখের নিরোধ হয়। ইহার হেতু নিবোধের মধ্যে দুঃখ নিরোধের বীজ নিহিত, অন্যথা নয়। এজন্যে উক্ত হয়েছে ঃ

(৫০৭) যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে,
ছিন্নোপি রুক্খো পুনদেব রূহতি।
এবম্পি তণ্হানুয়ে অনুহতে,
নিব্বত্ততি দুক্খ মিদং পুনপ্পুন্তি।

– কর্তিত বৃক্ষ যথা পুনরোদগম হয়,
থাকে যদি মূলতার দৃঢ় সবলময়।
তথারূপ তৃষ্ণা যদি অনুশয় রয়,
তাতে নিবর্তিত দুঃখ পুনরাগম হয়। (Dh. 338)

৬৩. সুতরাং দুঃখের নিরোধ তখনই হয়, যখন দুঃখের মূল উৎপাটন (নিরোধ)করা হয়। তাই ভগবান যখন দুঃখ নিরোধের দেশনা করেন তখন তিনি মূল নিরোধের শিক্ষাই দান করেন। ভগবান্ যা বলেন সিংহনাদে বলেন। যখন তাঁরা দুঃখ নিরোধ করেন এবং যখন তাঁরা দুঃখ নিরোধ দেশনা করেন, তার কারণ বা হেতু দেশনা করেন ফল নয়। কিন্তু অন্যতীর্থিকগণ সুনখ সদৃশ আচরণ করেন। যখন তাঁরা দুঃখ নিরোধ করেন, এবং যখন তারা নিরোধ শিক্ষাদান করেন, তারা আত্মনিগ্রহের ভাবনা ইত্যাদি উপদেশ দেয়, তারা ফল নিয়ে আলোচনা করে, কারণ নিয়ে নয়। ইহাই প্রথম যাতে করে দুঃখ নিরোধের উদ্দেশ্যে দেশনা ; যা দুঃখের মূল (হেতু) নিরোধের মাধ্যমে দুঃখ নিরোধ করা যায় বলে জ্ঞাতব্য।

৬৪. **সে তৃষ্ণার অর্থ হল :** সে তৃষ্ণা সম্বন্ধে বলা হয়েছে- 'যা আরও ভবের সৃষ্টি করে যা শ্রেণিকরণ করা হয়েছে কাম তৃষ্ণা আদি বশে বিভক্ত তৃষ্ণা। বিরাগকে মার্গ বলে। রাগ বিমুক্ত হলেই তাকে বিমুক্ত বলা হয়। (M i-

139)। বিরাগ এবং নিরোধ হল বিরাগের মাধ্যমে নিরোধ। অশেষ বিরাগ এবং নিরোধ হল বিরাগের মাধ্যমে নিরোধ, যা অশেষ, অন্তর্নিহিত (অনুশয়) মূলোৎপাটন বলে দ্রষ্টব্য। অথবা বিকল্পে, ইহা পরিত্যাজ্য যা বিরাগ এবং এখানে যা সংগঠন তা হল অশেষ, বিরাগ, অশেষ, নিরোধ। কিন্তু অর্থগতভাবে সবই নির্বাণের সমার্থক শব্দ মাত্র। পরমার্থ বশে দুঃখ নিরোধ আর্যসত্যকে নির্বাণ বলা হয়। কিন্তু যেহেতু যেখানে বিরাগীভূত তৎস্থলে নিরোধ আগত।' সে কারণে বলা হয়েছে : "বিরাগ এবং নিরোধ।" এবং যেহেতু এখানে 'পরিহার' ইত্যাদি শব্দ আগত। সে তৃষ্ণা নির্বাণের আগমনে অপগমন হয়েছে। এবং যেহেতু এখানে কোন এক রকমের বিশ্বাসযোগ্যতা বিদ্যমান নেই (যাতে নির্ভয় করা যায়)। সেসব বিশ্বাসযোগ্যতা মধ্য হতে কামতৃষ্ণারূপ রজ্জু ইত্যাদি নেই। সুতরাং সে কারণে বলা হয়েছে 'পরিহার'। 'পরিত্যাগ মুক্তি অনালয়' (অবিশ্বাস্য)।

৬৬. বৈশিষ্ট্য বশে ইহাতে 'শান্তি' বিরাজিত। মৃত্যুহীনতা (অমৃত্যু) ইহা কৃত্য কর্ম অথবা 'আরাম উপভোগ ইহার কাজ। একাকিত্বই ইহার প্রকাশ অথবা নিস্প্রপঞ্চতা বিকাশ।

[নির্বাণ সম্পর্কিত আলোচনা ঃ]

৬৭. ১ নং প্রশ্ন : খরগোশের শৃঙ্গের অহপনজ্জনীয় বলে নির্বাণ কি অস্তিত্ব হীন ? উত্তর : ওটা তা নয়, কারণ এটা সম্যক অর্থে উপলব্ধনীয়। এটা আর্যগণের মধ্যে কারও কারও পক্ষে সম্যক অর্থে উপলব্ধনীয়। ভিন্ন অর্থে এটা সম্যক মার্গে অর্থাৎ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার যথার্থ প্রয়োগে। এটা অপরের লোকোত্তর চিত্তে মত যা কোন কতিপয় আর্যগণের দ্বারা উপলব্ধনীয়। সুতরাং এটা বলা সঙ্গত হবে না যে, ইহার অস্থিত্বহীন। কারণ অনুপলব্ধনীয় ; এরকম বলা উচিত নয়, যা সাধারণ পৃথগজনের যা অনুপলব্ধ বলে অনুপব্ধনীয়।

৬৮. অধিকন্তু নির্বাণ সেই বলা উচিত নয়, কেন না ? কারণ তাতে সে মার্গ নিরর্থক, অসার বলে চিহ্নিত হবে। (৫০৮) যদি নির্বাণ অস্তিত্বহীন হয়, তা হলে তা সম্যক দৃষ্টি পূরিত হয়। আর তাতে শুরুতে প্রধানরূপে শীল এবং তিন স্কন্ধ সংযুক্ত থাকে সম্যক। জ্ঞান তবে নিরর্থক অসার হয়ে যাবে। এটা নিরর্থক বা অসার নয়। যেহেতু এটা নির্বাণে পৌঁছে দেয় না।

২ নং প্রশ্ন : বা পৌঁছায় তা অনুপস্থিত বলে ইহা নিরর্থক বা অসার নয়। অর্থাৎ অকুশ উচ্ছেদ করার ফলে পঞ্চস্কন্ধ অনুপস্থিত ?
উত্তর : ওটা তা নয়। কারণ যদিও তাতে অতীত ও ভবিষ্যতের পঞ্চস্কন্ধ অনুপস্থিত, তা সত্ত্বেও নির্বাণে পৌঁছান হয় না (শুধুমাত্র সে কারণে)।
৩ নং প্রশ্ন : তাহলে কি বর্তমানের পঞ্চস্কন্ধের অনুপস্থিতি কি কি নির্বাণ ?
উত্তর : ওটা এরূপ নয়। কারণ এসবের অনুপস্থিতি অসম্ভব। যেহেতু যদি এসব অনুপস্থিতি থাকে ওসবের অনুপস্থিতি এছাড়া যদি নির্বাণ অনুপস্থিত হত, তবে বর্তমান স্কন্ধও অনুপস্থিত হত) অতীত উপাদানের অনুপস্থিতি পরিহারে (অবর্তমানে) ফলে নির্বাণ ধাতুর উৎপত্তিতে অনিবার্য ভাবে বাদ দেওয়া আটযুক্ত। মার্গক্ষণে সহায়ক হিসেবে স্কন্ধসমূহ বর্তমান থাকে।
৪ নং প্রশ্ন : অত:পর যদি অকুশল সমূহের (নির্বাণের) অনুপস্থিতিতে কোন ক্রুটি হবে কিনা ?
উত্তর : ওটা এরূপ নয়। কারণ, অত:পর তা হলে মার্গ অবলম্বন। অনুসরণ নিরর্থক হবে। যদি অত:পর তা হলে মার্গ অনালম্বন। অনুশয় নিরর্থক হবে। যদি অত:পর তা হত যেহেতু অকুশল মার্গক্ষণের পূর্বেও অনুপস্থিত (বায়া যেত) তবে আর্যমার্গ নিরর্থক বলে অনুসরণ হত।
তাৎপর্য এই যে, তা কোন হেতু নয় [ইহা অকারণে বলা হয়েছে যে নির্বাণ অনুপ রূপীয় অর্থাৎ অস্তিত্বহীন ইত্যাদি।]

৬৯. ৫ নং প্রশ্ন : কিন্তু নির্বাণ ধ্বংস নয়, কারণ অর্হত্ব লাভ অনুস্মৃত হয়। অধিকন্তু ইহা নিরোধ মাত্র। সে, কারণেও একইভাবে বিবৃত হয়েছে, গুরুর একই নিয়মে যা আয়ুষ্মান, লোভের নিবোধ ...... [দ্বেষ ...... মোহের ধ্বংসই নির্বাণ] বলে উক্তি আছে। (S. iv-251) ?
উত্তর : ওটা এরূপ নয়। কারণ তাতে অর্হত্ব লাভ অনুস্মৃত হয়। অধিকন্তু হয় নিবোধ। সে কারনেও একইভাবে বিবৃত হয়েছে গুরুর একই নিয়মে যা আয়ুষ্মান, লোভের, দ্বেষের মোহের ক্ষয়েই অর্হত্ব লাভ (S.iv-252)
অধিকন্তু কি, ভ্রমাত্মক ধারণা অত:পর অনুস্মৃত হয় যে, নির্বাণ ক্ষণিকের হয় ইত্যাদি। যদি তাই হয়, তাহলে নির্বাণকে ক্ষণস্থায়ী হয়ে যায় গঠন বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে এবং সম্যক কর্মের দ্বারা লব্ধ হয়। সংক্ষেপতঃ যেহেতু উহাতে গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গঠিত এবং তা হলে লোভ ইত্যাদি অগ্নিতে বিদগ্ধ হতে থাকবে। এবং যেহেতু ইহা দগ্ধমান তাহলে দুঃখ অনুসৃত হয়।

৬ নং প্রশ্ন : যদি কোন ভ্রমাত্মক জানা থাকে, নির্বাণ যদি সেরূপ কোন ক্ষয় হয়ে থাকে তার পরবর্তীতে তা পুনরাবৃত্তি হবে না তো ?

উত্তর : তাতে ওটা এরূপ নয়। তাতে এরকম কোন ক্ষয় নেই। এবং এরূপ যদি থাকত পূর্বোক্ত ভ্রমাত্মকসমূহ পরিহার করা হত না। অধিকন্তু আর্য মার্গ নির্বাণ বলে অনুসৃত হত। আর্যমার্গ দোষের কারণ হত এবং সে কারণে ইহাকে 'ক্ষয়' বলা হয়। এবং ইহার পরবর্তী দোষের কোন অবতারণা থাকে না। কিন্তু যেহেতু এ ধরণের 'ক্ষয়কে' অনুৎপত্তি সম্পৃক্ত নিরোধ বলা হয় (অর্থাৎ নির্বাণ] ইহা সর্বোত্তম সহায়তা দেয়, বলে চূড়ান্ত (মার্গের জন্য) ভাবে কথিত হয়। যা (নির্বাণকে) রূপক উপমায় 'ক্ষয়' বলা হয়।

৭ নং প্রশ্ন : ইহার গঠন কেন বিবৃত হয়নি ?

উত্তর : ইহার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দান দুরহ, অসম্ভব। এবং দুরহ ব্যাখ্যায় প্রতিষ্টাপিত হয়েছে বলে ভগবানের প্রতি বিনীত করণের কারণ হয় অর্থাৎ ভগবানের দৃষ্টিতে তা দর্শনীয় সে কারণে ধর্ম দেশনা না করতে চেয়েছিলেন (M. i-186)। ইহা দেখতে ভগবৎ চক্ষুর প্রয়োজন। (M. i-510)

৭১. ইহা সর্ব সাধারণের অংশীভূত নয়। একমাত্র মার্গলাভীর পক্ষেই সে স্থানে পৌঁছাই সম্ভব। ইহা সৃষ্ট নয়। কারণ ইহার প্রথম আরম্ভবিহীন।

৮ নং প্রশ্ন : যেহেতু ইহা বর্তমান, যখন মার্গ বর্তমান তবে ইহা অসৃষ্ট কেন?

উত্তর : ওটা এরূপ নয়। কারণ ইহা মার্গ দ্বারা উৎপাদনীয় নয়, ইহাতে পৌঁছান যোগ্য মার্গদ্বারা উৎপাদনীয় নয় সে কারণে ইহা অসৃষ্ট। ইহা অসৃষ্ট বলেই ইহা জরা মৃত্যুর উর্দ্ধে। সৃষ্টি এবং জরা এবং মৃত্যুর অতীত বলে ইহা চিরস্থায়ী। (৫০৯)

৭২. ৯ নং প্রশ্ন : তাহলে অনু ইত্যাদির মত নির্বাণ এক প্রকার স্থায়ী (বলে নারী) বলা যায় কিনা ?

উত্তর : ওটা এরূপ নয়। যেহেতু যে কোন কারণের অবর্তমানে তার উৎপত্তি সম্ভব নয়।

১০ নং প্রশ্ন : যেহেতু নির্বাণ চিরস্থায়ী, অতপর এসবের (যা অণু প্রভৃতি) তদনুরূপ কি চিরস্থায়ী ?

উত্তর : ওটা এরূপ নয়। যেহেতু (ঐ সম্ভাবনা) তার্কিক দার্শনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে নির্বাণ স্থায়ী। তা অণু ইত্যাদি স্থায়ী বলে কারণ দাবি করা হয়।

১১ নং প্রশ্ন : তারপর তাহারা স্থায়ী। কারণ নির্বাণের মতো তাদের উৎপত্তি কি অনুপস্থিত ?

১২ নং প্রশ্ন : তারপর তাহারা স্থায়ী। কারণ নির্বাণের মতো তাদের উৎপত্তি কি অনুপস্থিত ?

৭৩. উত্তর : এটা এরূপ নয়। যেহেতু অণু ইত্যাদি বাস্তব বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পূর্বোক্ত তার্কিক হেতু ইহাই প্রমাণ করে চিরস্থায়ী। সংক্ষেপত বলা যায় যে, ইহা অসৃষ্ট (সৃষ্টিকৃত নয়) ইহা অরূপ কারণ ইহা রূপ নির্যাস।

বুদ্ধের লক্ষ্য একক, বহুত্ব নয়। নির্বাণ হল [একক লক্ষ্য] কিন্তু এই [একক লক্ষ্য, নির্বাণ] অতীতের সকল উপাদান পরিহার। যেহেতু ইহা অতীত স্কন্ধ সমূহের ফল তখনও স্থিত উপাদান সহ একত্রে জানা হয় (অর্হত্ব জীবনের সময়) এরূপে অকুশল বর্তমান স্থিত অকুশল এবং অবশিষ্ট (অতীতের ফল) উপাদান এ শর্তে জ্ঞাত করা হয়। যার উপাদান বর্তমান থাকা সত্ত্বে ধ্যানের প্রভাবে উপনীত। কিন্তু (দ্বিতীয়তঃ ইহাকে অতীত উপাদানের ফল বিহীন বলা হয়) যেহেতু অর্হতের অন্তিম চিত্তের পর যিনি ভবিষ্যৎ স্কন্ধের উৎপত্তি রুদ্ধ করেছেন, ভবিষ্যৎ অস্থিত্বের কর্মফল বন্ধ করেছেন, অস্থিরের আর কোন স্কন্ধের উৎপত্তি নেই। এবং যেসব হয়েছে সেসব ইতিমধ্যে বিলোপ হয়ে গেছে। সুতরাং (অতীতে ফল) উপাদান যা ছিল তার আর অস্থিত্ব রইল না। ইহা অস্থিতির শর্ত। এ অর্থে (অতীত ফল) কোন উপাদান রইল না সে নেই একই লক্ষ্যকে বলা হয় অতীত উপাদান ফল ব্যতীত পরিত্যক্ত (Iti-38)

৭৪. শিথিলতাবিহীন সিদ্ধ পরাক্রমের দ্বারা বিশেষ জ্ঞানে অধিগম যোগ্য, সর্বজ্ঞতা বাক্যে এবং পরমার্থ স্বভাববশত : নির্বাণ অবিদ্যমান। বর্ণিত হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, অজাত (জন্ম নেই), ভব নেই, অকৃত, অসংস্কৃত বর্তমান আছে। (Iti. 37. Ud-80)

[দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য ঃ]

৭৫. 'দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য সত্য' বর্ণনায় আটটি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও এসব পূর্বাহ্নে স্কন্ধের অর্থ বর্ণনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষণে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সচেতনতার লক্ষ্যে সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। যখন এসব এক মুহূর্তের জন্য সংগঠিত হয় (মার্গের কারণে)।

৭৬. সংক্ষেপত : (বিস্তারিত অধ্যায় ২২শ ৩১ অংশে) যখন কোন সাধক চার আর্য সত্য দক্ষতায় অগ্রসর হয়, তার প্রজ্ঞা চক্ষু অন্তর্নিহিত অবিদ্যা দূর করতে নির্বাণ আলম্বন গ্রহণ করে। এবার উহাই সম্যক দৃষ্টি। বৈশিষ্ট্য বশে তার সম্যক দর্শন হয়। ইহার কৃত্য ধাতুর উন্মোচন করা। অবিদ্যান্ধকার উচ্ছেদ করাতে ইহার প্রকাশ।

৭৭. যখন তিনি এরূপ দৃষ্টি ধারণ করেন নির্বাণের দিকে তার চিত্তকে ধাবিত করেন, যে ধাবনে সম্যক দৃষ্টি সংশ্লিষ্ট থাকে, মিথ্যা সঙ্কল্প উচ্ছেদ হয়ে সম্যক সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। আলম্বনে চিত্তের সঠিক নির্দেশনা ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার কৃত্য হল নির্বাণ আলম্বনে মার্গ চিত্ত অর্পণায় উপনীত করা। মিথ্যা সংকল্প অপনোদনই ইহার প্রকাশ।

৭৮. যখন তিনি এরূপ দর্শন এবং চিন্তা করেন, তাঁর মিথ্যা বাক্য বিরতি হয়। যে বিরতি সম্যক দৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট। কুবাক্য জনিত আচরণ অপনোদন হয় (৫১০) এবং এরূপেই মিথ্যা বাচন অপনোদন হয়।

৭৯. এভাবে তিনি যখন বিরত থাকেন তার প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি যে বিরতি সম্যক দৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। মিথ্যা কর্ম বিচ্ছেদ হয় তাকে বলে সম্যক কর্ম। ইহার বৈশিষ্ট্য হল কায়িক ক্রিয়া সম্পাদন। ইহার কৃত্য বিরত থাকা। মিথ্যা কর্ম পরিহারে ইহার প্রকাশ।

৮০. যখন তাঁর সম্যক বাক্য এবং সম্যক কর্ম বিশুদ্ধ হয় তখন তাঁর মিথ্যা জীবিকা হতে তিনি বিরত হন। এ বিরতি সম্যক দৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট, তাতে তাঁর কুচক্রিতা ইত্যাদি বন্ধ হয়, এটাকে বলে সম্যক জীবিকা। বিশুদ্ধি করণ বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। একটি সঠিক সম্যক জীবিকার সংগঠনই ইহার যথার্থ সম্যক জীবিকা। মিথ্যা জীবিকা পরিহারই ইহার প্রকাশ।

৮১. যখন তিনি শীল ভূমি সম্যক বাক্য এবং সম্যক কর্মে এবং সম্যক জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হন তার বীর্য, যা সম্যক দৃষ্টিতে স্থিরতা আসে, আলস্য

অপনোদন হয়। প্রথম তাকে সম্যক প্রচেষ্টা বলা হয়। সম্যক চেষ্টার ইহার বৈশিষ্ট্য। অকুশাদি বিষয় অনুৎপাদনই ইহার কৃত্য। মিথ্যা প্রচেষ্টা অপনোদনই ইহার প্রকাশ।

৮২. যখন তিনি এভাবে অনুশীলন করেন তখন তাঁর চিত্ত বিস্মৃত না হওয়া যা (সম্যক দৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট) মিথ্যা স্মৃতি তিরোহিত হয়। তাকে বলে সম্যক স্মৃতি। স্মৃতি প্রতিষ্ঠাই ইহার বৈশিষ্ট্য। বিস্মৃত না হওয়াই ইহার কৃত্য। মিথ্যা স্মৃতির অপনোদনই ইহার প্রকাশ।

৮৩. সর্বোত্তম স্মৃতির মাধ্যমে যখন তাঁর চিত্ত এভাবে সুরক্ষিত হয়, চিত্তের একাগ্রতা যে চিত্ত সম্যক দৃষ্টি সংশ্লিষ্ট মিথ্যা সমাধি পরিহার করা হয়, তাকে বলা হয় সম্যক সমাধি। অধিক্ষেপণ ইহার বৈশিষ্ট্য। সমাধিস্থ থাকা ইহার কৃত্য। মিথ্যা সমাধি পরিহারই ইহার প্রকাশ। ইহাই দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে গৃহীত পদ্ধতি। জন্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে জানার জন্য এখানে ব্যাখ্যা করা হল।

৮৪. ৯. প্রজ্ঞারকৃত্য বশে : সত্য প্রজ্ঞার আলোকে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। সত্য প্রজ্ঞা দুই প্রকার : যথা- অনুবোধ জ্ঞান এবং প্রতিবোধ জ্ঞান (S.v. 431) (অধ্যায় ২২শ ৯২ মতে)। এখানে অনুবোধ জ্ঞান হল- লোকীয় এবং যা শ্রুতি ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপত্তি হয়। নিরোধ এবং মার্গ সম্বন্ধে। প্রতিবোধ জ্ঞান হল চিত্ত পর্যায় যা লোকোত্তর পর্যায়। চার সত্য ইহার কৃত্য। ইহা আলম্বন নিরোধ করে। তদনুসারে বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, যে দুঃখকে দেখে, সে দুঃখের মূলকে দোখ, দুঃখের কারণকে দেখে দুঃখ নিরোধের দেখে দুঃখ নিরোধের উপায়কে দেখে (Sv. 437) এবং ইহা এভাবে পুনরাবৃত্তি করা উচিত যে (যাতে চার সত্য বিদ্যমান থাকে) প্রজ্ঞা এবং দৃষ্টি বিশুদ্ধিতে ইহার কৃত্য পরিষ্কার করে নিতে হবে। (অধ্যায় ২২; (92) (541)

৮৫. লোকীয় চিত্ত যখন, অতঃপর উদিত হয় তখন বদ্ধ সংস্কার (পরিয়যুক্ত) অতিক্রান্ত হয়। দুঃখ জ্ঞানের মধ্যে মিথ্যা সৎকায় দৃষ্টি পূর্ব হতে তাতে নিবর্তিত হয়, সমুদয় (কারণ) জ্ঞান উচ্ছেদ দৃষ্টি হয়, নিরোধ জ্ঞান শাশ্বত দৃষ্টি হয় মার্গজ্ঞান অক্রিয় দৃষ্টি হয়। অথবা পক্ষান্তরে দুঃখ জ্ঞানে মিথ্যা দৃষ্টিজনিত ফল পূর্ব হতে যাতে নিবর্তিত হয়। অন্য কথায় স্কন্ধাদিতে ধ্রুব ভাব, শুভভাব এবং আত্মভাব দর্শন করেন। এবং দুঃখের কারণ জ্ঞানে

মিথ্যাদৃষ্টির কারণজনিত হেতু ফল পূর্ব হতে তাতে নিবর্তিত হয়, যেখানে কিছুই নেই, যেমন অধিস্বামী (ঈশ্বর) কর্তৃক বিশ্ব সৃষ্টি মূল নীতি, সময় স্বভাব (পৃথগজন অস্তিত্ব) ইত্যাদি। অকারণে কারণ সৃষ্টি করে হেতুর বিপরীত হেতু উপস্থাপন করে। নিরোধ জ্ঞানে মিথ্যা দৃষ্টি কারণজনিত হেতুফল পূর্ব হতে তাতে নিবর্তিত হয়, সে কারণে কিছুই নেই। যেমন অরূপ লোকে গমনকে শেষ নিরোধরূপে গ্রহণ করে বিশ্ব শৃঙ্গে (পরিত্রস্থান) ইত্যাদি বিপরীত সেতু উৎপাদন করে। এবং মার্গজ্ঞানে মিথ্যা প্রবিবর্তিত কারণ জনিত যেমন যা বিশুদ্ধির মার্গ নয় তাকে বিশুদ্ধি মার্গ বলে প্রবর্তিত করে এবং তার ফলে কাম সুখে (ইন্দ্রিয় তৃপ্তি) প্রশ্রয়দান এবং আত্ম নিগ্রহের উপায় প্রবর্তন করে। সে জন্য উক্ত হয়েছে :

লোকে লোকপ্পভবে লোকত্থগমে সিবে চ তদুপায়ে,
সম্মুয়হতি তাব নরো বিজানাতি যাব সচ্চানীতি।

– যতকাল রবে নর লোক অন্ধকারে,
মূল, নিরোধ কিংবা হবে তদুপরে।
কিংবা অর্থ তার হয় বন্ধন নিরোধ,
ততকাল সত্য কি যে বুঝে না অবোধ।
প্রজ্ঞার ক্রিয়াকর্ম ইহাতে জ্ঞাতব্য।

৮৬. ১০. **সন্তুষ্টি বশে বিভাগ (প্রভেদ) :** সব তৃষ্ণা এবং আসব ব্যতীত অবশিষ্ট সব ধর্মই দুঃখ সত্যের অন্তর্গত। সমুদয় সত্যে ছয়ত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাচরিতের অন্তর্গত। নিরোধ সত্য অবিমিশ্রিত। মার্গ সত্যে বশে মুখ্য হল সম্যক দৃষ্টি, বিমংসা, ঋদ্ধিপাদ, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা, বল ধর্ম বিচয় সম্বোধি অঙ্গের অন্তর্গত। সম্যক সংকল্প বশে তিন নৈক্রম্য প্রকার সংকল্প এর অন্তর্গত (D. iii-215)। সম্যক বাক্য বশে চার প্রকার সুচরিত বাক্য (A. iii-131) এবং অন্তর্গত। সম্যক কর্ম বশে তিন প্রকার কায়িক আচরণ (M. i-287) এর অন্তর্গত। সম্যক জীবিকা বশে অল্পেচ্ছত। ও সন্তুষ্টিতা কিংবা এ তিনটিতে আর্যগণ শীলানুসরণ করেন এবং শীলবান আর্যগই শ্রদ্ধা হস্তে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবল ছন্দ এবং ঋদ্ধিপাদ পরিপূর্ণ করে। সম্যক প্রচেষ্টা অভিধায় বশে চার প্রকার সম্যক প্রচেষ্টা অভিধায় বীর্যেপ্রিয়, বীর্যবল, এবং সম্বোধি অঙ্গ এর অন্তর্গত। সম্যক স্মৃতি অভিধায় চার প্রকার

স্মৃতি অন্তর্ভুক্ত স্মৃতি প্রস্থান, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, স্মৃতি বল, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ এর অন্তর্গত। সম্যক সমাধি বশে তিন প্রকার সমাধি : উহাদের শুরু করে তৎসংশ্লিষ্ট বিতর্ক বিচার (D. iiii-219) এবং চিত্ত সমাধি, সমাধিন্দ্রিয়, সমাধিবল, প্রীতি প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা, সম্বাধ্যঙ্গ এর অন্তর্গত।

ইহাই সন্তুষ্টি বশে বিভাজন (প্রভেদ) জ্ঞাতব্য।

৮৭. **১১. উপমা বশে :** দুঃখ সত্যকে বোঝা হিসেবে দ্রষ্টব্য। দুঃখের মুলকে বোঝা গ্রহণের সাথে তুলনীয়। ভারকে নিক্ষেপ করা নিরোধসত্য সদৃশ ; মার্গসত্য ভার নিক্ষেপের উপায় সদৃশ। দুঃখসত্য রোগ সদৃশ রোগের কারণ সমুদয়সত্য সদৃশ, বিরোধসত্য রোগের উপশম সদৃশ মার্গ ভৈষজ্য (ওষুধ) সদৃশ। দুর্ভিক্ষ দুঃখ সত্য সদৃশ, দূরাবৃষ্টি সমুদয় সত্য সদৃশ, সুভিক্ষ নিরোধ সত্য সদৃশ, সুবৃষ্টি মার্গসত্য সদৃশ।

অধিকন্তু এ সত্য উপমা সহযোগে এভাবেও উপলব্ধি করা (জানা) যায় : বৈরীতার কারণ, বৈরিতা উপশম, বৈরিতা উপশমের উপায়। একটি বিষবৃক্ষ বৃক্ষের মূল, মূলকে কর্তন করা এবং আসল উপায়। ভয়, ভয়ের কারণ, ভয় হতে মুক্তি এবং তা নির্ভয় লাভের উপায় তদন্তর্গত উপায়। এখানে এক সমুদ্রের তট মহা প্লাবন, অধিকতর তট এবং ইহাতে পৌঁছার প্রচেষ্টা।

ইহাই উপমা বশে জানার ব্যাখ্যা।

৮৮. **১২. চতুষ্ক বশে ঃ** ক. দুঃখ আছে যা আর্যসত্য নয় খ. আর্যসত্য আছে, যা দুঃখ নয় গ. দুঃখ এবং আর্যসত্য উভয় আছে ঘ. এবং দুঃখ এবং আর্যসত্য কোনটিই নেই। সেরূপ কারণ এবং অবশিষ্টাদি।

৮৯. ক. এখানে যদিও ধর্মসমূহ মার্গের সাথে সম্পৃক্ত এবং শ্রাবণ্য ফলসমূহ দুঃখ যেহেতু সংস্কারের কারণে এসব দুঃখ (৩৫) যেহেতু বলা হয়েছে, যা অনিত্য তা দুঃখ (S. ii-53, iii-22)। এতদসত্ত্বে এসব আর্য সত্যের অন্তর্গত নয়। (খ) নিরোধ সত্য দুঃখ সত্যের অন্তর্গত নয়। (গ) অপর দুই আর্যসত্য দুঃখ হতে পারে কেননা এসব অনিত্য কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এসব তা নয়। এমন কি ভগবানের অধীনে ব্রহ্মচর্য পূর্ণ জ্ঞানের জন্য বিশুদ্ধ জীবনযাপন করেন। তৃষ্ণা ব্যতীত পঞ্চস্কন্ধ (আলম্বন বশে) উপাদান এবং প্রত্যাশিত সবই (উভয়) দুঃখ এবং আর্য সত্য (৫১৩)। ঘ. মার্গ সংশ্লিষ্ট ধর্মসমূহ এবং শ্রামণ্য ধর্মের সুফল প্রকৃতার্থে ভগবানের অধীনে পূর্ণ

জ্ঞানের জন্য বিশুদ্ধ জীবনযাপন নতুবা এসব আর্যসত্য কোনটিই নয়। কারণ, ইত্যাদি সংলাপ স্থলে ব্যবহৃত। ইহাই চতুষ্ক নয়ে ব্যাখ্যা বলে জ্ঞাতব্য।

৯০. ১৩. শূন্যতা, একবিধ এবং অতপর বশে : প্রথমতঃ শূন্যতা বশে আত্যন্তিক দুটি কোন থেকে সমস্ত সত্যই শূন্য বশে জ্ঞাতব্য। কারণ তাতে অবিদ্যমান আছে (১) অভিজ্ঞাতক (২) যে কোন কর্তা (৩) বিলোপকারী (৪) যে কোন গমনকারী। সে কারণে উক্ত হয়েছে ঃ

দুক্খমেব হি, ন কোচি দুক্খিতো, কারকো ন কিরিয়াব বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা, মগ্গমত্থি গামক ন বিজ্জতীতি।
অপিচ ধুবসুভ সুখত্ত সুঞ্ঞং পরিমদ্ধয়মত্ত সুঞ্ঞমমতপাদং,
ধুব সুখ অভবিরহিতো, মগ্গো-ইতি সুঞ্ঞতা তেসু।

– দুঃখ আছে বটে ভোজ তাতে নেই,
যদিও ক্রিয়া ঘটে কর্তা তাতে নেই।
বিলোপ ঘটে কিন্তু বিলোপকর্তা নেই,
যদিও ক্রিয়া ঘটে কর্তা তাতে নেই।
বিলোপ ঘটে কিন্তু বিলোপ কর্তা নেই,
যদিও বিরাজে মার্গ (তাতে) গমন কর্তা নেই।
অধিকন্তু :
অথ স্থায়ত্বে, সুন্দর, আনন্দ, আত্মা, শূন্যতা
মার্গও তথাস্ত বটে চারে ঘটে অভিন্নতা।

৯১. অথবা তিনটি নিরোধ শূন্যতা এবং অপর তিনে শূন্যতা। অথবা ফলের কারণ শূন্যতা। যেহেতু দুঃখের এবং বিরোধ মার্গে অনুপস্থিতি। এখানে প্রাচীন মার্গানুসারে হেতু ফলবতী নয়, যা প্রাচীন মার্গানুসারে নির্যাস বাহিত হয়ে তা ধারণ করত। এবং ফল হেতু শূন্য এ কারণে যে, দুঃখের কারণ যে এবং মার্গের নিরোধের যে অন্তর্নিহিত হেতুমূল তা অনুপস্থিত। একটি নতুন ফল, ইহার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে না, যেমন দুইটি অনু ইত্যাদি যার মধ্যে নিহিত থাকে বলে নিশ্চিত করে বলা যায় না। সে কারণে ইহা উক্ত হয়েছে :

তয়মিধ নিরোধ সুঞ্‌ঞং তয়েন তেনাপি নিব্বুতি সুঞ্‌ঞা।
সুঞ্‌ঞা ফলেন হেতু, ফলম্পি তম্হে সুঞ্‌ঞন্তি।

– যতকাল রবে নর লোক অন্ধকারে,
মূল নিরোধ কিংবা হবে তদুপরে।
কিংবা অর্থ তার হয় বন্ধন নিরোধ
ততকাল সত্য কি যে বুঝে না অবোধ।
প্রজ্ঞাকর্ম ক্রিয়াকর্ম ইহাতে জ্ঞাতব্য।
ইহাই প্রথম স্থানে শূন্য বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। (৫১৪)

৯২. ১৪. **এক ভাজ এবং অত:পর :** প্রবর্তিত ধর্মানুসারে সব দুঃখ এক প্রকার। নাম রূপ বশে ইহা দুই প্রকার। পুনরুৎপত্তি ভব, কাম ভব, রূপভব এবং অরূপত ভেদ বশে ত্রিভাজিত। চার প্রকার আহার বশে ইহা চতুর্বিধ। পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ বশে ইহা পাঁচ প্রকার (আলম্বন বশে)।

৯৩. ১৫. প্রবত্তিত ভাবানুসারে কারণ (সমুদয়) এক প্রকার। মিথ্যা দৃষ্টিসহ ও মিথ্যা দৃষ্টি অসহগত বশে দুই প্রকার। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা বশে ইহা তিন প্রকার। চার মার্গে পরিহার (পহান) যোগ্য বশে চার প্রকার। রূপে নন্দি অভিনন্দন ইত্যাদি বশে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ছয় প্রকার তৃষ্ণার আলোকে ইহা ছয় প্রকার।

৯৪. ১৬. অসংস্কৃত ধাতু ভেদে নিরোধ এক প্রকার। উপদি (স্কন্ধসহ) শেষ ও অনুপাদিশেষ (স্কন্ধের বিনাশে) ভেদে ইহা দুই প্রকার। তিন প্রকার ভবের বর্তমানে তিন ভবের কাম্যতা ভেদে তিন প্রকার। চার মার্গে চার প্রকার প্রবেশ বশে চার প্রকার। পাঁচ প্রকার নন্দি অভিনন্দি উপশম বশে পাঁচ প্রকার। ছয় প্রকার তৃষ্ণার বিনাশ (ক্ষয়) অনুসারে ছয় প্রকার।

৯৫. ভাবনাবশে মার্গ এক প্রকার। শমথ ও বিদর্শন বশে ইহা দুই প্রকার। অথবা দর্শন ও ভাবনা ভেদে দুই প্রকার। তিন স্কন্ধ শ্রেণি ভেদে তিন প্রকার। (মার্গের জন্য) বেঁচে নেওয়া তিন স্কন্ধ যা বোধগম্য যেমন একটি রাজধানী দ্বারা এক নগর। সে মতে বলা হয়েছে অষ্টাঙ্গিক মার্গে তিন স্কন্ধ সংযুক্তি করা হয়নি বাক্য, উপাসিকা কিন্তু বিশাখার তিন স্কন্ধ দ্বারা অষ্টাঙ্গিক মার্গ সংযুক্ত করা হয়েছে। যে কোন সম্যক বাক্য, যে কোন সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা এ তিন শীল স্কন্ধে। যে কোন সম্যক

চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, যে কোন সম্যক সমাধি, সমাধি স্কন্ধে সংযুক্ত করা হয়েছে। যে কোন সম্যক দৃষ্টি, এবং যে কোন সম্যক চিন্তা প্রজ্ঞা স্কন্ধে সংযুক্ত করা হয়েছে।" (M. i-301)

৯৬. এ স্থলে, সম্যক কাজ শুরু হতে করে তিনটি শীলে এর অন্তর্গত, সে কারণে এগুলো শীল স্কন্ধে, অপরাপরগুলোও সে একই কারণে অন্তর্ভুক্ত। যদিও করণ কারকে ব্যবহার করে মূল গ্রন্থে এগুলো "ইমে ধম্মা পঞ্চক্খন্ধে সঙ্গহিতা" সংগৃহীত হলেও ইহার অর্থ করণ কারক বশে জ্ঞাতব্য অর্থাৎ শীল স্কন্ধ দ্বারা।

শুরুতে সম্যক চেষ্টা হতে তিনটি আলম্বন একাগ্রতা উৎপাদন করে অর্পণায় উপনীত হতে পারে না। কিন্তু বীর্য তার উদ্যম সম্পন্নে ইহার কর্ম সম্পাদন করে টলমল

৯৭. প্রতিবন্ধকতায়। এবং তা করতে পারে এখানে উপমা হল : তিন বন্ধু তারা (চিন্তা করল) : "আমরা একটি উৎসব উদযাপন করব'- চিন্তা করে একটি উদ্যানে প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজন সপুষ্ট চম্পক বৃক্ষ দেখতে পেল, কিন্তু সে তার হাত ফুল পর্যন্ত নিতে পারল না। দ্বিতীয়জন বেঁকে গিয়ে প্রথমজন তার কোমরে উঠার জন্য। লোকর/পিঠে দাঁড়িয়েও সে হাত বাড়িয়ে ফুল নিতে পারল না। কারণ দ্বিতীয় জন ছিল অস্থির টলমলে। (৫১৫) তখন তৃতীয় জন তার কাঁধ (সহায়ক হিসেবে)। এভাবে একজনের পিঠে দাঁড়িয়ে অপরজনের সাহায্য নিয়ে যত ইচ্ছা সে ফুল তুলে নিল। এবং নিজেকে অলঙ্কৃত করে নিয়ে সে গেল এবং উৎসব উপভোগ করল। ইহাও তখনি

৯৮. সম্যক চেষ্টা থেকে শুরু করে তিনটি ধর্ম যেগুলোর জন্ম একসাথে, তিন বন্ধুর মতো যারা উদ্যানে প্রবেশ করেছিল। আলম্বন হল চম্পক বৃক্ষের মতো পুষ্পিত। সমাধি তার নিজস্ব স্বভাবে আলম্বনে একাগ্রতা আনায়নের মাধ্যমে অর্পণা আনতে পারে না হাত উত্তোলন করা সত্ত্বে পুষ্পচয়ন করতে না পারা লোকটির মতো ।প্রচেষ্টা, যে লোকটি বেঁকে নিচ হয়ে গিয়েছিল তার মতো বেঁকে পিঠ প্রদান করে উপরে তুলে ধরেছিল। স্মৃতি হল যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল যে কাঁধ দিয়ে সহায়তা করেছিল। ঠিক তদ্রূপ পিঠের উপর দাঁড়িয়ে এবং অপর জনের কাঁধের সহায়তায় যত ইচ্ছে ফুল চয়ন করা হয়েছিল তদনুরূপ যখন বীর্য এস প্রয়োগে কৃত্য সম্পাদন করছিল

এবং স্মৃতি যখন তার কার্য সম্পাদনে দোদুল্যতা প্রতিহত করছিল। এভাবে সহায়তার ফলে স্মৃতি লব্ধ হয়ে একাগ্রতা আনয়নে অর্পণায় উপনীত হয়। সুতরাং মুখ্য হল সমাধি স্কন্ধ। একমাত্র সমাধি একই প্রকার সংযুক্তি করেছে। কিন্তু প্রচেষ্টা এবং স্মৃতি সংযুক্ত হয়ে কাজ করেছে সহায়তা হিসেবে।

৯৯. সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক চিন্তা, জনিত প্রজ্ঞাত দুঃখ, অনাঙ্গ আলম্বনের স্বভাব সংজ্ঞা দিতে পারে না। কিন্তু সাহায্যে প্রয়োগ করে। পুনঃপুন আলম্বনে আঘাত করে পারা যায়। কিরূপে যেমন একজন মুদ্রা পরিবর্তক তার হস্তস্থিত মুদ্রা তিনি ইহার সমস্ত দিক সমভাবে দেখতে ইচ্ছা করেন মাত্র চোখের শক্তিতে মুদ্রা উল্টানো যাচ্ছে না, কিন্তু আঙুলের সাহায্যে তিনি তার সমস্ত দিক দেখতে পারেন। তদনুরূপ প্রজ্ঞা তার নিজের স্বভাব দিয়ে একটা আলম্বন সংজ্ঞায়িত করতে পারবে না "অনিত্য এবং ইত্যাদি। কিন্তু বিতর্কের (সাহায্যে) প্রয়োগ করে ইহার বৈশিষ্ট্যে মনকে নির্দেশদান করে (আলম্বনে) এবং ইহার কৃত্য আঘাত করে এবং ঝাড়া দিয়ে তাপ দিয়ে, উল্টিয়ে যে কোন কিছু দিয়ে পারা যায় সম্ভব এবং সংজ্ঞায়িত করা যায়। সুতরাং এখানে প্রজ্ঞা স্কন্ধ সম্যক দৃষ্টিই একইরূপ সংযুক্তিতে। কিন্তু সম্যক চিন্তা কার্যক্রমের জন্য সংযুক্ত করা (সহায়তার জন্য)।

১০১. সুতরাং তিনটি স্কন্ধের দ্বারা মার্গ সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এজন্যে বলা হয়েছে যে, তিন স্কন্ধ অনুসারে ইহা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। স্রোতাপত্তি মার্গ ইত্যাদি বশে চার প্রকার।

১০২. অধিকন্তু সমস্ত সত্য এক প্রকার। যেহেতু এসব অবাস্তব নয়, অথবা এসব অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে জানা। সেগুলো দুই প্রকার (১ এবং ২) লৌকিক এবং (২ এবং ৩) লোকোত্তর অথবা (১, ২ এবং ৪) সংখাত (গঠিত) এবং অসংখাত। এসব তিন প্রকার (২) : দর্শন ভাবনা, পরিহার যোগ্য এবং (৩ এবং ৪) অপরিহারযোগ্য এবং (১) পরিহার এবং অপরিহার কোনটাই নয়। এসব চার প্রকার শ্রেণিতে বিভক্ত ঃ যা পূর্ণভাবে জ্ঞাতব্য এবং ইত্যাদি (২৮)।

ইহাই এক ভাজন, এবং ইত্যাদি অনুসারে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। (৫১৬)

১০৩. **সদৃশ এবং অসদৃশ বশে** : সব সত্যই পরস্পর সদৃশ। যেহেতু এসব অবাস্তব নয় অনাত্ম এবং দুঃখ প্রতিবেদনগত। যেমন বলা হয়েছে "আনন্দ

তুমি কি মনে কর কোনটা করা খুব দুষ্কর বা সম্ভবতর। একজন লোক নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে একটি চাবি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে লক্ষ্যচ্যুত না হয়ে কিছুক্ষণ পরপর তীর ছুড়ল। অথবা সে কি শতবারে চুলের অগ্রভাগ তীর বিদ্ধ করতে পারতো (সদৃশ চুল) ? ইহা করা খুবই দুষ্কর ভন্তে। করা খুবই দুষ্কর যে, লোকটি শতবারে চুলের অগ্রভাগ তীরবিদ্ধ করা (সদৃশ চুল)। তারা তা অপেক্ষা বেশি দুষ্কর বিদ্ধ করতে পারে, আনন্দ, যে সঠিকভাবে বিদ্ধ করে। "ইহা দুঃখ যে সঠিকভাবে বিদ্ধ করে" এরূপে "ইহাই দুঃখ নিরোধের উপায়।" (S.v. 454)। যখন এসবের পরস্পর বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞা অনুসারে হয় তখন বিসদৃশ হয়।

১০৪. প্রথম দুইটি সদৃশ। যেহেতু এসব গম্ভীর অর্থ পূর্ণ কারণ দুর্বোধ্য। যেহেতু এসব লৌকীয় এবং যেহেতু এসব তৃষ্ণার অধীন। এসব বিসদৃশ বলে হেতু এবং ফলে বিভাজিত। এবং বিশেষভাবে সম্পূর্ণ বোধগম্য বলে পরিত্যক্ত। এবং অবশিষ্ট দুইটি সদৃশ। যেহেতু এসব দুর্বোধ্য কারণ গম্ভীরার্থ। যেহেতু এসব লোকোত্তর, এবং যেহেতু এসব তৃষ্ণাবিমুক্ত। এসব বিসদৃশ বলে আলম্বন এবং কোনটি আলম্বন নয় ভেদে দ্বিবিধ। এবং ক্রমানুসারে উপলব্ধ এবং ভাবিত। প্রথম এবং তৃতীয় সদৃশ (সভাগ) যেহেতু এসব ফলে শিরোনামের অধীন। এসব বিসদৃশ (বিসভাগ) বলে সংখাত এবং অসংখাত (গঠিত-অগঠিত)। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সদৃশ যেহেতু কারণ এসব হেতু শিরোনামের অধীন। এসব বিসদৃশ বলে সম্পূর্ণরূপে অকুশল এবং কুশলময়। এবং প্রথম এবং চতুর্থ সংখাত (গঠন) বশে সদৃশ। এসব লোকীয় ও লোকোত্তর বলে বিসদৃশ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শেখ অশেখনীয় কোনটি নয় বলে সদৃশ। (Vbh. 114) আলম্বন এবং অনালম্বন বশে বিসদৃশ বলা হয়েছে ঃ

ইতি এবং পকারেহি নয়েহি চ বিচক্খণো;
বিজঞ্ঞা অরিয়সচ্চানং সভাগ বিসভাগন্তি।

– লোক এক লক্ষ্যভেদী করেন প্রয়োগ,
মেধা তার এরূপ হয় অর্থেতে নিয়োগ।
কৃতার্থ তিনিই যেবা সত্যকে জানয়,
তিনি হন যথার্থ, সদৃশ বিপরীনাম ধ্যেয়।

প্রজ্ঞা ভাবনায় ইন্দ্রিয় সত্য নিবন্ধক আলোচনায় বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত বিশুদ্ধি মার্গের ষোড়শ অধ্যায় সাধুজনের তুষ্টি মানসের জন্য প্রযোজিত।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রজ্ঞাভূমির বিবরণ

[উপসংহার]

[ক. অংশ : প্রতীত্য সমুৎপাদ শিরোনামের সংজ্ঞা।]

১. প্রতীত্য সমুৎপাদ [৫১৭] ব্যাখ্যা স্বয়ং প্রয়োগ করার কাল ঘুরে এসেছে। পরস্পর নির্ভরতার হেতুধর্ম শব্দদ্বয়ের মধ্যে সংগৃহীত। যেহেতু এসব এখনো এসব ধর্ম হতে বাইরে বিধায় "ভূমি" বলা হয়। তাতে করে পূর্বোক্ত ধর্মসমূহ শ্রেণিভাজন হয়েছে: স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ ইত্যাদি সমন্বিত "ভূমি"। (অধ্যায় ১৪শ, ৩২]

২. এখানে, প্রতীত্য সমুৎপাদ বশে প্রথমতঃ শুরুতে 'অবিদ্যা' সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। এজন্যে ভগবান বলেছেন "ভিক্ষুগণ! প্রতীত্য সমুৎপাদ বিরূপ? অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নাম-রূপ, নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শে প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদান প্রত্যয়ে ভব, ভব প্রত্যয়ে জাতি, জাতি প্রত্যয়ে জরা-মরণ, শোক-পরিদেব, দুঃখ দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! ইহাকে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলা হয়। [S.ii.1]

৩. দ্বিতীয়ত: জরা এবং মরণ ধর্মাদি শুরু করে প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম অবগত হওয়া উচিত। এজন্যে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে: ভিক্ষুগণ প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্ম কি কি ? ভিক্ষুগণ! জরা মরণ অনিত্য, সংস্কার প্রতীত্য সমুৎপাদ হতে উৎপন্ন, ক্ষয়শীল, ব্যয়শীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী। ভিক্ষুগণ জন্ম অনিত্য, সেরূপ ভব; ... উপদান.... তৃষ্ণ .... বেদনা .... স্পর্শ ....। ছড়ায়তন .... নামরূপ ...... বিজ্ঞান .... সংস্কার ....। অবিদ্যা অনিত্য। ভিক্ষুগণ সংস্কৃত প্রতীত্য সমুৎপন্ন ক্ষয়শীল, ব্যয়শীল, বিরাগধর্মী, নিরোধ স্বভাব সম্পন্ন। হে ভিক্ষুগণ! এসবকে বলে প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম। S.ii-26.(518)].

৪. সংক্ষেপে এখানে তা ব্যাখ্যা করা হলো: প্রত্যয় ধর্মী বলতে এখানে প্রতীত্য সমুৎপাদকে বোঝা উচিত এবং প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্ম বলতে যে যে হেতু দ্বারা উৎপন্ন সেসব প্রত্যয় সমূহকে বুঝা উচিত।

৫. তা কিরূপে জানা যায় ? ভগবান কর্তৃক ভার্ষিত বাক্য দ্বারা সংক্ষেপত ইহা সে সমস্ত ধর্ম যা কারণ সম্ভূত। তার সমগোত্রীয় 'বাস্তবতার' সাথে বলা হয়েছে: প্রতীত্য সমুৎপাদ। ভগবান কর্তৃক যখন প্রতীত্য সমুৎপাদ

দেশনা করা হয় তখন সূত্রে তিনি প্রতীত্য সমুৎপাদ দেশনা করেন প্রতীত্য সমুৎপাদ এভাবে বিবৃত হয়েছে:

"ভিক্ষুগণ! প্রতীত্য সমুৎপাদ কিরূপ ?

"ভিক্ষুগণ! জন্মের প্রত্যয়ে জরা এবং মৃত্যু হয়। সম্যক সম্বুদ্ধের উৎপত্তি হোক অথবা উৎপত্তি না হোক তাতে ধাতু, ধর্মের সম্পর্ক ধর্মের পদ্ধতি, এবং বিশেষ প্রত্যয়তা বর্তমান থাকে। সম্যক সম্বুদ্ধগণ তা আবিষ্কার করেন এবং তার গভীরে প্রবেশ করেন। তা আবিষ্কার করে তার গভীরে প্রবেশ করেন, তিনি তা ঘোষণা করেন, তা দেশনা করেন, তা জ্ঞাত করেন, প্রতিষ্ঠা করেন, বাহিরে প্রকাশ করেন, বিশ্লেষণ করেন এবং তা ব্যাখ্যা করেন। বলেন: "দেখ, জন্ম প্রত্যয়ে জরা, মরণ ঘটে"। ভিক্ষুগণ।

ভব প্রত্যয়ে, জাতি .... ।

ভিক্ষুগণ অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার। তথাগত উৎপত্তি হোন বা উৎপত্তি না হোন তাতে ধাতু ধর্মের সম্পর্ক। ধর্মের নিয়মতা (পদ্ধতি) এবং বিশেষ প্রত্যয়তা বর্তমান থাকে। সম্যক সম্বুদ্ধগণ তা আবিষ্কার করেন এবং তার গভীরে প্রবেশ করেন। তিনি তা ঘোষণা করেন, তা দেশনা করেন, তা জ্ঞাত করেন, প্রতিষ্ঠা করেন, বাহিরে প্রবেশ করেন, বিশ্লেষণ করেন এবং তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন "দেখ" অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার উৎপন্ন হয়।"

সুতরাং, ভিক্ষুগণ! যেখানে বাস্তবতা আছে, অবাস্তবতা নেই, অন্যথা নেই, বিশেষ প্রত্যয়তা আছে, উহাকে প্রতীত সমুৎপাদ বলে [S.ii.25] অতএব জ্ঞাতব্য যে, প্রতীত্য সমুৎপাদের বৈশিষ্ট্য প্রত্যয় ধর্ম বিধায় আদিতে জরা এবং মরণ সম্পৃক্ত। দুঃখকে ঘটমান করা ইহার কৃত্য। কুমার্গ বশে ইহার প্রকাশ।

৬. যেহেতু নির্দিষ্ট প্রত্যয় নির্দিষ্ট ধর্ম উৎপত্তি করে। কমও করে না, বেশীও করে না। তাই ইহাকে বাস্তবতা (বস্তুত:) বলে। কারণ একবার যদি প্রত্যয় সংযুক্তিতে মিলিত হয়, তাতে অনুৎপত্তি থাকে না। এমনকি, ধর্মের একটি উদাহরণের জন্য উহারা জন্ম দিয়ে থাকে। ইহাকে বলা হয় অবাস্তবতা নয় (অননুরূপ নয়)। যেহেতু এক ধর্মের প্রত্যয়ে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হয় না। ইহাকে বলা হয় অনন্যথা। যেহেতু একটি বা সামাগ্রিক

প্রত্যয় থাকতে পারে। এসব ধর্ম আদিতে জরা, মরণ (পূর্বে বিবৃত) তাকে বলা যায় নির্দিষ্ট প্রত্যয়তা।"

৭. **এখানে সংক্ষিপ্তাকারে অর্থা** : ইদপ্পচয়া (সাধারণভাবে এসব প্রত্যয়) ইমেসং পচ্চয়=এসবের প্রত্যয়। ইধপ্পচ্চয়া = সে প্রত্যয়। ঈধপ্পচ্চয়তা = সে প্রত্যয়তা, সেসবের প্রত্যয়তা, নির্দিষ্ট প্রত্যয়তা। অথবা বিকল্পে- ইদপ্পচ্চয়-তা = সেই প্রত্যয়তা। ইদপ্পচ্চয়ং সমুহো। সেই সার্বিক প্রত্যয়, নির্দিষ্ট সার্বিক প্রত্যয়।

৮. ব্যাকরণ হতে ইহার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান আবশ্যক। মোটামুটি কতিপয় [বলা যায় প্রতীত্য সমুপ্পাদ = প্রতীত্য সমুৎপাদ এভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করা হয়েছে] নির্ভরশীল হওয়ায় (পটিচ্চ), একটি সম্যক (সম্মা) উৎপত্তিশীল (উপ্পাদ) = হেতুতে সম্যকভাবে নির্ভরশীল। কেউ কেউ বলেন, তীর্থিয়গণের পরিকল্পিত প্রকৃতি ও পুরুষের মতো সম্যকভাবে কারণ নিরপেক্ষ উৎপত্তি বলেই প্রতীত্য সমুৎপাদ।" [তিত্থিয় পরিকপ্পিত পকতি পুরসিাদি কারিণ নিরপেক্খো উপ্পাদো পটিচ্চ সমুপ্পাদোতি]। তারা বলেন, প্রতীত্য সমুৎপাদ-[পটিচ্চ সমুপ্পাদ] হল একক উৎপত্তি [উপ্পাদ] সে জন্যে তারা 'সং' উপসর্গ যোগ করে 'সম্মা'- এর সমান্তরাল করেছে। এবং 'সং' কে অবজ্ঞা করেছে। তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। [৫১৭] কেন ? ১) এরকম সূত্র নেই, ২) ইশ সূত্রের বিরোধর্মী ৩) ইহা সুব্যবস্থাপিত নয় এবং ৪) ইহা ব্যাকরণ সঙ্গত নয়।

৯. ১) একক (সাধারণ) উৎপত্তি বলে কোন সূত্রে বর্ণিত নেই।

২) প্রতীত্য সমুৎপাদকে যে এভাবে সম্পৃক্ত করে তিনি স্বয়ং প্রদেশ বিহার (পদেস বিহার] সূত্রের সাথে বিরোধ ঘটায়। কি করে ? প্রতীত্য সমুৎপাদ' চিত্তে নব বোধিপ্রাপ্ত সম্যক সম্বুদ্ধের অবস্থান (বিহার) স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ কথামালা সম্যক সম্বুদ্ধেরই। অতঃপর ভগবান রাতের প্রথম প্রহরে প্রতীত্য সমুৎপাদকে অনুলোম প্রতিলোমভাবে [আদি হতে অন্ত এবং অন্ত হতে আদিতে] মনোনিবেশ করেন। [হেতু থেকে নিরোধ] [Vin. i.i, ud.2]. এক্ষণে প্রদেশ অবস্থান (পদেস বিহার) একটি বাসস্থান প্রথম অংশ, একদেশ বিহার দ্বিতীয়াংশ। এ উভয় বিহার বুদ্ধ জীবনের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ও নিয়ম প্রণালী। তদনুসারে বরা হয়েছেঃ "ভিক্ষুগণ! আমি যখন নব বোধিপ্রাপ্ত হয়ে যে বিহার দ্বারা

অবস্থান করেছিলাম। সেটা ছিল প্রদেশ বিহার [s.v.12, Ps.i-107] এবং এখানে কি তিনি প্রত্যয়ের আকারকে দর্শন করেই বিহার করেছিলেন ? না উৎপাদ মাত্র দর্শন করে ? সেজন্য বলা হয়েছে: "আমি এরূপ স্মরণ করি, মিথ্যা সম্পন্ন প্রত্যয় দ্বারাও জীবনযাপন অনুভূত হয়। মিথ্যা সঙ্কল্প সম্পন্ন প্রত্যয় দ্বারা জীবসোৎযাপন অনুভূত হয় [s.v.12]। এভাবে সবকিছু বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃতি করা উচিত। যে প্রতীত্য সমুৎপাদ এভাবে যে কোন কেউ পদেসিক বিহার সূত্রানুসারে সমর্থন করে, তিনি সহজ উৎপাদে জড়িত হয়ে পড়েন, বিরোধ ঘটে।

১০. তদনুরূপ কচ্চান সূত্রানুসারেও বিরোধ ঘটে। কচ্চান সূত্রে বলা হয়েছে: "যখন কোন লোক সম্যক সমাধি দ্বারা জগৎ (লোক) কে যথাভূত দর্শন করে, কচ্চান, তিনি বলতে পারেন না যে, ইহা তা নয় [s.ii-17]। তাতে প্রতীত্য সমুৎপাদ অনুলোম বশে বিদ্যমান, সহজ উৎপত্তি নয়, যা লোকের হেতুতে (প্রত্যয়ে) লোকের উৎপত্তি ঘটে। উচ্ছেদ দৃষ্টি পরিহার উদ্দেশ্যে এভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। উচ্ছেদ দৃষ্টি সহজ দর্শনকে পরিহার করতে পারে না অধিকন্তু প্রত্যয় সূত্র দেখে সম্ভব। যেমন, ফলসূত্র অনুসরণ করে প্রত্যয় সূত্রকে বলা যায়। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি সমর্থন করে যে, প্রতীত্য সমুৎপাদ স্বয়ং সহজ উৎপত্তি বলে তার সাথে কচ্চায়ন সূত্রের বিঘ্যাত ঘটে।

১১. ৩) **ইহা সুব্যবস্থাপিত নয় বলে স্বীকার করে:** তথাগত একথা বলেছেন। এই প্রতীত্য সমুৎপাদ, আনন্দ গম্ভীর এবং গম্ভীর তার উপস্থিতি। [D ii.55.5ii-92] এ গম্ভীরতা চার প্রকার। তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো (অধ্যায় ১৭শ, ৩০৪) ঃ কিন্তু তাতে এরকম কোন সহজ উৎপত্তি নেই। চার প্রকার পর্যায়ে সজ্জিত প্রতীত্য সমুৎপাদ (দেশকগণ কর্তৃক) ব্যাখ্যাত হয়েছে (অধ্যায় ১৭শ, ৩০৯)। কিন্তু তাতে সহজ উৎপত্তিতে চতুষ্ক কোন পদ্ধতির (প্রয়োজন নেই)। সুতরাং প্রতীত্য সমুৎপাদ কোন সহজ উৎপত্তি নয়। যেহেতু তাতে কোন গম্ভীর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অবকাশ নেই।

১২. ৪) **ব্যাকরণ সঙ্গত নয় ঃ** [৫২০] পটিচ্চ শব্দটি [হালকাভাবে-নির্ভরশীল ছিল, মুক্ত স্বাধীনভাবে। কারণ, প্রতীত্য] ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য : পটি+প্রতি পশ্চাতে যাওয়া) একটি অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রিয়ার সূত্র দ্বারা

প্রতিষ্ঠিত। যখন ইহা মুখ্য ক্রিয়া নিয়ে একই অতীতকাল হয়; যেমন বাক্যে রচনা হয় (মুখ্য ক্রিয়ার মতো) যেমন 'পটিচ্চ' = কারণ চক্ষু এবং দর্শনীয় আলম্বনে চক্ষু বিজ্ঞান উৎপত্তি হয় (উপ্পজ্জতি) [s.ii.72] কিন্তু যদি এখানে উপ্পাদ দিয়ে ইহা রচনা করা হয় (বিশেষ্য পদ) তাহলে বিশেষ্যপদ দ্বারা একটি সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাকরণের মধ্যে ফাটল আছে। কারণ তাতে সহায়ক বিষয় নেই। [আছে উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্য] সুতরাং এ কারণে ইহাতে কোন অর্থ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সুতরাং প্রতীত্য সমুৎপাকে "উৎপত্তি" কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। কারণ তা ব্যাকরণ সঙ্গত নয়।

১৩. **এখানে যুক্তি প্রদর্শন :** একটি শব্দ 'হোতি' (হয়) যোগ করা যেতে পারে। এ ক্রিয়া পদের সাথে সংযোজন করব 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'। এতে দাঁড়ায় প্রতীত্য সমুৎপাদ হয়। এভাবে এটি শ্রুতিমধুর এবং যুক্তিযুক্ত নয়। কেন হয় না ? কারণ এরূপ যোজনা হয়েছে এমন কোন উদাহরণ নেই, এবং যেহেতু তাতে উৎপত্তিতে ভ্রমাত্মক ধারণার অনুমিত হয়। ভিক্ষুগণ, আমি 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' দেশনা করব [পটিচ্চ সমুপ্পাদং বো ভিক্খবে দেসিস্সামি। কতমো চ ভিক্খবে পটিচ্চ সমুপ্পাদো .... অয়ং বুচ্চতি ভিক্খবে পটিচ্চ সমুপ্পাদো] [....... এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ কিরূপ ? ভিক্ষুগণ ইহা প্রতীত্য সমুৎপাদ নামে অভিহিত [s.ii.i]। এখানে 'হয়' (হোতি) শব্দটি এ সামান্য উদাহরণে পালি এবং বাংলায় যুক্ত হয়নি। উৎপত্তি হয়-এরকম কোন বক্তব্য নেই। যদি সেরূপ থাকত তবে তা উৎপাদ (উৎপত্তি) তুল মূল্য বলা হত যে স্বয়ং উৎপত্তি এবং উৎপাদ।

১৪. কেউ কেউ মনে করে যে, বিশেষ প্রত্যয়তা (ইদপ্পচ্চয়তা) বিশেষ প্রত্যয় সমূহের (সংক্ষেপ) নির্যাস। যাকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত সার অবিদ্যার নির্দিষ্ট ভাব ইত্যাদি। সে প্রত্যয় কর্ম সংস্কার ইত্যাদির বহিঃ প্রকাশ এবং সে 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' পদ সংস্কার বিবর্তনের ভাব মাত্র। যখন অবিদ্যার ঘটমানতা বিদ্যমান থাকে তখন সে ভাব হয়।] এসবকে মিথ্যা বলা হয় কেন ? যেহেতু অবিদ্যাদি স্বয়ং এসবকে বলা হয় হেতু, নিম্নে উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে: "অবিদ্যাদি স্বয়ং এসবের কোন বিকল্প নেই। সবই হেতু। [এসবের মধ্যে] আনন্দ ১ জরা মরণের ইহাই হেতু, ইহাই সমুদয় ইহাই

(প্রত্যয়) ইহাই হেতু। অর্থাৎ জন্ম ... সংস্কার [অবিদ্যা (D.ii-57-63)]। সুতরাং ইহাই যথার্থ ধর্ম যে হেতু সমূহই "প্রতীত্য সমুৎপাদ" বলে জ্ঞাতব্য। সে কারণে পূর্বাহ্ন যা উক্ত (৪) তা যথার্থই বলা হয়েছে।

১৫. মনের ধারণায় প্রতীত্য সমুৎপাদ (পট্টিচ্চ সমুপ্পাদ) গোপনে কার্যক্ষেত্রে যদি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তা বর্ণিত মতে উৎপত্তি হয়। অর্থ বোধের প্রেক্ষিতে তা থেকে ত্রাণ পেতে নিম্ম মতে অর্থের বর্ণনা উপলব্ধি করা উচিত। বলা হয়েছে ঃ

দেখা পবত্তে ধম্ম সমূহে যত ইদং বচনং,
তপ্‌পচ্চয়ো ততোযং ফলপচারেন ইতিবুত্তো।

– আপন প্রত্যয়তে প্রবর্ত ধর্ম যত হয়,
নিজেতে প্রত্যয় হয়, ফলে প্রকাশয়।
সে নিমিত্তে যত ধর্ম, রয়েছে এথায়,
দ্বিধার্থে বিভাজন করহ তথায়।
ইহা ভগবানের উক্তি।

১৬. "নির্দিষ্ট শব্দ" প্রতীত্য সমুৎপাদ যখন সার্বিক হেতুময়তা থেকে উৎপাদিত ধর্মসমূহ উৎপত্তি হয় তা অবশ্যই দুই উপায়ে গ্রহণ করতে হয়। [৫২] ঐ সার্বিকভাবে উপনীত হয় বিশেষণরূপে (পটিচ্চ)। যেহেতু যখন এরূপে উপনীত হয়, প্রতীয়মান (পটিয়মাশে) হয়। ইহা (লোকোত্তরে) কল্যাণের, সুখের এবং প্রজ্ঞার অগ্রগামী হয় ইহা উপনীত করার যোগ্য হয় (গচ্চেতুং) এবং অতঃপর যখন ইহা উৎপন্ন হয় (উপজ্জমানো) তা একসাথে করে (সহ) এবং সম্যকভাবে (সম্মা) এককভাবে অথবা বিনাকারণে করে না। এভাবেই তা সমকায়-উৎপত্তি (সমুপ্পাদো)। অনুরূপভাবে ইহা উপনীত (পটিচ্চ) এবং ইহা সমকায়ে উৎপত্তি (সমুপ্পাদো)। এভাবেই ইহা প্রতীত্য সমুৎপাদ (পটিচ্চ সমুপ্পাদ)। পুনশ্চঃ ইহা একসাথে (সহ) উপনীত হয় বশে ইহা সমবায়ে উৎপন্ন হয় (সমুপ্পাদ); কিন্তু ইহা প্রত্যায়িত না হয়েও (পটিচ্চ) ইহা সমবায়ে উৎপত্তি (সমুপ্পাদো) এভাবে। এরূপেও ইহা প্রতীত্য সমুৎপাদ (পট্টিচ্চ সমুপ্পাদ)। প্রত্যয় সমগ্র বলে প্রতীত্য; কারণ ইহা উহারই প্রত্যয় [সমগ্র প্রত্যয়] বলে প্রতীত্য সমুৎপাদ ইহার ব্যবহারেই ফলপ্রসূ

হয়। যেমন লোকে শ্লেষ্মার প্রত্যয়ে গুড় = শ্লেষ্মাগুড় বলা হয়। যেমন শাসনে সুখের প্রত্যয়ে বুদ্ধগণের উৎপত্তি "সুখো বুদ্ধানং উপ্পাদো" বলা হয়। সেরূপ প্রতীত্য সমুপ্পাদ ফলের ব্যবহারেই বলে জ্ঞাতব্য। অথবা- [Dh.194]

১৭. বিকল্পে বলা হয়েছে :

পটিমুখোমিতোতি বুত্তো হেতু সমহো অথং পটিচ্চোতি,
সহিতে উপ্‌পাদেতি চ ইতি বুত্তো সো সমুপ্পাদো।

–বিপরীত মুখে চলে তাই যে প্রতীত্য,
প্রতীত্যতে বিরাজিত হেতুসব সত্য।
একসাথে উৎপন্ন করে তাই সহযোগী,
আরো করে ধর্মসবে সমুৎপাদ ভাগী।

১৮. সমগ্র হেতু সম্ভার প্রত্যেক হেতুর শিরোনামে সংস্কারাদি প্রকাশের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশিত। ইহাকে বলা হয় প্রত্যয় (পটিচ্চ)। ইহাকে সম্মুখে রেখে গমন, হল বিপরীতমুখী (পটিমুখং ইতো) উৎপাদন সহযোগীর পরস্পর নির্ভরতার কারণে যেহেতু এসবের মধ্যে উভয়ে একই সাধারণ ফল উৎপন্ন করে এজন্যে কোনটিকে ত্যাগ করা যায় না। ইহাকে সমবায়িক উৎপত্তি বলা হয় [সমুপ্পাদো] যেহেতু ইহা ধর্মসমূহকে হেতু সম্পন্ন করে, যা অবিমিশ্রিত পরস্পর সমবায়িক সম্মিলিতভাবে উৎপত্তি। তাৎপর্য : ইহা প্রত্যয় (পটিচ্চ) এবং সমবায়িক উৎপত্তি (সমপ্পাদো)। এরূপেই ইহা প্রতীত্য সমুৎপাদ।

১৯. ভিন্ন প্রকৃতি :

পচ্চয়তা অঞ্ঞঞ্ঞো ঞ্ঞানং পটিচ্চযস্মা সমং সম চ ধম্ম
অযসুপপদেতি ততোপি এবমি ভাসিতা মণি না।

– বটেই সব প্রত্যয় যত, পরস্পর সহায়
উৎপত্তিতে ধর্মসব সাথে সমবায়।
অতএব সে কারণে মুনিজিন বর,
দৃষ্টবর এথা সংক্ষেপ ভাষে অতপর।

২০. অবিদ্যাদি শিরোনামে প্রত্যয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে যেসব প্রত্যয় সেসব সংস্কারধর্ম উৎপন্ন করে। আর সেসব প্রত্যয় একে অপরের উৎপত্তিতে পরস্পর সহায়ক। যদি তা না করে একে অপরের বিকল্প হয় তবে উৎপত্তি করতে ব্যর্থ হয়। সে কারণে সব প্রত্যয়- একত্রে, সমবায়িকভাবে এবং পরস্পর নির্ভরতার (সমং সহ চ) মাধ্যমে ফলধর্মকে একই সময়ে উৎপাদন করে [উপ্পাদেতি]। সে উৎপাদন খন্ডখন্ড এবং ধারাবাহিক নয়। সেকারণে দক্ষ নির্বাচক মুনি এখানে সীমা নির্দেশ করে ইহার অর্থ প্রকাশ করেছেন: প্রতীত্য সমুৎপাদ [পটিচ্চ সমুপ্পাদ] নির্ভুলভাবে অর্থ নির্দেশ করেছেন।

২১. এভাবে নির্দিষ্ট হলে:

পুরিমেন সসতবাদীন মতাববো পচ্ছিমেন চ পদেন,
উচ্ছেদাদিবিঘাতো দ্বয়েন পরিদিপিতো ঞাযো।

– প্রথমপদ প্রতীত্যতে, অভাব শাশ্বত,
সমুৎপাদ দ্বিতীয়তে উচ্ছেদ সতত।
দ্বিভাজিত দৃষ্টি দুই ত্যাগ নিশ্চিত
প্রতীত্য সমুৎপাদ ন্যায় হল প্রকাশিত।

২২. প্রথমপদ : 'প্রতীত্য' (পটিচ্চ) শব্দের দ্বারা প্রত্যয় সমূহ সংযোজন নির্দেশ করে [৫২২]। যেহেতু ঘটমান পদ্ধতিতে ধর্মসমূহ উৎপত্তির পদ্ধতি প্রতীত্যে স্থিত এসবের প্রত্যয় সংযোজন এবং ইহা দেখায় যে, এসব ইহ জাগতিক নয় ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন শাশ্বতবাদ দৃষ্টি অস্বীকার করা হলো। অহেতুক, বিষমহেতুক এবং বশবর্তীবাদ অক্রিয়বাদের অভাবও। কি উদ্দেশ্যে সমবায়িক প্রত্যয় কাজ করে, যদি জীব অনন্ত, অথবা এসব কি প্রত্যয়হীন উৎপত্তি ইত্যাদি হয় ?

২৩. দ্বিতীয়াপদ : 'সমুৎপাদ' (সমুপ্পাদ) শব্দটি দ্বারা ধর্মসমূহের সংযোজন উৎপত্তি নির্দেশ করে, এসবের প্রত্যয় সংযুক্ত হলে উৎপত্তি ঘটে এবং কিভাবে উচ্ছেদবাদ (আত্মা) ইত্যাদি নাস্তিকবাদ (দান ইত্যাদির প্রয়োজন নেই] অক্রিয়াদি দৃষ্টিবাদ, (অন্য কোন জগৎ ইত্যাদি নেই],

যখন ধর্মসমূহের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি [দৃষ্ট হয়] এক এক প্রত্যয় তার উত্তরকারী, তবে কিভাবে শাশ্বতবাদ, উচ্চেদবাদ এবং অক্রিয়াদি দৃষ্টিবাদ বিদ্যমান থাকে ?

২৪. যুক্ত পদদ্বয়ে : যেহেতু উপরে প্রদত্ত ধর্মসমূহের উৎপত্তি (হেতুফল) নির্বাধায় প্রদত্ত প্রত্যয় সমূহের সংযোজন ঘটমান; সামগ্রিক বক্তব্য (বর্ণনা); 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' [পটিচ্চ সমুৎপাদ] মধ্যপথ উপস্থাপন করতে পারে। যা যে করে সে ভোগ করে এবং একজনে করে অপরে ভোগ করেছ সো করোতি **সো পটিসংবেদেতি, অঞ্ঞো করোতি অঞ্ঞো পটিসংবেদেতি**। [s.ii.20] এর মধ্যে কোনটি সঠিক পথ তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে: জনপদের ভাষাকে বাড়াবাড়িতে না নিয়ে, সমান ন্যায় অতি ভাবনা না করে [M.iii-234] মতবাদ সমূহকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ (পটিচ্চ সমুপ্পাদে)এর শব্দ সমূহের অর্থ বর্ণনার প্রথমাংশ।

[দ্বিতীয়াংশ খ : ব্যাখ্যা]

১. ভূমিকা :

ভগবান প্রতীত্য সমুৎপাদ দেশনার (শিক্ষার) জন্য পাঠ্যগ্রন্থটিকে এভাবে সজ্জিত করেছেন: "অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার [S.ii.20]। যারা বিভজ্জবাদে (বিশ্লেষণ) বিশ্বাসী বৃত্তের মধ্যে একজন, যিনি আচার্যকে অনতিক্রমে মান্য করে আচার্যকে ভুল ব্যাখ্যা না করে, নিজের মতবাদকে প্রাধান্য না দিয়ে, অপরের মতবাদের বিবাদ না করে, সূত্রকে অতিরঞ্জিত না করে, বিনয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে, মহাপ্রদেশের প্রধানকে লক্ষ্যে রেখে [D.ii.123] যে ধর্ম বিশ্লেষণ করে, অর্থগতভাবে, অর্থ পুনরাবৃত্তি করে, বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা দেয়। প্রতীত্য সমুৎপাদ এর অন্তর্নিহিতভাবে মন্তব্য রাখা অপেক্ষাকৃত জটিল। যেমন প্রাচীনগণ বলেছেন:

সচ্চং সত্তোপটিসন্ধি পচ্চয়কারকামেব চ,
দুদ্দসা চতুরো ধম্মা দেসেতুং চ সুদ্ধক্খরাতি।

– যথা আছে সত্য, জীব, সন্ততি জনম,

আছে তথা সংগঠন প্রত্যয় চিন্তা অতিক্রম।
অতীব দুর্দশ বিষয় এই চতুষ্টয়,
তথারূপ জটিল যে শিক্ষা সমুচয়।

সুতরাং যারা পাঠ্যগ্রন্থে সুদক্ষগণ ব্যতীত রেখে “প্রতীত্য সমুৎপাদ’ সম্বন্ধে কারো মন্তব্য করা অসম্ভব।

পতিটঠং নাধিগচ্ছামি অজ্জোগ লেহাব সাগরং
সাসনং পনিদং নানা দেসনায় মণ্ডিতং
পুব্বাচরিয় মগেগা চ সব্বোছিত্রে পবত্ততি,
যস্সা তস্সা তদুভয়ং সন্বিসসয় খবন্ননং
আবভিসসাসি এতস্স তংসনাথ মহাহিতা।

– যদা আমি মন্তব্যেতে হই উপনীত,
সংগঠন প্রত্যয়েতে বিষয়ে অধীত।
পাইনা সুস্থিত স্থিতি পদ সহযোগী,
সাগর সম দৃষ্ট হয় স্থাপক মহাযোগী। [৫২৩]
তথাস্তু বলিভাব বিস্তর দেশনা,
কৃপা করে ধর্ম বিধান করেন রচনা।
তবুও দেশনা নয়ে প্রাচীন শরণে,
পাণি অন্তরণে আসে অভঙ্গ বিধানে।
অতএব উভয়ত এসবে বিশ্বাসে,
মম সহায়ক হেতু আরভি আশ্বাসে।
অর্থ তার ভণিবার সমাহিত বিশ্লেষণ,
শোন ওহে গুণীজন একাগ্র মনন।

২৬. এজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন:

যো কোচি মং অটঠকত্ত্বা সুনেয্য
লভেয় পুব্বপরিয়ং বিসেসনং।
লদ্ধান পুব্বপরিয়ং বিসেসণং
অসদস্সনং মচ্চুরজেস্স গচ্ছেতি।

– অধ্যয়ন করে যেবা এ সূত্র পর্যায়ে,

গমন হইতে তার গুণগুণান্তি হয়ে।
পরিপূর্ণ হবে যবে হবে সে নিঃশরণ,
মৃত্যুরাজ নাহি পারে যথায়গমন।
[(২) সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ]

২৭. সুতরাং উদ্ধৃতাংশমতে যা আরম্ভ : অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার [S.ii-20] দিয়ে শুরু :

১. ভিন্ন ভিন্ন দেশনাতে ২. অর্থগতভাব,
৩. আছে বৈশিষ্ট্যগত ৪. এক ভাজন ভাব।
৫. সংজ্ঞাতে আছে আরও উপাদা ভর।
উচিত সুজন ওহে জান ব্যাখ্যার সার।

২৮. **(১) বিভিন্ন পর্যায় দেশনা :** ভগবানের ‘প্রতীত্য সমুৎপাদ’ দেশনা চতুশ্রেণি সম্পন্ন। যথা: ক) আদি হতে খ) মধ্যভাগ হতে অন্ত পর্যন্ত এবং গ) অন্ত হতে অথবা ঘ) মধ্যভাগ হতে নিম্নে আদিভাগ পর্যন্ত। ইহা চার বেত্রলতা আহরণের মত একটা লতার ভাঁজকরণ সদৃশ।

২৯. যেমন চারজন বেত্রলতা সংগ্রহকারী। তারা প্রথমে লতার মূল দেখতে পেল এবং মূল কাটার পর সে পুরোলতা বের করে নিম্নে ব্যবহার করল। সেরূপ তথাগত ‘প্রতীত্য সমুৎপাদ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত দেশনা করেন। সুতরাং ভিক্ষুগণ: অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার .... জন্ম প্রত্যয়ে জরা এবং মরণ। (.1261)

৩০. খ. যেমন চারজন বেত্রলতা মধ্যভাগ প্রথমে দেখতে পায় এবং তা মধ্যভাগে কেটে সে উপরাংশ কেটে নিয়ে যায় এবং কাজে লাগায়। সুতরাং ভগবান ‘ইহা’ মধ্যভাগ হতে উপরাংশ দেশনা করেন। এরূপে যখন তিনি আলোকাভাসিত’ হন সুস্বাগত হন, অঙ্গীকার করেন, সে বেদনা, তখন তাঁর মধ্যে আলোক উৎপত্তি হল। বেদনা উপাদানে আলোক উৎপন্ন হল, উপাদান প্রত্যয়ে ভব. ভব প্রত্যয়ে জন্ম [M.i-266].

৩১. চারজনের অপর ব্যক্তি বেত্র লতার শীর্ষভাগ দেখতে পায় এবং ভাঁজ করতে থাকে। সে ইহা শীর্ষ থেকে মূল পর্যন্ত অনুসরণ করে ইহার সমস্তই নিয়ে ব্যবহার করল। সুতরাং ভগবান ইহা শেষ হতে আদি পর্যন্ত দেশনা করেছে: “এরূপে জন্ম প্রত্যয়ে জরা-মরণ-সেজন্যে এরূপ বলা

হয়েছে। কিন্তু জরা মরণ কি জন্মের প্রত্যয় কিনা অথবা এখানে ইহা কিরূপে ঘটে ? জরা মরণ হয় জন্ম প্রত্যয়ে। ভন্তে সে কারণে আমরা ভাবি। [৫২৪] "ভব প্রত্যয়ে জন্ম"– সে কারণে বলা হয়েছে: 'অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার' এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু সংস্কার কি অবিদ্যার প্রত্যয়, কিনা অথবা এখানে ইহা কিরূপে ঘটে ? অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার– 'ভন্তে আমরা এরূপ বুঝি।' [M-i-261]

৩২. ঘ. চারজনের অপর ব্যক্তি বেত্রলতার মধ্যভাগ প্রথমে দেখতে পায় এবং মধ্যস্থানে কেটে নক্‌শা করে মূল পর্যন্ত যায়। সে ইহা নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করল। সুতরাং সে কারণে ভগবান ইহা মধ্যভাগ হতে আদি পর্যন্ত এরূপে দেশনা করেন 'ভিক্ষুগণ এ চার আহার– এসবের উৎস কি? এসবের মূল কি ? এসবের উৎপত্তি কি ? এসব কিসের দ্বারা উৎপাদিত ? এই চার আহারে তৃষ্ণা আছে সে সবের আদি কারণ বশে, তৃষ্ণার সমুদয় (কারণ) বশে। তৃষ্ণা থেকে এসবের জন্ম, তৃষ্ণা দ্বারা উৎপাদিত। তৃষ্ণা: ইহার আদি কারণ কি ? এসবের সমুদয় কি ? কিসের থেকে এসবের উৎপত্তি? এসব কিসের দ্বারা উৎপাদিত ? এসব তৃষ্ণার সমুদয় বশে চার আহার আছে। তৃষ্ণা এসবের কারণ। এসব তৃষ্ণা উৎপাদিত তৃষ্ণা থেকে উৎপত্তি। তৃষ্ণা: ইহার আদি কারণ কি? .... বেদনা .... স্পর্শ ...। আয়তন ছয়ভাঁজে বিভাজিত .... নাম–রূপ, ... বিজ্ঞান ...। সংস্কার : এসবের আদিকারণ কি? ....। সেসব কিসের দ্বারা উৎপত্তি হয়? এ চার আহারে তৃষ্ণার আদি কারণ আছে, তৃষ্ণার কারণ আছে, এসব তৃষ্ণা থেকে উৎপত্তি, তৃষ্ণার দ্বারা উৎপাদিত। তৃষ্ণা : ইহার আদি কারণ কি? বেদনা ... স্পর্শ ...। ষড়ায়তন : নাম–রূপ.... বিজ্ঞান ...। সংস্কার : এসবের সংস্কারের আদি কারণ অবিদ্যা ... এসব অবিদ্যা দ্বারা উৎপাদিত হয়। [S.ii-iif]

৩৩. তিনি এরূপে দেশনা করলেন কেন ? কারণ প্রতীত্য সমুৎপাদ পুরোপুরি উপকারী এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং ইহা শিক্ষাদানে সৌন্দর্য আয়ত্ত করেছেন। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' সম্পূর্ণ হিতকারী বিধায় : চারটি প্রারম্ভিক ক্ষেত্রের যে কোন একটি থেকে শুরু করে, ইহা অগ্রগামী হয়ে সঠিকভাবে পথে গমন করা যায়। ভগবান স্বয়ং ইহা জ্ঞাত করণের সৌন্দর্য আয়ত্ত করেছেন; যেহেতু তিনি ইহা চার সঠিক (পরিপূর্ণ নিষ্ঠা

অর্জনের মাধ্যমে করেছেন এবং চার প্রতিসম্ভিদা এবং চার শ্রেণির গম্ভীরতা (বেশারদ্য) আয়ত্ত করেছেন, যার দ্বারা তিনি বিবিধ (উপায়ে), পদ্ধতিতে ধর্ম দেশনা বিলাস করতে পারেন।

৩৪. কিন্তু ইহা স্বীকার করা উচিত। বিশেষ করে ১) যখন তিনি দেখেন যে, মানুষ ভবের পদ্ধতিগত হেতু বিশ্লেষণাত্মক (জনিত) দেশনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। বিহ্বল (গোল পাকিয়ে ফেলে) হয়ে যায়। তিনি তাঁর দেশনার আদি হতে আরম্ভ করেন। তাতে দেখাতে চেয়েছেন যে, উৎপত্তি ক্রম নীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাঁর নিজস্ব নির্দিষ্ট ধর্ম, নিয়ম নীতি বহমান। ৩) এবং স্বীকার করা উচিত যে, যখন তিনি জগৎ জরিপ করেন, জগৎ সমস্যা সঙ্কুল তা হল–জন্ম, জরা, মৃত্যু পুনরাগম হয়। (S. iii-10). তিনি তাঁর শিক্ষা (দেশনা) প্রয়োগ করেন প্রতিকূলে, শুরু করেন অন্ত হতে। তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন (ধর্ম প্রশান) জরা, মৃত্যু হতে শুরু করে বিবিধ প্রকার দুঃখ। যা তিনি তার প্রথম সূক্ষ্মতম স্তরে স্বয়ং আবিষ্কার করেছেন। এবং (৪) ইহা স্বীকার করা উচিত যে, তিনি তাঁর শিক্ষা (দেশনা)র মধ্যস্থল হতে প্রতিলোমে মধ্য হতে আদিতে প্রয়োগ করেছেন। তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন কি করে হেতু এবং ফল পরম্পরা পেছন থেকে অতীত (অবস্থিতি) ঘটে এবং পুনরায় অতীত হতে শুরু করে অনুকূলে। অনুসার আহার সংজ্ঞা হল আদি কারণ (অবিদ্যা) [M.i.47f] এবং (২) ইহা স্বীকার করা উচিত তিনি তাঁর দেশনা প্রয়োগ করেন মধ্য হতে অন্ত পর্যন্ত অনুকূলে। তাতে দেখাতে চেয়েছেন যে, ভবিষ্যৎ অবস্থিতি (অস্তিত্ব) অনুগমন করে (পুনর্জন্মের মাধ্যমে) বর্তমানের হেতু প্রত্যয়ে ভবিষ্যতের (পুনর্জন্ম) জন্ম।

৩৬. কিন্তু এখানে অবিদ্যা কেন আদিতে বিবৃত হয়েছে ? অত:পর কিভাবে অবিদ্যা জগতে প্রকৃতিবাদীগণের মধ্যে যেমন প্রকৃতি অকারণ সেরূপ অকারণ ? অকারণ নয়। আসবের কারণে অবিদ্যার উৎপত্তি [M.i-544] বলে অবিদ্যা কারণ সম্ভূত। ইহার কিন্তু পর্যায় আছে সেজন্যে ইহাকে আদি মূল বলে গণ্য করা যায়। তা কি পর্যায়ে ঘটে ?

৩৭. যখন ভববর্ত পরিক্রমায় ইহাকে প্রারম্ভিক হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যাখার করা হয় তখন। ভগবান বর্তকথায় দুটোর মধ্যে একটি প্রারম্ভিকরূপে চিহ্নিত করেছেন : হয় অবিদ্যা যেমন বলা হয়েছে : ভক্তগণ অবিদ্যার

প্রথম প্রারম্ভ কোথায় তা জানা যায় না; যার পূর্বে কোন অবিদ্যা ছিল না এবং তার পরে এসেছে। ‘ভিক্ষুগণ যখন এরূপ বলা হয় কখনো জানা যায় না। যে অবিদ্যার কোন নির্দিষ্ট প্রত্যয় আছে [A.v.113] অথবা ভবতৃষ্ণা। তদনুসারে বলা হয়েছে ঃ ভিক্ষুগণ ভবতৃষ্ণা আদি তৃষ্ণা নয় জানা হয়নি। তার পূর্বে ভবতৃষ্ণা ছিল না এবং পরে তৃষ্ণার আগমন। ভব ভিক্ষুগণ এরূপে বলা হয়েছে, ভবের বিশেষ প্রত্যয় ভবতৃষ্ণা জ্ঞাত হয়েছে।

৩৮. কিন্তু ভগবান কেন বর্তমান পরিক্রমার ব্যাখ্যায় এ দুটি বিষয়কে প্রারম্ভিকরূপে চিহ্নিত করেছেন ? যেহেতু এগুলো কর্মের সহজের লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় যা সুগতি দুর্গতির নিয়তির অগ্রগামী।

৩৯. কর্মের লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় অবিদ্যা। ইহা দুর্গতিতে নিয়ে যায়। কেন? কারণ যেমন কোন গাভি জবাই করা হবে। ইহা যন্ত্রণার আগুনে জ্বলছে। ইহা মুগুরের আঘাতে এবং পরিশ্রান্ত। বধ্য যন্ত্রণায় কাতর। অর্থহীন ইহার উঞ্চজল পান কিংবা ক্ষতি সাধন। সেরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন পৃথগজন বিবিধ কর্ম সম্পাদন করে। তারা প্রাণী হত্যা করে। তাদেরকে নিয়তি দুর্গতিতে নিয়ে যায়। ইহা তাদের পক্ষে নিরর্থক। ইহা তাদের সন্তুষ্ঠি দেয় না। অকুশলের আগুনে পুড়ছে। ইহা ক্ষতি করে দুর্গতিতে নিক্ষেপ করে।

৪০. কিন্তু ভব তৃষ্ণা কর্মের একটি লক্ষ্যণীয় প্রত্যয়। ইহা সুগতিগামী করে। কেন ? যেহেতু একই গভীর শীতল জল পানের তৃষ্ণায় শীতলজল পান করা শুরু করল। ইহা ইহাকে সন্তুষ্টি এবং যন্ত্রণা নিবারণ করল। সেরূপ সাধারণ পৃথগজন ভব তৃষ্ণায় আভিভূত হয়ে বিবিধ কর্ম সম্পাদন করে। তন্মধ্যে প্রাণীহত্যা বিরতির ফলে সুগতিতে নিয়ে যায়। ইহা অকুশল বিমুক্ত বলে সন্তোষজনক এবং দুঃখ সন্তাপকে নিপতিত করে দুর্গতিতে।

৪১. এখন, দুই অবস্থায় বলা যায় যে, প্রারম্ভিকক্রম ব্যাখ্যায় ভগবান কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন: তিনি তাঁর ধর্মদেশনার এসবের একটি ভিতের উপর স্থাপন করেছেন [526]। ভিক্ষুগণ সে অনুসারে অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, [S.ii-51] ইত্যাদি। সেরূপ, ভিক্ষুগণ, উপাদানের প্রত্যয়ে তৃষ্ণা (S.ii-84) ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উভয়ের ওপর নির্ভর করে ঘটে। যেমন, ভিক্ষুগণ,

অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং তৃষ্ণারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ অজ্ঞজনের মধ্যে এদেহের উৎপত্তি। এ দেহ (অন্তস্থ ষড়ায়তনসহ) এবং বাহ্যিকভাবে (ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে) নাম-রূপ দ্বয়ের উৎপত্তি করে। এই দ্বিত্বের প্রত্যয়ের স্পর্শের সাথে সাথে ষড়ায়তন আর স্পর্শের মধ্য দিয়ে অজ্ঞজন সুখ-দুঃখ অনুভব করে ইত্যাদি [S.ii-234].

৪২. উপস্থাপনার উক্ত পদ্ধতি এসব উপায় এখানে উদ্ধৃত : অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অবিদ্যার বশে একটি ধর্মের ভিত্তি বলে জ্ঞাতব্য। বিবিধ উপায় বশে দেশনার প্রথম ইহা এরূপেই ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

৪৩. (২) **অর্থগতভাবে** : অবিদ্যা, ইত্যাদি পদসমূহের অর্থ। উদাহরণ স্বরূপ কায় দুশ্চরিতাদি : অপ্রাপ্তব্য–ধারণ করা অনুচিত অর্থে, অননুমতিযোগ্য অর্থে [অবিন্দিয়]। যা অননুমতি যোগ্য [অবিন্দিয়] তা অনুমতিযোগ্য [বিন্দতি] দেখে। এরূপে ইহা অবিদ্যা। বিপরীতভাবে কায় সুচরিত ইত্যাদি প্রাপ্তব্য (বিন্দিয়)। যা প্রাপ্তব্য (বিন্দিয়) তা প্রাপ্ত হয়নি (বিন্দিয়), এরূপে ইহা অবিদ্যা। সংস্কার সমূহের একত্রে রাশিকত ভাব আয়তন। তার অর্থ বিষয়ে জানতে বাধাদান করে; ইন্দ্রিয় সমূহের বাস্তবতা আধিপত্য। তার অর্থ বিষয় জানতে বাধাদান করে; সত্যসমূহের বাস্তবতা জানতে বাধাদান করে বলে অবিদ্যা (অবিজ্জা)। ইহা দুঃখাদির অর্থ জানতে বাধাদান করে, যা (অধ্যা. ১৬ (১৫) নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদি চার প্রকার অর্থে বিবৃত হয়েছে, বুঝতে দেয় না বলে অবিদ্যা। যদিও অন্তহীন সংসারে সমস্ত যোনি, গতি, ভব, বিজ্ঞানের স্থিতি সত্ত্বসমূহের অন্তহীন সংসার চক্রে ধাবিত করে বলে অবিদ্যা। **[অন্ত বিরহিতে সংসারে সত্তে অবাপেতি]**। পুরুষ, স্ত্রী, ইত্যাদির পরমার্থ বশে অস্তিত্বহীন। শূন্য ধাবমান মাত্র। কিন্তু এসব স্কন্ধত: রিদ্যমান বশে ধাবমান নয়, স্থিতি আছে বলে অবিদ্যা। অধিকন্তু ইহা দৈনিক আয়তন এবং চক্ষু বিজ্ঞান আলম্বন, প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্মসমূহকে লুক্কায়িত-আচ্ছন্ন করে রাখে বলে অবিদ্যা।

৪৪. যার কারণে ফলের উৎপত্তি ঘটে তা হল প্রত্যয়। প্রত্যয় ব্যতিরেকে নয়, তার অর্থ হল : তা ত্যাগ করে নয়। উভয় উৎপন্ন হয় বলে আসে (এতি) এবং উৎপত্তি হয়। অধিকন্তু প্রত্যয়ের অর্থ হল সাহায্য করা,

উপকার করা। যা প্রতীত্য এবং তা অবিদ্যা। এরূপে প্রত্যয় বশে **অবিদ্যা যখন বিশেষ বির্বচন :** যা প্রত্যয় তা অবিদ্যা।

স্তুপীকৃত, অতিশয় স্তুপীকৃতই (জঙ্গলই) সংস্কার। অধিকন্তু সংস্কার দ্বিবিধ; যথা (ক) অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার এবং খ) গ্রন্থে প্রদত্ত শব্দ বশে সংস্কার। এখানে ক) তিন প্রকার; যথা পুণ্য সংস্কার, অপুণ্য সংস্কার এবং স্থিতিশীল সংস্কার। তিন প্রকার: যথা কায় সংস্কার, বাক্য সংস্কার, এবং চিত্ত সংস্কার এবং এভাবেই অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার ছয় প্রকার। এসবই সাধারণত: লোকীয় কুশল এবং অকুশল চেতনা।

৪৫. কিন্তু খ) এ চারটি হল: (১) স্তুপীকৃত সংস্কার সম্পৃক্ত সংস্কার (সঙ্খাত সঙ্খার) [৫২৭] (২) কর্ম সংস্কার সম্পৃক্ত সংস্কার (অভিসঙ্খার সঙ্খার, (৩) কর্ম সংস্কারকৃত সম্পৃক্ত সংস্কার (অভিসঙ্খরণ সঙ্খার) এবং (৪) প্রয়োগ সম্পৃক্ত সংস্কার (পযোগাভি সঙ্খার)। এসব সংস্কার গ্রন্থোক্ত সংস্কারের অন্তর্গত।

৪৬. এখানে ১) সংস্কার অনিত্য এ শিরোনামে উদ্ধৃত পদবাচ্যে সমস্ত প্রত্যয় ধর্মই স্তুপীকৃত, অতিশয় স্তুপীকৃত (জঞ্জাল) এ অংশের অন্তর্গত। [S.i-158, D ii-157]। (২) অর্থকথায় রূপ- অরূপ ভেদে তিন ভূমিতে কর্ম প্রবর্তিত সংস্কার। কর্ম সম্পৃক্ত সংস্কার বলা হয়। এসবও সংস্কার অনিত্য পদে সংযোজিত। কিন্তু গ্রন্থের কোথাও তা পৃথকভাবে দৃষ্ট হয় না। (৩) তিন ভূমিতে কুশল এবং অকুশল চেতনায় সম্পৃক্ত সংস্কার কর্মকৃত সংস্কার নামে অভিহিত। গ্রন্থে ইহা এভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে: ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা গত হয়ে এই পুরুষ দুব্দগলের পুণ্য সংস্কার করে। [S.ii-112] (৪) কিন্তু কায়েক এবং চৈতসিক বীর্যবত্তাকে বলা হয় প্রয়োগ সম্পৃক্ত সংস্কার। সম্ভবত: গ্রন্থের পদবাচ্যে বলা হয়েছে যে, অভিসংস্কারের গতিবেগ যতদূর ততদূরে বয়ে নিয়ে দাঁড়ান। [Ai-112] মনে হয় ইহাই অক্ষদন্ড নির্ধারিত সীমা।

৪৭. শুধু তাই নয়, সংস্কার শব্দ প্রয়োগ করে এতে আরো বহু সংস্কার সংযুক্ত করা হয়েছে: যেমন– 'বন্ধো, বিশাখে কোন ভিক্ষু তাঁর সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোর্ধ সমাপতিতে মগ্ন (সংজ্ঞা ও মাত্র বিদ্যমান) স্তরে উপনীত হন, তখন তাঁর বাক সংস্কার বিরোধ হয়। তারপর কায় সংস্কার এবং আরো

পরে চিত্ত সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। [M.i-302]. কিন্তু (১) অংশে স্তূপীকৃত (সংস্কৃত) সংস্কারে সম্পৃক্তহীন কোন সংস্কার নেই।

৪৮. তারপর **'সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান'**। ইহা উক্ত নিয়মের ব্যাখ্যার জ্ঞাতব্য। যদিও ঐসব শব্দগুচ্ছ সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন বিশেষভাবে জানাই 'বিজ্ঞান'। নমিত (নযতি) করে বলে নাম। যা রূপান্তরিত (রূপ্‌পতি) হয় (শৈত্যে ও তাপে) তা রূপ। [S.iii-87]। মূল থেকে যা বিস্তৃত এবং সংসারকে দীর্ঘতর করে (আয়তনঞ্চনয়তি) পরিচালিত করে বলে আয়তন। ছোঁয়া দে, স্পর্শ (ফুসতি) করে অর্থে ফস্‌স বা স্পর্শ। অনুভূত হয় (বেদায়তি) স্পন্দনে বোঝা যায় বলে বেদনা। [M.i-293] : তৃষ্ণার্ত করে (পরিতস্‌সতি) বলে তৃষ্ণা (তণহা)। দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে সংযুক্ত করে (উপাদিয়তি) বলে উপাদান। ইহা হয় (ভবতি) ঘটে, সৃষ্ট হয় বলে ভব (ভাবয়তি)। প্রাণীকে জন্মধারণ করায়, বয়োবৃদ্ধি ঘটায়, জীর্ণত্ব ঘটায় বলে জরা। প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পতিত করে বলে মরণ। অনুশোচনা বা আপচোষ করে বলে শোক। পরিতৃপ্ত করে বলে বিলাপ। কষ্ট ভোগ করে অর্থে দুঃখ। (দুইক্ষণে–) উৎপত্তি ও স্থিতিক্ষণে কষ্টজনিত দুঃখ। দুর্মনা গ্রস্থ হওয়া দৌর্মনস্য। অত্যধিক মনঃস্তাপ বা আয়াস হল হাহুতাশ (উপায়াসা)।

৪৯. এসবই "উৎপন্ন হয়" বলে যোজনা করা কর্তব্য। এসব শব্দগুচ্ছে বিদ্যমান। তা দিয়ে প্রত্যেকটি পদবাচ্যে গঠিত। শুধু দুঃখ শব্দ দিয়ে নয়। অন্যথা যেখানে 'অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার' বলা হয়েছে। এতে কিছু জানা যায় না। কিন্তু উৎপন্ন হয় শব্দ সহযোগে বুঝা যায় যে, "অবিদ্যার প্রত্যয় হতে সংস্কারের উৎপত্তি হয়।" এই প্রত্যয়িত ও প্রত্যয়োৎপন্ন ব্যবস্থা স্থির করা যায়। এই রীতি সর্বত্র প্রযোজ্য। ইহাই সুনির্দিষ্ট রীতির [528] উদাহরণ।

৫০. এভাবে বর্ণনার রীতি তাৎপর্য বর্ণিত। ইহার দ্বারা তিনি প্রদর্শন করেন যে, অবিদ্যাই হেতু ইত্যাদি কোন অধীশ্বর ইত্যাদি কর্তৃক নয়। উহা: পূর্বাহ্নে যা উক্ত হয়েছে তা বোঝায়। সম্পূর্ণ: বোঝাতে অবিমিশ্রিত সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে যা সম্পূর্ণ দুঃখরাশিকে নির্দেশ করে। একটি প্রাণীকে নয় সুখ ও শুভের নয়। উৎপত্তি: বলতে সমুদয় উৎপত্তি, হয়: এক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় অর্থে ব্যবহৃত

অর্থগতভাবে এইরূপে শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যার অর্থ জ্ঞাতব্য।

৫১. বৈশিষ্ট্য বা ইত্যাদি বশে : অবিদ্যার বৈশিষ্ট্য ইতাদি বশে অর্থাৎ অবিদ্যার বৈশিষ্ট্য হলো না জানা বা অজ্ঞানতা। ইহার কৃতকৃত্য বিহ্বলতা (এলোমেলো)। আচ্ছাদন-গোপনীয়তা ইহার আলম্বনের যথা স্বভাব অভিব্যক্তি। তৃষ্ণা (আসব) ইহার আসন্ন (প্রত্যক্ষ) হেতু। নব নব কর্ম সৃষ্টি (অভিসংখবন) সংস্কারের প্রত্যক্ষ (ফল) চেতনায়। সংস্কার সমূহের উৎপত্তির হেতু অবিদ্যা। বিশেষভাবে জানাই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। অগ্রগমন ইহার কৃতকৃত্য। প্রতিসন্ধি ঘটান ইহার অভিব্যক্তি। ইহার প্রত্যক্ষ ফল সংস্কার অথবা ইহার আসন্ন হেতু বাস্তব আলম্বন গ্রহণ। নামের লক্ষণ (বৈশিষ্ট্য) হলো নমন (নমিত) করণ। ইহার কর্মক্রিয়া সংযুক্ত (মিলিত) হওয়া। নামের প্রকাশ হল উপাদান সমূহ হতে অভিব্যক্তি (তিন স্কন্ধ)। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হল বিজ্ঞান। রূপের বৈশিষ্ট্য হল ক্লেশ সৃষ্টি করা, শৈত্যে ও তাপে রূপান্তর (কম্পন) হয় বলে রূপ। ইহার কৃতকৃত্য বিকিরণ করা। ইহার অভিভ্যক্তি অব্যাকৃত বা অনির্দিষ্ট। বিজ্ঞান ইহার আসন্ন হেতু। ষড়ায়তনের (সলায়তন) বৈশিষ্ট্য হল বিস্তারণ। ইহার কৃতকৃত্য হল দর্শন এবং ইত্যাদি। ইহার প্রকাশ হল কায়িক ভিত্তি বস্তু এবং দ্বার। ইহার প্রত্যক্ষ ফল নামরূপ। স্পর্শের বৈশিষ্ট্য ছোঁয়া। ইহার কৃতকৃত্য আঘাত করা। ইহার প্রকাশ পায় একই বিন্দুতে সম্মিলনে। (অন্ত: বহি: আয়তন এবং বিজ্ঞান)। ষড়ায়তনই ইহার প্রত্যক্ষ কারণ। অনুভব করাই বেদনার বৈশিষ্ট্য। ইহার কৃতকৃত্য হল আলম্বনে বিষয়ের রসাস্বাদন। ইহার বহিপ্রকাশ পায় সুখ দুঃখের মাধ্যমে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল সংস্পর্শে আসা। তৃষ্ণার একটি বৈশিষ্ট্য হল দুঃখের হেতু। ইহার কৃতকৃত্য অভিনন্দন করা। ইহার প্রকাশ হয় অতৃপ্ততায়। ইহার প্রত্যক্ষ ফল বেদনা উপাদানের বৈশিষ্ট্য হল দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা, আবদ্ধ করা। ইহার ক্রিয়া পরিত্যাগ না করা। দৃঢ়তর তৃষ্ণা ও দৃষ্টি মিথ্যা ইহার অভিব্যক্তি। তৃষ্ণা ইহার আসন্ন হেতু ভবের বৈশিষ্ট্য হল কর্ম এবং কর্ম বিপাকজনিত। ইহার কর্ম ক্রিয়া হল উৎপাদন করা এবং উৎপন্ন হওয়া। ইহার প্রকাশ কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত ভবের উপাদান ইহার প্রত্যক্ষ ফল। জন্ম ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য (১৬তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা মতে জ্ঞাতব্য।

ইহাই বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বশে ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

৫২. (৪) **এক বিধান ইত্যাদি বশে :** অজ্ঞাত অদর্শন চেতনা, মোহভাব ইত্যাদি বশে অবিদ্যা অপ্রতিপত্তি এবং মিথ্যা প্রতিপত্তি বশে দ্বিবিধ। তথা সংস্কার অসংস্কারের দ্বিবিধ বেদনাত্রয় সম্প্রয়োগে ত্রিবিধ। চারসত্য প্রভেদে চার প্রকার। পঞ্চগতি (নিরয়, প্রেত, তির্যক, অসুর, দেব)। ভেদে পাঁচ প্রকার। [529] উক্ত পাঁচ প্রকার গতিতে তার আদিনব বা কুফলকে আচ্ছন্ন করে বলে পঞ্চবিধ। দ্বারালম্বন এবং সমস্ত অরূপধর্ম (প্রতীত্য সমুৎপাদের) পর্যন্ত ছয় প্রকার স্বভাব বলে বিদিতব্য।

৫৩. সংস্কার সাসব (তৃষ্ণাযুক্ত) বিপাকের (ফলাফল) প্রকৃতি ভেদে এক প্রকার। সংস্কার আবার কুশল-অকুশল ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সীমিত এবং উন্নত (মদগত), হীন, এবং মধ্যম। নিশ্চিত (নিযত) এবং অনিশ্চিত। পুর্ন্যাভিসংস্কার (পুণ্য, অপুণ্য ও অনেঞ্জ) ভেদে সংস্কার ত্রিবিধ। সংস্কার জন্ম (জরায়ুজ, অশুভ, সংস্বেদজ এবং উপপতিক) ভেদে চার প্রকার। সংস্কার পঞ্চগতি অনুসারে পাঁচ প্রকার।

৫৪. বিজ্ঞান লৌকীয় বিপাক ইত্যাদি ভেদে এক প্রকার [Dhs. p.i] । বিজ্ঞান সহেতুক এবং অহেতুক ভেদে দুই প্রকার। ভবত্রয়ে উৎপত্তিতে তিন প্রকার বেদনা সংযোগে এবং অহেতুক দ্বিহেতু ও ত্রিহেতুক ভেদে তিন প্রকার। বিজ্ঞান যোনি, গতি ইত্যাদি বশে চার প্রকার এবং পাঁচ প্রকার।

৫৫. নাম-রূপ বিজ্ঞানাশ্রিত কর্ম প্রত্যয় সংনিশ্রিত বশে এক প্রকার। নামরূপ নামে আলম্বন এবং রূপে অনালম্বন ভেদে দুই প্রকার। নাম-রূপ অতীতাদি ত্রিবিধ ভেদে তিন প্রকার নামরূপ যোনি গতি ইত্যাদি ভেদে চার প্রকার এবং পাঁচ প্রকারণ।

৫৬. ষড়ায়তন উৎপত্তিস্থল ও সম্মিলন স্থল বশে একার। প্রাথমি ধাতু (চতুর্ভূত), বিজ্ঞান, ইত্যাদি বশে ষড়ায়তন দুই প্রকার। ষড়ায়তন সম্প্রাপ্ত, অসম্প্রাপ্ত এবং উভয় গোচরহীন ভেদে তিন প্রকার [অধ্যায় ১৪(৪৬)] ষড়ায়তন, যোনি, গতি ইত্যাদি ভেদে যথাক্রমে চার প্রকার ও পাঁচ প্রকার। এরূপ একাধিভাব ইত্যাদি পদ্ধতিতে স্পর্শ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য।

৫৭. **অঙ্গসমূহের ব্যবস্থাপন বশে :** সংসার চক্রের অবিরাম ধারায় শোক, ইত্যাদি ধর্মসমূহ প্রদর্শনের জন্য অঙ্গসমূহের ব্যবস্থান উক্ত হয়েছে। অব্যাহত জরা মরণাক্রান্ত বালজনের মধ্যে এসব উৎপন্ন হয়। যেমন বলা হয়েছে, "ভিক্ষুগণ, অনভিত সাধারণ পৃথগ্‌জন শারীরিকভাবে দুঃখান্তক বেদনা স্পর্শের ঝারণে শোকার্ত হয়, কষ্ট পায়, বিলাপ করে। বুকে হস্তাঘাত করতে করতে ক্রন্দন করে, এবং মোহগ্রস্থ হয়। [M.iii-285, Siv-206] অত:পর যতদিন পর্যন্ত থাকবে ততদিন অবধি অবিদ্যাদি পুন:পুন: প্রাপ্ত হবে; অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার এরূপেই ভবচক্রের অবিরাম সম্বন্ধ চলতে থাকে। সেজন্যে সেসব জরা-মরণাদি এক সংক্ষেপ করে দ্বাদশ প্রতীত্য সমুৎপাদ অঙ্গাদি বিদিতব্য এরূপেই এখানে অঙ্গসমূহের ব্যবস্থাপন বিধি জানা উচিত।

প্রথমত: ইহাই এখানে সংক্ষেপ।

৫৮. **নিম্নে বর্ণিত বিধি বিধান বিস্তৃত:**

[৩ বিস্তৃত ব্যাখ্যান] ঃ

[(১) অবিদ্যা]

সূত্রান্ত অভিধর্ম বিধি বিধান (পর্যায়) অনুসারে আট বিষয়ে (পূর্বোক্ত চার) এবং তার সাথে অপর চার পূর্বান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা বলা হয়েছে। সেজন্য এখানে উক্ত হয়েছে: অবিদ্যা কিরূপ ? "দুঃখ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, [দুঃখের কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, দুঃখ নিরোধ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞানতা]। পূর্বান্ত (অতীত) সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, অতীত ও অনাগত সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং ইহার প্রত্যয় জাত কার্য-কারণ (প্রতীত সমুৎপন্ন) সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। [Dhs.ii-62]

৫৯. তথায় যদিও লোকোত্তর দুই সত্যাকে পরিহার করে শেষ। আটটিতে আলম্বন বশে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। এরূপ সত্ত্বেও আচ্ছাদন (গোপনীয়) বশে ইহা এক্ষেত্রে কাম্য (অভিপ্রেত)। সেসব হতে দুঃখকে প্রতিচ্ছাদন করে (ঢেকে রাখে)। যথাযথ বৈশিষ্ট্যকে জানতে বাধাগ্রস্থ করে। তদনুরূপ সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য। বিগত পঞ্চস্কন্ধকে বলে পূর্বান্ত, অনাগত পঞ্চস্কন্ধকে বলে অপরান্ত, এ উভয় প্রকার স্কন্ধকে বলে পূর্বান্ত-অপরান্ত স্কন্ধ। এই পূর্বান্ত অপরান্ত স্কন্ধ হতে প্রতীত্য

সমুৎপন্ন ধর্ম (অবস্থা) কে গোপন রাখে, যাতে করে এসবের স্ব স্ব ক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য বাধার সৃষ্টি করে। এই অবিদ্যা এইসব সংস্কার তাদের বৈশিষ্ট্যানুসারে প্রতিবৃদ্ধ (জানতে) হতে দেয় না। সেহেতু বলা হয়েছেঃ দুঃখে অজ্ঞানতা। [দুঃখের কারণ অজ্ঞানতা, দুঃখ নিরোধে অজ্ঞানতা এবং দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞানতা] এসব প্রত্যয় হতে জাত প্রতীত্য ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বলা হয়েছে।

[২. সংস্কার]

৬০. সংক্ষেপত সংস্কার ছয় প্রকার বলে পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্তাংশে উল্লেখ যথা: পূণ্য সংস্কারাদি তিন প্রকার এবং কায় সংস্কারাদি তিন প্রকার (৪৪) কিন্তু এখানে বিস্তৃতভাবে প্রথমত: তিন সংস্কারে ঊনত্রিশ প্রকার চেতনা। অর্থাৎ পুণ্যসংস্কার যথা : দান ও শীলের দ্বারা উৎপন্ন আট প্রকার কামাবচর কুশল চেতনা গণনা করে এবং ভাবনা দ্বারা উৎপন্ন পাঁচ প্রকার রূপাবচর কুশল চেতনা গণনা করে, অত:পর প্রাণী হত্যা ইত্যাদি করার দ্বারা উৎপন্ন বার প্রকার অকুশল চেতনা গণনা করে অপুণ্য সংস্কার এবং তারপর ভাবনা বশে অথবা ছয় অরূপাবচর কুশল চেতনা ও তিন প্রকার অনেঞ্জা সংস্কারসহ তিন সংস্কারে ঊনত্রিশ প্রকার।

৬১. অপর তিন সংস্কার হল : কায়িক সঞ্চেতনা, কায় সংস্কার, বাচনিক, সঞ্চেতনা বাক্য সংস্কার এবং মনোসঞ্চেতনা চিত্ত সংস্কার। উপরোক্ত এই ত্রিক সঞ্চেতনায় কর্মক্ষণে পুণ্য সংস্কার সমূহের দ্বারেই সম্পাদন সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। আট প্রকার কামাবচর কুশল এবং দ্বাদশ অকুশল চেতনা সম্মিলিতভাবে ত্রিশ প্রকার কায় সংস্কার কায়দ্বারে প্রবর্তিত হয় এবং কায় বিজ্ঞপ্তি উৎপত্তি করে। ঐসব একই চেতনা [৫৮১] যখন বাক্য দ্বারে প্রবর্তিত হয়ে উৎপত্তি হলে বাক্য সংস্কার এবং মনোদ্বারে প্রবর্তিত হবে উৎপত্তি হলে চিত্ত সংস্কার বলা হয়। কিন্তু চেতনা সম্পৃক্ত অভিজ্ঞান দুইটি ক্ষেত্রে সংযুক্ত নয়। কারণ পরবর্তীতে (বিপাক এবং ভবের) বিজ্ঞান প্রত্যয় হয় না। তদনুরূপ অভিজ্ঞান চেতনা ঔদ্ধত্য চেতনায়ও সংযুক্ত হয়নি। সেজন্যে তা প্রত্যয় বশে ভর বিজ্ঞানে সংযুক্ত করা উচিত নয়। সুতরাং এসবের প্রত্যয় হল অবিদ্যা। উভয় বিজ্ঞপ্তির সংযুক্ত করা বিজ্ঞপ্তিতে উৎপত্তি না করে যখন মনোদ্বারে উৎপত্তি হয় তখন ঊনত্রিশ প্রকার চেতনার সমস্ত চিত্ত সংস্কার হয়। সে

কারণে এই ত্রিক প্রথম ত্রিকে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অর্থের সম্পর্ক অনুসারে অবিদ্যা পুণ্য সংস্কার ইত্যাদি প্রত্যয় রূপে জ্ঞাতব্য।

৬২. এখানে জিজ্ঞাস্য যে, "ইহা জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য যে কিরূপে এসব সংস্কার অবিদ্যার প্রত্যয়ে উৎপন্ন হয়? মূলত: অবিদ্যা উৎপন্ন হলে এসবও উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানতা বশত: অন্যার্থে অজ্ঞান প্রসূত যার দুঃখদি বিদূরিত হয়নি, সে দুঃখে পূর্বান্ত ইত্যাদিতে অজ্ঞ বলে দুঃখকে সুখ ধারা পোষণ করে। আর তারই (সে দুঃখের) হেতুতে সম্পৃক্ত ত্রিবিধ সংস্কার আরম্ভ করে। সমুদয় অজ্ঞতা বশত দুঃখের হেতুভূত ও তৃষ্ণার পরিখায় সংস্কারের সুখহেতু বলে মনে করে আরম্ভ করে। নিরোধ এবং মার্গ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বশত: সে দুঃখ নিরোধে ভুল বুঝে, কোন নির্দিষ্ট গতি (যেমন ব্রহ্মলোক) আসলে তা নির্বোধ নয়। সে নিরোধের মার্গ ভুল বোঝে যজ্ঞ সম্পাদন করে, অমরত্বের ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি করে। যা নিরোগের মার্গ নয়। এভাবে যখন সে এবং এভাবে যখন সে নিরোধ আকাঙ্ক্ষা করে সে তিন প্রকার সংস্কারে ভেঙ্গে পড়ে যজ্ঞ, অমরত্বের জন্য ইন্দ্রিয় সংযম করে ইত্যাদি।

৬৩. অধিকন্তু, অবিদ্যা দূরীভূত না হওয়ায় চার আর্যসত্য তার মধ্যে বিদ্যমান। ফলে জাতি, জরা, রোগ ইত্যাদি বহুদোষে মিশ্রিত ও ভরপুর দুঃখকে দুঃখরূপে না বুঝে পুণ্যফল বলে। আর তা লাভ করার জন্য কায়, বাক্য, চিত্ত সংস্কারজনিত পুণ্য সংস্কার প্রবর্তন করে। দেব আচ্ছরা হওয়ায় কামনায় যেমন পর্বত শিখর হতে প্রপাতে ঝাপ দেয়, তদ্রুপ পুণ্যফলের প্রতি ধাবিত হয়। তার মধ্যে যে মহাপীড়া দুঃখ নিহিত আছে, যা স্বল্পস্বাদযুক্ত তার প্রতি সে ভ্রূক্ষেপ করে না। আর সে লক্ষ্যে পুণ্য সংস্কার প্রবর্তন করে চলে। (অপর দিকে) পতঙ্গের দীপশিখায় পতনের মতো, মধুবিন্দু লোভীর পক্ষে মধুলিপ্ত অসিধার জিহ্বা দিয়ে লেহনের ন্যায় দুঃখ আর বিপাক জড়িত কামভোগ সমূহের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। (এসবের) মধ্যে যে দোষ বিদ্যমান তা ভ্রম বশত: ক্লেশাভিভূত হয়ে পড়ে এবং শিশুর ময়লা নিয়ে (সুখ) ক্রীড়ার মতো এবং মৃত্যুকামী মানুষের বিষপানের ন্যায় ত্রিদ্বারে অপুণ্য সংস্কার প্রবর্তন করে। অরূপ বিপাকের প্রতি সংস্কারের পরিণাম যে দুঃখ তাও সঠিকভাবে চিন্তা করে না। আর না বুঝেই শাশ্বতবাদ ইত্যাদি মিথ্যা

ধারণার অভিভূত হয়। আর তাতেই চিত্ত সংস্কার নামক অনেঞ্জ সংস্কার প্রবর্তন করে। 'ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা অপসারিত হলে, বিশুদ্ধ দৃষ্টি উৎপত্তি হলে, ভিক্ষুগণ, বিদ্যা উৎপন্ন হলে এবং বিশুদ্ধ দৃষ্টির উৎপত্তিতে পুণ্য সংস্কার প্রবর্তন হয় না।' [S.ii-62]

৬৪. অবিদ্যার বিদ্যমানতায় সংস্কার বিদ্যমান (৫৩২)। অবিদ্যমানতায় অবিদ্যমান হয়। তদ্ধেতু জ্ঞাতব্য যে, 'অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার। এজন্যে উক্ত হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাকে না জেনে যে পুণ্য সংস্কার প্রবর্তন করে, অপুণ্য সংস্কার প্রবর্তন করে, অনেঞ্জ সংস্কার প্রবর্তন করে। ভিক্ষুগণ, যখন অবিদ্যা অপসারিত হলে, বিশুদ্ধ দৃষ্টি উৎপত্তি হলে, ভিক্ষুগণ, বিদ্যা উৎপন্ন হলে এবং বিশুদ্ধ দৃষ্টির উৎপত্তিতে পুণ্য সংস্কার প্রবর্তন হয় না।" (S. ii-62)

৬৫. এখানে বলা সঙ্গত হবে যে, আমরা প্রথমত: সম্মত হই যে, অবিদ্যা সংস্কারের প্রত্যয়। কিন্তু এখন অবশ্যই বক্তব্য যে, কোন সংস্কার, কিরূপে প্রত্যয় হয়? উত্তরে বলা হয় ভগবান চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় বর্ণনা করেছেন।

[২৪ প্রকার প্রত্যয় ঃ]

৬৬. ১) হেতু প্রত্যয় ২) আলম্বন প্রত্যয় ৩) অধিপতি প্রত্যয় ৪) অনন্তর প্রত্যয় ৫) সমনন্তর প্রত্যয় ৬) সহজাত প্রত্যয় (৭) অন্যান্য প্রত্যয় ৮) নিশ্রয় প্রত্যয় ৯) উপনিশ্রয় প্রত্যয় ১০) পুর্বজাত প্রত্যয় ১১) পশ্চাৎজাত প্রত্যয় ১২) আসেবন প্রত্যয় ১৩) কর্ম প্রত্যয় ১৪) বিপাক প্রত্যয় ১৫) আহার প্রত্যয় ১৬) ইন্দ্রিয় প্রত্যয় ১৭) ধ্যান প্রত্যয় ১৮) মার্গ প্রত্যয় ১৯) সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় ২০) বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় ২১) অস্তি প্রত্যয় ২২) নাস্তি প্রত্যয় ২৩) বিগত প্রত্যয় এবং ২৪) অবিগত প্রত্যয়।

৬৭. ১) এখানে যা হেতু তাই প্রত্যয়। এরূপে ইহা হেতু প্রত্যয়। হেতু হয়ে প্রত্যয়। হেতুভাব হতে প্রত্যয় বলা হয়েছে। এরূপেই আলম্বন প্রত্যয়াদি হয়ে থাকে।

এখানে কারণ (হেতু ন্যায়ের একটি শর্ত (অংশ) বিশেষ। যাতে এবং যুক্তি এবং মূল রয়েছে। শব্দগুলোর সাথে রয়েছে প্রস্তাবনা (পটিঞ্ঞ)। কারণ (মধ্যে শর্ত হেতু) ইত্যাদি ন্যায় (শাস্ত্রে) এর বিশ্বে ইহা একটি সদস্য যাকে বলা হয় 'কারণ'। কিন্তু বিতরণ ব্যবস্থায় এরূপ পত্রাঙ্কে

সেসব ধর্ম একটি কারণ (হেতু) থেকে সৃষ্ট। [Viii.i-40] ইহা একটি যুক্তি (কারণ) এবং এসব পত্রঙ্কে বশে তিনটি কুশল মূল (হেতু) তিনটি অকুশল মূল (হেতু) [Dhs.1035] ইহা মূল যাকে 'কারণ' (হেতু) বলা হয়। সর্বশেষটি এ স্থলে প্রত্যাশিত।

৬৮. প্রত্যয় (পচ্চয়) অনুসারে এখানে শব্দার্থ হল: ইহা (ফল) উহা হতে আগত। উহার ওপর নির্ভর করে (পটিচ্চ এতস্মা এতি), এরূপে উহা একটি প্রত্যয় (পটিচ্চ) অর্থ হল : (এক ধর্ম) উৎপত্তি উহার উপর বিধায় বিতরণের দ্বারা নয়। যার অর্থ হল: যখন একটি ধর্ম অপর ধর্মের উপস্থিতি বা উৎপত্তিতে অপরিহার্যতার দাবি রাখে। তবে পূর্বেরটা পরেরটার প্রত্যয় হয়। কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুসারে একটি প্রত্যয়ে সহায়ক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। যে ধর্ম (স্বয়ং) (533) অপর ধর্মের উপস্থিতি বা উৎপত্তিতে সহায়তা করে তবে তা পরবর্তীটার প্রত্যয় হয়। শব্দগুলো যেমন প্রত্যয়, হেতু, কারণ, নিদান, সম্ভব, প্রভব বা উৎস সবই সমার্থক বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা মাত্র। এরূপে মূল অর্থেই হেতু। প্রত্যয় সংক্ষেপত উপকারকার্থ। মৌলিক অর্থে উপকারক ধর্মই হেতু প্রত্যয়।

৬৯. কোন কোন আচার্যের অভিমত যে, কুশল ইত্যাদি ধর্মের মধ্যে কুশল ইত্যাদি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে। যেমন ধানের মধ্যে ধানের বীজ, নীলবর্ণ, রত্নের মধ্যে নীলবর্ণ রত্নের বর্ণের মতো। এরূপ হলেও তার থেকে উৎপন্ন রূপ হেতু প্রত্যয় উৎপন্ন হয় না। এতো সেসবের কুশলভাব সাধন করে না। ইহা প্রত্যয় নয়, **[ন চ পচ্চয় ন হোতি]** হতে পারে না। সে কারণে বলা হয়েছে "হেতু, হেতু, সম্প্রযুক্ত ধর্ম সমষ্টি এবং তৎসমূহ হতে উৎপন্ন রূপাদি হেতু প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়। [Pbh] পুনশ্চ; ইহা ব্যতীত চিত্তসমূহের অব্যাকৃত ভাব সিদ্ধ হয় এবং সম্প্রযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন সংস্কারাদি দ্বারা প্রতিবদ্ধ হলে সহেতুক চিত্তেরও কুশলভাব সমূহ সিদ্ধ হয়। কিন্তু সম্প্রযুক্ত হেতু দ্বারা নয়। যদি সম্প্রযুক্ত হেতুসমূহ স্বভাবত: কুশলাদি ভাব হয়ে থাকে। সম্প্রযুক্ত সসূহে হেতুতে আবদ্ধ হয়। লোভের অভাবে কুশল প্রতিবদ্ধ অথবা অব্যাকৃত সিদ্ধ হয়। যেহেতু উভয় (কুশল অব্যাকৃত) হয়। সেহেতু যথা সম্প্রযুক্তের মধ্যে হয়। এভাবে হেতু সমূহেও কুশল ইত্যাদি অন্বেষণ করা উচিত।

৭০. ভাবসাধনার দ্বারা হেতু সমূহের মূলার্থ (আলম্বনে) গ্রহণ না করে প্রতিষ্ঠিত ভাবসাধনের দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তবে কোনও বিরুদ্ধ হয় না। হেতু প্রত্যয় দ্বারা লব্ধ ধর্মসমূহ দৃঢ় সমূল বৃক্ষের মতো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যা অহেতুক তা তিল বীজ, শৈবাল শিখর (যার শিখর ক্ষীণ) ইত্যাদির মত অস্থায়ী। সে কারণে হেতু প্রত্যয়কে মূলার্থে সহায়ক ধর্ম বশে জ্ঞাতব্য। যেহেতু মূলে সহায়তার মাধ্যমে স্থায়ীত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে বলে জ্ঞাতব্য।

৭১. (২) অনুসৃত অপরাপরের মধ্যে আলম্বন হল সহায়ক প্রত্যয়। আলম্বন প্রত্যয়হীন কোন ধর্ম নেই। এ অংশের শুরুতে “রূপায়তনকে চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু” আরম্ভ করে (আলম্বন প্রত্যয় বশে একটি প্রত্যয়) ও যেসব ধর্ম আরম্ভ হয়, এতে যেসব চিত্ত চৈতসিক ধর্ম উৎপন্ন হয়, সেসবধর্ম ঐসব ধর্ম ঐসব চিত্ত চৈতসিক ধর্মের আলম্বন প্রত্যয় হয় [Ptn.i] । প্রত্যয় সম্পর্কের বাইরে এবং সম্পর্কবিহীন কোন ধর্ম নেই। যে কোন এক দুর্বললোক রজ্জু বা লাঠিতে ভার রেখে উঠেও দাঁড়ায় তেমনি চিত্ত চৈতসিক ধর্মরূপ ইত্যাদি অবলম্বন করেই উৎপন্ন ও স্থিত থাকে। সেজন্যে চিত্ত চৈতসিক সবই আলম্বনভূত, ধর্মাবলম্বন প্রত্যয় বলে বিদিতব্য। [534]

৭২. (৩)উপকারী ধর্মের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হল অধিপতি প্রত্যয়। তা সহজাত এবং আলম্বন বশে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মুখ্য হল ছন্দ (ছন্দাধিপতি) ছন্দ ও ছন্দযুক্ত ধর্ম হতে উৎপন্ন রূপের প্রত্যয় অধিপতি প্রত্যয়। অধিপতি প্রত্যয়ের চার ছন্দ। যথা : ছন্দ, বীর্য, চিত্ত, মীমাংসা বিশিষ্ট অধিপতি প্রত্যয় নামে অভিহিত। কিন্তু যুগপৎ নয়। এখানে ছন্দ প্রধানরূপে থেকে ছন্দ জ্যেষ্ঠরূপে থেকে চিত্ত প্রবর্তিত হলে ছন্দাধিপতি হয়, অপর হয় না। অপর তিনটিতে একইরূপ নীতি বলে জ্ঞাতব্য। যে ধর্মকে গুরুত্ব দিয়ে অরূপ ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে তন্মধ্যে আলম্বনই অধিপতি। সেজন্যে বলা হয়েছে; যে ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেসব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে “চিত্ত চৈতসিক” সে সবধর্মের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। এসব চিত্ত চৈতসিক ধর্ম সমূহের মধ্যে অধিপতি বলে অধিপতি প্রত্যয়। (Ptn-12)

৭৩. (৪) (৫) তারপরেই (ন-অনন্তর) যে সহায়ক ধর্ম তা অনন্তর প্রত্যয়। সমান অন্তরে যে সহায়ক ধর্ম তা সমনন্তর প্রত্যয়। এ দুটি প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা সুদূরপ্রসারী। কিন্তু সংক্ষেপতঃ যা এরূপে চক্ষু বিজ্ঞানে ধাতুর পর (অনন্তর) মনোধাতু, মনোধাতুর পর (অনন্তর) মনোবিজ্ঞান ধাতু উৎপন্ন হয়।–ইহাই চিত্তের নিয়ম। সেই অনুসারে যার পূর্ব-পূর্ব চিত্ত অনুসারে অগ্রসর হয়, তার কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেহেতু নিজ নিজ অন্যতর অনুরূপ চিত্ত উৎপত্তিতে উৎপাদন সমর্থ ধর্মে অনন্তর প্রত্যয় হয়। সেজন্যে বলা হয়েছেঃ অনন্তর প্রত্যয় : চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু, এবং ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মের প্রত্যয়, মনোধাতু এবং তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মাদি বশে অনন্তর প্রত্যয় হয়। [Ptn.12]

৭৪. (৫) অনন্তর প্রত্যয় সমনন্তর প্রত্যয়ের অনুরূপ। এখানে ভিন্নতা আক্ষরিক মাত্র। কিন্তু অর্থের কোন ভিন্নতা নেই। যেমন 'উপচয়' (রাশিকৃত) এবং প্রবাহ শব্দগুলোর মতো (অধ্যায় ১৪, ৬৬) এবং নিরুক্তি দ্বিকত্বাদি শব্দের মধ্যে আক্ষরিক পার্থক্য থাকলেও অর্থে ভিন্নতা নেই। [Dhs.i-306]

৭৫. এতে কতিপয় আচার্যের অভিমত হল : অনন্তর প্রত্যয় বোঝাতে অনন্তর ফল লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং সমনন্তর প্রত্যয় বোঝাতে সময়ের অন্তর বোঝায়। কিন্তু বিরোধ ঘটে এরূপ উক্তিতে "নিরোধ সমাপত্তিধ্যান হতে উত্থানকারীর নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন কুশল ফল সমাপত্তির ফল (বিজ্ঞান) বশে সমনন্তর প্রত্যয় হয়।"

৭৬. এরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা বলেন যে, ফলোৎপাদনে ধর্মের সামর্থ্যতা তখনও হ্রাস পায়নি, ক্ষুন্ন হয়নি। কিন্তু সাধনার ঋদ্ধতীর প্রভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে ধর্মসমূহ সমনন্তর নীতিতে উৎপন্ন হয় না। শুধুই ঘটে যে তাতে কোন কাল অনন্তর নেই এবং আমরাও একইভাবে বলি, সাধনা প্রভাবের জন্য তাতে অনন্তর কাল নেই। [535] কিন্তু যেহেতু তাতে কোন অনন্তর কাল বিদ্যমান নেই। সে একই ধর্মে কোন সমনন্তর প্রত্যয় থাকা অসম্ভব। (তৎসমুদয় অনুসারে) তাঁরা বিশ্বাস করে যে, সমনন্তর প্রত্যয় অনন্তর প্রত্যয়ের নির্ভরশীল [MA.ii-363] এসবস্তুল ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর না করে অক্ষর বশেই পার্থক্য মেনে নেওয়া উচিত। অর্থ বশে নয়। তা কিভাবে ? এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোন ফাঁক (অন্তর) নেই।

সুতরাং উহারা কোন ফাঁক (অন্তর) বিহীন (পার্থক্য সত্ত্বেও) উভয়ত উপস্থিতিবিহীন। একারণে উভয় সমনন্তর (সমঅন্তর)।

৭৭. (৬) একটি ধর্ম যখন উৎপন্ন হয়, যখন (অপর ধর্মকে) সহায়তা করে তার উপস্থিতিতে ইহাদের উভয়কে সহজাত প্রত্যয় বলে। যেমন একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের নিমিত্ত অরূপ স্কন্ধ বশে ইহা ছয় প্রকার। বলা হয়েছে: "১) চার প্রকার অরূপ স্কন্ধ পরস্পর সহজাত প্রত্যয় বশে প্রত্যয় হয়। ২) চার প্রকার মহাভূত পরস্পর ... ৩) প্রতিসন্ধিক্ষণে নামরূপ .... পরস্পর ৪) এবং চিত্ত-চৈতসিক ...পরস্পর ৫) এবং ধর্ম-চিত্ত দ্বারা উৎপাদিত মহাভূতের উপাদানরূপ এবং ৬) সহজাত কোন সময়ের রূপধর্ম সমূহ প্রত্যয় হয়–অরূপ ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যয় হয় না [Ptn-3]। হৃদয় বাস্তুকে লক্ষ্য করে ইহা বলা হয়েছে।

৭৮ (৭) পরস্পর উৎপত্তিতে যে ধর্ম একে অন্যের সহায়ক এবং একটি প্রত্যয়কে দৃঢ় করে; যেমন তিনটি দণ্ডের দণ্ডায়মানতা পরস্পর ঠেস দ্বারা পতনরোধ করে, তা অন্যান্য প্রত্যয়। অরূপ স্কন্ধ ইত্যাদির বশে ইহা তিন প্রকার; যথা : বলা হয়েছে–চার অরূপ স্কন্ধ প্রত্যয়ই অন্যান্য প্রত্যয় (পরস্পর)। চার প্রকার মহাভূতরূপ পরস্পর প্রত্যয় রূপের প্রত্যয় (পরস্পর), পুনরায় ... প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম-রূপই অন্যান্য প্রত্যয়ের প্রত্যয়। [Ptn.3]

৭৯. (৮) অধিষ্ঠান এবং উপনিশ্রয়ের দ্বারা সহায়ক ধর্মই নিশ্রয় প্রত্যয়। যেমন বৃক্ষরাজির জন্য পৃথিবী, যেমন মোটা কাপড় চিত্রকর্মের জন্য ইত্যাদি নিশ্রয়রূপে প্রত্যয়। পূর্ববর্ণিত সহজাত প্রত্যয় অনুসারে ইহা জ্ঞাতব্য; যেমন-চার প্রকার অরূপ স্কন্ধ পরস্পর প্রত্যয়রূপে নিশ্রয় প্রত্যয় [Ptn.i.3]

কিন্তু ষষ্ঠ উদাহরণ এভাবে গৃহীত হয়েছে "চক্ষু আয়তন [নিশ্রয় প্রত্যয় বশে প্রত্যয়] নিশ্রয় প্রত্যয় বশে চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু [এবং সহজাত ধর্মরূপে] সেরূপ শ্রোত, ঘ্রাণ, আয়তন ...., জিহ্বা আয়তন ....; কায় আয়তন, কায় বিজ্ঞান ধাতু দ্বারা তাদের সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ নিশ্রয় প্রত্যয় হয়। যা রূপের নিশ্রয় মনোধাতু এবং মনোবিজ্ঞান ধাতু হয়। সেরূপ মনোধাতু দ্বারা এবং মনোবিজ্ঞান ধাতু দ্বারা এবং তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ নিশ্রয়ের দ্বারা প্রত্যয়ে বিভক্ত।

৮০. **(৯) উপনিশ্রয় প্রত্যয় :** প্রথমত শব্দার্থ [536] প্রসূত ইহা নিশ্রয় বশে ব্যবহৃত, অনধীন, আপন ফলের ওপর নিশ্রিত, পরিত্যক্ত নিশ্রয় হয়, স্বীয় ফলের অস্তিত্বে নির্ভর। এরূপেই ইহা নিশ্রয়। যথা অত্যধিক আয়াস বলে উপায়াস নামে কথিত; অনন্তর নিশ্রয় উপনিশ্রয়। এ শর্তের নামান্ত রই প্রবল। একটি প্রবল শক্তির অধীনে সহায়করূপে উপনিশ্রয় প্রত্যয়কে জানতে হবে। ইহা ত্রিভাজিত : (ক) আলম্বন উপনিশ্রয় খ) অনন্তর উপনিশ্রয় এবং গ) প্রকৃতি উপনিশ্রয় প্রত্যয়।

৮১. এখানে প্রথমত : আলম্বন অধিপতি প্রত্যয়ের সাথে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন দান দিয়ে, শীল সমাধা করে, উপোসথ কর্ম সম্পাদন করে তাতে গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যবেক্ষণ করা। পূর্বেকৃত সূচিকর্মে গুরুত্ব আরোপ করে প্রত্যবেক্ষণ করা, ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে, ধ্যানে গুরুত্ব আরোপ করে প্রত্যবেক্ষণ করেন। শৈক্ষ্যগণ মার্গ হতে উঠে মার্গকে গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যবেক্ষণ করেন [Ptn.i-165]। এখানে এরূপ বিধানে, এ নীতিতে আলম্বন উপনিশ্রয় আলম্বন অধিপতির সাথে প্রবল পার্থক্য ব্যতিরেকে ভাগ করা হয়েছে।

৮২. খ) অধিকন্ত, অনন্তর ও উপনিশ্রয় প্রত্যয়কে অনন্তর প্রত্যয়ের সাথে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন, পূর্ববর্তী যে কোন কুশল স্কন্ধ পরবর্তী কুশল স্কন্ধেরসমূহের উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয় [Ptn.i-165]। কিন্তু ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। যেহেতু তালিকাভুক্ত (মাতৃকা নিকেখপ) ব্যাখ্যায় তাদের অনন্তরের অন্তর্গত করা হয়েছে। যেমন, চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু তৎসংশ্লিষ্ট ধর্ম, প্রত্যয়সমূহ অনন্তর প্রত্যয় বশে মনোধাতু এবং এতৎসংশ্লিষ্ট ধর্মসমূহ উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয়ে থাকে [Ptn.1-4)।

৮৪. যদিও এসব একই অর্থ প্রকাশক। তৎসত্ত্বেও নিজ নিজ অনন্তরের অনুরূপ চিত্ত উৎপত্তির সমর্থ তার কারণে অনন্তর প্রত্যয় হয়। পূর্বচিত্তের পরের চিত্ত উৎপাদনে বশবত্তর হওয়ায় অনন্তর উপনিশ্রয়তা বলে বিবিদতব্য। যথা হেতু প্রত্যয়াদিতে এবং অপরাপর ক্ষেত্রে বাস্তবত ঐ সমস্ত প্রত্যয় ছাড়া এরূপ প্রত্যয় চিত্ত উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু অনন্তর ছাড়া চিত্ত উৎপত্তি হতে পারে না। সে কারণে ইহা বলবান প্রত্যয় হয়। এভাবে নিজ নিজ অনন্তর অনুরূপ চিত্ত উৎপাদন বশে অনন্তর প্রত্যয়

হয়। বলবান কারণে অনন্তর উপনিশ্রয় হয়েছে। এরূপেই ইহা অন্যতর বলে বিদিতব্য।

৮৪. গ) প্রকৃতি উপনিশ্রয় বশে : উপনিশ্রয় প্রকৃতিগত বলে প্রাকৃতিক উপনিশ্রয়। আপন (চিত্ত) সন্ততিতে নিষ্পন্ন শ্রদ্ধা, শীল, ইত্যাদি পালনের ফলে, অথবা ঋতু ভোগাদি অভ্যাসের ফলে কারও নিজের যে প্রবাহমানতা তাকে বলে প্রাকৃতিক। অথবা তদনুরূপ প্রকৃতিগত উপনিশ্রয়। এরূপেই ইহা উপনিশ্রয় প্রত্যয়। ইহার অর্থ হলোঃ আলম্বনে ও অনন্তরে অবিমিশ্রিতা। বিভিন্ন ভাগে বিভাজিত হয়ে ইহা জ্ঞাতব্য। যেমন বলা হয়েছে–প্রকৃতি উপনিশ্রয়ঃ লোকে শ্রদ্ধাকে উপনিশ্রয় করে দান দেয়, শীল সমাধা করে, উপোসথ পালন করে, ধ্যান উৎপত্তি করে, বিদর্শন উৎপাদন করে, মার্গ উৎপত্তি করে, অভিজ্ঞান উৎপত্তি করে, সমাপত্তি উৎপাদন করে। শীলন, শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা দান দেয় .... পুনশ্চ ... সমাপত্তি উৎপত্তি করে। শ্রদ্ধা, শীল, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধার দ্বারা শীলের শ্রুতের ত্যাগের প্রজ্ঞায় উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যায়িত (Ptn.i.165)। ইহাই প্রাচীন নীতি, অনেক প্রকার প্রভেদ জ্ঞাতব্য। এভাবে শ্রদ্ধাদি প্রকৃতি এবং বলবত্তর কারণ বশে উপনিশ্রয় এবং প্রকৃতি উপনিশ্রয় হয়ে থাকে।

৮৫. ১০) সর্বপ্রথম উৎপত্তি হয়ে বর্তমান বশে যে সহায়ক ধর্ম তা পূর্বেজাত প্রত্যয় নামে অভিহিত। কায়িক আলম্বন এবং পঞ্চদ্বার আলম্বন বশে ইহার এগার প্রকার। তদনুসারে বলা হয়েছেঃ চক্ষু আয়তন চক্ষু বিজ্ঞান ধাতুর এবং তৎসম্প্রযুক্ত ধর্ম সমূহের পূর্বজাত প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যায়িত। শ্রোত আয়ন .., গন্ধ আয়তন ..., জিহ্বা আয়তন ..., কায় আয়তন ..., রূপায়তন ..., শব্দায়তন ..., রসায়তন, স্পর্শায়তন .., মনোধাতু এবং মনোবিজ্ঞান ধাতু প্রবর্তিত হয়। সেইরূপ মনোধাতু সম্প্রযুক্ত এবং ধর্মসমূহ পূর্বেজাত প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়িত। মনোবিজ্ঞান ধাতু এবং তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ কোন কোন সময় পূর্বেজাত প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয়। আবার কোন কোন সময় পূর্বেজাত প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয় না [Ptn.i,4,5]।

৮৬. (১১) পূর্বেজাত রূপ (উপস্থিতিতে) পরে জাত রূপ ধর্মের (বর্তমান) একত্রীভূতকে পরেজাত প্রত্যয় বলে। যা ক্ষুধার্ত শকুন শাবকের আহার

আকাঙ্ক্ষা সহায়তা করে সদৃশ পরেজাত প্রত্যয়। সে কারণে উক্ত হয়েছে, “পরে জাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম পূর্বেজাত একারের পরেজাত প্রত্যয় হয়ে থাকে [Ptn.i-5]।”

৮৭. (১২) অনুশীল করে অর্থে আসেবন। পুনরাবৃত্তির ফলে বর্তমানে অনন্তর ধর্মের দক্ষতা এবং শক্তির সহায়তা করে তা আসেবন প্রত্যয়। গ্রন্থাদি যেমন পুনরাবৃত্তি করা হয়। কুশল, অকুশল এবং ক্রিয়া জবন (আবেগ) ভেদে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। এজন্য বলা হয়েছে: পূর্ব পূর্ব কুশল ধর্মসমূহের প্রত্যয় পরের কুশল ধর্মের অনুশীলন (আসেবন) প্রত্যয় হয়। তদনুরূপ পূর্ব অকুশল ধর্মে ... পুনশ্চ অব্যাকৃত ক্রিয়া ধর্মের আসেবন প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত।

৮৮. (১৩) চিত্ত (চেতনা) জনিত ক্রিয়াভাব প্রয়োগ দ্বারা সহায়তাকারী ধর্ম কর্ম প্রত্যয়। ইহা দুই প্রকার : ক) কর্ম হতে উৎপন্ন কুশল, অকুশল কর্ম চেতনা এবং খ) সমস্ত সহজাত চেতনা [Ptn.i-72] । সে অনুসারে বলা হয়েছে: কুশল এবং অকুশল কর্ম একটি প্রত্যয়। এবং তা কর্ম প্রত্যয়। তদনুসারে বলা হয়েছে; কর্ম প্রত্যয় বশে খ) কুশল এবং অকুশল কর্ম, কর্ম প্রত্যয়, বিপাক স্কন্ধ, এবং কর্মকৃতে কর্মজ রূপের কারণে। কর্মপ্রত্যয় বশে সহজাত চেতনা একটি কর্ম প্রত্যয়। চেতনা সম্প্রযুক্ত ধর্ম এবং তা থেকে উত্থিত সকল রূপ কর্ম প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত।

৮৯. (১৪) উদ্যমহীন (নিরুৎসাহ) শান্তভাব, দ্বারা উদ্যমহীন শান্তভাবের জন্য সহায়ক (উপকারক) ধর্মকে **বিপাক প্রত্যয় বলে** এবং সর্বত্রই সম্প্রযুক্ত ধর্ম প্রত্যয় হয়। যেমন বলা হয়েছে– কর্ম বিপাক প্রত্যয় বশে এক বিপাক অব্যাকৃত স্কন্ধ প্রত্যয় হয়। তিন স্কন্ধ এবং চিত্ত সমুত্থিত রূপের বিপাক প্রত্যয় বশে প্রত্যয়। .... প্রতিসন্ধিক্ষণে এক বিপাক অব্যাকৃত স্কন্ধে (প্রত্যয়), তিন স্কন্ধে ... তিন স্কন্ধে (এক প্রত্যয়)। এক স্কন্ধ। দুই স্কন্ধ প্রত্যয় হয় কর্ম বিপাক বশে এবং দুই স্কন্ধের ও কর্মজ রূপের বিপাক প্রত্যয় বশে প্রত্যয় হয়। কর্ম বিপাক প্রত্যয় বশে স্কন্ধসমূহ কায়বাস্তর প্রত্যয়।

৯০. (১৫) চার প্রকার আহার মূলীভূত করে যা রূপ এবং অপূরূপের সহায়ক তাকে আহার প্রত্যয় বলে। তদনুসারে বলা হয়েছে, এ কায়ের জন্য কবলিকৃত আহার প্রত্যয় এই কায়ের আহার প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত। অরূপ

আহার সম্প্রযুক্ত আহার ধর্ম তৎসমুত্থিত এবং রূপের আহার প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় [Ptn.i-5]। প্রশ্নাংশে বলা হয়েছে "প্রতিসন্ধিক্ষণে বিপাক অব্যাকৃত আহার প্রত্যয় আহার প্রত্যয় হয়। তৎসম্প্রযুক্ত স্কন্ধের ও কর্মজ রূপের আহার প্রত্যয় বশে প্রত্যয় [Ptn.i.174]।

৯১. (১৬) স্ত্রী ইন্দ্রিয় এবং পুরুষেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে অবশিষ্ট বিশ্ব প্রকার ইন্দ্রিয় অধিপতি অর্থে সহায়ক প্রত্যয়ই ইন্দ্রিয় প্রত্যয় [539]। এখানে পঞ্চ যথা : চক্ষেন্দ্রিয় ইত্যাদি অরূপ ধর্মের প্রত্যয় অবশিষ্ট রূপ এবং অরূপ ধর্মের প্রত্যয় তদনুসারে বলা হয়েছেঃ চক্ষু ইন্দ্রিয় (প্রত্যয় হয় ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বশে). চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু (এতদসম্প্রযুক্ত ধর্মের)। শ্রোত ইন্দ্রিয় ... ঘন্ধ ইন্দ্রিয় ... জিহ্বা ইন্দ্রিয়... কায় ইন্দ্রিয় ... ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ে বশে প্রত্যয়। কায় বিজ্ঞান ধাতু এবং এতদসম্প্রযুক্ত ধর্মাদিও। ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বশে রূপীয়জীবিতেন্দ্রিয় একটি প্রত্যয়। ভিন্ন প্রকার রূপীয়তা কর্মজ কারণ। ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বশে অরূপ ইন্দ্রিয় একটি প্রত্যয়। যেহেতু এতদসম্প্রযুক্ত ধর্মাদি এবং তদ্বারা তৎসমুত্থিত রূপ বলে। কিন্তু প্রশ্নাংশে বলা হয়েছেঃ 'প্রতিসন্ধিক্ষণে ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বশে, বিপাক অব্যাকৃত ইন্দ্রিয়াদি একটি প্রত্যয় হয়। যেহেতু এতদসম্প্রযুক্ত স্কন্ধাদি এবং কর্মজ রূপীয়তার কারণ' [Ptn.i-175]।

৯২. (১৭) ধ্যানের সব সপ্তোপাদান সব যা শ্রেণিকৃত হয়েছে কুশল, ইত্যাদি বশে। যমক ব্যতিরেকে যেমন সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞানে যে উপাদানসমূহ সহায়ক যা ধ্যানাবস্থা সংগঠনে সহায়তা করে তাকে ধ্যান প্রত্যয় বলে। তদনুসারে বলা হয়েছেঃ ধ্যানোপাদানসমূহ একটি প্রত্যয়, ধ্যান প্রত্যয় বশে। ধ্যান সম্প্রযুক্ত ধর্মাদি এবং তদ্বারা রূপাবলি সমুত্থিত' [Ptn.i-6]। কিন্তু প্রশ্নাংশে বলা হয়েছেঃ "প্রতিসন্ধিক্ষণে (মাতৃগর্ভে) বিপাক অব্যাকৃত ধ্যানোপাদান ধ্যান প্রত্যয় বশে ধ্যানোপাদান একটি প্রত্যয়। যেহেতু সম্প্রযুক্ত স্কন্ধ এবং রূপীয়তার কর্মজ কারন[Ptn.i-175]।'

৯৩. (১৮) কুশল ইত্যাদি বশে দ্বাদশ মার্গ উপাদান শ্রেণিকৃত হয়েছে। বহির্দ্বারে যা ঘটুক না কেন এ অর্থে তা হল মার্গ প্রত্যয়। তদনুসারে বলা হয়েছে মার্গ প্রত্যয়বশে মর্গোপাদান সমূহ প্রত্যয়। যেহেতু এতদসম্প্রযুক্ত ধর্মাদি এবং তদ্বারা রূপাবলি সমুত্থিত [Ptn.i-6] কিন্তু

প্রশ্নাংশে বলা হয়েছে: "প্রতিসন্ধিক্ষণে (মাতৃগর্ভে) বিপাক অব্যাকৃত মার্গোপাদান একটি প্রত্যয় মার্গ প্রত্যয় বশে। যেহেতু সম্প্রযুক্ত স্কন্ধ এবং কণীয়তার কর্মজ কারণ [Ptn.i-176]।" কিন্তু এ দুটি যথা : ধ্যান এবং মার্গ প্রত্যয় জ্ঞাতব্য যে, দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞানে এবং অহেতুক বিজ্ঞানে। (৩৪-৪১, ৫০-৫৬, ৭০-৭২)

৯৪. (১৯) সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হল : একই কায়িক বাস্তু, একই আলম্বন, একই নিরোধ, একই উৎপাদন, একই নিরোধ-এসব অরূপ ধর্ম সংশ্লিষ্টতায় সম্প্রযুক্ত প্রত্যয়। তদনুসারে বলা হয়েছে: সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় হল পরস্পর চার অরূপ স্কন্ধের সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় [Ptn.i-6]।

৯৫. (২০) একই রূপীয় ভিত্তি না হয়েও রূপীয় বিষয় (ধর্ম) অরূপ বিষয়কে (ধর্ম) যে উপকার করে এবং অরূপ বিষয় যে রূপীয় বিষয়কে যে সহায়তা করে তাকে বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় বলে। ইহা ত্রিভাজিত; যথা : সহজাত, পরেজাত এবং পূর্বেজাত। এজন্যে বলা হয়েছে: সহজাত কুশল স্কন্ধ চিত্ত দ্বারা উত্থিত রূপের বিপ্রযুক্ত প্রত্যয়ে প্রত্যয় হয়। পরেজাত কুশল স্কন্ধ পূর্বেজাত বর্তমানের এ কায়ের বিপ্রযুক্ত প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয় (৫৪০)। কিন্তু অব্যাকৃতের সহজাত পদে বলা হয়েছে: প্রতিসন্ধিক্ষণে বিপাক অব্যাকৃত স্কন্ধাদি প্রত্যয় হয় বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় বশে। এজন্য কায়িক ভিত্তি রূপীয় প্রকারের কারণে কর্মজরূপ হয়। স্কন্ধাদি বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় বশে প্রত্যয় হয়। সে কারণে কায়িক ভিত্তি এবং স্কন্ধের কায়িক ভিত্তি [Ptn.i-1766] হয়। কিন্তু, চক্ষু ইন্দ্রিয়াদি পূর্বেজাত বশে জ্ঞাতব্য এবং কায়িক ভিত্তি। সে অনুসারে বলা হয়েছে : পূর্বেজাত চক্ষু আয়তন (বিপ্রযুক্ত বশে প্রত্যয়)। চক্ষু বিজ্ঞানের ....। কায় আয়তন কায় বিজ্ঞানের বিপ্রযুক্ত প্রত্যয়। কায়িক ভিত্তি (বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় বশে প্রত্যয়) বিপাক অব্যাকৃত এবং ক্রিয়া অব্যাকৃত স্কন্ধের ....। কায়িক ভিত্তি (বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় বশে প্রত্যয়) কুশল স্কন্ধের ...। কায়িক ভিত্তি [বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় বশে প্রত্যয়] অকুশল স্কন্ধ সমুহের জন্য [Ptn.i-176-77]।

৯৬. (২১) এক অবস্থা যা দ্বারা উপস্থিতি বৈশিষ্ট্যায়িত, কেন্দ্রিভূত সহায়ক অবস্থা, তা অস্তি (উপস্থিতি) প্রত্যয়। এজন্যে সপ্ত বিভাজিত একটি মর্মার্থ এতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তদনুসারে অরূপ স্কন্ধ, মহাভূত, নাম-

রূপ, বিজ্ঞান, চিত্ত-চৈতসিক, আয়তন, এবং কায়িক (হৃদয়) ভিত্তি। সে মতে উক্ত হয়েছে।" চার অরূপ স্কন্ধ উপস্থিতি (অস্তি) প্রত্যয় বশে, পরস্পর প্রত্যয় হয়। চার মহাভূত উপস্থিতি প্রত্যয় বশে পরস্পর প্রত্যয় হয়। মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম-রূপ পরস্পর (উপস্থিতি প্রত্যয় বশে প্রত্যয় হয়)। চিত্ত-চৈতসিক অবস্থায় ...। বিজ্ঞান দ্বারা উৎপত্তি রূপের জন্য। চার মহাভূত ব্যুৎপত্তি রূপের জন্য। চক্ষু আয়তন ... (এতদ সংশ্লিষ্ট অবস্থার জন্য) চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু। [শ্রোত্রায়তন..., ঘ্রায়তন .... জিহ্বায়তন ...] কায় আয়তন .... কায় বিজ্ঞানের আয়ত ধাতুর জন্য ...। রূপায়তন [চক্ষু বিজ্ঞান ধাতুর জন্য, শব্দায়তন ... গন্ধায়তন ... রসায়তন ...]। কায় বিজ্ঞান ধাতু এবং এতদসংশ্লিষ্ট অবস্থার জন্য উপস্থিত প্রত্যয় বশে স্পৃষ্টব্যায়তন একটি প্রত্যয় হয়। চক্ষু বিজ্ঞান আয়তন ... [শব্দায়তন ... গন্ধায়তন .... রসায়তন ....] মনোধাতু এবং এতদসংশ্লিষ্ট অবস্থার জন্য অস্তি প্রত্যয় বশে রূপায়তন একটি প্রত্যয় হয়। মনোধাতু, মনোবিজ্হান ধাতু এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উপস্থিতি প্রত্যয় বশে রূপীয় মনোধাতুর নিশ্রয় এবং মনোবিজ্ঞান ধাতুর একটি প্রত্যয় হয় [Ptn.i-6]।

৯৭. কিন্তু প্রশ্নাংশে সহজাত, পূর্বেজাত, পরেজাত, কবলীকতাহার এবং ইন্দ্রিয় সুব্যবস্থাপনের পর সহজাতের অধীনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : অস্তি (উপস্থিতি) প্রত্যয়, তিন স্কন্ধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট রূপ সমুত্থিত দ্বারা প্রত্যয়, বশে এক স্কন্ধ একটি প্রত্যয় হয় [Ptn.i-178]। পূর্বেজাত চক্ষু ইত্যাদি অনুসারে পূর্বেজাত অধীনে বর্ণনা করা হল। এ দেহের পরেজাত বিজ্ঞান, এবং চিত্ত চৈতসিক অনুসারে পরেজাত এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কবলীকৃতাহার এবং ইন্দ্রিয়াদি (ক্রমানুসারে) বর্ণনা এভাবে প্রদত্ত হয়েছে, এ কায়ের জন্য (৫৪৫)অস্তি প্রত্যয় বশে কবলীকৃতাহার একটি প্রত্যয় হয়। এবং কর্মজ রূপকায় কারণে অস্তি প্রত্যয় বশে রূপকায় জীবিতেন্দ্রিয় একটি প্রত্যয় হয় [Ptn.i-178]।

৯৮. (২২) অরূপ ধর্মাদি তাদের তাদের নিরুদ্ধমানতার দ্বারা (পূর্বে) অরূপ ধর্মাদিকে অবকাশ সুযোগ দিয়ে সহায়তা (উপকারক) করে, প্রত্যক্ষ (পরেই) তাদের পর নাস্তি প্রত্যয় হয়। তদনুসারে বলা হয়েছে "বর্তমান চিত্ত চৈতসিকের জন্য চিত্তচৈতসিক (পরের) ধর্মাদি যার উৎপদ্যমানতা

(পূর্বে) একটি প্রত্যয় নিরুদ্ধ হয়েছে । বর্তমানের চিত্ত চৈতসিকের নাস্তি প্রত্যয় বশে [Ptn.i-7] প্রত্যয় হয়।

৯৯. (২২) সেসব ধর্মাদি তাদের অনুপস্থিতির কারণে সহায়তা করে, তাই ইহাকে বিগত প্রত্যয় বলে। তদনুসারে বলা হয়েছে "চিত্ত চৈতসিক ধর্মাদি যার ঘটমানতা নিরুদ্ধ হয়েছে তা একটি প্রত্যয়। বর্তমান চিত্ত চৈতসিক ধর্মের জন্য বিগত প্রত্যয় বশে [Ptn.i-7] প্রত্যয় হয়।

১০০ (২৪) একই ধর্মাদিতে (বর্তমান) অস্তি প্রত্যয় হয়। যেহেতু তাদের অবিগতরূপে সহায়তা করে বলে অবিগত প্রত্যয় হিসেবে জ্ঞাতব্য। অথবা এই দ্বিরুক্তি শিক্ষার সুচারুতা বিন্যাসে শিক্ষাকর্মীগণের সুবিধার জন্য যেমন বলা হয়েছে (ধম্ম সঙ্গামি মাতিকায়) এই দ্বিরুক্ত হতে বিগত হেতু বিহীন দ্বিরুক্তে পরে প্রদত্ত হয়েছে।'

[কিরূপে অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার ?]

১০১. **এ মুহূর্তে এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় ঃ**
পচ্চযো হোতি বিঞ্ঞানং দুবিধা নেকধা পন,
পরেসং পচ্ছিমানং সা একধা পচ্চযোমতা।

–সেসব পুণ্য আর অবিদ্যা হেতুতে,
প্রত্যয় হয় দুপ্রকারে রয়েছে তাহাতে।
অত:পর রয়েছে আরো বহু প্রকার,
কিন্তু অবশেষে হয় মাত্র একপ্রকার।

১০২. এখানে পুণ্য অবিদ্যা প্রত্যয় দুই প্রকারে হয়। এ প্রত্যয় দুই প্রকারে হয়ে থাকে। যথা: আলম্বন প্রত্যয় এবং উপনিশ্রয় প্রত্যয় বশে। আলম্বন প্রত্যয় বশে অবিদ্যা একটি প্রত্যয়। তা অবিদ্যার ক্ষয়, ব্যয় করার জন্য অনুধ্যানের সময় কামাবচর পুণ্য সংস্কার আলম্বন প্রত্যয়ে এক প্রত্যয় হয়। অভিজ্ঞান চিত্তের দ্বারা সম্মোহ চিত্ত জানার সময় রূপাবচর হয়। অবিদ্যাকে অতিক্রম করার জন্য দানাদি কামাবচর পুণ্যক্রিয়া বস্তু পূরণ করা হয়এবং রূপাবচর ধ্যানাদি উৎপাদনের জন্য তাদের দুই উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় হয়। তথা অবিদ্যামূল উৎপাটন করে, কাম, রূপ, অরূপ ভব সম্প্রযুক্ত সম্পত্তি প্রার্থনা করে পূণ্যাদি সম্পাদন করে।

সেরূপ পুণ্যকামীর কাছে অবিদ্যাকে উপনিশ্রয় করে প্রত্যয় বশে প্রত্যয় হয়।

১০৩. **পরবর্তীতে বহুবিধ বশত :** অপুণ্য সংস্কার প্রত্যয় বহুবিধ। কিরূপে ? অবিদ্যাকে মুখ্য করে রাগাদি উৎপত্তির সময় অবিদ্যা আলম্বন প্রত্যয় হয়। পরে অবিদ্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাতে অনুরক্তির সময় অবিদ্যা আলম্বন অধিপতি ও আলম্বন উপনিশ্রয় প্রত্যয় হয়ে থাকে। ফলে অবিদ্যার মূল ও ফলাফল দর্শন না করে প্রাণী হত্যাদি সম্পাদন করে অবিদ্যা মূর্খ ব্যক্তির অবিদ্যা হয়ে উপনিশ্রয় প্রত্যয় হয়। এরূপ অবস্থায় অবিদ্যা দ্বিতীয় দ্রুতাবেগ (জবন) এর অন্তর, সমনন্তর, অনন্তর উপনিশ্রয় আসেবন নাস্তি ও বিগত প্রত্যয় হয়ে থাকে। যে কোন অকুশল (অবিদ্যা) সম্পাদনকারীর পক্ষে হেতু, সহজাত, অন্যান্য নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও বিগত প্রত্যয় হয়। এরূপে অনেক (বহুবিধ) প্রত্যয় হয়ে থাকে।

১০৪. শেষান্তে মাত্র এক প্রকার প্রত্যয় : অনেঞ্জা (শান্ত, স্থির) সংস্কারের সাথে অবিদ্যার উপনিশ্রয় হলে প্রত্যয় মাত্র এক প্রকার হয়। পুণ্য অভিসংস্কারের বেলায় ও এই উপনিশ্রয়ভাব একই প্রকার নিয়ম।

[কোন একক হেতু হতে একক ফল হয় না]

১০৫. এখানে ইহা জিজ্ঞাসা, কিন্তু তা কিরূপে ? অবিদ্যা কি সংস্কারের একমাত্র প্রত্যয় অথবা অন্যকোন প্রত্যয় আছে ? এখানে কী অবস্থিতি বিরাজ করে ? প্রথমতঃ যদি ইহা একমাত্র হয় তবে এক হেতুবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু তারপর যদি তাতে অধিক থাকে ? তবে "অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার"- একমাত্র কারণ- এ কথা যুক্তিপূর্ণ নয় আবার অযৌক্তিকও নয়। তবে তা কেন ? কারণটি এরূপ :

একং ন একতো ইধ নানেক মনেক তোপি নো একং,
ফলমত্থি, নত্থি পন এক হেতু ফল দ্বীপেন অত্থো।

– একক হেতুতে না পাবে, কোন উৎপাদন,
ফল এক কিংবা বহু ; একফল বাহুত্বে না হন।
যদিও বা সহায়ক তা ব্যবহারে ইয়,
প্রতিভূত ঘটে তাহা একাকে হেতু ফল রয়।

১০৬. এখানে কোন একমাত্র কারণ হতে কোন এক বা বহুফল হয় না কিংবা বহু কারণ হতে একমাত্র ফল হয় না। সুতরাং বহু কারণে বহু ফল হয়ে থাকে। (যেমন : ঋতু, পৃথিবী, বীজ, সলিল প্রভৃতি অনেক কারণযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হতে দেখা যায় বহু ফল তথা অঙ্কুর নির্গমন, যাতে দৃশ্যমান আকৃতি রূপ, রস, ইত্যাদিযুক্ত ফল উৎপত্তি হতে দেখা যায়। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক একটি হেতু এবং ফল এভাবে প্রদান করে।"

১০৭. **অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান"**- এখানে তার অর্থ এবং ব্যবহার (প্রয়োগ) বিদ্যমান। ভগবান কর্তৃক এক হেতু এক দল ব্যাখ্যামূলক দেশনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তিনি নিজেকে প্রাধান্য দিতে। কখনো প্রাকটভাবে, কখনো বা অসাধারণত্ব প্রদর্শন করতে, কখনো বা দেশনাকে শোভন ও প্রাঞ্জল করতে এবং শিক্ষাকামীদের আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য একমাত্র হেতু বা ফলের বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। এরূপ উদাহরণ রাখার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন, কারণ ইহাতে শিক্ষার মূল উপাদান এবং অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যিক ছিল আবার কখনো সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মাধ্যম।

গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশে, **"স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা"** (M. 1. 261) বলে তিনি উল্লেখ করেছেন 'এক হেতু এবং এক ফল' যেহেতু এসব হল মূল উপাদান। স্পর্শ হল বেদনার মূল উপাদান। যেহেতু বেদনার প্রকারভেদ বিবৃত হয়েছে স্পর্শের প্রকার ভেদের ভিত্তিতে। বেদনা হল স্পর্শে মূল ফল। কারণ স্পর্শ সংজ্ঞায়িত হয়েছে বেদনার প্রকার ভেদ অনুসারে (যা উৎপন্ন করে)। তিনি একমাত্র হেতু উল্লেখ করেছেন, "শ্লেষ্মার কারণে রোগ " (A. V. 110) কারণ তাই এখানে প্রাকট। এখানে যা প্রাকট তা হল শ্লেষ্মা, কর্ম ইত্যাদি নয়। (একই সূত্রের পরে উল্লিখিত)। তিনি 'একমাত্র হেতু' সম্বন্ধে বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, যে কোন অকুশল ধর্ম অজ্ঞ মনোনিবেশের মধ্যে নিহিত।" (S.V. 91) কারণ ইহা সর্ব মহলের মধ্যে সাধারণ নয়। যেহেতু অকুশল বিষয়ের মধ্যে অজ্ঞে মনোযোগ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত [ধর্ম] নয়। এভাবে বলা যায়, "কায়িক ভিত্তি এবং

১০৮. আলম্বন করার কাছে সমান প্রচলিত। তাৎপর্যত: যদিও সংস্কারের অপরাপর হেতু যেমন কায়িক ভিত্তি এবং আলম্বন, সহজাত ধর্ম ইত্যাদি,

প্রকৃত পক্ষে বিদ্যমান, তৎসত্ত্বেও সংস্কারের (প্রথমতঃ) প্রতিভূরূপে অবিদ্যা দায়িত্ব সম্পন্ন করে। কারণ ইহা সংস্কারের অপরাপর হেতু। কারণের যেমন তৃষ্ণা ইত্যাদি মূল উপাদান। সেজন্য বলা হয়েছে : "যে সুখানুভব দর্শনে বাস করে তার (আসব) তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে।' (S. ii-84) এবং অবিদ্যা উৎপত্তিতে তৃষ্ণার উৎপত্তি (M. i. 55) এবং পুনশ্চ, ইহা অনিবার্য যে, ভিক্ষুগণ অবিদ্যাপ্রসূত না জেনে সে পুণ্য সংস্কার গঠন করে।" (S. ii-82) এবং সর্বশেষ ইহা সকলের কাঝে জ্ঞাত নয়। (৫৪৩) সে কারণে এ ব্যাখ্যানুসারে প্রতিভূ হেতুর আচরণে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রের ফল রূপে জ্ঞাতব্য।

১০৯. এখানে জিজ্ঞাস্য যে, এরূপ গ্রহণ যোগ্য হলেও অবিদ্যা অগ্রহণীয় এবং পুরোপুরি প্রত্যাশিত ফল। তাহলে কিরূপে পুণ্য সংস্কার ও শান্ত (আনেঞ্জ) পদ সংস্কার কিরূপে সঠিকভাবে তা প্রত্যয় হয় ? এ বিশ্বে যেমন নিম বীজ হতে ইক্ষু উৎপন্ন হয় না- তাহলে কেন তা সঠিক হবে না? (অর্থাৎ এ দর্শনের বাইরে দার্শনিকদের মধ্যে এরূপে স্বীকৃত।) ঃ

বিরুদ্ধো চারিরুদ্ধা চ, সদিসা সদিসো তথা,
ধম্মানং পচ্চয়ো সিদ্ধো বিপাকা এবতে চন।
বিরুদ্ধে আছে যত উভয়, অবিরুদ্ধ,
একাবস্থা প্রত্যয় তথা পাবে অবিরুদ্ধ।
উভয়েতে হতে পারে প্রিয়া প্রিয় তথা,
বিপাক তাতে নাহিরচে এসবের যথা।

১১০. প্রত্যয়যুক্ত, যাবতীয় ধর্ম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। এসবের উপস্থিতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগুণাবলী, ক্রিয়া কর্ম এবং অপরাপর বশে বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ হতে পারে। পূর্ববর্তী চিত্ত পরবর্তী চিত্তের স্থানে (বর্তমানে) বিরুদ্ধ প্রত্যয় হয়। যেমন পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণের কৌশল যেমন পরবর্তীতে প্রবর্তিত শিল্প কর্মের বিপরীত স্থানে অবস্থিত। রূপীয় ব্যক্তিসত্তায় বিরুদ্ধ বশে কর্ম প্রত্যয় হয়। দুগ্ধ ইতাদি দধির জন্য। আলোক চক্ষু বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ ক্রিয়া এবং তদ্রূপ মাতালদের জন্য গুড়াদি [আসব]। কিন্তু চক্ষুরূপ বিজ্ঞান ইত্যাদি বর্তমানের চক্ষু বিজ্ঞান ইত্যাদির অবিরুদ্ধ প্রত্যয়। এবং প্রথম জবন (আবেগময়তা) পরবর্তী জবনাবেগ হল প্রত্যয় এবং ব্যক্তির উপাদান এবং ক্রিয়ায়

১১১. অবিরুদ্ধ। এবং যেমন বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ বশে প্রত্যয় ঘটায় তেমনি তা সদৃশ। অসদৃশে ক্রিয়া শীল। উদাহরণ স্বরূপ রূপ বলতে ঋতু আহার বোঝায় এবং তা রূপের অবিরুদ্ধ প্রত্যয়। শালি ধানবীজ ইত্যাদি শালি শস্য, ইত্যাদির জন্য। রূপ অরূপের প্রত্যয় তদ্রুপ অরূপ রূপের প্রত্যয়। অসদৃশের জন্য সদৃশ। এবং গো লোম এবং ছাগ লোম, বিজ্ঞান এবং দধি, তিল, ছাতু (ময়দা) ইত্যাদি যথাক্রমে দুর্বাঘাস, ভূ-তৃণক ইত্যাদির কারণ ঘাস। যে ধর্মের জন্য এসব বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ, সদৃশ এবং অসদৃশ উভয় প্রত্যয় কিন্তু অনুরূপভাবে এসব ধর্মাদির বিপাক নয়। সুতরাং এই অবিদ্যা যদিও সর্বোতভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপাকের ফল এবং ব্যক্তিক গুণ নির্ভরযোগ্য, তৎসত্ত্বেও বিরুদ্ধ অথবা অবিরুদ্ধ এবং সদৃশ অথবা অসদৃশ যা হোক প্রত্যয় বশে জ্ঞাতব্য। কারণ এসব পুণ্য সংস্কারের জন্য ঘটে। এবং ইহার ধর্ম বশে প্রত্যয় পূর্বাহ্নে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন : "অজ্ঞানতাবশতঃ তথা দুঃখে অবিদ্যা ইত্যাদি যার নিরোধ হয়নি সে প্রথমত ও অতীত দুঃখে তার অজ্ঞানতার কারণে জন্মচক্রের সংস্কার দুঃখ রাশিকে সে সুখ দায়ক মনে করে। এরূপে সে ত্রিবিধ সংস্কারের জন্মদেয় আর তাহাই দুঃখের কারণ হয়। (৬২)

১১২. **অধিকন্তু ব্যাখ্যার অপর পর্যায় :**

চতুপপাতে সংসারে সঙখারাণঞ্চ লক্খণে,
যো পটিচ্চ সমুপ্পন্ন ধম্মেসু বিমুযহতে।
অভিসযথারোতি সো এতে সঙ্খারে তিবিধে যতো,
অবিজ্জা পচ্চয়ো তেসং তিবিধানং অয়ং ততো।
– এক্ষণে মানব যখন রহে অজ্ঞময়,
জন্ম- মৃত্যু চক্রাকারে যে ঘুরে চক্রময়।
সংস্কার বৈশিষ্ট্য যে রচে এইসবে
হেতু প্রত্যয় বশে উদয় ধর্ম এ ভবে। (৫৪৪)
অবিদ্যা আর সংস্কারে করে যে গঠন,
সংস্কার নামেতে আছে ত্রিবিধ বচন।
অত:পর অবিদ্যা নিজে হবে ভবিষ্যৎ,
প্রত্যয় যে প্রত্যেকের ত্রিবিধ অদ্ভুত।

১১৩. কিন্তু একজন লোক কিভাবে ত্রিবিধ সংস্কার উৎপন্ন করতে বিমূঢ় হয় ? প্রথমত যখন সে মৃত্যু সম্বন্ধে বিমূঢ় হয়। যখন সে মৃত্যুকে এভাবে দেখে : “সংস্কার ভঙ্গের কারণ মৃত্যু”- সে বিশ্বাস করে যে (স্থায়ী) একটি সত্তের মৃত্যু হল- তা একটা লোক অপর এক জন্মগ্রহণ করল ইত্যাদি।” যখন সে পুনর্জন্ম গ্রহণ- বিমূঢ় হয়ে পূনরাগমন বলে। যথা জন্মের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংস্কারের আবির্ভাব, তার ধারণা নতুন দেহে প্রাণীর স্থায়ী আবির্ভাব।

১১৫. যখন সে পুনর্জন্ম চক্র সম্বন্ধে বিমূঢ় হয় তা এভাবে চিন্তায়িত করা যায় :

খন্ধানং পটিপাটি ধাতু আয়তনানং
অব্বোচ্ছিন্নং বত্তমালা সংসারোতি পবুচ্চতি।

– স্কন্ধের রয়েছে যত অশেষ শিকল
তাতে আছে আয়তন আরো ধাতু অবিকল
বহে চলে নিরন্তর ভাঙে না ক্খণ।

সংসার চক্র বলে সবে শোন মহাজন। তার দাবি যে, ইহা ধ্রুব (স্থায়ী) প্রাণী যা, এক জগৎ হতে অন্য জগতে গমন করে। যেমন অন্য জগৎ হতে এ জগতে এসেছে।

১১৬. সংস্কারের নির্দিষ্ট এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণার পরিবর্তে সে সন্ধিগ্ধ (বিমূঢ়) হয়ে চিন্তা করে যে, সংস্কার আত্মা আত্মাধীন। ধ্রুব, শুভ ও সুখপ্রদ।

১১৭. সে প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্মে বিমূঢ় (সন্ধিগ্ধ) হয়ে অবিদ্যা ইত্যাদি কারণে সংস্কারের উদয়'। এ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে কল্পনা করে ইহা আত্মরূপে জানে, অথবা জানে না, কর্ম করে এবং কর্মের হেতু বা জন্মসূত্রে (প্রতিসন্ধিতে) আগমন করে। এবং অণু এক ঈশ্বর ইত্যাদি কল্পনায় ইহার দেহাকৃতি। বিভিন্ন স্তরে ভ্রুণ, ইন্দ্রিয়াদি পূর্ণ করে। এবং যখন স্পর্শ ইন্দ্রিয়াদিতে পূর্ণ হয় তখন বেদনাযুক্ত হয়, তৃষ্ণাযুক্ত হয়, উপাদান গ্রহণ করে, উৎসাহিত হয়। সে পরজন্মে নতুনত্ব লাভ করে। এবং চিন্তা করে। সমস্ত সত্ত্ব নির্দিষ্ট ছাঁচে নিয়তি, সঙ্গতি এবং স্বাভাবিক নিয়মে বিবর্তিত হয়।

১১৮. (D. i-53) এভাবে কল্পনা প্রষন হয়ে সে অবিদ্যার দ্বারা অন্ধ হয়ে যায়। সে এক অন্ধ লোকের মত পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে কখনও সঠিক কখনও ভুল পথে, কখনো উঁচু, নিচু, সমতল, কখনও অসমতল ভূমিতে। সেরূপ সে সংস্কার থেকে পুণ্য সংস্কার অপুণ্য সংস্কার এবং অনেঞ্জ সংস্কার উৎপন্ন করে। সুতরাং ইহা বলা হয়েছে :

১১৯. **যথাপি জচ্চান্ধ নরো অপরিনায়কো,**
একদা যাতি মগ্গেন উম্মগ্গেন পি একদা।
সংসারে সংসরং পবো তথা অপরিনাতয়ো,
করোতি একদা পুঞ্ঞং অপুঞ্ঞচমিপ চ একদা।
যদা সো ঞত্বা সো ধম্মং সচ্চানি অভিসমেস্‌সাতি
তদা অবিজ্জুপসমা উপসন্তো চরিস্‌সতিতী।

– জন এক জন্মান্ধ হাতড়িয়ে পথ চলে,
প্রদর্শক করে নাকো পথ চলাঞ্চলে।
এক সময় মার্গ এক পছন্দ সঠিক
সময়ান্তে অপর মার্গ হবে না সঠিক।
বালজন যদা করে পিছু ধাবমান
জন্মচক্রে ঘুরে মরে প্রদর্শক বিহীন।
পুণ্য আশে রত থাকে পছন্দ স্বমতে,
একরূ পেতে অপুণ্য দশা ঘটে সেই মতে।
কিন্তু যদা আয়ত্তে তার ধার্য বিনিশ্চয়,
অধিগত হয় তার সত্যচতুষ্টয়।
উপশম হয় তার সত্যচতুষ্টয়।
উপশম তার অবিদ্যা নিচয়।
অত:পর ঘটে তার শান্তি পরিচয়।

এ অংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় “অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার বর্ণিত হল। (৫৪৫)

[৩. বিজ্ঞান]

১. [৩২ প্রকার লোকীয় বিজ্ঞান :]

১২০. এ ধারার **“সংস্কার প্রত্যয় বশে বিজ্ঞান”**- বিজ্ঞান ছয় প্রকার ঃ চক্ষু বিজ্ঞান এবং ইত্যাদি। এখানে চক্ষু বিজ্ঞান দুই রকম যথা কুশল (কম্ম) বিপাক এবং অকুশল (কম্ম) বিপাক (দ্বিতীয় তালিকা দ্রষ্টব্য) বন্ধনীকৃত সংখ্যা এখানে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে কর্ণ, নাক, জিহ্বা এবং কায় বিজ্ঞান (৩৪-৩৮) এবং (৫০-৫৪)। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বাইশ প্রকার। যথা দুই কুশল এবং অকুশল বিপাক, মনো বিজ্ঞান ধাতু (৩৯-৫৫) তিন প্রকার অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু (৪০-৪১) এবং (৫০)। আট প্রকার কামাবচর বিপাক বিজ্ঞান সহেতুক (৪২-৪৯)। এবং পাঁচটি রূপাবচর (৫৭-৬১) এবং চারটি অরূপাবচর (৬২-৬৫) সুতরাং বত্রিশ প্রকার সবই লোকীয় বিপাক বিজ্ঞান। (৩৪-৬৫) ছয় প্রকার বিজ্ঞান দ্বারা সম্প্রযুক্ত। কিন্তু লোকোত্তর প্রকারের গুলো জন্মচক্র (জন্ম) ব্যাখ্যায় পড়ে না বলে সংযুক্ত করা হয়নি।

১২১. এখানে প্রশ্ন হতে পারে ; কিন্তু উপরে বর্ণিত এই বিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে ‘সংস্কার প্রত্যয়’- কিরূপে জানা যায় ? সঞ্চিত কর্মের অভাবে কর্ম বিপাক হয় না। সে কারণে এই বিজ্ঞান কর্ম বিপাক এবং কর্ম বিপাক সঞ্চিত কর্মের অনুপস্থিতিতে কর্ম বিপাক উৎপন্ন হয় না। যদি তা হতো তাহলে সব রকম কর্ম বিপাক বিজ্ঞান সব জ্ঞানীর মধ্যে উৎপন্ন হত তা হয় না। ইহাই সেই কিরূপে জানা যায় যে, যথা ‘সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান।

১২২. কিন্তু, কোন কোন সংস্কারের প্রত্যয়ের সাথে কোন কোন বিজ্ঞান থাকে ? প্রথমত ঃ কামাবচর পুণ্য সংস্কার প্রত্যয়ে নিম্নোক্ত ষোল প্রকার বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। যথা : বিজ্ঞানাদি শুরু করে পাঁচ প্রকার কুশল বিজ্ঞান বিপাক বিজ্ঞান (৩৪-৩৮) এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক প্রকার মনোধাতু (৩৯) এবং দুই প্রকার মনোবিজ্ঞান ধাতু (৪০), (৪১) এবং আট প্রকার কামাবচর বিপাক (৪২-৪৯) এবং তদনুসারে উক্ত হয়েছে কামাবচর কুশল কমের সম্পাদনের কারণে সঞ্চিত, বিপাক চক্ষু বিজ্ঞান (Dhs. 431) শ্রোত্র, গন্ধ, জিহ্বা, কায় ভিশন (Dhs. 443) বিপাক মনোধাতু উৎপন্ন হয় (Dhs. 455) সৌমনস্য সহগত মনোবিজ্ঞান ধাতু উৎপন্ন হয় (Dhs. 469) উপেক্ষা সহগত মনোবিজ্ঞান ধাতু উৎপন্ন হয় (Dhs. 486) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান

সম্প্রযুক্ত সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সংস্কারের দ্বারা, সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সংস্কারের দ্বারা উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সংস্কারের দ্বারা উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সংস্কারের দ্বারা (Dhs. 498) বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

১২৩. রূপাবচর পুণ্য সংস্কার প্রত্যয়ে পাঁচ প্রকার (৫৭-৬১) রূপাবতে বিপাক বিজ্ঞান হয়। যেমন বলা হয়েছে : "সে রূপাবচর কুশল কর্মের সম্পাদন ও সঞ্চয়ের কারণে (একই কুশল ধ্যানের উন্নয়নে) (৫৪৬) কামাবচর নির্লিপ্ত হয়ে বিপাক প্রথম ধ্যান দ্বিতীয় ধ্যান তৃতীয় ধ্যান চতুর্থ ধ্যান পঞ্চম কি ধ্যানে লাভ প্রবেশ এবং অবস্থান করেন (Dhs. 499)।

১২৪. এতে পুণ্য সংস্কারের প্রত্যয়ে পাঁচ প্রকার অকুশল বিপাক বিজ্ঞান (৫০-৫৪) উদয় হয়। যথা : মনোধাতু এক (৫৫) প্রকার, মনো বিজ্ঞান ধাতু এক প্রকার (৫৬) তদনুসারে বলা হয়েছে : "যেহেতু অকুশল কর্ম সম্পাদনের ফলে এবং সঞ্চয়ের ফলে চক্ষু বিজ্ঞান বিপাক উৎপন্ন হয় এভাবে শ্রোত ক্ষণ জিহ্বা এবং কায় বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় (Dhs-556)। বিপাক মনোগত (Dhs. 562) বিপাক মনো বিজ্ঞান ধাতু উৎপন্ন হয়। (Dhs. 564)

১২৫. অরূপ বিপাক এবং চার প্রকার বিজ্ঞান হয় (৬২-৬৫)। তদনুসারে বলা হয়েছে "অরূপাবচর কুশল কর্ম সম্পাদনের ফলে এবং সঞ্চয়ের ফলে (একই কুশল অরূপ ধ্যানের উন্নয়নে) দৈহিক সুখ দুঃখ পরিহার করে এবং (রূপ সংজ্ঞা) তিনি চতুর্থ ধ্যান লাভ এবং অবস্থান করেন, তিনি সমস্ত রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে তিনি আকিঞ্চনন্তায়তন সহগত বিজ্ঞান, এরূপে নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন সহগত, সুখ দুঃখের অতীত চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন (Dhs. 504)

১২৬. কোন সংস্কারের প্রত্যয়ে কোন বিজ্ঞান হয় জেনে কিভাবে গঠন করে তা প্রত্যেকের জ্ঞাতব্য।

[২. বিপাক বিজ্ঞানের প্রবর্তন :]

সমস্ত বিপাক বিজ্ঞান দুই হাতে উৎপন্ন হয়। যথা : ক. পুদ্গাল প্রবর্তি অনুসারে (ঘটমানতা) এবং খ. প্রতিসন্ধিক্ষণে।

এখানে তন্মধ্যে রয়েছে : 'দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান (৩২-৩৮) এবং (৫০-৫৪) দুই মনোধাতু (৩৯) এবং (৫৫) এবং অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু সুখ সহ্‌গত (৪০) অর্থাৎ তের প্রকার। এসব বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধ সম্পন্ন (ব্যবহারিক) ভবে প্রবর্তনের আকারে উৎপত্তি হয়। অবশিষ্ট ঊনিশ প্রকার তিন প্রকার প্রতিসন্ধি যথাযোগ্য অবস্থিতি অথবা প্রতিসন্ধি বশে হয়। কিরূপে ?

[ক. প্রবর্তি অনুসারে]

প্রথমত: যে কুশল বিপাক অথবা অকুশল বিপাকশত যে পুন জন্মগ্রহণ করছে। তন্মধ্যে তার সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় পরিপক্কতা অনুসারে, চক্ষু ইত্যাদি পঞ্চ অকুশল বিপাক দর্শন, শ্রবণ, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ (গ-ঝ) যথাক্রমে কর্মক্রিয়া সম্পাদনান্তে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সম্ভাব্য ঈপ্সিত বা অনিস্পিগত- মধ্যস্থ হোক দর্শনীয়াদি আলম্বন বশে যা চক্ষাদি প্রতিভাত (রূপীয়) বশে নিশ্রয় হয়। এবং পঞ্চ অকুশল বিপাক বিজ্ঞান তদনুরূপ। তন্মধ্যে পার্থক্য হল ঃ কাঙ্ক্ষিত অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত মধ্যস্থ রূপাদি বশে আলম্বন প্রবর্তিত হয়ে থাকে। এবং এই দশবিধ নির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট দ্বার, আলম্বন, কায়িক বস্তু এবং অবস্থা কার্যত অপরিবর্তনীয়।

১২৮. তারপর পরবর্তী বিপাক চক্রাদি বিজ্ঞান কুশল বিপাক চক্রাদি বিজ্ঞান, কুশল বিপাক ধাতু (৩৯) গ্রহণ কৃত্য সম্পাদন করে (১) উৎপন্ন হয়। পূর্বের মত একই আলম্বনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাতে হৃদয়বস্তু মিশ্রিত উপনিশ্রয় হয়। (৫৪৭) এবং তারপর অকুশল বিপাক বিজ্ঞানের পর অকুশল বিপাক মনোধাতু (৫৫) অনুরূপভাবে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ প্রদুটি যখন দ্বার এবং আলম্বন বশে অপরিবর্তনীয় এবং কায়িক বাস্তু অবস্থা কার্যত অপরিবর্তনীয়।

১২৯. সৌমনস্য সহ্‌গত এবং অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু কুশল বিপাক মনোধাতু পর তাদের আলম্বন আরম্ভ হয়। হৃদয়বাস্তু (ক্ষেত্র) কে নিশ্রয় করে অনুসন্ধানকৃত্য সম্পন্ন হয় এভাবে ছয় দ্বারে তীব্র আলম্বন হয় তাতে কামাবচর ভূমির লোভ সম্প্রযুক্ত সত্ত্বগণের পর ভবাঙ্গ বীথি ছিন্ন করে জবন চিত্তে গৃহীত আলম্বনে তদনুরূপ আলম্বনে এবং স্বকীয় (এক) বা দুবার প্রবর্তিত হয়। ইহা মজ্ঝিম অটঠ কথা অনুসারে বর্ণিত। কিন্তু অভিধম্ম অটঠকথা অনুসারে তদালম্বন দুইবার চিত্তে প্রবর্তিত হয়। এই

চিত্তে সে আলম্বন দুটি নামে অভিহিত। যথা তদালম্বন ও পৃষ্ঠ ভবাঙ্গ এ দুই নামে অভিহিত হয়। নির্দ্দিষ্ট দ্বারালম্বন এবং অনির্দিষ্ট বাস্তু (ক্ষেত্র) অনির্দিষ্ট স্থান কৃত্য হয়। এভাবে তের প্রকার পঞ্চ স্কন্ধ সম্পন্ন জীব লোকে প্রবর্তিতরূপে প্রচলিত বলে বিদিতব্য।

১৩০. অবশিষ্ট ঊনিশ প্রকার (৪১-৪৯) এবং (৫৬-৬৫) চিত্তের মধ্যে কোন এমন প্রকার চিত্ত নেই যে নিজ নিজ অনুরূপে প্রতিসন্ধি বশে প্রবর্তিত হয় না এই প্রবর্তনের মধ্যে কুশল অকুশল বিপাক মনোধাতুর পর দুই প্রকার অকুশল মনোবিজ্ঞান ধাতু পঞ্চদ্বারে কুশলা কুশল বিপাক মনোধাতুর পরেই সম্পাদকীয় কৃত্য হয়। পূর্বে ছয় দ্বারে উক্ত নিয়মে কুশলা কুশল বিপাক মনোধাতুর পরেই সম্পাদকীয় কৃত্য হয়। পূর্বে ছয় দ্বারে উক্ত নিয়মে তদালম্বন কৃত্য নিজের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিসন্ধি উর্দ্ধে না থাকলে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদে চিত্ত উৎপত্তিতে ভবাঙ্গকৃত্য সম্পন্ন হয়। তারপর চ্যুতি কৃত্যাদি চারটি করণীয় সম্পাদন করে। আর তা চলবান অবস্থায় (ক্ষেত্র) অনির্দিষ্ট দ্বারালম্বন স্থান কৃত্য হয়ে প্রবর্তিত হয়।

১৩১. আট প্রকার কামাবচর অহেতুক চিত্ত পূর্বোক্ত নিয়মে ছয় দ্বারে তদালম্বন কৃত্য হয়। নিজের প্রদত্ত প্রতিসন্ধির উর্দ্ধে না ভবাঙ্গ উপচ্ছেদের চিত্ত উৎপত্তিতে ভবাঙ্গ কৃত্য হয়। তার পরে চ্যুতি কৃত্যাদি তিন কৃত্য সম্পাদনকালীন নির্দিষ্ট বাস্তু (ক্ষেত্র) অনির্দিষ্ট দ্বার আলম্বন কৃত্য হয়ে প্রবর্তিত হয়।

১৩২. পঞ্চ রূপাবচর, চার অরূপবচর নিজের প্রদত্ত প্রতিসন্ধির উর্দ্ধে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদক না থাকলে চিত্ত উৎপত্তিতে ভবাঙ্গ কৃত্য হয়। অত:পর চ্যুতি কৃত্য সমূহের কৃত্যদ্বয় সম্পাদনীয়ভাবে প্রবর্তিত হয়। সে সবের রূপাবচর সমূহ নির্দিষ্ট বাস্তু আলম্বনে অনির্দিষ্ট স্থান কৃত্য হয়ে প্রবর্তিত হয়।

এইরূপে এই প্রথম ক্ষেত্র যেখানে বত্রিশ প্রকার বিধানে বিপাক বিজ্ঞান ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রবর্তনে সংস্কার প্রত্যয় প্রবর্তন হয়। তন্মধ্যে সেই সেই সংস্কার কর্ম প্রত্যয়ে এবং উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। (৫৯৮)

[২. খ. প্রতিসন্ধি]

১৩৩. যা উক্ত হয়েছে ঃ তন্মধ্যে শেষে ঊনিশ প্রকার চিত্তের মধ্যে এমন কোন চিত্ত নেই যা স্বয়ংভাবে প্রতিসন্ধিতে প্রবর্তিত হয় না। তা অতি সংক্ষিপ্ত বলে দুর্জ্ঞেয়। সে কারণে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শনের জন্য বলা হয়েছে ১. প্রতিসন্ধি কয় প্রকার ২. প্রতিসন্ধি চিত্ত কয় প্রকার ৩. কার দ্বারা প্রতিসন্ধি হয় ৪. প্রতিসন্ধি আলম্বন কি ?

১৩৪. ১. অসংজ্ঞ প্রতিসন্ধি অনুসারে প্রতিসন্ধি বিশ প্রকার।

২. উল্লিখিত বিধানে প্রতিসন্ধি চিত্ত ঊনিশ প্রকার।

৩. তন্মধ্যে অকুশল বিপাক দ্বারা অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু দ্বারা অপায়ে প্রতিসন্ধি। কুশল বিপাক দ্বারা মনুষ্যলোকে জন্মান্ধ, জন্ম বধির, উন্মত্তজন্ম, জন্মমুক্, নপুংসক ইত্যাদি। আট প্রকার কামাবচর বিপাক দ্বারা কামাবচর দেবলোকে এবং মনুষ্যলোকে পুণ্যবানগণের প্রতিসন্ধি হয়। পাঁচ প্রকার রূপাবচর বিপাক দ্বারা রূপব্রহ্মলোকে, প্রতিসন্ধি হয়। চার প্রকার অরূপাবচর বিপাক দ্বারা অরূপলোকে প্রতিসন্ধি হয়। যদ্বারা এবং সেখানে প্রতিসন্ধি হয় তা সেরূপ প্রতিসন্ধি নামে অভিহিত।

৪. সংক্ষেপত ঃ তিন প্রকার আলম্বনে প্রতিসন্ধি হয়। যথা : অতীত, বর্তমান এবং নবত্বভাব অপ্রকাশিত। (অধ্যায় ৩য়, ৩২)। ত্রসংজ্ঞি প্রতিলব্ধির কোন আলম্বন নেই।

১৩৫. এখানে তন্মধ্যে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা। আয়তনে প্রতিসন্ধি হয় অতীত আলম্বনে। দশ প্রকার কামাবচরে প্রতিসন্ধি হয় অতীতে অথবা বর্তমান দ্বারা। অবশিষ্ট নবত্বভাবের দ্বারা প্রতিসন্ধি শ্রেণিকরণ হয় না। এভাবে তিন প্রকার আলম্বনে প্রবর্তনশীল প্রতিসন্ধির মধ্যে যার অতীত আলম্বন অথবা নবত্বভাব আলম্বনের যে চ্যুতি চিত্তের সে কারণে পরে আলম্বনের অন্যতর আলম্বন দ্বারা চ্যুতির পরে হয় তিন প্রকার আলম্বনে অন্যতর আলম্বন যা প্রতিসন্ধিতে সুগতি দুর্গতি অনুসারে প্রবর্তনাকার বলে বিদিতব্য।

১৩৬. **[সুগতি থেকে দুর্গতি নিয়তিতে]** উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কামাবচর সুগতি ভূমিতে অবস্থিত পাপকৃত ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুশয্যায় শায়িতাবস্থায় - সঞ্চিত কর্মজ বশে গঠিত অথবা কর্ম নিমিত্ত মনোদ্বারে প্রতিবিম্বিত হয়। সে নিমিত্তকে লক্ষ্য করে তাতে আলম্বন উপস্থিত হয়। সে আলম্বন অবসানে জবন মনোদ্বারের পরে ভবাঙ্গ বিষয়কে আলম্বন করে চ্যুতি চিত্ত

উৎপন্ন হয়। বলা হয়েছে : "অতীত কর্ম যদি তাকে আবৃত করে ফেলে, প্রভাব বিস্তার করে (M iii-164) ইত্যাদি। সে চ্যুতি চিত্তে তা বলবৎ হয় ও দুর্গতিতে গমনের প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ইহাকে অতীত আলম্বন চ্যুতির পর অতীত আলম্বন প্রতিসন্ধি বলা হয়। (৫৪৯)

১৩৭. অপরের ক্ষেত্রে, মরণ কালে উক্তানুরূপ কর্মের ফলে নরকাদির মধ্যে অগ্নি শিখা বর্ণ ইত্যাদি দুর্গতি নিমিত্ত মনোদ্বারে আপতিত হয়। সুতরাং যখন ভবাঙ্গ চিত্ত দুবার উৎপত্তি এবং নিরোধ হয়। সে আলম্বনকে উপলক্ষ করে আবর্জন হয়। মরণাসন্ন সময় হলে বেগ নন্দীকৃত হয়ে পাঁচ জবন চিত্ত, তদালম্বন চিত্ত দুইবার এবং অনুরূপভাবে তিন মার্গচিত্ত উৎপন্ন হয়। তারপর ভবাঙ্গ (মৃত্যু) বিষয়ে আলম্বন করে এক চ্যুতি চিত্ত উৎপত্তি হয়। ইহা অতীত আলম্বনের চ্যুতির পর প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) আলম্বনে প্রতিসন্ধি চিত্ত হয়।

১৩৮. অপর আরও একটি ক্ষেত্রে, পঞ্চদ্বারের অন্যতম দ্বারে রূপাদি হেতুতে দুর্বল আলম্বনে বীথি পথে উদিত হয়। তার যথা কর্মে দ্বারা উৎপন্ন ব্যবস্থিত চিত্তের পর মরণাসন্ন দ্বারা বেগ মন্দীভূত পাঁচ জবন চিত্ত পরে দুই আলম্বন চিত্ত উৎপত্তি হয়। তারপর ভবাঙ্গ বিষয়ে আলম্বন করে এক চ্যুতি উৎপত্তি হয়। এ যাবৎ কালে ভবাঙ্গ দুই প্রত্যেকে এক করে যথাক্রমে আবর্জন (জপ), দর্শন, গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং ব্যবস্থাপন, জবন পাঁচ, তদালম্বন দুই এক চ্যুতি চিত্ত সহ পঞ্চমে অতীত চিত্তক্ষণ অতীত হয়। অত:পর এক চিত্তক্ষণের মধ্যে সে আলম্বনেই প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তি হয়।

ইহাই প্রথমত : অতীত আলম্বন উত্তীর্ণ হয়ে পরে বর্তমান আলম্বনে প্রতিসন্ধি হয়। ইহার পর অতীত আলম্বন দ্বারা সুগতি অত:পর অতীত বর্তমান আলম্বন দ্বারা সুগতি প্রতিসন্ধি দ্বারা প্রবর্তন কারক হয়।

১৩৯. **[দুর্গতি থেকে সুগতি]** কোন এক ব্যক্তি নির্দোষ কর্মীক হয়ে দুর্গতিতে (স্থিত) বর্তমান থেকে যথাক্রমে অনবদ্য নির্দোষ কর্মের ফলে পূর্বোক্ত নিয়মে সেই নির্দোষ কর্ম বা কর্ম নিমিত্ত বা মনোদ্বারে আপতিত হয়। কৃষ্ণপক্ষে শুক্লপক্ষ প্রতিষ্ঠা- করে সবই পূর্বোক্ত নিয়মে প্রবর্তিত হয় বস্তু বিদিতব্য। ইহা অতীতালম্বন দ্বারা দুর্গতি হয়ে পুতি হয়ে অত:পর অতীত বর্তমান আলম্বন দ্বারা সুগতি প্রতিসন্ধি বর্তনাকারে ঘটে থাকে।

১৪০. **[সুগতি থেকে দুর্গতি] :** কোন ব্যক্তি কর্মীক হয়ে সুগতিতে (স্থির) বর্তমান থেকে যথাক্রমে অনবদ্য নির্দোষ কর্মের ফলে যখন সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকে তখন তার অনবদ্য কর্ম সঞ্চিত ফলরূপে অথবা নিমিত্তরূপে মনোদ্বারে আপতিত হয়। তারপর তার সুকর্মের (অতীতের) তার মধ্যে মনোদ্বারে আপতিত হয়। সেজন্যে উক্ত হয়েছে : "তারপর তের অতীত সুকর্মের ফল তার উপর আপতিত হয় এবং তেকে প্রভাবিত করে এবং আবৃত্ত করে (M. iii-171) ইত্যাদি। যে ব্যক্তি কামাবচর অনবদ্য কর্ম ফল সঞ্চয় করেছে তার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। (৫৫২) কিন্তু যে ব্যক্তি কামাবচর অনবদ্য কর্মের ফল সঞ্চিত করেছে তার ক্ষেত্রে কর্ম নিমিত্ত আপতিত হয়। অত:পর পরবর্তী চিত্তবীথি জবন শেষে তদালম্বন অথবা সাধারণ জবন শেষে শুদ্ধ অথবা জবন বীথির পরে ভবাঙ্গ বিষয়ে আলম্বন করে চ্যুতি চিত্ত উৎপত্তি হয়। তার নিরোধে তদানুসারে আপাতত বিগত কর্ম অথবা কর্ম নিমিত্ত অথবা আরব্ধ অনুপস্থির ক্লেশবল-বিনতি সুগতি পরিপূর্ণ প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ইহা অতীত আলম্বন দ্বারা চ্যুতির পর অতীত আলম্বন অথবা অপ্রকাশিত আলম্বনের প্রতিসন্ধি হয়।

১৪১. অপর পক্ষে মরণাসন্ন সময়ে কামাবচর অনবদ্য কর্মের বশে মনুষ্যলোকে মাতৃকুক্ষিতে বর্ণ সংখ্যাত হয়ে অথবা দেবলোকে উদ্যান বিধান কল্প বৃক্ষের ন্যায় বর্ণ সংখ্যাত অথবা সুগতি নিমিত্ত মনোদ্বারে আপতিত হয়। তার দুর্গতি নিমিত্ত দর্শন অনুকর্মে চ্যুতি চিত্তের পর প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তি হয়। ইহা অতীত আলম্বনের দ্বার চ্যুতির পর প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান আলম্বন) প্রতিসন্ধি হয়।

১৪২. অপর পক্ষে মরণাসন্নকালে জ্ঞাতিগণ "ওহে বৎস, তোমার জন্য বুদ্ধ পূজা করা হয়েছে। তুমি চিত্ত প্রসন্ন কর" বলে' পুষ্পদাম, মালা, পতাকাদি বশে রূপালম্বন অথবা ধর্ম শ্রবণাদি, পূজাদি বশে শব্দালম্বন অথবা ধূপ-ধূনাদি গন্ধ বশে গন্ধালম্বন অথবা "ইহা, বৎস, তোমার মঙ্গলার্থে দান ধর্মাদি করা হচ্ছে" বলে মধু গুড়াদি বশে রসালম্বন অথবা "হে বৎস, ইহা স্পর্শ কর, তোমার মঙ্গলার্থে ইহা দান ধর্ম করা হচ্ছে"- বলে চীন দেশীয় মনোরম কাপড় বা সোমার দেশীয় মনোরম বস্ত্রাদি বলে তাকে স্পর্শ করিয়ে স্পর্শালম্বন অথবা পঞ্চদ্বারে উপস্থিত করে

দেয়। তদ্বারা তার আপাতত বিগত রূপাদি আলম্বনে যথাকর্মে উৎপন্ন ব্যবস্থাপন বশে মৃত্যুর আসন্নভাবের নন্দীভূত গতি বশত পঞ্চ জবন এবং দৃষ্ট তদালম্বন উৎপত্তি হয়। অত:পর ভঙ্গ বিষয় আলম্বন আর এক চ্যুতি চিত্ত, তদবসানে সেরূপ একচিত্তক্ষণ স্থিতিতে আলম্বনে প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ইহাই অতীত আলম্বন চ্যুতির পর প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান) আলম্বন প্রতিসন্ধি চিত্ত।

১৪৩. কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানের মাধ্যমে সদ্গাত চিত্তে সুগতিতে স্থিত আছেন ইত্যাদি, সেখানে তার মরণাসন্নকালে কামাবচর কুশল কর্ম নিমিত্ত গতিনিমিত্ত অথবা আলম্বন বা অন্যতর পৃথিবী বা নিমিত্ত হয়। (৫৩১) মদ্গাত চিত্ত অথবা মনোদ্বারে, আপতিত চক্ষু, শ্রোত্র বা অন্যতম কুশল উৎপত্তি হেতুভূত প্রণীত আলম্বন কেন্দ্রস্থলে আপতিত হয়। তা যথাক্রমে অসংজ্ঞায় বশে মরণাসন্ন হেতু নন্দীভূত গতির কারণে পাঁচ জবন (দ্রুত উপলব্ধি) উৎপন্ন হয়। কিন্তু যারা মদ্গাত সম্পন্ন তাদের কোন তদালম্বন নেই। সে কারণে জবনান্তরে ভবাঙ্গ বিষয়ে আলম্বন করে এক চ্যুতি চিত্ত উৎপন্ন হয়। তারপরে কামাবচর মদ্গাত সুগতি সমূহের অন্যতর গতি উপস্থিত আলম্বনসমূহের অন্যতর আলম্বন প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ইহার (অপ্রকাশিত) আলম্বনে সুগতি চ্যুত হয়ে পরে অতীত বর্তমানভুক্ত আলম্বন সমূহের মধ্যে অনতর আলম্বনেই প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়।

১৪৪. এতদানুসারে অরূপাবচর চ্যুতির পরে প্রতিসন্ধি হয় বলে জ্ঞাতব্য। ইহাই অতীত বর্তমানে আলম্বনের দ্বারা প্রতিসন্ধি প্রবর্তন প্রণালী।

১৪৫. **[দুর্গতি হতে দুর্গতিতে]** দুর্গতিতে স্থিত পাপকারীদের ক্ষেত্রে উক্ত প্রাণালী অনুসারে সে কর্ম কর্মনিমিত্ত অথবা গতি নিমিত্ত মনোদ্বারে অথবা পঞ্চদ্বারে অকুশল উৎপত্তির হেতুগত আলম্বন আপতিত হয়। অত:পর যথাকর্মের দ্বারা চ্যুতি চিত্তের পরে দুর্গতিতে নিপতিতগণের সেসব আলম্বনে অন্যতম আলম্বনে প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ইহা অতীতালম্বন দ্বারা দুর্গতির চ্যুতির অন্যতর অতীত বর্তমান আলম্বনের প্রতিসন্ধির প্রবর্তন প্রণালী।

কর্ম কিভাবে কারণ হয় ?

১৪৬. এ পর্যন্ত ঊনিশ প্রকার প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান প্রবর্জিত ও প্রদর্শিত হল।

যেসব এরূপ ঃ

পবত্তমানং সন্ধিমিহ্ কম্মেন বত্ততি,
মিস্‌সাদীহি চ ভেদেহি ভেদোস্‌স দুবিধাধিকো।

– এরূপেতে যদা ভবে সন্ধি উৎপন্ন মিলন,
থাকে তাতে দ্বিত্বসারি অধিক বচন।
মিশ্রিত কি বিমিশ্রিত কর্ম যদি হয়,
তবুও তা বিভাজিত অণুক্ষণতায়।

১৪৭. এরূপে প্রতিসন্ধি (পুনর্জন্ম গ্রন্থি) যখন ঊন বিংশতি প্রণালীতে কর্ম বিপাক উৎপন্ন হয় তা দুপ্রকার কর্মে সম্পন্ন হয়। যেমন কোন এক জনক কর্ম নানা ক্ষণিক কর্ম প্রত্যয়ের দ্বারা এবং উপ নিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয়িত হয়। [ptn. 1-107, 69]

১৪৮. ইহা জ্ঞাতব্য যে, বর্তমানের মিশ্রতাদি ভেদে দ্বিবিধাকারে বিভাগ বলে জ্ঞাতব্য। এবং ইহা আরও অধিকভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে “একমাত্র প্রতিসন্ধি বশে যদিও এই (এরূপ বিজ্ঞান) মাত্র একরূপে উৎপন্ন হয়। রূপারূপ ভেদের ইহা দ্বিধা বিভক্ত ঃ (৫৫২) কামাবচর রূপাবচর এবং অরূপাবচর ভব ভেদে ত্রিভাজিত ঃ (M. 1-50)। ইহা অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ, ঔপপাতিক যোনি বশে চতুর্বিধ ঃ (M. 1-73) গতিভেদে ইহা পাঁচ প্রকার (M. 1-78) বিজ্ঞান স্থিতি বিজ্ঞান বশে ইহা সাত প্রকার ঃ (D. iii-253) সত্ত্বগণের আবাস অনুসারে ইহা আট প্রকার (প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণী ব্যতীত) (D. iii-263)

১৪৯. এখানে মিস্‌সা দ্বিধাভাব ভেদা সভাবং তথ চ দ্বিধা
দ্বেবা তয়ো বা দমকা ওমতো আদিনাসহ।

মিশ্রণেতে দ্বিত্ব হয়, নাহি হয়,
অতএব কামসহ দ্বিত্ব তবু হয়।
ন্যূনপক্ষে দশক তাতে রয়ে প্রথমেতে
অনুক্রমে তাকে দুইয়ে হয় তথামতে।

১৫০. **[ভাবভেদে মিশ্র দুই প্রকার] :** এ ক্ষেত্রে যা অন্যত্র অরূপ ভবের রূপ পরিহার করে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে রূপভবে স্ত্রীন্দ্রিয় পুরুষেন্দ্রিয় প্রসূত ভাব ব্যতীত রূপ মিশ্রিত উৎপত্তি স্বভাব। ইহা দুই প্রকার ঃ কাম এবং নিষ্কাম। যেহেতু ইহা রূপ ভবের উৎপত্তি বলে কাম বিহীন। ইহাকে বলা হয় স্ত্রীন্দ্রিয় এবং পুরুষেন্দ্রিয় এবং যেহেতু প্রতিসন্ধি পরিত্যক্ত নপুংসক রূপে জন্ম হয়। এবং সে লিঙ্গ নিয়ে কাম ভবে সে দুই প্রকার উৎপন্ন হয়।

এবং দুই কামভবসহ ঃ এখানেও কাম দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্ত্রীন্দ্রিয় কিংবা পুরুষেন্দ্রিয় সহ দুইভাবের উৎপত্তি হয়।

১৫১. **দুই বা তিন বা দশক প্রারম্ভসহ ঃ** এখানে যা মিশ্র অমিশ্র প্রারম্ভে আগত এই আদিভূত দ্বয়ের রূপ মিশ্র প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান হয়। তৎসহ বস্তুকায় দশক বশে দ্বিবিধ। আবার বস্তুকগয় ভাব দশক অনুসারে ত্রিবিধ (অধ্যা. ১৮.৫) আকারে উৎপন্ন হয়। ইহার নিচে রূপের কোন পরিহানি হয় না। কিন্তু যখন সেই একবিন্দু পরিমাণ দুই রকম জন্মে যেমন, অণ্ডজ এবং জরায়ুজের মধ্যে স্বাভাবিক জাতি হয়। ইহার এক ফোঁটা ঘৃত পরিমাণ হলেও তাতে নব জন্মের আঁশ (ছাগ ছানার ক্ষুদ্র এক খালি কেশ) অঙ্কুরিত হয়। আর সে অঙ্কুর আঁশ (কলল) হয় প্রথম অবস্থায়। (S. 1-206)

১৫৩. এখানে কিরূপে বিভিন্ন যোনি গতি ভেদে ঘটে থাকে তা গতিভেদে জ্ঞাতব্য। সে লক্ষে উক্ত হয়েছে ঃ

নিরয়ে ভূন্মবজ্জেসু দেবেসু চ ন যোনিয়ো,
তিস্‌সো পুরিমিকা হোন্তি চতস্‌সোপি গতিত্তয়ে।

– প্রথম তিন যোনিতে কভু নাহি হয়,
নিরয়েতে কিংবা দেবতাতে শুধু নয়।
যে চরে দৃশ্যতে আছে, নিরাপদ ভূমি,
অপর গতিতে আছে ত্রিবিধ যে ভূমি।

১৫৪. এখানে “দেবতা সব” শব্দটি আছে তাতে ভূমিবাসী দেবগণ ছাড়া নরক এবং দেবতাগণের ভাবে বুঝতে হবে। সেরূপ, তৃষিত, দৈত্যগণের মধ্যে প্রথম তিন যোনি লক্ষিত হয় না। যেহেতু তারা উপপাতিক জন্ম ধারণ

করে। কিন্তু অপর তিন প্রকার যোনির মধ্যে যেমন তির্যক (পশুকুল) প্রেতকুল এবং মানবকুল রয়েছে। এবং তার উপর ভূমিবাসী দেবগণ ছাড়া চার প্রকার যোনি দেবলোকে বিদ্যমান। এক্ষণে,

১৫৫. তিংস নব চেব রূপীসু সত্ততি উদ্ধং সজ্ঞোত রূপানি,
সংসেদুপপাত যোনিসু, অথবা অবকংসতো তিংস।

রূপলোক দেবতাতে আছে একূন চল্লিশ,
ভূত প্রেত, সংস্বেদজ আহ্‌য়ে জনম।
এরূপেতে উদাহরণ সত্তর উর্দ্ধ হয়,
ন্যূনক্ষেত্রে ত্রিংশ প্রকার ভাব সুনিশ্চয়।

১৫৬. প্রথমত, ব্রহ্মালোক হতে উপপতিক যোনি পর্যন্ত চক্ষু, শ্রোত, বাস্তু শতক, জীবিত নরকাদির চার কলাপ অনুসারে ত্রিশ প্রকার এবং নতুন প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানে এবং নয় রূপীয়সহ উৎপত্তি হয়। (৫৫৩) রূপাবচর ব্রহ্মে পরিহার করে অপর সংস্বেদজ উপপাতিক যোনিতে চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রান, জিহ্বা, বাস্তু ভাব দশক ভেদে সত্তর প্রকার নিত্য দেবতাদের মধ্যে বিদ্যমান। তন্মধ্যে বর্ণ, গন্ধ, রস, এবং চার ধাতু ও চক্ষু প্রসাদ ও জীবন মিলিতভাবে দশ প্রকার রূপ সমষ্টি চক্ষু দর্শক।

১৫৭. নামে খ্যাত। অবশিষ্টসমূহ এরূপে জ্ঞাতব্য। অপকর্মে (কম পক্ষে) ত্রিশ প্রকার রূপীয় জন্মান্ধ, বধির, নাকবিহীন ও নৃসংকের জিহ্বা, কায়, বাস্তু নামে ত্রিশ প্রকার উৎপন্ন হয়। উর্দ্ধতন এবং অধঃস্তনের মধ্যে তদনুরূপ বশে বিকল্প ও বিদিতব্য।

১৫৮. এরূপে ইহা জ্ঞাত হয়ে পুনরায় ঃ

খন্ধারম্মন গতিহেতু বেদনা পীতি বিতক্ক বিচারেহি,
ভেদাভেদ বিসেসো চুতি সন্ধীনং পরিঞ্ঞেঞ্ঞ যো।

– চিত্ত নিজে গভীরতর জন্ম মৃত্যু (যুগল) বিবেচনা
স্কন্ধ, আলম্বন, হেতু গতিও বেদনা।
সুখভাব অত:পর (চিন্তা) বিতর্ক বিচার,
পছন্দ কি অপছন্দ পৃথক তারপর।

১৫৯. এখানে তার অর্থ হলো : মিশ্র-অমিশ্র (রূপীয়) ভেদে প্রতিসন্ধি দুপ্রকার। তার পূর্বাহ্নে রয়েছে চ্যুতি চিত্ত এবং এসবের স্কন্ধানুসারে পছন্দ-পছন্দ ইত্যাদি। এসব অবশ্য জ্ঞাতব। কিভাবে ?

১৬০. তা কখনো চার স্কন্ধের অরূপীয় চ্যুতির (মৃত্যু) তার চারস্কন্ধ আলম্বনে অভিন্ন প্রতিসন্ধি হয়। কখনও অমদ্গত বাহির আলম্বন দ্বারা মহদ্গত অন্তরালম্বনের দ্বারা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত অরূপ ভূমি প্রণালীতে (বিবৃত)। (আবার) কখনো কখনো চারস্কন্ধের অরূপচ্যুতির পর পঞ্চস্কন্ধ কামাবচর প্রতিসন্ধি হয়। কখনো পঞ্চস্কন্ধের দ্বারা কামাবচর চ্যুতি, রূপাবচর চ্যুতি কিংবা পরে চতুস্কন্ধের অরূপ প্রতিসন্ধি হয়।

এরূপে অতীত আলম্বন চ্যুতি হতে বর্তমান আলম্বন প্রতিসন্ধি হয়। উপেক্ষা সহ্গত চ্যুতির পর সৌমনস্য সহ্গত প্রতিসন্ধি হয়। অপ্রীতিক চ্যুতির পর সম্প্রীতিক প্রতিসন্ধি হয়। অবিতর্ক চ্যুতির পর সবিতর্ক প্রতিসন্ধি। অবিচার চ্যুতির পর সবিচার প্রতিসন্ধি অবিতর্ক অবিচার চ্যুতির পর সবিতর্ক সবিচার প্রতিসন্ধি।

এরূপে এসবের যথাযোগ্যভাবে বিপরীতভাবে যথাযোগ্য বিবেচনা করা কর্তব্য।

প্রজ্ঞা বিবরণ

প্রজ্ঞা ভূমির বিবরণ

অধ্যায় ১৭ (২)

১৬১. **লদ্ধপ্‌পচ্চয় মিতি ধম্মমত্তমেতং ভবন্তর মুপেতি**
নাস্‌স ততো সঞ্চন্তি ন ততো হেতুং বিনা হোতি।

– মাত্র এক ধরমেতে আছয়ে প্রত্যয়,
ভবান্তরে ঘোষে স্থিতি অতি সুনিশ্চয়।
যেহেতু অতীত হতে হয় না সংক্রমণ,
হেতু বিনা নাহি ঘটে জান বিচক্ষণ।

১৬২. সুতরাং ইহা যখন প্রত্যয় সংযুক্ত হয়ে রূপ এবং অরূপধর্ম উৎপন্ন করে তখন ভবান্তরে গমন করে। বলা হয়েছে- তাতে পরবর্তীতে ভব উৎপন্ন হয়। ইহাই স্থায়ী জীব (৫৫৪) কোন আত্মা নয়। এখানে ইহাই অতীত

ভব হতে সংক্রমণ ও নয় কিংবা এখানে তা উহা হতে বিনা কারণেও ঘটে না।

১৬৩. আমরা মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু (চ্যুতি) এবং জন্ম (প্রতিসন্ধি) নিয়ে ইহা ব্যাখ্যা করব। অতীত ভবে স্বাদযুক্ত উপক্রমণের দ্বারা অথবা মরণের আসন্নতায় সর্বাঙ্গ সন্ধি বন্ধন ছেদ জনিত মরণান্তক বেদনা সংস্থার উপস্থিত হয়। (তা) অসহনীয় তপ্ততায় থাকে। প্রক্ষিপ্ত হরিতকী, তাল পত্রের মত ক্রমে উপরস্থ মান সদৃশ শরীরের নিরোধে চক্ষাদি ইন্দ্রিয়ে হৃদয়বাস্তু প্রতিষ্ঠিতের কায়েন্দ্রিয়- মনেন্দ্রিয়- জীবিতেন্দ্রিয়ে তৎক্ষণাৎ অবশেষে হৃদয়রাস্ত সংমিশ্রিত বিজ্ঞান গুরু কর্মীক সেবিত-আসন্ন পূর্ণ কৃতের মধ্যে অন্যতর লাভ করে প্রত্যয় সংস্কার সংখ্যক কর্ম। তদুভয়ের উপস্থিতি অথবা কর্ম গতি নিমিত্ত সংখাত (জনিত) বিষয় (আরম্ভ) প্রবর্তিত হয়। তখন পর্যন্ত প্রবর্তমান তৃষ্ণা অবিদ্যা নিবোধ হয়নি বলে অবিদ্যা আচ্ছাদিত কারণে যে বিষয়ে তৃষ্ণা নমিত হয়। তাতে সহজাত সংস্কার দ্রুততর হয়। সে সন্ততি বশে তৃষ্ণায় ম্রিয়মান সংস্কারে দ্রুততর উত্তরণ হয়। তীরে বৃক্ষে নিবদ্ধিত রজ্জু অবলম্বন করে জলস্রোত অতিক্রমের ন্যায় পূর্ববর্তী নিশ্রয় ত্যাগ করে। অপর পক্ষে কর্মোৎপন্ন নিশ্রয়কে আশ্রয় করে অস্বাদযুক্ত বা নিস্বাদমান অথবা আলম্বনাদির দ্বারা প্রত্যয় প্রবর্তিত হয়।

১৬৪. এখানেও এসবের পূর্ববর্তী (চিত্তের দুই ধর্ম) কে চ্যুতি (মৃত্যু) যেহেতু স্থানান্তরণ (পতন) এবং পরবর্তীকে বলা হয় পুন:জন্ম (জন্ম) (প্রতিসন্ধি)। যেহেতু ইহা পরের ভবকে সংযুক্তন দ্বারা (প্রতিসন্ধি) শূন্যতা অতিক্রম করে প্রারম্ভকে পৃথক করে দেয়। কিন্তু জ্ঞাতব্য যে, ইহা পূর্বভব থেকে এখানে আগমন ও নয় কর্ম সংস্কার, ঠেলা (ধাক্কা) প্রভৃতি ব্যতীত আলম্বন ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন ও হয়নি।

১৬৫. সিয়ুং নিদস্সনালেখ, পটিঘোসাদিক অর্থ
সন্তান বন্ধতো নথি, একতা নাপি ননিতা।

– প্রতিধ্বনি এক বা সেরূপ হয় না যোগান
এখানেকে সংখ্যাগত সংযোগ প্রদান।
এখানেতে সন্ততি (বহমান) করে না স্বীকার,
নেই তাতে একত্ব নানাত্ব স্বীকার।

১৬৬. এখানে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী ভব হতে এখানে আগমন নয়, অতীত ভবের পরিপূর্ণতার কারণে এবং উৎপত্তি স্বরূপ। যেমন প্রদীপে, মুদ্রণে প্রতিবিম্বাকার নিদর্শন যেমন প্রতিধ্বনি প্রদীপ, মুদ্রা, ছায়া, শব্দাদি হেতু হতে উৎপত্তি অন্যতমের আগমন হয়। এই চিত্ত ও সেরূপ।

১৬৭. এখানে সন্ততির কোন একত্ব বন্ধন নেই, সেই নানত্বের বন্ধন। যদি সন্ততি বর্জনরূপে নিকটাবদ্ধ হত তবে দুধ হতে দধি সম্ভূত হত না। অথচ একান্ত অন্তরই হত। দুধের অধীন দধি হত না। এ নিয়মেই সবই হেতুভূত হেতু হতে উৎপন্ন। এরূপ হলে সর্বলোকে ব্যবহার (রীতি) লুপ্ত হয়ে যেত। তা হলে সবই অসমাপ্ত হত। তদ্ধেতু এখানে নিকটাবদ্ধ বা নানত্বে উপগমন উচিত নয়। (৫৫৫)

১৬৮. এখানে জিজ্ঞাস্য : যদি সন্ততি সুস্পষ্ট না হত তবে এ মানবীয় স্কন্ধের নিরোধের ফল অন্য ব্যক্তির হত কিংবা অন্য (কর্মের) কারণে। যেহেতু কর্মই ফলের হেতু না হলে (তা হলে ফল কোথা হতে হবে ?) কার ফল যার ভোক্তা নেই ? সুতরাং এ সূত্র সন্তোষজনক বলে মনে হয় না।

১৬৯. এখানে তার উত্তর :

সন্তানে যং ফলং এতং ঞাঞ্ঞস্স ন চ অঞ্ঞতো,
বীজানং অভিসঙ্খারো, এতস্সত্তস্স সাধকো।

– ধর্মমাত্র এক যাতে, হেতু বর্তমান,
ঘোষকের অবস্থিতি থাকে ঘটমান।
যদা ইহা নাহি আসে প্রব্রজন অতীত,
অতীতের হেতু ভিন্ন তাহাও ব্যতীত।

এক সন্ততি হতে উৎপদ্যমান ফল তথা হতে একান্ত একত্ব-নানাত্ব মতে সিদ্ধি অন্যথা হয় অথবা অন্য হতে হয় না। ইহার এবং অধিকন্তু বীজের গঠনানুসারে ইহার অর্থ দাঁড়ায় : একবার আম ইত্যাদি বীজের গঠনানুসরণ ভাবে হলে, পদ বিক্ষেপ হলে, বীজের সন্ততিতে যে নির্দিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে হেতু সমূহের লাভের ফলে, অন্য বীজের ফরের মত কিংবা অপর কোন ব্যুৎপত্তি রীতির হেতুতে হয় না। এবং সে সমস্ত বীজ অথবা ব্যুৎপত্তিগত রীতি যেখানে ফল সেখানে স্বয়ং উপনীত হয় না। ইহাই এখানে সাদৃশ্যতা। ইহার অর্থ এখানে আরো জানা যায় যে বিদ্যা,

শিল্প, ওষুধ ইত্যাদি সম্বন্ধে জীবনে শিক্ষিত হলে তার ফল বৃদ্ধকালে সুফল দেয়।

১৭০. দেয়। এখানে জিজ্ঞাস্য কার ফল যার কোন ভোক্তা নেই তার ? তন্মধ্যে :

ফলস্সুপ্পত্তি যা এব সিদ্ধ্য ভুক সম্মুতি,
ফলুপ্পাদেন রুক্খস্স যথা ফলতি সম্মুতি।
– 'ভোক্তা' এক রীতি আছে জানহ সুজন,
ফল ফলানো যার প্রীতি থাকে বর্তমান।
বলে তারা 'ফল ইহা' যথা প্রথমত
বৃক্ষোপরি যদা ফলে ফল সমমত।

১৭২. শুধুমাত্র বৃক্ষের ফলোৎপত্তির কারণে যা বৃক্ষের একটি অঙ্গ বিশেষ নিয়ে বৃক্ষ বলা হয়, যাকে বলা যায় "বৃক্ষফল" অথবা "বৃক্ষে সফল" সে কারণে ফলের উৎপত্তির হেতুমাত্র, যাতে সুখ দুঃখ সম্পৃক্ততা ভোগ হয়। ইহা স্কন্ধাদির একটি অঙ্গ মাত্র থাকে 'দেবতা' ও 'মানুষ' বলা হয়। বলা হয়েছে 'একটি দেবতা বা মানুষ শুধু সুখ, দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং সে জন্যে অতিরিক্ত ভোক্তার প্রয়োজন নেই।

১৭৩. **কিন্তু বলা যেতে পারে** : উহা তা হতে পারে, কিন্তু অত:পর এসব সংস্কার অবশ্যই ফলের হেতু হবে। যখন এসব বর্তমান থাকুক বা বর্তমান না থাকুক। এবং যদি (যখন) এসব বর্তমান থাকে, তবে তার বিপাক তাদের ঘটমানতার অব্যবস্থিত ক্ষণেই ঘটে থাকে। কিন্তু যদি (যখন) এসব বর্তমান না থাকে, তারা ঘটমানতার পূর্বে বা পরে অবশ্যই ফলবাহী হবে। ইহার উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে :

কতত্তা পচ্চয়া এতে, ন চ নিচ্চং ফলাবহা
পাটিভোগাদিকং তথ, বেদিতব্বং নিদস্সনং।

যদা সমাধিত তারা তদা হেতু হয়
ফল ফলে একবার, তার অধিক নয়।
অর্থত বোঝাতে পারে অতি সহজে সোজা
নিযুক্তক আর অলঙ্কর বোঝা।

১৭৪. আপন কৃতকৃত্য সংস্কারই ফলের প্রত্যয় হয়। কারণ তৎসমূহ কৃত হয়েছে। বিদ্যমান অথবা অবিদ্যমানের জন্য নয়। যথা-বলা হয়েছে :

কামাবচর কুশল কর্ম সম্পাদনের ফলে সঞ্চিত বিপক্কক চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। (৬৫৬) (Dhs. 43) ইত্যাদি। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের নিজ ফল হেতু প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেহেতু বিপাক ইতোমধ্যে পরিপক্ক হওয়ায় তারা পুনরায় ফল বহনে অসমর্থ। ইহার অর্থ প্রকাশার্থে নিযুক্তির সাদৃশ্যতো ইত্যাদি অবগত জ্ঞাত হওয়া উচিত। যেমন এ পৃথিবীতে কেউ কারো ব্যবস্থা বা অন্য কিছু পরিচালনা করতে নিযুক্তি পেল। সে মাল ক্রয় করল অথবা ঋণ গ্রহণ করল। ইহা তার ব্যবসা সাজানোর, দেনা পাওনার সামান্য বিষয়। ব্যবসা সাজানোর উপায় বা প্রত্যয় ব্যবসার বিনিময়ের প্রকৃত বাস্তবতা বা অবাস্তবতা নয়। এবং ব্যবসা পরিসমাপ্তির পর তার আর কোন দায় দায়িত্ব থাকে না। কেন থাকে না ? কারণ ব্যবসাটি পরিসমাপ্তি হয়েছে। ঠিক তেমনি, যেহেতু পূর্বকৃত সংস্কারসমূহ তাদের ফলোৎপাদনে কৃতকৃত্য (সংস্কারসমূহ) তাদের সার্মথ্যমতো ফল প্রদানের পর তারা আর ফল ধারণ করে না।

এ পর্যন্ত প্রত্যয়রূপে সংস্কারে প্রতিসন্ধি চিত্ত যে উৎপন্ন হয় মিশ্র এবং অমিশ্র এ পুরস্কারের (রূপকভাবে) ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৭৫. [৩. কিভাবে সংস্কারের প্রত্যায় বিজ্ঞান]

এখন বত্রিশ প্রকার বিপাক বিজ্ঞানে সমস্ত সন্দেহ নিরসন কল্পে ঃ

পটিসন্ধি পবত্তীনং বসেনেতে ভবাদিসু
বিজানিতব্বা সঙখারা যথা যে সঞ্চত্ত পচ্চয়া।
– এসব সংস্কার দর্শন উচিত যে বটে,
কি কারণে কি প্রকারে প্রত্যয় তারা রটে।
জনম জীবনসহ এসব তিনেতে,
অবশেষ অপর আছে যে ভবেতে।

১৭৬. এখানে, ভব তিন প্রকার, চার প্রকার যোনি (প্রজনন) পাঁচ প্রকার গতি, সাত প্রকার বিজ্ঞান, স্থিতি নয় প্রকার সত্ত্বাবাস। এসব "ভব ইত্যাদি নামে অভিহিত"। ইহার অর্থ এই যে, এসব সংস্কার প্রতিসন্ধিতে এবং একটি জীবের স্থিতিতে কিরূপ বিপাক বিজ্ঞান হয় তা জানার জন্য এবং এসব কিভাবে বিবিধ ভবে প্রত্যয় হয় তা জানা উচিত।

১৭৭. **এখানে প্রথমত পুণ্যাভি সংস্কার অনুসারে :** পুণ্যাসংস্কারে আট প্রকার চেতনা সম্প্রযুক্ত। ইহা দুপ্রকারে সংঘটিত হয় (১-৮) বিভিন্ন সময়ে

সম্পাদিত কর্ম প্রত্যয় এবং উপনিশ্রয় প্রত্যয় বশে। নয় প্রকার বিপাক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (৪১-৪৯) সমভাবে (তা) কাম ভবের সুগতিতে প্রতিসন্ধিতেই ঘটে থাকে। সে সংস্কারে রূপ ভক্তের পাঁচ প্রকার কুশল চেতনা সম্পৃক্ত (৯-১৩) (প্রত্যয়)। রূপভাব পাঁচ প্রকার সমরূপ প্রতিসন্ধি (৫৭-৬১) হয়।

১৭৮. পূর্বোক্ত মতে কামাবচরকে যেভাবে বিভক্ত করা হয়েছে তাতে দু প্রকারে প্রত্যয় হয়। পূর্বোক্ত মতে সাত প্রকার বিপাক বিজ্ঞান পূর্বোক্ত নিয়মে দুপ্রকার প্রত্যয় প্রবর্তিত হয় প্রতিসন্ধিতে হয় না। ভবিষ্যৎ রূপভবে হয় পাঁচ প্রকার বিপাক বিজ্ঞান (৩৪,৩৫,৩৯-৪১) সেরূপ প্রত্যয় প্রবর্তিত হয়। প্রতিসন্ধিত হয় না। এবং কাম ভবে দুর্গতিতে ও আটটি (৩৪-৪১) (ক্ষুদ্র) সীমিত বিপাক বিজ্ঞান অনুরূপ প্রত্যয় প্রবর্তিত হয়। প্রতিসন্ধিতে হয় না। (৫৫৭) তন্মধ্যে মহামৌদগল্যায়ন থেরোর নরকে সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণে মনোসংযোগে সে প্রত্যয় হয়। তির্ষকে এবং প্রেতলোকে মহা ঋদ্ধি লাভীর পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু একই প্রত্যয়ের মাধ্যমে) তির্ষক এবং ঋদ্ধি সম্পন্ন অসুরের মধ্যে এ আলম্বন থাকতে পারে।

১৭৯. ভবিষ্য সুগতি কামভবে ষোল প্রকার কুশল বিপাক বিজ্ঞান (৩৪-৪১) অনুরূপভাবে প্রত্যয় প্রবর্তিত হয়ে প্রতিসন্ধি (৪২-৪৯) হয়। বিশেষণ বিহীনভাবে পুণ্যাভি সংস্কার রূপভবে দশ প্রকার বিপাক বিজ্ঞানের (৩৪,৩৫,৩৯-৪১) অনুরূপ প্রত্যয় প্রবর্তিত হয়ে প্রতিসন্ধি হয় (৫৭-৬১)

১৮০. **পুণ্যাভি সংস্কার ঃ** বার প্রকার অকুশল চেতনা সম্পৃক্ত (২২-৩৩) অপুণ্য সংস্কার। কামভবে দুর্গতদের এক বিজ্ঞানের তেমনি প্রতিসন্ধি (৩৬) প্রত্যয় হয়, প্রবর্তিত হয় না, ছয় প্রকার (৫০-৫৫) প্রবর্তিতে প্রতিসন্ধি হয় না। সাত প্রকার অকুশল বিপাক বিজ্ঞানের প্রবর্তিতে হয় এবং আংশিক প্রতিসন্ধি হয়। এবং কামভবের সুগতিতে সাত প্রকার প্রবর্তনের মতো হয়ে তাকে, প্রতিসন্ধিতে হয় না। রূপভবে চার প্রকার কুশল বিপাক বিজ্ঞানের মত প্রবর্তিতে প্রত্যয় হয় (৫০-৫১) (৫৫,৫৬)। প্রতিসন্ধিতে হয় না। তারপর ব্রহ্মার প্রত্যয় হল অনিচ্ছাকৃত দর্শন বিষয় এবং কামাবচরের অনিচ্ছাকৃত শব্দ শুনন। ব্রহ্মলোকে এরূপ কোন অনাকাঙ্খিত দর্শন এবং শুননের কোন অবকাশ নেই, তদ্রূপ নেই কামভবের মধ্যেও।

১৮১. অনেঞ্জ সংস্কারে- প্রবর্তনের ধারায় চার প্রকার বিপাক বিজ্ঞান (৬২-৬৫) অনেতু সংস্কার হয়ে থাকে। সেরূপ প্রবর্তন এবং অরূপ ভবের প্রতিসন্ধিতেও সেরূপ হয়ে থাকে।

প্রথমত : প্রতিসন্ধিতে বিপাক বিজ্ঞান সংস্কার কিরূপে এবং তিন প্রকার ভবে, এবং কিরূপে এসব প্রত্যয় হয় তা জ্ঞাতব্য। এবং আরো জ্ঞাতব্য যে, যোনির প্রকারভেদ ইত্যাদি।

১৮২. এখানে শুরুতে শিরোনাম বিহীন বর্ণনা এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

তিন প্রকার সংস্কারের মধ্যে প্রথম পুণ্য সংস্কার। এই সংস্কার দুই ভবে প্রতিসন্ধি দিয়ে থাকে। দুই প্রকার ভবে সমস্ত বিপাক উৎপন্ন করে। অনুরূপভাবে চার প্রকার যোনির শুরুতে যথা- অণ্ডজ, ইত্যাদি দুই প্রকার গতি, অন্যথা এবং লৌকীয়। কথান্তরে স্বর্গীয় এবং লৌকিক এক চিত্ত বিজ্ঞানের স্থিতিতে (লৌকিক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধ্যানভূমি)। এভাবে তা বর্ণিত হয়েছে : বিভিন্ন কায়ে, বিভিন্ন সংজ্ঞায় ... বিভিন্ন কায়ে একই সংজ্ঞায় একই বিভিন্ন সংজ্ঞায়, একই কায়ে একই সংজ্ঞায় (D. ii-253) এবং চার বিজ্ঞান স্থিতিতে সত্ত্ব কায়। যেহেতু অসংজ্ঞ সত্ত্বাবাসে রূপ মাত্র পঠিত হয়। সুতরাং এই দ্বিবিধ ভবে, চার যোনিতে, দ্বিবিধ গতিতে চার বিজ্ঞানের স্থিতিতে, একুশ প্রকার বিপাক বিজ্ঞান চার সত্ত্বাবাবাসে, বিপাক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে চার সত্ত্বাবাসে প্রতিসন্ধি প্রদান করে (৫৫৪) এবং নিজের সমস্ত বিপাক বিজ্ঞান উৎপন্ন করে।

১৮৩. **অপুণ্য সংস্কার** : যার এক কামজয়, চার যোনিতে, অবশিষ্ট তিন গতিতে বিভিন্ন কায়ে এক সংজ্ঞা সংখ্যাতে একই বিজ্ঞানের স্থিতিতে সেরূপ এবং ঐরূপ এক সত্ত্বাবাসে প্রতিসন্ধি বশত : পরিপক্ব হয়। সে কারণে এসব একই ভবে, চার যোনিতে, তিন গতিতে, এক বিজ্ঞানের স্থিতিতে, এক সত্ত্বাবাসে, সত্ত্বগণ বিপাক বিজ্ঞান উক্ত নিয়মে প্রত্যয় এবং প্রতিসন্ধি প্রবর্তিত হয়।

১৮৪. অনেঞ্জ সংস্কার ঃ যার এক অরূপ ভবে, এক ঔপপাতিক যোনিতে এক দেবগতিতে আকাশানন্তায়তনা দিতে, চার সত্ত্বাবাসে, প্রতিসন্ধি বশত প্রবর্তিত হয়। সে কারণে এক ভবে, এক যোনিতে, এক গতিতে। তিন বিজ্ঞান স্থিতিতে চার সত্ত্বাবাসে চার প্রকার বিজ্ঞান উক্ত নিয়মে প্রত্যয় হয়, প্রতিসন্ধি প্রবর্তিত তজ্জন্য কি করে ?

১৮৫. পটিসন্ধি পবত্তীনং বসেনেব ভবাদিসু,

বিজানিতব্বা সঙ্খারা যথা যেসঞ্চ পচ্চয়া।
উচিত এককে তবে, সংস্কার সব দরশন,

– কি কারণে কি হেতুতে এসব প্রত্যয়ন।
জনমেও মরণে অপর্ তিন সবেতে,
প্রকারেতে ভব জান অতএব শেষেতে।
ইহা সংস্কার বশে প্রত্যয়, বিজ্ঞান অংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[৪. নাম-রূপ ঃ]

১৮৬. এ অংশের বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ ঃ

বিভাগা নামরূপানং ভবাদিসু পবত্তিতো,
সংগহা পচ্চয়া নয়া বিঞ্ঞানতব্বো বিনিচ্ছয়ো।

১. নাম রূপের করি বিশ্লেষণ দ্বারা,
২. ভবেতে উৎপত্তি হয়ে ঘটে বহুধারা।
৩. অন্তর্ভুক্তিতে অথ প্রত্যয়াচরণে
ব্যাখ্যাতে জ্ঞাতব্য পর বিশ্লেষণে।

১৮৭. ১. **নাম রূপের ব্যাখ্যা বশে ঃ** এখানে নাম (নাম) হল তিন প্রকার স্কন্ধ ঃ বেদনা, সংজ্ঞা, এবং বিজ্ঞান। যেহেতু আলম্বনে এসবের বন্ধনে (নমন), (রূপ = মহাভূত) চার প্রকার মহাভূত এবং ভূতোৎপন্নকে রূপকে বুঝায়। এসবের বিভাগকরণ স্কন্ধ নির্দেশ অংশে (১৪ অধ্যায়) বিবৃত হয়েছে। এখানে এভাবে নামরূপে বিভাজন হতে তার ব্যাখ্যা জানা কর্তব্য।

১৮৮. ২. ভবাদির প্রবর্তন ইত্যাদি ঃ এক (অসংজ্ঞ) সত্তাবাস ছাড়া সব ভবে, সব যোনি, সবগতি, সর্ব বিজ্ঞান, স্থিতি ও অবশিষ্ট সত্ত্বাবাসে প্রবর্তন বিদ্যমান। রূপ উৎপত্তি হয় দুই ভবে, চার প্রকার যোনিতে, পঞ্চ গতিতে বিজ্ঞানের প্রথম চার স্থিতি এবং পাঁচ সত্ত্বাবাসে।

১৮৯. এখন যেভাবে নাম রূপ উৎপত্তি হয় (৫৫৯) তারপর লিঙ্গবিহীন গর্ভস্থ ভ্রুণ এবং অণ্ডজ তাদের প্রতিসন্ধিক্ষণে দুটি রূপের জৈব গঠন সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ দুদশক ধরে কায়িক ভিত্তি এবং তিন রূপস্কন্ধ এসব নাম রূপ বশে

বিজ্ঞান প্রত্যয় হিসেবে জ্ঞাতব্য। কিন্তু পুনরাবৃত্তি ব্যতীত এবং জৈবরূপের গঠন থেকে নর রূপীয় উদাহরণ পদ দিয়ে (১১ অধ্যায়) চৌদ্দটি জৈবিক রূপধারা অবশিষ্ট থাকে। স্বাভাবিক ভাবদশক বাদ দিয়ে তেত্রিশ প্রকার হয়। কামাভিভূতগণের কাম দশক যুক্ত করে (পূর্বোক্তপদ দিয়ে) তেত্রিশ হয়। এবং পুনরাবৃত্তি ছাড়া এবং এরূপ বাদ দিয়ে (প্রত্যেকটিতে নয় করে)। দুটি গঠন সন্ততি হতে আঠার রূপীয় দৃষ্টান্তের মধ্যে পনের ধর্ম অবশিষ্ট থাকে।

১৯০. ব্রহ্মকায়িক উপপতিক রূপে জন্ম সত্ত্বনিচয় চার জৈব গঠন সন্ততি রূপ বশে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ চক্ষু দশক কর্ণ এবং দৈহিক ভিত্তি নয় জীবিতেন্দ্রিয় এবং তিন স্কন্ধ বশে প্রতিসন্ধিক্ষণে প্রকাশ হয়। সুতরাং এসবের ক্ষেত্রে এই বিয়াল্লিশ প্রকার ধর্ম, যথা ঊনচল্লিশ এক কঠিন রূপ ধর্ম এবং তিন প্রকার অরূপ স্কন্ধ প্রত্যয় বশে নাম রূপ সহগত বিজ্ঞান জ্ঞাতব্য। কিন্তু তিন দৈহিক গঠন সন্তুষ্টি হতে (প্রত্যেক স্তরে নয়) সাতাশ রূপ উদাহরণ প্রত্যাহার করে পনের প্রকার ধর্ম অবশিষ্ট থাকে।

১৯১. কামভবে সাত প্রকার জৈবিক গঠন সন্ততি রূপ বশে প্রকাশিত হয়। এবং অবশিষ্ট উপপত্তিক জন্ম অথবা কামাসক্ত এবং পরিপক্ক ইন্দ্রিয়াতন সম্পন্ন তিন প্রকার অরূপ স্কন্ধের বেলায়ও তদ্রূপ প্রতিসন্ধি হয়। সুতরাং এসবের ক্ষেত্রে এসব তিয়াত্তর ধর্মের বিস্তৃতার্থ যথা: সত্তর প্রকার কঠিন রূপ এবং তিন প্রকার অরূপ স্কন্ধের সংস্কার প্রত্যয় বশে নাম রূপ বলে জ্ঞাতব্য। কিন্তু পুনরাবৃত্তি পরিহার করে এবং এরূপে চুয়ান্ন প্রকার রূপীয় তুলনা প্রত্যেক স্তরে নয় ছয় প্রকার জৈবিক গঠন সন্ততি (প্রবাহ) নয় প্রকার ধর্ম অবশিষ্ট থাকে।

ইহা সর্বোচ্চ। কিন্তু গণনা ক্ষেত্রে সর্ব নিম্ন প্রত্যয় বশে নাম রূপে সহগত বিজ্ঞানের ঐ সবের প্রতিসন্ধিতে যেসব কর্ম এবং জৈবিক গঠন সন্ততি এরূপ এরূপ বলে সংক্ষেপত জ্ঞাতব্য। এবং যথাক্রমে পরীক্ষায় বিস্তার বশে জ্ঞাতব্য। [নাম চক্ষু দশক বিহীন]

১৯২. নামরূপে অরূপ সত্ত্বের (মনোময়) তিন স্কন্ধ আছে। যেখানে অসংজ্ঞ সত্ত্বের জীবিতেন্দ্রিয় বিজড়িত এবং সে রূপ উপস্থাপিত হয়।

১৯৩. অস্তিত্বের সর্বত্র সেখানে রূপের উৎপত্তি হয় তা প্রকাশ পায়, প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিতিক্ষণে প্রতিসন্ধি চিত্ত সহ প্রবর্তিত ঋতু ঋতু সমুপস্থান শুদ্ধার্থে

প্রাদুর্ভূত হয়। প্রতিসন্ধি চিত্ত এবং রূপ উৎপত্তি হয় না। তন্মধ্যে যেমন প্রপাতে পতিত পুরুষ পরের কোন প্রত্যয় (সাহায্য) পেতে পারে না তেম্নি বাস্তু দুর্বলতার কারণে দুর্বল রূপ উত্থান হতে পারে না। কিন্তু প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের পর প্রথম ভবাঙ্গ চিত্ত (৫৬০) অষ্টক শব্দ বিহীন অবস্থা হতে বিজ্ঞান দ্বারা শব্দের উৎপত্তি হয়। এবং যখন শব্দ প্রকাশিত হয়। বুঝতে হবে যে, পূর্বে প্রবর্তিত ঋতু ও চিত্ত হতে শব্দনবক উৎপন্ন হয়।

১৯৪. যে সকল প্রাণী তাদের দেহ কবলিকৃতাহার তাদের মাতা কর্তৃক চিবিয়ে গেলার সাথে সাথে সারা শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। সেজন্যে উক্ত হয়েছে।

যঞ্চস্স ভূঞ্জতি মাতা অন্নং পানং ভোজনং,
তেন সো তত্থ যাপেতি মাতুকুচ্ছিগতো নরোতি। (S. i-206)

– এরূপেতে যদা মাতা তার অত:পর
খেয়ে করে জীর্ণ তাহা যাহা পানাহার।
যেজন লুকিয়ে আছে মাতৃগর্ভে তার,
তাতে সে লাভ করে কবলিকৃতাহার।

উপপতিকরূপে জন্ম গ্রহণকারী প্রাণীরা প্রথমে মুখে পতিত থুথু চিবানোর শুরু করে। এরূপে মায়ের চর্বিত আহার অনুগমন করে উপ্পতিগণের সর্ব প্রথম নিজের মুখস্থিত থুথু চিবানোর সময় পবিত্র রূপীয় আহার উৎপত্তি হয় ইহা স্বর্গীয় দেবগণের ঋতু, দুটি নববেশে ছাব্বিশ ঋতু ও চিত্ত হতে উৎপন্ন দুটি নববেশ (নরক) সহ ছাব্বিশ প্রকার হয়। পূর্বে এক চিত্তক্ষণে তিনবার উৎপন্ন বলে কর্মসমূহ উৎপত্তি এবং সত্তর প্রকার বিধানে মোট ছিয়ানব্বই প্রকার রূপ হয়। এবং তিন প্রকার অরূপ স্কন্ধসহ নিরানব্বই প্রকার ধর্ম।

১৯৫. অথবা শব্দ কিছুক্ষণ শব্দায়িত বলে শব্দ সর্বক্ষণ বর্তমান থাকে না। সেহেতু দুই প্রকার অপনীত করে এই সাতানব্বই প্রকার ধর্ম যতদূর সম্ভব সব প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান যাকে বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ বলে বিদিতব্য। তাদের সুপ্তাবস্থা, অলসাবস্থা, ভোজনাবস্থা, পানাহার কালে দিন রাত সর্বক্ষণ বিজ্ঞান প্রত্যয় প্রবর্তিত হয়। তার বিজ্ঞান প্রত্যয় বিষয় ভাব পরে বর্ণনা করব।

১৯৬. এখন, এখানে যদিও রূপ হল বিভিন্ন প্রকার ভবের মধ্যে যোনি, গতির মধ্যে, স্থিতির মধ্যে সত্ত্বাবাস সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।' প্রথম

প্রতিষ্ঠিত হয়েও উৎপন্ন রূপ (চিত্ত, ঋতু, আহার) ত্রৈয়ী মূলে আশ্রয় না পাওয়াতে স্থির থাকতে পারে না। অত:পর বাতোবাহিত হয়েও চতুর্দিকে ব্যবস্থাপিত হয়ে পরস্পর উর্মি গুচ্ছের বেগে বাহিত হওয়ার মত মহা সমুদ্রে কিঞ্চিত প্রতিষ্ঠা লাভ সদৃশ বাহক বিধানের ন্যায় এবং পরস্পর আশ্রয়ে থাকে পতিত হয় না। অধিকন্তু এক বৎসর, দুবৎসর শতবৎসর যে সে সব সত্ত্বের আয়ুক্ষয়ে বা পুণ্যক্ষয়ে না হয় সে পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়।
এরূপে ভবসমূহে ভব ইত্যাদিতে উৎপত্তি হয় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হল।

১৯৭. ৩. সংগ্রহ : এখানেও (ক) যা অরূপে লোকে প্রবর্তিত, প্রতিসন্ধিতে বা পাঁচ প্রকার স্কন্ধ ভবে এবং প্রবর্তিত বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে শুধুই নাম হয়। এবং (খ) অসংজ্ঞ তবে এবং পঞ্চস্কন্ধ প্রবর্তিত ভবের উভয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যয় বশে রূপ হয়। (গ) পঞ্চ ভবের উভয় ক্ষেত্রে নাম-রূপ (৫৬১) শুধু বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে হয়ে থাকে। সে সমস্ত নাম এবং রূপ এবং নামরূপ বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম রূপ বলে জ্ঞাতব্য। পদ্ধতি অনুসারে নাম রূপকে সংযুক্ত করে ইহার যে কোন অংশ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ জানতে হবে।

১৯৮. ইহা কি সত্য দৃষ্টি যে, অসংজ্ঞ ভবের সত্ত্বগণের মধ্যে বিজ্ঞান ইহা সঠিক নয়। যেহেতু :

নাম রূপস্‌স যং হেতু বিঞ্‌ঞানং তং দ্বিধামতং,
বিপাকম বিপাকঞ্চ মুত্তমের মতো ইদং।

– নামের হেতুতে হয় বিজ্ঞান উদয়,
রূপ হয় দ্বিত নির্ভর নিশ্চয়।
বিপাক অবিপাক পার্থক্যেতে দুই,
তদ্ধেতু উভয়েতে মুক্ত বলে মান্যকরা চাই।

১৯৯. বিজ্ঞান, যা নাম-রূপের হেতু বশে গঠিত তা **দুই প্রকার** : যথা বিপাক এবং অবিপাক। অসংজ্ঞ সত্ত্বের ক্ষেত্রে রূপের মূল হলো কর্ম প্রবর্তন। পঞ্চস্কন্ধ ভবে যা সঠিক তাতে আছে কর্মসংস্থার বিজ্ঞান। পুণ্য সংস্কার তথা পঞ্চস্কন্ধভবে প্রবর্তিত কুশলাদি চিত্তক্ষণে ইহা কর্ম সংগঠনে সংযুক্ত। ইহাই সংগ্রহ দ্বারাও ব্যাখ্যাত বলে জ্ঞাতব্য।

২০০. **৪. এখানে প্রত্যয় যোগে ঃ**

নামস্স পাক বিঞ্ঞানং নবধা হোতি পচ্চয়ো,
বায়ু রূপস্স নবধা সেস রূপস্স অট্ঠধা।
অভি সঙ্খার বিঞ্ঞানং হোতি রূপস্স একধা,
তদঞ্ঞং পন বিঞ্ঞানং তস্স তস্স যথারহং।

– বিপাক বিজ্ঞানে জান হয় যে প্রত্যয়,
নাম প্রথমে হয় প্রকারেতে নয়।
অত:পর ভিত্তিরূপ জান বিভক্ত নয়েতে,
অথ অপর রূপ জান বিভাগ অষ্টকে।
আছে আরও সংস্কার বিজ্ঞান প্রত্যয়
রূপ ইহা জানহ এক বিনিশ্চয়ে।
আছে যত অবশেষ বিজ্ঞান প্রত্যয়,
রূপ ইহা হয় জান যথা যোগ্যতায়।

২০১. যাতে করে প্রতিসন্ধি প্রবর্তিতে অথবা বিপাক নামে খ্যাত নাম আছে। তার রূপমিশ্র বা অমিশ্রয়েরা প্রতিসন্ধিতে বা অন্যের বা বিপাক বিজ্ঞান সহজাত, অন্যান্য, সম্প্রযুক্ত, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, অস্থি, অধিগত প্রত্যয়ের দ্বারা নববিধ প্রত্যয় হয়। বাস্তুরূপের (হৃদয়) ভিত্তিতে প্রতিসন্ধি হয়- সহজাত, অন্যান্য, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, বিপ্রযুক্ত, অস্থি ও অধিগত প্রত্যয় নয় প্রকার প্রত্যয় হয়। হৃদয় বা বাস্তুরূপ এবং শেষরূপ ব্যতিরেকে নয় প্রত্যয়ের মধ্যে অন্যান্য প্রত্যয় ত্যাগ করে অবশিষ্ট আট প্রকার প্রত্যয় হয়।

অভিসংস্কার বিজ্ঞান এবং অসংজ্ঞ সত্ত্বরূপের অথবা পঞ্চ স্কন্ধ ভবে বা কর্মজ রূপের সূত্রান্তিক পর্যায়ে উপনিশ্রয়ের দ্বারা এক প্রত্যয় হয়।

অবশিষ্ট প্রথম ভবঙ্গের অন্তর্গত সমস্ত বিজ্ঞান আরম্ভ হয়। সে সে নাম রূপের যেরূপ প্রত্যয়, সেরূপ প্রত্যয় হয়ে যাকে বলে বিদিতব্য। বিস্তারিতভাবে সে প্রত্যয়ে প্রদর্শন করতে পট্ঠানকথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করতে হয়। সে কারণে আরম্ভ করা হতে বিরত রইলাম।

২০২. এখানে জিজ্ঞাস্য হতে পারে ঃ কিন্তু কিরূপে ইহা জানা (৫৬২) যাবে যে, প্রতিসন্ধিতে কিভাবে নাম রূপ বিজ্ঞানের প্রত্যয় হয় ? সূত্রানুসারে এবং

যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে। সূত্রে দ্বারা "চিত্তানুসারে পরিবর্তিত ধর্ম তে আদি নিয়মে বহু প্রকার বেদনাধীন বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তিতর্কে ঃ

চিত্তজেন হি রূপেন, ইধ দিট্ঠেন সিজ্ঝতি,
অদিটঠস্সাপি রূপস্স বিঞ্ঞানং পচ্চয়ো ইতি।

– চিত্তজ এখানে হয় রূপের দর্শনে
বিজ্ঞান হতে এক নর পারে যে বললেন।
যদিও বা অদৃশ্যেতে যদা থাকে রূপ।
সে বিজ্ঞান জান বিজ্ঞ প্রত্যয় সেরূপ।

চিত্ত প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হলে তার সে যে রূপ উৎপদ্যমানের দ্বারা দৃষ্ট হয়। দর্শনের দ্বারা অদৃশ্যের অনুমান হয় : ইহা এরূপ দর্শনের দ্বারা চিত্তজ রূপের ছাড়া অদৃশ্যের প্রতিসন্ধিরূপের বিজ্ঞান প্রত্যয় হয়ে তা জানতে পারে। কর্ম গঠনের দ্বারাও তার চিত্ত সংগঠনের বিজ্ঞান প্রত্যয় পট্ঠানে আগত। এরূপে প্রত্যয় নীতি অনুসারে বিধি জ্ঞাতব্য। (Pt.n. i-172-3) প্রত্যয়ের প্রকার ভেদ জানার জন্য এ ব্যাখ্যা অবগত হওয়া উচিত। ইহা নাম রূপের প্রত্যয় বশে বিজ্ঞান অংশ জানার বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[৫. ষড়ায়তন]

২০৩. বাক্যাংশ নাম রূপ প্রত্যয়ে সড়ায়তন :

নামং খন্ধত্তয়ং রূপং ভূত বাথাদিকং মতং,
কতেকসেসং তং তস্স তাদিস্সসেব পচ্চয়ো।
– মূলেতে যে তিন স্কন্ধ যথা নাম হয়,
প্রাথমত অবশেষ রূপ ধামচয়।
যদা রবে এভবেতে ভূতবাস্তু রূপ
এক অংশ প্রতিমূর্ত্তি অবশেষ ধাপ।

২০৪. নাম রূপের প্রত্যয়ে যে ষড়ায়তন নামের মধ্যে বেদনাদি তিন স্কন্ধ বিদ্যমান। যখন রূপ সংযুক্ত করা হয় তখন কারও স্বয়ং সন্ততিকে এভাবে নির্দেশ করে প্রাথমিক ভূতরূপ এবং অবশেষ রূপকে বুঝায়। অর্থাৎ চতুর্ভূত,ষড়ায়তন, জীবিতেন্দ্রিয়। যেহেতু এসব প্রত্যয়ভূত উপাদান) সামগ্রিকভাবে। কিন্তু এ নাম এবং রূপ এবং এই নাম রূপ ষড়ায়তনের

প্রত্যয়রূপে জ্ঞাতব্য। যা ষড় আয়তন এবং ষড়ভাগে বিভাজিত আয়তন তার প্রত্যেকটি অবশেষ "ষড়ভাজিত আয়তন" উপস্থাপন করছে। কেন ? কারণ ভবে একমাত্র নামই প্রত্যয়রূপে রয়েছে এবং উহাই ষড়ায়তনের প্রত্যয় (যথা মনায়তন) অন্যক্ষেত্রে নয়। এজন্যে বিভঙ্গে উক্ত হয়েছে : নাম প্রত্যয়ে ষড়ায়তন (Vbh. 179)

২০৫. **এখানে জিজ্ঞাস্য :** নাম রূপ কিভাবে ষড়ায়তনের প্রত্যয় হতে পারে ? কারণস্বরূপ বলা যায় অবশেষ তখনই বিদ্যমান থাকে যখন নাম রূপ বিদ্যমান থাকে। প্রদত্ত আয়তন তখনই বিদ্যমান থাকে যখন নাম রূপ বিদ্যমান থাকে। অন্যথা নয় কিন্তু যে পদ্ধতিতে কোন এক ব্যক্তি বর্তমান থাকে যখন অন্যান্য বিদ্যমান থাকে তা নিম্নে ব্যাখ্যাত হবে "কিরূপে তা প্রত্যয়" এ অংশে (৫৬৩)। সুতরাং :

পটিসন্ধিযং পবত্তে বা হোতি যংযস্স পচ্চয়ো,
যথা চ পচ্চয়ো হোতি তথা নেয়্যং বিভাবিনা।

– প্রাজ্ঞজন উদ্ভাবনে করেন প্রকাশ
কিরূপেতে কি প্রত্যয়ে ঘটে যে বিকাশ।
প্রতিসন্ধি প্রবর্তনে জীবকাল যথা,
[বিষয় বিশ্লেষণে নিম্নরূপ তথা]

২০৬. এখানে নিম্নমতে তার অর্থ বর্ণিত হল :

[ক. নাম বশে প্রত্যয়]

নামমেব হি আরুপ্পে পটিসন্ধি পবত্তিসু,
পচ্চয়ো সত্তধা ছধা হোতি তং অবকংসতো।

– অরূপলোকে প্রতিসন্ধি হয় যে জীবন,
নাম মাত্র আসে তথা একাকী বিজন।
তাতে রয় ন্যূন পক্ষে প্রত্যয় যথা,
সপ্তাকারে ষড়বিধ অত:পর তা।

২০৭. **কি উপায়ে ?** প্রতিসন্ধিতে প্রথমত কমপক্ষে সাত প্রকার উপায়ে ষড়ায়তনের নাম, প্রত্যয় হয়। যথা : সহজাত, অন্যান্য, নিশ্চয়, সম্প্রযুক্ত, বিপাক, অস্তিত্ব, অবিগত প্রত্যয়। এখানে কিছু হেতু প্রত্যয় (অর্থাৎ লোভ

...) এবং কিছু আহার প্রত্যয় (অর্থাৎ স্পর্শ এবং চৈতসিক) এবং কিছু অন্য প্রত্যয় ও হয়ে থাকে। শেষ দুটির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বশে জ্ঞাতব্য। প্রবর্তন কালেও বিপাক নাম পূর্বাহ্নে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু অপর (অবিপাক) কমপক্ষে ছয় প্রকারে প্রত্যয় হয়ে থাকে। সে যা হোক, এখানে প্রত্যয় হল কিছু হেতু প্রত্যয়ে এবং কিছু আহার প্রত্যয়। সুতরাং এখানে অন্যরূপেও কিছু প্রত্যয় হয়। এ সবের দ্বারা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য।

২০৮. **অঞ্ঞঞ্ঞস্মিংপি ভবে নামং তথেব পটিসন্ধিয়ং,**
ছট্‌ঠস্‌স ইতরেসং তং ছহা কারেহি পচ্চয়ো।

– পঞ্চস্কন্ধ ভবেতে বিরাজিত যাহা,
একরূপে বিরাজিত প্রতিসন্ধি নাম তাহা।
ষড়ত্বের তরে হয় কর্মবশে প্রত্যয়,
অত:পর ষড়বিধে অপর পথ হয়।

২০৯. অরূপ হতে অন্যও পঞ্চস্কন্ধ ভবে সে বিপাক নাম হৃদয়বাস্তুর সহায়ক হয়ে ছয় মনায়তনের যেমন অরূপ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে সেরূপ সর্বনিম্ন সপ্তবিধ প্রত্যয় হয়। ইহা ছাড়া সে পঞ্চ চক্ষু আয়তনের চার মহাভূতের সহায়ক হয়ে সহজাত নিশ্রয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত বশে ষড়াকারে প্রত্যয় হয়। এক্ষেত্রে কিছু রয়েছে হেতু প্রত্যয় এবং কিছু আহার প্রত্যয় রয়েছে। এরূপে অন্য উপায়েও প্রত্যয় হয়ে থাকে। সেজন্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন (উৎকর্ষ-অপকর্ষ) জানা কর্তব্য।

২১০. **পবত্তে পি তথা হোতি পাকং পাকস্‌স পচ্চয়ো,**
অপাকং অপবিপাকস্‌স ছধাটঠস্‌স পছচ্চয়ো।

– বিপাক বিপাকের জন্য হয় যে প্রত্যয়,
এক জীবনকালে একই সমান পথের পাথেয়।
(যখন) অবিপাক অবিপাকের প্রত্যয়ে যা হয়,
ষড় প্রত্যয়েতে হয় ষড়বিধ মার্গেতে।

২১১. প্রবর্তনে পঞ্চস্কন্ধ ভবে যেমন প্রতিসন্ধি হয় বিপাক বিপাকের ছয় প্রকার ষড়ায়তনের সর্বনিম্ন সপ্তধা প্রত্যয় হয়। অবিপাক অবিপাকের ছয় প্রকার

সর্বনিম্ন। সেরূপ বিপাক প্রত্যয় প্রত্যাহার করে ষড়বিধ প্রত্যয় হয়। উক্ত বিধিমতে উক্ত উৎকর্ষ অপকর্ষ- (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) বিদিতব্য।

২১২. **তথেব সেস পঞ্চন্নং, বিপাকং পচ্চয়ো ভবে,**
চতুধা অবিপাকম্পি এবমেব পকাসিতং।

– জীবন কালেতে বিপাক প্রত্যয়ে,
অন্য পঞ্চ চারভাঁজ পথ প্রত্যয়ে,
সে প্রকারে অবিপাক প্রকাশিত হয়,
ব্যাখ্যাত হয়েছে তাহা এতে রয়। (৫৬৪)

২১৩. সেরূপ প্রবর্তিত হলে অবশেষ চক্ষু আয়তনসমূহ পাঁচ চক্ষু প্রসাদবাস্তু সম্বলিত অন্য বিপাক নাম হয়। যথা : পশ্চাৎজাত, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়ের দ্বারা চার প্রকার প্রত্যয় হয়। যেমন বিপাক ও অবিপাক এরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে কুশলাদি ভেদেও তা চতুধা প্রত্যয় হয় বলে জ্ঞাতব্য।

এরূপে নামই প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তনকালে অথবা যে যে আয়তনের প্রত্যয় হয় এবং সেভাবে প্রত্যয় হয় সেভাবেই প্রথমত বিদিতব্য।

[খ. রূপ বশে প্রত্যয়]

২১৪. **রূপং পনেত্থ আরুপ্পে ভবে ভবতি পচ্চয়ো,**
ন একায়তনস্সাপি পঞ্চক্খন্ধ ভবে পন।
রূপতো সন্ধিয়ংবত্থু ছধা ছট্ঠস্স পচ্চোয়ো,
ভুতানি চতুধা হোন্তি পঞ্চন্নং অবিসে সতো।

– এমন কি এক আয়তনেও না,
তেমনিক অরূপ ভাবতেও না।
এখানে হয় না রূপের প্রত্যয়,
অথচ যা পঞ্চস্কন্ধভবে তাহা হয়।
সূত্রমূল বশে রূপ যে প্রত্যয়,
ষড়রূপে প্রতিসন্ধি মার্গ অনুশয়।
ষড় আয়তনরূপে যে চতুর্ভুজ,
স্কন্ধ পঞ্চের তরে বিভাগ চতুর্থ।

২১৫. রূপ হতে প্রতিসন্ধিতে বাস্তুরূপ হয়। তাতে থাকে মনায়তনের ছয়টি প্রত্যয়। যথা : সহজাত, অন্যান্য, নিশ্রয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত প্রত্যয়। চার মহাভূত এবং প্রতিসন্ধি প্রবর্তনে সাধারণ। অর্থাৎ প্রতিসন্ধিতে এবং প্রবর্তনের আবর্তে চার প্রকারে প্রত্যয় হয়। যথা : সহজাত, নিশ্রয়, অস্তি, অবিগত প্রত্যয় হয়। চক্ষু যখন এসব উৎপন্ন হয়। তখন চক্ষু ইত্যাদিকে শুরু করে পঞ্চায়তন হয়।

২১৬.
তিধা জীবিত মেতেসং আহারো চ পবত্তিয়ং,
তানেব ছধা ছট্‌ঠস্‌স বত্থু তস্‌সেব পঞ্চধা।

– জীবন, জীবিতকাল সে সম আহার
ত্রিভাজনে হয় যথা পঞ্চধা প্রত্যয়।
এ পঞ্চ, ষড়ধা মিলে পঞ্চধা বশে
ভিত্তি গতে পঞ্চধা পথে ষড়া অবশেষে।

২১৭. এসবের মধ্যে চক্ষু ইত্যাদি পাঁচ প্রতিসন্ধি প্রবর্তনে রূপ (তিন প্রকার প্রত্যয়) এবং ত্রিবিধ প্রত্যয় হয়। এবং তা ঘটে যে সব সত্ত্ব আহারজীবী জীবন সংগঠনে কিন্তু প্রতিসন্ধিতে ঘটে না। তা পঞ্চ চক্ষায়তন ছয় চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট হয়। যথা- নিশ্রয়, পূর্বেজাত, ইন্দ্রিয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত বশে ছয় পরিহার প্রত্যয় প্রবর্তন করে, কিন্তু প্রতিসন্ধিতে করে না। পঞ্চ বিজ্ঞান পরিহার করে সেরূপ অবশেষ বনায়তনের বস্তুরূপ হয়। যথা- নিশ্রয়, পুরেজাত, বিপ্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত বশে পঞ্চধা প্রত্যয়ের প্রবর্তন হয়। কিন্তু প্রতিসন্ধিতে হয় না। এভাবে রূপেরও প্রতিসন্ধি প্রবর্তন হয় অথবা যে যে আয়তনের প্রত্যয় হয় এবং যেভাবে হয় সেভাবেই তা জ্ঞাতব্য।

রূপের কোন আয়তন একাই প্রত্যয় হয়- প্রতিসন্ধি এবং সংগঠনে এবং তা কিরূপে প্রত্যয় এখানে তাহাই জ্ঞাতব্য। (৫৬৫)

[গ. নাম রূপ বশে প্রত্যয়]

২১৮.
নামরূপং পনুভযং হোতি যং যস্‌স পচ্চয়া,
যথা চ তম্পি সব্বত্থ বিঞ্ঞানতব্বং বিভাবিনা।

– কোন নাম পপসহ হয় যে প্রত্যয়,

যে কারণে যে প্রকারে যে প্রত্যয় হয়।
প্রতি স্থলে প্রতি ক্ষেত্রে কিভাবে তা হয়,
প্রাজ্ঞজন জ্ঞেয় তাহা সন্ধানে জ্ঞানয়।

২১৯. **উপমা স্বরূপ ঃ** প্রথমত পঞ্চস্কন্ধ ভবের প্রতিসন্ধিতে নাম রূপ, ভিন্ন বস্তুর হৃদয় বস্তুর সাথে রূপের তৈরি স্কন্ধে যে যে প্রত্যয় হয় তা হল : সহজাত, অন্যান্য, নিশ্রয়, বিপাক, সম্প্রযুক্ত, বিপ্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত প্রত্যয় ইত্যাদি। এসব প্রত্যয় শিরোনাম মাত্র, কিন্তু যেহেতু ইহাদের সবই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হল না।

ইহাই বাখ্যাংশ **"নামরূপ বশে প্রত্যয়"**- এর জড়ায়তনের বিস্তারিত বিবরণ।

[৬. স্পর্শ]

২২০. বাক্যাংশ ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ পদে ঃ

সলেব ফস্সা সংখেপা চক্খু সম্পস্স আদয়ো
বিঞ্ঞানমিব বত্তিংস বিত্তারেন ভবন্তিতে।

– স্পর্শ সংক্ষেপেতে ষড়বিধ হয়,
সাথে তার চক্ষু স্পর্শ অপর যা রয়।
প্রত্যেক বিজ্ঞান হয় অনুসার মতে,
ব্যাখ্যাতে বৃদ্ধি হয়ে পড়ে বত্রিশেতে।

২২১. **ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ-** এই বাক্যাংশে সংক্ষেপত : তা ছয় প্রকার। যথা- চক্ষু স্পর্শ হতে শুরু করে অর্থাৎ চক্ষু স্পর্শ, শ্রোত্র স্পর্শ, ঘ্রাণ স্পর্শ, জিহ্বা স্পর্শ, কায়স্পর্শ এবং মনোস্পর্শ। কিন্তু চক্ষু স্পর্শ হতে শুরু করে বিস্তারিত ভাবে পঞ্চ কুশল বিপাক, পঞ্চ অকুশল বিপাক সহ দশ প্রকার, অবশিষ্ট দ্বাবিংশতি প্রকার লোকীয় বিপাক বিজ্ঞান সহ দাঁড়ায় বাইশ প্রকার। সুতরাং সব মিলিত হয়ে দাঁড়ায় বত্রিশ (৩৪-৬৬)। তা পূর্বোক্ত সংস্কার বিজ্ঞান বশে প্রত্যয়ের অনুরূপ।

২২২. কিন্তু ষড়ায়তন বশে বত্রিশ প্রকার স্পর্শ প্রত্যয় হয়। এক্ষেত্রে

ছট্ঠনসহ অজ্ঝত্তং চক্খাদিং বাহিরে হিপি,
সলায়তন নিচ্ছন্তি ছহি সদ্ধিং বিচক্খণা।

– প্রাজ্ঞজন কেহ কেহ, ধারেন ষড়ায়তন,
তাতে রয় পঞ্চবিধ অন্তরায়তন।
ষড়ের সাথে অপর যে গুণা হয় বেশ,
এসবে যুক্ত হয় বিহিরাতন অবশেষ।

২২৩. 'যা দৃঢ়রূপে আঁকড়ে থাকে এমন' এখানে প্রথমত : যারা ইহার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন (অর্থাৎ বার্ষিক স্কন্ধ অর্জন করে) এবং সে সন্ততিতে আগমন করে (আয়তনে) এবং প্রত্যয়গত (স্পর্শের) উৎপন্ন হয়, তা হল একজনের নিজের সন্ততিকে সংযুক্ত করে। এবং প্রত্যয়োৎপন্নকে প্রকাশ করে। তাঁরা পালিতে "ছটঠায়তন পচ্চয়ো ফস্‌স" (ষড়াতনের প্রত্যয়ে স্পর্শ) অনুসারে অরূপ্যে ষড়ায়তনের, অন্যত্র সর্ব সংগ্রহে ষড়ায়তনের স্পর্শের প্রত্যয় হয়। এরূপে স্বরূপে এক ভাগ শেষ করে করে ষষ্ঠসহ অধ্যাত্ম চক্ষু ষড়ায়তন কামনা করে (মেনে নেয়)। সেই ষষ্ঠায়তনের ষড়ায়তনের ষড়ায়তনত্বের নামেই পরিচিত। প্রত্যেকটি- ষড়ায়তন রূপে উপস্থাপিত (৫৬৬)

২২৪. **এখানে জিজ্ঞাস্য** : এক প্রকার স্পর্শ আয়তন হতে উৎপন্ন হয় না কিংবা সব রকম স্পর্শ এক আয়তন হতে হয় না। তা সত্ত্বেও "এক বাক্যে" ষড়ায়তন প্রত্যয়ে।

২২৫. স্পর্শ বলা হয়েছে ঃ তা এরূপ হল কেন ? এখানে তার উত্তর : ইহা সত্য যে, কোনটিই সব থেকে উৎপন্ন কিংবা এক হতে সবের। বস্তুত : একটি বহু হতে উৎপন্ন হয়। যেমন চক্ষু স্পর্শ চক্ষু আয়তন হতে উৎপন্ন। দৃশ্যমান রূপ আয়তন হতে, চক্ষু বিজ্ঞান নামে মনায়তন সংগঠন থেকে এবং মনোময় রূপ আয়তন থেকে অবশিষ্ট ধর্ম সহগত উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এভাবে যথাযোগ্য সংগঠন করা উচিত।

সুতরাং ঃ

একোপনেকায়তনপ্‌পভবো ইতি দীপিতা
ফস্‌সো যং একবচন নিদ্দেসনিধ তাদিনা।

– যদিও বা বিবৃত হল এক বচনেতে,
সে প্রদর্শে সর্বক্ষেত্রে যথা এখানেতে।
যাকে বলে সংস্পর্শ যদি মাত্র এক,
তবুও তাহা গৃহীত যে আয়তন অনেক।

যদিও বা এক বচনে বিবৃত হয়েছে ঃ তার অর্থ বক্তব্য দ্বারা **“ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ”**- ইহা ভগবান কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে “সেরূপ (তাদিস) যে, স্পর্শ এক প্রকার তা অনেক আয়তন হতে গঠিত হয়েছে।

[কিরূপে ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ হয় ?]

২২৬. কিন্তু এসব আয়তন হল ঃ

ছধা পঞ্চততো এবং নবধা বাহিরানিছ,
যথা সম্ভব মেতস্‌স পচ্চয়ত্তে বিভাবয়ে।

– পঞ্চমধ্যে ষড়রূপে অথ তারপর,
এক মধ্যে নবরূপে ষড় বাহির।
স্পর্শ বশে হয় প্রত্যয় মণ্ডল,
প্রত্যেকেতে থাকি মোরা অকণ্ড মণ্ডল।

২২৭. **এখানে তার ব্যাখ্যা :** প্রথমত চক্রায়তন ইত্যাদি শুরু করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চ ছয় প্রকারে প্রত্যয় হয়। যেমন নিশ্চয়, পুরেজাত, ইন্দ্রিয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত। স্পর্শ শ্রেণিকৃতে চক্ষু স্পর্শ বশে পাঁচ প্রকার এবং ইত্যাদি। অবশেষে উহার পর এক বিপাক মনায়তনে নয় প্রকারে প্রত্যয় হয় ঃ সহজাত, অন্যান্য, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়ে হয় বিভিন্ন শ্রেণীকৃত বিপাক বশে স্পর্শ। কিন্তু বহিরায়তনের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান রূপায়তন চার প্রকারের প্রত্যয় হয়। যথা : আলম্বন, পুরেজাত, অস্তি ও অবিগতের প্রত্যয়। অনুরূপভাবে শব্দায়তন ইত্যাদিতে বিশেষ করে চক্ষু স্পর্শ এবং ইত্যাদির ক্ষেত্রে। কিন্তু এসব এবং মনোস্পর্শের ইহা আলম্বন। অনুরূপভাবে এবং আলম্বন প্রত্যয় ও মনোস্পর্শের ক্ষেত্রেও। সুতরাং, বাহ্যিক বশে ছয় স্পর্শ, আমরা যেটা নিশ্চিত করি তদনুসারে হয়। ‘ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ’- এর ইহাই বিস্মৃত ব্যাখ্যা বলে জ্ঞাতব্য।

[৭. বেদনা]

২২৮. বাক্যাংশ **‘স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা’** অনুসারে :

দ্বারতো বেদনাবুত্তা চক্‌খু সম্পস্‌স জাদিকা,
সলেব তা পভেদেন একুন নবতি মতা।

– যদা দ্বার বশে, নামধেয় যখন বেদনা,
চক্ষু স্পর্শজাত এবং আছে যত নানা।
সেসব হয় শুধু ছয়, কিন্তু অত:পরে,
তারা গনে উননব্বই, সংক্ষেপ তার পরে।

২২৯. এ অংশের বিভঙ্গের বিশ্লেষণ অনুসারে : বেদনা ছয় প্রকার। দ্বার অনুসারে বর্ণিত হয়েছে : চক্ষু স্পর্শ হতে জাত বেদনা, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় মনোস্পর্শ জাত বেদনা (Vbh. 126) (৫৬৭)। যখন বিজ্ঞান অনুসারে শ্রেণিকৃত করা হয়। তখন তা উননব্বই প্রকারই গণ্য হয়ে থাকে।

২৩০. **বেদনাসু পনেতাসু ইধ বত্তিংস বেদনা**
বিপাক সম্পযুত্তার অধিপৃপেতা তি ভাসিতা।
অট্ঠধা তথ পঞ্চন্নং পঞ্চদ্বারম্পি পচ্চযো,
সেসানং একধা কস্সেব মনোদ্বারেপি সোতথা।
– প্রকার উননব্বই বেদনা হইতে কিন্তু,
আসে বত্রিশ মাত্র নহে অধিকন্তু।
বিপাকের আষ্টে পৃষ্ঠে আছে বাধা সব,
এখানেতে উচ্চারিত মাত্র সেসব।
স্পর্শ অত্রে প্রকাশ পঞ্চদ্বার মাঝে,
পঞ্চ সত্ত্বে প্রত্যয় সব অশীতিরভাঁজে।
অবশেষ নিবৃত্তে রয় একক হয়ে,
একভাবে মনোদ্বারে অস্থিতে রয়ে।

২৩১. এখানে যেহেতু পঞ্চদ্বারে চক্ষু স্পর্শাদি শুরু করে পাঁচ প্রকার বেদনা চক্ষু সংস্পর্শে আট প্রকার প্রত্যয় হয়। যথা- সহজাত, অন্যান্য, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, সম্প্রযুক্ত অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়। এবং অবশিষ্টগুলো প্রত্যেক দ্বারে গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং আলম্বন অনুসারে প্রবর্তমান কামাবচর বিপাক বেদনা। সেই চক্ষু স্পর্শ জনিতের স্পর্শ উপনিশ্রয়, অনুসারে একধা প্রত্যয় হয়।

২৩২. **মনোদ্বারে একই পদ্ধতি :** মনোদ্বারেও যেহেতু তদালম্বন অনুসারে প্রবর্তিত, বলে কামাবচর বিপাক বেদনাসমূহ ও সেই সহজাত। মনো সংস্পর্শ গঠিত নামক স্পর্শের সেরূপ আট প্রকার প্রত্যয় যোগে হয়ে থাকে। প্রতিসন্ধি এবং চ্যুতি অনুসারে প্রবর্তিত ত্রৈভূমিক বিপাক বেদনারও উক্ত প্রত্যয় হয়।

এবং তা যা হোক মনোদ্বারে তদালম্বন বশে প্রবর্তমান কামাবচর বেদনা হয়। সেসব মনোদ্বারে আবর্জন (আবৃত্তি) সংসুক্ত মনোসংস্পর্শ উপনিশ্রয় অনুসারে এক প্রকার প্রত্যয় হয়।

ইহা **"স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা"** নামক পদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

২৩৩. [৮. তৃষ্ণা]

"বেদনা প্রত্যায় তৃষ্ণা"- এ বাক্যাংশের মধ্যে ঃ

> রূপতণহাদিভেদেন ছ তণ্হা ইধ দীপিতা,
> একেকা তিবিধা তত্থ পবত্তাকারতো মতা।
>
> – দৃশ্যমান বস্তুতে রয়, ষড় তৃষ্ণাচয়
> অতএব অবশেষ আলোচিত এথায়
> এসবের একে একে যদা উৎপাদয়
> সমর্থ কি একরূপ তিনের উপচয়।

২৩৪. এ পদে ছয় প্রকার তৃষ্ণা (বিভঙ্গে) বিশ্লেষণে প্রদর্শিত হয়েছে। যথা : রূপ, তৃষ্ণা শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য ও ধর্ম তৃষ্ণা (Vbh. 136)। এসবের আলম্বন অনুসারে এগুলোর নাম হয়। যেমন শ্রেষ্ঠীর পুত্র এবং ব্রাহ্মণের সন্তানের নাম পিতৃ নামানুসারে হয়ে থাকে।

এসব তৃষ্ণার প্রত্যেকটিকে এসবের অবস্থা ভেদে তিন ভাগে গঠিত। যেমন কামতৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণা।

২৩৫. যখন রূপ তৃষ্ণা- যখন চক্ষুর দৃষ্টি পথে রূপালম্বন আসে তখন কানের পরিভোগ (আস্বাদন) হয়। সে আস্বাদনরত থেকে তাতে কামতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন (সেরূপ তৃষ্ণা) শাশ্বত দৃষ্টি নিয়ে গঠিত হয়, তাতে ধারণা হয় যে, কতিপয় আলম্বন স্থায়ী ও ধ্রুব, তখন থেকে ভব তৃষ্ণা বলে। আবার সে তৃষ্ণা যখন উচ্ছেদ আলম্বনে গঠিত হয় তখন উচ্ছে, বিনাশ জনিত দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়, গঠিত হয়। তখন তা বিভব তৃষ্ণা নামে কথিত হয়।

এসব আবার আধ্যাত্মিকরূপে আঠার এবং বাহ্যিকরূপে আঠার, সর্বমোট ছত্রিশ প্রকার হয়। এভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেদে তিন কালের ৩৬ × ৩ = ১০৮ (একশত আট) প্রকার হয়ে থাকে। এগুলি আবার সংক্ষেপ করলে রূপ ইত্যাদি আলম্বনে ছয় প্রকার অথবা ত্রিবিধ তৃষ্ণা ভেদে তিন প্রকার হয়। এরূপে অবগত হওয়া কর্তব্য।

২৩৬. যেসব সত্ত্ব পুত্রপ্রেম বশতঃ পুত্রের প্রতি মমত্ব প্রদর্শনকারিণী ধাত্রীকেও মমত্ব প্রদর্শন করে। সেরূপ রূপ ইত্যাদি ছয় (আলম্বন) বশে উৎপন্ন বেদনা অনুভব বশত সে বেদনার প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। সে মমত্ববোধ রূপ ইত্যাদি আলম্বন থেকে উৎপন্ন চিত্রকর, গন্ধর্ব, গন্ধ বিক্রেতা, পাচক, তন্তুবায়, রসায়ন বিধায়ক চিকিৎসক প্রভৃতির প্রতি অতি গৌরব করে, সম্মান করে। যেমন ধাতুকে পুরস্কৃত করা হয় সন্তানের মমত্ববোধের কারণে। সে কারণে জ্ঞাতব্য যে এই তিন প্রকার তৃষ্নায় প্রত্যয় অনুসারে বেদনা হয়।

২৩৭. **যস্মা চেত্থ অধিপ্পেতা বিপাক সুখ বেদনা,**
একাব একধাবেসা তস্মা তণ্হায় পচ্চয়া।
– এখানেতে বস্তুত যা রয়েছে কিন্তু,
বিপাক সুখ বেদনা অধিকন্তু।
তদ্ধেতু একভাবে এক প্রত্যয় হয়,
উৎপত্তি আছে যত তৃষ্ণা নিচয়।

একভাবে : একমাত্র উপনিশ্রয় প্রত্যয়েই এ প্রত্যয় হয়ে থাকে।

২৩৮. অথবা বিকল্পে :

দুক্খী সুখং পত্থমতি সুখী ভিয্যোপি ইচ্ছতি,
উপেক্খা পন সন্তত্তা সুখমিচ্ছেব ভাসিতা।
তণ্হা পচ্চযা তস্মা হোন্তি তিস্সোপি বেদনা,
বেদনা পচ্চয়া তণ্হা ইতি বুত্তা মহেসিনা।
বেদনা পচ্চয়া চাপি যস্মা নানুসযং বিনা,
হোতি তস্মা ন সা হোতি ব্রাহ্মণস্স বুসীমতোতি।

– দুঃখী নর এক, আশে, সুখ সতত,
অধিক আশাতে পায়, সুখ অবিরত।
আসলে 'উপেক্ষা' সুখ, যেথা শান্ত স্বভাবত,
সুখ বলে গণ্য করে সেথা সুনিশ্চিত।
মহর্ষি ভাষেণ ধর্ম, এথা সংক্ষেপত :
'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে বেদনা'- এই সারস্বত।

এরূপেতে বেদনাত্রয় উৎপাদিত হয়,
সমস্ত তৃষ্ণাতে জ্ঞেয় হেতু প্রত্যয়।
যদিও বেদনা হয় প্রত্যয় ভূত,
বিরাজে তথায় অধ্যাত্ম অনুশয় যত।
কোন তৃষ্ণা অনুপজে তথা অনুরূপ,
যথার্থমুণি তিনি যিনি মুক্তরূপ।
বাক্যাংশ **"তৃষ্ণারপ্রতয়ে বেদনা"**- এ অংশের ইহাই বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[ক. উপাদান]

২৩৯. **"তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান"**- এ পদে ঃ

উপাদানি চত্তারি তানি অথ বিভাগতো,
ধম্ম সংখেপ বিত্থারা কমতো চ বিভাবয়ে।
– প্রয়োজন ব্যাখ্যা চার উপাদান,
১. অর্থগত ভাব বশে বিস্তার বচন।
তারপর (২) সংক্ষেপ ধর্ম পূর্ণ বিবরণ,
অত:পরে আরো আছে ক্রমানুসরণ। (৫৬৯)

২৪০. **এখানে এরূপ ব্যাখ্যাত :** এখানে প্রথমত চার প্রকার উপাদান : কামোপাদান, (মিথ্যা) দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান এবং আত্মবাদ উপাদান।

২৪১. ১. অর্থগত ব্যাখ্যা : ইহা কাম্যবস্তুকে দৃঢ়রূপে কায়িক আলম্বনে আঁকড়ে থাকে বলে উপাদান বলা হয় (অধ্যা. ৪র্থ ২৪)। ইহা কাম এবং উপাদান উভয় হলো কাম উপাদান। দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে (অবলম্বন করে) থাকে। এখানে 'উপ' উপসর্গ, দৃঢ় অর্থের সুষ্ঠু প্রকাশই উপ। যেমন উপায়াস, উপকৃষ্ট, ইত্যাদি শব্দ। এরূপেই যা দেখা যায় তা দৃষ্ট এবং তাই উপাদান দৃষ্টি উপাদান। 'আত্মা শাশ্বত' 'লোকে শাশ্বত' ইত্যাদি দৃষ্টি গুলোর মধ্যে পূর্বের দৃষ্টিকে পরবর্তী দৃষ্টি দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে। ঠিক সেরূপেই শীলব্রতকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে। তাই শীলব্রতকে উপাদান বলা হয়। এখানেও যা শীলব্রত তাহাই উপাদান। ধারণা করা হয় গো-শীল, গোব্রত ইত্যাদি পালন করলে পরিশুদ্ধ হওয়া যায়। তাই এসবের প্রতি মনোনিবেশ করলে ক্রমে সবই উপাদানে পর্যবসিত হয়। আর এ

বিশ্বাস দৃঢ়তায় রূপ নিলে 'বাদ'- এর অন্তর্গত হয়ে পড়ে। প্রশ্ন হতে পারে কি দৃঢ়তার গ্রহণ করে ? উত্তরে আত্মবাদ। আত্ম বা নিজ সত্ত্বার উৎপত্তি বিলয় সংক্রান্ত মতবাদ। এজন্যে বলা হয় আত্মবাদ- উপাদান। কিংবা আত্মা সম্পর্কিত অভিমতই আত্মবাদ। এ আত্মাকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে বলে আত্মবাদ উপাদান। এসবই প্রথমত অর্থ বিশ্লেষণ।

২৪২. ২. **ধর্মের সংক্ষেপত এবং পূর্ণ বিস্তার প্রসঙ্গে** : প্রথমতঃ কাম-উপাদান বলতে 'তৃষ্ণার দৃঢ়তা'। যেহেতু উক্ত হয়েছে কাম-উপাদান কিরূপ ? যাতে রয়েছে কামগুণের প্রতি কাম-ছন্দ, কাম রাগ, কাম নন্দী, কামতৃষ্ণা, কাম স্নেহ, কাম পরিদাহ, কাম মূর্ছা ও কামে মগ্ন থাকা। এসবকে বলা হয় কাম উপাদান। (Dhs. 1214) তার পরবর্তীতে যেটা আসে তা হল পূর্ববর্তী তৃষ্ণার প্রভাবে যা আসে দৃঢ়রূপ নয়, এবং যা উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করে। তৃষ্ণার দৃঢ়তাকে পরবর্তী তৃষ্ণা বলা হয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন ঃ "অপ্রাপ্ত বিষয়কে পাওয়ার আকাঙ্খাই তৃষ্ণা। চোর যেমন অন্ধকারে রাতে হাত সাতরায়। উপাদান হল আলম্বনে পৌঁছে নিজেকে সংলগ্ন করে রাখা। যেমন চোর তার উদ্দেশ্যে সফল হয়। এসব ধর্ম অল্পেচ্ছতা ও সন্তুষ্টির প্রতিপক্ষ। সে কারণে সেসব সংরক্ষণ ও অনুসন্ধান করা দুঃখমূলক। (D. ii-58) অবশিষ্ট তিন প্রকার উপাদানকে সংক্ষেপে দৃষ্টি মাত্র বলা হয়।

২৪৩. **বিস্তারিতভাবে কাম উপাদান হল** : রূপ ইত্যাদি বশে দৃঢ়রূপে গৃহীত ধর্মের তৃষ্ণা, যা পূর্বে ১০৮ প্রকার বলে বর্ণিত হয়েছে। (মিথ্যা) দৃষ্টি উপাদান দশ বন্ধনে আবদ্ধ মিথ্যা দৃষ্টি। তদনুসারে বলা হয়েছে : "এখানে (মিথ্যা) দৃষ্টি উপাদান কিরূপ ? উত্তরে বলা যায়, এতে কোন দান নেই, নেই কোন যজ্ঞ [তাঁদের মধ্যে কোন গুণনীয় ঋষি নেই, ব্রাহ্মণ নেই) প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ এবং ইহ জগৎ এবং পরজগৎ প্রচার করে : এরূপ দৃষ্টি, এরূপ বিপরীত অনুমান কে (মিথ্যা) দৃষ্টি উপাদান (Vbh. 375) (Dhs. 1215) বলে। **শীলব্রত উপাদান হল** : শীলব্রত (বিশ্বাসে) দ্বারা বিশুদ্ধি আসে। এ কারণে উক্ত হয়েছে এখানে শীলব্রত উপাদান কিরূপ ? ব্রত সম্পাদনের মাধ্যমে বিশুদ্ধি আসে সে বিশুদ্ধি শীল ব্রতের দ্বারা আসে (৫৭০)। সে বিশুদ্ধি শীল ব্রতের মাধ্যমে আসে ঃ এরূপ দৃষ্টি, এরূপ বিপরীত অনুমান থেকে হয়। ইহাকে বলা হয় শীলব্রত উপাদান (Dhs.

1216)। **আত্মবাদ উপাদান হল :** বিশ প্রকার বস্তু সম্পর্কিত সৎকায় দৃষ্টি (আত্মদৃষ্টি)। বলা যায় আত্মবাদ উপাদান কিরূপ ? উত্তরে বলা যায় অশিক্ষিত, সাধারণ পৃথগজন, যারা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ, রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে এরূপ বিপরীত ক্রমে অনুমান করে এরূপ স্থলে সৎকায় দৃষ্টি উপাদান বলে। (Dhs. 1217)

ইহাই ধর্ম গণনায় সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃত রূপ।

২৪৪. ৩. ক্রমানুক্রমগ ক্রমানুসারে ইহা ত্রিভাজিত (অধ্যায় ১৪, ২১১) অর্থাৎ ১. উৎপত্তি ২. প্রহানক্রম এবং ৩. দেশনাক্রম।

এখানে উৎপত্তিক্রম বলতে প্রথমত : ক্লেশের উৎপত্তি নির্দেশ করে না। যেহেতু আদিহীন এই অন্তহীন জন্মে প্রথম ক্লেশের উৎপত্তি বলতে কিছু নেই। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ইহা সম্বন্ধযুক্ত হল স্বভাবত এক ভবে শাশ্বত এবং উচ্ছেদবাদের প্রতি আত্মা রূপ অনুমবানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তারপর যখন একজন লোক অনুমান করে যে, এ আত্মা পার্থিব, আত্ম বিশুদ্ধির লক্ষ্যে তার মধ্যে শীলব্রত ইত্যাদি শুদ্ধিক্রিয়ার উদয় হয়। এবং যখন একজন লোক অনুমান করে যে, ইহার 'উচ্ছেদ হবে'- এরূপ ভাব উদয় কারীর মধ্যে পরবর্তী কাজের আর কোন মূল্য থাকে না। তখন তার মধ্যে কাম উপাদান উৎপন্ন হয়। সুতরাং তার মধ্যে প্রথম আত্মবাদ উপাদান তারপর দৃষ্টি উপাদান এবং শীলব্রত কামোপাদান হয়। সুতরাং আত্মবাদ উপাদান তাঁর মধ্যে প্রথম উৎপন্ন হয়। এবং তারপর শীলব্রত উপাদান অথবা কাম উপাদান উৎপন্ন হয়। এইরূপে অত:পর তাদের ক্রমানুসারে এক ভবের উৎপত্তি হয়।

২৪৫. এখানে (মিথ্যা) দৃষ্টি উপাদান, প্রথমে বিদূরিত হয় স্রোতাপত্তি লাভের প্রভাবে। কামোপাদান আরও পরে দূরীভূত হয়। কারণ অর্হত্বফল লাভ হলেই তা কামাপাদান প্রহীন হয়। ইহা প্রহানক্রম।

২৪৬. কামোপাদান শ্রেষ্ঠত্ব মহা বিষয় (জটিল) এবং প্রকটত বলে বস্তুত প্রথমে দেশনা করা হয়েছে। ইহার কার্যক্ষেত্র বৃহত্তর, যেহেতু ইহা আট প্রকার চিত্ত সম্প্রযুক্ত (লোভ চিত্ত) (২২-২৯)। অপর সব সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্র। যেহেতু এসব চার প্রকার চিত্ত সম্প্রযুক্ত অল্প যথা (২৩), (২৬), (২৭) এবং (২২) ইত্যাদি। এবং ইহা যে সাধারণত কামোপাদান তা স্পষ্ট। কারণ যোনি কামপ্রিয়তা এতে সংশ্লিষ্ট। (M i-265) অন্যসব নয়। কেউ

অধিক কামোপাদান সম্পন্ন হলে বেশিভাবে প্রদর্শিত হয় এবং তা লাভে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় (M i-265)। কামোপাদানের পরে আসে (মিথ্যা) দৃষ্টি উপাদান। যেহেতু এ দুটি শীলব্রত উপাদান থেকে স্থূল বলে পূর্বাহ্ণে দেশনা করা হয়েছে। যেহেতু এ দুটি দর্শনে চিহ্নিত করা যায়। (অবয়ব দেখে) যেমন গো ক্রিয়া এবং কুকুরব্রত। ক্রিয়া দর্শন আত্মবাদ উপাদান দর্শন সবার পরে। যেহেতু ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম। ইহাই দেশনাক্রম অনুসারে জ্ঞাতব্য।

[কিরূপে উপাদানের প্রত্যয়ে তৃষ্ণা ?]

তণ্হা চ পুরিম স্সেথ একধা হোতি পচ্চয়ো,
সতধা অট্ঠধা বাপি, হোতি সেসত্তয়াস্স সা।

– প্রথমোক্তে তৃষ্ণা জান এক প্রত্যয়েতে,
অবশেষ তিন হয় মধ্যে উপাদানেতে।
জান তাহা ঘটে আরও সপ্তধা বিভাগে,
অথবা আরও জান অষ্টধা বিভাগে।

২৪৮. এভাবে চার প্রকার দেশনাক্রমে কাম উপাদান। উপনিশ্রয় বশে এক প্রকার প্রত্যয় হয়। প্রথম কামো পাদানের জন্য। কারণ ইহা তৃষ্ণালোকের কর্মক্ষেত্রের সম্পৃক্ত উৎপত্তি কিন্তু অবশিষ্ট তিন উপাদানের ইহার সাত প্রকার প্রত্যয় হয়। সহজাত, অন্যান্য, নিশ্রয় সম্প্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত এবং হেতু অথবা উপনিশ্রয়সহ আট প্রকারেই প্রত্যয় হয়। এবং যখন উপনিশ্রয় কাজ যোগে প্রত্যয় হয় তখন সহজাত বতীতই প্রত্যয় হয়। ইহা **"উপাদান প্রত্যয়ে তৃষ্ণা"**- এই পদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। (৫৭১)

[১০. ভব]

২৪৯. **"উপাদান প্রত্যয়ে ভব"**- এই পদে ঃ

অত্থতো ধম্মতো চেব সাত্থতো ভেদ সঙ্গহো,
যং সস্স পচ্চয়ো চেব বিঞ্ঞাতব্বো বিনিচ্চযো।
১. বশে অর্থ ২. বশে ধর্ম অত:পর
৩. উদ্দেশ্য বয় তাতে ৪. বিশ্লেষণ তারপর।
৫. সংগ্রহ আছে বেথা ৬. কার জন্যে প্রত্যয়াকার,
এসবের ব্যাখ্যা তত্ত্ব জানা দরকার।

২৫০. **অর্থগতভাবে ঃ** এখানে ইহা হয় (ভবতি) এরূপে ভব। ভব দু প্রকার, যথা- কর্মভব (প্রক্রিয়া) এবং উৎপত্তিভব (প্রক্রিয়া)। তদনুসারে উক্ত হয়েছে "ভব প্রক্রিয়া দুভাবে হয়ে থাকে- যেমন কর্ম প্রক্রিয়া ভব আছে, আছে উৎপত্তি (জন্ম) প্রক্রিয়া ভব। (Vbh. 137) অত্র কর্ম প্রক্রিয়া স্বয়ংই ভব- বলে কর্ম প্রক্রিয়া ভব। অনুরূপভাবে উৎপত্তি (পুনর্জন্ম) স্বয়ংই ভব বলে উৎপত্তি প্রক্রিয়া ভভ।' এবং এখানে উৎপত্তি হল ভব কারণ ইহা হয় (ভব) কিন্তু যেমন বলা হয় "বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখকর। (Dh. 194) যেহেতু এতে সুখের কারণ (হেতু) নিহিত। সুতরাং কর্মকে ভব অনুসারে (বশে) জ্ঞাতব্য। সাধারণ অর্থে ইহার ফল। যেহেতু ইহা ভবের (জন্মের) কারণ। প্রথমত অর্থগতভাবে এ ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য।

২৫১. ২. **ধর্মানুসারে :** প্রথমত কর্ম- প্রক্রিয়া ভবএ স্বয়ং সংক্ষেপে চেতনা এবং চেতনা সংযুক্ত অভিধ্যা (লোভ) কে বুঝায়। তদনুসারে উক্ত হয়েছে : "এখানে কর্ম প্রক্রিয়া কিরাপদ "পুণ্য সংস্কার, অপুণ্য সংস্কার এবং অনেঞ্জা সংস্কার বশে অল্প (সীমিত) কামাবচর ভূমিতে হোক অথবা বৃহৎ (অসীম) ভুমিতে হোক যে কর্ম তা কর্ম প্রক্রিয়া ভব নামে অভিহিত। সমস্ত কর্মই যা ভবে উৎপত্তি ঘটায় তা কর্ম প্রক্রিয়া ভব।" (Vbh. 137)

২৫২. এখানে পুণ্য সংস্কার ধর্মের এক প্রকার নিরূপিত সময়। এতে তের প্রকার চেতনা বিদ্যমান, যথা (১) - (১৩)। অপুণ্য সংস্কার ধর্মে বার প্রকার (২২) - (২৩)। এবং অনেঞ্জা সংস্কার ধর্মে চার প্রকার (১৪) - (১৭)। চেতনা বর্তমান। সুতরাং অল্প (সীমিত) ভুমি অথবা বৃহত্তর (মদ্গত) ভূমি অকিঞ্চিতকর যা হোক অথবা বৃহত্তর হোক চেতনার ফল একই প্রকার বিপাক সম্পন্ন বলে এখানে উল্লেখিত। কিন্তু "সকল কর্ম ভবগামী" অভিধ্যা (লোভ) চেতনাপ্রসূত বলে উক্ত।

২৫৩. উৎপত্তি (প্রক্রিয়া) ভব সংক্ষেপতঃ কর্ণোৎপন্ন স্কন্ধ। ইহা নয় প্রকার : তদনুসারে উক্ত হয়েছে ; "এখানে উৎপত্তি প্রক্রিয়া ভব কিরূপ? উত্তরে কামভব, রূপভব অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞভব, নৈব সংজ্ঞানা সংজ্ঞা ভব এক স্কন্ধভব (৫৭২) চার স্কন্ধ ভব, পঞ্চস্কন্ধ ভব এসবকে উৎপত্তি প্রক্রিয়া ভব বলে। (Vbh. 17)

২৫৪. এখানে ভব প্রক্রিয়াকে বলা হয় "কাম সম্পৃক্ত ভব প্রক্রিয়া কামভব। একইরূপে রূপভব এবং অরূপ ভব প্রক্রিয়া। যে সমস্ত ভবে সংজ্ঞা

বিদ্যমান অথবা যে সমস্ত ভবে সংজ্ঞা বর্তমান এভাবে তা সংজ্ঞাভব হয়। বিপরীত ক্রমে অসংজ্ঞা ভব হয়ে থাকে। স্থূল সংজ্ঞার অবিদ্যমানতা এবং সূক্ষ্ম সংজ্ঞার বিদ্যমানতা হেতু নৈব সংজ্ঞা যা সংজ্ঞা নামে অভিহিত। ইহাকে রূপ স্কন্ধের ভিত্তিতে গঠিত ভব প্রক্রিয়া বলে। এরূপে ইহা একভব প্রক্রিয়া অথবা ঐরূপ ভব প্রক্রিয়ায় মাত্র এক স্কন্ধ বর্তমান। (রূপ স্কন্ধ বা আকৃতি) এরূপে ইহা এক রূপস্কন্ধ থাকে বলে এক স্কন্ধ (অবকার ভব)। একইভাবে চার উপাদানে সম্পৃক্ত রূপ এবং তিন মনোস্কন্ধ, এবং পঞ্চ-উপাদান (রূপ এবং চার মনোস্কন্ধ)। প্রক্রিয়া ভব।

২৫৫. এখানে কাম ভব হল কর্মের দৃঢ়তা জনিত অর্জিত পঞ্চস্কন্ধ। অনুরূপ ভাবে রূপ ভব এবং অরূপ ভব চার প্রকার। উৎপত্তি (সংজ্ঞা) ভব চার বা পাঁচ প্রকার। কর্মের দৃঢ়তা জনিত অর্জিত এক উপাদান (বা) অবকার ভব। নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা ভব চার প্রকার। কর্মের দৃঢ়তা (আকর্ষণ) জনিত অর্জিত এক উপাদান ভব ইত্যাদিতে এক, চার বা পঞ্চ স্কন্ধ হয়।

এখানে ইহাই ধর্ম বশে ব্যাখ্যাত বলে জ্ঞাতব্য।

২৫৬. ৩. **উদ্দেশ্যত :** যদিও পুণ্য সংস্কার এবং ভব ইত্যাদি একইভাবে উভয় ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে (Vbh. 135) এবং (১৩৭) এ পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিল। পূর্বোক্ত (আদি) ক্ষেত্রে ইহার কারণ একটি অতীত কর্ম বশে প্রত্যয়। প্রতিসন্ধি ক্ষেত্রে এখানে (এভবে)। যখন শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইহার কারণ একটি বর্তমান কর্ম বশে প্রত্যয়। ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধির (ভবে) অথবা বিকল্পে পূর্বোক্ত উদাহরণ মতে। উদ্ধৃতাংশের শুরুতে "এখনে পুণ্য সংস্কার কিরূপ?" ইহা কুশল চেতনা কাম ভবের (Vbh. 135)। ইহারা চেতনা মাত্র যাকে সংস্কার বলা হয় (Vbh. 135)। কিন্তু এখানে যে সব কর্ম ভবগামী (Vbh. 137) চেতনা সম্পৃক্ত ধর্ম ও এখানে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এবং (পূর্বোক্ত) আদি উদাহরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে কর্ম থাকে সংস্কার বলা হত। কিন্তু যখন শাস্ত্রে অসংজ্ঞীভবে উৎপত্তি ঘটায় তা

২৫৭. সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এত বচনের কারণ কি ? বাক্যাংশ "অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার" অংশের পুণ্য সংস্কার ইত্যাদিতে কুশল ধর্ম এবং অকুশল ধর্মরূপে বিকৃত হয়েছে। কিন্তু বাক্যাংশ "উপাদান প্রত্যয়ে ভব"- এতে কুশল অকুশল এবং কর্মক্রিয়া বশে সংশ্লিষ্ট বলে উক্ত। যেহেতু এতে উৎপত্তি ভব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেজন্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহার পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্যে

সার্থকতা রয়েছে। এখানে ইহাই "উদ্দেশত" অংশের ব্যাখ্যা বলে জ্ঞাতব্য।

২৫৮. ৪. **বিস্তারত সংশ্লেষত :** উপাদানের প্রত্যয়ে বিস্তারত এবং সংশ্লেষত : উভয় প্রত্যয় বশে ভব'- এ অর্থ এখানে প্রকাশিত।

কাম-উপাদান কর্ম প্রসূত প্রত্যয় বশে যে কর্ম সম্পাদিত ও কাম ভব পরিচালিত তা কর্ম পরিগ্রহ ভব। তা দ্বারা পরিচালিত স্কন্ধাদি হল জন্ম পরিগ্রাহক উৎপত্তি ভব। অনুরূপভাবে রূপ ভব এবং অরূপ ভব ও একই প্রকার। সুতরাং (৫৭৩) কাম- উপাদান প্রত্যয় বশে কামভব দুই প্রকার। পঞ্চস্কন্ধ যুক্ত ভব ও সংজ্ঞা ভব ইহার অন্তর্গত এবং রূপভব দু প্রকার। তন্মধ্যে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সংজ্ঞীভব, অসংজ্ঞীভব, একোপাদান এবং পঞ্চুপাদান ভব। অরূপভব দু প্রকার। তন্মধ্যে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সংজ্ঞীভব, নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞাভব এবং চার উপাদান ভব। সুতরাং যেসব এতে সংযুক্ত করা হয়েছে তাতে করে ছয় প্রকার ভবে কামুপাদান বশে প্রত্যয় বিদ্যমান। তদনুরূপেই অবশিষ্ট (তিন) প্রকার উপাদান বশে প্রত্যয় হয়। সুতরাং বিশ্লেষণ অনুসারে যেসব এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে তৎসমুদয় একত্রে দাঁড়ায় চব্বিশ প্রকার ভব। আর এসবের প্রত্যয় হয় কামুপাদান।

২৫৯. ৫. **সংশ্লেষত :** বস্তুত কর্ম প্রক্রিয়া ভব এবং উৎপত্তি ভবের সাথে প্রক্রিয়া একীভূত করে যা একত্রিত করা হল তৎসমুদয় এক প্রকার কামুপাদান ভব একই ইহার প্রত্যয় হল কামুপাদান। তদনুরূপ রূপভব এবং অরূপ ভবের ক্ষেত্রেও। সুতরাং ভব তিন প্রকার একইভাবে অবশিষ্ট (তিন) ভবের ক্ষেত্রে ও উপাদান প্রত্যয় হয়। সুতরাং সংশ্লেষণ দ্বারা এসবের সংযুক্তির ফলে উপাদন প্রত্যয়ে বার প্রকার ভব হয়।

২৬০. অধিকন্তু উপাদান প্রত্যয়ের সাথে কর্ম প্রক্রিয়া ভবকে পার্থক্য না করে যা লাভ হয় তা হল কামভব এবং কর্ম প্রক্রিয়া ভব। উহাতে যেসব স্কন্ধের উৎপত্তি হয় তা হল উৎপত্তি প্রক্রিয়া ভব। তদনুরূপ রূপ এবং অরূপ ভব। সুতরাং তদ্দারা যা সংযুক্ত করা হল ঃ তা দুই কামভব এবং দুই রূপভব এবং দুই অরূপ ভব। সে কারণে সংশ্লেষণ দ্বারা ভিন্ন পদ্ধতিতে ছয় প্রকার ভব হয়। অথবা পুনরায় কর্ম প্রক্রিয়া ভব এবং উৎপত্তি প্রক্রিয়া ভবরূপ বিভাজন ব্যতিরেকে এবং তাতে যা সংযুক্ত করা হল তৎসহ কর্ম প্রক্রিয়া ভব ইতাদি বশে ভব তিন প্রকার। অথবা পুনরায় কাম ভব ইত্যাদি

বিভাজন ব্যতিরেকেত দ্বারা যেসব সংযুক্ত করা হল তৎসহ কর্ম প্রক্রিয়া ভব ও উৎপত্তি প্রক্রিয়া ভব বশে দুই প্রকার ভব এবং কর্ম প্রক্রিয়া ভব ও উৎপত্তি প্রক্রিয়া ভব ব্যতিরেকে ও বচনানুসারে "উপাদানের প্রত্যয় ভব" যাতে ভব এক প্রকার।

ইহাই উপাদান প্রত্যয় বশে ভব বিষয়ে সংশ্লেষ্ট অনুসারে বিস্তৃত ব্যাখ্যা অত্র জ্ঞাতব্য।

২৬১. **৬. কোন ভবের কোন প্রত্যয় ঃ** ইহার অর্থ এই যে, কোন ভবের জন্য কোন উপাদান প্রত্যয়রূপে কাজ করে। কিন্তু এখানে 'প্রত্যয়' কি ? যে কোন প্রকারের জন্য যে কোন প্রত্যয়। সাধারণ লোক যেমন পাগল লোক। "ইহা কি সঠিক বা বেঠিক " এরূপে বিবেচনা ছাড়াই যে কোন উপাদানে প্রলুব্ধ হয়ে (প্রভাবিত করে) যে কোন ভব আকাঙ্ক্ষা করে যে কোন কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সুতরাং যখন বলা হয় : "রূপভব এবং অরূপভব (পূজা-অর্চনার) শীলব্রত উপাদান অর্জিত হয় না বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বীকৃত হল : সমস্ত উপাদান দ্বারা সমস্ত ভব সম্ভব হয়।

২৬২. উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : কেউ কেউ- শুনে বা দেখে (মিথ্যা দৃষ্টি প্রসূত) বলেন, এ মনুষ্য জগতে ক্ষত্রিয় মহাশাল (যোদ্ধা) কুল ইত্যাদি এবং ছয় কামাবচর দেবলোকে কাম্যবস্তু সমৃদ্ধ। (৫৭৪)। ভ্রান্ত দর্শন শ্রবণ করে বিপথে পরিচালিত এবং কল্পনা করে যে, "এই কর্মদ্বারা এসব কামবস্তু লাভ হবে।" এ কাল্পনিক ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তা লাভের প্রত্যাশায় কাম উপাদানের মাধ্যমে কায় দুশ্চরিতের কর্ম ইত্যাদি সম্পাদন করে। আর এসব দুশ্চরিত পূর্ণ করে সে অপায়ে গমন করে। এবং লব্ধ কাম্যবস্তু সুরক্ষার জন্য অথবা সে কাম্যবস্তুতে প্রলুব্ধ হয়ে কায় দুশ্চরিত জন্য সম্পাদন করে। এসব দুষ্কর্ম সম্পাদন করে সে অপায়ে উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির এই যে কর্ম সম্পাদন হল- তাহাই উৎপত্তি কর্ম প্রক্রিয়া নামে অভিহিত। কর্ম দ্বারা উৎপত্তি কর্ম প্রক্রিয়াই কর্ম ভব। কর্মের দ্বারা স্কন্ধাদির উৎপত্তিই উৎপত্তি ভব। এ স্থলে সংজ্ঞা ভব এবং পঞ্চ উপাদান ভব সমূহ ও এখানে সংযোজিত।

২৬৩. অপরপক্ষে, বস্তুত ঃ 'সদ্ধর্ম ইত্যাদি শ্রবণজনিত যার প্রজ্ঞা তীব্রতর হয়েছে, তার ধারণা যে এরূপ কর্মের দ্বারা কাম্যবস্তু পরিপূর্ণ হবে। সে ধারণায় বশবর্তী হয়ে সে সুচরিত কাম্য কর্ম ইত্যাদি কাম উপাদানের মাধ্যমে

সম্পন্ন করে। এভাবে কায়িক সুচরিত কর্ম সম্পাদনের ফলে তিনি মনুষ্যলোকে গিয়ে উৎপন্ন হন। যে কর্মের দ্বারা তাঁর এই যে জন্ম তা হল কর্ম প্রক্রিয়া ভব। এ কর্ম প্রক্রিয়াতে যে সব স্কন্ধের উৎপত্তি তা হল সংযুক্তকৃত।

সুতরাং, ইহাই কাম উপাদান, কাম ভবের একটি প্রত্যয় বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ।

২৬৪. অপর ব্যক্তি শ্রবণ করে বা কল্পনা করে যে, কামাবচর রূপ এবং অরূপভবের মধ্যে অদ্যাপি কাম্যবস্তুতে সমৃদ্ধ এবং তন্নিমিত্ত তিনি কাম-উপাদানের মাধ্যম রূপ এবং অরূপ সমাপত্তি উৎপন্ন করে এবং তাঁর শীলগুণের প্রভাবে তিনি রূপ অথবা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথায় যে কর্মের হেতুতে জন্ম তাতে কর্মপ্রক্রিয়া ভব হয়। এবং কর্মও উৎপত্তি ভবের দ্বারা কর্ম প্রক্রিয়ায় স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সংজ্ঞা, অসংজ্ঞী, নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা, এক উপাদান, চার উপাদান এবং পঞ্চ উপাদান প্রকারের ভবাদি ও উহাতে অন্তর্ভূক্ত। এরূপে কাম-উপাদান রূপ-অরূপভবে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণে প্রত্যয় হয়ে থাকে।

২৬৫. আবার কোন ব্যক্তি উচ্ছেদবাগ দৃষ্টি এভাবে করে : "এ আত্মা কামাবচর ভবের কোন এক শুভ অবস্থায় সময়ে যখন সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যাবে অথবা রূপভব অথবা অরূপভবের সুখ লাভার্থে কর্ম সম্পাদন করে। আর এ কর্ম হল কর্ম প্রক্রিয়া ভব। এ কর্ম প্রক্রিয়া ভব দ্বারা স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি ঘটায়। কিন্তু সংজ্ঞা ভব ইত্যাদি উহারই অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং দৃষ্টি (মিথ্যা) উপাদান তিনটির যথা- কামাবচর, রূপাবচর এবং অরূপাবচর ভব এবং বিশ্লেষণ সংশ্লেষণসহ সবের প্রত্যয় হয়।

২৬৬. অপর পক্ষে, আত্মবাদ দৃষ্টি উপাদানে বিশ্বাসী মনে করে : "এ আত্মা কামাবচর ভবের কে শুভ অবস্থায় যখন আত্মা শান্তভাব ধারণ করে অথবা পরিদাহ উত্তেজনা শূন্য থাকে। অথবা রূপ ভবের অথবা অরূপ ভবের সুখ লাভার্থে কর্ম সম্পাদন করে। তার সে কর্ম হল কর্ম প্রক্রিয়া ভব। এ কর্ম প্রক্রিয়া (ভব) দ্বারা স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি ঘটায়। (৫৭৫) কিন্তু সংজ্ঞাভব ইত্যাদির ইহার অন্তর্ভূক্ত। এভাবে আত্মবাদ দৃষ্টি উপাদান তিনটির ভব, এবং বিশ্লেষণ এ সংশ্লেষণ সহ সবের প্রত্যয় হয়।

২৬৭. অপরে (ভাবে), শীলব্রত উপাদানের মাধ্যমে যথা "শীল ব্রত উপাদান কামাবচর ভবের এক শুভ অবস্থায় যখন পূর্ণ হতে পূর্ণতর সুখাবস্থায় উপনীত করে অথবা রূপভবের অথবা অরূপ ভবের সুখ লাভার্থে কর্ম সম্পাদন করে। তার সে কর্ম হল কর্ম প্রক্রিয়া ভব। এ কর্ম প্রক্রিয়া (ভব) দ্বারা স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি ঘটায়। কিন্তু সংজ্ঞাভব ইত্যাদিও ইহার অন্ত র্ভূক্ত। এভাবে শীলব্রত উপাদান তিনটি ভব যথা- কামাবচর, রূপাবচর এবং অরূপাবচর ভবসমূহ তৎসহ বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ সবের প্রত্যয় হয়।

এখানে ইহাই 'কোনটি কার প্রত্যয়' বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা বলে জ্ঞাতব্য।

[কিরূপে উপাদান প্রত্যয়ে ভব হয় ?]

২৬৮. কিন্তু কোন ভবের কোন প্রত্যয় হয় এবং কিভাবে হয় ?

রূপারূপ ভবানং উপনিস্ময় পচ্চয়ো উপাদানং,
সহ জাতাদীহ্ পিতং কাম ভবস্সাতি বিঞ্ঞেয়্যং।

– এখনি উপাদান প্রত্যয়ে হয় যে ভব,
উভয়ত: যথা রূপ-অরূপ ভব।
তাতে রয় উপনিশ্রয় প্রত্যয় তথা,
কামাবচরেতে রয় পরে সহজাত যথা।

২৬৯. রূপারূপ ভব সমূহের কামভব পর্যন্ত, কর্মভবে কুশল কর্মে এবং উপপত্তিভবসহ চতুর্বিধ উৎপত্তি ভবে উপনিশ্রয় উপাদান বশে এক প্রকার প্রত্যয় হয়। কামভবে স্বয়ং সম্প্রযুক্ত কুশল কর্মভবের সহজাত, অন্যান্য, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত, হেতু প্রত্যয় ভেদে সহজাত ইত্যাদি প্রত্যয় হয়। এবং বিপ্রযুক্তের উপনিশ্রয় প্রত্যয় হয়।

ইহাই 'উপাদান প্রত্যয়ে ভব' শিরোণামের ব্যাখ্যা" জ্ঞাতব্য।

[৯, ১০ জন্ম , ইত্যাদি]

২৭০. বাক্যাংশ "ভবের প্রত্যয়ে জাতি (জন্ম) ইত্যাদি" শিরোনামে জন্ম সংজ্ঞা সত্যসমূহ বর্ণনায় {অধ্যায় ১৬,(৩১)} অনুসারে জ্ঞাতব্য। এখানে কর্ম প্রক্রিয়াভব অধিকতর প্রত্যাশিত ভব। যেহেতু ইহা জন্ম বা জাতির প্রত্যয়। উৎপত্তি ভবের নয়। ইহা এক প্রত্যয় দুই প্রকার প্রকারের হয় ঃ কর্ম প্রত্যয় এবং উপনিশ্রয় প্রত্যয়।

২৭১. **এখানে জিজ্ঞাসা ঃ** "ইহা কিভাবে জানা যায় যে, "ভব কিরূপে জাতি বা জন্মের প্রত্যয় হয় ?" হীন-প্রণীতের কারণে ইহা পরিদৃশ্যমান। বাহ্যিক পরিবেশ সমসম হলেও যেমন মাতা-পিতা, বীজ, রসে, আহার ইত্যাদি হীনমন্যের ভিন্নতা এবং এমন কি জমজের ক্ষেত্রেও জীবের মধ্যে প্রণীতের ভিন্নতা পরিদৃশ্যমান। এ বিষয়ের মধ্যে কোন অহেতুকত্ব নেই। যেহেতু যদিও সব সময় সবের মধ্যে বর্তমান থাকে না ঃ (৫৭৬) কিংবা কর্মপ্রক্রিয়া ভব ছাড়া অন্য কোন কিছু নেই। যেহেতু জীবের উৎপত্তিতে ইহা ব্যতীত অন্য কোন অভ্যন্তরীণ সন্ততি বা ধারাবাহিকতার কারণ নেই। বস্তুত ইহার হেতুতে রয়েছে এক মাত্র "কর্ম প্রক্রিয়া ভব"। এবং যেহেতু, কর্মই একমাত্র জীবের মধ্যে হীন প্রণীতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ। ভগবান বলেছেন, "কর্মই প্রাণীকে হীন প্রণীত অনুসারে পার্থক্য করেছে"। (M. iii-203) উহা থেকে জ্ঞাতব্য যে, ভাবর প্রত্যয়ে জন্ম।

২৭২. যখন জন্ম নিরোধ হয়, তখন, জরা, ব্যাধি কিংবা কোন আদি ধর্মের অধীন হতে হয় না চিত্ত যেখানে জন্ম আছে অত:পর জরা সেখানে এবং মরণ ঘুরে আসে। এবং শোকাদি আসে। যা জরা এবং মরণের সূত্রে আবদ্ধ। মূর্খজন জরা, মরণ রূপ দুঃখজনক আবর্তে ক্ষত বিক্ষত হয়। অথবা যিনি এ বন্ধনে আবদ্ধ নয়, সে দুঃখজনক ধর্মের অধীন সুতরাং এ জন্মই জরার প্রত্যয় এবং তদ্রূপে শোকাদির। কিন্তু, ইহা উপনিশ্রয় অনুসারে এক প্রত্যয়েই হয়।

ইহাই **"ভবের প্রত্যয়ে জাতি"** এ বাক্যাংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

[গ. অংশ ঃ ভব চক্র (১) চক্র]

২৭৩. এখানে অবশেষে শোকাদি ধর্ম বিবৃত হয়েছে অনুবন্ধভাবে ভব চক্রে অবিদ্যা শুরুতে বর্ণিত।" অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার বিষয়টি 'শোকাদি' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং জ্ঞাতব্য যে,

সোকাদীহি অবিজ্জা সিদ্ধা ভবচক্কমবিদিতাদিমিদং,
কারক ভেদক রহিতং দ্বাদসবিধ সুঞ্ঞতাসুঞ্ঞং।

– ভব চক্রের আদি প্রকাশে অজ্ঞেয়,
তাতে নেই কোন কারক, নাহি বেদকদ্বয়।
শূন্য বিদ্যমান দ্বাদশ শূন্য ভাঁজে,

কোথাও কখনও স্থির নারয় অবিরত সাজে।

২৭৪. কিন্তু (১) শোকাদি দ্বারা কিরূপে অনভিজ্ঞেয় রূপে প্রতিষ্ঠিত ? (২) কিরূপে এ ভবচক্ষ আদিতেই অজ্ঞেয় থেকে যায় ' ? (৩) কিরূপে তাতে কোন কারক নেই কিংবা ভোক্তা নেই ? (৪) কিরূপে ইহা দ্বাদশ শূন্যতায় শূন্য ?

২৭৫. ১. শোক দৌর্মনস্য, উপায়াস অবিদ্যা থেকে পৃথক করা যায় না। এবং প্রতাড়িতের মধ্যে বিলাপ দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রথমত : যখন এসব (সিদ্ধ) হলে অবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু 'তৃষ্ণার উৎপত্তিতে অবিদ্যার উৎপত্তি হয়' (M. i-54) বলে উক্ত। এবং তৃষ্ণার উৎপত্তিতে এসব বিষয়ের আদিতে শোক সিদ্ধ হয়। কিরূপে ?

২৭৬. প্রথমত কাম তৃষ্ণা হতে উৎপন্ন বিয়োগ জনিত শোক উৎপন্ন হয় :

তস্স চে কামাসবস্স ছন্দ জাতস্স জন্তনো,
তে কামা পরিহায়তি সল্লবিদ্ধোর রূপ্পতীতি।

– বঞ্চিত যে কামযুক্ত তৃষ্ণা অভিভূত।
শৈল্যবিদ্ধ বেদনাবিধুর সম সে পীড়িত। (Sn. 767)

এবং তদনুসারে বর্ণিত হয়েছে "কাম্য বস্তু হতে শোকের উৎপত্তি।" (Dh. 215)

২৭৭. তৃষ্ণা দৃষ্টির উৎপত্তির কারণে এসব বিষয় ঘটে থাকে। সে কারণে উক্ত হয়েছে : 'আমি রূপ "আমার রূপ" যার মধ্যে এরূপ দৃষ্টি নিহিত তার পক্ষে এ রূপের পরিবর্তন এবং রূপান্তরণের ফলে শোক-বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য অনুশোচনা উৎপন্ন হয়। (S. iii-3)

২৭৮. এবং তৃষ্ণ দৃষ্টি উৎপত্তির ফলে ভব তৃষ্ণার উদয় হয়। তাই বলা হয়েছে : "যে সব দেবতা দীর্ঘায়ু সম্পন্ন, বর্ণিল, সুখ বহুল উচ্চ বিমানে দীর্ঘকাল অবধি বসবাসরত তারাও ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে। তারা ভীত হয়, সন্ত্রাস সংবেগ প্রাপ্ত হয়। (S iii-85)। এভাবে তারা পাঁচ প্রকার পূর্ব নিমিত্ত দর্শন করে।'

২৭৯. এবং ভব আসব উৎপত্তিতে তেমনি অবিদ্যাসব উৎপত্তিতে যেমন বলা হয়েছে ঃ "হে ভিক্ষুগণ তিন কারণে বালজন ইহ জীবনে দুঃখ দৌর্মনস্য ভোগ করে"। (M. iii-63)

তৃষ্ণার উৎপত্তির কারণে এসব অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠিত (সিদ্ধ) হলে তৃষ্ণা (আসব) সমূহে প্রতিষ্ঠা (সিদ্ধ) হয়। অবিদ্যাই তার কারণ। তৃষ্ণা সিদ্ধ হলে অবিদ্যাও সিদ্ধ হয়, কারণ হেতু বর্তমান থাকলে ইহাও বর্তমান থাকে। এই প্রথম স্থলে অবিদ্যাদি শোকাদি দ্বারা সিদ্ধ (প্রতিষ্ঠা) বলে জ্ঞাতব্য।

২৮০. ২. কিন্তু ইহা বর্তমান বলে যখন অবিদ্যা সিদ্ধি হয়, যখন ইহার প্রত্যয় বর্তমান থাকে। এবং যখন অবিদ্যা প্রত্যয় হয় তখন সংস্কার থাকে ; প্রত্যয় বশে সংস্কার হয়। সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান। এভাবে হেতু ফলের কোন বিরাম নেই। ফলতঃ দ্বাদশ অংগ সমন্বিত ভবচক্র হেতু-ফল সম্বন্ধ বলে প্রবর্তিত হয়ে অনাদিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (সিদ্ধ হয়)। এতে আদি বলতে কিছু নেই।

২৮১. এরূপ হলে সংক্ষিপ্ত উক্তি "অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার" বাক্যাংশর কি বিরোধ ঘটে না ? ইহা সংক্ষিপ্ত উক্তির ইহা আদি ব্যাখ্যা বলে গ্রহণীয় নয়। বরং ইহা মূল প্রাতিপাদ্য বিষয়। (দ্র. ১০৭)। 'অবিদ্যা' তিন আবর্তের প্রধান (মৌখিক) বিষয় বলা যেতে পারে। (দ্র. ২৯৮) অবিদ্যাকে গ্রহণ করলে অজ্ঞজনকে (অপরাপর) অবশিষ্ট অকুশল কর্মাবর্তদিতে পরিবেষ্টন করে ফেলে। যেমন সর্পকে মস্তকে ধরে নিলে সর্পের অবশিষ্ট দেহাংশ বাহুকে বেষ্টন করে। কিন্তু অবিদ্যাকে কেটে ফেললে (উচ্ছিন্ন) ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, বিমোক্ষ হয়। তেমনি সর্পের (যখন) মস্তক কেটে ফেললে বেষ্টনকৃত বাহু বিমুক্ত (বিমোক্ষ) হয়। তজ্জন্য বলা হয়েছে 'অবিদ্যা বিমুক্ত হলে এবং সব অবশিষ্ট নিরবশেষ ম্লান হয়ে যায় (S. ii-1) ইত্যাদি। সুতরাং ইহা একটি প্রধান ও মৌলিক অবস্থার ব্যাখ্যা। এখানে যে তাতে বন্ধনে আকড়ে থাকে এবং যে বিচ্ছিন্ন করে তিনি বিমুক্ত স্বাধীন। ইহা সাধারণের আদি ব্যাখ্যা মাত্র।

ভবচক্রের আদি জানার ক্ষেত্রে ইহা জ্ঞাতব্য। [৫৭৮]

২৮২. সংস্কার ইত্যাদি, অবিদ্যা ইত্যাদি বশে নির্দিষ্ট কারণে ঘটমান তবে বৈশিষ্ট্যের ভবচক্র, সুতরাং ইহার নির্মাতা পরিপূরক শূন্য। যেমন ব্রহ্মা ধারণা করে যে, ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাই উত্তম, ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্তা (D. 1-18) উৎপত্তিতে সৃষ্টিকর্তার কৃত্য সম্পাদন করে এবং ইহাতে সুখ দুঃখ ভোক্তার অস্তিত্ব শূন্য (নেই) ধারণা পোষণ করে : "যে বলে বা অনুভব করে এ

আত্মা আমার (D.i 18) ইহাতে 'কারক ও ভোক্তা রহিত'- এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য।

২৮৩. ৪. প্রত্যুত অবিদ্যা এবং সংস্কার ইত্যাদি সম্পৃক্ত উপাদান চিরস্থিতি শূন্য। যেহেতু উৎপত্তি এবং বিলয় ইহার স্বভাব। ইহা সুখ বিরহিত শূন্য, ইহা ক্লেশযুক্ত, ক্লেশের হেতু। ইহা সুখ বিরহিত বলে শুন্য। যেহেতু ইহা উৎপত্তি বিলয় দ্বারা প্রতিহত এবং ইহা সব রকম আত্মা বিরহিত শক্তির প্রচণ্ডতায় সংবেদনশীল। যেহেতু ইহা প্রত্যয় নির্ভর। অথবা অবিদ্যা এবং সংস্কারের অনুরূপ উপাদানসমূহ ইত্যাদি আত্মা নহে, আত্মার নহে আত্মায় নহে, আত্মাবতী নহে। সেহেতু দ্বাদশ অঙ্গ সমন্বিত ভবচক্র শূন্যতা বলে জ্ঞাতব্য।

[২. তিন কাল]

২৮৪. পুনরায় জানার পর

তস্সা বিজ্জা তণহা মূল যতীতাদসো তমো কালা,
দ্বে অটঠ দ্বে এব চ স্বরূপতো তেসু অঙ্গানি।

– অবিদ্যা আর তৃষ্ণা হয় দ্বিবিধ মুল,
অতীতাদি ত্রিবিধ কাল জান অবিকল।
কোন কাল কোথা রবে জান সুনিশ্চয়,
দ্বাদশাঙ্গে উপাদান দ্বি, অষ্ট দুই হয়।

২৮৫. ভবচক্রের মধ্যে দুটি বিষয়- অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা মূল রূপে জ্ঞাতব্য। প্রতীত ব্যুৎগতি থেকে অবিদ্যা যে মূল এবং বেদনা হল পরের। এবং ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করলে তৃষ্ণা হল মূল এবং জরা মরণ হল অন্তের। এভাবেই ইহা দুই প্রকার হয়।

২৮৬. এখানে যার দৃষ্টি (মিথ্যা) চরিত প্রথমটি প্রয়োগ যোগ্য এবং যার চরিত তৃষ্ণাভিভূত তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি প্রয়োগযোগ্য। জন্ম পরিক্রমায় যার চরিত (মিথ্যা) দৃষ্টির অনুকূল তার অবিদ্যা প্রবল হয়। এবং যার চরিত অনুকূল তার তৃষ্ণা প্রবল হয়। ফলের দ্বারা তার সাক্ষী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কারণে (হেতু) মধ্যে কোন উচ্ছেদ দৃষ্টি নেই। এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে শাশ্বত দৃষ্টি বিনাশের উদ্দেশ্য আছে। কারণ এতে প্রমাণিত হয় যে, জরা মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ত উৎপত্তি তাতে (ইন্দ্রিয়াদি) ক্রমানুক্রমিকভাবে

ঘটমানতার বিস্তার আছে এবং দ্বিতীয়টি এক উপপাতিক অনুসারে। কারণ এতে (এসবের) ক্রমোৎপত্তি আছে।

২৮৭. অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বশে কাল তিন প্রকার। এসবের মধ্যে, জ্ঞাতব্য যে, মূল গ্রন্থের মধ্যে যা প্রদত্ত হয়েছে দুটি উপাদান ঃ অবিদ্যা এবং সংস্কার অতীতের অন্তর্গত বিজ্ঞান ইত্যাদি আট বর্তমানের অন্তর্গত এবং দুটি জন্ম, জরা, মরণ ভবিষ্যতের অন্তর্গত। (৫৭৯)

[৩. হেতু এবং ফল]

২৮৮. পুনশ্চ এরূপে ইহা জ্ঞাতব্য :

হেতুফল হেতুপুব্বক চতুভেদ সঙ্গহং চেতং,
বীসতি আকারারং তিবট্টমনট্‌ঠিতং ভমতি ইতিপি বেদিত এবং।
– ১. প্রথম অংশেষে আছে হেতু, ফল, হেতু, ত্রিসন্ধি।
২. অথ দ্বিতীয়ে আছে ভিন্ন অংশ ভিন্ন চার সন্ধি,
৩. বিংশতি আকার বশে ইহা রাখে, পাকিতায়
৪. ত্রিবর্ত আকারে ঘোরে কাটে অবিরাত্ম নয়।

২৮৯. ১. এখানে সংস্কার এবং প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের মধ্যে হেতু ফলের সম্পৃক্ত একটি সন্ধি আছে। বেদনা এবং তৃষ্ণার মধ্যে ফল-হেতু সম্পৃক্ত একটি সন্ধি আছে। এবং ভব এবং জন্মের মধ্যে হেতু ফল সম্পৃক্ত এক সন্ধি আছে। ইহাতে জ্ঞাতব্য যে কিরূপে হেতু ফল হেতু বশে প্রথমাংশে ত্রিসন্ধি হয়।

২৯০. ২. কিন্তু চারটি উপ অংশে আছে। এসব আদি এবং অন্তসন্ধিরূণে নিশ্চিত করতে হয়। অর্থাৎ, অবিদ্যা/ সংস্কার উপাংশ বিজ্ঞান/ নাম-রূপ/ ষড়ায়তন / স্পর্শ / বেদনা দ্বিতীয় উপাংশের অন্তর্গত / তৃষ্ণা / উপাদান / তৃতীয় উপাংশের অন্তর্গত। এবং জন্ম / মৃত্যু / জরা এবং মৃত্যু চতুর্থ উপাংশের অন্তর্গত / চারটি উপাংশের বিষয় এভাবে জ্ঞাতব্য।

২৯১. ৩. **অত:পর ঃ অতীতে হেতবো পঞ্চ ইদানি ফলপঞ্চকং**
ইদানি হেতবো পঞ্চ আয়তিং কনপঞ্চকংতি।
– ক. অতীতের ছিল জান হেতু পঞ্চবিধ,
খ. বর্তমানে আছে জান ফল পঞ্চবিধ।
গ. বর্তমানে আছে জান হেতু পঞ্চবিধ,
ঘ. ভবিষ্যতে থাকে জান ফল পঞ্চবিধ।

এরূপে বিংশতি প্রকার প্রকার "গুণ ধর্ম" অনুসারে বলা হয়েছে যে, এ করাতের বিশ প্রকার গুণ ধর্ম সম্বন্ধে অবগত হওয়া কর্তব্য।

২৯২. ক. এখানে [বাক্যানুসারে] অতীতের পাঁচ প্রকার হেতু ছিল। তন্মধ্যে প্রথমে এ দুটি যথা অবিদ্যা এবং সংস্কার নামে উক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপাদান অবিজ্ঞ লালায়িত এবং লালসাপরায়ণ দৃঢ় আকৃষ্ট তাঁর প্রত্যয় বশে ভব হয়। সুতরাং সে কারণে উপাদান এবং ভব এতে সংগৃহীত হয়েছে। এজন্যে বলা হয়েছে : পূর্ব কর্ম প্রক্রিয়া ভবে, যা অবিদ্যা, রাশি করণ যা সংস্কার, আসক্তি যা তৃষ্ণা, দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ যা উপাদান, চেতনা যা ভব- এ পাঁচ প্রকার বিষয় পূর্ব কর্ম ভব হতে এখানে প্রতিসন্ধি গ্রহণের প্রত্যয় (বর্তমান ভবে) (PS. 152)।

২৯৩. এখানে **"পূর্ব কর্ম প্রক্রিয়া ভভ"**- অর্থ পূর্ব জন্মে (অতীত জন্মে) কর্ম ক্রিয়া ভবে যাকৃত হয়েছে। মোহ আছে, যা অবিদ্যা। ইহার অর্থ যেখানে মোহ সেখানে দুঃখ, ইত্যাদি বিদ্যমান, মানুষ প্রতাড়িত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে, তা হল অবিদ্যা। তাতে রাশি। স্তুপীকরণ আছে, যা সংস্কার নামে অভিহিত। ইহার অর্থ কারো মধ্যে কর্মের পূর্বে চেতনার উৎপন্ন হয়। যেমন 'দান দেব' চিন্তা করে মাসব্যাপী সম্ভবতঃ অথবা বৎসর পর তার ভাবনা ছিল **'আমি একটি দান দেব'** (৫৮০) এরূপ চেতনা (সঙ্কল্প)। ইহা এক ব্যক্তির চেতনা যা প্রকৃতপক্ষে একজন গ্রহীতার হাতে অর্পণ করা হয় থাকে বলা হয় ভব। অথবা বিকল্পে এক আবর্জন ছয় প্রকার জবন চিত্তে উৎপন্ন চেতনা সংস্কার বলা হয়। এবং সপ্ত চেতনা হল 'ভব'। অথবা যে কোন প্রকার চেতনাকে ভব বলা হয়। এবং তার সাথে রাশিকৃত সংগঠন হল "সংস্কার"। আকাঙ্ক্ষা (আসক্তি) আছে, যা তৃষ্ণা নামে খ্যাত। এই যে, যে কর্ম সম্পাদন করে তার যে কোন আসক্তি, তার ফলের জন্য যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বশে উৎপত্তি প্রক্রিয়া হল তৃষ্ণা। তাতে সংস্পর্শ আছে, যাকে উপাদান বলে তার অর্থ স্পর্শ, লোলুপতা, আনুগত্য যা কর্ম প্রক্রিয়া ভবের একটি প্রত্যয়। এবং তা এভাবে ঘটে : "ইহা সম্পাদন করে আমি সংরক্ষণ করব অথবা **'আমি বিচ্ছিন্ন করব,'** কাম এরূপ একটি স্থান- ইহাকে বলা হয় উপাদান। চেতনা আছে, যা ভব নামে পরিচিত- ইহার অর্থ হল- চেতনার প্রকারভেদ যা রাশিকৃত ভব' অংশের শেষে বিবৃত হয়েছে। এভাবেই অর্থ অবগত হওয়া উচিত।

২৯৪. খ. **এখন পঞ্চ ফল বিজ্ঞান বিষয়ে বিভাগ (২৯৩) ঃ** ইহার অর্থ এই যে, “মূল গ্রন্থে প্রদত্ত বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বেদনায় শেষ হয়েছে। তদনুসারে বলা হয়েছে : “এখানে (বর্তমান ভবে) প্রতিসন্ধি আছে, যাকে বিজ্ঞান বলে, মাতৃগর্ভ হতে অবতরণ আছে, যাকে নাম-রূপ বলে। যাতে সংবেদনশীলতা আছে, যাকে স্পর্শয়তন বলে, যাতে সংস্পর্শ আছে, যাকে স্পর্শ বলে। যাতে অনুভূতি আছে যাকে বেদনা বলে। এরূপে এখানে পঞ্চ বিষয়ে মধ্যে (বর্তমান) জন্ম প্রক্রিয়া ভব। তাদের প্রতীত জন্ম কি বর্তমান (PS. 1-52)

২৯৫. এখানে প্রতিসন্ধি আছে, যাকে বিজ্ঞান বলা হয়, যার অর্থ এই যে, ‘প্রতিসন্ধি কাকে বলে’? যেহেতু ইহা উৎপন্ন হয়ে পরবর্তী ভবকে সংযুক্ত করে অর্থাৎ বিজ্ঞান। গর্ভাধান আছে (মাতৃগর্ভে) যা নাম রূপ নামে খ্যাত, যার অর্থ এই যে যা রূপারূপ সংশ্লিষ্ট ধর্ম মার্তৃগর্ভে অবতরণ করে। এসবের আগমন এবং প্রবেশ যেন নাম রূপ। সংবেদনশীলতা ইত্যাদি পাঁচ প্রকার আয়তন। স্পর্শ আছে যে স্পর্শ অর্থ কোন বস্তু আদিতে ‘চক্ষু’ ইন্দ্রিয় উৎপত্তি হয় অথবা স্পর্শেতে তা ঘটে। যা অনুস্মৃত হয়, তা বেদনা, তার অর্থ যা অনুভব হয় তার ফল (কর্মের) প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের সাথে উৎপন্ন হয়। অথবা ষড়ায়তন সম্পৃক্ত স্পর্শ প্রত্যয় হয়। যাকে বেদনা বলা হয়। এরূপে অর্থত: জ্ঞাতব্য।

২৯৬. (গ) **এখানে রয়েছে পঞ্চ হেতুও :** (৫৯১) যা তৃষ্ণা ইত্যাদি। মূলে গ্রন্থে তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভব সংযুক্ত আছে। কিন্তু ভবকে সম্পৃক্ত করলে তার পূর্ববর্তী সংস্কার সংযুক্ত হয়ে থাকে। অথবা এসব ইহার সাথে সহযোগী এবং সংযুক্তই। এবং তৃষ্ণা ও উপাদান সংযুক্ত করে তাদের সাথে সহযোগী হয় অবিদ্যা। এসবের সংমিশ্রণে কোন লোক কর্ম সম্পাদন করে। তাও সংযুক্ত হয়, এভাবে এসব হল পাঁচ প্রকার। এ কারণে বলা হয়েছে : “এখানে (বর্তমান ভবে) আয়তনসমূহের পরিপক্বতায় মোহ হয়। মোহই অবিদ্যা। এতে রাশিকরণ হয়, রাশিকৃতই সংস্কার। আছে সংস্পর্শ (ছোঁয়া), আর তা হল তৃষ্ণা। আছে দৃঢ়ালিঙ্গন, তা হল উপাদান। আছে চেতনা, আর তা হল ভব। এরূপে এ পঞ্চ বিষয় (বর্তমানে) কর্ম প্রক্রিয়া ভব ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধির প্রত্যয় হয় (D i-52)। (৫৮১)

এখানে বাক্যাংশ (বর্তমান ভবে) আয়তনসমূহের পরিপক্বতায় কেউ কর্ম সম্পাদন করলে, সম্পাদনের সময় স্থিত মোহ প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট অংশ সুস্পষ্ট।

২৯৭. ঘ. **ভবিষ্যতের পঞ্চফল**। বিজ্ঞান থেকে পঞ্চ। জন্ম সংজ্ঞা দিয়ে এসব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'জরা এবং মরণ'- স্বয়ংই জরা মরণ (পঞ্চ)। সুতরাং আছে। আর তা হল নামরূপ। সংবেদনশীলতা আছে, আর তা হল কাম আয়তন ছোঁয়া (সংস্পর্শ) আছে, যা হল স্পর্শ। অনুভূতি আছে যা হল বেদনা, এ পাঁচটি বিষয় হল "ভবিষ্যৎ জন্ম প্রক্রিয়া ভবের প্রত্যয়। এখানে (বর্তমান ভবের কৃত কর্ম) করা হয়। (PS. i-52)

সুতরাং এ ভবচক্রে বিশ প্রকার করাত যুক্ত।

২৯৮. ৪. **অবিরাম তিবৃত্ত ঘূর্ণন ঃ** (২৮৮) এখানে সংস্কার এবং ভব হল কর্মবৃত্ত, অবিদ্যা তৃষ্ণা এবং উপাদান হল ক্লেশবৃত্ত বিজ্ঞান, নাম- রূপ ষড়ায়তন, স্পর্শ এবং বেদনা হল বিপাকবৃত্ত। সুতরাং এ ভবচক্র উক্ত ত্রিবৃত্তের প্রেক্ষিতে চক্র ঘূর্ণায়মান। অবিরাম, বারবার, বৃত্তাকারে কাটে ও ঘোরে। ক্লেশ বৃত্ত বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যয়ের বিনাশ নেই।

[ঙ. বিবিধ]

২৯৯. যেভাবে কাটো (বুনন) হয়।

সচ্চিপ্পভবতো কিচ্চা বারনা উপমাহি চ,
গম্ভীর নয় ভেদা চ বিঞ্ঞ্ঞনাতরং যতারহং।
– ১. চতুসত্যের উৎস যথা আছে বিধি মতে,
২. কৃত্য আছে ৩. নিবারণ ৪. উপমাসে মতে।
৫. আরও আছে গম্ভীরতা আছে প্রক্রিয়া,
সেসবে জানহ বিজ্ঞ যথা সরণীয়া।

৩০০. ১. এখানে (সত্যের উৎস অনুসারে) সত্যবিভঙ্গে (Vbh. 106 এক) কুশাল এবং অকুশল কর্ম বিনা পার্থক্যে দুঃখ সত্য এবং সেরূপ অবিদ্যার কারণে সংস্কার। এভাবে বিবৃত হয়েছে **"অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার"** হল উৎস বশে দ্বিতীয় সত্য। সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান উৎস বশে এবং দ্বিতীয় সত্যসহ প্রথম সত্য। নামরূপ আদি ধর্মসমূহ বিজ্ঞান আদি হতে বিপাক বেদনা পর্যন্ত এই প্রথম সত্য বশে উৎপন্ন প্রথম সত্য। বেদনার কারণে তৃষ্ণা প্রথম সত্যসহ বশে দ্বিতীয় সত্য। উপাদানের কারণে ভব দ্বিতীয়সত্য

উৎস বশে প্রথম এবং দ্বিতীয় সত্য। দ্বিতীয় সত্য উৎস বশে ভবের কারণে জন্ম হল প্রথম সত্য। জবা মরণ প্রথম সত্য উৎস বশে প্রথম সত্য। চতুসত্যের উৎস বশে ... (ভবচক্র) জানার যেসব উপায় আছে ইহাই প্রথম ক্ষেত্র।

৩০১. ২. **[কৃত্যানুসারে]** : অবিদ্যা জীবগণকে বস্তু সমূহের (কাম) আলম্বনে সমোহিত করে এবং সংস্কারের উৎপত্তিতে প্রত্যয় হয়। অনুরূপভাবে কর্ম সংস্কার [৫৮২) সংস্কারকে গঠন করে। ইহা বিজ্ঞানের একটি প্রত্যয়। বিজ্ঞান একটি আলম্বনকে চিহ্নিত করে নেয়। এবং নাম রূপের একটি প্রত্যয় হয়। নামরূপ পরস্পরকে সম্পৃক্ত করে এবং তা ষড়ায়তনের প্রত্যয় হয়। ষড়ায়তন স্বীয় আলম্বন ক্ষেত্রে (পৃথকভাবে) উৎপন্ন হয়। ইহা স্পর্শের ছোঁয়ার একটি আলম্বন। বেদনা আলম্বনকে উদ্দীপনা যোগায়। ইহা তৃষ্ণার প্রত্যয়। তৃষ্ণা বিষয়ে লোভের পর লোভ উৎপাদন করে। ইহা উপাদানের একটি প্রত্যয়। উপাদান উৎপন্ন বিষয়কে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট করে। ইহা ভবের একটি প্রত্যয়। ভব জীবকে বিভিন্ন গতিতে ছড়িয়ে দেয়। ইহা জন্মের একটি প্রত্যয়। জন্ম স্কন্ধসমূহে বিভিন্ন যোনিতে ইহার উৎপন্নে জন্ম দেয়। এবং জরা মরণ ইহার কারণ। এবং জরা মরণ ক্ষয় কে এবং স্কন্ধ সমূহের বিনাশ নিশ্চিত করে। এবং পরবর্তী ভবের প্রকাশক প্রত্যয় হয়। কারণ ইহা শোক ইত্যাদির নিশ্চিত করে। এ ভবচক্র উৎপত্তির দুই গতি (পদ্ধতি) উৎপত্তি অনুসারে বিদিতব্য "কর্মকৃত্য বশে" ইহার প্রত্যেকটি অংশ যথাযোগ্য নিয়াম জ্ঞাতব্য।

৩০২. **[নিবারণ অনুসারে]** বাক্যাংশ "অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার "স কারক (সৃষ্টিকর্তা) দর্শনের নিবারণ করে। বাক্যাংশ "সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান" দ্বারা আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি দর্শনকে নিবারণ করে। বাক্যাংশ "বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ" দ্বারা সংজ্ঞার নিবিড়তা নিবারণ করে। কারণ ইহা "আত্মার" ধারণা মূলকে বিশ্লেষণ দেখায়। এবং বাক্যাংশসমূহ নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, আদি যে কোন প্রদর্শনে যে কোন আত্ম দর্শন ইত্যাদি, জানতে, স্পর্শ করতে, অনভব করতে, তৃষ্ণার্ত করতে, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে, হয়ে জন্মগ্রহণ করে, জীর্ণ হয়ে, মরণ প্রদর্শনে নিবারণ করে। সে কারণে এ ভবচক্র "নিবারণ অনুসারে" প্রত্যেকটি অংশ মিথ্যা দর্শনে নিবারণ জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।

৩০৩. **[উপমা অনুসারে]** অবিদ্যা অন্ধজনের মতো। যেহেতু তাদের নির্দিষ্ট এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যানুসারে তারা অবস্থাদি দেখতে পায় না। এখানে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার অন্ধের পদস্খলনের ফলে পতনের মতো। সংস্কারে প্রত্যয়ে বিজ্ঞান যেন পদস্খলিত অন্ধের পতন সদৃশ। বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম রূপ হল পতিত অন্ধের আর (টিউমার) উৎপন্ন হল, 'নাম রূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন যেন টিউমার (ভেদনোন্মুখ গণ্ড) হতে পুঁজ স্ফোটকের তুল্য। ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ সদৃশ স্ফোটকের বিদারণ সংঘর্ষ তুল্য। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা যেন সংঘর্ষণজনিত দুঃখের মতো। বেদনার প্রত্যয় তৃষ্ণা যেন অপনোদনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান (৫৮৩) যেন প্রতিকার অভিলাষীর ক্ষতিকর ওষুধ প্রয়োগ তুল্য। উপাদানের প্রত্যয়ে ভব যেন গৃহীত ক্ষতিকর ঔষধের প্রয়োগ সদৃশ। ভবের প্রত্যায় জাতি যেন ক্ষতিকর ওষুধ প্রয়োগ জনিত টিউমারের। আগের বিকার প্রাপ্তির সদৃশ। জাতির প্রত্যয়ে জরা মরণ যেন, টিউমার। স্ফোটকের বিকারাবস্থা বা ক্ষতনালী সদৃশ।

অথবা যেহেতু, অবিদ্যার কোন সংজ্ঞা নেই অথবা ভুল সংজ্ঞা অনুসারে (৫২) কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাণীগণ ছানিযুক্ত চোখ বশে বালজন ইহাতে গভীরভাবে অভিভূত হয়। অতিভূত সে বালবুদ্ধি সম্পন্ন সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পুনর্জন্ম সৃষ্টি করে। গুঁটি পোকা যেমন নিজের সূত্রকোষ প্রস্তুত করে সূত্রকোষে স্বয়ং নিজেকে আবদ্ধ কবে। সেরূপ সংস্কার বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়ে গতিময়তায় প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন রাজপুত্র মন্ত্রী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সিংহাসন অধিরোহন করেন। (মৃত্যু) বিজ্ঞান পুনর্জন্ম নিমিত্ত ধারণা করে প্রতিসন্ধিতে প্রত্যাশিত নানা প্রকার নাম জপ উৎপন্ন করে। জাদুকর যেমন নানা প্রকার মায়া দেখায় নাম রূপ ও তেমনি ষড়ায়তনের বপন করে, উৎপাদন বৃদ্ধি করে বর্দ্ধিত করে এবং পূর্ণ করে। এরূপে একটি উর্বর ভূমিতে কপিত হলে বন ঘন হয়। আয়তনের সংঘর্ষে আসলে স্পর্শের জন্ম হয়। দুটি কাষ্ঠখণ্ড ঘষলে যেমন আগুন সৃষ্টি হয়। কাউকে ছুঁলে বেদনা উৎপন্ন হয়। অগ্নি কাউকে ছুঁলে যেমন জ্বলে উঠে। যে বেদনা অনুভব করে তার মধ্যে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় যেমন কেউ লবণ জল পান করলে তার বৃদ্ধি তৃষ্ণা পায়। সে তৃষ্ণাভিভূত সে সামান্যতে ঝলসে উঠে (তপ্ত হয়)। সে বিবিধ প্রকার ভবের অনুবর্তী হয়। একজন পিপাসার্ত মানুষ যেমন জল

পানের জন্য লালায়িত। ইহা তার উপাদান। উপাদানের দ্বারা সে একটা মৎস্যের মতো লোভে পড়ে বড়শীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভব থাকলে জন্ম হয়। যেমন বীজ থাকলে বৃক্ষ হয়। জাতকের মরণ অবশ্যম্ভাবী। উৎপন্ন বৃক্ষের পতন অনিবার্য জ্ঞাতব্য। সুতরাং এই ভবচক্র "উপমা অনুসারে" যেটি যথার্থ সেটি সে পদ্ধতিতে

৩০৪. ৫. [**বিবিধ গম্ভীরতা**] বুদ্ধ বাক্য মতে 'আনন্দ'। "প্রতীত্য সমুৎপাদ গম্ভীর এবং গম্ভীরতার দীপ্তি নিয়ে উপস্থিত (D ii-55)। গম্ভীরতায় উপস্থাপিত ক. অর্থের খ. ধর্মের গ. শিক্ষার ঘ. এবং গভীরভাবে অভিভূত। সুতরাং ভবচক্র গম্ভীরতার প্রকারভেদে যা যথার্থ সেভাবে জানা কর্তব্য।

৩০৫. ক. এখানে উৎপাদিত জরা মরণের অর্থ এবং গম্ভীর হল জন্ম মূল। যেহেতু জন্ম প্রত্যয় বশে মূলকে অবগত হওয়া কষ্টকর (দুর্বোধ্য)। এরূপে : জন্ম হতে জরা মরণ কোনটাই আসে না কিংবা জন্ম ছাড়া ইহা অন্য কিছু থেকে আসে সংক্ষেপে ইহা জন্ম হতে সে স্বভাবত উৎপন্ন হয় (জরা এবং মরণ)। এখানে জন্মের অর্থ ভবের প্রত্যয়ে জন্ম এবং সংস্কারের অর্থ উৎপত্তি এবং অবিদ্যামূল স্বভাব অনুসারে ব্যবহৃত। সে কারণে এই ভবচক্রের অর্থ গম্ভীর। ইহাই এখানে প্রথমোক্ত গম্ভীরতা (৫৮৪)। ইহা হেতুর একটি ফল এই অর্থ প্রকাশ করে। তদনুসারে বলা হয়েছে : একটি হেতুর ফল সম্বন্ধে জ্ঞান, "অর্থের পার্থক্যতা" (Vbh. 293)।

৩০৬. খ. অবিদ্যার অর্থ হল সংস্কারের গম্ভীরতা। যেহেতু ইহার ভাবার্থ আচরণ কি (বুঝা কষ্টকর) দুর্বোধ্য। এবং বিভিন্ন সংস্কারের কোন ঘটনায় অবিদ্যা প্রত্যয় হয়) জন্মের অর্থ জরা মরণের প্রত্যয় অনুরূপভাবেই গম্ভীর। সে কারণে ধর্মে ভবচক্র গম্ভীর। এখানে ধর্ম একটি হেতুর নাম। তদনুসারে উক্ত হয়েছে : "হেতু সম্পর্কিত জ্ঞান হল ধর্মের পার্থক্য তা" (Vbh. 293)।

৩০৭. গ. **প্রতীত্য সমুৎপাদ দেশনা গম্ভীর।** যেহেতু ইহাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে উপস্থাপন করতে হয়। সর্বজ্ঞ বুদ্ধই এ জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে (সূত্রে) ইহা অনুলোম জ্ঞানে দেশনা করা হয়। আবার কোন শেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রতিলোম বশে, কোথাও অনুলোম-প্রতিলোম, কোথাও মধ্যস্থল হতে অনুলোম অথবা প্রতিলোম, কোথাও মধ্যস্থল হতে অনুলোম অথবা প্রতিলোম, কোথা ও ত্রিসন্ধি চার সংক্ষেপ কোথাও দ্বিসন্ধি

তিন সংক্ষেপ কোথা ও এক সন্ধি, দুই সংক্ষেপ বশে উপদেশ প্রকাশ করা হয়েছে। সেহেতু এই ভভচক্র দেশনা করা গম্ভীরতর। এই দেশনা গম্ভীরতায় পূর্ণ।

৩০৮. ঘ. অত:পর ব্যক্তিক অবিদ্যার অন্তির ইত্যাদি। অবিদ্যা ইত্যাদির **পার্থক্যের কারণে নির্দ্ধারিত বৈশিষ্ট্যে বশে সঠিক পার্থক্য হল গম্ভীর।** যেহেতু এসবের পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। সে কারণে এই ভবচক্র পার্থক্য করণ কঠিন কাজ। এখানে অবিদ্যা অর্থ না জেনে, না দেখে এবং সত্যের গম্ভীরতা পার্থক্য না করে। সংস্কারের এই গঠন, এই সম্মিলন সহ এবং অলোভ বিজ্ঞানের অর্থ, শূন্য বশে, উদাসীনতা এবং প্রতিসন্ধি কর্ম ঘটান আত্মার দেহান্তরণ হীনতা, নাম, রূপের অনবরত উৎপত্তি বশে অঙ্গসমূহের বিনাশ, বা অবিনাশ বশে, এবং (আলম্বনে) আবদ্ধ (নমন) এবং পীড়ন বশে, (রূপ্পন)। ষড়ায়তনের এরূপ প্রাধান্যতা, লোক, দ্বার, ক্ষেত্র, এবং আলম্বন ক্ষেত্র সম্পন্ন। স্পর্শের এ স্বভাব- স্পর্শজ, সংঘর্ষণ, সঙ্গতি এবং একত্র সমাবেশ। বেদনার স্বভাব আলম্বনের আস্বাদন, সুখ-দুঃখ, মধ্যস্থভাব, নির্জীব ও বেদনা (অনুভব) করা। তৃষ্ণার অর্থ অভিনন্দন করা, আকর্ষণ করা প্রচলিত রাখা, বন্ধন করা, নদী বশে, তৃষ্ণা সমুদ্র বশে এবং পূর্ণতায় দুঃসাধ্যতা বশে। উপাদানের অর্থ হল গ্রহণ করা। ভুল ব্যাখ্যা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা, অভিনিবেশ করা, কঠোরভাবে লাভ করা। ভবের অর্থ হল : একত্রী করণ, গঠন, বিবিধ যোনিতে অবতরণ, গতি, স্থিতি ও নিবাসে নিক্ষেপন। জন্মের অর্থ হল : জন্ম গ্রহণ, পরিপূর্ণ জন্ম ধারণ, প্রবেশ (মাতৃগর্ভে) উৎপন্ন এবং আবির্ভাব। এবং জরা মরণের অর্থ হল : ধ্বংস, পতন, ভাঙা এবং বিবর্তন। ইহা পার্থক্য গাম্ভীরতা।

৩০৯. অত:পর (৫৮৫) এখানে চার প্রকার নীতিতে (উপায়ে) অর্থ প্রকাশ হয়েছে : ক. একত্ব নীতি খ. নানত্বনীতি গ. অব্যাপাদ নীতি ঘ. এবং ধর্মতা নীতি। সুতরাং এই ভবচক্র উক্ত নীতি আদর্শে জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।

৩১০. ক. এখানে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যায় বিজ্ঞান। ইহা যেমন বীজ হতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হতে বৃক্ষাদির উৎপন্নের মত। ইহাকে বলা হয় একত্বনীতি। ইহা সম্যকরূপে দর্শন করলে হেতুফল সম্পর্কিত অবিচ্ছিন্ন সন্ততি বোধ হয়। ফলে উচ্ছেদবাদ জনিত মিথ্যা দৃষ্টি বরহিত হয়। পক্ষান্তরে এই হেতু ফলকে মিথ্যা রূপে দর্শন করে সম্বন্ধযুক্ত করে,

সম্বন্ধকে পরিবর্তনশীল নয় এবং সন্ততিকে অস্বীকার করে একত্ব রূপে গ্রহণ করে বলে শাশ্বতবাদ জন্মে।

৩১১. খ. অবিদ্যাদি স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংজ্ঞাকে নানাত্ব নীতি বলা হয়। যে ব্যক্তি এ নীতিকে সম্যকরূপে দর্শন করে প্রতি নতুন ধর্মের উৎপত্তিতে শাশ্বত দৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়। এবং মিথ্যা বলে গ্রহণ করে দর্শন করলে এক সন্ততিতে পতিত ভিন্ন সন্ততির সমান নানত্বকে যদি করে তবে উচ্ছেদ দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়।

৩১২. গ. অবিদ্যা ও সংস্কারাদি অবশ্যই আমার উৎপাদন করা কর্তব্য। সংস্কার বা বিজ্ঞান আমার দ্বারাকৃত এসব করণীয় অব্যাপার নীতি নামে খ্যাত। যে ব্যক্তি তা সম্যক দর্শন করে শাশ্বতবাদ দৃষ্টি পরিহার করে কারক পরিহীন বলে জ্ঞাত হয়। যে ব্যক্তি উহা মিথ্যারূপে দর্শন করে নবনব উপাদানকে দর্শন করে তার শাশ্বতবাদ দৃষ্টি অপসৃত হয়। মিথ্যারূপে দর্শন করলে অবিদ্যা ব্যাপারাদির অভাব জনিত স্বভাব নিয়ম সিদ্ধ হেতুভাব হয়। তার গ্রহণ না করার কারণে অক্রিয় দৃষ্টি গ্রহণ হয়।

৩১৩. ঘ. সংস্কারাদি ক্রমানুসারে এবং অন্যান্য অবিদ্যাদি উৎপন্ন হওয়া যেমন সম্ভব, যেমন দই ইত্যাদির ন্যায়, অন্যথা নয়। ইহা ধর্ম তা নীতি নামে অভিহিত। অন্য কিছুতে হয় না। যাকে সম্যক দর্শন করলে প্রত্যয়ানুরূপ ফল'- এরূপ অবরোধ অহেতুক দৃষ্টির সক্রিয় দৃষ্টি পরিহার করা হয়। তৎপরিবর্তে ঘটনাকে জ্ঞাত হয়ে প্রত্যানুরূপ ফল স্বীকার করলে অকারণে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এবং অহেতুক দৃষ্টি নিয়তিবাদকে গ্রহণ করা হয়। ভবচক্র এরূপই।

সচ্চপ্পভবতো কিচ্চা বারণা উপমাহি চ
গম্ভীর নয়ভেদা চ বিঞ্ঞাতব্বং যথারহং।

– চতুর সত্যে উৎস যথা আছে বিধি মতে,
কৃত্য আছে নিবারণ উপমা সে মতে।
আরও আছে গম্ভীরতা আছে প্রক্রিয়া,
সে সবে জানহ বিজ্ঞ যথা সরণীয়া।

৩১৪. এখন কেউ নেই, এমনকি স্বপ্নও যে জন্ম নামক ভয়াকুল জন্ম চক্র হতে বাইরে। যা অনবরত বজ্রের মতো ধ্বংস সাধন করে চলেছে। যদি না

পবিত্র সমাধিরূপ শিলা, নামক দিয়ে শানিত চাকু দিয়ে উপড়ে ফেল হয়। ভবচক্র, যার গম্ভীরতার কারণে কোন পদস্থিরতা নেই এবং বহু গোলক বাঁধা নীতির কারণে। (৫৮৬)

একথা তথাগত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ "আনন্দ এই প্রতীত্য সমুৎপাদ। গম্ভীর এবং গম্ভীর ইহার দীপ্তি আনন্দ এই ধর্ম না জেনে এবং না বুঝে মনুষ্যগণ কুণ্ডলিজড়িত তন্তুর মতো জটিভূত সূত্র পিণ্ডের মতো, মুঞ্জতৃণ গ্রন্থির মতো হয়ে আছে। এবং অপায় দুর্গতি, অধঃপতন ও সংসার অতিক্রম করতে পারছে না। তদ্ধেতু নিজের বা পরের হিতসুখ সাধনে নিযুক্ত হয়ে অবশিষ্ট কৃত্যসমূহ ত্যাগ কর ঃ

গম্ভীরে পচ্চয়াকার পৃপ ভেদে ইধ পণ্ডিতা
যথা গাধং লভেথে মনুয়ুঞ্জে সদা সতোতি।

– প্রাজ্ঞজন মানব সদা থাকুক একাগ্রতায়,
এরূপেতে আচর তাহা যথা আরম্ভতায়।
পাইতে নাগাল পায়ে সুগম্ভীর যাহা,
প্রতীত্য সমুৎপাদ নাম বুঝে নাও তাহা।

সাধুজনের প্রমোদ হেতু লিখিত বিশুদ্ধি মার্গের প্রজ্ঞা ভূমি বিবরণ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়
দৃষ্টি বিশুদ্ধির বিবরণ
(দিট্‌ঠিবিসুদ্ধি নিদ্দেস)

১. এখন যা পূর্বাহ্নে (অধ্যায় ১৪শ, ৩২) অংশে বিবৃত হয়েছে (৫৮৭) যে, তিনি শিক্ষা করে এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিজের প্রজ্ঞাকে ভূমিগত ধর্ম বিষয়ে দৃঢ়ী করবেন। তারপর দুটি বিষয়ে বিশুদ্ধি : শীল বিশুদ্ধি এবং চিত্ত বিশুদ্ধিতে যা মূল নামে খ্যাত তাতে তিনি পারঙ্গমতা অর্জন করেন। এখন ঐসব শীল বিশুদ্ধি সম্পাদিত বলে উক্ত। এ শীল বিশুদ্ধি চারভাবে সুপরিশুদ্ধ। যথা : প্রাতিমোক্ষ চার প্রকার বিশুদ্ধি। যা পূর্বাহ্নে (অধ্যায় ১. এবং ২. অংশে) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এবং চিত্ত বিশুদ্ধি বিষয় যথা অষ্ট সমাপত্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট উপচার ধ্যান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা সমাধি (অধ্যায় ৩য় হতে ১৩শ) অংশে বিবৃত হয়েছে 'বিজ্ঞান' শিরোণামে (সূচনা গাথায়)। সেখানে দুই বিশুদ্ধি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য।

২. কিন্তু উপযুক্ত অংশে (অধ্যায় ১৪শ, ৩২) উক্ত হয়েছে যে, পাঁচ প্রকার বিশুদ্ধি, দৃষ্টি বিশুদ্ধি কঙ্খবিতরণ (সন্দেহ) বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি, জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি এবং প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি ইহারা বিশুদ্ধির প্রধান অংগ। এখানে দৃষ্টি বিশুদ্ধি হচ্ছে নাম রূপকে যথার্থভাবে শুদ্ধভাবে জানা।

[নাম-রূপের সংজ্ঞা]

১. চতুর্ধাতুর ভিত্তি সংজ্ঞা ঃ

ক. নাম প্রারম্ভিকা ঃ

৩. যিনি এসব গুণরাজিতে ভূষিত হতে প্রত্যাশী সম্ভবত প্রথমেই তাঁর যান হবে শমথ (সমথ)। যে কোন পাঁচ প্রকার রূপীয় বা অরূপ ধ্যান হতে উঠে, নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা ধ্যান ব্যতীত এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কৃত্য ইত্যাদি অনুসারে পরিগ্রহণ কর্তব্য। ধ্যান উপাদান বিতর্ক সম্পৃক্ত এবং তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মাদি (অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, ইত্যাদি)। তাঁর এরূপ কৃত্য সমাপন করে এবং তৎসমুদয় নাম বশে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। কাম ভবে নমিত (নমন) করা। যেহেতু বিষয়ের সাথে ইহা বন্ধন করেন।

৪. যেমন কোন লোক তার ঘরে সর্পের অনুগমন করে সর্পের আবাস দেখতে পায়। অনুরূপভাবে একজন সাধক নিরীক্ষণ করল তাঁর নামকে। এতে

তিনি অনুসন্ধান করে দেখতে পান কাকে আশ্রয় করে এ নাম প্রবর্তিত হচ্ছে। এবং তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, হৃদয়বাস্তুর নিশ্রয়ে তা প্রবর্তিত হচ্ছে (৫৫৮)। অত:পর তিনি হৃদয়বাস্তুতে রূপের আশ্রয়ে নিমিত্ত চতুর্ভূতকে প্রত্যক্ষ করেন, ভূতের মধ্যে নিশ্রিত সমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং অবশেষ, ঋতুনিশ্রিত রূপসমূহকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সমস্ত রূপকে সংজ্ঞায়িত করেন। যেহেতু

রূপ শৈত্য ইত্যাদি দ্বারা পীড়ন (রূপন) করে। তারপর তিনি সংক্ষেপ নামরূপ সংজ্ঞায়িত করেন। নামের বন্ধন বৈশিষ্ট্য এবং রূপের বৈশিষ্ট্য পীড়ন বশে।

[খ. স্পর্শারম্ভ]

কিন্তু যার শুদ্ধ বিদর্শন যান অথবা পূর্বোক্ত একই শমথ যান, চতুর্ধাতু সংক্ষেপ সংজ্ঞায়িত অথবা একটিকে বিভিন্নভাবে, বিস্তারিতভাবে, চতুর্ধাতু (অধ্যায় ১১শ, ২৭ অংশ) নামক অধ্যায়ে সংজ্ঞায় প্রদত্ত হয়েছে। অত:পর যখন ধাতুসমূহ তার বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিস্ফুট হবে প্রথমত কর্ম নিবন্ধন হেতু কেশমূল বলে পরিষ্কার বোধ হবে তখন রূপের দশবিধ উদাহরণ (রূপানি) কায়ন্দ্রিয় কায়াদি এ রূপে প্রতিভাত হয় চতুর্ধাতু, বর্ণ, গন্ধ, রস ওজং জীবিতেন্দ্রিয় এবং জীবন এবং কায়িন্দ্রিয় যেহেতু কাম কায়দর্শকও বর্তমান থাকায় তাতে অপর দশক (তাতে একজন মাটি, স্ত্রীইন্দ্রিয়বাদ)। এবং যেহেতু জীবিতেন্দ্রিয়সহ আট হয় (অর্থাৎ, চতুধাতু এবং বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ এবং জীবিতেন্দ্রিয় নির্যাস) জীবিতেন্দ্রিয় মূল এবং সে মূল হল শীতাতপ সমুত্থান এবং সে সমুত্থান চিত্তজ ও সমুপস্থিত। তন্মধ্যে অপর ২৪টি। সুতরাং তার মধ্যে রূপের ৪২ প্রকার প্রকারভেদ বিদ্যমান। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ৩২ প্রকার কায়িক অংশ চতুর্মূলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু চারটির ক্ষেত্রে যথা সেদ, মেদ, অশ্রু, থুথু এবং সিক্নি যার মূল হল চিত্তজসমুত্থান। দু প্রকার ওজ, সমুত্থান বশে রূপ ষোল-ষোল হয়। উদরস্থ খাদ্য, বিষ্ঠা, পুঁজ এবং মূত্র- এ চার ঋতু সমুত্থানে ঋতু সমুত্থান বশে ওজত্থান আটটি রূপ প্রকট হয়। ইহাই প্রথমত ৩২ প্রকার কায়িক ভাব।

৬. কিন্তু দ্বাত্রিংশাকারে আবির্ভূত, অপর দশ প্রকার আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে পরিপাকান্তে জীর্ণ হওয়া পর্যন্ত কর্মজ তেজকোষ্টে অষ্ট ওজ: সহ নব

জীবিতেন্দ্রিয় নয় প্রকার রূপ। তথা চিত্তজ আশ্বাস প্রশ্বাস প্রকোষ্ঠে ও ওজ:স্থান তেত্রিশ প্রকার রূপ প্রকাশিত হয়।

৭. তন্মধ্যে বিস্তারিতভাবে ৪২ প্রকারে এসব ভূতোৎপন্ন রূপের মধ্যে প্রকটিত আকার হল বস্তুদ্বার অনুসারে পাঁচ প্রকার চক্ষু দশক থেকে উৎপন্ন। হৃদয়বস্তু দশকের মধ্যে অপরাপর গুলি হল ৬০ প্রকার রূপ প্রকাশ পায়। সুতরাং সেসব রূপ্যন লক্ষণ একত্র করে এরূপ দৃষ্ট হয়।

৮. তন্মধ্যে পরিগৃহীত রূপের মধ্যে দ্বার বশে অরূপ ধর্ম সমূহ প্রকট হয়। যেমন- দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞানাদি এবং তিন প্রকার মনোধাতু আটষদি (৩৪-৩৮, ৩৯-৫৪ এবং ৭০) মনোবিজ্ঞান ধাতু (৫৮৯) একাশি প্রকার লৌকিয়চিত্ত, সাধারণত এবং সেসব চিত্তে সহজাত স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা ২. চেতনা ৩. জীবিত ৩০. চিত্তস্থিতি মনস্কার সাত চৈতসিক হয়, লোকোত্তর চিত্তসমূহ শুদ্ধ বিদর্শকের বা সমাধি ধ্যানীকের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ এসব তাঁদের অধিগমের বাইরে। এসব 'নমন' লক্ষণ বশে একত্রিত করে 'নাম' বলে দর্শন করে। 'জীব' বৈশিষ্ট্যের আলোকে এসব রূপকে একত্রে বশে দেখা হয়।

এরূপে একজন সাধক চতুর্ধাতু সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে নাম রূপের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেন।

[২. অষ্টাদশ ধাতুর প্রেক্ষিতে সংজ্ঞা]

৯. ইহার ব্যাখ্যা অষ্টাদশ ধাতুর প্রেক্ষিতে করা যায়। তা কিরূপে ? এখানে কোন ধাতুসমূহকে এভাবে ধারণা করেন, এ ব্যক্তির মধ্যে চক্ষু ধাতু মনোবিজ্ঞান ধাতু আছে,' এরূপ আবর্জন করে যে সাদা-কালোতে বিরিত্রিত একখণ্ড গোলাকৃতি মাংস খণ্ডক যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে, চক্ষু কোটরীতে স্নায়ুতে আবদ্ধ, যায় লোক সংজ্ঞা 'চক্ষু' তৎপরিবর্তে তিনি সংজ্ঞায়িত করেন 'চক্ষুধাতু রূপে চক্ষু প্রসাদ রূপে। যা স্কন্ধ

১০. শিরে নামে (অধ্যায় ১৩. (৪৭)) রূপব্যুৎপত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি "চক্ষু ধাতু" বশে অবশিষ্ট রূপ উদাহরণে সংজ্ঞায়ন করেন না। যার মোট সংখ্যা ৫৩। অর্থাৎ চতুর্ধাতু রূপের সাথে সংশ্লিষ্ট ৯ সহজাত : যা এর সহায়ক, রূপের ৪ চৈতসিক উদাহরণ ঃ বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ (এবং জীবিতেন্দ্রিয় এবং রূপের ২০ প্রকার কর্মজ উদাহরণ ও তথায় রয়েছে। কায়িক দশক সংযুক্ত এবং কাম দশক সংযুক্ত এবং ২৪ প্রকার রূপের

অসংলগ্নতা অষ্টকযুক্ত ওজ অষ্টক (খাদ্যরস) যা জীবিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি মূলগত। এই একই পদ্ধতি (ব্যবস্থা) শ্রোত্র এবং অবশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু কায়-ধাতুর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট মোট ৪৩ প্রকার। কারও কারও মন্তব্য যে, শব্দ এবং ঋতুজ ক্ষেত্রে নয়

১১. যোগ করে এবং চিত্তজ (শব্দ)। সুতরাং এই পাঁচ প্রসাদাদি এবং তাদের পাঁচ আলম্বন ক্ষেত্র অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ হতে দশ প্রকার রূপ, দশ প্রকার ধাতু যোগ হয়ে ৪৫ প্রকার। আর অবশিষ্ট রূপ মনোময় ধর্ম ধাতু মাত্র।

চক্ষুকে আশ্রয় করে রূপের প্রবর্তন হয়। এবং রূপ সাপেক্ষকে বলা হয় চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু (এবং তদনুরূপ কর্ণ ইত্যাদি) এরূপে দু শ্রেণির পাঁচ প্রকার চিত্ত পাঁচ প্রকার চিত্ত বিজ্ঞান হয়। মনোধাতু সংশ্লিষ্ট তিন প্রকার (৩৯)-(৫৫) এবং (৭০) হল একক মনোধাতু। ৬৮ প্রকার মনোবিজ্ঞান ধাতুই হল মনোবিজ্ঞান ধাতু। সুতরাং ৮১ প্রকার লোকীয় বিজ্ঞান, সাত প্রকার বিজ্ঞান ধাতু এবং স্পর্শ ইত্যাদি ধাতু হয়। এতদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্ম ধাতু।

সুতরাং $১০\frac{১}{২}$ ধাতু রূপ এবং $৭\frac{১}{২}$ ধাতু (৫৯০) হল নাম। এভাবে (একজন সাধক) ৮১ প্রকার ধাতুর আলোকে নাম রূপ সংজ্ঞায়ন করেন।

[৩. দ্বাদশ আয়তনের প্রেক্ষিতে সংজ্ঞা ঃ]

১২. অপর কেউ দ্বাদশ আয়তনের আলোকে ইহা সম্পন্ন করেন। তা কিরূপে ? তিনি 'চক্ষু আয়তনকে'- চক্ষু প্রসাদরূপে সংজ্ঞায়ন করেন। অবশিষ্ট চক্ষুধাতুর বর্ণনায় উক্ত রূপের অবশিষ্ট ৫৩ প্রকার রূপ পরিহার করে তিনি 'চক্ষু আয়তনকে'- চক্ষু প্রসাদরূপে সংজ্ঞায়ন করেন। এবং বর্ণিত মতে তিনি আরও সংজ্ঞান করেন) শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ধাতু বশে স্রোত্র আয়তন, গন্ধায়তন, জিহ্বায়তন, কায় আয়তন। সেসব বিষয়ভূত পাঁচ প্রকার ধর্মে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ আয়তন সাত প্রকার লৌকীয় বিজ্ঞান ধাতু মনায়তন তিনি সংজ্ঞায়ন করেন। স্পর্শ ইত্যাদি এতদ সংযুক্ত রূপের অবশিষ্ট প্রসাদ ধর্মাদিআয়তন। সে জন্যে এখানে $১০\frac{১}{২}$ অংশ

আয়তন রূপ এবং $1\frac{1}{2}$ অংশ আয়তন নাম। এভাবে একজন (সাধক) দ্বাদশ আয়তনের নিরিখে (প্রদর্শন) সংজ্ঞায়ন করেন।

[৪. স্কন্ধের প্রেক্ষিতে সংজ্ঞা ঃ]

১৩. অপর কেউ স্কন্ধের আলোকে সংক্ষেপে সংজ্ঞায়ন করেন। তা কিরূপে ? অত্র এক ভিক্ষু রূপকে স্কন্ধ বশে সংজ্ঞায়ন করেন। নিম্নোক্ত ২৭ প্রকার উদাহরণের সাহায়ে রূপ তুলে ধরেন। তা হল তিনি এ কায়ের মূল সে চার প্রাথমিক ভূত তা ১৭ প্রকার উদাহরণের প্রেক্ষিতে এবং তৎনির্ভর বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ এবং চক্ষু- ইন্দ্রিয়াদি শুরু করে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং কায়িক ভিত্তি (হৃদয়বস্তু) কাম, জীবিতেন্দ্রিয় রূপ এবং দ্বিমূল শব্দ, যা রূপের ১৭ রকম উদাহরণ হৃদয়ঙ্গমে সহজ করে। যেহেতু এসব হল উৎপাদিত। এবং এসব হল কঠিন ধাতুর উদাহরণ। অত:পর ১০ উদাহরণ রূপের ; অর্থাৎ কাম বিশুদ্ধি, বাক্য বিশুদ্ধি আকাশ ধাতু এবং রূপের আলোক, নমনীয় (চেতখিল) ক্ষমতাধর, বর্ধন, ধারানুসরণ জরা এবং অনিত্য। যা ১০ প্রকার রূপের উদাহরণ। বস্তুত : এসব বোধগম্য নয়। যেহেতু এসব অবস্থান্তরের ভাবমাত্র। এবং মধ্যবর্তী সীমা এসব উৎপাদিত হয় এবং কঠিন রূপ কিন্তু রূপ বলে গণ হয়। যেহেতু এসব মধ্যস্থভাব এবং বিভিন্ন রূপের উদাহরণ মধ্যস্থতায় সীমিত। সুতরাং তিনি এসবকে একত্রে ২৭ প্রকার রূপের উদাহরণ লক্ষণ সম্পন্ন বলে 'রূপ স্কন্ধ' সংজ্ঞায়ন করেন। তিনি ৮১ প্রকার লোকীয় বিজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বেদনা কে 'বেদনা স্কন্ধ' সংজ্ঞায়ন করেন। তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কারে 'সংজ্ঞা স্কন্ধ' বলে। তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কারকে সংস্কার স্কন্ধ বলে। এবং বিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান স্কন্ধ' বলে। সুতরাং 'রূপ স্কন্ধ' কে রূপস্কন্ধ সংজ্ঞা দ্বারা এবং চার অরূপ স্কন্ধকে নাম বশে তিনি সংজ্ঞায়ন করেন। তিনি নাম রূপকে পঞ্চ স্কন্ধ বশে সংজ্ঞায়ন করেন।

১৪. [৫. চার প্রাথমিক ধাতুর প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা]

অপর কেউ লক্ষ করেন, 'রূপ' তার ব্যক্তিক। সংক্ষেপে তা হল ঃ "চতুপ্রাথমিক ধাতুতে যা সন্নিহিত আছে এবং চার ধাতু থেকে উৎপন্ন (M i-222) এবং তৎসংশ্লিষ্ট মনায়তন এবং মনোময় ধর্মের অংশ বিশেষ বশে

নাম। তারপর তিনি সংক্ষেপে নাম রূপ প্রভাবে সংজ্ঞায়ন করেন।" এ নাম এবং এরূপ কে বলা হয় 'নাম রূপ'।

১৫. **[যদি অরূপ অপ্রত্যক্ষ হয় ঃ]**

(৩৯১) কিন্তু যখন তিনি ইহার যে কোন একটি উপায়ে রূপ নিয়ে আলোচনা করেন এবং যখন একটি অরূপকে নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁর কাছে ইহা প্রকট হবে না। কারণ তাতে তার সূক্ষ্মতা রয়েছে। এতে তা পরিত্যাগ উচিত নয় এবং পুনঃপুনঃ উপলব্ধি মনোযোগ প্রদান আলোচনা এবং রূপ নিয়ে সংজ্ঞা দান করা উচিত। যেহেতু উন্নতির ক্ষেত্রে রূপ সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞায়ন করতে হয়। জট বিহীন এবং সম্পূর্ণ নিজেকে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। সুতরাং অরূপ ধর্ম যাতে সে (রূপ) তাদের আলম্বন বশে স্বয়ংই স্বচ্ছ- পরিচ্ছন্ন হয়।

১৬. যেমন, কোন লোক যখন তার প্রতিচ্ছবি দেখার জন্যে ময়লাযুক্ত আয়নায় দৃষ্টিপাত করে এবং তাতে সে প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় না বলে আয়না ছুড়ে ফেলে দেয় না। কারণ তাতে তার প্রতিচ্ছবি আসে না। বরং সে তা পুনঃ পুনঃ মুছে নেয়। অত:পর প্রতিচ্ছবি স্বয়ং দৃশ্যমান হয়। আয়না পরিষ্কার হয়। এবং যেমন তৈল প্রয়োজন হয়ে একটি খৈলে তিলবীজ রাখে এবং তা জলে সিক্ত করল এবং এক বা দুই ঘর্ষণে তৈল বের হল না বলে তিল বীজ সে ছুড়ে ফেলে দেয় না। পক্ষান্তরে সে তিলবীজ বারবার পরম জলে ভিজিয়ে নেয়, এবং নিভোষন এবং চাপ দেয়। এরূপ করার ফলে তিল তৈল বের হয়ে আসে। অথবা যেমন যখন কোন জল নির্মল করতে গিয়ে বংশ খণ্ডের ঝাড় নিয়ে পাত্রর ভেতর হাত ঢুকিয়ে দু একবার ঘষে নেয়। এতে জল পরিষ্কার হয় না বলে সে ঝাড়টি ছুড়ে ফেলে দেয় না। বরং সে ইহা বারবার মেঝে নেয়। এ রূপ করার ফলে পরিস্কার মাটি অপকৃত হয় ফলে জল স্বচ্ছ হয় এবং পরিষ্কার হয়। সেরূপ ভিক্ষু পরিত্যাগ করবেন না বরঞ্চ তিনি পুনঃপুনঃ বুঝে নেবেন, মনোযোগ দেবেন ব্যাখ্যায়, শুধু রূপকে সংজ্ঞায়ন করবেন।

১৭. আনুপাতিকভাবে রূপ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলে জটাহীন এবং তার নিকট সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হলে যে কলুষ তাকে বর্হিগমনে বাধা দেয় তার চিত্ত উপযুক্ত জলের কর্দমের মতো তার চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং অরূপধর্ম (রূপ ধর্ম যা থাকে) তাদের আলম্বন বশে তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যায়।

এবং এর অর্থ অন্যরূপ ব্যাখ্যায় ও ব্যক্ত করা যায়। যেমন আঁখে চাপ দিয়ে দোষীকে (পিটিয়ে) স্বীকারোক্তি, প্রকট সারকে (শাসন করে), দইকে অন্থনের (মাখন তৈরীতে) এবং মৎস্য (রন্ধনে)।

[যে ভিন্ন পদ্ধতিতে অরূপ ধর্মসমূহ হয়।]

১৮. যখন রূপ জ্ঞান তার কাছে পরিস্কার বোধগম্য হবে, তখন তিন ধাপের প্রথম অরূপ ধর্ম তাঁর নিকট প্রকট হবে। সে তিন ধাপ হলো স্পর্শের মাধ্যমে, বেদনার মাধ্যমে অথবা বিজ্ঞানের মাধ্যমে। তা কিরূপে ?

১৯. ক. যখন প্রাথমিক চতুর্ধাতু তাঁর বোধ্য হয় এভাবে 'পৃথিবী ধাতুর বৈশিষ্ট্য হল কাঠিন্যতা (অধ্যা. ১১শ ৯৩) স্পর্শ তাঁর যখন প্রকট হয় তখন প্রথম সংঘর্ষ হয়।' তার সঙ্গে বেদনা সম্পৃক্ত হলে বেদনা স্কন্ধ হয়। সংজ্ঞা সম্পৃক্ত হলে সংজ্ঞাস্কন্ধ হয়। চেতনা পূর্বোক্ত স্পর্শের সম্পৃক্ত হলে সংস্কার স্কন্ধ হয় এবং বিজ্ঞান সম্পৃক্ত হলে বিজ্ঞান স্কন্ধ হয়।

১. খ. (৫৯২) অনুরূপভাবে (তিনি যখন এরূপে সব বুঝতে পারেন) কেশ হল পৃথিবী ধাতু। তার কাঠিন্য বৈশিষ্ট্য আছে। আশ্বাস প্রশ্বাস হল পৃথিবী ধাতু। উহার বৈশিষ্ট্য কাঠিন্য (অধ্যা ১১, ৩১) স্পর্শ পরিস্ফুট বা প্রথম সংযোগে। তারপর ইহার সাথে বেদনা সংযোগ হলে বেদনা স্কন্ধ হয় বিজ্ঞান সংযুক্ত হলে বিজ্ঞান স্কন্ধ হয়।

ইহা যেভাবে অরূপধর্মসমূহ কিভাবে স্পর্শের মাধ্যমে প্রকট হয় তা।

২০. ২. ক. অপর পক্ষে (যিনি চার মহাভূত ধাতু নিয়ে কর্ম সম্পাদন করেন) শুরুতে "পৃথিবী ধাতুর বৈশিষ্ট্য হল কঠিনত্ব।" ইহার মধ্যে যা আছে তার আলম্বন হল বেদনা এবং ইহার অভিজ্ঞতা হল উদ্দীপনা (আনন্দ ইত্যাদি) বশে প্রকট হয়ে বেদনা স্কন্ধ। সংজ্ঞা উহার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সংজ্ঞা স্কন্ধ হয়। এবং বিজ্ঞান উহার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বিজ্ঞান স্কন্ধ হয়।

২. খ. অনুরূপভাবে (ঐসবে যে কর্মপ্রবন হয়) কেশে পৃথিবী ধাতু বর্তমান এবং তার বৈশিষ্ট্য হল কঠিনত্ব। আশ্বাস-প্রশ্বাসে পৃথিবী ধাতু বর্তমান। ইহার বৈশিষ্ট্যে হল কঠিনত্ব। বেদনায় আছে ইহার আলম্বন এবং অভিজ্ঞতা বেদনা স্কন্ধ বশে ইহার উন্নয়ন উদ্দীপনা (আনন্দানি) বেদনা স্কন্ধে প্রকট হয়। বিজ্ঞান উহাদের সাথে সংযোগ হয়ে বিজ্ঞান স্কন্ধ হয়।

এভাবে অরূপ ধর্ম বেদনার মাধ্যমে প্রকট হয়।

২১. ৩. ক. অপর পক্ষে (যিনি চার মহাভূত ধাতু নিয়ে কর্ম সম্পাদন করেন শুরুতে) পৃথিবী ধাতুর বৈশিষ্ট্য হল কঠিনত্ব। বেদনা স্কন্ধ বশে বিজ্ঞান আলম্বনকে চিহ্নিত করে প্রকট হয়। বেদনা যুক্ত হয়ে বেদনা স্কন্ধ। সংজ্ঞা যুক্ত হয়ে সংজ্ঞা স্কন্ধ এবং স্পর্শ যুক্তও হয়ে সংস্কার স্কন্ধ।

৩. খ. অনুরূপ ভাবে [এসবকে যে এভাবে সম্পন্ন করে] কেশ বশে পৃথিবী ধাতু, বৈশিষ্ট্য হল কঠিনত্ব আশ্বাস-প্রশ্বাসে পৃথিবী ধাতু, বৈশিষ্ট্য হল কঠিনত্ব। বিজ্ঞান স্কন্ধ বিজ্ঞান আলম্বনকে চিহ্নিত করে প্রকট হয় এবং স্পর্শ ও চেতনা যুক্ত হয়ে সংস্কার স্কন্ধ।

এভাবে রূপধর্মসমূহ বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকট হয়।

২২. রূপের কর্ম সম্পাদন পথে ৪২ প্রকার ধাতুর ভাব সংশ্লিষ্ট কেশ থেকে শুরু করে (অর্থাৎ কায়ভাব ৩২, ভাব ধাতু ৪, বায়ু ধাতু ভাব ৬. উপযুক্ত মতে প্রদত্ত অর্থ অথবা শুরুতে প্রদত্ত অনুসারে "কর্ম সমুস্থান কেশ পৃথিবী ধাতু বিধায় কাঠিন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন'- এবং চক্ষু ইত্যাদি সম্পৃক্তের রূপ কর্ম পদ্ধতি চতুর্ধাতুর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে গঠন ক্রিয়া প্রত্যেকটির পদ্ধতি মতে করণীয়।

২৩. যার এরূপ সুবিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহণকারী। তার নিকট অরূপধর্ম সমূহ তিন প্রকারে প্রকট হয়। তজ্জন্য সুবিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহণ দ্বারা অরূপ পরিগ্রহের জন্য যোগাবর কর্তব্য। ইহা ব্যতীত হয় না। যদি এক সময়ে অরূপ উপস্থিত হয়। দুই প্রকার রূপ পরিহার করে অরূপ পরিগ্রহ আরম্ভ হয় তবে কর্মস্থানের ক্ষতি হয়। পৃথিবী কৃৎস্ন ভাবনায় উক্তাকারে পর্বত গাভীর মতো সুবিশুদ্ধ রূপ গ্রহণের জন্য অরূপ পরিগ্রহণ যোগ করে কর্মস্থান বৃদ্ধি, উৎপত্তি, বিপুলতা প্রাপ্ত হয়।

[নাম-রূপ ব্যতীত কোন সত্ত্ব নেই ঃ]

২৪. তিনি এরূপে স্পর্শের অধীন বশে উৎপত্তিতে চার অরূপ স্কন্ধে নামসমূহ সেসব আলম্বনের অন্তর্গত চার মহাভূত চার মহাভূত সমূহের উৎপন্ন রূপ সমূহ ব্যবস্থিত করেন। এরূপে আঠার প্রকার ধাতু, দ্বাদশ আয়তন, পঞ্চ স্কন্ধাদি ভূমিক ভেদে খগেড় দ্বারা যেমন কোন ভাণ্ড বিমুক্ত করে, যমক তালখণ্ড বিমুক্তকরে এবং নাম রূপকে দ্বিধা বিভক্ত করে ত্রিভূমিতে। উর্দ্ধে অন্য সত্ত্ব বা পুদ্গল, বা দেবতা বা ব্রাহ্মণ যেই হোক নাম রূপ ব্যতীত কিছু নেই।

২৫. এরূপে নাম রূপের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করে ইহার সাধক স্বভাবত ঃ “সত্ত্ব” বা প্রাণী বলতে কিছু নেই বলে তার প্রচ্ছন্ন ধারণা জন্মে। ‘সত্ত্ব’ সম্বন্ধে সন্দেহ অপনোদন করে এবং মনকে নিঃসন্দেহের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে তিনি নিশ্চিত হন যে, “ইহা নাম, রূপ মাত্র”, তাতে কোন সত্ত্ব নেই, পুদ্গল নেই। ইহা বেশ কিছু সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে বলা হয়েছে ঃ

যথাহি অঙ্গসম্ভারা হোতি সত্তো রথো ইতি,
এবং খন্ধেসু সন্তেসু, হোতি সত্তোতি সম্মুতীতি।

– অঙ্গ সম্ভার যুক্ত হয়ে যেমন গঠন,
‘রথ’ শব্দ ধন্য হয় সুঠাম তেমন।
অতএব স্কন্ধসব যবে থাকে অবিচল,
‘প্রাণী এক’ তাজে বলে সাধারণ অবিকল।

২৬. পুনশ্চ বলা হয়েছে : যেমন কোন একটা স্থানকে যখন কাঠের বেগ দেয়া হয় তন্মধ্যস্থ লতা পাতা, ঘাস, কাদার তা একটা “গৃহ” হয়ে যায়, তেমনি যখন কোন একটা স্থান অস্তি, স্নায়ু, মাংস এবং চামড়া দ্বারা আবদ্ধ করা হয় তা হলে তাকে “রূপ গঠন” বলা হয়। (M i-190)

২৭. পুনরায় বলা হয়েছে :

দুক্খসের হি সম্ভোতি
দুক্খ তিট্ঠাতি যেহি চ।
নঞ্ঞত্র দুক্খা সম্ভোতি,
নাঞ্ঞ দুক্খা নিরুতীথি। (Sn. 1-135)

– অমঙ্গল তাহা শুধু একা উপজয়,
ছিন্ন স্থিত অমঙ্গল যা হয়।
কোন কিছু নাহি জন্মায় অমঙ্গল বিহীন,
কোন কিছু রুদ্ধ না হয় অমঙ্গল বিহীন।

২৮. এরূপে বহুশত সূত্রান্তে নাম রূপ বশে সত্ত্ব নয় পুদ্গল নয় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং যেমন কোন অক্ষচক্রের বিভিন্ন পঞ্জর ইত্যাদি অঙ্গসম্ভার একত্রিক করে সংস্থাপিত হলে রথ রথ ব্যবহার মাত্র হয়ে থাকে। পরমার্থ বশে একেকটি পঞ্জর করে সংস্থাপিত হলে রথ ব্যবহার মাত্র হয়ে থাকে,

পরমার্থ বশে একেকটি অঙ্গ যখন নিরীক্ষা করা হয় তখন তাতে রথ নামে কিছু পাওয়া যায় না। এবং যখন ঘরের সংযুক্ত কাষ্ঠাদি গৃহসম্ভার এবং ঘরে সংস্থাপিত হয় তখন তাতে যে কোন উপায়ে একটি স্থান দখল হয়। তাতে সাধারণ উক্তি "ঘর" হয়। কিন্তু পরমার্থতঃ তাতে ঘর বলতে কিছু নেই। এবং যেমন বৃদ্ধাঙ্গুলাদি, কোন এক উপায়ে স্থাপন করলে তাকে মুষ্ঠি (৫৯৪) ব্যবহার মাত্র। বীণার দেহ এবং সূত্রের মাধ্যমে বীনা বাজে। হস্তি, অশ্ব, সৈন্য নিয়ে সৈন্যদল, প্রাচীর, গৃহ, রাষ্ট্র নিয়ে নগর যেমন যখন কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা মিলে বৃক্ষ হয় বাহ্যিক অর্থে। যখন ইহার অপরাপর অঙ্গ সমূহ পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে কোন বৃক্ষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তদ্রুপ পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই (আলম্বন বশে)" সত্ত্ব, পুদ্গল। ইহা বাহ্যিক দিক মাত্র। কিন্তু পরমার্থ বশে যখন প্রত্যেকটি সন্নিহিত অংশ নিরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে "আমি, আমার" বলতে কোন জীবের অস্তিত্ব নেই। পরমার্থতঃ নাম রূপই বিদ্যমান। যার দর্শন (জ্ঞান) এরূপ হয় এভাবে দর্শন করে তাকে বলে দৃষ্টি বিশুদ্ধি।

২৯. কিন্তু যখন কেউ এ সত্য দর্শনকে পরিহার করে এবং ধারণা করে যে, এক (স্থায়ী) সত্ত্ব বিরাজমান, তাকে উচ্ছেদবাদ অথবা অন্য দৃষ্টিতে উপনীত হতে হয়। যদি তিনি উপনীত হন যে, ইহা উচ্ছেদবাদ নয়, তা হলে তিনি শাশ্বত্ব দৃষ্টিতে উপনীত হন (দৃষ্টিতে)। যদি তিনি উচ্ছেদকে অস্বীকার করেছেন তবে তিনি শাশ্বত দৃষ্টিতে পড়েন। কেন ? যেহেতু (ধারণা) তাকে যে কোন ক্রম পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। যেমন দুধের দধিতে রূপান্তরণ সুতরাং তাকে হাতে পেছনের দিকে ধরে নিতে হয় তার দৃষ্টি ইহ লৌকিক অথবা তিনি অতিক্রম করেন যে ইহা উচ্ছেদবাদ।

৩০. সুতরাং তথাগত বলেছেন, ভিক্ষুগণ দু প্রকার দৃষ্টি আছে। কেউ মন্থর গতি সম্পন্ন আর কেউ দ্রুতগতি সম্পন্ন পুদ্গল আছে চক্ষুষ্মানগণ দর্শন করেন। এখানে মন্থরগতি সম্পন্ন কিরূপে হয় ? দেবগণ, মনুষ্যগণ ভবারামী তারা ভবে প্রীতি লাভ করে। ভবে আনন্দ পায় ভবে সুখানভব করে। যখন তাদেরকে ভব উচ্ছেদের জন্য দেশনা করা হয়, তাদের মন তাতে প্রবেশ

করে না, স্থিত হয় কর্মরত থাকে এবং সিদ্ধান্ত প্রবণ হয়। এভাবে কেউ কেউ মন্থরগতি হয়। এবং কিভাবে কেউ কেউ দ্রুতগতি সম্পন্ন হয় ? কেউ লজ্জিত হয় রাগান্বিত হয় এবং কেউ একইভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। তারা বিভবী হয়ে পড়ে "মহাশয়গণ এদেহ নিক্ষেপের পরে এ আত্মা কোথাও থাকে না বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর আর আসে না। তাহাই শান্তিপ্রিয়, ইহাই স্বর্গ, উহাই সত্য। এরূপেই গতি দ্রুত হয়। এবং ভিক্ষুগণ চক্ষুষ্মান হয় ? এখানে একজন ভিক্ষু, ভবকে ভবরূপে দেখেন) দর্শন করে ভব বশে কি ভব হচ্ছে। তিনি ইহার জন্য আবেগ হন। ইহার জন্য লোভাতুর হয়ে পড়েন না, ইহার উচ্ছেদ। এভাবে চক্ষুষ্মান দর্শন করেন। (Iti. 43) (PS. i-159)।

৩১. সুতরাং পুতুল নাচানো সুত্র যেমন শূন্য, অনাত্মা এবং কৌতূহল বিহীন। যখন ইহা হাঁটে, এবং দাঁড়ায় সুতা এবং কাষ্ঠখণ্ডের সংযোগের মাধ্যমে মাত্র। (৫৯৫) তৎসত্ত্বেও মনে হয় ইহাতে কৌতূহল এবং আগ্রহ ছিল। ঠিক তেমনি নাম রূপ শূন্য, অনাত্মা, কৌতূহলহীন। দুটির সংযোগেই ইহা হাঁটে, দাঁড়ায়। তবুও ইহাকে যথার্থ মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত। এভাবে ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত। সে কারণে প্রাচীনগণ বলছেন :

নামঞ্চ রূপঞ্চ ইধত্থি সচ্চতো,
ন হেত্থ সত্তো মনুজো চ বিজ্জতি।
সুঞ্ঞং ইদং যন্তমিভাবি সঙ্কতং
দুকখ্সস্ পুঞ্জো তিনকট্ঠ সদ্দিসোতি।

– নাম-রূপ আছে এথা বাস্তব সতত
কিন্তু নাহি পাবে প্রাণী (মানব) অবিরত।
সেহেতু শূন্য ইহা, শোভামাত্র পুতুল অভিপ্রায়,
স্তুপীকৃত দুঃখ যথা তৃণ কাষ্ঠখণ্ড নয়।

[নাম-রূপের পরস্পর নির্ভরতা]

৩২. পুতুল নাচের তার মতো কাহিনি ব্যাখ্যা প্রদানে শুধু ইহার অর্থকরণ হয় না। অধিকন্তু সাদৃশ্যপূর্ণ আঁটি বাঁধা খাগড়ার রাশি এবং ইত্যাদি ভাবনা

করা কর্তব্য। যেমন দুটি আঁটি বন্ধ খাগড়ার নল পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় রাখা হয়। একে অপরের সমন্বিত নিশ্রয়। একের পতন হলে অপরের পতন হয়। ঠিক তেমনি পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়ে নাম রূপের উৎপত্তি হয়। পরস্পর নির্ভরশীল ধর্ম বশে ইহার প্রত্যেকটির উপাদানের পতন হয়। সে কারণে প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

যমকং নামরূপঞ্চ উভো অঞ্‌ঞঞাঞ্‌ঞঞ নিস্ফিতা,
একস্মিং ভিজ্জমানস্মিং উজে ভিদ্ধন্তি পচ্চয়তি।

– নাম রূপ আছে যেন যমজ মহোদর,
একের আশ্রয়ে নিশ্চয় থাকে পরস্পর।
একের আশ্রয়ে থাকে পরস্পর অপর।
একের পতন হলে নিশ্চিত অপর,
ঘটে তাহা পরস্পর নির্ভর অত:পর।

৩৩. এবং যেমন দণ্ডের অভিঘাতে ভেরীর আশ্রিত শব্দ হয়। এখানে প্রবর্তমান ভেরী এক শব্দ অন্য। ভেরী এবং লব্ধ এক পয়সার মিশ্রিত নয়। ভেরী শব্দ শূন্য এবং শব্দ ভেরী শূন্য। অনুরূপভাবে যখন নাম উৎপন্ন হয় তখন রূপের নিশ্রয়েই হয়ে থাকে যাকে দৈহিক ভিত্তি বলে। দ্বার এবং আলম্বন। তারপর নাম এক এবং রূপ অন্য। নাম রূপ পরস্পর একত্রে মিশ্রিত নয়। রূপের শূন্যতা। যদিও রূপের মধ্যে নাম শূন্যতা এবং নামের মধ্যে রূপের শূন্যতা। যদিও রূপের কারণে নামের উৎপত্তি যেমন শব্দ উত্থিত হয় ভেরীর কারণে। প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

ন চক্‌খুতো জায়রে ফস্‌সপঞ্চমা
ন রূপতো নো চ উভিন্নমন্তরা।
হেতু পটিচ্চপ্‌পভরবত্তি সঙ্কতা
যথাপি সদ্দো পহ্‌তায় ভেরিয়া।
ন সোততো জায়রে ফস্‌সাপঞ্চমা ;
ন সদ্দতো নো চ উভিন্নমন্তরা পে
ন ঘানতো নো চ উভিন্নমন্তরা পে,
ন জিহ্বাতো জায়রে ফস্‌সপঞ্চমা।
ন রসতো নো চ উভিন্ন মন্তরা পে

ন কায়তো জায়রে ফস্‌স পঞ্চমা
ন ফস্‌সতো নো চ উভিন্নমন্তরা পে
ন ব বত্থুরূপা পভাবন্তি সংক্‌খতা,
ন চাপি ধম্মায়তনহি নিগগতা,
হেতু পটিচ্চপ্পভবন্তি সঙ্খতা
যথাপি সদো পহাতায়াতি।
– স্পর্শ পঞ্চম কভু নাহি জন্মে চক্ষু হতে
কিংবা দৃষ্টবস্তু হতে কিংবা এ দুয়ের মহতে।
হেতুর কারণে ইহার জন্ম অথ সংস্কার তথা,
ঘাতিত ভেরী হতে শব্দের মত উপজয় যথা।
স্পর্শ পঞ্চম কভু নাহি জন্মে কায় হতে,
কিংবা যদিও শব্দ হতে কিংবা এ দুয়ের মধ্যতে।
স্পর্শ পঞ্চম কভু নাহি জন্মে কায় হতে,
কিংবা যদিও গন্ধ হতে কিংবা এ দুয়ের কারণ হতে।
স্পর্শ পঞ্চম কভু নাহি জন্মে জিহ্বা হতে
কিংবা বদি ও স্বাদ কিংবা এ দুয়ের মধ্যেতে। (৫৯৬)
স্পর্শ পঞ্চম কভু নাহি জন্মে কায় হতে,
কিংবা যদিও স্পর্শ হতে কিংবা এ দুটির মধ্যেতে।
প্রাণীর গঠন কভু নাহি জন্মে রূপ বৃত্তি হতে,
নতুবা উৎপত্তি হয় না ইহা ধর্ম ধাতু হতে।
হেতুর কারণে ইহা হয় গঠন যথা
শব্দ যথা উৎপন্ন হয় ভেরী বাদন তথা।

৩৪. অধিকন্তু নামের কোন প্রবল শক্তি নেই, নিজস্ব দক্ষ শক্তিতে উৎপত্তি হয় না। ইহা খাদ্য গ্রহণ করে না, পানীর পান করে না। কথা বলে না, কোন আকৃতি ধারণ করে না। এবং রূপ হল প্রচ্ছন্ন শক্তিবিহীন নিজস্ব দক্ষ শক্তিতে ইহা উৎপত্তি হয় না। ইহার খাদ্যেচ্ছা নেই পানের ইচ্ছা নেই। ইহার বলার ইচ্ছা নেই। ইহা আকৃতি ধারণ করে না। কিন্তু অপর পক্ষে যখন রূপ সহায়তা লাভ করে তখন নাম উৎপন্ন হয়। এবং যখন নাম দ্বারা সহায়তা লাভ করে তখন রূপের উৎপত্তি হয়। যখন নামের খাদ্যের ইচ্ছা,

পানের ইচ্ছা বলার ইচ্ছা স্বপ্রকৃতি ধারণের ইচ্ছা জাগে, তখন রূপই খায়, পান করে, বলে এবং সপ্রকৃতি ধারণ করে।

৩৫. কিন্তু এসব অর্থ প্রকাশের জন্য তাঁরা নিম্নের উপমা প্রদান করেছেন একজন জন্মগত অন্ধ সে হামাগুড়ি দিয়ে চলা ফেরা লোক কোথাও যেতে মনস্থ করল। অন্ধ লোকটি খোঁড়া লোকটিকে বলল, "দেখ, পায়ে যা করতে আমি তা জানি। কিন্তু আমার চোখ নেই, যা দিয়ে দেখতে হয় কোনটা মসৃণ কোনটা অসম্পূর্ণ খোঁড়া লোকটি বলল দেখ চোখে যা করতে হয় আমি সব করি। কিন্তু আমার পা না থাকায় যাওয়া আসা করতে পারি না। অন্ধ খুশি হল এবং সে খোঁড়াকে কাঁধে তুলে নিয়ে। অন্ধ লোকটির কাঁধে বসে খোঁড়া বলতে লাগল "বামে যেয়ো না, ডানে যাও, ডানে যেয়ো না বামে যেয়ো।'

এখানে অন্ধ লোকটির দক্ষ ক্ষমতা নেই, সে এখানে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সে তার নিজের দক্ষ শক্তিতে ভ্রমণ করতে পারছে না নিজের শক্তিতে। খোঁড়া লোকটির দক্ষ শক্তি নেই। এখানে সে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সে নিজের দক্ষ ক্ষমতায় সে এমন করতে পারছে না নিজে শক্তিতে। এখানে তাদের গমনের কোন বাধা নেই। যেহেতু তারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করেছে। অনুরূপভাবে নামের কোন দক্ষ ক্ষমতা নেই। ইহা উৎপত্তি হয় না অথবা এরূপ কোন কিছু ঘটে না। নিজের ক্ষমতায় এরূপ কোন কাজ হয় না। এবং রূপের কোন ক্ষমতা নেই, ইহা উৎপত্তি হয় না অথবা এরূপ কোন কোন কিছু ঘটায় না নিজের শক্তিতে। কিন্তু প্রতিবন্ধ স্বরূপ তাতে কিছু নেই তাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে যখন আশ্রয় করে তখন ঘটে যায়। সেজন্যে উক্ত হয়েছে ঃ

ন সকেন বলেন জায়রে, নোপি সকেন বলেন তিট্‌ঠরে
পরধম্ম বসানুবত্তিনো জায়রে সঙ্কতা অথদুব্বলা।
পরপচ্চয়তো চ জায়তে পর আরম্মতো সমুট্‌ঠিতা
আরম্মণা পচ্চযেহি পর ধম্মেহি চিমে পভাবিতা
যথাপি নাবং নিস্‌সায় মনুস্‌সা যন্তি অন্নবে।
এবমেব রূপং নিস্‌সায় নামকায়ো পবত্ততি,
এবং নামঞ্চ রূপঞ্চ উভো অঞ্‌ঞাঞ্ঞানিস্মিতাতি

– নিজস্ব শক্তিতে তারা পারে না আসিতে,
যদিও তারা সুরক্ষে নিজের শক্তিতে।
অপর ধরয়ের নিশ্রয় বিশ্বাসে রাখ
স্বয়ং দুর্বল তারা যেতে গঠন হয়।
(৫৯৭) আসে তারা যথা শর্ত নিয়ে পরস্পরে
উপনীত তারা হল উদ্দেশ্যের তরে।
ক্রমে তারা সৃজিল শর্ত লক্ষে উপনীতে
নিজ শক্তি পরিহরি অপেক্ষা সমতে।
মানব যথা নিরভর করে পরস্পর
নাব এক ভ্রমিবারে সমুদ্র অপার।
মনো কায় করে যথা প্রয়োজন হয়,
রূপকার করে তাহা ঘটমান কয়।
নাব যথা নিরভর করে যথারূপ
সমুদ্র ভ্রমণে মানব করে তথারূপ।
এরূপেতে রূপকায় হয় প্রয়োজন
মনোকায় করে তাহা অতিক্রম সৃজন।
পরস্পরে নির্ভর করে একে অপরের
নাব আর মানব যায় সমুদ্র ওপারে।
এরূপেতে নাম রূপ মিশে উভয়েতে
একে অপর নিশ্রয় হয় গণনেতে।

৩৭. সত্যিকারের নাম রূপের দৃষ্টি বিশুদ্ধি যা নাম রূপের সংজ্ঞায়নের পর এই দর্শন পদ্ধতি (নীতি) দ্বারা ভূমিতে প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছে। এতে কোন সত্ত্ব সন্দেহের অবকাশ নেই। এরূপেই দৃষ্টি বিশুদ্ধি জ্ঞাতব্য। ইহার জন্য অপর বিষয় হলো নাম-রূপ এবং সংস্কার পরিচ্ছেদ।

দৃষ্টি বিশুদ্ধির বিবরণ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় ভাবনা উন্নয়ন অংশে
সাধুজনের সন্তোষ বিধানে বিশুদ্ধি মার্গ নামক গ্রন্থের বিষয় সংগৃহীত হল।

১৮ অধ্যায় ঃ বিশুদ্ধিমার্গ

উনবিংশ অধ্যায়
সন্দেহ উত্তরণ বর্ণনা
(কঙ্খাবিতরণ-বিসুদ্ধি নিদ্দেস)

১. (৫৯৮) সেই এবং নাম রূপ সূক্ষ্মদর্শী হেতু প্রত্যয় দ্বারা কালের তিন বিভাজন সম্বন্ধে সন্দেহ উত্তরণের দ্বারা যে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পায় তাকে বলা হয় সন্দেহ উত্তরণ বিশুদ্ধি।

২. **[হেতু এবং প্রত্যয়ে সূক্ষ্মদর্শী হওয়ার উপায় ঃ]**

সে নাম রূপের হেতু প্রত্যয় অনুসন্ধানী যে ভিক্ষু এ নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ করতে চায়, যেমন যখন দক্ষ চিকিৎসক একজন রোগীর মুখোমুখী হয়ে রোগের মূল, অনুসন্ধান করে অথবা একজন দয়ালু ব্যক্তি একটা কচি শিশুকে রাস্তার উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে তিনি তার মাতা পিতা কে সম্বন্ধে অবাক হয়ে পড়েন।

[একজন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট নতুবা হেতু বিনা কোনটিই নয়]

৩. **প্রারম্ভে তিনি এভাবে সিদ্ধান্ত নেন ঃ** প্রথমত নাম রূপ অহেতুক নয়। যেহেতু যদি উহারা তাই হতো ইহা অনুসরণ করতো যে, (হেতু না থাকায় ইহা পার্থক্যকরণ) ইহা সর্বত্র, সব সময়, সকলের জন্য একইরূপ হতো। ইহার কোন অধিস্বামী নেই, ইত্যাদি কারণ অধিস্বামী ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নেই। (অধ্যায়. ৮৫) নাম রূপ ব্যতীত। এবং যেহেতু যদি লোকজন তাকে অবতীর্ণ হয় তবে বলা যায় নাম রূপ স্বয়ং অধিস্বামী ইত্যাদি। তা হলে অনুসরণীয় যে তাদের নাম রূপ, যাকে তারা অধিস্বামী ইত্যাদি বলে, তা স্বয়ং হেতুহীন (অহেতুক) হয়ে যায়। ফলে, তাতে নিশ্চয় একটা হেতু বর্তমান এবং ইহার প্রত্যয় আছে। যেমন কি কি ?

৪. এভাবে তার মনকে তিনি নাম রূপের হেতু প্রত্যয়ের প্রতি মনোযোগী হতে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি প্রথমত : রূপর কায়ের প্রতি সূক্ষ্মদর্শী হন এভাবে : "একায় যখন জন্মেছে তখন ইহা নীল, লাল অথবা সাদা পদ্মের অথবা শ্বেত পথের আপনার ভিতরে জন্মায়নি। অথবা ভিতরে মণি রত্নের, ভাণ্ডারের ইত্যাদির ভেতর জন্মায়নি। বরং পচা মৎস্যের মধ্যে জন্মানো পোকার মতো পচনশীল শব পচনশীল রুটি, একটি নর্দমায় মলকুণ্ডে ইহার জন্ম অপরিপাচন খাদ্য থলি এবং পরিপ্রাচন খাদ্য থলির দ্বয়ের মাঝখানে। পেছনে পেট সংলগ্ন, সামনে মেরুদণ্ডের ভেতর, পাত্র এবং অন্ত্র

পরিবেষ্টিত, এখন একটি স্থানে যা তীব্র যন্ত্রনাদায়ক, ঘৃণাজনক, ন্যক্কার জনক এবং প্রবল খুঁচুনিরত, স্বয়ং তীব্র যন্ত্রণা, ঘৃণিত এবং ন্যক্কারজনক। যখন ইহা এভাবে জন্মে ইহার মূল হেতু চারটি বিষয় ঃ যথা অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান এবং কর্ম (৫৯৯)। যেহেতু উহারাই ইহার জন্ম ঘটায় এবং কবলীকৃতাহার হল ইহার প্রত্যয়। যেহেতু ইহাই উহার প্রযুক্ত করে। সুতরাং পাঁচটি বিষয়ই ইহার হেতু

এবং প্রত্যয়। যেহেতু ইহাই উহার প্রযুক্ত করে। সুতরাং পাঁচটি ইহার হেতু এবং প্রত্যয় প্রস্তুত করে। এবং এগুলোর প্রথম তিনটি যথা অবিদ্যাদি এদেহের উপনিশ্রয়। মা যেমন শিশু বালকের আশ্রয়স্থল এবং কর্ম পিতা সদৃশ পুত্রের জনক রূপে পুত্রের জন্য যা করে। এবং কবলীকৃতাহার হল বৃদ্ধি করা (রক্ষা করা), সেবিকা (বাঁইমা) যেমন শিশুকে যেভাবে ধারণ করে, সেরূপ।

[ইহার ঘটমানতা সর্বদা প্রত্যয়ভূত]

৫. রূপ কায়ের প্রত্যয় এভাবে সূক্ষ্ম দর্শনের পর পুনরায় তিনি নাম কায় সূক্ষ্ম দর্শন করেন এরূপে আদিতে চোখ এবং রূপের কারণে চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।' (S. ii-72) (M.1-111) যখন তিনি এভাবে দর্শন করেন তখন নাম-রূপের উৎপত্তি কারণ প্রত্যয়। তারপর তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, বর্তমানের মতো অতীতেও প্রত্যয়ের কারণে উৎপত্তি হয়েছিল।

৬. তিনি যখন এরূপে প্রত্যক্ষ করেন সমস্ত অনিশ্চয়তার অবসান হয়ে যায়। অর্থাৎ পাঁচ প্রকার অতীত অনিশ্চয়তা এভাবে বিবৃত হয়েছে "কি আমি অতীতে ছিলাম কি ? অতীতে ছিলাম নয় কি? অতীতে আমি কি ছিলাম ? আমি অতীতে কিরূপ ছিলাম? আমি অতীতে কি হয়ে কি হয়েছিলাম? (M. 1-8) এবং ভবিষ্যতে পাঁচ প্রকার অনিশ্চয়তা এভাবে বিবৃত হয়েছে ; ভবিষ্যতে আমি কি হব ? আমি ভবিষ্যতে আমি কি হব ? ভবিষ্যতে আমি হব না কি ? ভবিষ্যতে আমি কি হব ? আমি ভবিষ্যতে কিরূপ হব ? আমি ভবিষ্যতে কি হয়ে কি হব ? (M 1-8) এবং বর্তমান ছয় প্রকার অনিশ্চয়তা (সন্দেহ) এভাবে বিবৃত হয়েছে : এখন আমি আছি কি ? এখন আমি নাই কি ? এখন আমি কি ? কিরূপই বা আমি এখন ? কোথা হতে আমি আসিয়াছি ? এখন কোথায় যাব ?" (গ ১-৮)

[সাধারণ এবং নির্দিষ্ট প্রত্যয়]

৭. **অপর কেউ প্রত্যক্ষ করেন ঃ** নামের প্রত্যয় দু প্রকার : সবক্ষেত্রে কোনটি সাধারণ এবং কোনটি অসাধারণ এবং উহা রূপের জন্য চার প্রকার কর্ম এবং ইত্যাদি বশে।

৮. **নামের প্রত্যয় দু প্রকার** : যা সবক্ষেত্রে সাধারণ এবং যা সবক্ষেত্রে অসাধারণ তা। এখানে ছয় প্রকার আদিতে চক্ষু এবং ষড়ালম্বন আদিতে রূপ একটি প্রত্যয় সবক্ষেত্রে সাধারণ নামের ক্ষেত্রে। কারণ সব রকম উৎপত্তি (নামের) কুশল ইত্যাদি বশে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে সে প্রত্যয়ের কারণে। কিন্তু মনোযোগ সকলের ক্ষেত্রে সাধারণ নয়। উত্তম মনোযোগের ক্ষেত্রে শ্রবণ একটি উত্তমধর্ম ইত্যাদি একমাত্র প্রত্যয় কুশলের ক্ষেত্রে (৬০০) অন্যত্র বিরুদ্ধ হল অকুশল প্রত্যয়। কর্ম, ইত্যাদি হল নামের বিপাক প্রত্যয়। এবং ভবাগ ইত্যাদি হল কর্ম প্রত্যয়।

৯. রূপের কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার এ চার প্রকার কর্মাদি প্রত্যয়। তন্মধ্যে কর্মকে অতীতের কর্মের সমুপস্থান রূপের প্রত্যয়। চিত্ত, চিত্ত সমুপস্থানের উৎপত্তি, ঋতু-আহার ঋতু-আহার সমুপস্থানের স্থিতিক্ষণে প্রত্যয় হয়। এরূপে একজন মানুষ নাম রূপের প্রত্যয় পরিগ্রহণ করে ?

১০. যখন তিনি দেখতে পান যে, নাম রূপ এভাবে উৎপত্তি ঘটে থাকে, তিনি আরো প্রত্যক্ষ করেন যে, বর্তমানের মতো অতীতেও প্রত্যয়ের কারণে উৎপত্তি ঘটেছিল।

[প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রতিকূল বশে ঃ]

১২. অপর কেউ, যখন প্রত্যক্ষ করেন যে, প্রতীত্য সমুৎপাদ (অধ্যায় ১৭শ, ২৯) পূর্বাহ্নে বিস্তারিত বর্ণিত মতে নাম রূপ এভাবে প্রবর্তিত হয় : সুতরাং অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার (M. i-261)। অত:পর এতে তার অনিশ্চয়তা (সন্দেহ) বর্ণিত মতে দূর হয়ে যায়।

[কর্ম এবং কর্ম বিপাক]

১৩. অপর কেউ প্রত্যক্ষ করেন যে, কর্মাবর্ত এবং কর্ম বিপাকাবর্ত দ্বারা নাম রূপের প্রবর্তন হয়। তা এভাবে -

১. পূর্ব কর্মভাব এখানে মোহ যা অবিদ্যা নামে খ্যাত আছে, রাশিকরণ যা সংস্কার নামে খ্যাত আছে এবং সংস্পর্শ যা তৃষ্ণা নামে খ্যাত আছে এবং আলিঙ্গন যা উপাদান নামে খ্যাত আছে চেতনা যা ভব নামে খ্যাত।

এরূপে পাঁচটি বিষয় পূর্ব কর্মভব প্রত্যয় এখানে প্রতিসন্ধি জন্য বর্তমান ভবে)।

এখানে (বর্তমান ভবে) আছে প্রতিসন্ধি, যা বিজ্ঞান, আছে মাতৃগর্ভে অবতরণ (গর্ভে) যা হল নাম রূপ, আছে অনুভূতি, যা হল প্রসাদ আয়তন, আছে সংস্পর্শ, যা হল, স্পর্শ, আছে অনুভূতি যা বেদনা। এরূপে এখানে পাঁচটি বিষয় (ধর্ম) (বর্তমান) প্রতিসন্ধি ভবে অতীত কর্মের প্রত্যয় হয়।

এখানে (বর্তমান ভবে) আয়তনের পরিপক্বতায় হয় মোহ : যা হল অবিদ্যা, আছে রাশিকরণ, যা হল সংস্কার, আছে সংস্পর্শ (সংশ্লিষ্টতা) যা হল তৃষ্ণা, আছে আলিঙ্গন যা হল উপাদান, আছে চেতনা, যা হল ভব ; এভাবে এ পাঁচটি বিষয় (ধর্ম) বর্তমান কর্ম ভব ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধির প্রত্যয়। ভবিষ্যতে প্রতিসন্ধি আছে যা হল বিজ্ঞান, আছে মাতৃগর্ভে অবতরণ যা হল নাম রূপ, আছে প্রসাদ (sensitivy) যা হল আয়তন, আছে সংস্পর্শ যা হল স্পর্শ, আছে অনুভূতি যা হল বেদনা, এভাবে পাঁচ প্রকার বিষয় (ধর্ম) এখানে কর্ম কৃতে ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধি ভবের প্রত্যয় হয় (বর্তমান ভবে) (PS. i-52) (601)

১৪. **এখানে কর্ম চতুধা বিভক্ত :** দৃষ্টধর্ম বেদনীয় উৎপত্তি বেদনীয় (পুদ্গল) পরবর্তী জন্মে বেদনা এবং অধ: পতিত কর্ম। (পরবর্তী কোন জন্মে)

এসবের মধ্যে ১. চেতনা কুশল অথবা অকুশল প্রথম সাত বিজ্ঞান স্পন্দনের এক চিত্তক্ষণে যে কর্মকৃত তাকে বলে দৃষ্টধর্ম বিপাক। ইহা ইহার ফল একইভাবে স্বয়ং প্রদান করে। কিন্তু যদি ইহা সেরূপ না করে তবে পতিত কর্ম (অহোসি কর্ম) হয়। অপর তৈরিকর্ম এভাবে বর্ণিত হয়েছে যা অহোসি কর্ম হয়ে থাকবে ; তাতে কোন বিপাক নেই এবং কোন কর্ম বিপাক থাকবে না। (PS ii-78) ২. চেতনা আর্য সাধক চেতনা উৎপত্তি বেদনীয় কর্ম নামে অভিহিত। ইহা অর্থগত বিপাক জন্ম দেয় যদি বিপাক দিতে না পারে তবে ৪. ইহাকে অধ: পতিত কর্ম বলে পুর্বোক্ত মতে।

৩. এ দুয়ের মধ্যবর্তী পঞ্চ স্পন্দন (জবন) চেতনা দুই চেতনাকে ভবিষ্যতে যখন সুযোগ পায় তখন ফল দেয় বস্তুত দীর্ঘ জন্মচক্রে ধারাবাহিকভাবে চলবে কখনো অধ:পতিত কর্ম হয় না।

১৫. অপর চার শ্রেণির কর্ম হল। গুরুকর্ম, অভ্যাসগত কর্ম, মৃত্যু ভয়াকুলর এবং কৃতকর্ম।

এখানে ৫. গুরুকর্ম এবং অগুরুকর্ম আছে। গুরুতর কর্ম, তা কুশল এবং অকুশল। গুরু কর্মাদির মধ্যে গুরুকর্ম যা গুরুকর্ম, মাতৃঘাতক জনিত কর্ম, অথবা মহৎ কর্ম পরে অনুশোচনা কর কর্ম। অনুরূপ অভ্যাসগত এবং অনভ্যস্ত্ম কর্ম অভ্যাসাসক্ত সদাচার বা দুরাচার যা পরে অনুশোচনাকর ৭. মত্তনাসন্ন কর্ম যা মৃত্যুর সময় স্মরণে আসে। মানুষ যখন মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয় তখন কর্ম স্মরণ হয়, এবং তদনুযায়ী তার জন্ম হয়। ৮. উপযুক্ত তিন প্রকার কর্ম ছাড়া বা পুনরাবৃত্তি হয় তাকে সঞ্চিত কৃতকর্ম বলে। ইহা প্রতিসন্ধি সম্পৃক্ত বিধায় অপরাপর কর্মের ব্যর্থ হলে ইহা আনায়ন করে।

১৬. অপর চার শ্রেণিতে বিভক্ত কর্ম হল ঃ জনক কর্ম, উপস্থম্বক কর্ম, উপপীড়ক কর্ম, উপঘাতকসমূহ। ৯. জনক (উৎপাদক) কর্ণকুশল এবং অকুশল। ইহা রূপ এবং অরূপ স্কন্ধ সৃষ্টি করে। উভয় প্রতিসন্ধি এবং অবস্থিতিকালে। ১০. সঞ্চিত কর্মফল প্রদান করতে পারে না। কিন্তু অপরাপর কর্ম দ্বারা প্রতিসন্ধিল সময় যখন অন্যান্য শর্তে ফল প্রদান করে তখন ইহা সুখ-দুঃখ সঞ্চিত করে। তা উৎপন্ন এবং সম্পন্ন করে। ১১. এবং যখন কর্ম দ্বারা প্রতিসন্ধির শর্ত ইতোমধ্যে উৎপাদিত হয়েছে, বিফল কর্ম নিরাশ করে এবং উৎপদ্যমান সুখ দুঃখের উৎপত্তিতে এবং অবশেষ অধঃ প্রবর্তন হতে দেয় না। ১২. উপঘাতক কর্ম স্বয়ং কুশল এবং অকুশল (৬০২) উভয়ের এবং ইহা অন্যের দুর্বল কর্মের আঘাত করে তার বিপাকে দান বিপাকে পরিহার করে নিজের বিপাক সুযোগ করে। এরূপ কর্ম সম্পাদনে অবকাশ কর্মের সুযোগ যোগান হয়। ইহা (সে উপঘাতক কর্ম) উৎপাদিত বিপাক বলে।

১৭. স্বভাবত ক্রমানুসারে কর্ম এবং কর্ম বিপাক দ্বাদশ ভাজনে কর্ম পরিস্কার ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইহা প্রদর্শিত হয়েছে : বুদ্ধের দৃষ্টিতে কর্ম এবং তার ফল শিরোনাম। এ প্রদর্শনে শ্রাবকদের কোন অংশীদারিত্ব নেই। কিন্তু কর্ম এবং ইহার বিপাক ক্রম বিদর্শন অনুশীলনকারীর পক্ষে অংশমাত্র জানা যায়। সে কারণে কর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পার্থক্য এখানে শিরোনাম মাত্র প্রদর্শিত হয়। এরূপে একজন লোক কর্মাবর্ত এবং কর্ম বিপাকের ভেতর

দিয়ে নাম রূপ সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে জানতে পারেন। বার প্রকার কর্মাবর্তের মাধ্যমে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

১৮. যখন তিনি দেখতে পান যে, কি কার কর্মাবর্ত এবং কর্ম বিপাক প্রত্যয়ের কারণে নাম রূপের উৎপত্তি হয়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন বর্তমানের মতো অতীতেও প্রত্যয়ের কারণে এবং কর্ম বিপাক ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতেও ইহা কর্মাবর্ত এবং কর্মবিপাক ঘটবে প্রত্যয়ের কারণে। ইহা কর্ম এবং কর্ম বিপাক, কর্মাবর্ত এবং কর্ম বিপাকাবর্ত। কর্ম এবং কর্ম বিপাকের উৎপত্তি, কর্মের ধারাবাহিকতা এবং কর্ম বিপাকের ধারাবাহিকতা হল ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার ফল :

কম্ম বিপাক বত্তন্তি, বিপাকো কম্ম সম্ভবো,
কম্মানুনভবো হোতি এবং লোকো পবত্তীতি।

– কর্ম হতে অগ্রসর হয় কর্ম বিপাক
বিপাকেতে আছে কর্ম উৎস সে বিপাক।
কর্ম হতে উৎপত্তি হয় ভবিষ্য জনম,
যে রূপেতে লোকচক্র ঘুরে অনুক্রম।

১৯. যখন তিনি এভাবে দেখেন তার সমস্ত অনিশ্চয়তা নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ আমি কি অতীতে ছিলাম? ৬. ইত্যাদি ষোল প্রকার আদিতে বিবৃত হয়েছে। [এখানে কর্ম এবং কর্ম বিপাক ছাড়া কোন কর্তা নেই] সব রকম ভব, যোনি, গতি, স্থিতি এবং আবাস, নাম রূপের কারণে উপস্থিতি ঘটে। হেতু এবং ফলের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। তিনি কোন অধিকর্তা প্রত্যক্ষ করেন না এবং ক্রিয়ার বাইরে দেখতে পান না। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে সম্যক জ্ঞানে পত্যক্ষ করেন যে, জ্ঞানীগণ বলেন "যখন ক্রিয়া এবং ভোক্তা' থাকে তখন কর্তা থাকে। যখন ভোক্তা শুধুমাত্র সাধারণ পদবাচ্য। সেজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন :

২০. **কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্স চ ভেদকো,**
স্কন্ধধম্মা পবত্তন্তি এবে তং সম্পদস্সনং।
এবং কম্মে বিপাকে চ বত্তমানে সহেতুকে,
বীজরুক্খাদি কামনং পুরবকোটি ন ঞাযতি।
অনাগতেপি সংসারে অপ্পবত্তং ন দিস্সাতি,

ঞমত্থং এতঞ্ঞায় তিত্থিয়া অসয়ংবসি।
সত্ত সঞ্ঞং গহেত্বা সস্সুতচ্ছেদ দসিসনো,
দ্বাসট্ঠি দিট্ঠংতি অঞ্ঞমঞ্ঞং বিরোধিতা।
দিট্ঠি বন্ধন বদ্ধাতে তণ্হা সোতেন বুয়্হহরে।
তণ্হাসোতেন বুয়ন্তো ন তে দুক্খা পমুচ্চরে,
এবমেতং অভিঞ্ঞায় ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো,
গম্ভীরং নিপুণং সুঞ্ঞং পচ্চয়ং পটিবিজ্ঝতি
কম্মনেত্থি বিপাকম্হি নাকো কম্মে ন বিজ্জতি।
অঞ্ঞমঞ্ঞং উভো সুঞ্ঞং ন চ কম্মং বিনাফলং
যথান সুরিয়ে অগ্গি ন মণিপিং ন ম্হেগানিয়ে
ন তেসং বাহি সো অত্থি সম্ভরে হি চ জায়তি,
তত্থন অন্তো কম্মস্স বিপাকো উপলব্ভতি
বহিদ্ধাপি ন কম্মস্স ন কম্মং তত্থ বিজ্ঝতি।
ফলেন সুঞ্ঞং তং ফলং কম্মে ন বিজ্জতি।
কম্মঞ্চ উপাদায়ো ততো নিব্বত্ততে ফলং।
ন হেত্থ দেবো ব্রহ্মা বা সংসারস্সত্থি কারকো
সদ্ধাধম পবত্তন্তি হেতু সম্ভার পচ্চয়তি।

– কর্মের কারক নেই কোন কাজ এক,
ভোক্তা নেই সে কর্মের ভোগে যে বিপাক।
আছে মাত্র প্রপঞ্চ তা প্রবাহ নিচয়,
নাহি তথা ভিন্ন দৃষ্টি অপেক্ষা যথায়।
এরূপেতে কর্ম বিপাক যদা সিদ্ধ হয়,
চক্রাকারে ঘুরে তাহা কার্য কারণ হয়।
বীজ রুক্ষ নিবর্তিতে সফল যে ফলয়,
তাতে নাহি পাবে কভু প্রথম ভব হয়।
জন্ম চক্রেতে কিংবা অনাগত ভবে,
দর্শনে পাবে না দেখা কিবা উৎপত্তি তবে।
অন্য তীর্থিকগণ তাহা নাহি জানে
লাভে পরাজিত হয় আত্মবশী জ্ঞানে। (৬০৩)

দেখে যেন মনে হয় তারা যেন জীব,
শাশ্বত কিংবা উচ্ছেদবাদ ভব হয়।
দ্বাষট্টি মিথ্যাদৃষ্টি সবে গ্রহণেতে,
পরস্পর বিরুদ্ধ হয় একে অপরেতে।
বহে নিয়ে চলে তাহা তৃষ্ণাস্রোত বলে,
দৃষ্টিবদ্ধ ধৃত তারা যথা অনুকূলে।
স্রোত যেন তাদের সবে বহে নিয়ে যায়,
দুঃখ হতে কভূ তারা মুক্তি নাহি পায়।
ভিক্ষু এক বুদ্ধশিষ্য এসব বিষয়ে,
এসব বিষয়েতে তিনি পারঙ্গম হয়
প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞায় জ্ঞান পারঙ্গম হয়ে,
শমথ আর বিদর্শন বিচক্ষন নিচয়ে।
ভিক্ষু এক বুদ্ধশিষ্য বিষয় অভিজ্ঞান,
নির্বোধ এসব বিষয় দক্ষ পারঙ্গম হন।
শমথ বিদর্শনে অভিজ্ঞান বিচক্ষণ নিচয়ে
প্রত্যক্ষেতে শূন্য শুধু কার্যকারণ সার
বিপাকেতে কর্ম নেই জানহ সুজন,
কিংবা কর্মে বিপাক নেই বলে বিজ্ঞজন।
যদিও বা শূন্য তারা পরস্পর নিছক,
কর্ম বিনা বিপাক নেই দেখছে ভীষক।
অভ্যন্তরে নাহি স্থিতে অগ্নিবর্ম যথা,
তথারূপ রবি, রত্নগোবিষ্ঠা ও তথা।
বহির্ভাগে বাহির হয় কিন্তু আনয় এসবে,
এসবের উপাদান অংশের প্রভাবে।
অতএব প্রত্যকক্ষেত্রে পাবে না বিপাক,
পাবে না কর্মেতে তাহা কিংবা উভয় প্যা
নতুবা বর্ততে কার্ম নাহি মিলাইবে
[সৃষ্ট কর্মেতে বিপাক কোথায় বলিবে]
কর্ম-কর্মফল হয় শূন্যেতে নিশ্রয়,
কর্ম প্রবর্তনেও ফল স্থিত নাহি হয়।

এখনও যে ফল দেয় যে কর্ম হতে,
কর্ম সমুচ্ছয়ে নির্ভর হয় যে ইহাতে।
নাহি এথা ব্রহ্মা, খোদা,
সৃষ্টিকর্তা জন্মচক্রে তদা
প্রপঞ্চ প্রবাহ মাত্র একাকীতে রয়,
আছে মাত্র হেতুপাদান প্রতীত্য প্রত্যয়।

২১. **জ্ঞাত প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রজ্ঞা :** কর্মাবর্ত এবং বিপাকবর্তের মাধ্যমে যখন তিনি নাম রূপের প্রত্যয় বোঝা যায়। এবং অর্ধ তিনকাল সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা পরিহার করেন। তারপর অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ধর্মসমূহ মৃত্যু এবং প্রতিসন্ধি অনুসারে জ্ঞাত হন। ইহাই জ্ঞাত প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রজ্ঞা (অধ্যায় ২০,৩)

২২. **এরূপে তিনি প্রজ্ঞা লাভ করেন :** 'কর্ম প্রজ্ঞায় যোগে অতীতে উৎপন্ন স্কন্ধ সমূহ অতীতে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অপরাপর স্কন্ধ অতীত কর্ম প্রত্যয় যোগে উৎপাদিত স্কন্ধসমূহ এজন্মের কর্ম প্রত্যয়ে বশে উৎপন্ন হয়। যদিও তাতে এমন কোন একক মধ্যম সূত্র নেই, যা অতীত জন্ম অতিক্রম করে (হতে) বর্তমান জন্মে (ইহজন্ম) এসেছে। এবং ইহজন্মে কর্ম প্রত্যয়যোগে উৎপাদিত স্কন্ধ নিরুদ্ধ হবে। এবং ভবিষ্যৎ জন্মে অপরাপর স্কন্ধ উৎপত্তি হবে যদিও তাতে এমন একক মাধ্যম সূত্র নেই, যা ইহজন্ম (হতে) অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ জন্মে যাবে।

অধিকন্তু যেমন শিক্ষকের সুখের আবৃত্তি ছাত্রের মুখে প্রবেশ করে না। তৎসত্ত্বেও আবৃত্তি ছাত্রের মুখের ঠিক জায়গাতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় না। এবং যখন সেবিকা রোগীকে তরল ঔষধ সেবন করায় তখন সে ওষুধকে রোগীর পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয় না। তৎসত্ত্বেও রোগীর রোগমুক্তি সেহেতু ব্যর্থ হয় না। এবং যদিও মুখমণ্ডলের প্রসাদ সম্ভার আয়না অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করে মুখের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে না, তৎসত্ত্বেও অলঙ্কার ও প্রসাধনী সম্ভার ব্যবস্থাপনা সে কারণে ব্যর্থ হয় না। এবং এক প্রদীপের অগ্নিশিখা এক প্রদীপ সলিতা থেকে অন্য প্রদীপ সলিতায় স্থানান্তরিত হয় না, তৎসত্ত্বেও সে কারণে শিখা উৎপাদনে ব্যর্থ হয় না। সেরূপ অতীত জন্ম হতে বর্তমান জন্মে কিছুই আসে না অথবা এখান থেকে ভবিষ্যৎ জন্ম। (৬০৪) তৎসত্ত্বেও অতীত জন্মের স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুসমূহ

প্রত্যয় বশে অথবা ভবিষ্যৎ জন্মে স্কন্ধ আয়তন ও ধাতুসহ বর্তমান প্রত্যয় বশে হয়ে থাকে।

২৩. **যথেব চক্‌খু বিঞ্‌ঞানং মনোধাতু অনন্তরং,**
ন চেব আগতং নাপি ন নিব্বত্তং অনন্তরং।
তথেব পটিসন্ধিমিহ্, বত্ততে চিত্ত সন্ততি,
পুরিমং ভিজ্জতে চিত্তং পচ্ছিমং জায়তে ততো।
তেসং অন্তরিকা নত্থি, বিধি তেসং ন বিজ্জতি,
ন চিতো পচ্ছতি কিঞ্চি পটিসন্ধি চ জয়তীতি।

– অত:পর চক্ষু বিজ্ঞান বশে যে আসে,
মনোধাতু অনুসরে পেছনেতে আসে।
যদিও বা তাহা কিন্তু আসে না তা হতে।
ব্যর্থ নাহি হয় কভু পরাপর উৎপাদিতে।
এরূপেতে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান যে হয়,
অনুক্রম প্রবাহতা স্থাপিত যে হয়
পূর্ব বিজ্ঞান ভেঙে যায়,
পর বিজ্ঞান জন্ম তাতে হয়।
এ দুয়ের মধ্যস্থানে বিরতি না রয়,
কিংবা থাকে শূন্যস্থান (যাতে পৃথক হয়)।
যাহা কিছু অতিক্রমে তাতে জটা নেই,
তবুও যে প্রতিসন্ধি চক্রাকারে পাই।

২৪. মৃত্যু প্রতিসন্ধি অনুসারে তিনি ধর্মসমূহ যখন উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর নাম রূপ প্রত্যয় সকল আকৃতি বলবৎ হয়। এবং যে কোন প্রকার সন্দেহ (কঙ্খা) স্পষ্টভাবে দূর হয়। এবং শুধু তাই নয় যে আট প্রকার সন্দেহ : "যা এভাবে ধর্মস্থিতি জ্ঞান (বশী) সম্বন্ধে সন্দেহ (A iii-48, DHS. 1004) ও দূর হয়। এবং ৬২ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি অবদমিত হয়ে যায় (D. Sutta-1) (M. Sutta-02)।

২৫. নাম-রূপ সম্বন্ধে ত্রৈকালিক দক্ষবোধে জ্ঞান লাভের পর যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন হয়। দৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান লাভ হলে তাঁর যাবতীয় সন্দেহ বিদুরীত হয়। এরূপ দৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হলে কোন সংশয় থাকে না।

এভাবে প্রত্যয় জ্ঞানে ত্রিকাল সম্বন্ধে যে সন্দেহ তা অপনোদন হলেই সংশয় উত্তীর্ণ বিশুদ্ধি পূর্ণ হয়। ইহার অপর নাম ধর্মে স্থিতি জ্ঞান, যথাভূত জ্ঞা্ন, সম্যক দর্শন ইত্যাদি।

২৬. সেজন্যে উক্ত হয়েছে : প্রত্যয় দৃঢ়বোধে এরূপে অবিদ্যা প্রত্যয়, সংস্কার প্রত্যয়ের কারণে উৎপন্ন হয় এবং এ উভয় ধর্ম প্রত্যয়গতভাবে উৎপন্ন। ইহা কার্যকারণ কোন বিষয় যথার্থভাবে দেখেন যখন তিনি অন্তরে অনিত্যতা আনয়ন করেন তিনি কোন ধর্ম প্রকৃতভাবে জানেন এবং করেন? সেখানে সম্যক দর্শন কিভাবে হয় তা থেকে কিভাবে তা হতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সবই সংস্কার অনিত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়।' সন্দেহ কিভাবে অপনোদন হয় ? যখন তিনি চিত্তে বেদনাযুক্ত আনয়ন করেন যখন চিত্তে অনাত্ম আনয়ন করেন। তিনি কোন ধর্ম সঠিকভাবে জানেন এবং দেখেন? যেখানে সন্দেহ নিরুদ্ধ হয়ে গেছে ?

যখন তিনি চিত্তে অনিত্যতা আনয়ন করেন, তখন তিনি সঠিকভাবে নিমিত্ত সঠিকভাবে জানেন এবং দেখেন। সুতরাং ইহাকে সম্যক দর্শন বলা যায়। এরূপে উহা হতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সব সংস্কার সঠিকভাবে অনিত্যরূপে দর্শন হয়। এখানে সন্দেহ নিরুদ্ধ হয়। যখন চিত্তে বেদনারূপ দর্শন হয় তখন চিত্তে তা অনাত্মরূপে আনয়ন করেন, তখন তিনি সঠিকভাবে জানেন এবং নিমিত্ত দর্শন করেন ঘটমান তা জানেন। সুতরাং ইহাকে সম্যক দর্শন বলা হয়। এভাবে উহা হতে সিদ্ধান্ত হয় সে অনাত্মরূপে সকল সংস্কার অনাত্ম বশে দৃষ্ট হয়। এখানে সন্দেহ নিরুদ্ধ হয়ে যায়।

যা সম্যক জ্ঞান এবং যথাভূত দর্শন তাহাই শঙ্ক উত্তরণ। (৬০৫) এসব বিষয় নানার্থক এবং নানা ব্যঞ্জনমুক্ত। আক্ষরিক অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত নানার্থ ? যার যথাভূত জ্ঞান, যার সম্যক দর্শন তাই শঙ্কা উত্তরণ। অঘার মাত্র ভিন্নতা প্রতিপাদিত। (PS. ii-62f)

২৭. এসব জ্ঞান এক সাথে একত্রিত করে যে বিদর্শক বুদ্ধের শাসনে লব্ধ শ্বাস এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্ষুদ্র স্রোতাপন্ন নামে অভিহিত। সেজন্যে বলা হয়েছে : (Pm)

তস্মা ভিকখু সদাসতো নামরূপস্স সব্বসো
পচ্চেয়্য পরিগন্হেয় কঙখা বিতরণটিঠকোতি।

এরূপেতে ভিক্ষু সেই উত্তরিত হয়,
শঙ্কা রূপে কহে তারে চিত্তে এক গ্রতায়।
এহেতু বিদগ্ধ তিনি উভয় প্রত্যয়ে,
সর্বস্ব তাহাকে বলে নাম রূপ নিচয়ে।

শঙ্কা উত্তরণ বিশুদ্ধি বিবরণ বর্ণনা নামক বিশুদ্ধি মার্গের ঊনবিংশততম অধ্যায় সাধুজনের সুখার্থ সংকলিত।

বিংশ অধ্যায়

মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিবরণ

(মগ্‌গামগগ্‌ ঞানদস্‌সন বিসুদ্ধি নিদ্দেস)

১. ৬০৬. যে বিশুদ্ধি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে- 'এটি মার্গ এটি মার্গ নয়' বলে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়, তা মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি নামে অভিহিত।

২. যিনি ইহা আয়ত্ত করতে আগ্রহী তিনি প্রথমেই নিজেকে কলাপ সংসস্‌সনে বা অনুমানব্যঞ্জক সিদ্ধান্তে উপনীত করবেন। তার কারণ কি? কারণ যিনি নিদর্শন ধ্যান শুরু করেন তাঁর মধ্যে মার্গামার্গ জ্ঞান উন্মেষের (অধ্যা. ১০) সাথে দীপান্বয় আভা ইত্যাদি তাঁর মধ্যে ভর করে। যিনি ইতোমধ্যে বিদর্শন সাধনা শুরু করেছেন তাঁর দীপান্বয় তবে পর কোনটি মার্গ কোনটি মার্গ নয় তা জানার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং বিদর্শন আরম্ভের সময় সংযর্শন বা যুক্তি সঙ্গত চিন্তার উদয় হয়। এ চিন্তার প্রতিষ্ঠাপন একান্তই দরকার যে, ইহার পরই সন্দেহ অপনোদন হয়। অধিকন্তু মার্গামার্গ জ্ঞান তখনই উদয় হয়, যখন জ্ঞাতবশে ঘটমানতার অনুসন্ধান এবং পূর্ণজ্ঞান অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ পরিজ্ঞান অনুসন্ধান হয় (অধ্যা. ১৯,২১)। সুতরাং মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সংমর্শন জ্ঞান অর্জনে প্রথমে নিজেকে নিবেদন করতে হবে।

৩. **[তিন প্রকার পূর্ণ পরিজ্ঞা]**

এখানে তার ব্যাখ্যা : তিন প্রকার লৌকিক পূর্ণ পরিজ্ঞা : জ্ঞাত বশে পূর্ণ পরিজ্ঞা, অনুসন্ধান বশে পূর্ণ পরিজ্ঞা এবং নিরোধ বশে পূর্ণ পরিজ্ঞা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : জ্ঞাত পরিজ্ঞান, অনুসন্ধানে পূর্ণ পরিজ্ঞান, নিরোধ জ্ঞানে পূর্ণ পরিজ্ঞান (P.S.i-87)

এখানে সে সে ধর্মের অনুশীলনে উৎপন্ন জ্ঞান। যথা রূপের বৈশিষ্ট্য রূপন (রূপ্‌পন)। বেদনার বৈশিষ্ট্য অনুভব। ইহাকে জ্ঞাত বশে পূর্ণ পরিজ্ঞা। বিদর্শনে নিহিত প্রজ্ঞা সাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলে শুরুতে রয়েছে রূপ অনিত্য (৬০৭), বেদনা অনিত্য, অনুসন্ধান বশে পূর্ণ পরিজ্ঞা। যে প্রজ্ঞা বিদর্শনে নিহিত আলম্বন বশে নিরোধ সংজ্ঞা পূর্ণ পরিজ্ঞা। যে প্রজ্ঞা বিদর্শনে নিহিত আলম্বন বশে নিরোধ সংজ্ঞা নিত্য ইত্যাদি সে সব ধর্মে পরিপূর্ণ নিরোধ পরিজ্ঞা।

৪. এখানে জ্ঞাতবশে পূর্ণ পরিজ্ঞা ভূমি সংস্কার পরিচ্ছেদ হতে (অধ্যা. ১৮) প্রত্যয় পরিগ্রহ পর্যন্ত (অধ্যা. ১৯) ঃ এই মধ্যবর্তী স্থানে ধর্মের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবেশ বিশেষত্ব রয়েছে। নিরোধ বশে পূর্ণ পরিজ্ঞা ভূমি কলাপ সংমর্শন জ্ঞান হতে উদয় ব্যয় ধ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত (অধ্যায় ২১)। এই মধ্যবর্তী স্থানে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যে নিয়ে প্রবেশ বিশেষত্ব রয়েছে। নিরোধ বশে পূর্ণ পরিজ্ঞা ভূমিতে উর্দ্ধে ভবাঙ্গ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত (অধ্যা. ২১) তদুর্দ্ধে সপ্ত অনুপ্রস্থান নিত্য নিরোধ সংজ্ঞা ইত্যাদি এভাবে বিশেষায়িত করে : ১. সংস্কার অনিত্য বশে অনুপ্রস্থান, কোন লোক নিত্য সংজ্ঞা নিরোধ করে ২. সে সব বেদনা বশে অনুপ্রস্থান করে সুখ সংজ্ঞা নিরোধ করে ৪. তবে নিরুৎসাহ গতি নিরোধ করে। ৫. বিরাগ পরিহার করে তিনি লোভহীন হল ৬. নিরোধের কারণ হয়ে উৎপত্তি করে তিনি লোভহীন হন ৬. বিরোধের কারণ হয়ে উৎপত্তি নিরোধ করেন ৭. আঁকড়ে ধরা পরিহার করে পরিত্যক্ত হন। (P.S.i-58)

৫. সুতরাং বাতিল প্রকার পূর্ণ প্রজ্ঞার মধ্যে সাধক যদিও পূর্ণ প্রজ্ঞা অধিগত বলে খ্যাত যেহেতু ইহার কারণ সংস্কার পরিচ্ছেদ এবং প্রত্যয়ের ঈর্য্যাপথ ইতোমধ্যে পরিপূর্ণ হয়েছে। অপর দুটি এখনো অর্জনের অপেক্ষায়। সুতরাং পূর্বাহ্নে উক্ত হয়েছে ঃ "অধিকন্তু কোনটি মার্গ এবং কোনটি মার্গ নয় উৎপত্তি হয়, যখন পূর্ণ পরিজ্ঞা অনুসন্ধান উৎপন্ন হয়। এবং পূর্ণ পরিজ্ঞা অনুসন্ধান বশে পরবর্তী পরিপূর্ণ পরিজ্ঞা পরবর্তী জ্ঞাত বশে। সুতরাং ইহাও অন্যতম কারণ যে, কেন কোন ব্যক্তি মার্গামার্গ বিশুদ্ধি জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি পূর্ণ করতে হয়। এ বিষয় প্রথমে নিজের মদ্যে প্রয়োগ করে সংমর্শন দ্বারা জানতে হবে।

[বিদর্শন
সংমর্শন]

৬. এখানে পাঠ্যগ্রন্থ ঃ

ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ধর্মভেদে কিরূপে প্রজ্ঞা সার সংক্ষেপে সংজ্ঞায়ন করা যায় ?

ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ভেদে যে কোন রূপ অন্তস্থ বা বহিস্থ, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন বা প্রণীত, দূর বা নিকটের, সব রূপ তিনি অনিত্য বশে দর্শন করেন : ইহা এক প্রকার বোধশক্তি। তিনি ইহা দুঃখরূপে সংজ্ঞায়ন

করেন। ইহা এক প্রকার বোধশক্তি। তিনি ইহা অন্যথারূপে দেখেন। (এভাবে) যে কোন বিজ্ঞান তিনি সমস্ত বিজ্ঞানকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন। তিনি ইহার অনাত্মারূপে দেখেন : ইহা এক প্রকার বোধশক্তি। চক্ষু (ইত্যাদি) জরা ব্যাধি এবং মৃত্যু যা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ভেদে তিনি অনিত্য বশে দেখেন। তিনি দেখেন ইহা দুঃখপূর্ণ, ইহা এক প্রকার বোধশক্তি। তিনি ইহা অনাত্মা রূপে দেখেন ইহা এক প্রকার বোধশক্তি।

৭. সার সংক্ষেপরূপে প্রজ্ঞাকে দেখেন : ইহা এক রকম বোধশক্তি। এরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে বিনাশ হয় বলে অনিত্য। ভীতিপূর্ণ বলে দুঃখপূর্ণ, ইহার কোন সারত্ব নেই বলে অনাত্ম- ইহা এক প্রকার বোধশক্তি জ্ঞান। প্রজ্ঞা সাধারণ সংজ্ঞা বশে ঃ বেদনা (৬০৮) (ইত্যাদি) বিজ্ঞান, চক্ষু (ইত্যাদি) জরা এবং মরণ যা অতীত বোধশক্তি জ্ঞান।

এরূপে সার সংক্ষেপ প্রজ্ঞা দেখানো যায় 'রূপ' যা ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান অনিত্য, সংস্কৃত, সমবায়ে উৎপন্ন, বিনাশশীল পতনশীল, বিরাগের অধীন, বিচ্ছেদের অধীন, এক প্রকার বোধশক্তি জ্ঞান। এভাবে সারসংক্ষেপ প্রজ্ঞা দেখানো যায়, বেদনা (ইত্যাদি) বিজ্ঞান চক্ষু (ইত্যাদি) জরা এবং মরণ ভূত। ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ভেদে অনিত্য, সংস্কৃত, সমবায়ে উৎপন্ন, বিনাশশীল, পতনশীল, বিরাগের অধীন, বিচ্ছেদের অধীন, বোধশক্তি প্রজ্ঞা।

৮. সার সংক্ষেপে প্রজ্ঞা এভাবে দেখানো যায় : জন্মের প্রত্যয়ে জরা মরণ, জন্মের প্রত্যয় ব্যতীত জরা মরণ হয় না। ইহা বোধশক্তি। সাধারণ ভাবে প্রজ্ঞাকে এভাবে দেখানো যায় : "অতীতে এবং ভবিষ্যতে জন্ম হেতু জরা এবং মরণ জন্ম হেতু ব্যতীত জরা মরণ হয় না - ইহা বোধশক্তি প্রজ্ঞা। সাধারণত প্রজ্ঞা এভাবে দেখানো যায় ভবের কারণে জন্ম অবিদ্যা হেতু সংস্কার, অবিদ্যা রূপ হেতু ছাড়া সংস্কার হয় না"- ইহা বোধশক্তি। প্রজ্ঞা সাধারণও এভাবে দেখানো যায় : "অতীতে এবং ভবিষ্যতে অবিদ্যারূপ হেতু সংস্কার, অবিদ্যা ব্যতীত সংস্কার হয় না"- ইহা বোধশক্তি।

উহা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াই প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা উহা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। সেহেতু বলা হয়েছে : অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ধর্ম বিষয় সম্বন্ধে বোধশক্তির সার সংক্ষেপ প্রজ্ঞা। (P.S.i-53)

৯. এখানে স্পষ্টত : চক্ষু (ইত্যাদি) জরা এবং মরণ নিম্নের যুগলের প্রতীকরূপে জ্ঞাতব্য ঃ

১. দ্বার এবং আলম্বনসহ যে ধর্ম (চিত্তের) প্রবর্তন হয়।
২. পঞ্চস্কন্ধ
৩. ষড়দ্বার
৪. ষড়ায়তন
৫. ষড় বিজ্ঞান
৬. ষড় স্পর্শ
৭. ছয় প্রকার বেদনা
৮. ছয় প্রকার সংজ্ঞা
৯. ছয় প্রকার চেতনা
১০. ছয় প্রকার তৃষ্ণা
১১. ছয় প্রকার বিতর্ক
১২. ছয় প্রকার বিচার
১৩. ছয় ধাতু
১৪. দশ কৃৎস্ন
১৫. বত্রিশ প্রকার দেহাংশ
১৬. দ্বাদশ আয়তন
১৭. অষ্টাদশ ধাতু
১৮. দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়
১৯. তিন ধাতু
২০. নয় প্রকার ভব
২১. চার ধ্যান
২২. চার অপ্রমেয় ধর্ম
২৩. চার অরূপ সমাপত্তি
২৪. দ্বাদশ অঙ্গ সমন্বিত প্রতীত্য সমুৎপাদ।

১০. উক্ত বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষভাবে অবগত হয়ে, প্রতিসম্ভিদা গ্রন্থে কি প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে এর উত্তর বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ সবই প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে। তা কি যা প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে ? (৩০৭) (১) চক্ষুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে, দর্শনীয় বস্তু প্রত্যক্ষভাবে জানতে,

চক্ষু বিজ্ঞান চক্ষু স্পর্শ বেদনা, সুখ, দুঃখ, অসুখ-অদুঃখ, যা চক্ষু স্পর্শের কারণে উৎপত্তি হয়, চক্ষু স্পর্শ প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে। স্রোত মন বেদনা সুখ বা দুঃখ অথবা অসুখ অদুঃখ যা উৎপত্তি হয় তা মনোস্পর্শে উৎপত্তি হয় তা

১১. প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে ২. রূপ প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ভাবে জানতে হবে ৩. চক্ষু মন ৪. দর্শনীয় বস্তু মনোময় বিষয় ৫. চক্ষু বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ৬. চক্ষু স্পর্শ মনোস্পর্শ ৭. চক্ষু স্পর্শজ বেদনা মনো স্পর্শজ বেদনা সংজ্ঞাবস্তু ৮. সংজ্ঞা দর্শনীয় বস্তু সংজ্ঞা মনোময় বস্তু ৯. দর্শনীয় বস্তুতে সম্বন্ধে চেতনা মনোময় বস্তুতে চেতনা ১০. দর্শনীয় বস্তুতে লোভ মনোময় বস্তুতে লোভ ১১. দর্শনীয় বস্তুতে বিতর্ক মনোময় বস্তুতে বিতর্ক ১২. দর্শনীয় বস্তুতে বিচার মনোময় বস্তুতে বিহার ১৩. পৃথিবী ধাতু বিজ্ঞান ধাতু ১৪. পৃথিবী কৃৎস্ন বিজ্ঞান কৃৎস্ন ১৫. কেশ মস্তিষ্ক ১৬. চক্ষু আয়তন মনায়তন ১৭. চক্ষু ধাতু চিত্ত বিজ্ঞান আয়তন ১৮. চক্ষু ইন্দ্রিয় অবশেষক জ্ঞাতক ইন্দ্রিয় ১৯. কাম ধাতু অরূপ ধাতু অরূপ ধাতু ২০. কাম ভব রূপ ভব অরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন ভব অনুভূতি সম্পন্ন ভব অনুভূতি - অননুভূতি সম্পন্ন ভব একভব চর্তুভব পঞ্চভব ২১. প্রথম ধ্যান চতুর্থ ধ্যান ২২. মৈত্রীর চিত্ত বিমুক্তি মৈত্রীর চিত্ত বিমুক্তিতে উপেক্ষা ২৩. আকাশ অনন্তায়তন অধিগম সমাপত্তি নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন অধিগম সমাপত্তি (২৪) প্রত্যক্ষভাবে অবিদ্যা বিজানন জরা মরণ প্রত্যক্ষে বিজানন (PS.i-5)।

১২. এখানে সব বিষয়ের স্পষ্টত বলে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু এভাবে কি স্পষ্টত কি লোকোত্তর ধর্মাদি সংযুক্ত হয়েছে ? এ স্তরে ইহা ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। এসব এ স্তরে ব্যবহার্য্য নয় কারণ এসব বোধশক্তিতে পরিবর্তনীয় নয়। এবং যে সব বোধশক্তি পরিবর্তনীয় যে সবের শুরুর মধ্যে রয়েছে তা উল্লেখ্য এবং সহজে সাধারণ এর মধ্যে (সাধকের) মধ্যে দর্শনীয়।

[সংমর্শন জ্ঞান - পাঠ্যগ্রন্থ প্রয়োগ]

১৩. এখানে স্কন্ধ সমূহের সরাসরি প্রয়োগ ব্যবহার : যে-কোন রূপীয় তা যা হোক (১-৩) অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান (৪-৫) অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, (৬-৭) স্থূল বা সূক্ষ্ম, (৮-৯) হীন বা প্রণীত দূরে বা নিকটে তিনি

সবরূপ অনিত্যরূপে দেখেন ঃ ইহা এক প্রকার বোধশক্তি। তিনি ইহাকে অনাত্মরূপে দেখেন ঃ ইহা এক প্রকার বোধশক্তি। এক্ষেত্রে এই ভিক্ষু সবই রূপ বশে ধরে নেয় যা নির্দ্ধারিত ব্যতীত যে কোন রূপ, যা হোক এবং এগার প্রকার সীমা নির্দেশ ক্রমের উপমা যথা : প্রথম ত্রয়ী অতীত, চতুর্থ দ্বয়ো অভ্যন্তর দ্বয় (জোড়া), তিনি সর্ব রূপকে অনিত্যরূপে দেখেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ইহা অনিত্য, কিরূপে ? পরবর্তী তা বিবৃত হয়েছে। এজন্যে বলা হয়েছে : 'অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে রূপ অনিত্য, ক্ষয়

১৪. বশে তদনুসারে তিনি বুঝেন যে, রূপ অতীত রূপ অনিত্য ক্ষয় জনিত কারণ অতীতে ইহা ক্ষয় সাধিত হয়েছিল এ ভবে তা পৌঁছায়নি, এবং তিনি বুঝেন যে, ভবিষ্যতের রূপ অনিত্য ক্ষয় জনিত কারণে, যেহেতু ইহা ভবিষ্যৎ পরবর্তী ভবেও উৎপন্ন হবে ; ক্ষয় হবে এবং আর এক (জন্মে) ভবে অতিক্রান্ত হবে না। এবং তিনি বুঝেন রূপ যা বর্তমানে আছে তা ক্ষয়জনিত কারণে অনিত্য যেহেতু ইহা এখানে তারপর যার অতিক্রম (নয়ন) করে না। এবং তিনি বুঝেন, অভ্যন্তরীণ রূপে ক্ষয় জনিত কারণে অনিত্য সেহেতু ইহা অভ্যন্তরে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরবর্তী বাহ্যিক ধর্ম অতিক্রম করে না। এবং তিনি বুঝেন, বাহ্যিক রূপ স্থূল সূক্ষ্ম হীন প্রণীত দূর এবং তিনি বুঝেন নিকটের রূপ ক্ষয় জনিত কারণে অনিত্য। যেহেতু ইহা সেখানে ক্ষয় হয়ে গেছে এবং চলনশক্তি দূরের ধর্মে ক্ষয় হয়ে গেছে। এই ক্ষয়জনিত কারণে সমস্ত অনিত্য। তদনুসারে বোধশক্তি হল এক প্রকার এভাবে। কিন্তু ইহা এগার প্রকার উপায়ে কাজ করে।

১৫. এবং ভয় জনিত কারণে সব রূপ দুঃখ ভয়াকুল বলে ভয়, যা অনিত্য তা ভয় আনায়ন করে সিলোপমান সুত্তানুসারে তা দেবতাদের মধ্যেও ভয়ানক (S. iii-84) ইহাও দুঃখকর ভয় সংজ্ঞায়। তদনুসারে এভাবে বোধশক্তি এক প্রকার। ইহা এগার প্রকারে কার্যকর হয়।

১৬. ইহা যেমন দুঃখকর সেরূপ সমস্ত রূপ আত্মা নয়, অন্তসার সংজ্ঞায় অসার রূপ। অন্তসার না থাকার সংজ্ঞায় কারণ অন্তসার বলতে বস্তুর অনুপস্থিতি আত্মার স্বীকৃতি আত্মাই। বসবাস কারী একজন কর্তা, একজন অভিজ্ঞেতার যে নিজের নিজের প্রভু যা অনিত্য তা দুঃখকর (S. ii-82)। এবং এ অনিত্য হতে অব্যাহতি সম্ভব নয়, অথবা উদয় ব্যয় এবং আত্মার

নিপীড়ন। সুতরাং কিভাবে কর্তার ধর্ম থাকতে পারে ইত্যাদি। সুতরাং বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, রূপ কি আত্মা, ইহা কি দৈহিক ও মানসিক কষ্টে সম্পৃক্ত করে না (S. iii-66) ইত্যাদি। সুতরাং ইহাও ফল শাঁসের মতো ইহাও আত্মা নহে। সে মতে একমাত্র বোধশক্তি বিদ্যমান কিন্তু তা এগার প্রকারে কার্যকর হয়। (৬১১)

১৭. এই একই পদ্ধতি বেদনা ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এবং ইত্যাদি। কিন্তু অনিত্য কি তা আবশ্যিকভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে ইত্যাদি এবং সে কারণে তার একইরূপ (অনিত্য) অথবা প্রদর্শনের জন্য কিভাবে এতে মনোনিবেশ করা যার তা বিভিন্নভাবে সেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে : 'রূপ যা ভূত, ভবিষ্যৎ অথবা বর্তমানে অনিত্য, গঠনে প্রতীত্য সমুপন্নে উৎপত্তি হয়, ধ্বংসশীল, পতনোসুখ, বিরাগ, বিচ্ছেধাধীন, এই একই পদ্ধতি বেদনা ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য, ইত্যাদি।

[৪০ প্রকার উপায়ে অনিত্য ইত্যাদি বোধশক্তির দৃঢ়তা সাধন করে।]

১৮. বুদ্ধ যখন অনুলোম জ্ঞান বিশ্লেষণ করছিলেন (প্রশ্ন করেছিলেন) কি কারণে তিনি বিভিন্ন দিকের ৪০টি ভাব আয়ত্ত করেছিলেন। অনুলোম অনুরূপ ? কি কারণে কোন ৪০টি ভাবে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সঠিক নিশ্চয়তায় (PS. ii-238)। উত্তরে বোধশক্তির অনিত্যতায় ইত্যাদি। বিশ্লেষণী ধারায় তিনি প্রথমেই স্থাপন করেছেন শুরুতেই স্কন্ধ সমূহ অনিত্য বশে দুঃখ বশে ব্যাধি ১টি এক যন্ত্রণাদায়ক এক ময়লা এক ক্লেশ একটি যন্ত্রণা নিরোধ বশে বিয়োজন একটি মহামারী বশে একটি দুর্ঘটনা এক ভীতি, এক শাসামি, অস্থির বশে, নশ্বর, অসহ্য, বাধাহীনভাবে, নিরাশ্রয়ে পরিত্যক্ত, শূন্য বশে বৃথা, অসার অনাত্ম, বিয়াদ বশে, বিতর্ক বশে, অন্ত :স্থল শূন্য বশে, বিরোধের কারণ, হত্যাপরাধী বশে, শাশ্বত বশে, রূপ বশে, সারের প্রলোভন বশে, জন্মাধীন, ব্যাধির অধীন, মৃত্যুর অধীন, দুঃখাধীন, বিলাপাধীন, অনুশোচনাধীন এবং ক্লেশাধীন। এভাবে পঞ্চ স্কন্ধ অনিত্য, অবলোকন করে সাদৃশ্যতা প্রত্যক্ষ হয়। অনুরূপভাবে অনিত্য প্রত্যক্ষ করে নির্বাণকে স্থায়ীভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে সাধক সঠিক সত্যে উপনীত হয়। তা সম্ভব হয়- বোধশক্তির মাধ্যমে। (PS-ii-238)

১৯. তিনি তা কিরূপে করেন ? তিনি বোধশক্তি অনিত্য ইত্যাদি, বর্ণিত বিষয় বিশেষভাবে এরূপ অনুসরণ করেন : তিনি বোধ করেন প্রত্যেক স্কন্ধ অনিত্য, কারণ ইহারা অসীম এবং যেহেতু অধিভুক্ত প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। দুঃখকর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেহেতু ইহা উদয় ব্যয় দ্বারা স্পৃষ্ট। এবং যেহেতু ইহা দুঃখের ভিত্তি ভূমি। ব্যাধি বশে যেহেতু প্রত্যয় বশে তা ব্যবস্থিত এবং যেহেতু ইহা ব্যাধির ভিত্তি। এক যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া ইহা তীক্ষ্ণাগ্র অন্ত ভোগ করতে হয়। যেহেতু ক্লেশ দ্বারা শলাকার বলে এবং যেহেতু ইহা চর্বিত, উৎপত্তি, পরিপক্কতা, জরা বিলীন : কদর্ম বশে স্পৃষ্ট যেহেতু ইহা অন্তর জ্বালা এবং যেহেতু ইহা উৎফাটন করা কঠিন, অন্তর্জ্বালার কারণে দোষদৃষ্ট হয়ে, এবং যেহেতু ইহা ক্ষতির আনয়ন করে এবং (৬১২) ও যেহেতু ক্লেশের মূল, নিষিদ্ধ স্বাধীনতায় সিক্ত এবং আসক্তির ভিত্তির প্রতিষ্ঠা আশ্রিত যেহেতু সে সবের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম এবং যেহেতু ইহা অবাধ্য এবং পৃথকীকরণ যেহেতু ব্যাধি জরা এবং মরণ জনি ছারা গুড়িরত যেহেতু বহু ধ্বংসাত্মকের আনয়ন করে উপদ্রুত বশে যেহেতু বহু অদৃশ্যের আনয়ন করে এবং বহু পরিধিত প্রাতিকূলতা এবং যেহেতু সব রকম ভীতির মূল এবং যেহেতু সর্বোত্তম সুখের বিপরীত দুঃখের অবস্থান বহু রকম যেহেতু বহু রকম প্রতিকূল দ্বারা আবদ্ধ দুঃখ যেহেতু বাধারূপ, বহু প্রকার বিপরীত বাধায় আবদ্ধ। যেহেতু বিপরীতার্থক বাধা রোগ এবং যেহেতু অযোগ্যতা, বাধা বশে, অস্থির (চপল) যেহেতু রোগ জরা এবং মরণ হেতু এবং লৌকীয় বিষয় ইত্যাদিতে অরক্ষিত এবং উৎপীড়ন এবং স্বাভাবিক উভয় যেহেতু ক্ষয়িষ্ণু যেহেতু অসহনীয় অবস্থায় যে কোন ভঙ্গুরপ্রবণ এবং যেহেতু কাঠিন্যের অভাব সেহেতু, সেহেতু প্রতিরক্ষাহীন এবং যেহেতু বহনে সমর্থ নিরাপত্তা নেই, আশ্রয়দানের অযোগ্য বলে নিরাশ্রয় যেহেতু আশ্রয়ের কোন কর্ম নেই নিরামিষ কোন শরণ নেই বলে যেহেতু যারা এসবে ভয় ছড়াতে ব্যর্থ, শূন্য যেহেতু শূন্যতার স্থিরতা, রূপ, সুখ, আত্মা এসবের ধারণা দেয়, ব্যর্থ বশে, যেহেতু সেসবের শূন্যতা অথবা যেহেতু তাদের স্বল্পতা পৃথিবীতে যা তাকে ব্যর্থ বলে। ধর্ম শূন্যতা বলে মালিক, অধিবাসী, কর্তা, উপভোগকারী নির্দেশক শূন্য বলে শূন্যতা, অনাত্মা-যেহেতু এতে কোন স্বামীত্ব নেই আদিনাব বশে যেহেতু ভবচক্র নিয়মে এবং দুঃখ বশে আদিনব, অথবা

বিকল্প বশে, আদিনব বশে যেহেতু ইহা দুঃখের আদি যা চলমান (বাতি) যায় সম্মুখ গমন করে এ করে জাহাজ ডুবা লোকের এবং স্কন্ধাদি ও ডুবে থাকে 'ক্ষয়শীল' যেহেতু দু উপায়ে ক্ষয় হয় যথা জরা এবং মরণে। পরিণাম প্রকৃতি ও বিপরিনাম ধর্ম। দুর্বালতার মত দ্রুত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষাশ্রিত পরগাছান ন্যায় সুখ ভঞ্জনের সারকৃত। দুঃখ হেতুতে দুঃখ মূল মিত্রের সুহৃদ পরের ন্যায় বিশ্বাস ঘাতক হয় এবং ভাবিত হয় আসবপদ স্থানে সাসব, হেতু প্রত্যয়ের অভি সংস্কারে সংস্কার মৃত্যু মার ক্লেশমার আমিষভূত হতে মৃত্যু মার এবং ক্লেশাসব হয়। জন্ম জরা, ব্যাধি, মরণ, ধর্ম হতে জাতি, জরা, ব্যাধি, মরণ। শোক পরিদেব (বিলাপ) অনুশোচনা হয় শোক পরিদেব, উপায়াস (অনু) ধর্ম হতে। সংক্লেশ ধর্ম হতে তৃষ্ণা দৃষ্টি দুশ্চরিত, সংক্লেশ বিষয় ধর্ম হয়। এরূপে প্রভেদ হতে বলা হয় অনিত্যাদি সংমর্শনের বশে সম্যক স্মৃতি।

২০. বর্তমানে এখানে পঞ্চাশ প্রকার অনিত্য সংমর্শন বিদ্যমান। এখানে (৬১৯) প্রত্যেক স্কন্ধের ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি নিয়ে যথা- অনিত্যবশে, নিয়োজন বশে, অস্থির বশে, নশ্বর বশে, অসহ্য বশে, বিবর্তন বশে, অমূল বশে, ধ্বংস বশে, সংস্কার বশে এবং মৃত্যু বশে। অনাত্ম বশে পঁচিশ প্রকার অনুপ্রস্থান আছে। প্রত্যেক স্কন্ধে নিম্নোক্ত পাঁচটি গ্রহণ করে বিরুদ্ধ বশে, নিস্ফল বশে, শূন্য বশে, অনাত্ম বশে। দুঃখের একশত পঁচিশ প্রকার অনুপ্রস্থান আছে তন্মধ্যে প্রত্যেক স্কন্ধে দুঃখ বশে ব্যাধি বশে।

সুতরাং মানুষ এ পঞ্চস্কন্ধের অনিত্য ইত্যাদি জ্ঞান, দুইশ প্রকার আকৃতি (ভাবে) অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা অনুপ্রস্থান হয় তখন 'নয় বিদর্শন' শক্তিশালী হয়। এসবই প্রথম এখানে অনুপ্রস্থান গৃহীত হয় : মূল গ্রন্থের পদ্ধতি অনুসারে।

[ইন্দ্রিয়াদি নয় প্রকারে শানিত]

২১. যখন এভাবে নয় বিদর্শনে নিয়োজিত হলে বস্তুতঃ সফল হয় না। তাকে আরও ইন্দ্রিয়াদি শানিত করতে হয় [শ্রদ্ধা ইত্যাদি] নিম্নোক্ত নয় প্রকার : নয় প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি তীক্ষ্নতর হয় : ১. সংস্কার সমূহের উৎপত্তি বিলয় তিনি প্রত্যক্ষ করেন ২. এবং সে অবস্থানে তিনি স্বযত্নে কাজ করতে নিশ্চিত হন ৩. তিনি অধ্যবসায়ের সাথে কাজে নিশ্চিত হন ৪. সুযোগ্য কাজে নিশ্চিত করেন ৫. অনুপ্রস্থান নিমিত একাগ্রতা আলম্বন করেন ৬.

১৯. তিনি তা কিরূপে করেন ? তিনি বোধশক্তি অনিত্য ইত্যাদি, বর্ণিত বিষয় বিশেষভাবে এরূপ অনুসরণ করেন : তিনি বোধ করেন প্রত্যেক স্কন্ধ অনিত্য, কারণ ইহারা অসীম এবং যেহেতু অধিভুক্ত প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। দুঃখকর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেহেতু ইহা উদয় ব্যয় দ্বারা স্পৃষ্ট। এবং যেহেতু ইহা দুঃখের ভিত্তি ভূমি। ব্যাধি বশে যেহেতু প্রত্যয় বশে তা ব্যবস্থিত এবং যেহেতু ইহা ব্যাধির ভিত্তি। এক যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া ইহা তীক্ষ্মাগ্র অন্ত ভোগ করতে হয়। যেহেতু ক্লেশ দ্বারা শলাকার বলে এবং যেহেতু ইহা চর্বিত, উৎপত্তি, পরিপক্বতা, জরা বিলীন : কদর্ম বশে স্পৃষ্ট যেহেতু ইহা অন্তর জ্বালা এবং যেহেতু ইহা উৎফাটন করা কঠিন, অন্তর্জ্বালার কারণে দোষদৃষ্ট হয়ে, এবং যেহেতু ইহা ক্ষতির আনয়ন করে এবং (৬১২) ও যেহেতু ক্লেশের মূল, নিষিদ্ধ স্বাধীনতায় সিক্ত এবং আসক্তির ভিত্তির প্রতিষ্ঠা আশ্রিত যেহেতু সে সবের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম এবং যেহেতু ইহা অবাধ্য এবং পৃথকীকরণ যেহেতু ব্যাধি জরা এবং মরণ জনি ছারা গুড়িরত যেহেতু বহু ধ্বংসাত্মকের আনয়ন করে উপদ্রুত বশে যেহেতু বহু অদৃশ্যের আনয়ন করে এবং বহু পরিধিত প্রাতিকূলতা এবং যেহেতু সব রকম ভীতির মূল এবং যেহেতু সর্বোত্তম সুখের বিপরীত দুঃখের অবস্থান বহু রকম যেহেতু বহু রকম প্রতিকূল দ্বারা আবদ্ধ দুঃখ যেহেতু বাধারূপ, বহু প্রকার বিপরীত বাধায় আবদ্ধ। যেহেতু বিপরীতার্থক বাধা রোগ এবং যেহেতু অযোগ্যতা, বাধা বশে, অস্থির (চপল) যেহেতু রোগ জরা এবং মরণ হেতু এবং লৌকীয় বিষয় ইত্যাদিতে অরক্ষিত এবং উৎপীড়ন এবং স্বাভাবিক উভয় যেহেতু ক্ষয়িষ্ণু যেহেতু অসহনীয় অবস্থায় যে কোন ভঙ্গুরপ্রবণ এবং যেহেতু কাঠিন্যের অভাব সেহেতু, সেহেতু প্রতিরক্ষাহীন এবং যেহেতু বহনে সমর্থ নিরাপত্তা নেই, আশ্রয়দানের অযোগ্য বলে নিরাশ্রয় যেহেতু আশ্রয়ের কোন কর্ম নেই নিরামিষ কোন শরণ নেই বলে যেহেতু যারা এসবে ভয় ছড়াতে ব্যর্থ, শূন্য যেহেতু শূন্যতার স্থিরতা, রূপ, সুখ, আত্মা এসবের ধারণা দেয়, ব্যর্থ বশে, যেহেতু সেসবের শূন্যতা অথবা যেহেতু তাদের স্বল্পতা পৃথিবীতে যা তাকে ব্যর্থ বলে। ধর্ম শূন্যতা বলে মালিক, অধিবাসী, কর্তা, উপভোগকারী নির্দেশক শূন্য বলে শূন্যতা, অনাত্মা-যেহেতু এতে কোন স্বামীত্ব নেই আদিনাব বশে যেহেতু ভবচক্র নিয়মে এবং দুঃখ বশে আদিনব, অথবা

বিকল্প বশে, আদিনব বশে যেহেতু ইহা দুঃখের আদি যা চলমান (বাতি) যায় সম্মুখ গমন করে এ করে জাহাজ ডুবা লোকের এবং স্কন্ধাদি ও ডুবে থাকে 'ক্ষয়শীল' যেহেতু দু উপায়ে ক্ষয় হয় যথা জরা এবং মরণে। পরিণাম প্রকৃতি ও বিপরিনাম ধর্ম। দুর্বালতার মত দ্রুত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষাশ্রিত পরগাছান ন্যায় সুখ ভঞ্জনের সারকৃত। দুঃখ হেতুতে দুঃখ মূল মিত্রের সুহৃদ পরের ন্যায় বিশ্বাস ঘাতক হয় এবং ভাবিত হয় আসবপদ স্থানে সাসব, হেতু প্রত্যয়ের অভি সংস্কারে সংস্কার মৃত্যু মার ক্লেশমার আমিষভূত হতে মৃত্যু মার এবং ক্লেশাসব হয়। জন্ম জরা, ব্যাধি, মরণ, ধর্ম হতে জাতি, জরা, ব্যাধি, মরণ। শোক পরিদেব (বিলাপ) অনুশোচনা হয় শোক পরিদেব, উপায়াস (অনু) ধর্ম হতে। সংক্লেশ ধর্ম হতে তৃষ্ণা দৃষ্টি দুশ্চরিত, সংক্লেশ বিষয় ধর্ম হয়। এরূপে প্রভেদ হতে বলা হয় অনিত্যাদি সংমর্শনের বশে সম্যক স্মৃতি।

২০. বর্তমানে এখানে পঞ্চাশ প্রকার অনিত্য সংমর্শন বিদ্যমান। এখানে (৬১৯) প্রত্যেক স্কন্ধের ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি নিয়ে যথা- অনিত্যবশে, নিয়োজন বশে, অস্থির বশে, নশ্বর বশে, অসহ্য বশে, বিবর্তন বশে, অমূল বশে, ধ্বংস বশে, সংস্কার বশে এবং মৃত্যু বশে। অনাত্ম বশে পঁচিশ প্রকার অনুপ্রস্থান আছে। প্রত্যেক স্কন্ধে নিম্নোক্ত পাঁচটি গ্রহণ করে বিরুদ্ধ বশে, নিস্ফল বশে, শূন্য বশে, অনাত্ম বশে। দুঃখের একশত পঁচিশ প্রকার অনুপ্রস্থান আছে তন্মধ্যে প্রত্যেক স্কন্ধে দুঃখ বশে ব্যাধি বশে।

সুতরাং মানুষ এ পঞ্চস্কন্ধের অনিত্য ইত্যাদি জ্ঞান, দুইশ প্রকার আকৃতি (ভাবে) অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা অনুপ্রস্থান হয় তখন 'নয় বিদর্শন' শক্তিশালী হয়। এসবই প্রথম এখানে অনুপ্রস্থান গৃহীত হয় : মূল গ্রন্থের পদ্ধতি অনুসারে।

[ইন্দ্রিয়াদি নয় প্রকারে শানিত]

২১. যখন এভাবে নয় বিদর্শনে নিয়োজিত হলে বস্তুত: সফল হয় না। তাকে আরও ইন্দ্রিয়াদি শানিত করতে হয় [শ্রদ্ধা ইত্যাদি] নিম্নোক্ত নয় প্রকার : নয় প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি তীক্ষ্মতর হয় : ১. সংস্কার সমূহের উৎপত্তি বিলয় তিনি প্রত্যক্ষ করেন ২. এবং সে অবস্থানে তিনি স্বযত্নে কাজ করতে নিশ্চিত হন ৩. তিনি অধ্যবসায়ের সাথে কাজে নিশ্চিত হন ৪. সুযোগ্য কাজে নিশ্চিত করেন ৫. অনুপ্রস্থান নিমিত একাগ্রতা আলম্বন করেন ৬.

অর্জিত ধ্যানাঙ্গ সমতা সাধন করেন ৭. তিনি কায়ে এবং জীবনে বীতশ্রদ্ধ প্রতিষ্ঠা করেন ৮. তিনি নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা দুঃখ অপনোদন করে ৯. মধ্যস্থলে বিরতি গ্রহণ করেন না। পূর্বোক্ত পৃথিবী কৃৎস্ন (অধ্যায় ৪০, ৩৫) বর্ণনায় বিবৃত সাত প্রকার অযোগ্য বিষয় তিনি পরিহার করেন এবং সাত প্রকার অনুশীলন করেন এবং তিনি রূপ সম্বন্ধে অনুপ্রস্থান করবেন এবং এক সময়ে রূপ এবং অন্য সময়ে অরূপ।

[রূপ সংমর্শন]

২২. রূপ সংজ্ঞা জ্ঞানের সময় তিনি রপকে সাধারণ বশে জানা উচিত। অর্থাৎ কি করে এরূপ তিনি চার প্রকার কর্ম ইত্যাদি সাধারণ প্রারম্ভ দিয়ে থাকেন যে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে। এখানে যখন রূপকে যে কোন প্রাণীর মধ্যে সাধারণ করণ হয় তখন গর্ভে কর্ম থেকেই সাধারণ করা হয়। কর্ম থেকে সাধারণ করা হয়। একটা শিশু প্রকৃত প্রতিসন্ধিক্ষণে প্রথম প্রকার রূপীয় ধারাবাহিক বিবর্তন হয়, অর্থাৎ মূল হৃদয় বৃত্তি দশক, কায় এবং কাম। প্রতিসন্ধি চিত্তের উৎপত্তি ক্ষণের মত। অনুরূপভাবে ইহার বর্তমানে এবং ইহার বিলয় ক্ষণ।

২৩. এক্ষেত্রে রূপের বিলয় ক্ষণ শ্লথ এবং ইহার রূপান্তর ভার সম্পন্ন বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ খুব দ্রুত। এবং ইহার রূপান্তর ত্বরিত (লাইফ)। সুতরাং সে কারণ বলা হয়েছে : ভিক্ষুগণ, আমি অন্যকিছু দেখছিনা যা এত দ্রুত রূপান্তর হয়,

২৪. যথা মন (৬১৪) (A. i-10) জীবন পবাহ (ভবাঙ্গ চিত্ত) ১৬ বার উৎপত্তি ও বিলয় হয় যখন একমাত্র রূপ তা সহ্য করে। চিত্ত উৎপত্তি ক্ষণে, স্থিতি ক্ষণে, এবং বিলয় ক্ষণে সমান সমান হয় কিন্তু রূপীয় উৎপতিক্ষণ এবং বিলয়ক্ষণ চিত্তক্ষণের মতো লঘুতর (চিত্তক্ষণ) যখন স্থিত থাকে যদি দীর্ঘ হয় এবং অবশিষ্ট ষোল চিত্তক্ষণ উদয় ব্যয় হয়।

২৫. প্রতিসন্ধি চিত্তের উৎপত্তিক্ষণে, উৎপন্ন স্থান প্রবর্তিত পূর্বেজাত বস্তুর আশ্রয়ে দ্বিতীয় ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপত্তি হয়। তার সাথে উৎপন্ন স্থান প্রবর্তিত পূর্বেজাত বস্তুর আশ্রয়ে তৃতীয় ভবাঙ্গ চিত্ত। এরূপে, এ নিয়মে আয়ু পর্যন্ত চিত্ত প্রবর্তিত হয় বলে জ্ঞাতব্য, কিন্তু যে ব্যক্তি মরণাসন্ন স্থান প্রবর্তিত পূর্বেজাত বস্তু (বিষয়ের) আশ্রয়ে ষোল প্রকার চিত্ত উৎপত্তি হয়।

২৬. প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তিক্ষণে উৎপন্ন রূপ প্রতিসন্ধি চিত্তের উর্দ্ধে ষোল প্রকার চিত্তের সাথে নিরুদ্ধ হয়। সেস্থান ক্ষণে উৎপন্ন সতের উৎপত্তিক্ষণের সাথে নিরুদ্ধ হয়। ভঙ্গক্ষণে উৎপন্ন সতের স্থানে পতিত হয়ে নিরুদ্ধ। যখন প্রবর্তন তখন যাকে এরূপে প্রবর্তিত হয়। ঔপপাতিকের বেলায় সতের সন্ততি বশের দ্বারা সত্তর রূপ হয়ে প্রবর্তিত হয়।

[কর্মজ রূপ]

২৭. এখানে (কর্মজ রূপ) বিশ্লেষণ এভাবে জ্ঞাতব্য : ১. কর্ম, ২. কর্ম মূল ৩. প্রত্যয় বশে কর্ম ৪. যা চিত্তমূল তা কর্মের প্রত্যয় তা প্রত্যয় বশে কবলিকাহারে যা মূল তা প্রত্যয় বশে কর্ম ৬. যা ঋতুজ তার প্রত্যয় কর্ম। (অধ্যা ১৫,১১১-১১৪)

২৮. এখানে পুণ্য কর্ম এবং অপুণ্য চেতনা ২. যা কর্মমূল তা কর্ম বিপাক স্কন্ধ এবং রূপের কর্ম সত্তর অভিনিবেশ শুরুতে চক্ষু দশক ৩. যা আহার মুল যাতে কর্ম বশে প্রত্যয় একই (সর্বশেষে) যেহেতু কর্ম হল প্রত্যয়, যা কর্মমূল দ্বারা উন্মোচিত করে।

২৯. ৪. যা চিত্তমূল দ্বারা গঠিত, যাতে কর্ম বিদ্যমান ইহার প্রত্যয় বশে রূপমূল কর্ম বিপাক চিত্তদ্বারা ৫. যা আহারমূল দ্বারা গঠিত, যাতে প্রত্যয় বশে কর্ম বিদ্যমান। যেহেতু আহার ভাব রূপের স্থিতিক্ষণে উপস্থিত থাকে যা কর্মমূল দ্বারা গঠিত অষ্টক আহার আরও একটি গঠন করে। এবং সেখানে আহার ভাব আছে তা বর্তমানে পৌঁছে এবং অপর একের গঠন করে এবং সে কারণে ইহা চারের সাথে সংযুক্ত হয় বা আটের পাঁচ এর উৎপত্তি ঘটে। ৬. ঋতুতে যা গঠিত (উৎপত্তি) তার কর্মবশে প্রত্যয় আছে। বলা হয়, যেহেতু কর্মের তেজধাতু তা স্থিতি পৌঁছে এবং এক অষ্টক তৈরী করে। তাতে আহার ভাব থাকে অষ্টক। ইহা তেজমূল দ্বারা গঠিত এবং যা ঋতু অষ্টক আহার এবং সে কারণে চার বা পাঁচ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে অষ্টকের পাঁচ প্রবর্ত হয়।

এভাবে কর্মজ রূপ যোনি প্রথমত জ্ঞাতব্য (৬১৮)।

[খ. চিত্তজ রূপ]

৩০. চিত্তজ প্রকারের মধ্যে যা রয়েছে তার বিস্তারিত জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য ১. চিত্ত ২. চিত্তে সমুপস্থান কি ? ৩. প্রত্যয় বশে চিত্ত সমুপস্থানে কি আছে ? ৪.

যা আহার দ্বারা গঠিত (প্রবর্তিত) ইহার প্রত্যয় বশে চিত্ত ৫. যা ঋতু দ্বারা গঠিত তার প্রত্যয় চিত্ত।

৩১. এখানে ১. চিত্ত ৮৯ প্রকার। এ সবের মধ্যে রয়েছে :

তেসু দ্বাত্তিংস চিত্তনি ছব্বী কুেস নব বিসতি,
সোলস রূপিয়া পথ বিঞ্ঞত্তি জনকংমতা।

– বত্রিশ প্রকার চিত্ত হয় সবে জান,
ছাব্বিশ তাতে যোগ বিরান্নই হেন
রূপের উদয় তাতে জ্ঞাত প্রাজ্ঞজন,
তাতে আছে ঈর্যাপথ বিজ্ঞপ্তি যেন।
ষোড়শ প্রকার চিত্ত আছে বিভাজন
গণনায় জন্মদান না হয় কখন।

কামাবচর অনুসারে চিত্ত বত্রিশ প্রকার। যথা : আট প্রকার কুশল চিত্ত (১-৮) অকুশ চিত্ত বার প্রকার (২২-৩৩) দশ প্রকার ক্রিয়া চিত্ত, মনোধাতু ছাড়া (৭১-৮০) এবং দুই অভিজ্ঞান কুশলময় এবং ক্রিয়া চিত্ত রূপের উৎপত্তি করে, ঈর্যাপথ এবং বিজ্ঞপ্তিতে। ছাব্বিশ প্রকার চিত্ত ঃ রূপাবচর (৯-১৩) (৮১-৮৫) এবং আট প্রকার অরূপাবচর (১৪-১৭, ৮৬-৮৯) (উভয় ক্ষেত্রে বিপাক চিত্ত পদ)। আট প্রকার লোকোত্তর চিত্ত (১৮-২১), (৬৬-৬৯) রূপের উৎপত্তি হয়, ঈর্যাপথ কিন্তু বিজ্ঞপ্তি চিত্তে নয়। ঊনিশ প্রকার চিত্ত কামাবচরে দশ প্রকার জীবন সন্ততি চিত্ত (৪১-৪৯) (৫৬) তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার রূপাবচর (৫৭-৬১) তিন প্রকার মনোধাতু (৩৯-৫৫) (৭০) এবং এক প্রকার বিপাক মনো বিজ্ঞান ধাতু মূল অহেতুক এবং সৌমনস্য সহগত (৪০), রূপ উৎপত্তি ঘটায় নাও, ঈর্যাপথ কিংবা বিজ্ঞপ্তি বিহীন। ষোল প্রকার চিত্ত পাঁচ চিত্তের মধ্যে দুই সেট চিত্ত (৩৪-৩৮) (৫০-৫৪) সব প্রাণীর প্রতিসন্ধি চ্যুতিচিত্ত যাদের তৃষ্ণা নিরোধ হয়েছে এবং চার অরূপ বিপাক চিত্ত (৬২-৬৫) রূপের উৎপত্তি ঘটায় না অথবা ঈর্যাপথ অথবা বিজ্ঞপ্তি ঘটায় না। ঐসবের মধ্যে এখানে যা রূপের উৎপত্তি ঘটায় তা সে রূপ করে না তাদের স্থিতিক্ষণে তাদের উপস্থিতিতে অথবা বিচ্ছেদে (ভবাঙ্গে)। যেহেতু তখন চিত্ত দুর্বল। কিন্তু ইহা উৎপত্তিক্ষণে

সবল থাকে। বস্তুত : রূপের উৎপত্তি করে এবং তারপর জাঙ্গর পূর্বে বা বর্তমানে (তৎক্ষণে) কায়িক ভিত্তি ইহার সহায়ক হয়।

৩২. ২. চিত্ত দ্বারা কি উৎপত্তি হয় ? তিন প্রকার অপর অরূপ স্কন্ধ এবং সতের ভাঁজের রূপ যথা- শব্দ নরক, কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক্য বিজ্ঞপ্তি, আকাশধাতু, আলোক, নমনীয়তা, বৃদ্ধি এবং চলমানতা।

৩. ইহার প্রত্যয় বশে চিত্তে কি আছে চার ভাঁজে গঠিত রূপ। যথা- চিত্তের পরান অবস্থা এবং প্রত্যয় চৈতসিক। প্রত্যয়ের পরক্ষণ একটি প্রত্যয় বর্তমানক্ষনের দেহ (Ptn. 1.5)

৩৩. ১. আহার দ্বারা কি উৎপত্তি হয় ? যা চিত্তে ইহার প্রত্যয় হয়। আহার ও বর্তমান চিত্ত উৎপত্তিতে পৌঁছে। তাতে রূপীয়ক্ষণে অপর অষ্টকে সাথে আহার ওজ যুক্ত হয়ে অষ্টক এবং এরূপে দুই বা তিন অষ্ট উৎপন্ন করে।

৩৪. ৫. ঋতু দ্বারা কি উৎপত্তি হয় ? যা চিত্তে ইহার প্রত্যয় হয় : চিত্ত উৎপত্তিতে ঋতু (৬১৬) উপনীত হয়। উপস্থিতি অপর এক অষ্টক আহার ওজ এর সাথে অষ্টক হয়। এবং এরূপে দুই বা তিন ঘট মানো মুক্ত হয়। ইহাই যেভাবে সাধারণ চিত্তজ রূপ দ্রষ্টব্য।

[গ. আহার রূপ]

৩৫. আহার থেকে জাত রূপই আহারজ রূপ। এসব এভাবেই জ্ঞাতব্য : ১. আহার ২. আহার দ্বারা কি প্রবর্তন হয় ৩. প্রত্যয় বশে আহারে কি বিদ্যমান ৪. আহার দ্বারা কি গঠিত হয় যাতে ইহার প্রত্যয় রয়েছে ৫. তেজ দ্বারা কি গঠিত হয় যাতে ইহার প্রত্যয়রূপে আহার আছে।

৩৬. এখানে আহার হল দৈহিক ২. আহার যা উৎপত্তি হয় তা হল চার ভাঁজযুক্ত রূপ। যথা (১-৮) অষ্টক বশে যা আহারের সাথে সংযুক্ত যা আবার দ্বারা উৎপন্ন, যা ইহার প্রত্যয় লাভের সময় কর্ণজরূপ নিয়ে বর্তমান থাকে। যা কর্মজরূপে বর্তমান থাকে এবং তা উহাতে স্বয়ং ভিত্তি হয় এবং ৯) আকাশ ধাতু (১০-১৪) আলোক মুদিতা হিংস্রতা বৃদ্ধি এবং ধারাবাহিকতা।

৩. ইহার প্রত্যয় বশে আহারে যা আছে, তাহল চার ভাঁজযুক্ত উৎপত্তি। এভাবে বর্ণিত কায়িক আহার প্রত্যয় আহার প্রত্যয় এদেহের জন্য। (Ptn. 1-5)

৩৭. ৮. যা আহার জনিত উৎপত্তি তাতে আহার প্রত্যয় : আহারজনিত ওজ তাহার উপস্থিতি বর্তমান আহার উৎপত্তিতে রূপ স্বরূপ উৎপত্তি এক

অতিরিক্ত অষ্টক আহার ওজ বশে আট এবং আহার এ অষ্টক উৎপত্তি এক অপর অষ্টক। এবং এরূপে অষ্টকের সংযোগ সাধন দশ কিংবা বারবার হয়। আহার একবার গ্রহণ করে দীর্ঘ শতদিন পর্যন্ত উহা ধারণ করা যায়। কিন্তু দিব্যাহার ওজ গ্রহণ করে দীর্ঘ এক বা দুমাস উচ্চারণ করা যায়। মাতা যা আহার করে তাতে সন্তানের দেহের পূর্ণতা সাধন করে রূপ উৎপন্ন করে। কর্মজ আহার হল উৎপন্ন আহার। ইহা স্থাপনভেদে রূপ উৎপত্তি করে। তৎসত্ত্বেও অন্য সমুৎপন্ন করে চার বা পাঁচবার প্রবর্তন ঘটে। আহার ঋতু সমুৎপন্ন হল আহার সমুৎপন্ন তেজধাতু হল স্থান প্রবর্তিত ঋতু সমুৎপন্ন। ওজ সমুৎপন্ন করে। এখানে ইহার আহারে আহার সংগঠন করে, জনক প্রত্যয়, অবশিষ্ট হল নিশ্রয় আহার অবিগত বশে এরূপ আহার রূপের নিবর্তিত দ্রষ্টব্য। ইহা চার বা পাঁচ বার সংঘটিত হয়

৩৮. ৫. যাতে আহার প্রত্যয় আছে তা কিরূপে ঋতু দ্বারা উৎপন্ন আহার তেজধাতু উৎপত্তি করে যা উৎপত্তিতে বর্তমান একটি অষ্টক ওজ বশে অষ্টম যা এরূপে ঋতু প্রবর্তিত।

এখানে আহার একটি প্রত্যয় গঠিত আহার রূপ বিশেষ বশে আদি বংশ ধর। অবশিষ্ট নিশ্রয়, আহার, সত্তা, এবং অবিগত বশে একটি প্রত্যয়। ইহা যেরূপে আহারজ রূপের যোনি হিসেবে দ্রষ্টব্য।

[২. ঋতু গঠিত রূপ]

৩৯. ঋতুজ প্রকারের ব্যাখ্যায় এরূপে জ্ঞাতব্য ১. ঋতু, ২. ঋতু দ্বারা প্রবর্তিত ৩. প্রত্যয় বশে ঋতুতে কি আছে ৪. ঋতু দ্বারা কি প্রবর্তিত যাতে ঋতু প্রত্যয় রয়েছে ৫. আহার দ্বারা কি প্রবর্তিত ইহার প্রত্যয় বশে ঋতুতে আছে।

৪০. এখানে ১. চতুর্ভাজ যুক্ত ধাতু প্রবর্তিতে ঋতু হল তেজ (আগুন)। ইহা দ্বিভাজ : তপ্ত ঋতু এবং শীতল ঋতু বশে ২. ঋতুদ্বারা কি প্রবর্তিত চার ধাতু প্রবর্তিত যা বর্তমানে উপনীত কর্ণ প্রত্যয় লাভের দ্বারা দৈহিক রূপ প্রবর্তিত (৬১৭) সে রূপ পনের ভাজনে বিভক্ত। যথা শব্দনবক, আকাশ ধাতু, আলোক, মৃদুতা, কর্মন্যুতা, বৃদ্ধি, সন্ততি (চলমানতা)। ৩. ঋতুর প্রত্যয় বশে কি আছে ? ইহাকে তাই বলা হয় যেহেতু ঋতু হল ঘটনার প্রত্যয় এবং চারভাজকৃত রূপ প্রবর্তিত। ৪. ঋতু উৎপত্তির কারণ কি ? যাতে ঋতুর প্রত্যয় থাকে তেজ ধাতুর উৎপত্তি করে, যা বর্তমান প্রবর্তিতে

পৌঁছে এক অধিকন্তু অষ্টক আহার এর সাথে অষ্টম ওজ হয় এবং ঋতু হল সেই অষ্টক অপর অষ্টক উৎপত্তি করে। এরূপে ঋতু রূপ উৎপত্তি করে যা ঘটিয়ে, থাকে দীর্ঘকাল অবধি এবং স্বয়ং ব্যবস্থা করে যা কর্ম বশে নয়।

৪২. আহার দ্বারা কি প্রবর্তিত হয়, যাতে ঋতু ইহার প্রত্যয় হয় :
ঋতুতে তেজবস্তুর উৎপত্তি আহার ওজ যা বর্তমান প্রবর্তিকে বিদ্যমান। আরও এক অষ্টক উৎপত্তি করে আহার অজ অষ্টকের সাথে এবং আহার অষ্টকের ঘটে।

এখানে ঋতু হল একটি ঋতুর প্রত্যয় রূপের উদাহরণ উৎপত্তি করে বংশ ধর হিসেবে। ইহা অবশিষ্টের নিশ্রয় অস্তি এবং অবিগত প্রত্যয়ের একটি প্রত্যয়।

ইহার যেভাবে, ঋতুজ রূপ উৎপত্তি জ্ঞাতব্য।

যিনি রূপ উৎপত্তি দর্শন করেন এরূপে উক্ত হয়েছে তিনি রূপ এক সময় অধিগত হন।

[অরূপ সংমর্শন]

৪৩. যাঁর রূপ সংমর্শন সম্পন্ন হয়েছে তার রূপযোনি দর্শন যেমন উচিত তেমনি যিনি অরূপ যিনি সংমর্শন করছেন তাঁর অরূপ যোনি দর্শন করা উচিত। এবং তা ৮১ প্রকার লৌকীয় চিত্তের উৎপত্তিতে অর্থাৎ পূর্ব কর্ম ভাব প্রকাশিত করে যে, এ অরূপ (মনোময়) যোনিপ্রাপ্ত হয়। এবং প্রথমত ইহা যোনিপ্রাপ্ত হয় উনিশ প্রকারের যে কোন একটি উৎপন্ন চিত্তে প্রতিসন্ধি বশে। (অধ্যা ১৭ নং ১৩০)। কিন্তু যেরূপে যোনিবদ্ধ হয় তা প্রদত্ত পতীত্য সমুৎপাদ পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞাতব্য। (অধ্যা ১৭, ১৩৪০) (উনিশ ভাজন চিত্তের উৎপত্তিতে যোনিবদ্ধ) ভাবে জীবন সন্ততি থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতিসন্ধি চিত্ত বশে এবং মৃত্যু চিত্ত জীবনায়ূর বিবর্তন পর্যন্ত। এবং যখন ইহা কামাবচর হয় এবং ষড়দ্বারের আলম্বন সংক্ষিপ্ত হয়। ইহাও তদালম্বন বশে যোনিত্ব লাভ করে।

৪৪. অবস্থিতির এক পর্যায়ে চক্ষু বিজ্ঞান তৎসাথে সহগত ধর্ম আলোক এবং মনস্কার নিশ্রিত কারণ দ্বারা মৌলিক লাভ করে কারণ চক্ষু অক্ষত এবং রূপ প্রকাশিত হয়। এবং যেহেতু রূপ প্রকাশিত হয়। প্রকৃত পক্ষে যখন রূপ বর্তমানে উপনীত হয় অর্থাৎ চক্ষু প্রসাদের উপস্থিত ক্ষণে জোরে আঘাত

করে, এরূপ কৃত হলে, জীবন সন্ততি (ভঙ্গজ্ঞান) দুবার উৎপত্তি এবং নিরোধ হয়।

ঐ একই আলম্বনে পর ক্রিয়া মনোধাতু সহযোগে উৎপন্ন আবর্জন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অত:পর কুশল কর্ম বা অকুশল কর্মের ফল স্বরূপ এবং একই চক্ষু রূপ দর্শন হয়। (৬১৮) পরে মনোধাতু পরে অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু ক্রিয়া হয় এবং উপেক্ষা সহগত দ্বারা একই রূপ নিশ্চিত করে। পরে কুশল (১-৮) অকুশল (২২-৩৩) অথবা ক্রিয়া ৭১১ এবং (৭৩-৮০) প্রকার কামাবচর অন্তর্গত চিত্ত। তা উপেক্ষা সহগত এবং অহেতুক ৭১ অথবা পাঁচ বা সাত জবন হয়ে থাকে। কামাবচর সত্ত্বের ক্ষেত্রে (জন্ম দেয়) উর্দ্ধতম এগার প্রকার তদালম্বন হয়। অবশিষ্ট দ্বার সমূহের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু মনোদ্বারে মহদ্গাত চিত্ত উৎপত্তি হয়। এরূপে ছয় দ্বারে অরূপের নিবর্তন দ্রষ্টব্য।

৪৫. এরূপে অরূপের যোনি ষড়্দ্বারে দ্রষ্টব্য।

এভাবে সময় রূপ, সময়ে অরূপ সংমর্শন করে ত্রিলক্ষণ আরোপিত করে অনুক্রমে প্রতি প্রজ্বলিত এক প্রজ্ঞা ভাবনা সম্পাদন হয়।

[রূপ সপ্তক]

৪৬. অপর রূপসপ্তক এবং অরূপসপ্তক ত্রিলক্ষণ মাধ্যমে আরোপিত করে সংস্কারের সংমর্শন হয়।

এখানে যিনি বৈশিষ্ট্য আরোপ করে এসব নিম্নোক্ত সাত উপায়ে অবগত হয়ে রূপ সপ্তক মাধ্যমে জানেন অর্থাৎ ১. গ্রহণ করে এবং নিচে রেখে ২. যা উৎপত্তি তার প্রস্থান প্রত্যেক স্তরে জীর্ণত্ব ৩. আহার থেকে উৎপত্তি এবং ৪. ঋতুজ উৎপত্তি ৫. কর্মজ ৬. চিত্তজ বশে ৭. এবং প্রাকৃতিক রূপ। সুতরাং প্রাচীনগণ বলেছেন :

আদামনিক্খেপন্তো বয়বুড্ঢথ গতিমতো
আহারতো চ উতুতো কম্মতো চাপি চিত্ততো।
ধম্মতারূপতো সত্ত বিখাবেন বিপস্সতীতি।

– ১. গ্রহণ করে এবং নিয়েতে রেখে,
২. প্রতি স্তরে উৎপত্তি নিরোধ নিরিখে।
৩. আছে যথা আহার ৪. ঋতু বমে আছে,
৫. আছে কর্ম ৬. এবং বশে চিত্ত আছে।

৭. আরও আছে প্রকৃতির রূপ বশে,
প্রত্যক্ষ বিস্তৃত রাখেন (তিনি) সপ্তক রূপ বশে।

৪৭. ১. এখানে গ্রহণ করে মানে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে, নিচেতে রাখা মানে মৃত্যু। সুতরাং একজন সাধক শত বৎসর, বণ্টন করে নেয় এইগ্রহণ এবং বর্জন। এবং তিনি সংস্কারে তিন বৈশিষ্ট্য অবসান রাখে। কিরূপে ? সব সংস্কার এ সীমায় অনিত্য কেন ? যেহেতু উদয় বিলয়ে ঘটমানতা, কারণ বিবর্তন, যেহেতু ক্ষণিকত্ব এবং যেহেতু নিত্যনিবারণ। কিন্তু উৎপাদিত সংস্কার বর্তমানে উপস্থিত এবং বর্তমান যখন বর্তমান জরা দ্বারা আক্রান্ত এবং জরত্বে উপনীত হলে বাধ্যগত বিলীন হয় সেহেতু এসব বেদনা দায়ক যেহেতু ক্রমাগত উৎপীড়িত, যেহেতু ইহা সহ্য করা কঠিন, যেহেতু ইহা দুঃখজনক এবং যেহেতু আনন্দে বাধা দান করে। এবং যেহেতু তিনটি দৃষ্টান্তে কারো সংস্কারের উৎপত্তিতে বাধা প্রদানের ক্ষমতা নেই : এসবের অনুপস্থিতি হোক এ সব বর্তমান থাক বয়সে (জরায়) নয় এবং ঐসব জরায় উপনীত হোক মৃত্যু নয়। এবং এসবের উপর ক্ষমতা বিস্তার শূন্য। সুতরাং এসব আত্মা নয়, যেহেতু শূন্য, যেহেতু স্বকীয় নেই, যেহেতু ইহা সন্দেহাতীতভাবে ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার এবং (৬১৯) যেহেতু আত্ম দমন।

৪৮. ২. (ক) বন্টনে একশত বৎসর অতিক্রম রূপের তিন লক্ষণ বৈশিষ্ট্যে আরোপিত করে। এবং মৃত্যু এরূপে প্রতি ধাপে যা উৎপত্তি হয় তা বিনাশ হয়। এখানে প্রতিস্তরে বৃদ্ধ বয়সে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থ রূপের বিনাশ যা উৎপাদিত একস্তরে বয়োবৃদ্ধ হয় (জীবনের)। ইহার অর্থ এই যে, তিনি তিন বৈশিষ্ট্যে আরোপিত বলে বুঝায়।

৪৯. কিরূপে ? তিনি এই শত বৎসরকে তিনটি স্তরে বিভাজিত করেন। অর্থাৎ প্রথম স্তর, মধ্য স্তর এবং শেষ স্তর। এখানে প্রথম স্তরে তেত্রিশ বৎসর পরবর্তী তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর মধ্যস্তর এবং তেত্রিশ বৎসর হল শেষ স্তর। সুতরাং তিনস্তরে বিভাজনের পর (তিনি তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন) রূপের ঘটনা ঘটে প্রথম স্তরে, মধ্যস্তরে না পৌঁছতে নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ইহা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখময় যা দুঃখময় তা অনাত্মা। তদ্রূপ মধ্যস্তরে উৎপন্ন রূপ শেষ স্তরে পৌঁছার আগেই নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ইহার অনিত্য দুঃখময় এবং অনাত্ম শেষ স্তরের তেত্রিশ বৎসর স্থিতি

বর্জিত মৃত্যু। সুতরাং তাহাও অনিত্য এবং দুঃখময় এবং অনাত্মা। ইহা এভাবে তিনি তিন পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যে আরোপ করেন।

৫০. ২. (খ) প্রথম স্তর অর্থ দ্বারা বুঝায় "প্রত্যেক স্তরে যা বৃদ্ধত্বে উপনীত করে যা তিরোধান হয় এতে আরোপিত তিন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। তিনি পুনরায় যা প্রবীণ হয় তাতে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে নিম্নোক্ত দশ দশকে দেখানো যায় মন্দ দশকে, ক্রীড়া দশকে, ধর্ম দশকে, বল দশকে, কন্যা দশকে, হানি দশকে, স্তব্ধ দশকে, বন্ধ দশকে, মোন্ধ দশকে, সরন্দ দশকে, এ সব দশ দশকে যা প্রবীণত্বে পৌঁছে তা বিলুপ্ত হয়।

৫১. এখানে, এসব দশক বশে প্রথমত প্রথম শত বৎসরে দশ বৎসর এক ব্যক্তির জীবনকে বলা হয় মন্দ (কচি) দশক অস্থির শিশু। পরের দশ বৎসরকে বলা হয় ক্রীড়া দশক। যেহেতু এ সময় সে ক্রীড়া পছন্দ করে। পরের দশ বৎসরকে বর্ণ দশক। যেহেতু এসময় তার সৌন্দর্য পূর্ণতায় উপনীত হয়। পরবর্তী দশ বৎসরকে বল দশক। যেহেতু এসময়ে তার এবং শক্তি পূর্ণতায় বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দশ বৎসর জ্ঞেয় দশক। যেহেতু এসময়ে তার প্রজ্ঞা স্থাপিত হয়। এমন কি একজন স্বভাবত প্রজ্ঞায় দুর্বল কোন কোন প্রজ্ঞায়, মনে হয় সে সময়ে উৎপত্তি হয়। পরবর্তী দশ বৎসরকে ক্ষয় দশক। যেহেতু তখন তার ক্রীড়ায় বল শক্তি এবং প্রজ্ঞা তখন ক্ষয় হতে থাকে। পরবর্তী দশ বৎসরকে স্তব্ধ দশক বলে। যেহেতু আকৃতি (৬২০) স্থগিত হয় সম্মুখ গমন স্তব্ধ হয়। পরবর্তী দশককে এক দশক বলে। যেহেতু তখন তার আকৃতি লাঙ্গলের মত বেঁকে যায়। পরবর্তী দশ বৎসর তিনি যা করেছেন তা ভুলে যান। পরবর্তী দশ বৎসরকে বলা হয় প্লাবন দশক। যেহেতু তখন শতবর্ষীয় চলন হয়।

৫২. এখানে যা উৎপত্তি হয় তা প্রতি স্তরে প্রবীণ হয় অনুসারে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপের লক্ষ্যে এসব দশকের দ্বারা সাধক এভাবে বিবেচনা করেন প্রথম দশকে উৎস রূপ দ্বিতীয় দশকে পৌঁছার পূর্বে নিরোধ হয়। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম। ইহা যেভাবে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়।

৫৩. ২. গ. তিন বৈশিষ্ট্য আরোপিত করে প্রতি স্তরে যা প্রবীণত্ব লাভ করে তা তিরোহিত হয় অনুসারে এসব দশকের দ্বারা, তিনি পুনরায় প্রতি স্তরে যা প্রাচীণত্ব লাভ করে তার তিরোধান অনুসারে

৫৪. একই শতবর্ষ ধরে নিয়ে বিশ অংকের প্রত্যেক স্তরে পাঁচ বৎসর নিতে হয়। কিরূপে ? তিনি এভাবে বিবেচনা করেন প্রথম পঞ্চ বৎসরে উৎপন্ন রূপ সেখানে দ্বিতীয় পঞ্চ বৎসরে পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম। দ্বিতীয় পক্ষ বাসরে উৎপন্ন রূপ তৃতীয় নবম পঞ্চ বৎসরে নিরুদ্ধ হয় পঁচিশ বৎসরে পৌঁছার পূর্ব অর্থাৎ সর্বশেষ মৃত্যু পর্যন্ত সমর্থ। সুতরাং উহাও অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম।

৫৫. ২. ঘ. প্রতিস্তরে যা প্রবীণত্বে উপনীত হয়'- এ বৈশিষ্ট্য আরোপিত করে এরূপ বিশটি অংশে তিনি আবার তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন যা প্রতিস্তরে প্রবীণত্বে উপনীত করে অনুসারে চার বৎসরের মধ্যে পঁচিশ অংশ গ্রহণ করেন। ঙ. তিন বৎসরে তেত্রিশ বৎসর গ্রহণ করে চ. প্রত্যেক দুই বৎসরে বার পঞ্চাশ অংশ গ্রহণ করে ছ. প্রত্যেক এক বাসর শত বৎসর গ্রহণ করেন।

২. জ. প্রতি স্তরে যা প্রবীণত্বে পৌঁছিয়ে তিরোহিত হয়, তিন ঋতুর যে কোন ঋতু দ্বারা তিন অংশে যে কোন প্রত্যেক বৎসর।

৫৬. কিরূপে? চার মাসে সে রূপের উৎপত্তি তাবর্ষায় ২ মাসে শরৎকালে না পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়। শীতের উৎপন্ন রূপ গ্রীষ্মে পৌঁছায় আগে নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ইহা অনিত্য (৬২১) দুঃখ এবং অনাত্ম।

৫৭. ২. ঝ. এসব এরূপে আরোপিত হয় তিনি পুনরায় ছয় অংশে এক বৎসরকে গ্রহণ করে এবং আরেপিত হয়ে একপকেতিন বৈশিষ্ট্য আরোপিত করে প্রত্যেক স্তরে যা জন্মায় তা প্রবীণত্বে উপনীত আরোপ করে'- অনুসারে এভাবে দু মাস বর্ষায় উৎপন্ন রূপ হেমন্তে পৌঁছানোর পূর্বে নিরুদ্ধ হয়। বসন্তে উৎপন্ন রূপ হেমন্তে উৎপন্ন রূপ শীতে বসন্ত রূপ গ্রীষ্ম পৌঁছার পূর্বে নিরুদ্ধ হয়, পুনরায় গ্রীষ্মে উৎপন্ন রূপ। সুতরাং ইহাও অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম।

৫৮. ২. ঞ. এসবকে তিনি এরূপে আরোপ করে তিনি তারপর চন্দ্রের অন্ধকার এবং আলো দু সমান ভাগে ভাগ করেন : রাতে উৎপন্ন রূপ দিবায় আলোয় পৌছার আগে নিরুদ্ধ হয়, দিবার আলোয় উৎপন্ন রূপ রাতের অনুকারে পৌঁছায় আগে নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৫৯. ২. ট. পরবর্তীতে তিনি দিবা রাত্রির দ্বারা তিন তিন বৈশিষ্ট্য দ্বারা আরোপিত করেন রাতে উৎপন্ন রূপ দিনে না পৌঁছে নিরুদ্ধ হয় দিনে

উৎপন্ন রূপ রাতে না পৌঁছে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৬০. ২. ১. তারপর তিনি একই দিনকে ছয় অংশে বিভক্ত করে সকাল থেকে শুরু করে আরোপ সকালে উৎপন্ন রূপ দুপুরে পৌঁছার পূর্বে নিরুদ্ধ হয়। দুপুরে উৎপন্ন রূপ সন্ধ্যায় পৌছার পূর্বে নিরুদ্ধ হয়। সন্ধ্যায় উৎপন্ন রূপ প্রথম ঘন্টায় (রাত) পৌছার পূর্বে নিরুদ্ধ হয়। প্রথম ঘন্টায় উৎপন্ন রূপ মধ্যঘণ্টায় মধ্য ঘণ্টায় উৎপন্ন রূপ শেষ ঘন্টায় পৌছার পূর্ব নিরুদ্ধ হয়। শেষ ঘন্টায় উৎপন্ন রূপ গুণ সকাল বেলায় পৌঁছার পূর্ব নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৬১. ২. ঠ. এসবকে এভাবে আরোপিত করে তিনি পুনরায় তাতে তিন পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যে আরোপ করেন। একই রূপে সামনে চলন এবং পশ্চাৎ চলন এবং দর্শন বঙ্ক এবং প্রসারণ করেন ঃ সামনের দিকে চলন রূপ পশ্চাতে না পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়। পশ্চাতে চলন রূপ সামনের দিকে চলন রূপ পশ্চাতে সামনের দিকে না পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয় সামনের দিকে চলন রূপ দেখে থাকে বাঁকারূপে। বাঁকাভাবে উৎপন্ন রূপ সেখানেই প্রসারণই নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ইহা অনিত্য দুঃখ, অনাত্ম (M.A.i-260)

৬২. ২. ড. পরবর্তীতে তিনি একমাত্র পদক্ষেপকে ছয় অংশে বিভক্ত করেন। যথা- উর্দ্ধ উত্তোলন সামনে উত্তোলন, পার্শ্ব উত্তোলন নিম্নে নিক্ষেপ নিম্নে স্থাপন এবং উপরে ধারণ।

৬৩. এখানে উর্দ্ধ উত্তোলন- মাটি থেকে পা উপরে উত্তোলন। সামনে পদক্ষেপ সামনের দিকে পদক্ষেপ পার্শ্বে স্থানান্তর হল পা এক পাশে স্থানান্তর বা সামনে কাঁটা কাঁটা পাদ কিংবা সর্প দর্শনে পার্থ পদক্ষেপ ইত্যাদি। নিম্নে নত করে পাকে নিচু করে (৬২২) নিম্নে স্থাপন করে ভূমিতে পা রেখে। নিম্নে স্থাপন করে পাকে ভূমিতে যখন অপর পা উপরে উত্তোলিত।

৬৪. এখানে উত্তোলনে দুই ধাতু, পৃথিবী, আপধাতু অধীন, এবং জড় যেখানে, সেখানে অপর দ্বয় অগ্রগন্য এবং শক্ত। অনুরূপভাবে সামনে এবং পার্শ্ব একটা নিম্নে নামানো দুই ধাতু, তেজধাতু এবং বাষ্প ধাতু অধীন এবং জড় যেখানে সেখানে অপরদ্বয় অগ্রগন এবং শক্ত। অনুরূপভাবে নিচে স্থাপন নিম্নে স্থিরীকরণ।

তিনি 'প্রত্যেক স্তরে যা উৎপন্ন হয় তা তিরোহিত হয়'- অনুসারে রূপে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন, যদ্বারা তিনি এখানে ইহাকে ছয় অংশে বিভক্ত করলেন।

৬৫. কিরূপে ? তিনি সিদ্ধান্ত নেন ধাতু এবং রূপ উৎপন্ন রপ সবের উত্তোলনের সাথে পরবর্তীতে সামনের দিকে পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং এসব অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। অনুরূপভাবে যে সব সম্মুখ স্থানান্তর ঘটলে পার্শ্ব স্থানান্তর ঘটলে নিচে নমিত হলে নিম্নে নমিত করলে সে সব, সে সব নিচে নমিত করলে স্থাপন করলে সেসব নিচে স্থাপনে নিচের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সংস্কার ভঙ্গ হয়ে যায় যেমন করে তিল বীজ কড়াইতে নিক্ষেপ করে ভাজা হয়। যেখানে তারা উৎপন্ন হয় সেখানে তারা স্তরে পরের অংশে পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয় খণ্ডে খণ্ডে প্রত্যেক পর্যায়ক্রমে, সুতরাং এইসব অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৬৬. বিদর্শনে তিনি যখন স্তরে স্তরে সংস্কার সমূহ এভাবে অবলোকন করেন; তাঁর রূপ সম্বন্ধে ধারণা (বোধ) ক্ষীণ হয়ে যায়। ক্ষীণ সম্পর্কে এখানে একটি কাহিনি হল : এক সীমান্ত অধিবাসী, ধরা যায়- সে কাঠের বা ঘাসের আগুনে পরিচিত। এর পূর্বে কখনো লণ্ঠন দেখেনি। সে নগরে গিয়ে উপনীত হল। বিপনিতে লণ্ঠন জ্বলতে দেখে সে এক লোককে জিজ্ঞেস করল। 'এ সুদৃশ্য বস্তুটিকে ভাই কি বলে?' এ সদৃশ্যটিতে কি আছে ? ইহাকে লণ্ঠন বলে। যখন ইহার তেল সলিতা নিঃশেষ হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। অপরজন তাকে বলল ; 'উহা অসংস্কৃত (অপরিপক্ক) ভাবে স্থাপিত। ইহার তৃতীয় অংশ হল শিখা প্রত্যেক স্তরের সলিতা সর্বক্ষণ পোড়াচ্ছে অপর প্রান্তে পৌছার আগে নিরুদ্ধ হয়ে যায়।' অপরাপরেরা তাকে বলল উহাও অসংস্কৃতভাবে স্থাপিত প্রত্যেকটি ইঞ্চিতে শিখা অর্ধ ইঞ্চিতে শিখা প্রত্যেক সূত্রে, প্রত্যেক গুণে, সূত্রের অপর গুণে পৌছার আগে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শিখা সলিতার সূত্র ছাড়া আসে না।'

৬৭. ৬২৩. এখানে সাধকের রূপে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে, গ্রহণ ও বর্জনে শত বৎসর সংস্কার পরিচ্ছেদ মানুষটির প্রজ্ঞা এভাবে বিবৃত করা হয়েছে : তৈল ও সলিতা কোথায় যায় কেউ বলতে জাননে না। সাধকের তিন রূপ বৈশিষ্ট্যের "প্রতিস্তরে কোথায় উৎপন্ন নিরোধ হয় অনুসারে সংস্কার পরিচ্ছেদে আরোপিত শতবর্ষের তৃতীয়াংশে মানুষটির মত তার প্রজ্ঞা

এভাবে বর্ণিত প্রদীপ শিখার সলিতার প্রত্যেক তৃতীয়াংশ পৌঁছায় আরো নিরুদ্ধ হয়ে যায়। সাধক সংস্কার পরিচ্ছেদ দশ, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক, বৎসর রূপে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন। যেমন লোকটির বর্ণিত যথা শিখা প্রতি ইঞ্চিতে অপরাংশে পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়। সাধকের তিন বৈশিষ্ট্যে আরোপিত রূপ পরিচ্ছেদে চার মাস এবং দুই মাস সময় ধরে শ্রেণিভাগ দ্বারা তিন ভাজন, চার ভাজন অনুসারে ঋতুকে লোকটির বর্ণিত মতে : 'প্রত্যেক অর্ধাংশ ইঞ্চিতে শিখা নিরুদ্ধ হয় অপর অংশে পৌঁছার আগে। সাধক তিন বৈশিষ্ট্যে আরোপ করে, আরোপ করে রূপ পরিচ্ছেদে অন্ধকার, আলোক চন্দ্রের দুভাগে বিভক্ত দ্বারা দিবা রাত্রি দ্বারা এবং সকাল ইত্যাদি দ্বারা একদিন একরাত ছয় অংশ নিয়ে লোকটির প্রজ্ঞার মতো এভাবে বর্ণিত প্রতি সত্তার শিখা অপর অংশে পৌঁছার আরো নিরুদ্ধ হার। সাধকের তিন বৈশিষ্ট্যে আরোপ রূপ পরিচ্ছেদে যে কোন একটি অংশ দ্বারা যথা সামনে চলন ইত্যাদি উর্দ্ধে উত্তোলন ইত্যাদি লোকটির প্রজ্ঞা সুদৃশ যথা প্রত্যেকটি নালিতে শিখা অপর অংশে না পৌঁছাতে নিরুদ্ধ হয়।'

৬৮. ২. ৬. এরূপে বিভিন্ন উপায়ে আরোপিত তিন বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতি স্তরে যা উৎপন্ন তা নিরুদ্ধ হয় তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, একই রূপ চার ভাজনে বিভক্ত করে, আহারজ ইত্যাদি এবং পুনরায় প্রত্যেক অংশে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন।

৩. এখানে রূপ আহার থেকে উৎপন্ন বলে ক্ষুধা এবং তার তৃপ্তির মাধ্যমে তা প্রকট হয়। রূপ যার থেকে উৎপাদিত যখন কেউ ক্ষুধার্ত উত্তপ্ত করে এবং পুরাতন ইহা কদাকৃতি, বিকৃত, উত্তপ্ত কাঁটা গাছের গোড়ার মত একটি দাঁত কাক যেমন কাঠ কয়লার খনি 'উহা উৎপন্ন নয় যখন ক্ষুধা এবং তৃপ্তি পায় নিজে, সদ্য, কচি, মসৃণ এবং নরম, এরূপ হয়। এখানে বিচক্ষণতা এই যে, তিনি এভাবে তিন বৈশিষ্ট্য একত্রে আরোপ করেন যখন রূপ উৎপন্ন হয় যখন কেউ ক্ষুধার্ত হয়। সেখানেই নিরুদ্ধ হয় ক্ষুধার তৃপ্তির সময় পৌঁছে না। রূপ উৎপন্ন হয়, যখন ক্ষুধা তৃপ্ত হয়, সেখানে নিরুদ্ধ হয়, সময়ে পৌঁছার আগে যখন কেউ ক্ষুধার্ত থাকে। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৬৯. ৪. ঋতুজ শৈত্য ও তপ্ত দ্বারা ইহা প্রকট হয়। যা রূপ থেকে জাত যখন ইহা তপ্ত করা হয় তখন তা জীর্ণ এবং কদাকার হয়। (৬২৪) শৈত্য, তাপে উৎপন্ন রূপ হৃষ্টপুষ্ট, সদ্য কচি মসৃণ এবং স্পর্শে নরম বোধ হয়। এখানে বিচক্ষণতা যে, তিনি তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন এভাবে রূপ উৎপন্ন হয় যখন ইহা শৈত্যে পৌঁছার আরো নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৭০. **কর্মজ** - কর্মজ প্রকট হয় কাম দ্বারের মাধ্যমে (বিজ্ঞানায়তন) চক্ষুদ্বার ক্ষেত্রে ত্রিশ প্রকার রূপীয় উপমা চক্ষু, কায় এবং কাম দশকে। কিন্তু চব্বিশ প্রকার উপমায় উৎপন্ন ঋতু, চিত্ত এবং আহার (অর্থাৎ তিনরিক্ত অষ্টক) তাদের সহায়ক সহ চুয়ান্ন প্রকার হয়। অনুরূপভাবে : দ্বার ক্ষেত্রে কর্ণ, নসিকা এবং জিহ্বা। কায় দ্বারের ক্ষেত্রে কায় দশক সহ চুয়াল্লিশ প্রকার এবং কাম এবং ঋতুজ উদাহরণসহ এবং ইত্যাদি। মনোদ্বারের ক্ষেত্রে চুয়ান্ন প্রকার। ইহা ছাড়াও হৃদয় সে সব রূপ হৃদয়ঙ্গম করে ইহাতে তিনি তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন। চক্ষুদ্বারে উৎপন্ন রূপ কর্ণদ্বারে পৌঁছার আরো নিরোধ হয়ে যায়, বর্ণ পারে উৎপন্ন রূপ ক্ষেত্রদ্বারে উৎপন্ন রূপ ঘ্রাণদ্বারে পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। জিহ্বা দ্বারে জিহ্বা দ্বারে উৎপন্ন রূপ কায় দ্বারে কায়স্মরে উৎপন্ন জ্বরা মনোদ্বারে পৌঁছার নিরুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৭১. ৬. চিত্তজ - চিত্তজ (ব্যবহার ক্ষেত্রে) একজনে জয় এবং দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে প্রকট হয়। আনন্দপূর্ণ, সূক্ষ্ম (মসৃণ), কচি, সতেজ এবং স্পর্শ কোমল তা অনুভবের সময় রূপ উৎপন্ন হয়। যখন তিনি শোকার্ত তপ্ত, জীর্ণ এবং কদাকারগস্থ্ম, তখন উৎপন্ন হয়। তা অবগত হয়ে তিনি ততে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ বা বেন : রূপ শোকার্ততায় পৌঁছার আদর্শ, রূপ উৎপন্ন হচ্ছে যে সময় শোকার্ত নিরোধ হয় যখন আনন্দ যায় সময় পৌঁছায়, আগে। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

৭২. যখন তিনি চিত্তজ রূপ অবগত হন এবং তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন এভাবে ইহাতে এ অর্থ তার কাছে প্রকট হয়।

জীবিতং অত্তভাবো চ সুখ দুক্খা চ কেবলা,
এক চিত্ত সমাযুত্তা লহুসো বত্ততো খনো।
চল্লাসীতি সহস্সানি কপ্পং তিট্ঠন্তি যে মরূ,

ন ত্বেব তেপি তিটঠন্তি দ্বিহিচি্‌ত্তেহি সমোহিতা
যে নিরোধা মরণতস্‌স, তিট্‌ঠমানস্‌স বা ইধা,
সসেব সাদসা খন্ধা, গতা অপ্‌পটিসন্ধিকা।
অনন্তরা চ যে ভগগা, যে চ ভগ্‌গা অনাগতে,
তদন্তরা নিরোধানং বেসনং নত্থি লক্‌খণে।
অনিবত্তেন ন জাতো পচ্চুপন্নেন জীবতি,
চিত্ত ভঙ্গা মতো লোকো পঞ্‌ঞত্তি পরমত্তিয়া।
অনিবত্তেন ন জাতো পচ্চুপন্নেন জীবতি,
চিত্ত ভঙ্গা মতো লোকো পঞ্‌ঞন্তি পরমত্তিয়া।
অনিধান গতা ভগ্‌গ পুত্তং নত্থি অনাগত্তে,
নিব্বত্তা যে মিপি তিট্‌ঠন্তি
নিব্বত্তঞ্চ ধম্মানং ভঙ্গে সেসং পুরক্‌খতো,
পলোকধম্মা তিট্‌ঠন্তি পুরাণেহি আমিসি্‌সতা
অদস্‌সনন্তো আয়ন্তি ভগ্‌গা গচ্ছন্তু দসনং
বিজ্জুপ্‌পাদোব আকাসে উপ্‌পজ্জন্তি বয়ন্তি গতি (মহা. নি)

– জীবন সত্ত্ব সুখ দুঃখ মাত্র একাকী সবে,
এক চিত্ত যোগ ক্ষণে চটাৎ শব্দ ভবে।
দেব বাস করে যথা চুরাশীতি সহস্র কল্পতে,
এরূপেতে দুটিক্ষণ হয় কোন মতে।
মৃত্যু কিংবা জীবনেতে স্কন্ধ নিরোধে,
ফিরে না বিরোধে অবরোধে,
একভাবে গত সবে ফিরে না বিরোধে।
মধ্যে যেসব ভেঙে যায় কিংবা ভবিষ্যতে,
বিশেষ লক্ষণেতে পূর্বে নিরুদ্ধ সাধিতে।
কোন ভাব জন্ম না হয় বিজ্ঞান বা জন্মে,
যখন বর্তমানে রয় তবে কয় জীবন জন্ম।
বিজ্ঞানের নিরুদ্ধ যদা তদা ভবের মৃত্যু,
উর্দ্ধ প্রজ্ঞায় এ ধারণা গ্রহণীয় অনিবার্য সত্য
নেই ভাণ্ড ভঙ্গের তরে ধর্ম নিয়ে সেই ভাবী সঞ্চয়

যথা সূচ্যাগ্র যা ভবে জন্মে, সমান্তরাল
ধর্ম ভঙ্গে পূর্তে ধ্বংস তাদের জন্মেতে।
ক্ষয়ে বর্তমান যাহা বিনিশ্রিত অতীত
তা কোথেকে আসে না, ভাঙ্গে না, যায় না কোথা
ভিতরে বাহিরে প্রকাশে আকাশের আলোক সম (Nd. 1-42)

৭৩. ৪. আহার ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন তাতে তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে, তিনি পুন তিন বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক রূপ আরোপ করেন। প্রাকৃতিক রূপ হল বহির রূপ যা ইন্দ্রিয়ের সাথে আবদ্ধ নয় এবং বিশ্ব বিস্তার কল্পের সাথে উৎপন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ লৌহ, তামা, টিন, সীসা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মনিমুক্তা, ফিরোজ (মনি), শঙ্খ, খোসা (কচ্চপ) মার্বেল পাথর, প্রকল্প, পদ্মরাগ মণি, রঙিন মনি, মৃত্তিকা, পাথর, শিল্প, ঘাস, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি (Vbh. 83) অশোক বৃক্ষের অঙ্কুর থেকে ইহা তাহার

৭৪. কাছে প্রকট হয়। সে কারণে সীমানার পুষ্পের খুঁটি দিয়ে শুরু করা যায়। অত:পর এক বা দুদিন পর ইহা লাল হয়, শুরু করা যায়। অত:পর এক বা দুদিন পর ইহা ঘন লাল হয়, তারণার বাদামী কচি আমগাছের অঙ্কুরের মত হয়, পরে উৎপন্ন অঙ্কুরের রং, পরে সীমানার খুঁটি পুষ্পের পাতায় রং তারপর কৃষ্ণ সবুজ পাতার রং হয়। এভাবে অনুসৃত হয়ে পরবর্তী স্তরের প্রাকৃতিক রূপ ধারাবাহিক। ইহা অবশেষে ইহা যথায় পল্লব গুচ্ছ হয়। এবং বৎসর শেষে ইহা কাণ্ড থেকে ঝরে পড়ে এবং পতিত হয়।

৭৫. বোধগম্য যে, তিনি ইহাতে তিনি বৈশিষ্ট্য এভাবে আরোপ করেন : উৎপন্ন রূপ যখন সীমানার খুঁটির পুষ্পের মতো নিবিড় লালে না পৌঁছার আগে নিরুদ্ধ হয়। পুষ্প যখন নিবিড় লাল রূপ উৎপন্ন হয় মন্দলাল, পুষ্প যখন মন্দ লাল তখন রূপ উৎপন্ন কচি আমের অঙ্কুর রং, রূপ উৎপন্ন হয়, যখন ইহার রং কচি আমের অঙ্কুর হয়। উৎপন্ন অঙ্কুরের রং উৎপন্ন অঙ্কুরের রং যখন রূপ উৎপন্ন হয় সীমানার খুঁটির সবুজ রংয়ের পাতার রং সময় রূপ উৎপন্ন হয় যখন সবুজ পাতার রং হয় ঘন সবুজ পাতার রং ঘন সবুজ রংয়ের সময় রূপ উৎপন্ন হয়, যখন পল্লব গুচ্ছ সময় রূপ উৎপন্ন হয় ঝুঙ্কিত পল্লব গুচ্ছের সময় নিরুদ্ধ হলে, যখন কাণ্ড থেকে ইহা ঝরে পড়ে সময়ে পৌঁছার আগে। সুতরাং ইহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

তিনি প্রাকৃতি সব রূপ এভাবে বোঝেন

ইহাই প্রথমত তিনি তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সংস্কার আরোপ করেন রূপ সপ্তকের সাহায্যে।

[অরূপ সপ্তক]

৭৬. শিরোনামে বর্ণিত অরূপ সপ্তকগুলো হল : ১. কলাপ দ্বারা ২. যমক দ্বারা, ৩. ক্ষণদ্বারা ৪. পরিপাটি দ্বারা ৫. দৃষ্টি উদঘাটন দ্বারা ৬. মানস উদঘাটন দ্বারা ৭. সংস্পর্শ অবসান

৭৭. ১. কল্যাণ এখানে স্পর্শ পঞ্চক ধর্মকে কলাপ (সংমিশ্রণ) বোঝায়। কিরূপে ? এখানে তিনি কল্যাণ দ্বারা বোঝেন হয় অর্থাৎ কোন ভিক্ষু এভাবে মনন করেন : স্পর্শ পঞ্চকের অন্তর্গত ধর্মাদি কেশ স্পর্শে পঞ্চকে উৎপন্ন হয়। যথা- কেশ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, স্পর্শ পঞ্চক কর্মে উৎপন্ন লোম বশে মস্তিষ্ক পঞ্চক স্পর্শ ধর্মে উৎপন্ন বশে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, এসব ধর্মাদি পরপর অংশে ও কালে ঘটে পৃথক ২ তিল বীজ তপ্ত ভাজনে নিক্ষেপ করে ভাজা হয় প্রত্যেকটি পরবর্তীতে না পৌঁছবে আগে ঃ যেহেতু উহারা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই বিশুদ্ধি প্রথমত সূত্রানুসারে।

৭৮. আর্যবংশ ঐতিহ্য সূত্র মতে কলাপ দ্বারা তার সংমর্শন হয়। যখন পরবর্তী চিত্তে তিনি সংমর্শন করেন : অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, সে চিত্ত যা রূপ সংমর্শন হয় : অনিত্য, দুঃখ, অনাঙ্গ সপ্তকের সপ্তস্থানে পূর্বাহ্নে প্রদত্ত হয়েছে। যেহেতু এ পদ্ধতি গ্রহণ যোগ্য বলে আমরা অবশিষ্ট ব্যাখ্যায় তাতে সীমিত থাকব।

৭৯. যমক দ্বারা ভিক্ষু অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম (বোঝে০ সংমর্শন করে আদান-প্রদানে তিনি সংমর্শন (বোঝেন) যে, চিত্ত যা তিনি রূপে বুঝেছেন) অনুরূপভাবে অনিত্য, দুঃথ, অনাত্ম পরবর্তী চিত্তের দ্বারা। তিনি অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম দ্বারা সংমর্শন (অনুধাবন) করে নিরুদ্ধ রূপ প্রতি স্তরে যা প্রবীণ হয় এবং সে উৎপন্ন রূপ হতে। ঋতু হতে, কর্মজ, চিত্ত উৎপন্ন এবং এবং প্রকৃতিগত তিনি সংমর্শন করেন যে, চিত্ত ও অনিত্য দুঃখ, অনাত্ম পরবর্তী চিত্তের দ্বারা। এরূপে তাকে যমক সংমর্শন বলা যায়।

৮০. ৩. ক্ষণিক ভিক্ষু অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম সংমর্শন করে রূপের গ্রহণ বর্জনে তিনি সংমর্শন করেন যে প্রথম চিত্ত (যাতে করে তিনি রূপ সংমর্শন করেন) যা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম দ্বিতীয় চিত্ত দ্বারা। এবং ঐ দ্বিতীয় চিত্ত তৃতীয় চিত্ত দ্বারা, তৃতীয় চতুর্থটি দ্বারা, পঞ্চম চিত্ত এবং উহাও তিনি অনিত্যে

দুঃখ, অনাত্ম বশে সংমর্শন করেন। তিনি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম সংমর্শন করে প্রতি স্তরে যা প্রবীণ যা তা নিরুদ্ধ হয়। যা আহার হতে যা ঋতু হতে যা উৎপন্ন হয়। কর্মজ চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিগত তিনি সংমর্শন করেন যে, প্রথম চিত্ত অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম বশে দ্বিতীয় চিত্ত দ্বারা এবং দ্বিতীয় চিত্ত তৃতীয় চিত্ত দ্বারা এবং তৃতীয় চিত্ত চতুর্থ চিত্ত দ্বারা এবং চতুর্থ চিত্ত পঞ্চম চিত্ত দ্বারা এবং উহাও তিনি সংমর্শন করেন অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম বশে। এভাবে চতুর্থ চিত্ত সংমর্শন করেন অনিত্য দুঃখ অনাত্ম বশে। চতুর্থ চিত্ত এরূপে সংমর্শন করে প্রত্যেকটিতে রূপ জ্ঞাত হয়ে তাঁকে ক্ষণে সংমর্শন বলা যায়।

৮১. ৪. প্রতিপাদিত তিনি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম সংমর্শন জ্ঞাত বশে, রূপের গ্রহণ বর্জনে তিনি সংমর্শন করেন যে, প্রথম চিত্ত অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, দ্বিতীয় চিত্ত দ্বারা এবং দ্বিতীয় তৃতীয় দ্বারা এবং তৃতীয় চতুর্থ দ্বারা এবং দশম, একাদশ দ্বারা এবং উহাও তিনি সংমর্শন করেন অনিত্য দুঃখ, অনাত্ম বশে। তিনি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম সংমর্শন করে প্রতি স্তরে যা প্রবীণত্বে উৎপন্ন রূপ নিরোধ হয় এবং তা আহার হতে উৎপত্তি ঋতু হতে উৎপত্তি কর্মজ চিত্ত এবং প্রকৃতিগত। তিনি সংমর্শন করেন যে, চিত্ত অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম দ্বিতীয় চিত্ত দ্বারা এবং দ্বিতীয় তৃতীয়টি দ্বারা এবং দশম একাদশ দ্বারা এবং উহাও তিনি সংমর্শন করেন অনিত্য দুঃখ, অনাত্মে বশে। সংমর্শনে ইহাতে রত থাকা যায়। এভাবে প্রতিপাদিত বিদর্শনে এমন কি সারাদিন ব্যাপী। কিন্তু উভয় রূপক ধ্যান বিষয়। এবং অরূপ ধ্যান বিষয় সুস্পষ্ট হয় যখন সংমর্শন গৃহীত হয় কমপক্ষে দর্শন চিত্তে। সে কারণে উক্ত হয়েছে যে, ইহা দর্শনে গিয়ে বন্ধ হয়। যখন তিনি ইহা সংমর্শন করেন এভাবে তখন তাকে বলা হয় প্রতিপাদিক সংমর্শন।

৮২. ৫. ৭. **দৃষ্টি (মিথ্যা) পরিহার, মান পরিহার এ স্পর্শ পরিহার ঃ** এ তিন বিষয়ে কোন নিজস্ব পদ্ধতি নেই। কিন্তু যখন তিনি পূর্বোক্ত মতে অর্জিত জ্ঞান প্রকাশ করেন এবং তাহা এখানে অরূপ বশে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তিনি দেখেন যে তাতে কোন সজীব প্রাণী নেই। অধিকন্তু দেখেন রূপ এবং অরূপ। যত তাড়াতাড়িতে তিনি যখন জীব প্রত্যক্ষ করেন তখন জীব সংজ্ঞা দূর হয়। অত:পর মিথ্যা দৃষ্টি তাঁর কাছে উৎপত্তি হয় না। যখন মিথ্যা দৃষ্টি উৎপত্তি হয় না, তখন মিথ্যাদৃষ্টি অপসারিত হয়। যখন তিনি

চিত্তসহ সংস্কার লক্ষ্য করেন যা হতে মিথ্যাদৃষ্টি অপসারিত হয়। যখন তিনি চিত্তসহ সংস্কার লক্ষ্য করেন যা হতে মিথ্যাদৃষ্টি অপসারিত, হয় তখন তার নিকট মিথ্যা অহংকার (Concit) অপসারিত হয়। চিত্তসহ যখন তিনি সংস্কার লক্ষ্য করেন তখন মিথ্যা অহংকার অপসারিত হয় তখন লোভ তাঁর কাছে উৎপন্ন হতে পারে না। যখন লোভ উৎপত্তি হয় না স্পর্শের অবসান হয়। ইহা প্রথমত বিশুদ্ধির প্রথম সূত্র।

৮৩. **কিন্তু আর্যবংশ ঐতিহ্য অনুসারে শিরোনাম এভাবে সাজানো যায় :** মিথ্যাদৃষ্টির উচ্ছেদে অহমিকাজনিত মিথ্যাদৃষ্টি দূর হয়। স্পর্শের অবসানে নিম্নরূপ সাজানো যায় : "আমি বিদর্শনে লক্ষ্য করি (৬২৮) আমার বিদর্শন।" মিথ্যা দৃষ্টি অবগত তাঁর মধ্যে যিনি এভাবে গ্রহণ করেন : বিদর্শনে একমাত্র ক্রিয়াই সংস্কার সংমির্শন সংজ্ঞা, এবং এসবকে পরিচ্ছেদ করে।" অহমিকাকে গ্রহণ করেন তাঁর নিস্কৃতি উচ্ছেদ নেই। যথা ঃ "আমি আদ্যোপান্ত দেখি বিদর্শন দিয়ে আমি বিদর্শনে স্পষ্টভাবে দেখি।" অহমিকা তাঁর কাছে উচ্ছেদ হয়। যিনি এভাবে যা গ্রহণ করেন : বিদর্শন দিয়ে সংস্কারই ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে। সংমর্শন করে, সংজ্ঞায়ন, দূরদৃষ্ট এবং তাদের পরিচ্ছেদ করে। সংস্পর্শে তার কাছে অবসান হয় না যিনি বিদর্শনকে এভাবে গ্রহণ করেন ঃ "আমি বিদর্শনের মাধ্যমে দর্শনে সমর্থ।" তাঁর মধ্যে স্পর্শের কোন অবসান নেই, যিনি এভাবে ঃ "একমাত্র সংস্কারই সংস্কার বিদর্শন দর্শন করেন, সংমর্শন করেন, সংজ্ঞায়ন, দূরদৃষ্ট এবং পরিচ্ছেদ করেন।"

৮৪. মিথ্যা দৃষ্টি বিবর্জিত ব্যক্তি এভাবে দর্শন করেন : যদি সংস্কার আত্মা হতো তবে তাকে আত্মা বললে সঠিক হতো; কিন্তু আত্মা না হয়ে তাদেরকে আত্মা বলা হয়। সুতরাং তারা আত্মা নয়, এ অর্থে যে, তাদের ওপর কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না। তারা জন্মের পর যিনি এভাবে দর্শন করেন : "যদি সংস্কার নিত্য হতো তবে নিত্য বলে গ্রহণ করলে সঠিক হতো"। কিন্তু যেহেতু অনিত্য হয়ে নিত্য বলে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং সেসব অনিত্য এ কারণে যে, জন্মের পর অস্তিত্বহীন। তারা দুঃখময় এ কারণে যে "উদয় ব্যয় অভিঘাতে বিপর্যস্ত। তারা আত্মা নয় একারণে যে

৮৬. এ সবের ওপর কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না।" তার মধ্যে প্রতারণা (নিকান্ত- attachmeat) পরিসমাপ্ত এরূপে : "যদি সংস্কার আনন্দ দায়ক

হতো, তা সেবকের আনন্দদায়ক বলে গৃহীত হবে। কিন্তু তারা সব দুঃখময় গ্রহণ করা হয় সুখকর বশে। সুতরাং তারা সব দুঃখপূর্ণ এ কারণে যে, "উদয় ব্যয় অভিঘাতে পর্যুদস্ত। তারা অনিত্য, যেহেতু জন্ম হতে তারা অস্তিত্বহীন, তারা আত্মা নয়, যেহেতু তাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ

৮৭. করা যায় না।" এরূপে তার কাছে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহারের প্রয়োজন, যে সংস্কারকে অনাত্মারূপে দর্শন করে, দূরদৃষ্টি পরিহারের প্রয়োজন যে, তাদের অনিত্যরূপে দর্শন করে, প্রতারণা (নিকন্তি) পরিহারের প্রয়োজন, যে তাদের দুঃখময় রূপে দর্শন করেন। সুতরাং এ বিদর্শন সঠিক প্রত্যেক ক্ষেত্রে।'

৮৮. ইহা সেভাবে তিনি অরূপ মস্তক দ্বারা তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সংস্কার সংমর্শন করেন।

এ স্তরে রূপক ধ্যান কর্মস্থান এবং অরূপ ধ্যান কর্মস্থান উভয় তাঁর নিকট সুবিদিত হয়।

[১৮ প্রকার মহা বিদর্শন নীতি]

৮৯. এরূপে রূপ কর্মস্থান ধ্যান এবং অরূপ কর্মস্থানে পারগূ হয়ে এবং গভীরভাবে এখানে অনুভব করে আঠার প্রকার মহাবিদর্শনের একটি অংশ। এসবের কাম্য বিষয় অর্জন করতে হবে। অর্জন হবে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞায়। পরিহার করতে হবে ভঙ্গ থেকে শুরু করে পরিহারনীয় বিপরীত বিষয়। যাতে তিনি ইতোমধ্যে গভীরভাবে অনুভব করেছেন।

৯০. **আঠার প্রকার মহাবিদর্শন প্রজ্ঞার নির্ঘন্ট। এতে অনিত্য অনুপ্রস্থান থেকে শুরু করে বিবিধ বিদর্শন রয়েছে। এক্ষণে এসবের মধ্যে থাকছেঃ**

১. অনিত্যানুপ্রস্থান ভাবনা করেন, তাঁর নিত্য সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

২. যিনি দুঃখানুপ্রস্থান ভাবনা করেন, তাঁর (৬২৯) সুখ সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

৩. যিনি দুঃখানুপ্রস্থান ভাবনা করেন, তাঁর আত্ম সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

৪. যিনি অননুরাগানু প্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর অনুরাগ সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

৫. যিনি নির্বিদানু প্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর প্রজ্ঞপ্তি সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

৬. যিনি নিরোধানু প্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর সমুত্থান প্রজ্ঞপ্তি সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

৭. যিনি নিসর্গানুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর আদান প্রজ্ঞপ্তি সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

৮. যিনি ক্ষয়ানুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর নিবিড়তা প্রজ্ঞপ্তি সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

৯. যিনি সংস্কার পতন অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর রাশিকৃত প্রজ্ঞপ্তি সংখ্যা তিরোহিত হয়।

১০. যিনি বিবর্তন অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর নিত্য সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১১. যিনি অনিমিত্ত অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর নিমিত্ত প্রজ্ঞপ্তি সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১২. যিনি অনিস্পিত অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর ইপ্সিত সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১৩. যিনি শূন্যতানুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর প্রবণতা সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১৪. যিনি অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন, তাঁর ভব সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১৫. যিনি যথাযথ অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর আলয় অভিনিবেশ সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১৬. যিনি আদিনব অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর আলয় অভিনিবেশ সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১৭. যিনি প্রজ্ঞাবিস্মিত অনুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর অপ্রপ্রতিবিম্ব সংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

১৮. যিনি সংসার থেকে বিবর্তনানুপ্রস্থান ভাবনা করেন তাঁর সংযোগ অভিনিবেশ সংজ্ঞা তিরোহিত হয়। (P.S. i-327)

৯১. এক্ষণে সাধক অনিত্য ইত্যাদি তিন বৈশিষ্ট্যের আলোকে সংস্কার সমূহকে দেখলেন এবং সে কারণে তিনি আঠার প্রকার মহাবিদর্শনে প্রজ্ঞাপ্ত হয়ে অনিত্য অনুপ্রস্থানে দুঃখ এবং অনাত্মা ইতোমধ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এবং তারপর ১. অনিত্য অনুপ্রস্থান এবং ১১. অনিমিত্ত অনুপ্রস্থান অর্থত এক এবং আক্ষরিকভাবে বিভিন্ন ইত্যাদি ২. দুঃখ অনুপ্রস্থান এবং ১২. অনিস্পিত অনুপ্রস্থান এবং এরূপে ৩. অনাত্মা

অনুপ্রস্থান এবং ১৩. শূন্যতা অনুপ্রস্থান এসবও তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। কিন্তু ১৪. বিদর্শনসমূহের অর্থাৎ মহাপ্রজ্ঞায় সব রকম বিদর্শন এবং ১৫. শুদ্ধ প্রজ্ঞা এবং লক্ষ্য সন্দেহ বিনোদনে দ্বারা বিশুদ্ধিতে সংযুক্ত। (অধ্যা. ১৯)

৯২. বস্তুত এ দুটিও তিনি গভীরে অনুভব করেন। অবশিষ্ট বিদর্শন সমূহ কিছু অনুভবনীয় আর কিছু নয়। আমরা জানিয়ে আলোচনা করব। ইহা গভীরভাবে অনুভূত এ সংকেত থেকে নয়, যা ইতোমধ্যে অনুভব হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত "রূপ এবং অরূপের কর্মস্থানে সম্যক পরিচয় হবে এবং এখানে ইতোমধ্যে অনুভব হয়ে গেছে একটি অংশ যা ১৮ প্রকার মহাবিদর্শনের, যা পরে প্রত্যাশিতভাবে অর্জিত হবে, পূর্ণ প্রজ্ঞায়, যা শুরুতে ভঙ্গানুপ্রস্থান, বস্তুত তিনি বিরোধার্থক বিষয় পরিহার করেন (তিনি যে বিষয়ে গভীরভাবে অনুভব করেছেন।)

[উদয়-ব্যয় অনুপ্রস্থান জ্ঞান]

৯৩. নিত্য ইত্যাদির সংজ্ঞা পরিহার দ্বারা তাঁর প্রজ্ঞা এভাবে পরিশুদ্ধ করে যা অনিত্য ইত্যাদি অনুপ্রস্থানকে প্রতিঘাত করে তিনি অনুক্রমে অনুপ্রস্থান জ্ঞান অতিক্রম করে এবং উদয় ব্যয় জ্ঞান অর্জনের কাজ শুরু করেন। এভাবে তা ব্যক্ত হয়েছে ঃ (৬৩০) সংমর্শন জ্ঞানের পরে বর্তমান ধর্ম্মাদিতে পরিবর্তনজনিত যে জ্ঞান তা উদয়-ব্যয় নামে অভিহিত (P.S.i-1)

৯৪. তিনি যখন যা করেন প্রথমে তা সংক্ষেপে করেন। এ প্রসঙ্গে মূল পাঠ ঃ উদয়-ব্যয় বিবর্তন অনুপ্রস্থান জ্ঞান কিভাবে বর্তমান ধর্মাদিতে অনুপ্রস্থানের প্রজ্ঞা হয় ? বর্তমান রূপজ (রূপীয়) ইহার বৈশিষ্ট্য যোনি উদয়, ইহার বিবর্তন বৈশিষ্ট্য ব্যয় জ্ঞান হল অনুপ্রস্থান। বর্তমান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান চক্ষু (ইত্যাদি) বর্তমান ভব হল জন্ম ইহার যোনি বৈশিষ্ট্য উদয়, বিবর্তন বৈশিষ্ট্য হল ব্যয়। প্রজ্ঞা হল অনুপ্রস্থান (PS-i-54)

৯৫. মূল গ্রন্থের পদ্ধতি অনুসারে তিনি যোনি বৈশিষ্ট্য অবলোকন করেন জন্ম উৎপত্তি কাঙ্ক্ষিত নবায়ন রূপের উৎপত্তি উদয় বশে। এবং বিলয় বশে তিনি বিবর্তন বৈশিষ্ট্য ইহার ধ্বংস ইহার বিনাশ প্রত্যক্ষ করেন।

৯৬. তিনি এরূপে জ্ঞাত হন উৎপত্তির পূর্বে নাম রূপের কোন স্তূপ কিংবা ভাণ্ডার ছিল না। যখন ইহা উৎপত্তি হল তখন তা কোন স্তূপ বা ভাণ্ড হতে আসেনি

এবং যখন ইহা নিরুদ্ধ হল তখন তা কোন দিকে গেল না। কোথাও কোন জমাকৃত স্তূপের পথ বা ভাণ্ডার অথবা গর্তে নিরুদ্ধ হয়ে যায়নি। সেখানে যেমন কোন ভাণ্ডার উৎপত্তির পূর্বে শব্দের কোন গুপ্ত ভাণ্ডার ছিল না যা উৎপত্তি হচ্ছে যখন রাজান হয়, তখন তা কোন ভাণ্ডার হতে আসে না, যখন উৎপত্তি হয় তখন তা কোন ভাণ্ডার হতে হয় না কিংবা কিন্তু হয় তা দিতে যায় না, নতুবা যখন নিরুদ্ধ হয় তখন তা ভাণ্ডারে গিয়ে লেগে থাকে না (S. iv. 197)। পক্ষান্তরে জমা ছিল না বীণা রাজার পর উৎপত্তি হয়, বীণার গৃহীয় এবং লোকের যথামতো কর্মরত যেমন থাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তেমনি সব রকম রূপ এবং অরূপ ধর্মাদি না থেকে থাকে বর্তমানে আনীত হয় থাকে এবং নিশ্চিহ্ন হয়।

৯৭. এভাবে উৎপত্তি বিরুদ্ধে গভীর মনোযোগ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা যায় : তিনি পুনরায় এসব বৈশিষ্ট্য দেখে বিস্তারিত করেন প্রত্যয় এবং ক্ষণকাল ব্যাখ্যায় একই উদয় ব্যয় জ্ঞানে ব্যাখ্যা এভাবে করেন ঃ ১. তিনি প্রত্যয়ের উৎপত্তিতে রূপ স্কন্ধের এরূপ উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করেন অবিদ্যার উৎপত্তিতে রূপের উদয় ২. তৃষ্ণার উদয় ৩. কর্মের উদয় ৪. তিনি প্রত্যয়ের উৎপত্তিতে রূপ স্কন্ধের উৎপত্তি এভাবে প্রত্যক্ষ করেন। আহারের উৎপত্তিতে রূপের উদয় হয়। ৫. যিনি যোনি উৎপত্তি বৈশিষ্ট্যে প্রত্যক্ষ করেন তিনি রূপস্কন্ধ প্রত্যক্ষ করেন। যে ব্যক্তি রূপস্কন্ধ উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করেন তিনি পাঁচ প্রকার বৈশিষ্ট্যের উদয় প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি রূপ স্কন্ধের ব্যয় প্রত্যক্ষ করেন এমর্মে যে, এরূপে প্রতীত্য নিরুদ্ধ হয় ঃ অবিদ্যার স্কন্ধের নিরোধ হয় ২. তৃষ্ণার নিরোধে ৩. কর্মের নিরোধে ৪. তিনি রূপ স্কন্ধের নিরোধে প্রত্যক্ষ করেন এ মর্মে যে, প্রত্যয়ীতা নিরুদ্ধ হয় আহার নিরোধে রূপের নিরোধ হয় ৫. (৬৩১) যে ব্যক্তি বিবর্তন বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেন তিনি রূপ স্কন্ধের বিবর্তন প্রত্যক্ষ করেন। যিনি রূপ স্কন্ধের বিলয় প্রত্যক্ষ করেন তিনি পাঁচ বৈশিষ্ট্যের বিলয় প্রত্যক্ষ করেন। (PS.i-55)

অনুরূপভাবে ১. অবিদ্যার বিরোধে স্কন্ধের নিরোধ ২. তৃষ্ণার নিরোধে ৩. কর্মের নিরোধে ৪. তিনি বেদনা স্কন্ধের নিরোধ প্রত্যক্ষ করেন। এ মর্মে প্রত্যয়ীতা নিরোধে স্পর্শের উদয়ে বেদনার উদয়, ৫. যিনি যোনি বৈশিষ্ট্য

প্রত্যক্ষ করেন তিনি বেদনা স্কন্ধের উদয় প্রত্যক্ষ করেন। যিনি বেদনা স্কন্ধের উদয় প্রত্যক্ষ করেন তিনি পঞ্চ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেন।

১. তিনি বেদনা স্কন্ধের বিলয় এ মর্মে প্রত্যয়ীতা প্রত্যক্ষ করেন অবিদ্যার নিরোধে বেদনার নিরোধ ২. তৃষ্ণার নিরোধে ৩. কর্মের নিরোধে ৪. তিনি বেদনা স্কন্ধের বিলয় মর্মে প্রত্যনীভা নিরোধ ৫. যিনি বিবর্তন বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেন তিনি বেদনা স্কন্ধের বিলয় প্রত্যক্ষ করেন। যিনি বেদনা স্কন্ধের বিলয় প্রত্যক্ষ করেন এ পঞ্চ বৈশিষ্ট্য বিষয় প্রত্যক্ষ করেন (PS.i-55)।

এবং বেদনা স্কন্ধের ন্যায় (অর্থাৎ আহার পরিবর্তে স্পর্শ রূপস্কন্ধের ক্ষেত্রে) যেমন সংজ্ঞা এবং সংস্কারের সেরূপ বিজ্ঞান স্কন্ধেও স্পর্শের বিভিন্নতায় নাম রূপের উৎপত্তিতে এবং নাম রূপের নিরোধে

সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্কন্ধে দশ করে প্রত্যেক দশ স্কন্ধের পঞ্চাশ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি প্রত্যেক স্কন্ধ উদয় ব্যয় প্রত্যক্ষ করার দ্বারা যাতে করে প্রত্যয় এবং ক্ষণ অনুসারে মনোযোগের দ্বারা বিস্তারিত এভাবে হয় ঃ রূপের উদয় হয় ঃ এবং এ ভাবে বিলয় হয়।

৯৮. এরূপ করার ফলে তাঁর চিত্ত এভাবে তার প্রজ্ঞা বিশুদ্ধি আসে ঃ সুতরাং মনে হয়, এসব ধর্ম না থেকে আছে সম্ভব করা হয়েছে, থেকে আছে, এসব বিনাশ।

যখন তিনি প্রত্যয় এবং ক্ষণিক এ দুভাবে উদয় ব্যয় প্রত্যক্ষ করেন বিবিধ সত্য প্রতীত্য সমুৎপাদ থেকে কাম্য পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠে।

৯৯. যখন তিনি স্কন্ধের উৎপত্তিতে অবিদ্যার উৎপত্তি এবং স্কন্ধের নিরোধে অবিদ্যার নিরোধ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর দর্শন উদয় ব্যয় প্রত্যয় অনুসারে হয়। যখন তিনি যোনির বৈশিষ্ট্যে উদয় ব্যয় দর্শন করেন এবং অন্যথা বিবর্তন বৈশিষ্ট্যে উদয় ব্যয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন তার প্রদর্শন হয় ক্ষণিক উদয় ব্যয় দর্শন। যেহেতু ইহা একমাত্র ক্ষণ উৎপত্তি যে তাতে কোন যোনি বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং একমাত্র অপসৃয়মানে বিবর্তন বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

১০০. যখন তিনি প্রত্যয় অনুসারে এবং বর্তমান ক্ষণ অনুসারে প্রত্যক্ষ করেন এভাবে সমূদয় সত্য প্রত্যয় অনুসারে দেখার মধ্যে তার কাছে পূর্ব পুরুষ আবিষ্কারের ফলে প্রকট হয়ে যায় (৬৩২)। উদয়-ব্যয় দর্শনের ফলে

দুঃখসত্য তাঁর কাছে প্রকট হয়ে বর্তমান ক্ষণ অনুসারে জন্মের কারণে দুঃখের আবিষ্কারণ। বিলয় দর্শনে তাঁর কাছে নিরোধ সত্য প্রকট হয় প্রত্যয় অনুসারে তার আবিষ্কারের হেতুতে ধর্ম সমূহের অনুৎপত্তি প্রতয়োৎপন্ন বিলয় দর্শনেও দুঃখ সত্য তাঁর নিকট প্রকট হয়। বর্তমান ক্ষণ অনুসারে মৃত্যুর কারণে দুঃখ। এবং উদয়-ব্যয় দর্শনে মার্গ সত্য তার নিকট প্রকট হয় এভাবে ঃ ইহা লৌকিক মার্গ। যেহেতু এ সত্য সম্বন্ধে তার সন্দেহ অপগত হয়েছে।

১০১. অনুলোম বশে প্রতীত্য সমুৎপাদ তাঁর নিকট প্রকট হয়। উদয় দর্শনের মাধ্যমে প্রত্যয় অনুসারে উদঘাটনের ফলে যে, "যখন ইহা থাকে তখন উহা হয়।" (M.i-262)। প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রতিলোম বশে তাঁর কাছে প্রকট হয় বিলয় দর্শনের কারণে। তাঁর উদঘাটনের ফলে যে "যখন ইহা থাকে না, তখন উহা হয় না" (M.i-264)। প্রতীত্যভাবে তাঁর কাছে উৎপাদিত ধর্ম তাঁর কাছে প্রকট হয়। উদয় বিষয় দর্শনে। বর্তমান অনুসারে তাঁর রূপের বৈশিষ্ট্য উদঘাটন এর ফলে যে সব বিষয় উদয় নিয়ে গঠিত এবং প্রত্যয়ভাবে উৎপাদিত।

১০২. একীভূত ভাব পদ্ধতি উদয় দর্শনের মাধ্যমে প্রত্যয় অনুসারে হেতু ফলের সম্পূর্ণ উদঘাটনের ধারাবাহিক সম্পর্ক তাঁর নিকট প্রকট হয়। তারপর তিনি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ দৃষ্টি পরিহার করেন। উদয় দর্শনের মাধ্যমে তার কাছে বিভিন্নতা প্রকট হয়। ক্ষণ বর্তমান অনুসারে তাঁর উদঘাটন হন। প্রত্যেক (ধর্ম) কিছুই নতুন (যেহেতু ইহা উপত্তি শীল)। অত:পর তিনি আরও সুষ্ঠুতর শাশ্বত দৃষ্টি পরিহার করেন। উদয়-ব্যয় দর্শনে অনাগ্রহশীলতা তার নিকট প্রকট হয়। প্রত্যয় মতে তার উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী ধর্ম সমূহের উদঘাটনে তার উপর কার্যকারিতার ব্যর্থতা। তারপর তিনি অধিক সুষ্ঠুভাবে আত্মদৃষ্টি পরিহার করেন। অন্তর্ভূক্তি করণ রীতি তাঁর কাছে উদয় দর্শনের মাধ্যমে প্রকট হয়। তারপর প্রত্যয় উদয় দর্শনের দ্বারা এরূপ ধর্মতা নীতিতে প্রকট হয়। প্রশ্রয়ানুরূপে ফলের উৎপত্তি বোধ হয়। অতঃপর সুষ্ঠুতর প্রক্রিয়া দৃষ্টি বিদূরীত হয়।

১০৩. উদয় দর্শনে তাঁর কাছে অনাত্ম বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়, প্রত্যয় অনুসারে তাঁর উদঘাটনের কারণে সেসব ধর্মে তার কোন ঔৎসুক্য থাকে না এবং সে সবের অস্তিত্ব নির্ভর করে প্রত্যয়ের ওপর অনিত্য বৈশিষ্ট্য উদয়-ব্যয়

দর্শনের মাধ্যমে তাঁর নিকট অনিত্য প্রকট হয়। ক্ষণবর্তমান অনুসারে তার অভাব হেতুতে তা থাকার পর এবং তাঁর যে উদঘাটনের তা অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে পৃথক। দুঃখের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষোর ও মাধ্যমে তাঁর কাছে উদয়-ব্যয়ের পর্যুঘাত উদঘাটন তার কাছে প্রকট হয়। এবং ব্যক্তিগত ভাব তার নিকট প্রকট হয়। (উহাও) তার উদঘাটনের কারণে ধর্মের সীমারেখা উদয় ব্যয় দ্বারা উদঘাটন হয়। এবং ব্যক্তিভাব বৈশিষ্ট্যে ব্যক্তিভাবের ক্ষণিকত্ব বৈশিষ্ট্যে যা গঠিত তার নিকট প্রকট হয় (উহাতে) তাও তার ব্যয় অভাবের উদঘাটনের হেতু উদয় ক্ষণ এবং ব্যয় ক্ষণে উদয়ের অভাব।

১০৪. যখন বিবিধ সত্য প্রতীত্য সমুৎপাদের প্রত্যাশিত, নীতি এবং বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে অভাবে প্রকট হয়, সংস্কার তার কাছে চিরস্থায়ী হিসেবে নতুনত্বে আগত হয়। সুতরাং এসব ধর্ম বস্তুত পূর্বে অনুৎপাদিত, উৎপন্ন এবং উৎপন্ন করা হয়েছে সব নিরোধ।" (৬৩৯). এবং এসব শুধু চিরস্থায়ী হিসেবে আগত নতুনত্ব নয় ক্ষণজীবী সূর্যোদয়ে শিশিরবিন্দু সদৃশ (A. Iv- 137)। জলের বুদবুদের মতো (S. iii-141) জলের ওপর রেখা অঙ্কন (A. IV-137) পেঁচকের ঠোঁটে শস্য দানা, মুহূর্ত প্রজ্বলিত শিখা (S. iii-141) মরীচিকার মতো (Dh. 40) স্বপ্নের মতো (S. 807) নাগরদোলার পাক বিশেষ (Dh. 46) বালা গাছের ছাল বিশেষ এবং ইত্যাদি।

এ মুহুর্তে তিনি কোমল বিদর্শনে উপনীত : যাকে বলা হয় উদয়ং ব্যয় ধ্যান। যা এভাবে পঞ্চাশ প্রকার সূক্ষ্ম আচরণ রয়েছে : একমাত্র যা পতনশীল তা উদয় হয় উৎপত্তির অনিবার্যতা বিলম্ব।' ইহা যে লাভ করে, তাঁকে বিদর্শন প্রারম্ভক বলা হয়।'

[বিদর্শন উপক্লেশ]

১০৫. এখানে বিদর্শন সাধক প্রারম্ভকারী হলে সে তরুণ বিদর্শকের মধ্যে দশ প্রকার উপক্লেশ উৎপত্তি হয়। বিদর্শন উপক্লেশ তাঁদের মধ্যে উৎপত্তি হয়, যারা আর্যশ্রাবকে উপনীত হননি (যারা আর্যসত্য উপলব্ধি করেননি) অথবা যে সাধকের শীলবিচ্যুতি আছে বা কর্মস্থানে অবহেলাকারী এবং হীনবীর্য অথবা, যারা সঠিকভাবে প্রণালী অনুসরণ করে সেসব কুলপুত্রগণ নিয়ত স্মৃতি সাধনায় নিরত থাকেন এবং বিদর্শন আরম্ভকারীর মধ্যে উপক্লেশ উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এই দশ প্রকার উপক্লেশগুলো কি কি ? সেসবের মধ্যে রয়েছে : ১. উজ্জ্বলতা ২. প্রজ্ঞা ৩. প্রীতি ৪. প্রশান্তি ৫. সুখ ৬. অধিমোক্ষ ৭. প্রগ্রহ ৮. উপস্থাপন ৯. উপেক্ষা এবং ১০. আসক্তি।

১০৬. এজন্যে উক্ত হয়েছে- কি করে মনকে উচ্চতর ধর্মসমূহের দ্বারা আবদ্ধ করা যায় ?

"যখন কোন লোক মনে অনিত্য রূপে সংস্কার উৎপন্ন করেন, তার মধ্যে উজ্জ্বলতর আলো উৎপন্ন হয়। তিনি আলোক আবর্জন করেন : "আলো আর্যগণের অবস্থা (ধর্ম)।" তাতে চিত্তে ঔদ্ধত্যতা আসে। এ ঔদ্ধত্য তারমনকে যখন আবদ্ধ করে তখন তিনি সঠিক বুঝতে পারে না যে, এসবের উপস্থিতি অনিত্য। তিনি সঠিকভাবে বুঝে না যে, এসবের উপস্থিতি দুঃখ পূর্ণ, তিনি সঠিকভাবে বুঝেন না যে, এসবের উপস্থিতি অনাত্ম।

অনুরূপভাবে যখন তিনি মনে অনিত্য রূপে সংস্কার আনায়ন করেন, তার মধ্যে প্রতীতি জন্মে যে প্রীতি উপেক্ষা সুখ অধিমোক্ষ প্রগ্রহ উপস্থাপন উপেক্ষা আসক্তি তার মধ্যে উৎপত্তি হয়। তিনি আসক্তি আবর্জন করেন আসক্তি আর্যগণের ধর্ম এতে চিত্তে ঔদ্ধত্য আসে। এ ঔদ্ধত্য তার মনকে অনিত্য বলে বুঝতে দেয় না, চিত্তে উন্মত্ততা ঘটায়। যখন তার মন ঔদ্ধতায় তার মনকে অনিত্য বলে বুঝতে দেয় না। চিত্তে উন্মত্ততা ঘটায়। যখন তার মন ঔদ্ধতায় আচ্ছন্ন হয় তিনি সঠিকভাবে বুঝেন না যে, এসবের উপস্থিতি অনিত্য (৬৩৪) তিনি সঠিকভাবে বুঝেন না যে এসবের উপস্থিতি দুঃখপূর্ণ, তিনি সঠিকভাবে বুঝেন না যে, এসবের উপস্থিতি অবাত্ম। (PS. ii-100)

১০৭. ১. আলোকোজ্জ্বল এখানে বিদর্শনের কারণে উজ্জ্বলতা আলোকিত হয়। যখন ইহা উৎপত্তি হয় তখন সাধক মনে করেন "এরূপ আলোক পূর্বে আমার কাছে উৎপন্ন হয়নি। আমি নিশ্চয়ই মার্গে উপনীত হয়েছি। ফল প্রাপ্ত হয়েছি। এভাবে তিনি যা মার্গ নয় তা মার্গ মনে করেন যা ফল নয় তা ফল মনে করেন যখন তিনি যা মার্গ নয় তাকে মার্গ এবং যা ফল নয় তাকে ফল মনে করেন তখন তাঁর বিদর্শনের প্রণালী ভঙ্গ হয়। তিনি তাঁর মৌলিক কর্মস্থান ধ্যান বর্জিত হন এবং উজ্জ্বলতা শুধু উপভোগ করতে থাকেন।

১০৮. কিন্তু এ আলোক উজ্জ্বলতা একজন ভিক্ষুর কাছে দৃশ্যমান হয় যতক্ষণ তিনি উপবিষ্ট থাকেন ততক্ষণ অন্য ক্ষেত্রে যতক্ষণ কক্ষে থাকেন ততক্ষণ, তাঁর কক্ষের বাইরে, অপরের ক্ষেত্রে পুরা বিহার অর্ধক্রোশ চতুর্থাংশ ক্রোশ দুই ক্রোশ তিন ক্রোশ অপর ভিক্ষুর ক্ষেত্রে ভূমি থেকে একটি মাত্র আলো উর্দ্ধে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত। কিন্তু সম্যক সম্বুদ্ধের ক্ষেত্রে দশ হাজার ভাজের লোক ধাতু পর্যন্ত ঔজ্জ্বল্যতা উচিত হয়।

১০৯. এ কাহিনিটায় তা কিভাবে পরিবর্তন লাভ করে তা বিবৃত হয়েছে। দুজন স্থবির চৈত্যপর্বতের দ্বি দেয়াল বিশিষ্ট এক কক্ষের ভেতর উপবেশনরত ছিলেন। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের উপোসথ দিবস। সমস্ত দিগ্ মণ্ডল মেঘ কম্বল দিনে আবৃত এবং গত চার উপাদান প্রস্তুত অন্ধকার। তারপর এক স্থবির বললেন, ভন্তে বিদায়ের প্রধান ফলকের পঞ্চবর্ণ ফুল এখন আমার চোখে দৃশ্যমান। অপর জন বললেন, “বন্ধু আপনি বলেন, তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে মহাসমুদ্রে মাছ এবং কচ্ছপ একক্রোশ দূরে অবস্থান করে এখন আমার চোখে দৃশ্যমান।

১১০. বিদর্শনের এ পর্যন্ত উপক্লেশ তার কাছে উৎপন্ন হয় যে শান্তশীল ও বিদর্শন অধিগত তাঁর কাছে দৃশ্যমান হয়। যেহেতু ক্লেশসমূহ অর্জিত দ্বারা চাপা পড়ে যায়, স্বয়ং সুস্পষ্টভাবে স্বয়ং প্রকাশ পায় না। তিনি ভাবেন “আমি অর্হৎ মহানকা স্থবিরের মতো। তিনি থাকতেন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের স্থবির মহাদত্তের মতো। তিনি থাকতেন চিত্তল পর্বতের নিকপেন্ন সাধনা কুটিরে।

১১১. এখানে একটি কাহিনি উদাহরণ স্বরূপ ঃ স্থবির ধম্মদিন্ন। তিনি থাকতেন তেলঙ্গরা। তিনি ছিলেন তৃষ্ণা বিমুক্ত মহাশীতি গণের অন্যতম। তাঁর মধ্যে প্রতিসম্ভিদা অর্জন ছিল। মহাভিক্ষু সংঘের পরিচালক, নির্দেশক। একদিন তিনি তাঁর দিবা বিহার কক্ষে অবস্থানরত। আমাদের আচার্য মহানাগ বাস করতেন উচ্চ বালিকায়। তিনি (ধম্মদিন্ন) আশ্চর্যান্বিত হলেন, তিনি (মহাপাপ) তার ধৃতাঙ্গব্রত কি সমাপ্ত করেছেন কি না ?’ (৬৩৫) তিনি (ধম্মদিন্ন) দেখেন যে, তিনি তখনও সাধারণ গৃহীজন সদৃশ। তিনি জানলেন যে, তিনি যদি তাঁর নিকট না যান তিনি (জানায়) সাধারণ গৃহীর স্বাগত হবেন। তিনি তাঁর ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে আকাশ মার্গে উড়ে গিয়ে স্থবিরের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। তিনি (মহামার্গ) তখন তাঁর দিবা বিহার

কক্ষে অবস্থিত ছিলেন। তিনি (ধম্ম) তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন, কর্তব্য সম্পাদন করলেন এবং তাঁর এক পাশে উপবেশন করলেন, প্রশ্নে তিনি (মহামার্গ) বললেন তুমি অযাচিতভাবে কেন এসেছ বন্ধু ধম্মদিন্ন?" তিনি উত্তর দিলেন ভন্তে আমি একটি প্রশ্ন করতে এসেছি। বন্ধু প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর। আমরা (যদি) জ্ঞাত থাকিব, আমরা বলব, তিনি হাজার রকম প্রশ্ন করলেন।

১১২. স্থবির (মহানাগ) বিনা দ্বিধায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। চিহ্নিত করলেন "ভন্তে, আপনার প্রজ্ঞা অত্যন্ত সীমিত। আপনি কতকাল থেকে এ স্তরে উপনীত ? উত্তরে বললেন বন্ধু ষাট বৎসর অতিক্রান্ত রয়েছে। ভন্তে আপনি এখন কর্মস্থান ভাবনা করেন কিনা?- বন্ধু তা খুব কঠিন নয়। তাহলে আপনি একটি হাতি তৈয়ার করুন। স্থবির একটি শ্বেতহস্তী তৈয়ার করলেন। এখন হাতিটিকে কান ইত্যাদি সংযোগ করে আপনার দিকে প্রসারিত করলে ইহার বৃদ্ধি করে মুখে শুঁড় লাগানো হল। তারপর ভয়ানক রণভেরী বাজানো হল।' স্থবির তা করলে। স্থবির পুনঃ পুনঃ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে লাফিয়ে উঠেন, এবং দৌড়ে পলায়ন করেন। তারপর স্থবির তার তৃষ্ণা অপনোদন করে স্থবিরের ঝুলন্ত চীবরে হাত রেখে বললেন 'ভন্তে, যাদের তৃষ্ণা দূরীভূত তাঁদের ভয় আছে কি ?

১১৩. অত:পর তিনি স্বীকার করে নেন যে, তিনি তখনও সাধারণ পৃথগজন। তিনি ধর্ম্মদিনের প্রতি নতজানু হয়ে বললেন, "আমাকে সাহায্য কর। ভন্তে আমি আপনাকে সাহায্য করব চিন্তা করবেন না, আমি সেজন্যে এসেছি। তারপর তিনি তাকে একটি কর্মস্থান ধ্যান প্রদান করেন। কর্মস্থান স্থবির চংক্রমণ করতে গিয়ে তৃতীয় পদক্ষেপে তিনি অর্হত্বে উপনীত হন। ভিক্ষুটি ছিলেন ধ্যানে (হিংসা) চরিত সম্পন্ন। এ শ্রেণির টলমল ভিক্ষুগণ উজ্জ্বল্য আলোকে উদ্ভাসিত হন।

১১৪. ২. প্রজ্ঞা - প্রজ্ঞা হল বিদর্শনে প্রজ্ঞা। তাঁর ধারণা এবং বিচারমতে রূপ এবং অরূপ ধর্ম্মসমূহ সম্ভবত : নির্ভুল প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা, ধারালো প্রজ্ঞা এবং খুব ধারালো প্রজ্ঞা তাঁর মধ্যে উৎপত্তি হয় যেন আলোর রশ্মি।

১১৫. ৩. প্রীতি তরুণ বিদর্শন জ্ঞানজনিত আনন্দই প্রীতি। প্রীতি পাঁচ প্রকার সামান্য, ক্ষণিক, উল্লসিত, উদ্বেগকর এবং স্ফুরণ প্রীতি। তাঁর সারাদেহ এ প্রীতিতে ভরে উঠে।

১১৬. ৪. উপেক্ষা বিদর্শনের কারণে যে উপেক্ষা তাহাই উপেক্ষা উপক্লেশ। দিন বা রাত্রির চতুর্থাংশে তিনি, যেমন উপবেশনরত অবস্থায় পঞ্চদ্বার বা মনোদ্বারে কোন বিষয়ের সংস্পর্শে আসলে সাধক তাতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকেন। সংস্কার ধর্মের প্রতি কোন অনুরাগ বা বিরাগ থাকে না। বিদর্শন জনিত উপেক্ষা আবর্জন এত বেশী হয় যে, তাতে রমিত থেকে মূল কর্মস্থান ভুলে যায়। এ কারণে উপেক্ষা বিদর্শন উপক্লেশ। যার সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে :

সৃঞ্ঞাগারং পবিট্‌ঠস্‌স সন্তাচিত্তস্‌স ভিট্‌খুনো,
অমানুসিরতি হোতি সম্মধম্মং বিপস্‌সতো,
যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদয়ব্বয়ং
নভতি পীতিপামোজ্জং অমতংতং বিজানতন্তি। (Dh. 173-1)

– ভিক্ষু এক মন যার যদা শান্তময়,
শূন্যাগারে প্রবেশিয়ে অবসর যা পায়
সম্যক ধর্ম বিদর্শনে রতি উৎপাদয়,
আনন্দেতে ভাসে তিনি মানবতীত কয়।
যেহেতুতে লাভ তার সংমর্শন মনে
স্কন্ধের উদয় ব্যয় তাহার সনে।
তাতে তার দৃষ্ট হয় সুখানন্দ ময়,
সে কারণে তাকে সবে মৃত্যুহীন বয় (Dh. 373)

এভাবে উপেক্ষা আলোক উজ্জ্বলের সাথে সম্পৃক্ত ইত্যাদি, তাঁর কাছে উৎপন্ন হয়। অতিমানবীয় আনন্দ তার নিকট আনয়ন করে।

১১৭. ৩. সুখ - বিদর্শন জনিত প্রণীত সুখই সুখ। এ সুখে সাধকের সমস্ত শরীর পরিপ্লাবিত হয়ে যায়। প্রীতির নিরন্তর সাথী সুখ।

১১৮. ৬. অধিমোক্ষ - অধিমোক্ষ হল শ্রদ্ধা। বিদর্শকের মধ্যে চিত্ত চৈতসিক ধর্ম সমূহে প্রসাদজনিত গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধার যথাযথ ব্যবহার না হলে সাধকের উপক্লেশ সৃষ্টি করে।

১১৯. ৭. প্রগ্রহ ধর্ম শক্তির প্রবল ব্যবহারই প্রগ্রহ। চিত্তে প্রবলভাবে বলে শক্তি ব্যবহার যুক্ত বিদশন। প্রগ্রহ প্রয়োগের ফলে বিদর্শকের চিত্ত কখনো সুদৃঢ় হয় আপার কখনো শিথিল হয়। ইহা বিদর্শনের অন্তায়কর।

১২০. ৮. উপস্থাপন বিদর্শনে প্রবলতম অবিরাম স্মৃতিই উপস্থাপন। সাধকের স্মৃতি যখন পর্বত সদৃশ অচল, অটল, সুদৃঢ় স্মৃতি হলে স্মৃতি বিচ্ছেদ হয় না। এরূপ নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি সাধকের সংস্কার সমূহ ধ্বংস হলে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। স্মৃতির যথাযোগ্য ব্যবহার না হলে বিদর্শনের উপক্লেশ সৃষ্টি করে।

১২১. ৯. উপেক্ষা - ইহা বিদর্শনের উপেক্ষা এবং আবর্জনের উভয়ের। বিদর্শনে উপেক্ষা সংস্কার নিরপেক্ষ সে সময়ে তাঁর মধ্যে বলবৎভাবে উৎপন্ন হয়। মনোদ্বারে উপেক্ষা তিনি যে বিষয়ে আবর্জন করুন না কেন, তার আবর্জন ক্ষমতা তীক্ষ্ম এবং ধারালো। যেমন আলোর শিখা যেমন একটি তপ্ত লাল তীর পাতার সহজে প্রবেশ করে।

১২২. ১০. আসক্তি - বিদর্শনে স্পর্শকাতরই আসক্তি। তাঁর বিদর্শন উজ্জ্বল আলো ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয়, তখন তাঁর মধ্যে আসক্তি জাগে। কাঙ্ক্ষিত মতে তা সূক্ষ্ম এবং শান্তিপূর্ণ। এবং তা বিদর্শনে লেগে থাকে এবং তিনি কর্ম অর্জনে সে স্পর্শ উপক্লেশে পরিণত হয়। (৬৩৭)

১২৩. আলোক উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে এবং সেরূপ অপরাপর অপূর্ণতায় উহা উৎপন্ন হতে পারে। সাধক তা এভাবে চিন্তা করেন : "এরূপ উজ্জলতা প্রজ্ঞা এরূপ অভাবনীয় প্রীতি উপেক্ষা প্রশান্তি সুখ অধিমোক্ষ প্রসহ উপস্থাপন উপেক্ষা এবং আসক্তি এর পূর্বে কখনো উৎপত্তি হয়নি। আমি নিশ্চয়ই স্পর্শে উপনীত এবং যা ফল নয় তাকে ফল বলে মনে করে। যখন তিনি অকর্নকে মার্গ বলেন, যা ফল নয় তাকে ফল মনে করে এতে তার বিদর্শন অনুকরণ প্রণালী প্রতিবন্ধক হয়েছে। তিনি তাঁর মূল কর্মস্থান বিষয় পরিত্যক্ত হয়েছে এবং আনন্দ উপভোগ করছেন মাত্র।

১২৪. আলোকোজ্জল, ইত্যাদিকে উপক্লেশ করা হয়। যেহেতু এসব উপক্লেশের মূল ভিত্তি যেহেতু এসব কর্মত অকুশল। কিন্তু উভয়ের আসক্তি উপক্লেশ এবং উপক্লেশের ভিত্তি।

১২৫. এসব ভিত্তি সংখ্যায় দশ কিন্তু বিভিন্নভাবে এসবকে ত্রিশভাবে গৃহীত হয়েছে। কিরূপে ? যখন কোন লোক ইহাকে এভাবে গ্রহণ করে ঃ "আমার কাছে আলোক উৎপন্ন হয়েছে তার গ্রহণ মিথ্যা দৃষ্টির কারণে হয়েছে। যখন তিনি ইহাকে এভাবে গ্রহণ করেন ঃ "কিরূপে এ আলোক গ্রহণযোগ্য হয়, যা আমার মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা এসেছে দম্ভের

কারণে। যখন তিনি আলোক স্বাদ পরিহার করেন তৃষ্ণার কারণে তা গৃহীত হয়েছে। আলোর ক্ষেত্রে তিন প্রকার তা গৃহীত হয়েছে। অদক্ষতার প্রভাব অসতর্ক টলটলায়মান সাধক এবং হতবুদ্ধিকৃত সাধক আলোকোজ্জ্বলতা ইত্যাদিতে এবং তিনি ইহার প্রত্যেকটিতে দেখেন আলোকোজ্জ্বল এবং অপরাপর সব। তিনি দেখেন, "ইহা আমার এই আমি ইহা আমার আত্মা।" (M i-135)। এজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

ওভাসে চেব ঞানে চ, পীতিয়া চ কিম্পতি,
পস্‌সদ্ধিয়া সুখে চেব যেহি চিত্তং পভেদতি।
অধিমোক্খে চ পগ্‌গাহে উপট্‌ঠানে চ কম্পতি
উপেক্ষা বজ্জনায়ঞ্চ উপেক্খায় অনিকন্তিয়াতি (PS. i-102)

– সদা সন্তরিত তিনি আলোক সম্পাতে,
আরও প্রজ্ঞা উল্লাস যে আনন্দ প্রীতিতে,
উপেক্ষা বিষয় আরও সুখ সম্প্রতিতে।
মন যেথা বিভ্রান্তি থাকে অবণীতে।
ঢেউ যথা তরঙ্গিত টলমান তথা প্রস্থাপন,
তাতে আছে উদ্যম আর নিশ্চিত প্রগুণ
আবর্জনে রত যথা উপেক্ষা সতত
তথারূপ উপেক্ষা আসক্তি নিয়ত।

১২৬. কিন্তু আলোক ইত্যাদি যখন উৎপত্তি হয়, একজন সুদক্ষ, সতর্ক সাধক যিনি অভিজ্ঞ তিনি সংজ্ঞাদান এবং প্রজ্ঞাদ্বারা পরীক্ষা করেন এভাবে ঃ এই উজ্জ্বলতা উৎপন্ন হয়েছে বটে কিন্তু ইহা অনিত্য, সংস্কৃত (গঠিত) প্রত্যয়ভূত উৎপত্তি, ধ্বংসশীল, পতনশীল, বিরাগ প্রবণ, বিচ্ছেদ জনক। অথবা তিনি মনে করেন, "যদি উজ্জ্বলতা আত্মা হতো আত্মারূপে গ্রহণ কালে সঠিক হতো। সুতরাং ইহা আত্মা নয়, যেহেতু ইহার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করা যায় না। ইহা অনিত্য ইহা ঘটমানতা থেকে হয়েছে বলে অনিত্য। ইহা দুঃখময়, কারণ ইহা উদয় ব্যয়ের পর্যুঘাতে বিধ্বস্ত। সমস্তই বিস্তৃতভাবে নিম্নোক্ত অনিত্য সপ্তক পদ্ধতি মতে প্রদত্ত হল। এবং উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে এবং অপরাপরের ক্ষেত্রে।

১২৭. ইহা এভাবে অনুসন্ধানকৃত তিনি উজ্জ্বলতা এভাবে প্রত্যক্ষ করেন, 'ইহা আমার নয় ইহা আমি নই, ইহা আমার আমা নয়। (৬৩৮) তিনি প্রজ্ঞাবলোকন করেন (ইত্যাদি) আসক্তি বশে ইহা আমার জন্য ইহা আমি নই ইহা আমার আত্মা নয়।' এভাবে অবলোকন করে তিনি খেলায় থাকে

না অথবা উজ্জ্বলতায় দোলায়মান থাকেন না এবং ইত্যাদি। সেজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন ঃ

ইমানি দস ঠানানি পরিচিতা
ধম্মুদ্ধচ্চ কুসলো হোতি ন চ বিকেখপং গচ্ছতীতি।
সা এবং বিখেকপং অগচ্ছন্তো তং সমতিং সধিদং
উপকিলেসযতং (PS. ii-102)

– অতএব পর এক প্রাজ্ঞজন হয়,
নিরীক্ষিতে অভিলাষে দশ বিধিচয়।
অধুনা যে দক্ষ তিনি বিষয় দশেতে,
উচ্চতর ধরমেতে উত্তরণ উন্নীতে
ঔদ্ধত্য প্রকাশে প্রাজ্ঞ অতি মাত্র ভরে
দক্ষতা সে শিকার বাণে স্বীয় জালে পড়ে
দোলে যথা উর্মিমালা আনন্দ হিল্লোল (PS. ii-102)
নিবারিতে দক্ষ প্রাজ্ঞ না হয় টলমল।

১২৮. সুতরাং তিনি এই ত্রিশ ভাঁজজনিত জট খুলতে টলটলায়মান শিকার উপক্লেশ হতে উত্তীর্ণ হন। তিনি এভাবে কোনটি মার্গ কোনটি মার্গ নয়। এরূপে : ধর্মসমূহে আলোক উজ্জ্বল, ইত্যাদি মার্গ নয়, কিন্তু সব বিদর্শন জ্ঞান। অর্থাৎ উপক্লেশ থেকে বিমুক্ত এবং ইহার প্রণালী অর্থাৎ মার্গ।

১২৯. তাঁর মধ্যে কোনটি মার্গ, কোনটি মার্গ নয় এ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় মার্গামার্গ জানার ফলে। এরূপে : 'ইহা মার্গ, ইহা মার্গ নয় বিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় এবং দৃষ্টির দ্বারা জানা উচিত কোন মার্গ এবং কোনটি মার্গ নয়।

১৩০. সুতরাং এই মর্মে তিন সত্যের সংজ্ঞায়ন দ্বারা ফলাফল কার্যকারিতা আহৃত হয়। কিরূপে ? দৃষ্টি বিশুদ্ধিতে দুঃখ সত্যের সংজ্ঞার সাথে নাম রূপ এর সংজ্ঞা আক্রান্ত। সরুদয় সত্যের কারণ সংজ্ঞা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। প্রত্যয় অভিজ্ঞতায় সন্দেহ বিনোদন দ্বারা বিশুদ্ধি দ্বারা মার্গ সত্যের সংজ্ঞা মার্গ সত্য সঠিক মার্গ দ্বারা গুরুত্ব আরোপ করে কার্যকরী করা হয়েছে এই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা এবং লক্ষ্য কোনটি আর কোনটি মার্গ নয়। সুতরাং তিন সত্যের সংজ্ঞা প্রথম শুধু লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা।

বিশুদ্ধি মার্গের বিংশতম অধ্যায়ে মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি নামক বর্ণনা জ্ঞানীজণের হিতার্থে এখানে গ্রথিত হয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়
প্রতিপদ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি বর্ণনা
(পটিপদা ঞাণদস্সন বিসুদ্ধি নিদ্দেস)

১. (৬৩৯) এক্ষণে বিদর্শনের সর্বোচ্চ সীমা আট প্রকার জ্ঞান এবং অনুলোম জ্ঞাসহ নয় প্রকার জ্ঞানই প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি নামে অভিহিত। আট প্রকার জ্ঞান এভাবে জ্ঞাতব্য : ১) উদয়-ব্যয় অনুপ্রস্থান জ্ঞান ২) ভঙ্গানু প্রস্থান জ্ঞান ৩) ভয়তু প্রস্থান জ্ঞান ৪) আদিনবানু প্রস্থান জ্ঞান ৫) নির্বেদানু প্রস্থান জ্ঞান ৬) মুমূক্ষাণু প্রস্থান জ্ঞানপ্রতিসংখ্যানু প্রস্থান জ্ঞান এবং ৮) সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান এবং নবম সত্য অনুলোম জ্ঞান হল জ্ঞানের একটি নির্দ্ধারিত পদ।

সুতরাং এতে পূর্ণতা লাভ করতে হলে এসব জ্ঞানার্জন কর্ম সম্পাদন করতে হবে। শুরুতে উপক্লেশহীন উদয়-ব্যয় থেকে আরম্ভ করতে হবে।

২. কিন্তু তিনি কেন পুনরায় উদয়-ব্যয় জ্ঞানের অনুশীলন করবেন? উত্তরে তিন বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য। উদয়-ব্যয় জ্ঞান সম্বন্ধে ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও যদি দশ উপক্লেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ ব্যর্থ হয়, তাদের পক্ষে তিন বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত স্বভাব অনুধাবন সম্ভব হবে না। কিন্তু একবার উপক্লেশ হতে মুক্ত হলে চিত্ত সম্যকরূপে সামর্থ্য লাভ করে। সুতরাং তাঁর উচিত ইহার তিন বৈশিষ্ট্য পুন:পুন: অনুশীলন করা।

[দশবিধ বিদর্শন জ্ঞান]

১) উদয় ব্যয় জ্ঞান-২)

৩. এক্ষণে, যখন কোন বিষয়ে মনোযোগহীন হলে এবং কিছু গোপন থাকলে বৈশিষ্ট্যাদি স্পষ্ট হতে ব্যর্থ হয়। উহা কি ?

প্রথমত : আনিত্য বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। যেহেতু যখন উদয়-ব্যয়ে সম্যক মনোযোগ দেওয়া যায় না। ইহা ধারাবাহিকতায় বিলোপ হয়। দুঃখ বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় না। কারণ যখন নিরবচ্ছিন্ন পীড়নে মনোযোগ দেওয়া যায় না। তা বিবিধ ধাতুর অবস্থানে মনোযোগ দেওয়া যায় না, ইহা নিবিড়তায় লুপ্ত হয়ে যায়।

৪. সুতরাং যখন নিরবচ্ছিন্নতা উদয়-ব্যয় পার্থক্য দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আনিত্য বৈশিষ্ট্য যথা স্বভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। যখন ভাবভঙ্গি ধারাবাহিকভাবে নিপীড়নের দ্বারা বহিঃ প্রকাশ পায় তখন দুঃখ বৈশিষ্ট্য তার সঠিক স্বভাবে পর্যবসিত হয়। যখন নিবিড়তা বিমুক্তি ধাতু বিমুক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন অনাত্ম বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

৫. এখানে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ জ্ঞাতব্য: অনিত্য, অনিত্য বৈশিষ্ট্য, দুঃখ দুঃখ বৈশিষ্ট্য, অনাত্ম, অনাত্ম বৈশিষ্ট্য।

৬. এ ক্ষেত্রে পঞ্চ স্কন্ধ অনিত্য। তবে কেন? যেহেতু এসব উদয় এবং ব্যয় হয়, এবং বিবর্তন হয়। কিংবা যেহেতু এসবের উৎপত্তির পর বিলীন হয়। উদয় ব্যয় এবং পরিবর্তন অনিত্যের বৈশিষ্ট্য অথবা বিবর্তনমুখী; পক্ষান্তরে, হয়ে অস্তিত্বহীন হয় [অনিত্য বৈশিষ্ট্য]।

৭. এ পঞ্চ স্কন্ধ দুঃখময়। যেহেতু শব্দতঃ যা অনিত্য তা দুঃখময় (S. iii-22) কেন? যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন নিপীড়ন। নিরবচ্ছিন্ন ভাব হয়ে নিপীড়ন দুঃখের বৈশিষ্ট্য।

৮. এই একই পঞ্চস্কন্ধ আত্মা নয়। যেহেতু শব্দতঃ যা দুঃখপূর্ণ তা আত্মা নয়। (Sii-22) কেন? কারণ এসবের উপর কার্যকর কোন ক্ষমতা নেই। অনুভবনীয় ইহার অনাত্ম বৈশিষ্ট্য ভাবই কার্যকর ব্যক্তি।

৯. সাধক তাঁর উদয়-ব্যয় অনুপ্রস্থানে এসবের সঠিক স্বভাব অনুশীলন করেন। অর্থাৎ উপক্লেশ বিহীন বিদর্শনে এবং প্রণালী।

[২. ভঙ্গানুপ্রস্থান জ্ঞান]

১০. এভাবে তিনি যখন পুনরাবৃত্তি অনুশীলন করেন পরীক্ষা করেন এবং রূপও অরূপ ধর্মসমূহ অনুসন্ধান করেন। তা দেখেন যে, এসব অনিত্য, দুঃখপুর্ণ এবং অনাত্ম। তারপর তাঁর প্রজ্ঞাণ তীক্ষ্মভাবে কর্মক্ষম হয়। দ্রুতভাবে সংস্কারসমূহ তাঁর নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠে। এক সময় তাঁর প্রজ্ঞা তীক্ষ্ণতর কাজ করে এবং সংস্কারসমূহ দ্রুত পরিস্ফুট হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তার স্মৃতি বর্দ্ধিত করেন–উৎপত্তি, বর্তমান, অথবা ঘটমানে, বা নিমিত্তে। কিন্তু নিরোধ এবং ধ্বংসে আনয়ন করে বিলয় এবং ভঙ্গে। [৬৪১].

১১. এভাবে যখন তাঁর মধ্যে বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তিনি সংস্কারের ক্ষেস দেখতে পান; এরূপে উৎপত্তি এবং এরূপে নিরোধ হয়–ইহাকে

ভঙ্গানুপ্রস্থান ধ্যান বলে। এস্তরে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হয়েছেঃ ভঙ্গানুপ্রস্থান প্রজ্ঞা আলম্বনে প্রতিবিম্বিত হয়ে ইহা কিরূপে বিদর্শন প্রজ্ঞা হতে পারে? রূপের সাথে চিত্ত তার আলম্বন বশে উৎপন্ন হয় এবং ভঙ্গ হয়। ঐ আলম্বনে প্রতিবিম্বিত হয়ে তিনি অনুপ্রস্থান করেন–সে ভঙ্গ চিত্ত।

"তিনি অনুপ্রস্থান করেন"–কিভাবে তিনি অনুপ্রস্থান করেন? তিনি স্মৃতি করেন অনিত্য বশে, তিনি দুঃখ বশে সাধনা, তিনি স্মৃতি করেন অনাত্ম বশে। সুখ বশে নয়। তিনি " অনাত্ম, অনাত্ম বশে" স্মৃতি করেন। এতে তিনি বিরাগের (ঘৃণা) সাথে স্মৃতি করেন। এতে তিনি আনন্দ লাভ করেন না। তিনি লোভ পরিহারে প্রবৃত্ত হন। তিনি এতে উত্তেজিত হননা। তিনি নিরোধের হেতু হন, সমুদয়ে নয়। তিনি পরিহার করেন। তিনি আঁকড়িয়ে ধরেন না। অনিত্য বশে স্মৃতি করেন, পরিত্যাগ করেন-নিত্যসংজ্ঞা, দুঃখভাবে স্মৃতি করেন, তিনি সুখ সংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন, অনাত্ম বশে স্মৃতি করেন, তিনি আত্ম সংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন। তিনি বিরাগ হয়ে আনন্দ পরিত্যাগ করেন। বিরাগ পরিত্যাগ করে তিনি লোভ ত্যাগ করেন, নিরোধের হেতু হয়ে তিনি সমুদয় ত্যাগ করেন। তিনি আঁকড়ে ধরা পরিত্যাগ করেন।

বেদনাকে আলম্বন করে ... সংজ্ঞাকে আলম্বন করে সংস্কারকে আলম্বন করে বিজ্ঞান আলম্বন করে ... চক্ষুকে আলম্বন করে ... (ইত্যাদি-অধ্যায় ২০, ৯ দেখুন) ... জরাকে আলম্বন করে ... মৃত্যুকে আলম্বন করে ... পরিহার করেন। তিনি আঁকড়ে ধরাকে পরিহার করেনঃ

বত্থুসঙ্কমনা চেব পঞ্‌ঞায় চ বিবট্টনা,
আবজ্‌জনা বলঞ্চেব পটিসঙ্খা বিপস্‌সনা।
আরম্মণ অন্বয়েন উভো একববত্থনা
নিরোধে অধিমুত্ততা বয়সক্‌খণ বিপসসনা।
আরম্মণঞ্চ পটিসঙ্খা, ভদঞ্চ অনুপস্‌সতি,
সুঞ্‌ঞাতো চ উপট্‌ঠানং অধিপঞ্‌ঞা বিপস্‌সনা।
কুসলোতীসু অনুপপ্‌স্‌নাসু, চত্তসেসা চ বিপমস্‌নাসু
তয়ো উপট্‌ঠানে কুসল নানাদিট্‌ঠিসু ন কম্পাতীতি।

– আলম্বনের প্রতিকম্পন আলম্বন,

প্রজ্ঞার স্থানান্তরে প্রজ্ঞান।
এসবে আবর্জন শক্তি বিদর্শন,
নিম্নে তার প্রতিফলন হল প্রদর্শন।
উভয়ের সংজ্ঞা হয় যথা অনুপম,
একত্ব আলম্বন তথা সিদ্ধান্ত নিপুন।
এসবে নিরোধ হতে মনোযোগী যথা।
বিদর্শন ব্যয়য়েতে চিহ্নিত তথা।
আলম্বনে প্রতিফলন বিষয় উপর,
ভঙ্গেতে স্মৃতি সাধন তাহার উপর।
তারপর আগমন শূন্য বশেতে,
হয় কি তা বিদর্শন উচ্চতর প্রজ্ঞাতে।
স্মৃতিত্রয়ে দক্ষতা লাভ মিহির প্রভাত,
চতুর্ভাজ বিদর্শনে তবুও যে বিঘাত।
ত্রি আগতে দক্ষতা বিকাশে,
দৃষ্টি বহু কভু তাকে করেনা হতাশ।

জ্ঞাত বা বুঝা অর্থে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। উহা প্রজাননের কাজই প্রজ্ঞা। সুতরাং সে কারণে বলা হয়েছেঃ স্মৃতিকে ভঙ্গরূপে জানাই প্রজ্ঞা। আলম্বনে কর্মস্থানের প্রতিফলনই বিদর্শন প্রজ্ঞা। (PS.i-57)

১২. এক্ষেত্রে আলম্বনের ওপর প্রতিফলন বলতে যে কোন আলম্বনের ওপর প্রতিফলিত হয়ে জ্ঞাত হওয়া। তার অর্থ ক্ষয় এবং বিলয় দর্শন। ভঙ্গ জ্ঞান বলতে স্মৃতিতে যে কোন প্রকার আলম্বনে প্রজ্ঞার ভঙ্গ জ্ঞান, উৎপত্তি, প্রতিফলনের জন্য ক্ষয় এবং বিলয়ের জন্য দায়ী বশে বলা হয় বিদর্শন প্রজ্ঞান। (642) একটি প্রশ্নের কিভাবে বিস্তার হয় তা জানার আকাঙ্খা

১৩. পরবর্তীতে, তা কিভাবে ঘটল তা প্রদর্শনের জন্য। রূপের সাথে বিজ্ঞান আলম্বন বশে উৎপত্তি এবং ক্ষয় হয়ঃ রূপারম্মনতা চিত্ত উপ্পজ্জিত্বা ভিজ্জতি"-সে আলম্বনে প্রতিফলিত হয়ে। সংশ্লিষ্ট রূপ সে আলম্বনে জ্ঞাত হয়ে অর্থ হল-ক্ষয় এবং বিলয়ের জন্য দায়ী বলে দেখেন। তিনি সে চিত্তে ভঙ্গজ্ঞান স্মৃতি করেঃ পরবর্তী এক চিত্তের দ্বারা তিনি সে ভঙ্গজ্ঞানের স্মৃতি করেন-ঐ আলম্বনে। তাতে সংশ্লিষ্ট রূপকে ক্ষয় এবং

বিলয়ের জন্য দায়ী চিহ্নিত করেন। সেজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন: তিনি জ্ঞাত এবং প্রজ্ঞা উভয় বিদর্শন দেখেন।

১৪. তিনি অনুপ্রস্থান (স্মৃতি) করেন: তিনি সব সময় অনু, অনু দেখেন (পস্সতি) : ইহার অর্থ হল তিনি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন ভাব দর্শন করেন। সেহেতু বলা হয়েছে : তিনি ধ্যান করেন (স্মৃতি করেন) : তিনি কিভাবে স্মৃতি (ধ্যান করেন? তিনি অনিত্য বশে ধ্যান করেন এবং ইত্যাদি।

১৫. এখানে, ভঙ্গজ্ঞান হল অনিত্যের সর্বোচ্চ শেষসীমা বিন্দু। সে কারণে সাধক ভঙ্গজ্ঞানের চূড়ান্ত স্মৃতি করেন। সংস্কারের বিস্তৃত ক্ষেত্র তিনি অনিত্য বশে সাধন করেন, নিত্য বশে নয়। অত:পর যা অনিত্য তা দুঃখময় এবং যেহেতু আত্মার অস্তিত্বহীনতা যা দুঃখময়, আনন্দময় নয়। তিনি অনাত্মরূপে ইহা স্মৃতি করেন, আত্মরূপে নয়।

১৬. কিন্তু যা অনিত্য, দুঃখময়, অনাত্ম তাতে মনোমুগ্ধকর কিছু নেই। যাতে আনন্দের কিছু নেই, তাতে লোভের উৎপত্তির কিছু নেই, ফল স্বরূপ যখন সে সংস্কারের ক্ষেত্র ভঙ্গজ্ঞান ধ্যান অনুসারে অনিত্য। দুঃখ এবং অনাত্মভাবে দৃষ্ট হয়, তখন তিনি বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। তিনি আনন্দিত হন না, তিনি লোভ পরিহারের কারণ হন, তিনি রাগান্বিত হন না। যখন তিনি ক্রোধ পরায়ণ হন না, তখন লোভ ত্যাগের কারণ হন, ইহার সমূদয়ের নয়। প্রথমত: এতেই লৌকিক জ্ঞানের উদয় হয়। তার এই যে, তিনি সমুদয়ের হেতু হন না।

১৭. অথবা বিকল্পে এভাবে তিনি লোভে বিরাগের হেতু হয়ে, তাঁর দেখা সংস্কারের ক্ষেত্র নিরোধের হেতু হয়ে তিনি আদর্শিত নিরোধের ও হেতু হয়ে সিদ্ধান্তমূলক প্রজ্ঞা, তিনি ইহা সমুদয়ভূত হন না। তিনি শুধু ইহার নিরোধের মনোনিবেশ করেন। তিনি শুধু নিরোধই দর্শন করেন, তার সমুদয় নয়–ইহা তার অর্থ।

১৮. এভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি পরিহার করেন,–তিনি আঁকড়ে ধরে থাকেন না। ইহার অর্থ কি? [উহাতে কি বোঝায়?] এই অনিত্য, ইত্যাদি সাধনাকে বলা হয় পরিত্যাগ বশে পরিহারীয় এবং ভিতরে প্রবেশ বশে পরিহারীয় উভয়। (Ps i-194) । যেহেতু, বিপরীতধর্মী শ্রেণির

প্রতিকম্পন দ্বারা অকুশল, কর্ম সংস্কারসহ প্রস্তুতকারী সংস্কারের সাথে পরিত্যাগ দ্বারা এবং যেহেতু যা গঠিত তা সন্তোষজনক নয় দর্শনেও ইহা ভেতরে প্রবেশ, সামনের দিকে নত দ্বারা নির্বাণ যা গঠনের বিপরীত। সুতরাং ভিক্ষুটি আরও ধারণ করেন যে (ধ্যান করেন) অকুশল পরিত্যাগ করে এবং নির্বাণে প্রবেশ করে। যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি অকুশল আঁকড়ে ধরে থাকেন না (লগ্ন থাকা) পুনঃ জন্মের কারণ হয়ে। কিংবা তিনি গঠিত আলম্বন ইহার অসন্তোষ দেখতে ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে। সে কারণে উক্ত হয়েছেঃ তিনি পরিহার করেন, আঁকড়ে থাকেন না।

১৯. এখন, অনিত্য ধ্যানবশে তিনি নিত্য সংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন, ইত্যাদি এ তিন প্রকার জ্ঞানের দ্বারা কোন ধর্মাদি পরিহার করা হয়েছে তা প্রদর্শনের জন্য বলা হয়েছে। এস্থলে প্রীতি সহগত পরম আনন্দ তৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে।

২০. অনুচ্ছেদ অনুসারে : আলম্বনের প্রতিস্থাপন (সে অর্থে) রূপের ভঙ্গজ্ঞান দেখার পর, প্রথম আলম্বনের প্রতিস্থাপনে অপর আলম্বন সে প্রথম আলম্বনের পক্ষে, চিত্তের ভঙ্গজ্ঞান দেখে, এদ্বারা ভঙ্গজ্ঞান (রূপে) দৃষ্ট হয়েছিল। প্রজ্ঞার স্থানান্তরণ হল উদয় এবং ব্যয়ে বিশেষাষণ। আবর্জনের শক্তি হল সমর্থতা, রূপের ভঙ্গজ্ঞান দেখে, তাৎক্ষণিকভাবে পূর্বে যা ছিল সে চিত্তের ভঙ্গজ্ঞান ইহার আলম্বন। বিদর্শন কি প্রতিফলন অনুসরণ করে ইহাকে ভঙ্গজ্ঞান ধ্যান বলা হয়, প্রতিফলন আলম্বনের পর।

২১. ঐ একই আলম্বন হতে অনুরূপ এবং সিদ্ধান্ত উভয় দ্বারা সংজ্ঞায়নঃ ইহার অর্থ এই যে, সিদ্ধান্ত দ্বারা, আরোহ দ্বারা প্রকৃত অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখা আলম্বন হতে তিনি (দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট) উভয় একক ব্যক্তিক সার এরূপেঃ অতীতের সংস্কার ক্ষেত্র, সমাপ্ত করেছেন, এবং ভবিষ্যতে ভেঙ্গে ফেলবে বর্তমানের মতো। এবং প্রাচীনগণের এরূপ বলেছেন–

সংবিজ্জ মানম্পি বিসুদ্ধ দসৃসনো,
তদন্বয়ং নেতি অতীতনাগতে।
সব্বেপি সংখ্যারগতা পলোকিনো,
উসৃসাব বিন্দু সুরিযেব উগৃগতেতি।
– বর্তমান দর্শন যা বিশুদ্ধ বটে,
সিদ্ধান্ত তাহার যায় সংস্কার বিলয়,
শিশিরের বিন্দু যথা ক্ষয় উষায়।

২২. নিরোধে অভিনিবিষ্ট : পরে এভাবে ভঙ্গের ওপর উভয় একক সংজ্ঞা প্রদান করে তিনি নিরোধের অভিনিবিষ্ট হন। বিকল্পে ঐ সে একই ভঙ্গজ্ঞানে ইহার অর্থ তিনি ইহাতে গুরুত্ব স্থাপন করেন, নমিত হন, তাবু করেন, ইহাতে লীন হন। বিদর্শন কি বিলয় লক্ষণাত্মক: ইহার অর্থ কি–ইহাকে বিলয় বৈশিষ্ট্য বিদর্শন বলা হয়।

২৩. আলম্বন প্রতিফলন : রূপ সংশ্লিষ্ট আলম্বন, ইত্যাদি প্রথম জ্ঞাত হয়ে। তিনি ভঙ্গ জ্ঞানে ধ্যান করেন: সে আলম্বনের ভঙ্গজ্ঞান দেখে, তিনি চিত্তে ভঙ্গ জ্ঞানে মনোনিবেশ করেন, যা তার আলম্বন বশে ছিল। (644).

২৪. অতঃপর শূন্যতা উপস্থাপন : যখন তিনি এভাবে ভঙ্গজ্ঞান সাধনা করেন, তখন সংস্কারকে শূন্যতা উপস্থাপনে সফল হন। এভাবে একমাত্র সংস্কার ভেঙে যায়। তাদের ভেঙ্গে যাওয়া হল মৃত্যু। এতে আর কিছুই রইলো না। সুতরাং প্রাচীনগণ বলেছেন:

খন্ধা নিরুজ্ঝন্তি ন চত্থি অঞ্ঞো খন্ধা ভেদো মরনন্তি বুচ্চতি।
তেসং খয়ং পস্সতি অপ্পমত্তো, মনিংব বিজ্ঝং বজিরেণ যোনিসোতি।

– সংস্কার ধ্বংস হলে অবশিষ্ট নাহি তার,
সংস্কার ভঙ্গ হলে বলে সবে মৃত্যু তার।
ক্রমোদ্রুত ধ্বংসমান সবে তার দৃষ্টে,
মনিখণ্ড নর এক যেজন হীরাখণ্ড সৃষ্টে।

২৫. **বিদর্শন কি উচ্চতর প্রজ্ঞা** : এতে বুঝায় আলম্বনের প্রতিফলন, ভঙ্গজ্ঞানে স্মৃতিসাধনা এবং শূন্যতার উপস্থিতিকে বলা হয় উচ্চতর প্রজ্ঞা।

২৬. **তিন প্রকার ধ্যানে বিচক্ষণ** : কোন ভিক্ষু অনিত্য ইত্যাদি এ তিনে দক্ষতা সম্পন্ন তিনি বিচক্ষণ এবং চার ভাঁজ বিশিষ্ট বিদর্শনেও: চার

প্রকারের বিদর্শনের মধ্যে নিরপেক্ষ ইত্যাদি। তিনে দক্ষতাসম্পন্ন হাবভাব: তিন প্রকার হাবভাবে দক্ষতার কারণে। যথা : ধ্বংস এবং বিলয়ের জন্য দায়ী বশে, ভয় বশে, এবং শূন্য বশে। বিবিধ দৃষ্টিবাদে তিনি অনড়: বিবিধ প্রকার দৃষ্টিবাদে তিনি টলটল মান নয়। যথা-শাশ্বত দৃষ্টি।

২৭. যখন তিনি আর টলায়মান নহেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে মনে রাখেন যে, নিরোধহীন তাও নিরোধ হবে, সম্পূর্ণ (আভাঙা) ভেঙে যাবে। তারপর তিনি উৎপত্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, বর্তমানে, ঘটমানে এবং সব রকম সংস্কার নিমিত্তে যা ভেঙে যাচ্ছে, যেমন ভঙ্গুর মৃতপাত্র চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, যেমন ক্ষুদ্র ধূলিকণা উড়ে যায়, যেমন তিলবীজ ঝলসিয়ে যায় এবং তিনি শুধু এসবের ভঙ্গ দর্শন করেন। চক্ষুষ্মান লোকা যেমন পুকুরপাড়ে দণ্ডায়মান কিংবা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে প্রবল বৃষ্টি সময় জলের উপরে সৃষ্ট বুদবুদ দর্শন করে এবং অতিদ্রুত বিলীন হতে দর্শন করেন সেরূপ সংস্কারসমূহ কিভাবে প্রতিক্ষণে ভেঙে যাচ্ছে দর্শন করেন। এরূপ সাধকের উদ্দেশ্যে মহাকারুণিক বলেছেন:

যথা বুব্বুলকং পসেস, যথাপস্সে মরীচিকং,
এবং লোকং অবেক্খন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতীতি।

– লোক যেবা রত দৃষ্টি বিশ্বের মাজার,
যথা লোক রত দৃষ্টি বুদবুদ উপর,
লোক যেবা মরীচিকা দৃশ্যেতে নিরত্ত,
দৃশ্যান্তরে তিনি রত মৃত্যুরাজ অদ্ভুত।

২৮. যখন তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে অবলোকন করেন, দেখতে পান যে সমস্ত সংস্কার সর্বক্ষণ এভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তখন ভাঙাই তাঁর স্মৃতিপ্রখর হয়ে দেখা দেয়। আট প্রকারে অনুকূল আনয়ন করে। যথা : জন্ম সম্বন্ধে মিথ্যা দৃষ্টি পরিহার, জীব আসক্তি, সর্বদা যুক্তপ্রযুক্ততা বিশুদ্ধ জীবন ভয়বিহীন, ঔৎসুক্য পরিহার ধৈর্য্য এবং নম্রতা এবং অরতি রীতসহন। সেজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন (645):

ইমানি অট্ঠগুণ মুত্ত নানি, দিস্বা তহিং সম্মস্সতে পুনঃপুনঃ।
আদিত্ত চেলস্সির সূপমো মুনি, ভঙ্গানুপস্সতি অমতস্স পত্তিয়াতি।

– এসব পরিপূর্ণ গুণ অষ্টক দৃষ্টে,
বোধ হয় তার মধ্যে সংস্কার অবিরত পিষ্টে।
অর্জনেতে লক্ষ্য রেখে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যথা,
মৃত্যুহীন মুনি হন, পুড়ে পাগড়ি তথা।
ভঙ্গ-জ্ঞানানুপ্রস্থান ভাবনা এখানে সমাপ্ত। (S.v-400)

(ভয়তু প্রস্থান জ্ঞান ভাব না]

২৯. যেমন তিনি এভাবে পুনরাবৃত্তি বৃদ্ধি এবং অনুশীলন করলে ভঙ্গজ্ঞান সাধনা করলে নিরোধে আলম্বন সংশ্লিষ্ট বিনাশ (ধ্বংস) বিলয় এবং ভেঙে যাওয়া সমস্ত সংস্কার অত:পর সংস্কারের শ্রেণিকরণ, সমস্ত ভববশে, যোনি, নিয়তি (গতি), বিজ্ঞানস্থিতি, অথবা সত্ত্বাবাস তাঁর কাছে মহাভয় যেমনঃ সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, হায়না, ভূত, রাক্ষস, প্রচণ্ড বৃষ, বর্বর কুকুর, মদমত্ত ভীষণ হস্তী, ভয়ানক বিষাক্ত সর্প, বজ্র শ্মশান ভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র প্রজ্বলিত কয়লার শিখা, ইত্যাদি যে শান্তিতে বাস করতে চায় সে ভীরু মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। যখন তিনি দেখেন, অতীতের সংস্কারসমূহ কিভাবে নিরুদ্ধ হল। বর্তমানেরগুলো নিরুদ্ধ হচ্ছে এবং যেসব ভবিষ্যতে যোনিত্ব লাভ করবে তা নিরুদ্ধ হবে, একইভাবে। অতঃপর যাকে প্রজ্ঞা বলে ভয় বশে তার নিকট উপস্থিত হয় সে স্তরে।

৩০. **এখানে একটি কাহিনি :** এক স্ত্রীলোকের তিন পুত্র। তারা বাজার নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বিচারে তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শোকাতুরা মা তাদের সাথে বধ্যস্থানে গমন করেন। দেখলেন ঘাতক প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করল। তারপরে সে মধ্যম পুত্রকে বধ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের হত্যা দেখে মধ্যম পুত্রের বধের উপক্রম দেখে কনিষ্ঠপুত্র অপর দুই পুত্রের ন্যায় বধ হবে ভেবে তার জীবনে আশাও পরিত্যাগ করলেন। এখানে উক্ত স্ত্রীলোকের মতো জ্যেষ্ঠপুত্র দর্শনের মতো সাধকের অতীত সংস্কারসমূহের নিরোধ দর্শন

করেন। মায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে বধের জন্য ম্রিয়মান মধ্যম পুত্রকে দেখার ন্যায় সাধকের বর্তমান সংস্কার ধর্মসমূহের নিরোধ দর্শন। কনিষ্ঠপুত্র ও অপর অগ্রজদের ন্যায় হত হইতে এই ভেবে মায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের জীবনের আশা ত্যাগ করার ন্যায় সাধকের ভবিষ্যৎ সংস্কার ধর্মসমূহের নিরোধ দর্শন। ত্রিকালের সংস্কার ধর্মসমূহের প্রতি যে সাধক এরূপে দর্শন করেন তাহার উক্তরূপ ভয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৩১. **অপর একটি কাহিনি :** এক স্ত্রীলোকের দশজন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে নয় পুত্রের মৃত্যু হয়। এক পুত্র মায়ের কোলে মারা যাচ্ছে, অপর এক পুত্র কুক্ষিতে আছে। সে স্ত্রীলোক নয় পুত্রের মৃত্যুর ন্যায় পরে দশম পুত্রেরও ম্রিয়মান দেখে কুক্ষিস্থ শিশুটির ও অপরাপর পুত্রের ন্যায় মৃত্যুমুখ পতিত হবে ভেবে কুক্ষিগত পুত্রের জীবনের আশা ও পরিত্যাগ করলেন। এক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীলোকের নয় পুত্রের মৃত্যু অনুস্মরণের ন্যায় সাধক অতীত সংস্কার ধর্মসমূহের ন্যায় নিরোধ দর্শন করেন। মায়ের ক্রোড়স্থ পুত্রের ম্রিয়মান ভাব দর্শনের ন্যায় সাধকের বর্তমান সংস্কার ধর্মসমূহের নিরোধ দর্শন। মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের জীবনের আশা পরিত্যাগের ন্যায় সাধকের ভবিষ্যৎ সংস্কারসমূহের নিরোধ দর্শন। এ অবস্থায় সাধকের ভয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সন্দেহ হতে পারে–

৩২. ভয়-জ্ঞান সাধকের ভীতির সৃষ্টি করে কিংবা ভয় পান না ? তার প্রভাবের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেদে ত্রিকালের পরিণামশীল সংস্কার ধর্মসমূহের শুধু স্বভাব নিরূপণ করা হয়। যেমন কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নগরদ্বারে তিনটি ভীষণ জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ স্তুপ দেখার সময় নিজে ভয় করেন না, যারা একপে পড়তে শুধু তারাই বহু দুঃখ করবে–এরূপ চিন্তা করেন, অথবা যেমন কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ভূমিতে ক্রমান্বয়ে প্রোথিত খদির শূল, লোহার শূল, ও সোনার শূল দেখার সময় নিজে ভয় করেন না, যারা এসব শূলে নিপতিত হবে, শুধু তারাই বহুকষ্ট ভোগ করবে–এরূপ চিন্তা করেন। ভয়জ্ঞান দ্বারা সাধক তেমন ভয় করেন না। উপযুক্ত অঙ্গারপূর্ণ কুপত্রয়ের মতো এবং শূলত্রয়ের মতো রূপ ও অরূপ ভেদে ত্রিভবের মধ্যে অতীতের সংস্কার ধর্মসমূহ অতীতেই নিরোধ হয়ে গেছে, বর্তমান সংস্কার ধর্মসমূহ বর্তমানে নিরোধ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের সংস্কার ধর্মসমূহ ভবিষ্যতেই নিরোধ হবে।

৩৩. কিন্তু ইহাকে বলা হয়। "ভয়-আগত" সমস্ত ভবের সংস্কারসমূহ, যোনি, গতি, স্থিতি, বা আবাস ভয়াকুল বিধায় ধ্বংস হতে বাধ্য। সেজন্যে সেসব ভয়রূপে আগত। এখানে ইহার ভয়রূপে উপস্থিতি সম্বন্ধে মূলে বলা হয়েছে। যখন তিনি মনের অনিত্যরূপে স্থান দেন, যা উদয় হয় তা ভয়জনক ? যখন তিনি মনে দুঃখপূর্ণ রূপে অনিয়ম করেন, তখন যা উৎপত্তি হয় তা ভয়জনক। যখন তিনি মনে অনাত্মরূপে আনয়ন করেন। তখন যা উৎপত্তি হয় তা ভয়জনক। যখন তিনি মনে অনিত্য বশে আনয়ন করেন। তাঁর নিকট আগত নিমিত্ত ভয়জনক। যখন তিনি মনে দুঃখপূর্ণরূপে আনয়ন করেন, ঘটনা তাঁর নিকট আগত ভয়জনক। যখন তিনি মনে অনাত্ম আনয়ন করেন, তখন নিমিত্ত আনয়ন করে তখন আগত ঘটনা ভয়জনক হয়। (Ps.ii-63).

৩৪. এ স্থলে নিমিত্ত হল সংস্কার নিমিত্ত। ইহা অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান পদ স্বয়ং সংস্কার। (647) অনিত্য বশে তিনি যখন এসব মনে স্থান দেন তখন তিনি সংস্কারসমূহ মৃত্যুরূপে দর্শন করেন। সে কারণে নিমিত্ত তাঁর কাছে ভয়রূপে উপস্থিত হয়। রূপ এবং অরূপ ভবে প্রবর্ত প্রবর্তনই। তিনি যদিও সংঘটন গণনা করেন আনন্দ বশে, ধর্মবশে অবিরত দমিত। এসব যখন তিনি দুঃখরূপে মনে করেন এবং সেরূপই ঘটে ভয়রূপে উপস্থিত হয়। তিনি নিমিত্ত এবং ঘটনা উভয় শূণ্যবশে বৃথা, অসার, শক্তিহীন, একটি জনশূন্য গ্রাম, একটি মায়াময় ভূতের নগর বশে দর্শন করেন। যখন তিনি এসব মনে অনাত্ম রূপে স্থান দেন এবং সেরূপ ঘটনার নিমিত্ত তাঁর কাছে ভয়রূপে উপস্থিত হয়।

আগত-ভয়রূপজ্ঞান এখানে পরিসমাপ্ত।

[আদীনব (বিপদযুক্ত) অনুপ্রস্থান জ্ঞান]

৩৫. সাধক যেহেতু পুনরাবৃত্তি, বৃদ্ধি এবং অনুশীলন দ্বারা আগত ভয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ তাই তিনি ত্রিভবের মধ্যে কোন আতুরাশ্রম, আশ্রয়, যাবার স্থান, কোন শরণ দেখতে পাবে না কোন যোনি, গতি, স্থিতি, এবং সংস্কার ছাড়া কিছুই। যাতে করে তাঁর ভরসা হয়। কিংবা লাভ করতে পারেন। সমগ্র ত্রিভব তাঁর কাছে জ্বলন্ত অঙ্গার কূপ সদৃশ। চতুর্ধাতু–যেমন তাঁর কাছে আশীবিষ তুল্য (Siv-174)।

পঞ্চস্কন্ধকে ঘাতকের উদ্যত অসি সদৃশ। (Siv-174) অন্তষড়াতনকে একটি শূন্যগ্রাম সদৃশ, ষড় বহিরায়তনকে গ্রাম উপদ্রুত ডাকাত দলের মতো (Siv-174-5) সপ্ত চিত্ত স্থিতি এবং নব সত্তাবাসকে জ্বলন্ত আগুন, শিখায়িত-ধূমায়িত এগার প্রকার অগ্নিতে (Siv-19) এবং সমস্ত সংস্কার আগত হয় বিপদসঙ্কুল ভয়ানক গণ্ডরোগ শূল্য সদৃশ অনাস্বাদ একটি রোগ, একটি ময়লাস্তুপ, একটি ক্লেশকর, একটি ক্লেশের হেতু (M.i-436)। কিভাবে?

৩৬. তারা দৃশ্যত: সুখ বাসের আশায় গভীর বনে প্রবেশ করে। কিন্তু সেবন হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ, গুহাশ্রিত বাঘ, জলে উপদ্রুত দৈত্য-দানব এবং রাক্ষস, উদ্যত অসি হতে শত্রু, বিষাক্ত খাদ্য, দস্যু উপদ্রুত বন্যপথ, জ্বলন্ত অঙ্গার দুই বিপক্ষ সৈন্যের যুদ্ধের ক্ষেত্র , ভীরুলোকের শান্তি নিবাস প্রত্যাশা। এবং যেমন ঐ লোকটি ভীত সন্ত্রস্ত, এবং হিংস্র বন্য জন্তু ইত্যাদি দর্শনে লোমখাড়া হয় এবং তিনি এসবকে আদীনব ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না, তেমনি সমস্ত সংস্কার যখন ভয়রূপে আগত হয়। যখন তিনি ভঙ্গজ্ঞানের দ্বারা সাধক এসবকে যে কোন অন্তঃস্থল আশ্রম, অথবা আশাস্থল এবং বিপদ আদীনব ব্যতীত আর কিছু নয়।

৩৭. আদীনব জ্ঞানে কিরূপে ভয়তু প্রস্থানে প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়? (৬৪৮)

(১.ক) ভয়তু প্রস্থানের এভাবে প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়; উৎপত্তি ভয় হল আদীনব জ্ঞান। ভয়তুপ্রস্থানের প্রজ্ঞার উদয় হয় এভাবে: ভয়ের ঘটমানতা উৎপত্তি নিমিত্ত ভয় ... সঞ্চয় ভয়... প্রতিসন্ধি ভয় ... গতি ভয় ... ব্যাধি ভয়, মরণ ভয় ... শোক ভয় ... অনুশোচনা ভয় ... হাহুতাশ ভয়। ভয়তুপ্রস্থান হল আদীনব (দোষাবহ)।

(১.খ) জ্ঞানের অবস্থা পূর্ণ শান্তি: নির্বিঘ্নতার অনুৎপত্তি: এ পরিপূর্ণ শান্তি র অবস্থা প্রজ্ঞান হল: নির্বিঘ্নতার ঘটনা বিহীন ... (ইত্যাদি) ... ইহা পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা জ্ঞান হতাশা হল নির্বিঘ্নতা।

(১-গ) এ পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা হল: উৎপত্তি ভীতিপ্রদ: অনুৎপত্তি হল নির্বিঘ্নতা। এ পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা হল: ঘটমানতা ভীতিপ্রদ: এ ঘটমানতা হল নির্বিঘ্নতা (ইত্যাদি) ... এ পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা জ্ঞান হল: হতাশা ভীতিপ্রদ হতাশাহীনতা হল নির্বিঘ্নতা।

(২-ক) এরূপে জ্ঞানের আগত হয় ভয় বশে : দুঃখের উৎপত্তি হল বিপজ্জনক। এরূপে বিপজ্জনক বশে জ্ঞানের উপস্থিতি ঘটমানতা হল দুঃখ ... (ইত্যাদি) ... হাহুতাশ দুঃখ, বিপজ্জনক জ্ঞান।

(২-খ) পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা জ্ঞান : অসংগঠন সুখ ... (ইত্যাদি)। এরূপে পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা : হতীশাহীনতা সুখ।

(২-গ) পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা : উৎপত্তি সুখ, অনুৎপত্তি সুখ। পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা : উৎপত্তি, দুঃখ, অনুৎপত্তি সুখ ... (ইত্যাদি) পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা : হাহুতাশ দুঃখ হাহুতাশহীনতা সুখ।

(৩-ক) এরূপে জ্ঞানের উপস্থিতি ভয় বশেঃ উৎপত্তি লৌকিক (পার্থিব) বিপজ্জনক জ্ঞান। এরূপে প্রজ্ঞার উপস্থিতি ভরবশে ঘটমানতা পার্থিব ... (ইত্যাদি) ... হাহুতাশ পার্থিব বিপজ্জনক জ্ঞান।

(৩-খ)পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা জ্ঞানঃ অপার্থিবের অনুৎপত্তি। পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অবস্থা শান্তি। অসংঘটন অপার্থিব (ইত্যাদি) .... পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা অসংঘটন-অপার্থিব ... (ইত্যাদি) ... পূর্ণশান্তির জ্ঞানঃ হাহুতাশহীনতা।

(৩-গ) শান্তির জ্ঞানঃ পার্থিব উৎপত্তি, অনুৎপত্তি অপার্থিব। শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা এরূপঃ ঘটমানতা পার্থিব, অঘটমানতা অপার্থিব। ... (ইত্যাদি) ...। শক্তির অবস্থা জ্ঞান এরূপঃ হতাশা পার্থিব হাহুতাশাহীনতা অপার্থিব।

(৪-ক) ভয়জনক প্রজ্ঞার উপস্থিতি এরূপঃ উৎপত্তি হল সংস্কার বিপজ্জনক। এরূপে ভয়ের উপস্থিতি জ্ঞানঃ ঘটমানতা হল সংস্কার ... ইত্যাদি ... হতাশা হল সংস্কার বিপজ্জনক জ্ঞান।

(৪-খ) শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা এরূপঃ নির্বাণের অনুৎপত্তি। শান্তির অবস্থা প্রজ্ঞা এরূপ। অসংঘটন হল নির্বাণ। ... (ইত্যাদি) শান্তির অবস্থা জ্ঞান এরূপঃ হতাশাহীনতা হল নির্বাণ।

(৪-গ) শান্তির অবস্থা জ্ঞান এরূপঃ উৎপত্তি হল সংস্কার, অনুৎপত্তি নির্বাণ। শান্তির অবস্থা জ্ঞান এরূপঃ ঘটমানতা সংস্কার, অঘটমানতা নির্বাণ। ... ইত্যাদি ... শান্তির অবস্থা জ্ঞান এরূপঃ হতাশা হল সংস্কার, হতাশাহীনতা হল নির্বাণ।(649)

উপ্পাদঞ্চ পবত্তঞ্চ নিমিত্তং দুক্খন্তি পস্সতি,

আয়ুহন পটিসন্ধিং ঞানং আদীদবে ইদং।
অনুপ্পাদং অপ্পবত্তং অনিমিত্তং সুখন্তি চ,
অনায়ুহনা অপ্পটিসন্ধি ঞানং সন্তিপদে ইদং।
ইদং আদীদবে ঞানং পঞ্চট্ঠানেসু যায়তি,
পঞ্চট্ঠানে সন্তিপদে দসঞানে পজানাতি।
দিন্নং ঞানানং কুসলতা নানাদিট্ঠিসু ন কম্পতীতি
টাং ঞানট্ঠেন ঞানং পজাননট্ঠেন পঞ্ঞা।

– দুঃখ বশে তিনি যথা করেন ভাবনা,
উৎপত্তি, স্থিতি আর নিমিত্ত সাধনা।
রাশি রাশি করণ, প্রতিসন্ধি নির্বচন,
এসব প্রজ্ঞা হয় বিপদ কারণ।
অনুৎপত্তি সুখ তিনি যথা করেন সাধনা,
সংঘটন নাহি কোন নাহি নিমিত্ত ভাবনা।
নাহি রাশি করণ কিংবা প্রতিসন্ধি মন,
শান্তি প্রজ্ঞা বলে তারে মহাঋষিজন।
এ প্রজ্ঞার বিপজ্জনক আছে কতিপয়,
উৎপত্তি বিষয় কারণ তার পঞ্চরকম হয়।
শান্তির প্রজ্ঞা আছে আরো পঞ্চ হয়,
এরূপেতে দশ প্রজ্ঞা জ্ঞানবান হয়।
দক্ষ যবে এরূপেতে প্রজ্ঞাদ্বয় সনে,
মর্দন করে না হস্ত তার বহু দৃষ্টি সনে।

প্রজ্ঞান জানা হয়েছে। এ অর্থে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানে তা অবগত হওয়া। সুতরাং বলা হয়েছে ভয় বশে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান হল বিপজ্জনক প্রজ্ঞা। (Ps.159)

৩৮. সুতরাং এখানে উপস্থিত উৎপত্তি (এভাবে হল পূর্ববর্তী প্রত্যয় বশে কর্ম। ঘটমানতা হল-যা এভাবে উৎপত্তি হয়েছে তা। নিমিত্ত হল সব সংস্কারের নিমিত্ত। রাশিকরণ হল কর্ম যা ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধির হেতু। প্রতিসন্ধি হল ভবিষ্যতে উৎপত্তি। গতি হল–যাতে করে প্রতিসন্ধি সংঘটিত হয়। যোনি হল সংস্কারসমূহের যোনিত্ব লাভ করা। পুনরোপত্তি হল এভাবে বর্ণিত

কর্ম বিপাক ধর্ম: কারও মধ্যে (যে উহা) লাভ করেছে অথবা (উহাতে) যার পুনর্জন্ম হয়েছে (Dh. 1282)। জন্ম-হেতুবশে জন্মভব ইহার প্রত্যয়। তারই প্রত্যয় জরা, ইত্যাদি জরা ব্যাধি মৃত্যু (ইত্যাদি) উল্লেখ্য।

৩৯. এখানে শুরুতে উৎপত্তিকে আলম্বনের প্রকৃত বিপজ্জনক জ্ঞান। অবশিষ্টগুলো এসবের প্রতিশব্দ। যুগ্ম-যোনি এবং পুনঃ জন্ম। উভয় হল ঘটমানতা। জরা ইত্যাদি-নিমিত্ত ইত্যাদির প্রতিশব্দ। (-----) উক্ত হয়েছে :

> উপ্পাদঞ্চ পবত্তঞ্চ নিমিত্তং দুক্‌খ পস্‌সাতি
> আয়ু হনং পটিসন্ধি ঞানং আদীনবে ইদন্তি চ,
> ইদং আদীনবে ঞানং পঞ্চঠানেসু জায়তীতি।
>
> – দুঃখ বশে সাধক যে করেন সাধনা
> উৎপত্তি, ঘটমান, নিমিত্ত আরাধনা।
> রাশিকরণ আছে আর প্রতিসন্ধি সনে,
> আরও ইহা প্রজ্ঞা হয় বিপদ বিধানে।
> এবং বিপজ্জনক জ্ঞানে এসব আছে আরো জ্ঞান
> ঞ্চহেতু পঞ্চ উৎস আছে কর জ্ঞান।

৪০. পরিপূর্ণ শান্তি অবস্থান জ্ঞান এরূপ: অনুৎপত্তি হল নিরাপদ ইত্যাদি ইহা মূলত: জ্ঞাতব্য যেমন বলা হয়েছে: জ্ঞানের বিপরীত ক্রম দেখানোর লক্ষ্যে বিপজ্জনক জ্ঞান। অথবা যখন ইহা এরূপে উক্ত হয়েছে, যে ভয়বিহীন নিরাপত্তা আছে এবং বিপদমুক্ত, ইহাকে সে সবের সাথে মুখোমুখী বাঁচতে যারা তা দেখে ভীত হয়, অন্তরে বিপরীতমুখী হয় তাদের জন্য। অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য যারা উৎপত্তি ইত্যাদি কোন লোকের কাছে বিপদরূপে ইহা পরিষ্কারভাবে উপস্থিত হয়। তার মন বিপরীতক্রমে সম্পৃক্ত হয় এবং সেজন্যে উক্ত হয়েছে: (৬৫০) জ্ঞান অগ্রগন্য দেখানোর জন্য ভয় উপস্থিতি বশে বিপদজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪১. এবং এখানে (১.ক) নির্দিষ্টভাবে ভয় কি? (২.ক) দুঃখ এবং প্রকৃতপক্ষে দুঃখ কি? (৩.ক) পার্থিব। যেহেতু ইহা পার্থিব সেহেতু ইহা পার্থিব বৈশিষ্ট্যযুক্ত পৃথিবীর ভবচক্র এবং অকুশল মুক্ত নয়। এবং যা পার্থিব তা

সম্পূর্ণই (৪-ক) সংস্কার সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সে জন্য উক্ত হয়েছে যে (২.ক) ভয়াগমন জ্ঞান এরূপে উৎপত্তি হল দুঃখ হল বিপদজ্ঞান। ইত্যাদি ইহা যখন এরূপ হয় তখনও সেখানে পার্থক্য থাকে। পার্থক্য এখানে জ্ঞাতব্য এসব এখানে এভাবে উৎপত্তি হতে শুরু করে) ঘটে। দুঃখের প্রণালীতে দুঃখ এবং পার্থিবের প্রণালীতে পার্থিব।

৪২. তিনি দশ প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী : যিনি বিপদজ্ঞান অবগত তিনি নিষেধ, সত্যক্রিয়া, দশ প্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ পাঁচ প্রকার উৎপত্তি ইত্যাদি এবং পাঁচ প্রকার অনুৎপত্তি ইত্যাদি জ্ঞান অবগত। এ দুপ্রকার জ্ঞানে দক্ষতা লাভ করেন দক্ষতার সাথে দুই, অর্থাৎ বিপদজনক ভয় জ্ঞান এবং শান্তি পূর্ণ অবস্থা। বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি তাঁকে টলাতে পারে নাঃ তিনি বিবিন্ন প্রকার দৃষ্টিতে বিচলিত হন না-যা ঘটে। যেমন এখানে এবং এক্ষণে চূড়ান্ত হল নির্বাণ। অবশিষ্ট সুস্পষ্ট।

ভয়তুপ্রস্থান জ্ঞান সমাপ্ত।

[(৫) নির্বেদানুপ্রস্থান জ্ঞান]

৪৩. এভাবে যখন তিনি সমস্ত সংস্কারকে বিপজ্জনকরূপে দেখেন তিনি সেসবের প্রতি প্রভাবে পক্ষপাতশূন্য হন (আকর্ষণ হারান) তার প্রতি অসন্তুষ্ট নিরানন্দ। যে কোন রকম সংস্কার ভাব ক্ষেত্রে, গতি, চিত্ত স্থিতিতে, অথবা সত্ত্বাবাসে। যেমন চিত্তকূট পবর্তের পাদদেশের স্থিত সোনার রাজহংসের যেমন সেখানে থাকতে ভালোবাসে। অশুচি চণ্ডাল গ্রামদ্বারের কদর্যময় স্থানে অভিরম হয় না। শুধু সাতটি মহাহ্রদে থাকতে চায়। ঠিক তেমনি এরকম রাজহাসরূপ সাধক বিবিধ ভাজে ভাজিত সংস্কার রাশিতে বিপদ প্রত্যক্ষ করেন। সপ্ত সাধনায় তিনি প্রত্যক্ষ করেন। যেহেতু ভাবনায় তিনি অভিনন্দিত হন। এবং পশুর রাজা সিংহ যেমন, সোনার পিঞ্জরে প্রক্ষিপ্ত নয়। হিমালয়ের ৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ পরিমিত স্থানে, অনুরূপভাবে, সিংহরূপ সাধক আনন্দিত হন-ত্রিভবের সুগতি গতিতে নয়। অধিকন্তু তিনি প্রত্যুপস্থানে। এবং যেমন সর্বশ্বেত সপ্তভাঁজ ভঙ্গিমা, ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, আকাশমার্গী, আনন্দ লাভ করে। নগরের মধ্যে নয়, শুধু ছদ্দন্ত হ্রদ এবং বনে অভিরমিত হয়। তেমনি (৬৫১) সাধক রূপ, হস্তী ও তেমনি সংস্কারের অভিবসিত হন না, অধিকন্তু অনুৎপত্তিতে নিরাপদ। এবং তাঁর মন রমিত হয়, সংলগ্ন থাকে এবং

উহাতে লিপ্ত থাকে তা হল এসবের শান্তিপূর্ণ প্রদর্শনে নির্বিদানুপ্রস্থান জ্ঞানের ভাবনা এখন্ডে সমাপ্ত।

৪৪. অর্থগতভাবে, শেষ দুটি এবং ভয়তুপ্রস্থান জ্ঞান এক। তদনুসারে প্রাচীনগণ বলেছেন: ভয়তুপ্রস্থান জ্ঞানের তিন নাম: সমস্ত ভয়ই ভয়জ্ঞান। সেকারণে ভয়তুপ্রস্থানের উৎপত্তি; ইহা উৎপত্তি করে বিপদ।–(একই সংস্কারে) এভাবে নির্বেদজ্ঞান উৎপত্তি করে। মূলগ্রন্থে উক্ত হয়েছে: ভয়তুপ্রস্থান জ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, এবং নির্বেদজ্ঞান একই অর্থ প্রযুক্ত। শুধু আক্ষরিক অর্থে ভিন্ন। (Ps.ii-63)

[(৬) মুমূক্ষনুপ্রস্থান জ্ঞান (মুক্তিকাম্যতা):]

৪৫. নির্বেদজ্ঞান অর্জনকারী সাধক নির্বেদে অনাসক্ত হয়ে পড়েন। বহির্জগতের যে কোন রূপ সংস্কারে অসন্তুষ্ট, নিরানন্দ লাভ করেন। বিবিধভাঁজে বিভক্ত সংস্কারের কোন একটির ভবে, যোনিতে, গতিতে, চিত্ত স্থিতিতে অথবা সত্ত্বাবাসে তাঁর মন তাতে দ্রুত লিপ্ত হয় না। লগ্ন তাতে বন্ধন নয় এবং তিনি সংস্কারের পুরা ক্ষেত্র হতে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করেন। এবং ইহা হতে বিমুক্ত হতে চান। তা কিরূপ?

৪৬. যেমন জালে আবদ্ধ মৎস্য, সর্পমুখের ব্যাঙ, খাঁচাবদ্ধ বনের মোরগ, শক্ত জালে আবদ্ধ হরিণ, সাপুড়ের হাতে আবদ্ধ সর্প, শক্ত খেদায় আবদ্ধ হাতি, গরুড়ের দৃষ্টিগত সর্পরাজ, বাহুর মুখ গহ্বরস্থ চাঁদ, শত্রু পরিবেষ্টিত মানুষ, ইত্যাদির মত। যেমন এসব মুক্তি পেতে ইচ্ছুক, এসব থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করে, তেমনি সাধকের মন এসব বিষয় হতে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করে। সমস্ত সংস্কার থেকে বিমুক্ত হতে মুক্তি চায়। অতঃপর যখন, তিনি যখন কোন রকম সংস্কারকে বিশ্বাস করেন না এবং এসব সংস্কার ক্ষেত্র থেকে বিমুক্ত হতে চান। তখন তাঁর মধ্যে মুমূক্ষাণুপ্রস্থান জ্ঞান বা মুক্তিকাম্যতা জ্ঞানের উদয় হয়।

মুমূক্ষাণুপ্রস্থান এখানে পরিসমাপ্ত।

৪৭. যে কোন ভবের অন্তর্গত-যোনি, গতি, স্থিতি, অথবা আবাস হতে মুক্তি কামনা করে সবরকম সংস্কার হতে সংস্কারের সমস্ত ক্ষেত্র হতে (652) তিনি (সাধক) সেসব সংস্কারসমূহে তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য আরোপ করে ধ্যানের প্রতিফলন ঘটান।

৪৮. নিম্নোক্ত কারণে তিনি সংস্কারসমূহ অনিত্যরূপে জ্ঞানপূর্বক দর্শন করেন। যথা–যেহেতু উহারা নিরবচ্ছিন্ন নয়। ক্ষণস্থায়ী, উদয়-ব্যয় দ্বারা সীমিত। ভঙ্গুর চঞ্চল, পবনশীল, ধ্বংসশীল, বিবর্তনশীল, নিঃসার, উচ্ছেদপ্রবণ, সংখাত, মরণশীল ইত্যাদি। তিনি নিম্নোক্ত কারণে এসবকে দুঃখময়রূপে দর্শন করেন। যথা-যেহেতু এসব নিরবচ্ছিন্নভাবে যন্ত্রণাকর, দুর্বহ, দুঃখের আকর, রোগ, গন্ডশূল, ব্যাধি, আর একটি কদর্য, একটি ক্লেশ, এক ক্লেশ, হেতু, বর্ধক, দুঃখপ্রবণ, মায়ের নিন্দিত, জন্মের হেতু, জরার অধীন, ব্যাধির অধীন, দুঃখের হেতু, পরিতাপের অধীন, হাহুতাশের অধীন, অকুশলের অধীন এবং ইত্যাদি। তিনি সব সংস্কারকে দর্শন করেন। কুৎসিৎ দুঃখের অধীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নিম্মোক্ত কারণে; সেহেতু এসব আপত্তিকর দুর্গন্ধময় বিরক্তিকর, প্রতিকূল, অন্তসারশূন্য, ভয়ানক, ঘৃণাজনক এবং ইত্যাদি।

এভাবে যখন তিনি সংস্কার প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় তিনি তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে বিচার করেন।

৪৯. কিন্তু তিনি কেন এভাবে বিচার করেন? বিমুক্তির নতুন পন্থা উদ্ভাবনের জন্য। একটি কাহিনি: কোন একজন লোক মাছ ধরার জন্য একটা পলো নিয়ে জলে চাপ দেয়। পলোর ভিতরে হাত দিয়ে মাছ ধরার ভ্রমে এক বিষধর সর্পের গ্রীবা শক্ত করে ধরে ফেলল। লোকটি মনে করল যেন সে একটি বড় মাছ ধরেছে। এতে সে আনন্দ বোধ করল। কিন্তু পরে সে কূলে তুলে দেখল যে, ত্রিবক্র এক সাপ তার হাত বেষ্টন করে আছে। সর্পের ত্রিবক্রাবস্থা লক্ষণ দেখে তার মৎস্যভ্রম দূর হল। তা যে মাছ নয়, সর্প তা যথার্থ জানতে পারল। জেনেই সে ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে বিপদ গুনল, এবং সাপ ধারণের প্রতি উদাসীনতা উৎপাদন করে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। এবং উপায় হিসেবে সে সাপের লেজের দিক হতে ক্রমে বাহু বেষ্টন খুলে নিয়ে ধৃত মাথায় মাটিতে দুই-তিন বার জোরে আঘাত করে। এতে সাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখনি দুষ্ট আততায়ী দুর হও বলে সাপটিকে দূরে ছুড়ে মারে। সে পেছন ফিরে সাপটিকে লক্ষ্য করে বলল, “ভাগ্যিস কত বড় বিষধর সর্পের দংশন হতে রক্ষা পেলাম।”

৫০. এ স্থলে যে সময়ে মাছ শিকারী মৎস্যভ্রমে সাপের গ্রীবা ধরে আনন্দিত হওয়ার ন্যায় সাধক পূর্বে অজ্ঞানতা বশে নিজ দেহের প্রতি মায়ার কারণে আসক্ত হওয়া। 'পলো' থেকে সাপ বের করে ত্রিবক্ষ লক্ষণ দেখার ন্যায় নিজের দেহকে পরমার্থ অনুসরণে পঞ্চস্কন্ধকে আনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণে পর্যবেক্ষণ করা। সর্প দর্শনে ভীত হওয়ার ন্যায় পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে অনিত্য ইত্যাদি লক্ষণ দর্শন করে সাধকের মধ্যে ভয়-জ্ঞান সঞ্চার। সর্পের মধ্যে দোষদর্শী হওয়ার মতো সাধকের আদীনব জ্ঞান সঞ্চার। সর্পের প্রতি উদাসীনতার মতো সাধকের নির্বেদজ্ঞান সঞ্চার। বিষধর সর্প হতে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্খার মতো সাধকের মুমুক্ষ। মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান সঞ্চার। সাপের দংশন হতে ত্রাণ পাওয়ার উপায় নির্ধারণের মতো সাধকের সংস্কার ধর্মসমূহের অনিত্য, ইত্যাদি ত্রিলক্ষণ নিরূপণ করা। সর্প যাতে দংশন করতে না পারে সেজন্যে মৎস্য শিকারী যেমন দু'তিনবার সর্পের মাথায় আঘাত করে ইহাকে দুর্বল করে দংশনে ব্যর্থ করে দূরে ছুড়ে মারে, এবং নিজেকে বিপদমুক্ত করে সেরূপ সাধক অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম রূপ ত্রিলক্ষণাত্মক সংস্কার সমূহকে দুর্বল (প্রহৃত) করে যাতে নিত্য, সুখ, সূচি এবং আত্মা ইত্যাদি আকারে স্মৃতিপথে পুনরাগমন করতে না পারে সেজন্যে তৎসমুদয় দুর্বল করে পরিত্যাগ করেন এ নিজেকে সংস্কার ধর্ম হতে বিমুক্ত করার উপায় নির্ধারণ করতে গিয়ে সাধকের মধ্যে প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেজন্যে পূর্বে উক্ত হয়েছে যে, বিমুক্তির নতুন পন্থা উদ্ভাবনের জন্য প্রতি সংখ্যা অন্যতম কৌশল।

৫১. এ মুহূর্তে তাঁর মধ্যে প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "যখন তিনি মনে অনিত্য আনয়ন করেন তখন কোন প্রতিসংখ্যা জ্ঞান হয়? যখন তিনি মনে দুঃখ আনয়ন করেন .... অনাত্ম, তখন কোন প্রতিসংখ্যা জ্ঞান হয়? যখন তিনি মনে অনিত্য আনয়ন করেন তখন তাঁর মধ্যে নিমিত্ত সম্পর্কে প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন তিনি মনে দুঃখ আনয়ন করেন তখন তাঁর মধ্যে প্রবর্তিত প্রতিসংখ্যা জ্ঞান উৎপত্তি হয়। যখন তিনি মনে অনাত্ম আনয়ন করেন তখন তাঁর মধ্যে নিমিত্ত এবং প্রবর্তিত প্রতি সংখ্যা জ্ঞান উৎপত্তি হয়। (Ps.ii-63).

৫২. এখানে প্রতি সংখ্যায় নিমিত্ত বলতে (অথ) অস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী অনিত্য বশে সংস্কারসমূহের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিমিত্ত জ্ঞাত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে ইহা তা নয়। প্রথমত: জেনে পরেই জ্ঞান উৎপত্তি, কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে–ব্যবহারিক মতে। অনুচ্ছেদের শুরুতে আছে, "কারণ (নির্ভর করে) মন এবং মনালম্বনের ওপর নির্ভর করে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। (M.i-112) এবং ইত্যাদি অথবা বিকল্পে–ইহা জানা যায়, যেমন ইহা বিবৃত হয়েছে পরিচয় পদ্ধতি অনুসারে পূর্ববর্তীর অবস্থা পরবর্তী অবস্থা শনাক্তকরণ হয়।

অবশিষ্ট দুটি বক্তব্যে, অর্থাৎ ব্যক্তকরণ (অর্থাৎ প্রবর্তি) এবং আবর্তি নিমিত্ত) একই রূপে জ্ঞাতব্য।

প্রতিসংখ্যানুপ্রস্থান জ্ঞান এখানে সমাপ্ত।

[(৮) সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান]

৫৩. এরূপে প্রতিসংখ্যানুপ্রস্থান জ্ঞান আয়ত্ত করা হয়েছে যে, সব সংস্কার শূন্য। (S.iii-167) । তিনি পুনরায় পরিগ্রহণ করেছেন যে, তাতে দ্বিকোটিক তার্কিক সম্পর্ক হল শূন্যতা। যথা-আত্মায় যা থাকুক না কেন আত্মা উভয় প্রান্ত শূন্যতা। [M.ii-263, Ps.ii-36]

যখন তিনি এভাবে প্রত্যক্ষ করেন যে, আত্মা গুণসম্পন্ন কোন আত্মা নেই, কিংবা অন্যকোন বস্তু বা জীব নেই। তিনি পুনরায় পরিগ্রহণ করেন যে, চতুর্প্রান্তিক শূন্যতায় যুক্তিপূর্ণ এ উপচ্ছেদে উত্থাপিত হয়েছে: যেমন আমি কোথাও নেই, কারো মধ্যে নেই, অথবা অন্য কোথাও আমার, আমিত্ব এবং কোথাও কারো না। [নাহং কৃচনি, কস্‌সচি কিঞ্চি নং তবিসং, ন চ মম কৃচনি, কিঞ্চি, কিঞ্চনং নত্থীতি যা তত্থ চতুকোটিকা সুঞ্ঞ্ঞ কথিতা তংপরিগন্‌হা তীতি [M.ii-263] কিরূপে?

৫৪. (১). এ পর্যায়ে এ সাধক চিন্তা করেন : আমি ... কোথাও নেই (নাহং কৃচমি] কোথাও আত্ম দেখি না ২) [চিন্তা করেন] ... কারো নিজস্ব [কস্‌সচি কিঞ্চতি অস্মিম] তিনি তাঁর নিজের কোন আত্মা দেখেন না, যাতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অপরের নিজেরও। ইহার অর্থ এই যে, তিনি দেখেন না (নিজের আত্মা) ভাইয়ের ক্ষেত্রে ভাই বলে চিন্তায় অনুমান করা হয় (ইহা লাভে), অথবা একটি অস্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। (৩) [বাগধারা অনুসারে] নতুবা আমার কোথাও না (ন চ মম

ক্বচনি) (অর্থ এই যে) তিনি অপর কারো আত্মাকে দেখতে পান না কোথাও (৪) এখন আমার (মম) শব্দটি এনে [আমাদের আছে] হয় .... যে কোন কেউ আমার নিজের (মম কিস্মিঞ্চি কিঞ্চনত অত্থি): এরূপে তিনি দেখেন না 'অপরের আত্মার নিজস্বভাবে স্থিত আছে, আমার নিজস্বভাবে (ইহার)। ইহার অর্থ এই যে, তিনি কোনভাবে অপরের আত্মার উদাহরণ দেখতে পান না। ইহা যেমন ভাইয়ের জন্য ভাই মাত্র। বন্ধুর জন্য বন্ধু, আসবাবপত্রের স্থানে আসবাবপত্র-এ উপমার অনুমেয় তার নিজস্ব বিষয়। সে কারণে ১) তিনি কোথাও নিজের আত্মা দেখেন না। ২) অপরের নিজস্ব বলতে তার উপমায়ও অনুমিত নয়। ৩) অপরের আত্মাও দেখেন না। ৪) নিজস্ব বিষয়ে অনুমান তিনি দেখতে পান না। ইহাই চতুর্কোটিক শূন্যতা সম্বন্ধে যৌক্তিক ধারণা।

৫৫. এভাবে যৌক্তিক সম্পর্ক চাতুর্কোটিকভাবে শূন্যতা দূর থেকে অবগত হয়ে তিনি ছয়কোর্টিক আবহে শূন্যতা অবগত হন। কি করে? ১) চক্ষু আত্মাশূন্য ২) অথবা আত্মার উপকরণ ৩) অথবা নিত্যত্বের ৩) স্থায়িত্বের ৫) অথবা শাশ্বতের ৬) অথবা অপরিবর্তনীয় বিষয় ... মন ... দৃষ্ট সত্য ... মনো সত্য ... চক্ষু বিজ্ঞান ... মনো বিজ্ঞান ... মনোস্পর্শ ... এবং ইহা জরা মরণ পর্যন্ত ধারাবাহিক অবিরতি।

৫৬. তিনি এভাবে ছয়কোটিক আবহে শূন্যতা দূর হতে অবগত হয়ে তিনি তা পুনরায় এভাবে অষ্টম কোটিক আবহে শূন্যতা অবগত হন: রূপের কোন সারত্ব নেই, অসার, সারহীন, যত সম্ভব জানা যায় ১) সারত্বের কোন নিত্যত্ব ২) অথবা দীর্ঘস্থায়ী সার অথবা ৩) সুখ সার ৪) অথবা আত্ম সার অথবা তৎসম্পর্কিত ৫) যা নিত্য অথবা ৬) ধ্রুব অথবা তৎসম্পর্কিত ৭) যা শাশ্বত অথবা ৮) যা বিবর্তনশীল। বেদনা ... সংজ্ঞা ... সংস্কার ... বিজ্ঞান ... চক্ষু ... [ইত্যাদি অধ্যায় ২০ (৯) দ্রষ্টব্য] জরা এবং মরণ এর কোন সার নেই, সারহীন, অসার, যত সম্ভব জানা যায় কোনরকম নিত্যত্ব, অথবা ধ্রুব সার, অথবা সুখ সার অথবা আত্মসার অথবা তৎসম্পর্কিত যা নিত্য, অথবা যা ধ্রুব অথবা যা শাশ্বত অথবা যা অপরিবর্তনীয়। যেমন-খাগড়ায় কোন সার নেই, সারশূন্য, সারহীন, যেমন এডেন্ডা বৃক্ষ, উদুম্বুব (ডুমুর) বৃক্ষ, শ্বেতবচ্ছ বৃক্ষ, পলিবদ্ধক বৃক্ষ, ফেন পিণ্ড, জলের বুদবুদ, মারীচি, কদলী খন্ড, মায়া, অসার, নিরসার,

সারপগত, নিত্য রঙ্গিন। তদ্রূপ রূপ ... (ইত্যাদি) ... বিজ্ঞান আত্মা শূন্য অবিপরিণাম ধর্মের দ্বারা শূন্য। (Nd.ii-278 PTS)

৫৭. এভাবে অষ্টম আবহে শূন্যতা অবগত হয়ে তিনি ইহা পুনরায় দশক আবহে অবগত হন। তা কিরূপে? তিনি এভাবে রূপকে শূন্যবশে, বৃথা বশে, অনাত্ম বশে, অধীশ্বর হীন বশে, কেউ যা চায় তা করতে ব্যর্থ হওয়া বশে, কেউ যা চেয়েছিল তা অকৃতকার্য (ইচ্ছা) বশে, অলভ্য বশে, অবশবর্তী বশে, পর বশে বিবিক্ত বশে দর্শন করেন। (Nd.ii-278 PTS)

৫৮. এভাবে দশক আবহে তিনি পরিগ্রহণ হয়ে তিনি পুনরায় দ্বাদশক আবহে অবগত হন। অর্থাৎ রূপক হিসেবে কোন জীব নেই, আত্মা নেই, কোন মানব জাতি নেই, কোন মানব নেই, কোন স্ত্রী নেই, কোন পুরুষ নেই, স্বয়ং নেই, নিজের কোন উপাদান নেই, আমি নই, আমার নয়, অন্যের নয়, কারজ্ঞা নয়, বেদনা (ইত্যাদি) ... বিজ্ঞান... কারও নয় (Nd.ii-186)

৫৯. এভাবে তিনি দ্বাদশক আবহে পরিগ্রহণ করে তিনি পুনরায় বিয়াল্লিশ আবহে অনুসন্ধানের মাধ্যমে পূর্ণপ্রজ্ঞায় তিনি পরিগ্রহণ (অবগত) হন। তিনি রূপকে অনিত্য বশে, দুঃখ বশে, ব্যাধি বশে, গন্ড বশে, এক বর্শা, এক দুর্দৈব, এক ক্লেশ, আগন্তুক বশে, বিয়োজন বশে, এক মহামারী, এক দুর্যোগ, এক ভয়, এক ভীতি, খামখেয়ালী বশে, পচনশীল, অসহনীয়, প্রতিরক্ষাহীন বশে, নিরাশ্রয়, শরণহীন, অযোগ্য শরণার্থী বশে, শূন্য বশে, বৃথা, শূন্য, স্বয়ং নয়, অসন্তোষ বশে, এক বিপদ বশে, বির্তনাধীন, সারহীন ভাবে দুর্যোগের মূল, ঘাতক (বধক) বশে, উচ্ছেদ দৃষ্টি সম্পন্ন, আসক্তিকারণ বশে, সংস্কৃতক বশে, মারের প্রলোভন বশে, জন্মের হেতু বশে, জরার হেতু বশে, ব্যাধির হেতু বশে, মৃত্যুর হেতু বশে, দুখের হেতু বশে, পরিতাপের হেতু বশে, ব্যথা শোক এবং হতাশার হেতু বশে, উৎপত্তি বশে, বিলয় বশে, বিপদ বশে, নিঃসরণ বশে। তিনি বেদনা প্রত্যেক্ষ করেন ... (ইত্যাদি) .. বিজ্ঞান ... পলায়ন বশে। (Ps.ii-238)

৬০. এবং ইহাও বলা হয়েছে: যখন তিনি রূপকে অনিত্য বশে প্রত্যক্ষ করেন ... নিঃসরণ বশে প্রত্যক্ষ করেন–তিনি জগৎকে (লোককে) ওপর

অবলোকন করেন–শূন্য বশে। যখন তিনি বেদনাকে অবলোকন করেন ... (ইত্যাদি) ... বিজ্ঞানকে অনিত্য বশে দর্শন করেন ... নিঃসরণ বশে তিনি জগৎকে শূন্য বশে প্রত্যক্ষ করেন। (656)

সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্খস্সু মোঘারাজ সদাসতো
অত্তানুদিটিঠং উহচ্চ এবং মচ্চুতরো সিয়া।

– লক্ষ্য করো জগৎ বাণী শূন্য তা বশে,
এ রূপেতে মোঘরাজ সর্বক্ষণ স্মৃতি অবশেষে
তিনিই হন নিঃসরণ মরণের দৃঢ়ালিঙ্গন,
পরিহারে স্বয়ং সংজ্ঞা বিশ্বোসে সঙ্গীন।
মানুষ দেখে না রাজার মরণ
যা হয় প্রত্যক্ষ এতে জগতে এমন।
(Sm.ii-19) (সিংহলী Ndii-190, PTS. 278)

[(৮) সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান]

৬১. যখন তিনি তিন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সংস্কার পরিগ্রহণ করেন এবং এসবকে এভাবে শূন্য অবলোকন করেন তিনি তাতে ভয় এবং আনন্দ পরিহার করেন। এসব বিষয়ে তিনি ভিন্ন আকৃতির এবং নিরপেক্ষ হন। এসবকে তিনি 'আমি' কিংবা 'আমার' কোনটি গ্রহণ করেন না। তিনি তখন 'তালাক'কৃত স্ত্রীর লোকের ন্যায় হয়।

৬২. মনে করুন একজন লোক এক সুন্দরী কাঙ্খিত চমৎকার এক রমণীকে বিয়ে করে। সে তাকে এত ভালোবাসত যে, ক্ষণিকের জন্য তার দৃষ্টি অগোচর সহ্য করতে পারত না। তার সঙ্গে অপর লোকের দাঁড়ানো, বসানো, অথবা কথোপকথন অথবা হাসিঠাট্টা লোকটিকে বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট এবং অসুখী করত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সে স্ত্রীলোকটির ভুল ধরা পড়ল এবং তার কাছ থেকে মুক্ত হতে চাইল, তাকে তালাক দিল। সে আর তাকে 'আমার' বলে গ্রহণ করল না এবং তারপর, তাকে সে যা ইচ্ছে তা করলেও তাকে বিরক্ত অথবা দুঃখ দিত না। অধিকন্তু ভিন্ন প্রকৃতির এবং নিরপেক্ষ তরে ভূমিকা পালন করত। সেরূপ এ সাধক, সবরকম সংস্কার হতে বিমুক্ত হতে চান। প্রতিসংখ্যা জ্ঞানের দ্বারা তা পরিগ্রহণ করেন; তারপর 'আমি' এবং 'আমার' মধ্যে দেখে

কিছু নেই লক্ষ্য করেন। তিনি ভয় এবং আনন্দ উভয় পরিহার করেন। এবং সংস্কার সমূহের প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী ও নিরপেক্ষ তা অবলম্বন করেন।

৬৩. এভাবে তিনি যখন অবগত হন এবং প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর হৃদয় পশ্চাৎপ্রসারণ এবং প্রত্যাহৃত হয় এবং তিন প্রকার ভব হতে সরে আসে। চার প্রকার যোনি, পাঁচ প্রকার গতি, সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি, এবং নয় প্রকার সত্ত্বাবাস অথবা প্রতিকূলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন পদ্ম পত্রে জল পড়ে, পশ্চাৎগমন এবং প্রত্যাহৃত হয় যা অল্পে উপ্চে পড়ে, বিস্তৃত হয় না। সেরূপ তাঁর হৃদয় ... এবং যেমন পেঁচার পাখা অথবা মাংসাপেশী (খণ্ড) আগুনে নিক্ষেপ করলে তা পশ্চাৎ অপসরণ, প্রত্যাহৃত এবং ফিরে আসে এবং বিস্তার হয় না, সেরূপ তার হৃদয় ত্রিভবে পশ্চাৎগমন, প্রত্যাহৃত এবং ফিরে যায় না ... হয়তঃ উপেক্ষা, অথবা প্রতিকূলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরূপে তার অন্তরে সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞানের উদয় হয়।

৬৪. কিন্তু যদি (এ জ্ঞানে) নির্বাণ দর্শন হয়, শান্তাবস্থান, শান্তিপূর্ণ তবে সংস্কারের সব ঘটনাবলি প্রত্যাহৃত হয়, তবে শুধুই নির্বাণে প্রবেশ করে। যদি নির্বাণ শান্তিপূর্ণ দর্শন না হয় (৬৫৭) ইহা পূর্ণঘটন হয় এবং পুনরায় সংস্কার আলম্বন হয়। বণিকের পাখির মতো।

৬৫. যখন বণিকগণ ডেক থেকে একটি জাহাজ সমুদ্র যাত্রায় যেত। তাদের সাথে থাকত একটি দিক নির্ণয়কারী কাক। যখন জাহাজ উড়িয়ে নিয়ে যেত হাওয়ার জোরে নির্দিষ্ট গতির বাইরে ঝরের বেগে চলে যেত দৃশ্যে কোন স্থলভাগ দেখা যেত না তখন তারা তীর নির্ণয়কারী কাক ছেড়ে দিত। ইহাকে মাস্তুলের অগ্রভাগ হতে চলে গিয়ে সমস্তদিক তল্লাশী করে। যে দিকে তীর আছে সেদিকে চলে যেত। যদি না পেত তবে ফিরে এসে মাস্তুলের আগায় বসত। ঠিক সেভাবে যদি সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞানে নির্বাণ দৃষ্ট হয় তবে নির্বাণধর্ম (অবস্থা) শান্তিপূর্ণ ইহা সমস্ত সংস্কারের সব ঘটমানতা পরিত্যাগ করে নির্বাণে প্রবেশ করে। যদি ইহা প্রত্যক্ষ না হয় তবে তা পুনঃ পুনঃ সংস্কার নিমিত্ত উৎপাদন হয়।

৬৬. এখন সংস্কারকে বিভিন্ন আবহে পরিগ্রহণের পর, যদিও একটি থালার ধারে যেমন পরিবর্তন করা হয়, যদিও বীজে আবদ্ধ পশমাদি আঁচড়ানো

বশে ছড়ানো হয়, তেমনি যদিও ভয় এবং আনন্দ পরিহার করা হয় এবং সংস্কারসমূহে অনুসন্ধানে মধ্যস্থ হওয়ার পর তিনি ত্রয়ীধ্যানে তখন পর্যন্ত নিরত থাকেন, এবং এরূপ করার ফলে এ (বিদর্শন প্রজ্ঞা) তিন ফটকদ্বার দিয়ে বিমুক্তিতে প্রবিষ্ট হয়। ইহা একটি হেতু সুপ্ত আর্যশ্রেণির অন্তর্ভূক্ত হন।

[বিমুক্তি ত্রিদ্বার]

৬৭. বিমুক্তির তিন প্রধান দ্বারে প্রবেশ করে। বর্তমানে তিন প্রকার। প্রধান ইন্দ্রিয়ের মধ্যে (একটি) ইন্দ্রিয় ধ্যানানুসারে তিন প্রকারের মধ্যে যে কোন একটি উৎপত্তি ঘটে। তিন প্রকার অনুপ্রস্থানকে বিমুক্তির তিন প্রবেশ দ্বার বলা হয়। সে অনুসারে বলা হয়েছে: কিন্তু বিমুক্তির প্রবেশের দ্বারে জগৎ হতে বহির্গমনে পথ দেখায় (অর্থাৎ (১) সংস্কারসমূহকে প্রত্যক্ষ করে সুরক্ষা এবং সীমাবদ্ধ করা এবং তৃষ্ণাবিহীন নিমিত্তহীন ধাতুতে চিত্তের প্রবেশ (২) মনকে উত্তেজনকারী সমস্ত সংস্কারে ৩) সমস্ত ধর্ম (বিষয়) প্রবাসীরূপে দেখে এবং শূণ্যতা ধাতুতে চিত্তের প্রবেশ। বিমুক্তির এ তিন প্রবেশ দ্বারে জগৎ হতে বাহির গমনে পথ দেখায় ? (Ps.ii-48)

৬৮. এক্ষেত্রে সুরক্ষা এবং সীমাবদ্ধতা (অর্থ) উভয় বশে উদয়-ব্যয় দ্বারা সুরক্ষা এবং তাদ্বারা সীমাবদ্ধতা। অনিত্যানুপ্রস্থান ভাবনায় সেসবকে এভাবে সুরক্ষা করে। সংস্কার উৎপত্তির পূর্বে স্থিত ছিল না। এবং তাদের গতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে এসবকে সীমাবদ্ধতায় দৃষ্ট হয় এভাবে। তারা ব্যয়ের বাইরে যায় না, তারা যেখানে অদৃশ্য হয়। মনকে উত্তেজনাকারী দুঃখানুপ্রস্থানে জরুরীভাবে সংস্কারের সাথে ইন্দ্রিয় প্রয়োগ। (৬৫৮) বিরুদ্ধ প্রদর্শনে অনাত্মানুপ্রস্থান ভাবনা: যেমন–'আমি নই' 'আমার নয়'।

৬৯. সুতরাং এ তিন বাক্যাংশ প্রকাশে জ্ঞাতব্য অনিত্যানুপ্রস্থান ভাবনা এবং অপরাপর। সুতরাং পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে (প্রতিসম্ভিদায় জিজ্ঞাসিত) বলা হয়েছে: 'যখন তিনি মনে এসব অনিত্য বশে আনয়ন করেন, সংস্কারসমূহ তা ক্ষয়ের জন্য দায়ী বশে আগত হয়। এসবকে মনে দুঃখরূপে আনয়ন করেন, সংস্কার ভয়রূপে আগত হয়। যখন তিনি

এসবকে মনে অনাত্মারূপে স্থান দেন সংস্কার শূন্যরূপে আগত হয়। (Ps.ii-48)

৭০. এসব অনুপ্রস্থান বিমুক্তির মধ্যে প্রবেশদ্বার বলে উক্ত; সে বিমুক্তিগুলো কি কি ? সেসব এ তিন প্রকার: অনিমিত্ত, বীততৃষ্ণা এবং শূন্যতা। সে কারণে উক্ত হয়েছে: যখন কেউ মনে মহৎ সংকল্প করেন (সংস্কার সমূহ) অনিত্য, তিনি অনিমিত্ত বিমুক্তি লাভ করেছেন। যখন কেউ মনে মহৎ শান্তভাবের আনয়ন করেন দুঃখ বশে তিনি বীততৃষ্ণ হয়ে বিমুক্তি লাভ করেন। যখন কেউ মনে অনাত্ম বশে 'মহৎপ্রজ্ঞা" আনয়ন করেন তিনি শূন্যতা বিমুক্তি লাভ করেন। (Ps.ii-58)

৭১. এখানে এভাবে অনিমিত্ত বিমুক্তি জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য যে, অনিমিত্ত ভাবের মাধ্যমে নির্বাণকে আলম্বন করে অনিমিত্ত আর্যমার্গ প্রবর্তিত হয়। অনিমিত্ত ধাতুর কারণে উৎপন্ন মার্গ অনিমিত্ত। কলুষ থেকে মুক্ত বলে ইহা বিমুক্তি।

[প্রতিপদ জ্ঞান বিশুদ্ধি বর্ণনা]

৭২. কিন্তু অভিধম্মে উক্ত হয়েছে: যে সময়ে লোকোত্তর ধর্ম-ভাবনা করা হয়, প্রত্যয়গামী নীত হয়ে দৃষ্টিসহগত পরিহার করে প্রথম ভূমিতে পতিত হয়ে কাম বিবিক্ত প্রথম ধ্যান উৎপাদন করে তাতে অবস্থান করেন এবং তা শূন্য করলে কথিত হয়। এরূপে বিমোক্ষদ্বয় উক্ত। তা প্রণালী বিহীন বিদর্শনে রেখে গমন।

৭৩. যা হোক না কেন, প্রতিসম্ভিদা গ্রন্থে উক্ত হয়েছে : ১) প্রথমত: ইহা ভুল ব্যাখ্যায় বশত: (সংস্কারসমূহ) হতে বিমুক্তি করণ: অনিত্যানুপ্রস্থান জ্ঞান শূন্যতা বিমুক্তি। যেহেতু নিত্যবশে ব্যাখ্যা তাদের বিমুক্তি বলা হয়েছে: ১) প্রথমত বিবৃত হয়েছে শূন্যতা বিমুক্তি ভূল ব্যাখ্যাত (সংস্কারসমূহ) হবে বিমুক্তি। অনিত্যানুপ্রস্থান জ্ঞান হল শূন্যতা বিমুক্তি। যেহেতু ইহা নিত্যবশে বিবৃতি থেকে বিমুক্ত করে। আত্মানুপ্রস্থান জ্ঞান শূন্যতা বিমুক্তি। যেহেতু ইহা আত্মাবশে বিবৃতিসমূহ হতে বিমুক্ত করে। (Ps.ii-67) (২) অত:পর ইহা নিমিত্ত হতে বিমুক্ত হয়ে অনিমিত্ত বিমুক্তি বশে বিবৃত অনিত্যানুপ্রস্থান জ্ঞান হল অনিমিত্ত বিমুক্তি। যেহেতু ইহা (সংস্কার সমূহের) নিত্য বশে বিমুক্ত করে। দুঃখানুপ্রস্থান জ্ঞান

অনিমিত্তি বিমুক্তি। যেহেতু ইহা সুখ (সংস্কার সমূহের) নিমিত্ত হতে বিমুক্ত করে। অনাত্মানুপ্রস্থান অনিত্তি বিমুক্তি। যেহেতু ইহা (সংস্কারের) আত্মার নিমিত্ত হতে বিমুক্ত করে [৬৫৯) (৩) অন্তিমে তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত হয়ে, বীততৃষ্ণ বিমুক্তি বলে বিবৃত হয়েছে। অনিত্যানুপ্রস্থান জ্ঞান হল তৃষ্ণাহীন বিমুক্তি। যেহেতু ইহা নিজ (সংস্কার) তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত করে। দুঃখানুপ্রস্থান জ্ঞান হল বীততৃষ্ণ বিমুক্তি। যেহেতু ইহা সুখতৃষ্ণা হতে বিমুক্ত করে। অনাত্মানুপ্রস্থান জ্ঞান তৃষ্ণাহীন বিমুক্তি। যেহেতু ইহা আত্মা তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত করে। (IIs.ii-68) কিন্তু যদিও এভাবে উক্ত হয়েছে বিদর্শন হুবহু আক্ষরিকবাবে অনিমিত্ত নয়। কারণ তাতে সংস্কারের নিমিত্তের কোন পরিহার নেই (গঠনবশে) এখানে অনিত্য বশে তাদের নিমিত্ত সুস্পষ্ট এবং তৎক্ষণে (800N) সুতরাং ইহা হুবহু আন্তরিকভাবে শূন্য এবং তৃষ্ণাবিহীন। ইহা এক্ষণে আর্যমার্গ যে বিমুক্তি সুস্পষ্ট উল্লেখ্য। ইহা বিদর্শন জ্ঞান অনুসারে বিদর্শন মার্গে উপনীত করায়। ইহা জ্ঞাতব্য হল কেন ? মাত্র দ্বিপ্রকার বিমুক্তি বর্ণিত হয়েছে (অভিধর্ম) যথা : বীততৃষ্ণ এবং শূন্য।

এখানে ইহাই বিমুক্তি সম্পর্কিত প্রথম নিবন্ধ।

[সাত প্রকার আর্য পুদগল শ্রাবক ব্যক্তি]

৭৪. পূর্বাহ্নে উক্ত হয়েছে : প্রত্যয়গতভাবে আর্য পুদগল সাত প্রকার। যথা: ১) শ্রদ্ধানুসারী ২) শ্রদ্ধাবিমুক্তি ৩) কায়সাক্ষী ৪) উভয়ত: বিমুক্ত ৫) ধর্মানুসারী ৬) লক্ষ্যপ্রাপ্ত (দিটাঠ পাত্তো) ৭) প্রজ্ঞা বিমুক্তি। এ সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা জ্ঞান এক প্রত্যয় সাত প্রকার বিভাজনীয় বশে এখানে প্রতিষ্টিত হয়েছে।

৭৫. যখন কোন লোক মনে মহা সিদ্ধান্তে সংস্কার সম্বন্ধে অনিত্য আনায়ন করেন, তখন তিনি শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় লাভ করেন। ১) তিনি একজন শ্রদ্ধাধিমাত্র হন। এক্ষণে তিনি স্রোতাপত্তি মার্গের অধিকারী হন এবং অপর সাত প্রকারে অর্থাৎ তিন উচ্চতর মার্গ এবং চার ফলের অধিকারী হন। ২) তিনি শ্রদ্ধাবিমুক্ত হন। যখন কেউ তা অন্তরে দুঃখরূপে আনয়ন করেন এবং মথ প্রশান্তি বর্তমান যাকে তিনি ধ্যান লাভ করে থাকেন। ৩) তাকে একজন বালকের পক্ষের আট প্রকার সাক্ষ্যদান তুল্য মূল্য

বলা হয়। ৪) তাকে উভয় উপায়ে বিমুক্ত বলা হয়। তাঁকে অরূপ উপনীত হয়ে ও উচ্চতর ফলের অধিকারী বলা হয়। যখন কোন লোক এসব মনে ধারণ করেন অনাত্মবশে মহা ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় লাভ করেন তিনি ৫) স্রোতাপত্তি মার্গ ক্ষণে ধর্মানুসারী হন। পরবর্তী ছয় উদাহরণে তিনি দৃষ্টিতে উপনীত হন এবং ৭) সর্বোচ্চ ফলের ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রজ্ঞাবিমুক্তিতে পরিণত হন।

৭৬. ১) উক্ত হয়েছে: যখন তিনি সংস্কারকে মনে অনিত্য বশে ধারণ করেন, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় তার মধ্যে প্রবেশ করে। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ে প্রবেশের সাথে তিনি স্রোতাপত্তি মার্গ অর্জন করেন। সুতরাং তাকে তখন বলা হয় প্রজ্ঞা বিমুক্তি।

১) এরূপ বলা হয়েছে: যখন মনে অনিত্য বশে সংস্কার আনায়ন করেন; তখন শ্রদ্ধেন্দ্রিয় তার মধ্যে প্রবেশ করে। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবেশ করে তিনি স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করেন। সুতরাং তখন তাকে "শ্রদ্ধানুসারী" বলা হয়। (Ps.ii-53). (660)।

অনুরূপভাবে: ২) যখন তিনি চিত্তে সংস্কারকে অনিত্যরূপে আনায়ন করেন তার মধ্যে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবেশ করে। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সাথে স্রোতাপত্তি ফলে তিনি উপলব্ধি করেন। সুতরাং তখন তাঁকে শ্রদ্ধবিমুক্তি বলা হয়। (Ps.ii-63)

৭৭. অধিকন্তু আরও বলা হয়েছে: [প্রথম মার্গ ক্ষণে] ২) তাকে শ্রদ্ধাবিমুক্ত বলা হয় [শ্রদ্ধান্ত বিমুক্তি] এভাবে তাকে শ্রদ্ধাবিমুক্ত বলা হয়। ৩) এবং তিনি নির্বোধ নির্বাণ উপলব্ধি করেন কায় সাক্ষীর মাধ্যমে এভাবে তিনি কায়সাক্ষী। ৬) তিনি দৃষ্টিগত নির্বাণ লাভ করেন। তাই বলা হয় দৃষ্টিগত উপলব্ধি (অবশিষ্ট তিন মার্গক্ষণে) করেন ইহা প্রজ্ঞার সাথে জ্ঞাত, দৃষ্ট, স্বীকৃত, উপলব্ধ এবং অভিজ্ঞাত যে সংস্কার দুঃখময়, নিরোধ হল সুখ, এরূপে তিনি একজন দৃষ্টি অর্জনকারী (Ps.ii-52)

৭৮. অবশিষ্ট চারটি বশে, যাহোক শব্দগত অর্থ প্রথমে এভাবে জ্ঞাতব্য ১) তিনি শ্রদ্ধানুসরণ করেন এরূপে তিনি শ্রদ্ধানুসারী। ৫) তদনুরূপ তিনি ধর্মানুসরণ করেন এভাবে তিনি ধর্মানুসারী যাকে বলা হয় প্রজ্ঞা। অথবা তিনি ধর্মের দ্বারা অনুসরণ করেন তাই তিনি ধর্মানুসারী ৪) তিনি

উভয়েতে বিমুক্ত অরূপ ধ্যান এবং আর্যমার্গ এরূপে তিনি উভয় প্রকারে বিমুক্ত ৭) প্রজ্ঞায় তিনি বিমুক্ত এরূপে তিনি একজন প্রজ্ঞা বিমুক্ত।
সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা জ্ঞান।

[অবশিষ্ট তিন প্রকার জ্ঞান মূলতঃ এক প্রকার]

৭৯. এ সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা জ্ঞান) অর্থতঃ পরবর্তী দুপ্রকার জ্ঞানের সাথে একই। এই সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা জ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীনগণ বলেছেনঃ এ সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা জ্ঞান এক প্রকার নাম তিনটা। প্রথমতঃ মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান মধ্যস্থলে প্রতিসংখ্যা জ্ঞান এবং শেষে যখন ইহা চূড়ান্ত সীমার পৌছে তখন তাঁকে সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা জ্ঞান বলা হয়।

৮০. কিরূপে সে মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা জ্ঞান, এবং সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান হয়? মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা জ্ঞান, এবং সর্বসংস্কার (অধিকৃত) সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান। প্রতিসংখার মুক্তিকাম্যতা তা জ্ঞান এবং সর্ব সংস্কার (অধিকৃতে) প্রকাশ ঘটে। ... নিমিত্ত ... (ইত্যাদি ... (দ্র.৩৭) ... স্থূল সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান। (Ps.i-60f)

৮১. এখানে সংযুক্তিকৃত "মুক্তিকাম্যতা পটিসঙ্খা সন্তিটঠান"–এভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় মুঞ্চিতু কাম্যতা চ সা পটিসঙ্খা চ সন্তিটঠনা চ। সুতরাং (৬৬১) প্রথমস্তরে তৃষ্ণা পরিহার করা। উৎপত্তি ইত্যাদি থেকে তৃষ্ণার মুঞ্চিতু কাম্যতা। একের মধ্যে যিনি প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বেদ হয়ে নির্বেদী অর্থাৎ মুঞ্চিতু কাম্যতাই-বিমুক্তি। মধ্যস্থলে প্রতিসংখ্যান বিমুক্তি তথা প্রতিসংখ্যার লক্ষ্যে অর্থানুসন্ধান করা। এ ত্রিবিধ জ্ঞান অর্থগতভাবে এক। সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান লাভ করে সাধকের বিদর্শন প্রজ্ঞা শিখা হয় উজ্জ্বল হয় এবং উত্থানগামী হয়। (Ps.i-61) শিখা প্রাপ্ত বিদর্শন প্রজ্ঞা এবং ও উত্থানগামী বিদর্শন প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের নামান্তর।

৮২. অধিকন্তু, জ্ঞাতব্য যে, পাঠগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়ে বলা হয়েছেঃ মুক্তি কাম্যতা এবং প্রতিসংখ্যানুপ্রস্থান এবং সংস্কারোপেক্ষা বিষয়গুলো মূলতঃ এক কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ভিন্নতা মাত্র। (Ps.ii-64)

[বিদর্শন মার্গ উত্তরনের প্রতীক]

৮৩. এখন যখন কোন কুলপুত্র এরূপে সংস্কারোপেক্ষায় উপনীত হন তার বিদর্শনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং উত্তরণ ঘটায় বিদর্শন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে অথবা বিদর্শন সর্বোচ্চ সীমায় হয় তখন তার ত্রয়ী জ্ঞান নামে খ্যাত হয়। যথাঃ সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান। অনুলোম জ্ঞান গোত্রভুজ্ঞান। ইহা জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত যেহেতু ইহা

সর্বোচ্চ সীমার চূড়ান্ত উপনীত। ইহাকে উত্তরণের নেতৃত্বে অগ্রগামী বলা হয়। কারণ উত্তরণের অভিমুখী করে। মার্গকে বলা হয় "উত্থানগামী"–কারণ ইহা নিমিত্ত নামে অভিহিত বহিঃ আলম্বন হতে উৎপত্তি এবং অভ্যন্তরীণভাবে (অকুশলের) উৎপাদন। ইহা উহাতে যায়, এরূপে ইহা উত্থানে অগ্রগামী হয়, অর্থ এই যে, ইহা মার্গের সাথে সংযোগ সাধন করে।

৮৪. এখানে ব্যাখ্যার লক্ষ্যে এ ধরণের তালিকাটি উত্থানগামী শ্রেনীকৃত হয়েছে। ব্যাখ্যার স্বভাব অনুসারেঃ ১) অভ্যন্তর ব্যাখ্যার পরে অভ্যন্তর হতে উত্থানগামী হয় ২) অভ্যন্তর ব্যাখ্যার পরে বাহ্যিক হতে উত্থানগামী হয়, ৩) বাহ্যিক ব্যাখ্যার পরে বাহ্যিক হতে উত্থানগামী হয় ৪) বাহ্যিক ব্যাখ্যার পরে অভ্যন্তর হতে উত্থানগামী হয় ৫) রূপ ব্যাখ্যার পরে রূপ ব্যাখ্যা হতে উত্থানগামী হয়; ৬) রূপ ব্যাখ্যার পর অরূপ হতে উত্থানগামী হয় ৭) অরূপ ব্যাখ্যার পরে অরূপ হতে উত্থানগামী হয় ৮) অরূপ ব্যাখ্যার পরে রূপ হতে উত্থানগামী হয় ৯) পঞ্চ স্কন্ধ হতে এক ঘাতে উত্থানগামী হয়। ১০) অনিত্য বশে ব্যাখ্যার পরে অনিত্য হতে উত্থানগামী হয়, ১১) অনিত্য বশে ব্যাখ্যার পরে দুঃখ হতে উত্থানগামী হয় ১২) অনিত্য বশে ব্যাখ্যার পরে অনাত্ম হতে উত্থানগামী হয় ১৩) দুঃখ বশে ব্যাখ্যার পরে দুঃখ হতে উত্থানগামী হয় ১৪) দুঃখ বশে ব্যাখ্যার পরে অনিত্য হতে উত্থানগামী হয় ১৫) দুঃখ বশে ব্যাখ্যার পরে অনাত্ম হতে উত্থানগামী হয় ১৬) অনাত্ম বশে ব্যাখ্যার পরে অনাত্ম হতে উত্থানগামী হয় ১৭) অনাত্ম বশে ব্যাখ্যার পরে অনাত্ম হতে উত্থানগামী হয় ১৮) অনাত্ম বশে ব্যাখ্যার পর দুঃখ হতে উত্থানগামী হয়। তা কিরূপে?

৮৫. এখানে ১) কেউ কেউ তাঁর ব্যাখ্যা করেন তাঁর নিজের অভ্যন্তরসহ সংস্কার দিয়ে শুরু করেন। ব্যাখ্যার পরে তিনি সেসব দেখেন। কিন্তু দেখার মাধ্যমে উত্থান মার্গ অবলোকন করে না। অভ্যন্তর মাত্র অবলোকন করে কিন্তু বাহ্যিক অবশ্যই দ্রষ্টব্য। সুতরাং তাঁকে অপরের স্কন্ধাদি দেখতে হবে। সাথে সাথে অনুৎপাদিত সংস্কার, অনিত্য, দুঃখ অনাত্মাদি পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি সময়ের অভ্যন্তরস্থ এবং সময়ে বাহ্যিক সংর্শন করবেন। তাঁর এরূপ সংমর্শনের অভ্যন্তরস্থ সংযর্শনকালে বিদর্শন মার্গের সাথে বিঘাত হয়। ইহা অভ্যন্তর (৬৬২) অভিনিবেশে রত থেকে অভ্যন্তর উত্থানগামী হয়। ২) যদি তাঁর বিদর্শন মার্গ সংঘর্ষ (মিলিত) হয়, বাহ্যিক সংমর্শনের সময় তখন তাঁকে অভ্যন্তর ব্যাখার

পরে বাহ্যিক থেকে উত্থানগামী বলা হয়। ৩) অনুরূপভাবে বাহ্যিক ব্যাখ্যার পরে বাহ্যিক হতে উত্থানগামী এবং ৪) অভ্যন্তর হতে।

৮৬. (৫) অপর কেউ রূপকে নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা শুরু করেন। এরূপ করতে গিয়ে তিনি ভূতরূপের রূপকে দেখেন এবং ভূতোৎপত্তি রূপ সমূহকে একসাথে দেখেন। শুধুমাত্র রূপ দর্শন করে উত্থানগামী হয় না প্রয়োজন অরূপের দর্শন। সুতরাং তিনি অরূপ দর্শন করেন (নাম), বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান দর্শন করেন। যা উৎপন্ন হয়েছে রূপকে আলম্বন করে। এক সময় তিনি উপলব্ধি করতে পারেন রূপ এবং অপরটি অরূপ। তাঁর এরূপ হওয়ার পর বিদর্শন মার্গের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়। যখন তাঁর রূপ বলে বোধ জন্মে। এক্ষণে তাঁকে রূপ ব্যাখ্যা করার পরে রূপ হতে উত্থানগামী হয়। ৬) কিন্তু যখন তাঁর বিদর্শন মার্গ সংযুক্ত হয়–এক সময় যখন তিনি অরূপকে অরূপ বলে বোধ করেন। তখন তাঁকে রূপ ব্যাখ্যার পরে অরূপ হতে উত্থানগামী হয়। ৭) অনুরূপভাবে অরূপ ব্যাখ্যার পরে অরূপ হতে উত্থানগামী হয় এর ক্ষেত্রে এবং (৮) রূপ থেকে।

৮৭. ৯) যখন তিনি এরূপে ব্যাখ্যা প্রদান সম্পন্ন করেন যে সমস্ত উদয়শীল তৎসমূদয় ব্যয়শীল (M.i-380) এবং সেরূপ উত্থানগামী সময় বলা হয়েছে যে, পঞ্চস্কন্ধে এক বিঘাত হতে উত্থানগামী হয়।

৮৮. (১০) কোন লোক শুরুতে অনিত্য বশে সংস্কার সংমর্শন জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু শুধু উত্থানগামী সংমর্শন মাধ্যমে আসে না। যেহেতু এসবে অবশ্যই দুঃখ এবং অনাত্মা ও থাকতে হবে। সুতরাং তিনি এসবকে দুঃখময় এবং অনাত্মময় সংমর্শন করেন। এরূপ করার ফলে যখন তিনি অনিত্য বশে এসব সংমর্শন করেন উত্থানগামী হয়। তাকে বলা হয় যে, অনিত্য বশে ব্যাখ্যার পরে অনিত্য হতে উত্থানগামী (১১-১২)। যখন তিনি এসবকে দুঃখময় অনাত্ম বশে সংমর্শন করার সময় যদি উত্থানগামীতা এসে পড়ে তখন বলা হবে যে, অনিত্য বশে ব্যাখ্যার পর ইহা দুঃখময় তা হতে উত্থানগামী আসে, অনাত্মতা থেকে নয়। অনুরূপভাবে দুঃখময়তা বশে ব্যাখ্যার পরে উত্থানগামীর ক্ষেত্রে (১৩-১৫) এবং অনাত্মা ইত্যাদি (১৬-১৮)।

৮৯. এবং যদি তাঁরা (শুরুতে) অনিত্য বশে অথবা দুঃখময় বশে এবং অনাত্মা বশে যখন উত্থানগামীতা এসে পড়ে যদি উত্থানগামীতা (ধ্যানের সময়) অনিত্য বশে স্থিত হয় তখন তাঁরা তিন ব্যক্তি শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় লাভ করে। যেহেতু তাঁরা মহাসঙ্কল্প পরায়ন হন, শ্রদ্ধানুসারী হন, সপ্তস্থানে

শ্রদ্ধাবিমুক্ত হন প্রথম মার্গক্ষণে এবং অবশিষ্ট সপ্তস্তরে তাঁরা শ্রদ্ধা বিমুক্ত হল (৬৬৩)। যদি দুঃখময়তা হতে উত্থানগামীতা হয়। তবে তিন ব্যক্তি ধ্যানেন্দ্রিয় লাভ করেন। যেহেতু তাদের রয়েছে মহা প্রসিদ্ধি (নির্মলতা) তারা অনিমিত্ত বিমুক্তিতে মুক্ত এবং সমস্ত অষ্টম কায়সাক্ষীতে তাঁরা উত্তীর্ণ। এসবের মধ্যে যিনি বিদর্শন ভিত্তিতে অরূপ ধ্যান উচ্চতর ফল সমাপত্তির ক্ষেত্রে আরও তিনি অগ্রফলে উভয় ভাড়া বিমুক্ত। অতঃপর যদি উত্থানগামীতা অনিত্য বশে ধ্যানক্ষণে স্থিত হয় তবে তিন ব্যক্তি প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় লাভ করেন। যেহেতু তাঁদের মধ্যে মহাপ্রজ্ঞা আয়ত্ত। তাঁরা শূন্যতা বিমুক্তিতে মুক্ত। প্রথম মার্গে তাঁরা ধর্মানুসারীজ লাভ করেন। অপর ছয় উদাহরণে তাঁর দূরদৃষ্টি (লক্ষ্যস্থলে) উপনীত হন। উচ্চতর ফল সমাপত্তিতে উপনীত হয়ে প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করেন।

[দ্বাদশ প্রকার উপমা]

৯০. বিদর্শনে প্রাগ্রসর উত্থানগামিতা ব্যাখার জন্য দ্বাদশ প্রকার উপমা জ্ঞাতব্য। এবং প্রজ্ঞার প্রকারভেদ অনুসৃত হয় তা অনুসরণীয়। তার তালিকা অত্র প্রদত্ত হল:

বগ্‌গুলী ক নহ সপেনা চ ঘরং গো যক্‌খ দ্বারাকো,
খুদ্দং পিপাসং সীতুনহং অন্ধকারং বিসেসন চা তি।

১) বাদুড় ২) কৃষ্ণসর্প ৩) অত:পর গৃহ, ৪) ষাঁড় ৫) পরুড় ৬) অর্থ দ্বারকসহ। ৭) ক্ষুধা ৮) তৃষ্ণা ৯) শীত ১০) উষ্ণতাদি ১১) অন্ধকার ১২) আরও বিষ যদি।

একটি বিরতির পর, যে কোন স্থান হতে এসব উপমা যে কোন অবস্থা হতে ভয়রূপে আসতে পারে। কিন্তু এখানে যদি এসব আনিত হয়, তবে সমস্তই ভয়রূপে ফলজ্ঞান পর্যন্ত ভয়রূপে উঠে আসে। যে জন্যে বলা হয়েছে যে, এসব এখানে উপস্থাপন প্রয়োজন:

৯১. ১) বাদুড় উপমা : এক ছিল বাদুড়, পাঁচটি শাখা বিশিষ্ট এক মধুক বৃক্ষের ফুল ও ফল খাবার আশায় উড়ে গিয়ে বসল। আমি এখানে ফুল বা ফলের সন্ধান করব। ইহা একটি শাখা অনুসন্ধান করে কোন ফুল ও ফলযুক্ত কোন শাখা পেল না। এরূপে প্রথম শাখার মত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শাখায় অনুসন্ধান করে কিছুই পেল না। সে ভাবল, গাছটি বোধহয় শূণ্য। এখানে নেওয়ার মত কিছু নেই। সেজন্যে বৃক্ষটির প্রতি তার আস্থা হারাল। সে উড়ে সব চেয়ে উঁচু মগডালে গায়ে বসল।

বসে সে তার মাথা পাড়ার ফাঁক ফোকরে দিয়ে উপরে দেখল। তারপর আকাশে উড়াল দিল এবং অপর বৃক্ষে গিয়ে বসল।

৯২. এখানে সাধককে বাদুড়েরর সাথে তুলনীয়। এবং পঞ্চ শাখা বিশিষ্ট মধুক বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চস্কন্ধ। বাদুড়ের বৃক্ষে ফলানুসন্ধানের ন্যায় সাধকের পঞ্চস্কন্ধ অনুসন্ধান। প্রতিশাখায় অনুসন্ধানের ন্যায় সাধকের পঞ্চস্কন্ধে জ্ঞান পূর্বক মনোনিবেশ করা। বাদুড়ের প্রথম শাখা অনুসন্ধানের ন্যায় সাধকের পক্ষে প্রথম রূপস্কন্ধ যথাভূত জ্ঞানে দর্শন করে তন্মধ্যে বিন্দুমাত্র সুখ, শুচি ও আত্মা সার না পেয়ে ক্রমে অবশিষ্ট শাখাগুলো অনুসন্ধানের ন্যায়। বৃক্ষটি ফলশূন্য দেখে তৎপ্রতি বাদুড়ের আশাহতের ন্যায় পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনিত্য লক্ষণ বশে উদাসীনভাব উৎপাদন করে সাধকের মধ্যে মুমুক্ষাদি ত্রিবিধ জ্ঞান। উক্ত শাখা বসে বাদুড়ের উদ্ধালোকের ন্যায় সাধকের গোত্রভূ জ্ঞান। বাদুড়ের আকাশে উড়ে যাবার ন্যায় সাধকের মধ্যে স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান। বাদুড়ের অপর ফলবান বৃক্ষে গিয়ে বসার ন্যায় সাধকের মধ্যে স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান বলে জানতে হবে।

৯৩. (২) কালোসাপ উপমা : এ উপমাটি ইতোপূর্বে (৪৯) অংশে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এ উপমার ব্যবহারিক দিক হলো এখানে: গোত্রভূজ্ঞান এখানে কালো সাপের মতো ধরে দূরে নিক্ষিপ্ত করা। মার্গজ্ঞান হলো লোকটির মতো দাঁড়িয়ে থাকা এবং পেছনে ফিরে দেখা হল যখন সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ গেল তার মতো। ফলজ্ঞান হলো ভয়মুক্ত হয়ে এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। ইহাই এখানে পার্থক্য।

৯৪. (৩) গৃহ উপমা : কোন গৃহের এক মালিক বিকালের ভোজনান্তে বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। গৃহে আগুন লাগল। যখন তার ঘুম ভাঙল সে আগুন দেখতে পেল। আগুন দেখে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে ভাবল, আগুনে দগ্ধ না হয়ে বেরিয়ে পড়াই উত্তম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, এবং একটি পথ দেখতে পেল। বাহিরে যেতে সে ঐ পথ দিয়ে দ্রুত চলে গেল। সে নিজেকে নিরাপদ করে বাইরে অবস্থান নিল।

৯৫. এখানে মূর্খ সাধারণ পৃথকজন পঞ্চস্কন্ধকে আমি আমার বলে গৃহের মালিকের মতো ভোজনের পর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। সঠিক পথে প্রবেশ করে ভয়-জ্ঞানের উদয় হল এবং তিনি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করল, জাগ্রত হল এবং আগুন দর্শন করল এবং ভীত হল। লোকটি বাহিরে গমনের পথ অনুসন্ধানের মতো মুঞ্চিতুকাম্যতা জ্ঞান, লোকটির

পথদর্শনের ন্যায় অনুলোম জ্ঞান। লোকটি আগুন থেকে বাহিরে আসার ন্যায় গোত্রভূজ্ঞান। লোকটি দ্রুত বাহিরে নির্গমন করার ন্যায় মার্গজ্ঞান। তার নিরাপদস্থানে অবস্থানের যত হল ফলজ্ঞান।

৯৬. **(৪) ষাঁড় উপমা :** এক রাতে সম্ভবতঃ কৃষক তার ঘুমাবার সময়, তার ষাঁড়গুলো খোয়াড় ভেঙে চলে যায় এবং পলায়ন করে। ভোরে সে সেখানে গিয়ে দেখল; ষাঁড়গুলোই সে ধরে নিয়ে এসেছে। সে সেগুলো ছেড়ে দিল। যখন আলো স্পষ্ট হল সে বুঝতে পারল যে সেগুলোর তার নয়, রাজার ষাঁড়। সে ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ল। ভাবল 'রাজপুরুষেরা আমাকে চোররূপে জব্দ করার পূর্বে আমি পালিয়ে যাই। এতে আমার সর্বনাশ নিয়ে আসবে। সে ষাঁড়গুলো পরিহার করে দিল। তাড়াতাড়ি পলায়ন করতে গিয়ে সে ভয়মুক্ত একটা স্থানে গিয়া উপনীত হল।

৯৭. এখানে রাজার ষাঁড়গুলোকে নিয়ে অজ্ঞ পৃথকজন লোকটি পঞ্চস্কন্ধকে 'আমি' 'আমার' রূপে গ্রহণ করার মতো। সাধকের অনুভব পঞ্চস্কন্ধে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম। তিন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত লোকটির অনুভব ষাঁড়গুলো রাজার। যখন অন্ধকার দূর হয়ে আলোক উদ্ভাসিত হল। লোকটি যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হল, ভয়জ্ঞানের উপস্থিত হওয়ার সময়ের মতো। ষাঁড়গুলো পরিত্যাগ করে চলে যাবার মতো লোকটির মুক্তিকাম্যতাজ্ঞান। লোকটির প্রকৃত পরিহার মতো গোত্রভূ জ্ঞান। পলায়ন হল মার্গের মতো। পলায়নপর একটি স্থানে লোকটি নির্ভয়ে অবস্থান হল লোকটির ফললাভ স্বরূপ।

৯৮ **(৫) অমনুষ্য দৈত্য (পিশাচ) উপমা :** সম্ভবতঃ একলোক একটি পিশাচের সাথে বাস করত। একরাতে লোকটি ঘুমাচ্ছে মনে করে সে শ্মশানে (যেখানে মৃতদেহ পড়ে থাকে) যেখানে গেল এবং মৃত দেহের মাংস খেয়েছিল। লোকটি ইহা লক্ষ করে আশ্চর্য মনে হল। সে কোথায় যাচ্ছে তা অনুসরণ করল। যখন তাকে মানুষের মাংস খেতে দেখল, তার বোধ হল যে, সে একটা পিশাচ। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং ভাবল আমাকে খাওয়ার পূর্বে আমি পলায়ন করি। খুব তাড়াতাড়ি সে পলায়ন করে একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে অবস্থান নিল।

৯৯. এক্ষেত্রে স্কন্ধকে 'আমি' 'আমার' মনে করি পিশাচের সঙ্গে অধিবাস হয়েছে। স্কন্ধ সমূহকে অনিত্য ইত্যাদি স্বীকার করে ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য দর্শন করে লোকটি পিশাচ সংজ্ঞা স্পষ্ট হয় শ্মশানে মৃত শবের মাংস খেতে দেখে। যখন লোকটি ভীত সন্ত্রস্ত হয় সেক্ষণে ভয় উপস্থিত হয়। পলায়নপরতা সম মুক্তিকাম্যতা। শ্মশান পরিত্যাগের মতো গোত্রভূ

জ্ঞান। তাড়াতাড়ি পলায়ন সদৃশ হল মার্গ নির্ভয়ে অবস্থিত স্থানের মতো ফল সমাপত্তি।

১০০. **শিশু উপমা :** খুব সম্ভব এক স্ত্রীলোক তার শিশুর জন্য খুব কাতর ছিল। সে উপরের তলায় অবস্থানকালে সে রাস্তার এক শিশুর কান্না শুনতে পেল। নিশ্চয় কেউ তার শিশুকে মারছে মনে করে খুব দ্রুত নিচে নেমে গেল। শিশুটি তার নিজের বলে ভুল করে সে অন্যের শিশুকে কোলে তুলে নিল। তারপর বুঝতে পারল যে, ইহার অপর কারও সন্তান। এতে সে লজ্জিত হল এবং তার প্রতি নজর দিল। সে ভাবল, কেউ যদি আমাকে শিশু অপহরণকারী চোর ভাবে? ততক্ষণে সে শিশুটিকে নিচে রেখে দিল এবং দ্রুত সে উপরের তলায় প্রত্যাবর্তন করে বসে পড়ল।

১০১. এক্ষেত্রে পঞ্চস্কন্ধকে 'আমি' 'আমার' ধরে নিয়ে অপরের শিশুকে নিজের বলে ভুল করেছে। অনুসন্ধানে জানল যে, তিন বৈশিষ্ট্যে তার নিজের অনুসন্ধানে ইহা অপর কারও সন্তান। বিমুক্তি কাম্যতা জ্ঞান তার নিজের দর্শনের মতো। শিশুটিকে সেখানে রেখে দেওয়ার মতো অনুলোম জ্ঞান। শিশুটিকে রেখে রাস্তায় দাঁড়ানোর মতো সময় হল গোত্রভূজ্ঞান। উপরের তলায় ফিরে আসার মতো হল মার্গ। ফিরে এসে বসে পড়ার মতো হল ফল।

১০২. (৭-১২) ক্ষুৎ পিপাসা-শীতোষ্ণতা-অন্ধকার এবং বিষক্রিয়া দ্বারা: উক্ত ছয়টি উপমা সম্ভবত: উপস্থাপিত হয়েছে: বিদর্শনগামী একজন সাধক উত্থানগামীতায় সংশ্লিষ্টতা এবং লোকোত্তর ধর্মে লিপ্ততায় নির্দেশ দেয়।

১০৩. (৭) কোন লোক যেমন, ক্ষুধায়, দুর্বল (অভিভূত) এবং সুস্বাদু খাদ্যে লাভ বঞ্চিত, তেমনি পুনঃ জন্মচক্রে আবর্তিত সাধক অমৃতরস কায়গত স্মৃতি ভোজনে ইচ্ছা করে।

১০৪. (৮) যেমন পিপাসিত পুরুষের গলা এবং পরিচূষ্যমান কণ্ঠ বহুবিধ অঙ্গার সম্পন্ন পান ইচ্ছা করে, তদ্রূপ সংসারাবর্ত পরিসরে মুগ্ধ সাধক অমৃতরস কায়গত স্মৃতি ভোজনে অষ্টাঙ্গ মার্গ ইচ্ছা করে। (666)

১০৫. (৯) ঠান্ডায় শীতলতর পুরুষ যেমন উষ্ণতা কামনা করে তদ্রূপ এ সাধক জমাটকৃত তৃষ্ণা এবং জন্মান্তরের স্বপক্ষ আকর্ষণ মার্গাগ্নি প্রত্যাশা করে যাতে করে কলুষাদি ধ্বংস হয়ে যায়।

১০৬. (১০) যেমন কোন লোক তপ্ত তাড়িত হয়ে শীতল প্রত্যাশা করে তদ্রূপ একজন সাধক জন্মান্তরের এগার প্রকার অগ্নিদ্বারা ((S.iv-19) আহত করে নির্বাণের প্রত্যাশা করে।

১০৭. (১১) যেমন কোন লোক অন্ধকারে আবৃত থেকে আলোর প্রত্যাশা করে। তদ্রূপ এ সাধক ভাঁজকৃত এবং খামবদ্ধ অবিদ্যান্ধকারে আবৃত থেকে মার্গধর্মসহ জ্ঞানালোক প্রত্যাশা করে।

১০৮. (১২) যেমন কোন লোক বিষাক্রান্ত হয়ে প্রতিশেধক কামনা করে তদ্রুপ কলুষাবৃত থেকে নির্বাণ প্রত্যাশা করেঃ কলুষরূপ বিষ ধ্বংস করা।

১০৯. সে কারণে পূর্বাহ্নে উক্ত হয়েছেঃ যখন তিনি এরূপে অবগত এবং জেনে তাঁর হৃদয় নিরাপদ স্থানে পশ্চাৎপসরণ করে, প্রত্যাহার করে নেয় এবং তিন প্রকার ভব থেকে ফিরে আসে, চার প্রকার যোনি থেকে ফিরে আসে, পাঁচ প্রকার গতি, সাত প্রকার চিত্তস্থিতিতে, নয় প্রকার সত্ত্বাবাস, তাঁর চিত্ত বাইরে যায় না, যেমন পদ্মপত্রের জল একটু নড়ালেই পড়ে যায়, সরে যায়, অপসরণ হয় ... (৬৩) সমস্তই বর্ণিত নিয়মে বর্ণিতব্য।

১১০. এক্ষেত্রে তাকে 'একাচরে' বলে।' সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

"পতিলীন চরস্‌স ভিক্‌খুনো,
ভজযানস্‌স বিবিত্তমানসং
সামগ্‌গিতায় মাহু তস্‌স তং
যো অজ্ঞানং ভবনে ন দস্‌সযে'তি

– ভিক্ষু এক যদা থাকে প্রতিলীন হয়ে,
ভজমান রাখে সদা বিবিক্ত হয়ে।
বলে তারে শোভমান, বলেন তারা,
ইহ ভবে হবে না, তার পুন দরদশন। (S.n-810)

[আর্য মার্গে বোধিপক্ষীয় উপাদান, ইত্যাদি কি ভিন্ন ভূমিকা রাখে]

১১১. সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান সাধককে নির্লিপ্ত রাখতে ভূমিকা রাখে। অধিকন্তু ইহা আর্য মার্গের বোধিপক্ষীয় ধর্মের উপাদান (সংখ্যা), মার্গোপাদান, ধ্যানোপাদান, অগ্রগামীভাব এবং বিমুক্তি প্রকারভেদ নিয়ন্ত্রণ করে। সে কারণে প্রাচীনগণ (কোন) বলেন যে, ইহা বিদর্শন ধ্যানের মৌলিক বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় (উত্থানগামীতায়) যা বোধিপক্ষীয় ধর্মের সংখ্যাগত ভিন্নতা, মর্গোপাদান এবং ধ্যানোপাদানের নিয়ন্ত্রণ করে। এবং কেউ বলেন যে, স্কন্ধসমূহ বিদর্শন আলম্বনের ইহা নিয়ন্ত্রণ করে এবং কেউ কেউ বলেন যে, ইহা ব্যক্তিগত নমনীয়তা বা নিয়ন্ত্রণ করে। তৎসত্ত্বেও ইহা প্রথম বিদর্শন মাত্র এবং উত্থানগামী বিদর্শন বলে জ্ঞাতব্য যা এসবের আদর্শ অনুসরণ করে।

১১২. উক্ত তিন সূত্র মতে ব্যক্ত ক্রম হল: বিদর্শন প্রশাসিত শুষ্ক বিদর্শকের মার্গ উৎপন্ন হয়, যে ধ্যান অর্জন করেছে তার মধ্যে মার্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে বিদর্শনের মূল বশে ধ্যান করেননি এবং সম্পর্কবিহীন সংমর্শনের দ্বারা প্রথম ধ্যানের দ্বারা মার্গ উৎপন্ন করেছেন তা হল (667) প্রথম ধ্যান মার্গ মাত্র। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাতটি বোধিপক্ষীয় ধর্ম, আর্ট মর্গোপাদান এবং পঞ্চ ধ্যানোপাদান রয়েছে। সেজন্যে তাঁদের প্রাথমিক বিদর্শন সুখ সহগত হতে পারে এবং ইহা উপেক্ষা সহগত হতে পারে। তাঁদের বিদর্শন যখন উত্থানগামী সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা সহগত হতে পারে, তাঁদের বিদর্শন যখন উত্থানগামী সংস্কার সম্বন্ধে ধৈর্য্য উপনীত হয় তখন তা সুখ সহগত হয়।

১১৩. যখন দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান দ্বারা মার্গ উৎপন্ন করা হয়, বিদর্শনের ভিত্তি স্বরূপ পঞ্চগুণ সম্পন্ন গণনা করা হয় তখন ঐসব মার্গে ক্রমানুসারে চার তিন এবং দুইটি উপাদান হয়ে থাকে। বস্তুত: প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মার্গোপাদান হল সাত এবং চতুর্থ ক্ষেত্রে ছয় বোধিপক্ষীয় উপাদান হয়। এ পার্থক্য মূল ধ্যান এবং বিদর্শন উভয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুনরায় যখন এসবের প্রাথমিক বিদর্শন সুখ সহগত এবং উপেক্ষা সহগত হতে পারে। এসবের উত্থানগামীতে শুধু সুখ সহগত হয়ে থাকে।

১১৪. বস্তুত: যখন বিদর্শনের মূল হিসেবে পঞ্চম ধ্যান দ্বারা মার্গ উৎপন্ন করা হয়, তখন ধ্যানোপাদান হয় দুইটি। অর্থাৎ উপেক্ষা এবং চিত্তৈকাগ্রতা এবং ছয়টি বোধিপক্ষীয় উপাদান এবং সাত মার্গোপাদান। এ পার্থক্য ও উভয় প্রকার নিয়ন্ত্রণ সাধিত। এ কারণে প্রাথমিক বিদর্শন হয়ত: সুখ সহগত অথবা উপেক্ষা সহগত দ্বারা হয়ে থাকে। সে উত্থানঅগ্রগামীতা শুধু উপেক্ষা সহগত হয়ে থাকে। একই পদ্ধতি বিদর্শনের মৌলিক অরূপ ধ্যান উপাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আরও যখন মূল বিদর্শন ধ্যানপদ থেকে উঠার পর যে কোন সংস্কারে সংমর্শন করে তখন যে কোন সংস্কার হোক না কেন ধ্যানের সম্পর্কহীন তারপরে মার্গের নিকটতম অর্জন হতে উঠে। যা নিজস্ব অবয়ব যা ভূমির গোধান বর্ণের পাখির ন্যায়।

১১৫. কিন্তু দ্বিতীয় থেরোর অভিমত : মার্গ হল একটি অর্জন সদৃশ। সে যা হোক যে যে সমাপত্তি (ধ্যান) হতে উঠে যে যে সমাপত্তি ধর্মে সংমর্শন হয়ে মার্গে নিবর্তিত হয় সে সে সমাপত্তি (ধ্যান) সদৃশ হয় এবং তবুও বিদর্শন পূর্ব নিয়মে (উক্ত নিয়ম) বলে জ্ঞাতব্য।

১১৬. তৃতীয় থেরোর অভিমত: মার্গ পদ্ধতিই হল ধ্যান সদৃশ। তা যা হোক না কেন, তা ব্যক্তিগত যা অনুকূল হয়, যাতে ধ্যান সহায়কমাত্র। যাতে মার্গ উৎপন্ন হয়, যে কোন ধর্ম সংমর্শনে, বিদর্শনের মূল ব্যবহারকারী। কিন্তু তা শুধুমাত্র ধ্যান নমন দ্বারা সমাপ্ত করা যায় না। অধিকন্তু ধ্যান মূল বিদর্শন গঠন অথবা ধ্যান সম্পন্নতা সাধন ছাড়া সম্ভব নয়। এবং ইহার অর্থ নন্দলোক বাদ সূত্রে (M.iii-277) বিবৃত হয়েছে; এবং এখানেও বিদর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রন পূর্বানুরূপভাবে জ্ঞাতব্য।

ইহা প্রথমত: সংস্কার সম্বন্ধে উপেক্ষা নিয়ন্ত্রণ (সংখ্যা) বোধিপক্ষীয় উপাদান মার্গোপাদান এবং ধ্যানোপাদান যেভাবে করণীয় তা জ্ঞাতব্য।

১১৭. [প্রতিপদ] কিন্তু যদি প্রথমে শুরুতে কষ্টের মাধ্যমে ক্লেশসমূহ চেষ্টার মাধ্যমে এবং দ্রুততার সাথে অবদমন করা হয় তখন ইহাকে 'দুঃখ প্রতিপদ' বলে। (৬৮৮)। তার বিপরীত প্রকারকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা। ইহা সংস্কারোপেক্ষা। এই সংস্কার উপেক্ষা আগমন দ্বারে এসে স্থিত হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইহার নাম হয় মার্গ। সুতরাং মার্গের চার নাম। প্রতিপদ ধারানুসারে (D.iii-228)।

১১৮. কোন ভিক্ষুর জন্যে এ চার মার্গের প্রতিপদ ভিন্ন ভিন্ন। আবার কারো ক্ষেত্রে সমান। বুদ্ধের ক্ষেত্রে চার মার্গ হল সহজ প্রতিপদ এবং প্রত্যক্ষ ও দ্রুত অভিজ্ঞা। অনুরূপভাবে ধর্ম সেনাপতির পক্ষেও। [সারীপুত্র থের]। কিন্তু মহামৌদ্গল্যানের ক্ষেত্রে প্রথম মার্গ হল সহজ প্রতিপদ এবং ক্ষিপ্রঅভিজ্ঞা। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বাভিজ্ঞান এবং মন্থর অভিজ্ঞান হয়।

১১৯. (শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন) এবং প্রতিপদার প্রকারভেদ অনুসারে এবং অনুরূপভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে একজন ভিক্ষুর পক্ষে চার মার্গের যেমন অপরের জন্য একইরূপ। সুতরাং সংস্কার উপেক্ষা যা বিভিন্ন প্রতিপদের নিয়ন্ত্রণ করে।

[বিমুক্তি] ইহা পূর্বাহ্নেই উক্ত হয়েছে বিমুক্তিতে [দ্র. ৬৬] কিভাবে ভিন্নতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১২০. অধিকন্তু, মার্গসমূহ পাঁচটি কারণে নামাঙ্কিত।

যথা: ১) নিজস্ব স্বভাববশে ২) বিরোধার্থক বশে ৩) নিজের বিশেষ আকৃতি বশে ৪) আলম্বন বশে এবং ৫) আগমন মার্গ বশে।

১২১. ১) যদি ইহা অনিত্য বশে সংস্কার সংমর্শন দ্বারা সংস্কার উপেক্ষা উত্থানে প্রবৃত্ত করে তবে নিমিত্ত বিহীন বিমোক্ত সংগঠিত হয়। যদি তা দুঃখ বশে সংমর্শন দ্বারা উত্থানে প্রবৃত্ত করে তবে বীততৃষ্ণগত নিম্নোক্ত

সংগঠিত হয়। যদি তা অনাত্ম বশে সংমর্শন দ্বারা উত্থানের প্রবৃত্ত করে তবে শূন্যসহ বিমোক্ষ সংগঠিত হয়। স্বভাব অনুসারে ইহাই তার নাম।

১২২. ২) যখন নিত্য, ধ্রুবভাব এবং শাশ্বতভাব পরিহার করে অনিত্য ধ্যানের মাধ্যমে সংস্কার সমূহ ঘন বিনিভূত সংকল্প করার দ্বারা যখন এ মার্গ উপস্থিত হয় তখন ইহাকে অনিমিত্ত বলা হয়। যখন ইহা বিশুদ্ধ তৃষ্ণাসহ সংলগ্ন সংজ্ঞা পরিহার করে তখন ইহাকে অন্তর্হিত বলে। আত্মসংজ্ঞা পরিহার করে, জীবিত সত্ত্ব, ব্যক্তি, অনাত্ম ভাবনার দ্বারা যখন সংস্কার শূন্য বলে প্রতীয়মান হয় তখন ইহাকে শূন্য বলা হয়। ইহাই বিরোধার্থক তার নাম।

১২৩. (৩) ইহাকে শূন্য বলা হয়ঃ যেহেতু ইহা লোভশূন্য, নিমিত্তহীন, এবং ইত্যাদি। অনিমিত্ত যেহেতু ইহাতে রূপের নিমিত্ত নেই, ইত্যাদি। অথবা ইহাতে লোভের নিমিত্ত অনুপস্থিতি ঘটায় ইত্যাদি। ইহা বীততৃষ্ণ যেহেতু লোভ বশে অনুপস্থিতি লোভহীনতা এবং ইত্যাদি। ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইহাই ইহার নাম।

১২৪. (৪) ইহাকে শূন্য অনিমিত্ত এবং বীততৃষ্ণাও বলা হয়। যেহেতু ইহা শূণ্যতা সৃষ্টি অনিমিত্ত। বীততৃষ্ণা ইহার আলম্বন নির্বাণ। আলম্বন অনুসারে ইহাই ইহার নাম।

১২৫. (৫) আগমন অনুসারে পথ দুরকম। যথাঃ বিদর্শনের পথে, আগমন মার্গ প্রযোজিত এবং ফলে প্রযোজিত মার্গের আগমন।

এখন অনাত্ম ধ্যানকে শূন্য বলা হয় এবং মার্গের আগমন (উপস্থিতি) শূন্য বিদর্শন (বলা হয়) শূন্য।

১২৬. পুনরায় অনিত্য ভাবনা হল অনিমিত্ত এবং মার্গ (উপস্থিত) অনিমিত্ত বিদর্শন (বলা হয়)।

কিন্তু, অভিধর্ম্মে ইহার প্রবেশ অগ্রহনীয় পদ্ধতি। সুত্তানুসারে এ পদ্ধতি গ্রহণীয়। তাঁরা বলেন-পদ্ধতি দ্বারা 'গোত্রভূ' অনিমিত্ত নাম ধারণ করে, অনিমিত্ত গ্রহণ করে নির্বাণ আলম্বন হয় এবং যখন স্বয়ং আগমন ক্ষেত্রে উপনীত থেকে ইহা তার মার্গের নামকরণ করে। সুতরাং সে কারণে মার্গকে অনিমিত্ত বলা হয় এবং ইহার ফলকে মার্গের আগমন অনুসারে অনিমিত্ত বলা হয়।

১২৭. সর্বশেষ, দুঃখানুপ্রস্থানকে বীততৃষ্ণা বলা হয়। যেহেতু ইহা আগমন করে। যে মার্গে (উপনীত) বীততৃষ্ণা বিদর্শনকে (বলা) বীততৃষ্ণা বলা হয়। বীততৃষ্ণ মার্গের ফল হল বীততৃষ্ণ।

এভাবে বিদর্শন নিজের মার্গ নাম নিজে করে এবং মার্গের হস্ত তাং ফলের ওপর। ইহার আগমন পথ।

এভাবে সংস্কার উপেক্ষা বিমোক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে।

সংস্কার উপেক্ষা এখানে সমাপ্ত।

[(৯) অনুলোম জ্ঞান]

১২৮. সাধক সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞানকে পুনরাবৃত্তি, বিবর্ধন, অনুশীলন করার ফলে তাঁর শ্রদ্ধা খুব প্রবল হয়, বীর্য সুগৃহীত হয়, স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর চিত্ত উত্তমরূপে সমাহিত হয়। তখন তাঁর সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান তীক্ষ্ণতর পরিশুদ্ধ হয়।

১২৮. তিনি চিন্তা করেন এখন (আমার) মার্গ উৎপন্ন হবে। সংস্কার উপেক্ষায় অনিত্য বা দুঃখ অনাত্ম বশে সংস্কার সংমর্শনের পর তিনি ভবাঙ্গ চিত্তে ডুবে যান। ভবাঙ্গ চিত্তের পরবর্তী সংস্কারকে অনিত্য, বা দুঃখ বা অনাত্মকে সংস্কার উপেক্ষা দ্বারা সংস্কার নিমিত্তকে মনোদ্বারে আবর্জন উৎপন্ন হয়। অতঃপর ক্রিয়াশীল (আবর্জন) ভবাঙ্গ চিত্তের স্থান চ্যুতিতে সংস্কারকে একই আলম্বনে প্রথম জবন (মনের বেগ) চিত্তের উদয় হয়। ইহাকে প্রাথমিক কর্ম বলে। উহার পর সংস্কারকে আলম্বন করে একইভাবে দ্বিতীয় জবন চিত্তের উদয় হয়। ইহাকে উপচার চিত্ত বলে। উহার পর (৮৭০) সংস্কারকে আলম্বন করে একইভাবে তৃতীয় জবন চিত্তেরও উদয় হয়। ইহাকে বলা হয় অনুলোম চিত্ত। এসব হচ্ছে এসবের একক নাম। কিন্তু এসবের একটি গ্রহণযোগ্য তিন জবনের অনির্দিষ্টভাবে পুনরাবৃত্তি; অথবা প্রাথমিক পরিকর্ম। অথবা উপচার অথবা অনুলোম, অনুলোম কিসের? কি অনুবর্তী করে এবং কি অনুসরণ করে ?

১৩০. উভয়ের অনুরূপের সত্য কর্মক্রিয়া অনুবর্তী আট প্রকার বিদর্শন জ্ঞান এবং সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অনকূল বলে।

১৩১. যেহেতু ইহার ঘটমানতা নির্ভর করে অনিত্য ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য সমূহের মাধ্যমে (সংমর্শনের উপর) বলতে হয়, যেমন বলা হয়েছে। মোটামুটি উদয় ব্যয় জ্ঞানের প্রদর্শন হয় উদয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্তাভাত্যে সেব ধর্ম সমূহের যাতের উদয়-ব্যয় বিজড়িত। এবং ভঙ্গধ্যানের বস্তুত প্রদর্শন হয় যে, সেসব ধর্মসমূহের সংক্ষিপ্তাকার যা ভঙ্গের মধ্যে বিজড়ি (অবস্থান) এবং ইহা বস্তুতঃ যা সংক্ষিপ্তাকারে যা ভয়ঙ্কর যা ভয়রূপে উপস্থিত (আগত) ভয়রূপে বশে ভয় (জ্ঞানের) উপস্থিতি ঘটে। এবং আদিবধ্যানে

প্রদর্শিত আদিনব জনক সংক্ষিপ্তাকারে যা আদিনবজনক এবং নির্বেদ (বৈরাগ্য) জ্ঞান সংক্ষিপ্তাকারে বস্তুত: তা আসে বৈরাগ্য জ্ঞান থেকে। তাকে নির্বেদ এবং মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান বলে। বস্তুত: মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান উৎপাদন করে সংক্ষিপ্তাকারে মূলত: সংক্ষিপ্তাকারে উৎপাদিত মুক্তিকাম্য থেকে যা মুক্তি লাভ করা যায় এবং প্রতিসংখ্যার উপর সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিসংখ্যা জ্ঞান এবং যা সংস্কার উপেক্ষা দ্বারা উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়েছে বস্তুত: সংক্ষিপ্তাকে উপেক্ষায় প্রদর্শন কররা উচিত। সুতরাং ইহাও আট প্রকার (উদয় ব্যয় হতে সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান) জ্ঞানের অনুকূলে ক্রিয়াকর্ম সত্য সম্পাদন এবং সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মের ক্রিয়া সম্পাদনে অনুরূপ করে। যা অনুসরণ করা হয় কারণ ইহারাই মার্গে প্রবেশ করিয়ে পৌঁছে দেয়।

১৩২. যেমন কোন ধার্মিক রাজা, বিচারাসনে উপবিষ্ট থেকে বিচারকদের বিচারের রায় শুনে, যা হতে পক্ষপাত পরিহার করে পুরাতন রাজকীয় রীতি এবং বর্তমান উভয় বলবৎ রেখে ঘোষণা করা হয়েছে- 'তা এরূপই হয়' - এখানেও তা অনুরূপ করা হয়েছে।

১৩৩. রাজার অনুরূপ করণের মতো আট প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মতা। এখানে রাজা যেমন তা অনুরূপ করে বলেন, "তা এরূপ হয়" বিচারের রায় এবং রাজকীয় রীতি সুতরাং এ অনুলোম, যা অনিত্য, ইত্যাদির সংমর্শন হতে শর্ত সাপেক্ষে উৎপত্তি হয়, আট প্রকার জ্ঞানের সত্যক্রিয়া সম্পাদন করে এবং সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম বিধান উভয় সম্পাদন করে। সে কারণে ইহাকে সত্য সহগত অনুলোম জ্ঞান বলে।

[৬৭১] অনুলোম জ্ঞান সমাপ্ত।

১৩৪. যদিও এ অনুলোম জ্ঞান এখানে বিদর্শন উত্থানে অগ্রগামী পরিসমাপ্তি হল। যার বিশেষ আকার আলম্বন হিসেবে বর্তমান, তবুও বিদর্শনে গোত্রভূজ্ঞান হল সর্বশেষ প্রকার উত্থানগামী বিদর্শনে অগ্রগামী।

১৩৫. এখন, আলোচিত সূত্রসমূহের স্মারক উত্থানগামী বিদর্শনের অগ্রগামীতে কোন রকম সন্দেহ থাকতে না পারে। এই উত্থানগামী বিদর্শনকে সলায়তন বিভঙ্গ সূত্রে বলা হয়েছে অতন্ময়তা। এভাবে 'ভিক্ষুগণ, বিশ্বাসপ্রবণতা এবং অতন্ময়তা পরিহার করে, জয় কর, উপেক্ষা যা একাত্বতা, একতাবদ্ধ (M.iii-220)। অলগদ্দ সূত্রে ইহাকে নির্বেদ বলে। এভাবে সংসার বিরাগী তারা লোভ বিগত হয়েছে। লোভ বিগত হয়ে বিমুক্ত হয়েছে (M.i-139) সুমিত সূত্রে বলা হয়েছে: "ইহা ধর্ম সমূহের যোগসূত্র জ্ঞান (Dhammadithi ঞান)। এরূপে সুসীম সূত্রে

পূর্বাহ্নে বরা হয়েছে ধর্মযোগসূত্র জ্ঞান, পরবর্তীতে নির্বাণের ধর্ম বলা হয়েছে। (S.ii-124) পোট্ঠপাদ সূত্রে বলা হয়েছে: সংজ্ঞাগ্র। এরূপে প্রথম পোট্ঠপাদ সূত্রে প্রজ্ঞার পারে সংজ্ঞাগ্র হয়। (D.i-185) দসূত্তর সূত্রে বলা হয়েছে: ইহাকে বিশুদ্ধির প্রধান উপাদান বলা হয়। (D.iii-288) প্রতিসম্ভিদামার্গে উক্ত হয়েছে: ইহাকে তিন নামে অভিহিত করা হয়: মুক্তিকাম্যতা এবং প্রতিপদা ধ্যান, সংস্কার উপেক্ষা। এসব মিলে এক অর্থ হয়। আক্ষরিক অর্থে ভিন্নতা প্রতিপাদন। (Psii-64) পট্ঠান গ্রন্থে বলা হয়েছে: ইহাকে দুই নামে অভিহিত করা হয়। যথা: গোত্রভূ অনুলোম এবং বিমুক্ত অনুলোম। (Pm.i-159) রথবিনীত সূত্রে বলা হয়েছে: বিশুদ্ধি প্রজ্ঞা এবং পথের লক্ষ্যস্থল। কিন্তু বন্ধুগণ কিভাবে ইহা প্রজ্ঞা বিশুদ্ধ হয়? এবং মার্গের লক্ষ্যস্থল হয় যে, জীবন বিশুদ্ধি ভগবানের অধীনের জীবনযাপন করলে হয় ? (M.i-147)

১৩৬. **অতিনেকেহি নামেহি, কিত্তিতা যা মহেসিনা,**
বুট্ঠনেগামিনী সন্তা, পরিসুদ্ধা বিপস্সনা।
বুট্ঠাতুকামো সংসার দুক্খপঙ্কা মহাভয়া,
করেয়্যা সততং তথা যোগং পণ্ডিতজাতিকোতি।

– মহামুণি এরূপেতে করেন প্রকাশ,
এ বিদর্শন বিরাজিহে বিশুদ্ধিতাশয়।
প্রতিপার্শ্বে বিরাজিছে উত্থান উদ্দাম,
নামে আছে বহুত্তর নিষ্কলঙ্ক ধাম।
জন্মান্তর সংসারচক্র দুঃখের আকর,
লোক এক পড়ে তাতে ভীষণ ভয়ঙ্কর
প্রাজ্ঞজন ব্রত সদা কঠোর যথাসাধ্য
এ উত্থানে যদি হয় সাধন অর্জন।

একবিংশতিতম অধ্যায়ে প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি নাম বর্ণনা এখানে সাধুজনের হিত সাধনায় সমাপ্ত হলো।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধির বর্ণনা

[ঞাণদস্‌সন বিসুদ্ধি নিদ্দেস]

[গোত্রভূ, চারমার্গ চার ফল]

১. [৬৭২] পরবর্তী আলোচনায় আসে গোত্রভূ জ্ঞান। মার্গ আবর্জনই ইহার পদবাচ্য। সে কারণে ইহার স্থান প্রতিপদ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধিতেও নহে এবং জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধিতে নহে। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে জ্ঞান বিশেষ। ইহা অন্যতম এবং প্রয়োজনীয়। তৎসত্ত্বেও ইহাকে বিদর্শনে গণনা করা হয় কারণ ইহা বিদর্শনের সারিতে পড়ে।

২. প্রতিপদ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি যথার্থভাবে চতুমার্গের অন্তর্ভুক্ত। বলা যায়, স্রোতাপত্তিমার্গে পতিত, সকৃদাগামী মার্গে। অনাগামী মার্গে এবং অর্হত্ব মার্গে।

[গোত্রভূ, জ্ঞান, এবং প্রথম মার্গের জ্ঞান।]

৩. এখানে, যিনি প্রথম মার্গ লাভের প্রত্যাশী তাঁকে এ লাভের জন্য অধিকন্তু কিছুই করার প্রয়োজন নেই। বিদর্শন উৎপাদনের জন্য যা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। যা অনুলোম জ্ঞান উৎপত্তিতে শেষ হয়েছে।

৪. এভাবে তার মধ্যে যে অনুলোম জ্ঞানের উদয় হয়েছে এবং ঘন অন্ধকার সত্যকে আবৃত করে রেখেছে তিন প্রকার অনুলোমের যে কোন একটির অদ্ভুত প্রভাবে তা উন্মোচিত হয়ে গেছে। [দ্র. ২১ অধ্যায় ১২৯) অত:পর তাঁর চিত্ত অতিশীঘ্র ভিতরে প্রবেশ করে অথবা শান্ত হয় অথবা মোটের উপর কোন সংস্কারে মিশে যায় অথবা জড়িয়ে থাকে, ফেটে যায় অথবা ইহার সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ হয় এবং পদ্মপত্রের জলের মতো প্রস্থান, প্রত্যাহার, প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রত্যেকটি নিমিত্ত আলম্বন বশে, প্রত্যেকটি প্রবর্তন (ঘটমানতা আলম্বন বশে, অনিত্য বশে (আগমন করে) উপস্থিত হয়।

৫. অত:পর যখন প্রত্যেকটি নিমিত্ত প্রত্যেকটি প্রবর্তন তার নিকট অনিত্য বশে উপস্থিত হয় যখন অনুলোম জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি অবসান হয়। তাঁর মধ্যে গোত্রভূ জ্ঞানের উদয় হয়, যা নিমিত্তহীন আলম্বন হিসেবে কোন প্রবর্তি নেই। কোন সংস্কার নেই, আছে নিবৃত্তি, নির্বাণ। যা গোত্র থেকে অতিক্রম হয়, জাতি, ভূমি গোত্রভূতে প্রবেশ করে সাধারণ পৃথগজন, আর্যগণের, যা প্রথম আবর্জন, প্রথম আভোগ, প্রথম প্রতিফলন, আলম্বন

বশে নির্বাণ, ছয়ভাবে মার্গ ধর্মের হেতু পূর্ণ করে। তা হল: (৬৭৩) অনন্তর, সমমন্তর, আসেবন-উপনিশ্রয়, নাস্তি, বিগত বশে ছয় প্রত্যয় ভাবে সাধন করে এসব হল–বিদর্শনের সর্বোচ্চ সীমা (শিখর) যা অপরিবর্তনীয়। সেজন্যে বলা হয়েছে: সে উত্থানগামী প্রজ্ঞা কিরূপ? অপুনরাবর্তন হতে ফিরিয়ে আনে গোত্রভূ জ্ঞান? ইহা উৎপত্তিকে পরাজয় করে বলে গোত্রভূ জ্ঞান। ইহা প্রবর্তিকে পরাজয় করে বলে ... [বহিঃ সংস্কার নিমিত্ত ... রাশিকৃত করে ... প্রতিসন্ধি করে ... গতি ... যোনি ... পুনরুৎপত্তি ... জন্ম ... জরা ... ব্যাধি ... মৃত্যু ... দুঃখ ... বিলাপ ...] অনুশোচনাকে পরাজিত করে বলে গোত্রভূ জ্ঞান। ইহা অপ্রবর্তিতে প্রবেশ করায় বলে গোত্রভূ। ... ইত্যাদি। ইহা অননুশোচনাতে প্রবেশ করার বলে গোত্রভূ ইহা নির্বেদ-নির্বাণে প্রবেশ করায় বলে গোত্রভূ। এভাবে উৎপত্তিকে পরাজয় করে, অনুৎপত্তি প্রবেশ করায় বলে গোত্রভূ। (Ps.156) এবং এরূপে সমস্তই উদ্ধৃতিযোগ্য।

৬. একই আবর্জনে এবং একই চিত্ত-বীথিতে ভিন্ন আলম্বনে সত্ত্বেও কিভাবে অনুলোম এবং গোত্রভূ সংগঠিত হয় সে সম্বন্ধে একটি উপমা বিবৃত হয়েছে। ধরা হোক, একটি লোক একটি প্রকান্ড জল-স্রোতস্বিনী অতিক্রম করে ওপারে যেতে চায়। স্রোতস্বিনীর এপারে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান। ঐ বৃক্ষের এক শাখায় সংবদ্ধ একখানা রজ্জুর একপ্রান্ত ঝুলছেও তাতে একটা হাতল সংবদ্ধ রয়েছে। সে হাতল ধরে সারা রজ্জুর সাহায্যে ওপারে যেতে চায় তারা কিছুদূর হতে বেগে দৌঁড়ে এলে হাতল ধরে ফেলে এবং দোল খেয়ে নদীর ওপারে উপনীত হয়। তখন হাতল ছেড়ে দিয়ে অনায়াসে নদী পার হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এ সাধক যিনি নির্বাণে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অপর তীরের ভব, যোনি, গতি, স্থিতি, নিবাস, বেগে দৌঁড়ে উদয়-ব্যয় ইত্যাদি ধ্যানের মাধ্যমে আয়ত্বসহ অনুলোমের অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম আবর্জন রূপ রজ্জু দিয়ে শাখায় আবদ্ধ আত্মসত্ত্বা ও ঝুলায়মান অথবা যে কোন একটি ছিদ্র শুধুতে বেদনা, তিনি ঝাপসহ প্রথম অনুরূপ চিত্তে বিনা প্রতিরোধে গমন এবং দ্বিতীয়ত: তিনি নির্বাণ তাঁবুর প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং নির্বাণে লীন হয়ে পড়েন। যেমন দেহ চালনা করে, নত করে, লীন হয়ে অপর তীরের প্রতি তৃতীয় পরবর্তীতে নির্বাণ। যা এখন অর্জনে সক্ষম, অপর তীরে

অপরাপরদের আগমণে মত তিনি সংস্কারের মত অন্যান্য আলম্বন ছেড়ে দেন সে চিত্ত নিরুদ্ধের সাথে এবং গোত্রভূ চিত্তে তার ব্যয় অসংস্কৃত নির্বাণে, বিপরীত তীরে কিন্তু লোকটির মত টলমল করে চলে। কারণ প্রাক্তন পুনরাবৃত্তি অভাব। একই আলম্বনে এখনো তিনি তখনও ধীরস্থির নয়। তারপর তিনি মার্গজ্ঞানে ধীরস্থির হন।

৭. এখানে সত্যের আবরণে লুকিয়ে থাকা মহান্ধকার নামক কলুষ অনুলোম দূরীভূত করতে সমর্থ। কিন্তু নির্বাণকে আলম্বন করতে সমর্থ নয়। একমাত্র গোত্রভূ নির্বাণকে আলম্বনে সক্ষম। সত্যের মধ্যে লুক্কায়িত মহান্ধকার দূর করতে সমর্থ নয়।

৮. একটি উপমাঃ (৬৭৪) কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রাতে বের হল। মনে হয়; তারার সঙ্গম উদ্ধার করতে এবং সে উপরে চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘাবৃত আকাশে তারা লুক্কায়িত। অতপরঃ এক ধাক্কা বায়ু প্রবাহিত হল। এতে ঘনমেঘ অপসারিত হল, অপর বায়ু মধ্যম শ্রেণির মেঘ উড়িয়ে দিল এবং অপর এক ধমকা বায়ু সূক্ষ্ম মেঘ অপসারণ করল। তারপর লোকটি আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্র দেখল, এবং সে খুঁজে পেল তারকা সঙ্গম।

৯. এখানে ঘন, মধ্যম এবং সূক্ষ্ম রকমের অন্ধকার সত্যকে যা লুক্কায়িত রেখেছিল তা তিন প্রকার মেঘমালার মতো। তিন প্রকার অনুলোম চিত্ত হল তিন প্রকার তিন রকম বায়ু সদৃশ। নির্বাণ হল চন্দ্রের মতো, খলান্ধকার দূরকয়ার মতো যা সত্যকে লুকায়িত এক এক প্রকার অনুলোম চিত্ত দ্বারা হল প্রত্যেক প্রকার বায়ু অনুক্রম দ্বারা মেঘের অপসারণ সদৃশ। গোত্রভূজ্ঞানে নির্বাণ দর্শন হয়, যখন ঘনান্ধকার সত্যকে লুকায়িত রাখে অপসারিত হয় যেমন লোকটির চন্দ্রকে মুক্তাবলোকন হয় আকাশে মেঘমুক্তাবস্থায়।

১০. যেমন তিন প্রকার বায়ু মেঘমালাকে বহে নিয়ে যায়। যা চন্দ্রকে লুকিয়ে রেখেছিল, চন্দ্রকে দেখতে দেয়নি তেমনি তিন প্রকার অনুলোম ঘনান্ধকার দূরে সরিয়ে দেয়, যা সত্যকে লুকিয়ে নির্বাণকে দেখতে দেয়নি। যেমন লোকটি শুধু চন্দ্র দেখতে পেয়েছিল কিন্তু মেঘমালাকে উড়িয়ে দিতে পারেনি, তেমনি গোত্রভূজ্ঞান শুধু নির্বাণকে দেখতে পায়।

কিন্তু কলুষকে দূর করে দিতে পারেনি। সুতরাং সে কারণে ইহাকে মার্গ আবর্জন বলে।

১১. যদিও ইহা আবর্জন নয়, ইহা আবর্জনের স্থান দখল করে নেয় এবং তারপর, পরে ইহা যেমন মার্গে নিমিত্ত রূপ প্রদান করে মার্গ আনয়ন করে, ইহা নিরোধ হয় এবং উহা দ্বারা বিরতিহীনভাবে নিমিত্ত প্রদানের পর সেই গোত্রভূ জ্ঞান দ্বারা মার্গ ইহা অনুসরণ করে অবিশ্রান্ত ধারায়। যখন ইহা ঘটমান থাকে তখন রহস্যভেদ করে লোভ, দ্বেষ, মোহ, স্তূপ মিথ্যা বলে প্রকাশ পায়। (Ps.ii-20)

১২. ইহার একটি উপমা: এক তীরন্দাজ বস্তুত: লক্ষ্য স্থির করেছে একটি ১০০ গজ দূরের (চউসভ)। সে তার মুখমণ্ডল একখণ্ড কাপড় দিয়ে মাড়িয়ে নিয়েছে। হাতে আয়ুধ (তীর)। ধারালো একটি ঘোরানো মঞ্চে। অপর এক লোক চক্রমঞ্চে ফিরে দাঁড়াল বিপরীত দিক থেকে। যখন উভয়ের লক্ষ্যস্থল বিপরীত দিকে পরস্পর মুখোমুখী হল তীরন্দাজ লাঠি উঁচিয়ে সংকেত দিল। সংকেতের কোন বিরতি না দিয়ে তীরন্দাজ তীর ছোড়ে এবং তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে।

১৩. এখানে গোত্রভূজ্ঞান হলো লাঠি দিয়ে নিমিত্তের মতো। মার্গ জ্ঞান হল তীরন্দাজের মতো। মার্গ জ্ঞানের [৬৭৫] ইহার আলম্বন নির্বাণ তৈয়ার করে বিরতিহীনভাবে গোত্রভূ দ্বারা নিমিত্ত প্রদান করে এবং ইহার মর্মভেদী ও খণ্ডনকারী স্তূপীকৃত, লোভ, দ্বেষ ও মোহের কখনও পূর্বে মর্মভেদ ও খণ্ডন করে না। তীরন্দাজের লক্ষ্যভেদ করে নিমিত্তের পর বিরতিহীনভাবে তীরন্দাজ তীর ছোড়ে এবং লক্ষ্যভেদ করে।

১৪. এবং লোভ, ইত্যাদি স্তূপী শুধু মর্মভেদ করে না অধিকন্তু অন্তহীন, জন্মান্তরের দুঃখরাশি শুষ্কসাধনের কারণ হয়। ইহা অপায়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। সাত প্রকার আর্যধর্ম সম্মুখীন ভাবাপন্ন করে। আট প্রকার মিথ্যা মার্গ পরিহার করায়। ইহা সব রকম অবৈরী ভয় উপশম করে। সম্যক সম্বুদ্ধের দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো উপনীত করে এবং ইহা অপরাপর অনেক শত আশীষ লাভের প্রধান ভূমিকা রাখে। সুতরাং এরূপ অনেক পুণ্যপ্রদ স্রোতাপত্তি মার্গের সম্প্রযুক্ত নাম হল: স্রোতাপত্তি জ্ঞানমার্গ।

প্রথম মার্গজ্ঞান এখানে পরিসমাপ্ত।

[প্রথম ফল-দ্বিতীয় আর্য পুরুষ]

১৫. সে জ্ঞানের অব্যবহিত পরে বস্তুত: দুই কিংবা তিন ফল চিত্তের উদয় হয়। ইহাই তার সুফল (বিপাক এর ফলে সে লোকোত্তর কুশল (চিত্ত) এর তাৎক্ষণিক ফল যা বলা হয়েছে এবং তাৎক্ষণিক বিপাককে বলা হয় একাগ্রতা (Sn.226) এবং মন্মন্থরভাবে তিনি তাৎক্ষণিক বিপাক তৃষ্ণা নিরোধে উপনীত হন। [An-149] ইত্যাদি।

১৬. বস্তুত: কেউ কেউ বলেন যে, এক, দুই, তিন, চার অথবা পাঁচ ফলচিত্ত (বিপাক চিত্ত) হয়। উহা অগ্রহনীয়। কারণ গোত্রভূজ্ঞানের উদয় হয় অনুলোম পুনরাবৃত্তির (আসেবন) শেষে। যেহেতু এক একাকী পুনরাবৃত্তি (আসেবন) লাভ হতে পারে না এবং একটি জবন অনুক্রমে (বীথি) উর্দ্ধপক্ষে সাতটি (জবন) চিত্ত রয়েছে। তার ফলে সেই অনুক্রম (বীথি) যাতে দুইটি অনুলোম, এবং গোত্রভূ তৃতীয় মার্গ চিত্ত চতুর্থে ফলচিত্ত বিদ্যমান রয়েছে। যাতে তিনটি অনুলোম বশে, গোত্রভূ চার এবং মার্গচিত্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ বশে দুই ফলচিত্ত রয়েছে। যেহেতু পূর্বোক্ত হয়েছে সেখানে দুই বা তিন ফল চিত্তের উৎপত্তি হয়।

১৭. তারপর কেউ বলেন; যার মধ্যে চারবশে অনুলোম রয়েছে এবং গোত্রভূ পঞ্চম বশে, এবং মার্গচিত্ত ষষ্ঠবশে এবং এক ফলচিত্ত রয়েছে। কিন্তু উহা খন্ডন করা হয়েছে। কারণ ইহা চতুর্থ বা পঞ্চম (জবন) যা মার্গে গিয়ে উপনীত হয়। ঐসবের পরে নয় যে, এসব ভবঙ্গের কাছাকাছি (অধ্যায়-৪:৭৫)। সুতরাং তা নির্ভুল বলে অগ্রহণীয় নয়। [৬৭৬]

১৮. এবং এক্ষেত্রে এ স্রোতে প্রবেশককে দ্বিতীয় আর্য পুরুষ বলে। তথাপি তিনি অগ্রহনীয় হতে পারেন, তিনি দুঃখ নিবৃত্তির করতে বাধ্য। যখন তিনি যদিও প্রমত্ত হয়ে দেব-মনুষ্য লোকে সঞ্জাবন বিয়ে করে পরিভ্রমণ করেন তথাপি সপ্তম জন্মে অন্ত সাধন করতে সমর্থ হন।

১৯. ফল পর্যবসানে তাঁর চিত্ত ভবাঙ্গ উত্তীর্ণ হয়। তারপর মনোদ্বার আবর্জন উৎপন্ন হয় মার্গ প্রত্যবেক্ষণের জন্য ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ করে। উহা যখন নিরুদ্ধ হয়, সাত জবন মার্গ প্রত্যবেক্ষণ উৎপন্ন হয়। জবনে তা পুনঃপ্রবেশ করে, আবর্জন, ইত্যাদি ক্রিয়া প্রত্যবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য। একইভাবে পুনরায় উৎপন্ন হয়। এসবের উৎপত্তিতে তিনি মার্গ

প্রত্যবেক্ষণ করেন, ফল প্রত্যবেক্ষণ করেন, অপসারিত কলুষ প্রত্যবেক্ষণ করেন এবং নির্বাণ প্রত্যবেক্ষণ করেন।

২০. এভাবে তিনি মার্গ প্রত্যবেক্ষণ করেন: সুতরাং ইহাই মার্গ আমি আগত। অত:পর তিনি ফল প্রত্যবেক্ষণ করেন। তারপর এভাবে "ইহা আমার সুফল (আনিশংস) আমি অর্জন করেছি। তারপর তিনি প্রত্যবেক্ষণ করেন নিরুদ্ধ অকুশল–এসব অকুশল আমার মধ্যে নিরুদ্ধ হয়েছে। তারপর তিনি অবশিষ্ট অকুশল সমূহ তিনি উচ্চতম মার্গ দ্বারা এখনো অপসারণীয় তা প্রত্যবেক্ষণ করেন। "এসব অকুশল আমার মধ্যে এখনো আমার মধ্যে রয়েছে এবং অবশেষে তিনি মৃত্যুহীন নির্বাণ এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করেন।" ইহাই আমার আস্থা (ধর্ম) আলম্বন বশে নির্বেদ করতে হয়েছে। সুতরাং স্রোতাপত্তি পতিত আর্য শ্রাবকের পাঁচ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ আছে।

২১. স্রোতাপত্তিতে প্রবেশকের মতো, সকৃদাগামী ও অনাগামীগণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। কিন্তু অর্হতের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অকুশলের কোন প্রত্যবেক্ষণ নেই। সুতরাং সব রকম প্রত্যবেক্ষণের সমষ্টি হল ঊনিশ প্রকার। ইহা সর্বোচ্চ সংখ্যা যারা শিক্ষানবিশ তাঁদের নিরুদ্ধ এবং অবশিষ্ট অকুশলের প্রত্যবেক্ষণ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। মূলত: এরূপ প্রত্যবেক্ষণের অনুপস্থিতিতে মহানাম বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ধর্ম আমা কর্তৃক অন্তঃভাবে এখনো অনিরুদ্ধ রয়েছে যে জন্য লোভ ধর্ম কোন সময়ে যে আমার মনকে পরাভূত করেছে এবং অবশিষ্ট আছে? (Mi-91) সেসব উদ্ধৃতি করা উচিত।

[দ্বিতীয় মার্গজ্ঞান-তৃতীয় আর্যপুরুষ]

২২. বস্তুত: এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করার পর উপবেশনের একই অধিবেশনে কিংবা অন্য অবকাঠামো স্রোতাপত্তিতে পতিত আর্যশ্রাবকের কাজ হল কামরাগ এবং ব্যাপাদ অনুভবের জন্য দ্বিতীয় ভূমিতে পতিতের জন্য যোগ কার্য সম্পাদন করেন। তিনি ইন্দ্রিয়-বল-বোধ্যঙ্গ নিজের মধ্যে ধারণ করেন কার্যসম্পন্ন করেন এবং ফিরে তাকিয়ে দেখেন, একই ক্ষেত্র। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান, জ্ঞান সহকারে দেখেন। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, এবং তিনি উন্নত বিদর্শন স্তরে আরোহণ করেন।

২৩. যখন তিনি এরূপ (৬৭৭) করেন এবং যখন সংস্কার উপেক্ষা অনুলোম, এবং গোত্রভূজ্ঞান পরিসমাপ্তি করে, বর্ণিত উপায়ে একক আবর্জন উৎপন্ন হয়। অত:পর পরবর্তী গোত্রভূ উৎপত্তিতে সকৃদাগামী মার্গ উৎপন্ন হয়। সেসবের সম্প্রযুক্ত নাম হল-সকৃদাগামী মার্গজ্ঞান।

দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান এখানে সমাপ্ত।

[দ্বিতীয় ফল-চতুর্থ আর্য পুরুষ]

২৪. এ জ্ঞানের পর উক্ত নিয়মে ফলচিত্তসমূহ জ্ঞাতব্য। এ পর্যায়ে আর্যপুরুষকে চতুর্থ আর্যপুরুষ বলা হয়। তিনি জগতে একবার পুনরাগমন করে দুঃখ নিরোধ করতে বাধ্য। পরে ঘটনা একই উপায়ে তিনি প্রত্যবেক্ষণ করেন।

[তৃতীয় মার্গজ্ঞান-পঞ্চম আর্যপুরুষ]

২৫. এখন এভাবে প্রত্যবেক্ষণ উপবেশন করে একই অধিবেশনে অথবা কোন উপলক্ষে সকৃদাগামী আর্য পুরুষ তৃতীয় ভূমিতে অবতরণ তাঁর কাজ। এলক্ষ্যে তিনি কামরাগ এবং ব্যাপাদ নিরবশেষ ধ্বংস করেন। যোগ করতে থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়-বল-বোধ্যঙ্গ সমূহ সমন্বয় করে কাজ করে যান এবং ফিরে তাকান সংস্কার ক্ষেত্র আনিত্য, দুঃখ অনাত্ম জ্ঞানে এবং বিদর্শনের উচ্চতর স্তরে নিপতিত হন।

২৬. এরূপকৃত হলে তিনি এবং যখন সংস্কার উপেক্ষা, অনুলোম এবং গোত্রভূ উৎপত্তি শেযে একক এক বর্ণিত মতে আবর্জন তখন গোত্রভূর পরে সকৃদাগামী মার্গ উৎপত্তি হয়। এ জ্ঞান সহগত জ্ঞানই সকৃদাগামী মার্গ।

তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান এখানে সমাপ্ত।

[তৃতীয় ফল-ষষ্ঠ আর্যপুরুষ]

২৭. ফল চিত্ত হল পূর্ব অনুসৃত তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ জ্ঞানের চিত্ত এবং এক্ষেত্রে অনাগামীকে বলা ষষ্ঠ আর্যপুরুষ (মৃত্যুর পর) তিনি (যে কোন স্থানে) ঔপপতিকরূপে পুনরাগমন করেন। তিনি চিরতরে পুনরাগমন না করে পুন বিমুক্তি নির্বাণ লাভ করেন। এ জগতে কখনো পুনরাগমন না প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে পূর্ব বর্ণিত মতে প্রত্যবেক্ষণ আসছে।

[চতুর্থ মার্গজ্ঞান সপ্তম আর্য পুরুষ]

২৮. এভাবে প্রত্যবেক্ষণ করাার পর, তখন হয়ত একই অধিবেশনে উপবিষ্ট থেকে অথবা অন্য কার্যক্রমে অনাগামী আর্য পুরুষ তাঁর কার্যক্রমে, কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগ, অহংভাব, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা পরিহারের মাধ্যমে চতুর্থ ভূমিতে অবতরণ করেন। তিনি ইন্দ্রিয়, বল, এবং বোধিপক্ষীয় ধর্ম সংবদ্ধ করে (৬৭৮) তিনি কার্য সমাধা করেন এবং পশ্চাতে একই সংস্কার ক্ষেত্র, জ্ঞান অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম জ্ঞানে এসব অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম এবং তিনি উচ্চতর বিদর্শনে অবতরণ করেন।

২৯. তিনি যখন এরূপ করেন এবং যখন সংস্কার উপেক্ষা অনুলোম, এবং গোত্রভূ একক মাত্র আবর্জনে উৎপত্তি হয়েছে তারপর পরে অর্হত্ব মার্গ হয়। যে মার্গে অর্হত্ব সহগত জ্ঞান রয়েছে সে অর্হত্ব লাভ হয়।

চতুর্থ প্রকার জ্ঞানের এখানে সমাপ্তি।

[চতুর্থ ফল-অষ্টম আর্যপুরুষ]

৩০. পূর্বে অনুসৃতমতে একই উপায়ে অব্যবহিত পারে ফলচিত্ত জ্ঞান বলে জ্ঞাতব্য এবং এক্ষেত্রে অর্হৎকে অষ্টম আর্যপুরুষ বলা হয়। তৃষ্ণা বিধ্বংস করে তিনি মহানদের মধ্যে একজন, তিনি অন্তিম দেহধারী যিনি ভাবমুক্ত, তিনি লক্ষ্যে উপনীত। তিনি সংসার জটা ছিন্ন করেছেন, অন্তিম জ্ঞানে তিনি সম্যকভাবে বিমুক্ত, তিনি জগতে দেবগণের মধ্যে সর্বোত্তম দক্ষিণার যোগ্য।

৩১. সুতরাং যখন উপযুক্ত বলা হয়েছে বস্তুত: জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধিতে যথার্থভাবে চার মার্গজ্ঞান, অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গ, সকৃদাগামী, মার্গ অনাগামী মার্গ এবং অর্হৎ। যাতে চার প্রকার জ্ঞান উল্লেখ্যক্রেমে উপনীত।

[২ মার্গ, ইত্যাদিতে ধর্মসমূহ সংশ্লিষ্ট]

৩২. এখন, চার প্রকার জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধির প্রশংসা মূল্যায়ন করতে গিয়ে:

পরিপুন্ন বোধিপক্খীয় ভাবো বটুঠান বল সমযোগো,
যেন পহাতব্বা, ধম্মা তেসং পহানঞ্চ,

কিঞ্চানি পরিঞ্ঞেয্যদীনি যানি বুত্তানি অভিসময়কালে
তানি চ যথা সভাবেন জানিতব্বানি সব্বানীতি।

– ১) ধর্ম সবের পূর্ণতা বোধি অংশীদার,
২) উত্থানগামী আর ৩) বল সংযুক্তকর।
৪) ধর্ম যেসব নিরোধ উচিত,
৫) নিরোধে কর্তব্য কাজ সমুচিত।
৬) পূর্ণ প্রজ্ঞায় কার্যেরত এবং অতপর,
যদা সত্য বর্ণন বশে প্রবেশে তারপর।
৭) প্রতিটি উচিত বটে স্বীকৃতি আদায়,
ব্যক্তির গুণেতে আসে যথা অনুশয়

৩৩. ১) এক্ষেত্রে বোধির অংশীদারিত্বে সব ধর্মের পূর্ণতা: বোধিতে সেসব ধর্মের পূর্ণতা। সেজন্যে ৩৭ প্রকার ধর্ম হল: চার স্মৃতিপ্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সাত বোধ্যঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এসবকে বোধিপক্ষীয় ধর্ম বলে। কারণ এসব আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অংশীভূত। যাকে বলা হয় বোধি বা সম্বোধি। এ অর্থে যে, বোধিপরায়ণ করে এবং এসব অংশীভূত কারণ এসব সাহায্যকারী।

৩৪. প্রস্থাপন (পট্ঠান) হল নিম্নে অবতরণ করে প্রতিষ্ঠাপন (উপট্ঠান) বংশ হতে উৎপত্তি দ্বারা এরূপ এরূপ আলম্বন চিত্তৈকাগ্রতা হল স্বয়ং প্রতিষ্ঠাপন। চিত্তৈকাগ্রতার প্রতিষ্ঠাপন। ইহা কায়, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম ভেদে চার প্রকার। এসবকে অশুভ, দুঃখ, অনিত্য, অনাত্মা গ্রহণ বশে শুভ সুখ নিত্যতা সংজ্ঞাহীন কৃত সাধন বশে এবং প্রবর্তি ভেবে চতুর্বিধ হয়। সে কারণে চার স্মৃতি উপস্থাপন বলা হয়।

৩৫. ইহার দ্বারা তারা প্রচেষ্টা করে (পদহন্তি) এরূপেই প্রচেষ্টা (পধান)। একটি ভালো প্রচেষ্টা হল সঠিক। সম্যক প্রচেষ্টা (সম্মাপদহন্তি)। এরূপেই ইহা সম্যক প্রচেষ্টা (সম্মপ্পধান) অথবা বিকল্পে, ইহা ভালো, কারণ ইহা অদৃশ্য কলুষ এবং ইহার উন্নতি। পরিপূর্ণতা সাধনে চেষ্টা করে এবং ইহা পূর্বগামীর (পধান ভাবকারণ স্বাক্ষর রাখে এ অর্থে যে সম্পাদন, সৃষ্টি ও সুখ। এরূপে সম্যক প্রচেষ্টা। ইহা এক প্রকার বলের নাম। ইহা গুণরাজিতে সম্পন্ন ক্রিয়া যাতে উৎপন্ন অকুশল বিষয় নিরোধ হয়, অনুৎপন্ন অকুশল প্রতিরোধ করে, অনুৎপন্ন কুশল উৎপন্ন করে, উৎপন্ন কুশল ধরে রাখতে চেষ্টা করে–এভাবেই ইহা চার প্রকার। সে কারণে বলা হয়েছে: চার সম্যক প্রচেষ্টা।

৩৬. ঋদ্ধি (ইদ্ধি) অর্জনের (ইজ্ঝন) সফলতা হল ঋদ্ধি। (অধ্যা ১২, ৪৪ দ্র.) ঋদ্ধি একটি পথ (ভিত্তি-পাদ) শক্তি বা বলের যা সফলতায় উপনীত করে দেয়। ঋদ্ধি সে সফলতার পূর্বগামী অগ্রদূত। তার সাথে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে। ইহার পূর্ববর্তী কারণ অর্থে যা সফলতা এনে দেয়, ইহাই তার ফল। এরূপে ইহা বল অর্জনের একটি পথ (সফলতার মূল) ইহা ইচ্ছা, ইত্যাদি চার প্রকার। সে কারণে বলের চার পথ। যথা ইহ ঋদ্ধিপাদ, চিত্ত ঋদ্ধিপাদ, বীর্য ঋদ্ধিপাদ বীমংসি ঋদ্ধিপাদ (Vbh.223)। এসব ঋদ্ধি লোকোত্তর। কিন্তু যেহেতু বলা হয়েছেঃ যদি কোন ভিক্ষু সমাধি লাভ করেন, তিনি মানসিক একাগ্রতা লাভ করেন তিনি মনোময় ঋদ্ধি অগ্রগণ্য দ্বারা তা লাভ করেন (Vbh.216) ইত্যাদি। ধর্মসমূহ লৌকিক ঋদ্ধিকে অগ্রগণতা দ্বারা তা অর্জন করেন। অনুক্রমে।

৩৭. অগ্রগণ্য হিসেবেই ইন্দ্রিয়। অন্য কথায় জয় করা। যেহেতু (ইন্দ্রিয় বশেই এসব ধর্ম) অনুক্রমে শ্রদ্ধাহীনতাকে, আলস্যকে, অবহেলাকে উম্মত্ততাকে এবং সন্দেহকে জয় হয়। স্থির সংকল্প বলতে বলকে বুঝায়। [বল বশে কারণ এসব ধর্ম] কারণ এসব শ্রদ্ধাহীনতা অনুক্রম ইত্যাদিকে জয় করতে সমর্থ নয। উভয়ই পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা-শ্রদ্ধাযুক্ত, [বল, একাগ্রতা, সমাধি এবং প্রজ্ঞা] তার কারণ পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বল বলা হয়েছে।

৩৮. **একাগ্রতাঃ** [ধর্ম সমূহের অনুসন্ধান বল, সুখময়তা, প্রশান্তি, সমাধি, এবং উপেক্ষা] যিনি প্রজ্ঞা লাভ করেছেন তার মধ্যে উক্ত উপাদানগুলো বর্তমান। এসব হলো সাত বোধিপক্ষীয় উপাদান। এবং সম্যক দৃষ্টি (সম্যক চিন্তা, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি] এগুলো আট মার্গ উপাদান নীতি হয় বলে। সুতরাং সাত বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়।

৩৯. সুতরাং এসব হল ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

এখন, পূর্বতন লোকীয় বিদর্শন ঘটমান ছিল। সেসব বহুত্ব চিত্তে দেখা গেছে (পরিদৃষ্ট) যেমনঃ কায়সংশ্লিষ্ট স্মৃতি প্রস্থান ভাবনায় (দেখা যায়) কারও কায় মধ্যে ১৪ প্রকার রূপ ধারণ করে। স্মৃতি প্রস্থান ভাবনায় বেদনা সংশ্লিষ্ট। কারও মধ্যে নয় প্রকারে রূপধারণ করে, চিত্ত সংশ্লিষ্ট

স্মৃতি প্রস্থান ভাবনায় কারও মধ্যে (আচরণগত) ১৬ প্রকার চিত্তের রূপ পরিগ্রহ করে [৬৮০] মনালম্বন সংশ্লিষ্ট স্মৃতি প্রস্থান ভাবনায় কারও মধ্যে ৫ প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে এবং সে সময় কারও মধ্যে অকুশল ধর্ম, যা নিজের মধ্যে এখনও উৎপত্তি হয়নি তিনি ইহা অনুৎপত্তির জন্য কঠোর চেষ্টা করেন। তার মতো আমি যে আচরণ করব না–এরূপ যার মধ্যে উহা হয়। এবং সুতরাং ইহা আমার মধ্যে উদয় হবে না। অত:পর তাঁর মধ্যে প্রথম সম্যক প্রচেষ্টা থাকে। তার নিজের আচরণে যখন কোন রকম অকুশল প্রদর্শিত হয় তিনি ইহা পরিহারের কঠোর চেষ্টা করেন। তারপর তাঁর দ্বিতীয়টি থাকে যখন তিনি ধ্যান উৎপাদনে কঠোর চেষ্টা করেন অথবা এ ব্যক্তির মধ্যে সম্ভবতঃ অনুৎপন্ন বিদর্শন, তার মধ্যে তৃতীয়টি থাকে এবং তিনি যখন ইতোমধ্যে উৎপাদিতকে পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করেন। সুতরাং তা কখনও নিঃশেষ হবে না, তার চতুর্থ আছে। এবং কুশল ধর্ম উৎপাদনে উদ্বুদ্ধের সময় ধর্ম ছন্দের সাথে অভিপ্রায় শক্তি বশে কাজ করে। ছন্দ সংশ্লিষ্ট ঋদ্ধিপাত আছে। [এরূপে আরো তিন ঋদ্ধিপাদ আছে] এবং মিথ্যা বাক্য কখন থেকে বিরত থাকার সময় সম্যক বাক্য আছে। [এরূপে মিথ্যা কর্ম থেকে বিরত থাকার সময় এবং সম্যক জীবিকা থেকে বিরত থাকার সময়]

এ চার প্রকার মার্গের মধ্যে (যে কোন একটি) উৎপত্তির সময় জ্ঞান, (সমস্ত ধর্মের একমাত্র চিত্তক্ষণে দৃষ্ট হয়।

ফলক্ষণে চার সম্যক প্রচেষ্টা ব্যতীত অবশিষ্ট ৩৩ প্রকার প্রধানসমূহ দৃষ্ট হয়।

৪০. এরূপে একমাত্র চিত্তক্ষণে যখন এসব দৃষ্ট হয়, নির্বাণ আলম্বনে ইহা এক প্রকার স্মৃতি। ইহাকে বলে 'চার স্মৃতি প্রস্থান' কারণ ইহার সুন্দর ইত্যাদি চার প্রকার সংজ্ঞার ক্রিয়া পরিহারকে পরিসমাপ্ত করে। চার বিষয়ের মধ্যে কায় ইত্যাদি এবং এক প্রকার বলকে বলে। চার সম্যক প্রধান–কারণ ইহা 8 প্রকার ক্রিয়া পরিসমাপ্ত করে। যার শুরুতে রয়েছে অনুৎপত্তিকে (অকুশল) উৎপত্তি প্রতিহত করা। কিন্তু অবশিষ্টের মধ্যে কোন হ্রাস বৃদ্ধি নেই। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

৪১. **নব একবিধ একে দ্বেধাত চতু পঞ্চধা,**
অট্ঠধা নবধা চেব ইতিসদ্ধা ভবন্তিতে।

– নবতে প্রতিপদা এক, একতেদ্বে প্রতিপদা,
অত:পর চার প্রতিপদা অথ পঞ্চ প্রতিপদা।
আট প্রতিপদাতে অথ নব প্রতিপদাতে ও,
তাদৃশ ছয় প্রতিপদাতে হয় যে গঠন তারাও।

৪২. ১) নব একবিধ প্রতিপদা: এসব নয়টি হল: ছন্দ, চিত্ত, প্রীতি, প্রশান্তি, উপেক্ষা, সঙ্কল্প, বাক্য, কর্মান্ড এবং জীবিকা এবং এ নয়টি পাওয়া যায় একপ্রতিপদে' ছন্দ সম্প্রযুক্ত বল প্রতিপদায়। যেহেতু এসব অন্য কোন কল্যাণে (শ্রেণিতে তা পাওয়া যায় না। ২) একে দ্বিবিধ প্রতিপদা: একিন্দ্রিয় এবং এক বল বশে শ্রদ্ধাপ্রতিপদা দুই প্রকার। ৩) চতুর্বিধ প্রতিপদা: এবং ৪) পঞ্চবিধ প্রতিপদা বশে: ইহার অর্থ এই যে, এবং অপর এক প্রতিপদা পাঁচে। চতুর্থ প্রতিপদায় আরও একটি দেখা যায় এবং আবার একটি পঞ্চম প্রতিপদায়। এক্ষেত্রে সমাধি এক চার প্রতিপদায়। যেহেতু ইহা একটি ইন্দ্রিয়। একটি বল, একটি বোধ্যঙ্গ উপাদান এবং একটি মার্গ-উপাদান; প্রজ্ঞা হল, একের ভিতরে, পাঁচ প্রতিপদায়। এবং ৬) নয় প্রতিপদায় ও একইরূপ: অর্থ এই যে, অপর একটি স্মৃতি হল 'আট প্রতিপদায় এক। যেহেতু ইহা হল চার স্মৃতিপ্রস্থান; এক ইন্দ্রিয়, এক বল বোধ্যঙ্গ এবং এক মার্গ উপাদান, বীর্য এক নয় প্রতিপদায়। যেহেতু ইহা চার সম্যক প্রধান, এক ঋদ্ধিপাদ, এক ইন্দ্রিয়, এক বল, এক বোধ্যঙ্গ এবং এক মার্গ উপাদান। (৬৮১) সুতরাং

৪২. **চতুদ্দসের অসম্ভিন্না হোন্তেতে বোধিপক্খীয়া**
কোট্ঠাসতো সপ্তবিধা সত্ততিংসপ্পভেদতো।
সকিচ্চনি পয্াধনতো সরূপেন চ বুত্তিতো,
সব্বেব অরিয়মগ্গস্স সম্ভরনে সম্ভবন্তি তেতি।

– বোধ্যঙ্গেতে অংশ বশে আছে ধর্মচয়–
চতুর্দশা, অবিতরিত সমূদয়।
সপ্তত্রিংশ বলে খ্যাত জান সমুদয়,
স্তরেতে বিতরিত তৎসমুদয়।

যদা করে স্বীয় কর্তব্য সাধন,
তারে তার ভাগ্য বিশেষ যোগ্যতা পতন।
তারা সবে সম্ভব হয়, যে যখন,
অষ্ট আর্যমার্গ যবে সত্য সংগঠন।

প্রথমত ইহাই বোধিপক্ষীয় ধর্মের পূর্ণতা বলে এখানে জ্ঞাতব্য।

৪৩. ২) উত্থানগামী এবং ৩) বল সমযোগ : জোড়ার বুটঠান বলসমাযোগ বিনিবদ্ধ হল বুট্ঠানথ এর বল সমাযোগ চ উত্থান+সমযোগ = উত্থানসমযোগ।

[২ উত্থান:] লোকীয় বিদর্শন প্রবর্তি থেকে (অন্তবর্তীভাবে অকুশল) উত্থান ঘটায় না কিংবা কারণ ইহা সমুদয়কে বিচ্ছিন্ন করেনি, যা হেতু প্রবর্তন করে অথবা নিমিত্ত হতে (বাহ্যিকভাবে সংস্কারের) কারণ ইহার আলম্বন বশে একটি নিমিত্ত।

গোত্রভূজ্ঞান প্রবর্তি থেকে (বাহ্যিকভাবে উত্থানে প্রবৃত্ত করে না। কারণ ইহা সমুদয়কে হেতু হতে বিচ্ছিন্ন করেনি কিন্তু ইহা নিমিত্ত হতে উত্থানে প্রবৃত্ত করেছে (বাহ্যিকভাবে সংস্কারের) কারণ ইহা আলম্বন একটি নিমিত্ত। গোত্রভূজ্ঞান প্রবর্তি থেকে (বাহ্যিকভাবে উত্থানে প্রবৃত্ত করে না। কারণ ইহা সমুদয়কে হেতু হতে বিচ্ছিন্ন করেনি কিন্তু ইহা নিমিত্ত হতে উত্থানে প্রবৃত্ত করেছে (বাহ্যিকভাবে) কারণ নির্বাণ ইহার আলম্বন। সুতরাং এক উত্থান হয়। সেহেতু বলা হয়েছে উত্থানগামী প্রজ্ঞা এবং হতে (বহি:) গোত্রভূ জ্ঞানের সন্ধিস্থলের (Ps.i-66) দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে সমগ্র অনুচ্ছেদ উৎপন্ন হতে দুরে নিয়ে যায়, অনুৎপন্নে প্রবেশ করায়। এরূপে গোত্রভূ হয়ে থাকে। প্রবর্তি থেকে দূরে সরিয়ে ... ইত্যাদি দ্র. অধ্যায় ২১, ১৭) ... বাহ্যিকভাবে নিমিত্ত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ইহা নিরোধে নির্বাণে প্রবেশ করায়। এরূপে গোত্রভূর পরিবর্তন হয়) (Ps.i-67) ইহা এস্থলে জ্ঞাতব্য।

নিমিত্ত থেকে চার প্রকার মার্গ জ্ঞানের উত্থান হয়। কারণ এসব হচ্ছে আলম্বন বশে অনিমিত্ত এবং প্রবর্তি হতেও এরূপ। কারণ এসব সমুদয় ছিন্ন করেছে। সে কারণে এসব উভয় থেকে উত্থান হয়। এজন্য উক্ত হয়েছে:

৪৫. উত্থানগামী প্রজ্ঞা কিরূপে হয় এর সন্ধিস্থল হতে কিরূপে মার্গ এবং প্রজ্ঞা মার্গ উভয় দূরে সরিয়ে দেয়?

স্রোতাপত্তি মার্গে পতিতক্ষণে সম্যক দৃষ্টি, দর্শন অর্থে ক) মিথ্যা দৃষ্টি হতে নির্গত এবং ইহা অকুশল হতে উত্থিত, সে মিথ্যাদৃষ্টি; স্কন্ধ হতে নির্গত যা মিথ্যাদৃষ্টি, অতএব উহার ফলে প্রবর্তিত (মিথ্যাদৃষ্টি) এবং (খ) বাহ্যিকভাবে ইহা নিমিত্ত থেকে নির্গত। সে কারণে বলা হয়েছে উত্থানগামী প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা মার্গজ্ঞান উভয় হতে পরিবর্তন করে। মিথ্যা চিন্তা হতে নির্দেশিত নির্গমন অর্থে সম্যক চিন্তা ... মিথ্যা বাক্যে জড়িয়ে থাকা হতে নির্দেশিত নির্গমন অর্থে সম্যক বাক্য। মিথ্যা কর্ম হতে নির্দেশিত নির্গমন অর্থে সম্যক কর্ম, মিথ্যা জীবিকা হতে নির্দেশিত নির্গমন অর্থে সম্যক জীবিকা, মিথ্য প্রচেষ্টা হতে নির্দেশিত নির্গমন অর্থে সম্যক প্রচেষ্টা ... মিথ্যা স্মৃতি হতে নির্দেশিত নিগর্মন অর্থে সম্যক স্মৃতি ... মিথ্যা সমাধি বিক্ষেপ হতে নির্দেশিত নির্গমন অর্থে সম্যক সমাধি ... এবং অকুশল হতে স্কন্ধ হতে উৎপন্ন ফল স্বরূপ নির্গত (মিথ্যা সমাধি) এবং বাহ্যিকভাবে ইহা সব নিমিত্ত হতে নির্গত (মিথ্যা সমাধি) এবং বাহ্যিকভাবে ইহা সব নিমিত্ত হতে নির্গত; এজন্যে বলা হয়েছে: উত্থানগামী প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা মার্গ হতে ফিরিয়ে আনা।

সকৃদাগামী মার্গক্ষণে দর্শন অর্থে সম্যক দৃষ্টি অবিক্ষেপন অর্থে সম্যক স্মৃতি ... লোভের স্থূল সংযোজন থেকে উৎপন্ন। কামতৃষ্ণা, প্রতিহিংসা থেকে স্থূল সংযোজন এবং প্রতিহিংসা হতে স্থূল অনুযায় [ইহা অকুশল হতে নির্গত এবং উহার ফল স্বরূপ স্কন্ধ হতে এবং খ) বাহ্যিকভাবে ইহা নিমিত্তসমূহ হতে নির্গত (উত্থিত) সে কারণে উক্ত হয়েছেঃ উত্থানগামী (নির্গত) প্রজ্ঞা এবং মার্গজ্ঞান উভয় হতে পরিবর্তিত।

অনাগামী মার্গক্ষণে দর্শন অর্থে সম্যক দৃষ্টি ... অবিক্ষেপণ অর্থে সম্যক স্মৃতি ক) কায়তৃষ্ণার লোভ অবশিষ্ট হতে নির্গত। অবশিষ্ট অনুশয় হতে লোভানুশয় (এবং ইহা অকুশল এবং স্কন্ধ হতে নির্গত এবং তার ফল স্বরূপ এবং খ) বাহ্যিকভাবে নিমিত্তসমূহ হাত নির্গত। সুতরাং এজন্য বলা হয়েছে : উত্থানগামী প্রজ্ঞা এবং মার্গজ্ঞান উভয় সন্ধিস্থল হতে অপসারিত]

অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে দর্শন অর্থে সম্যক দৃষ্টি ... অবিক্ষেপন অর্থে সম্যক সমাধি (ক) রূপ রাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় উত্থিত হয়। সেজন্যে বলা হয় তদানুবর্ত্তী কলুষ দ্বারা এবং স্কন্ধ দ্বারা উত্থিত হয় এবং বাহ্যিক নিমিত্ত সমূহ উত্থিত হয়। সেজন্যে বলা হয়েছে ধ্রুব উত্থান বিবর্তনের প্রজ্ঞা মার্গে জ্ঞান (Ps.i-69)

৪৬. (৩) বলসংযুক্ত লোকীয় আট প্রকার সমাপত্তি শমথ বল তখন অধিক হয়; যখন অনিত্যানুপ্রস্থানাদি ভাবনাকালে বিদর্শনবল অধিক হয়। কিন্তু আর্যমার্গক্ষণে তারা বলসংযুক্ত হয়ে উদয় হয়। এ অর্থে যে, একে অপরকে অধিক গমন করে না। সুতরাং এ চার প্রকার প্রজ্ঞার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে বলসংযুক্ত আছে। তদনুসারে বলা হয়েছে, ঔদ্ধত্যের সহগত ক্লেশ এবং স্কন্ধ হতে যখন তিনি উঠেন তাঁর চিত্তের একাগ্রতা অবিক্ষেপ, সমাধি, নিরোধ গোচর হয়। যখন তিনি অবিদ্যা সহগত ক্লেশ থেকে এবং স্কন্ধ থেকে উত্থান করেন, অনুপ্রস্থান অর্থে তাঁর বিদর্শন নিরোধ গোচর হয়। সুতরাং বিদর্শন এবং শমথ এবং উত্থানগামী অর্থে তারা একসাথে যুক্ত। একে অপরকে অতিক্রম করেনা। সুতরাং সে কারণে বলা হয়েছে; উত্থান অর্থে শমথ এবং বিদর্শন একই সাথে সংযুক্ত। (Ps.ii-98)

উত্থান এবং বল সংযুক্ত এখানে এভাবে জ্ঞাতব্য।

৪৭ (৪-৫) যা, যদ্দ্বারা পরিহারীয় ধর্ম তা পরিহার করা কর্তব্য: উক্ত চার প্রকার জ্ঞানের দ্বারা এখন কোন ধর্ম পরিহারযোগ্য এবং তাদের পরিহার কর্ম কিরূপ তা জ্ঞাতব্য। যেহেতু এসব পৃথক পৃথকভাবে ধর্ম সংযোজন (fetters), ক্লেশ (defilement), মিথ্যার্থ, লোকধর্ম, মাৎসর্য্য, উন্মত্ততা, বিপ্রলাস, গ্রন্থ, গতি, আসব, অগতি, তৃষ্ণা, বন্যা, নীবরণ, পরামর্শ, উপাদান, অনুশয়মল, অকুশল কর্মপথ, চিত্তোৎপত্তি সংখাত ধর্ম পরিহার করেন (পথান)।

৪৮. **এখানে দশ সংযোজন হল:** রূপরাগ, রূপরাগ বলা হয় কারণ তা ইহজীবন এবং পরজীবনে সংযোজন করে অথবা কর্ম তার ফলের অথবা ভোগ সম্পাদনে যতক্ষণ পর্যন্ত একের অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অপরের কোন নিরোধ নেই। এবং এসব সংযোজন, রূপরাগ, অরূপরাগ,

সংগতি (অহংকার)। ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যাকে উচ্চতর পাঁচ সংযোজন বলা হয়। কারণ এসব প্রাণীগণকে স্কন্ধে সংযোজন করে ইত্যাদি, উচ্চতর [ভবের উৎপত্তি করে।] (৬৮৪) যখন সৎকায় মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, পরামাস, শীলব্রত, কামরাগ এবং পটিঘ বলা হয় নিম্ন সংযোজন। কারণ এসব প্রাণীকে সংযোজনে ইত্যাদি নিম্ন বিবর্তন সংযোজনে উৎপত্তি করে (ভব সংস্কার)।

৪৯. **ক্লেশ** : দশ প্রকার- যথাঃ লোভ, দ্বেষ, মোহ, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্থিন, উদ্ধচ্চ, অহিরী, অনোত্তপ্পত্তি এই দশ প্রকার ধর্ম, এসবকে এরূপ বলা হয়, কারণ এসব স্বয়ং ক্লেশ এবং এ সংশ্লিষ্ট ধার্মকে কলুষিত করে।

৫০. **মিথ্যা বিষয়** : আট প্রকার–যথা : মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সঙ্কল্প (ভাবনা), মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা আজীব (জীবিকা), মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি। এ আট প্রকার ধর্ম। তৎসংশ্লিষ্ট মিথ্যা বিমুক্তি এবং মিথ্যা জ্ঞান সহ দশ প্রকার। এসবকে এরূপ বলার কারণ এসব মিথ্যাভাবে উৎপত্তি।

৫১. **লোকধর্মাদিঃ** আট প্রকার যথা-লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা, এসব এরূপে খ্যাত, কারণ, ইহারা বিরতিহীনভাবে একে অপরের স্থান দখল করে, যতদিন বিশ্বপরিক্রমা থাকবে ততদিন চলবে।

৫২. **মাৎসর্যাদি পাঁচ প্রকার, যথা** : আবাস মাৎসর্য্য, কুল মাৎসর্য্য, লাভ মাৎসর্য্য, সাধারণ মাৎসর্য্য, ধর্ম মাৎসর্য্য, বর্ণ মাৎসর্য্য। এসব মাৎসর্যাদি অপরের অংশীদারিত্ব সহ্য করতে না পেরে উৎপত্তি হয়।

৫৩. **উন্মত্ততা (বিপল্লাস) তিন প্রকার**। যথা-সংজ্ঞা, চিত্ত, দৃষ্টি উন্মত্ততা, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা, অশুভেষু যেসব বস্তু “নিত্য, সুখ, আত্মা শুভ বশে” এরূপ প্রবর্তিতে উন্মত্ততা হয়।

৫৪. **গ্রন্থি–** নাম কায়ের এবং রূপকায়ের এবং গ্রন্থন অভিধ্যাদি চার প্রকার গ্রন্থি। তন্মধ্যে তা অভিধ্যা কায়গ্রন্থি। ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি, শীলব্রত পরমাসা কায়গ্রন্থি, এবং সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি বলা হয়।

৫৫. গ্রন্থাতি (অগতি) চার প্রকার গ্রন্থি (সন্থ) বা বন্ধনের মধ্যে শীলব্রত এবং ইহাই সত্য বলে অভিনিবেশ করার প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়। ব্যাপাদের গ্রন্থি তৃতীয় মার্গজ্ঞান দ্বারা এবং অভিধ্যা চতুর্থ মার্গ জ্ঞান দ্বারা

ধ্বংস করা হয়েছে। শীলব্রত কায়াদি সত্যাভিনিবেম কায়গ্রন্থি ইচ্ছাভিভূত।

৫৬. **অগতি**–ছন্দ দোষ, মোহ, ভয়ের দ্বারা অকর্তব্য করার জন্য, কর্তব্য অকরণীয়ের জন্য ইহা অধিবচন মাত্র। সেসব আর্যগণের অগতি বলা হয়।

৫৭. আসব–আলম্বন বশে গোত্রভূ হতে অপসারণ (চিত্তধর্মার্থে) এবং যথা সম্ভব সর্বোচ্চ সীমা (ভবের প্রকার ভেদে, অর্থাৎ ৪র্থ অরূপ ধর্মে)। শ্রুতিগোচর নির্গত হয় আছে (সবন)। যেহেতু তাতে আলম্বনের (রূপ প্রকৃতি) আছে। ইহা কাম রাম, ভবরাগ, মিথ্যা দৃষ্টি এবং অবিদ্যার নিরূপিত কাল। কারণ শ্রবণ (সবন) (এসব ক্লেশ অরক্ষিত কাম ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহ যেমন ফাটল ধরা কলসী থেকে যেমন প্রতিনিয়ত জল পড়ে অথবা তাদের উৎপত্তি (সবন) জন্মচক্রে দুঃখ আছে।

চার প্রকার আসবের মধ্যে মিথ্যা দৃষ্টি প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা কামরাগ দ্বিতীয় অস্তি এবং অবিদ্যা চতুর্থ মার্গ জ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

নীবরণাদি : হল পাঁচ প্রকার : যথা-লোভ [ব্যাপাদ কু-ইচ্ছা, হীন-দৃঢ়, মিদ্ধ-জড়তা, উদ্ধচ্চ-ঔদ্ধত্য, কুক্কুচ্চ-কুকৃত্য এবং অনিচ্চতা-অনির্দিষ্ট] বাধাদান এবং বাস্তবতাকে গোপন রাখে চিত্ত থেকে। [দ্র. অধ্যায় ৪, ৯৬]

৫৮. **পরামর্শ** (কু ধারণা)-ইহা মিথ্যা দৃষ্টির একটি সময় বিশেষ। সে সে ধর্মের স্বভাব অতিক্রম করে উদ্ভূত স্বভাব স্পর্শাকারে প্রবর্তিত। মিথ্যা দৃষ্টি ইহার অধিবচন।

৫৯. **উপাদান**-চার উপাদানের মধ্যে দৃষ্টোপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান এবং অস্তি উপাদান। সর্বাকারের দ্বারা প্রতীত্য সমুৎপাদ নির্দেশে উক্ত কামোপাদানসহ চার উপাদান।

৬০. **অনুশয়াদি**-যাযগত বা শক্তিশালী অর্থে কামরাগ, প্রতিঘান, বিচিকিৎসা, ভবরাগ এবং অবিদ্যানুশয়। এরূপে কামরাগাদি সাত প্রকার। সেসব শক্তিশালী বলে পুনঃ পুনঃ কামরাগের অধীন উৎপত্তি হেতুভাব দ্বারা অনুশ্রুত বলে অনুশয়।

৬১. **মলাদি**- তিন প্রকার; যথা-লোভমল, দ্বেষমল, এবং মোহমল। এসবকে মল বলে। যেহেতু এসব স্বয়ংই কদর্যপূর্ণ যেমন, তৈল, কালে, কর্দয এবং যেহেতু এসব অপরকে কদর্যপূর্ণ করে।

৬২. **অকুশল কর্মপথাদি**–অকুশল কর্মভাবের দ্বারা এবং দুর্গতির পথ ভেদে প্রাণীহত্যা, চুরি, কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, কর্কশ বাক্য, ভেদবাক্য, সম্প্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টিসহ দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ।

৬৩. **অকুশল চিত্তোৎপাদাদি**–লোভমূল আট, দ্বেষমূল দুই এবং মোহমূল দুটি সহ মোট দ্বাদশ অকুশল চিত্তোৎপাদ। [দ্র. অধ্যায় ১, ৯৮]

৬৪. এ (চার প্রকার জ্ঞান) প্রত্যেকটি এবং পৃথক পৃথকভাবে এসব ধর্ম দশ সংযোজনের শুরুতে নিরুদ্ধ করা হয়েছে। কিরূপে? সংযোজনের ক্ষেত্রে পাঁচ প্রকার ধর্ম প্রথম জ্ঞান দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। প্রথম হল–সৎকায় দৃষ্টি, সন্দেহ, শীলব্রত পরামর্শ এবং তারপর কামরাগ এবং প্রতিঘ এসব (যথেষ্ট শক্তিশালী) অপায় গমনে পথ দেখায়।

কি অনুসরণ করে, আমরা প্রত্যেকটি উদাহরণ এখানে বিষয় নির্দ্ধারিত করে বলতে পারব না। (প্রকৃত পক্ষে)। তৎসত্ত্বেও আমরা যা বলব পরিত্যাগ করা হয়েছে তিন উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা যে কোন এক জ্ঞানে বলে জ্ঞাতব্য। যেহেতু অবশিষ্ট ধর্ম মাত্র উচ্চতর জ্ঞানে পরিহার করা হয়েছে, সে ধর্ম সম্পাদন করা হবে অপায় গমনের জন্য নয় বরং অনুসৃত জ্ঞান ধর্ম সম্পাদন করা জন্য।

৬৫. ক্লেশের ক্ষেত্রে দৃষ্টি (মিথ্যা) এবং বিচিকিৎসা প্রথম জ্ঞান দ্বারা অপনয়ন করা হয়েছে। দ্বেষ অপনয়ন হয়েছে তৃতীয় জ্ঞান দ্বারা। লোভ, মোহ, অহঙ্কার (মদ), আলস্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা (অহিরি) ও অনৌতাপ্য (আনোত্তপ্প) চতুর্থ জ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

৬৬. দশ মিশ্রতার (মিচ্ছতা) মধ্যে মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কথন, ও মিথ্যা জীবিকা প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে, মিথ্যা সঙ্কল্প, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য ইত্যাদি তৃতীয় মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। এখানে একমাত্র চেতনাকে গল্পগুজব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা বিমুক্তি এবং মিথ্যা চতুর্থ জ্ঞান দ্বারা করা হয়েছে।

৬৭. আট প্রকার লোক ধর্মের মধ্যে ক্ষতি, দুর্ভাগ্য (পটিঘ), কোষারোপ এবং দুঃখে বিরক্তিবোধ তৃতীয় মার্গ জ্ঞান দিয়ে এবং করা হয়েছে। লাভ, যশ, প্রশংসা এবং সুখের অনুমোদন চতুর্থ মার্গ জ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

পাঁচ প্রকার মাৎসর্য্য ধনলিপ্সা) প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

৬৮. তিন প্রকার দুর্নীতি (বিপ্রলাস) পরায়ণতার মধ্যে সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি যা অনিত্যের মধ্যে নিত্যদর্শন করে, অনাত্মের মধ্যে আত্মদর্শন করে এবং বিপ্রলাস দৃষ্টিতে দুঃখে আনন্দ। অশুভে সৌন্দর্যবোধ করে তা প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। বিপ্রলাস, সংজ্ঞা এবং চিত্তে দুঃখে আনন্দ পাওয়া চতুর্থ মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

৬৯. চার প্রকার গ্রন্থি (পন্থ) বা বন্ধনের মধ্যে শীলব্রত এবং ইহা সত্তা বলে অভিনিবেশ করা প্রথম মার্গজ্ঞান উন্মেষে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যাপাদের গ্রন্থি তৃতীয় মার্গজ্ঞান দ্বারা অপনয়ন করা হয়েছে।

চার প্রকার অগতি (অবিচার)– সমূহের অপনীত হয়েছে প্রথম মার্গজ্ঞানে দ্বারা।

৭০. চার প্রকার আসবের (তৃষ্ণা) মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি প্রথম মার্গজ্ঞান অর্জনের চতুর্থ মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। ইহা চার বন্যা (ওঘা) এবং চার বন্ধের (যোগ) ক্ষেত্রে ও এসত্য প্রযোজ্য।

৭১. পঞ্চ নীবরণের মধ্যে বিচিকিৎসা প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে; কামছন্দ, ব্যাপাদ, এবং কুকৃত্য (কুক্কুচ্চ) তৃতীয় মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে; আলস্য, স্ত্যনমিদ্ধ এবং ঔদ্ধত্য চতুর্থ মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংসকৃত। পরামর্শ, যা মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা অপসৃত হয়ে গেছে।

৭২. চার উপাদানের মধ্যে দৃষ্টোপাদান, শীলব্রত এবং আত্মবাদ উপাদান প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। অস্তি উপাদান চতুর্থ মার্গজ্ঞানে ধ্বংস করা হয়েছে। অবশেষে প্রথম ধ্যানে বর্জিত হয়েছে।

৭৩. সাত প্রকার অনুশয়ের মধ্যে মিথ্যা দৃষ্টি এবং সন্দেহ, প্রথম মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়জ আবেগ এবং দ্বেষ (দোস) তৃতীয় মার্গজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। মান, ভবতৃষ্ণা এবং অবিদ্যা চতুর্থ মার্গজ্ঞান দ্বারা বর্জন করা হয়েছে।

৭৪. মল সমূহের মধ্যে দ্বেষমল তৃতীয় জ্ঞান দ্বারা বর্জিত এবং অবশেষ চতুর্থ জ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

৭৫. অকুশল কর্মপথ সমূহের মধ্যে (অনুশয়ের) হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রথম মার্গজ্ঞানে বিবর্জিত। নিন্দা, কর্কশ বাক্য এবং ব্যাপাদ তৃতীয় মার্গজ্ঞানে বিবর্জিত । সম্প্রলাপ এবং অবিদ্যা চতুর্থ মার্গজ্ঞান দ্বারা বর্জিত হয়েছে।

৭৬. দ্বাদশ অকুশল চিত্তোৎপত্তির মধ্যে চার দৃষ্টি সহগত সম্প্রযুক্ত, বিচিকিৎসা (সন্দেহ) সম্প্রযুক্ত এবং পঞ্চ প্রথম মার্গজ্ঞানে বর্জিত হয়েছে। প্রতিগ্রহ সম্প্রযুক্ত দ্বিতীয় মার্গজ্ঞানের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। অবশেষ চতুর্থ মার্গজ্ঞান দ্বারা বিবর্জিত। বি:দ্র: যার যেভাবে বর্জনকৃত তা সেভাবে পরিহার যোগ্য বলে জ্ঞাতব্য। সেজন্যে উক্ত হয়েছে: “এভাবে সংযোজনাধীন ধর্মসমূহ এসব যথাযোগ্য পরিহার করণযোগ্য।

৭৮. (৫) **নিরোধে কর্তব্যকৃত্য:** কিন্তু তা কিরূপে? সমস্ত (প্রজ্ঞায়) কখন এসব ধর্ম পরিত্যক্ত করে? অতীতের অথবা ভবিষ্যতের অথবা বর্তমানে পরিত্যক্তের দ্বারা? [৬৮৬] এখানে বর্তমানে অবস্থা কি? প্রথমত যদি বলা হয় নিরোধ করা হয়েছে। তবে কখন অতীত বা ভবিষ্যতে? তবে কখন অতীত বা ভবিষ্যতে? তবে কি ফল কর্ম হয়। কেন? কারণ মা পরিহার করতে হয় কার অস্থিতিহীন যদি তাই হয়, যখন সেসব বর্তমান থাকে, ইহা তদনুরূপফল বিহীন হয়। যা পরিহার করতে হয়, তার ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকতে হয় কর্মের সাথে। মার্গে যদি উন্নতি বৃদ্ধি হয়, যাতে ক্লেশ থাকে, অথবা ক্লেশ অনুসৃত হয় তবে সঙ্গতি বিহীন হয়ে পড়ে (চিত্ত থেকে) যদিও এসবের মধ্যে সেরূপ কিছু নেই। বর্তমান ক্লেশ বশে চিত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৭৯. তা কিন্তু মৌলিক যুক্তিগ্রাহ্য নয়। মূল গ্রন্থে প্রথম প্রশ্ন করা হয়েছে : যখন একটি লোক ক্লেশসমূহ পরিহার করে তখন কি তিনি অতীতের ক্লেশ কি পরিহার করেন? তিনি কি ভবিষ্যতের ক্লেশাদি পরিহার করেন? তিনি কি বর্তমানে ক্লেশাদি পরিহার করেন? তাতে এসভাবে প্রতিবাদ আসে; যদি তিনি অতীত ক্লেশ পরিহার করেন তবে তিনি ধ্বংসকৃতই ধ্বংস করেছেন। তিনি যা নিরুদ্ধ হয়েছে তা নিরুদ্ধ করার কারণ হন। তিনি যা বিনষ্ট হয়ে গেছে তার বিনষ্টের কারণ হন। যা অদৃশ্য হয়েছে

তা অদৃশ্য করার কারণ হন। যা অতীত হয়েছে, যার কোন অস্তিত্ব নেই তা পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা এভাবে অস্বীকার হয়েছে। তিনি অতীতের ক্লেশসমূহ পরিহার করেননি। কিন্তু তার প্রতিবাদ এভাবে উঠতে পারে: যদি তিনি ভবিষ্যতের ক্লেশসমূহ ধ্বংস করেছেন, যার জন্ম এখনো হয়নি, যা যোনিগত হয়নি তার ধ্বংস সাধন উঠতেই পারে না। যা সুস্পষ্ট হয়নি তা তিনি ধ্বংস করেছেন। ভবিষ্যৎ কি যার কোন অবস্থান নেই তার আবার কিসের ধ্বংস সাধন ? কিন্তু তা এভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি ভবিষ্যতে ক্লেশসমূহ নিরোধ করেননি। অত:পর আপত্তি এভাবে উত্থাপিত হতে পারে: যদি তিনি বর্তমান ক্লেশ অবসান করেন, তাহলে যদিও তিনি লোভ শিখায় প্রজ্বলিত, তিনি লোভ পরিহীন, দ্বেষ শিখায় প্রজ্বলিত তিনি দ্বেষ পরিহীন, যদিও মোহ শিখায় প্রজ্বলিত তিনি মোহ পরিহীন, সংবদ্ধমান সত্ত্বেও তিনি দণ্ড পরিহীন, যদিও দম্ভ সত্ত্বেও তিনি দৃষ্টি (মিথ্যা পরিহীন, বিক্ষেপ সত্ত্বেও তিনি ঔদ্ধত্য পরিহীন, তিনি মানসিকভাবে অপ্রস্তুত সত্ত্বেও তিনি চিকিৎসা পরিহরিত, দৃতের অনুশুয়া দৃষ্টি সত্ত্বেও পরাজয় অন্ধকার-আলোজ্জ্বল ধর্ম যুগলভাবে উৎপন্ন হয় এবং তাতে মার্গ উন্নয়ন হয়। অকুশল মার্গ ভাবনা হয় বলে কথিত আছে। কিন্তু এসব এভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি অতীত অকুশল ধ্বংস করেননি। তিনি ভবিষ্যৎ অকুশল ধ্বংস করেননি। তিনি বর্তমান অকুশল পরাজয় করেননি। সর্বশেষ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে; তা হলে তাতে মার্গ ভাবনা হয়নি, কোন সত্যক্রিয়া হয়নি, কোন অকুশল পরিহার হয়নি, সবই প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। অত:পর দাবী করা হয়েছে মার্গ ভাবনা আছে। ... সত্যক্রিয়া আছে (ধর্মের একবিন্দুতে ঝোঁক)? উপমা স্বরূপ বলা যায়, কচি গাছ, যাতে ফল জন্মায়নি। কোন লোক তার মূল কর্তন করল, তারপর তাতে জন্মহীন ফলবৃক্ষ অফল বৃক্ষ হিসেবে থেকে গেল এবং জন্ম হল না। যোনিহীনে রয়ে গেল যোনিত্ব লাভ করল না। অনুৎপন্ন থেকে গেল এবং উৎপন্ন হয় না। অজন্ম রয়ে গেল। অকুশলের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে উৎপত্তি হওয়া একটি কারণ। উৎপত্তি হওয়া একটি হেতু প্রবেশের ফলের যে অকুশল যোনিত্বলাভ করত তাদের প্রত্যয়মত উৎপত্তিতে রত ছিল তা অবশিষ্ট রয়ে গেল এবং উৎপত্তি হল না ... অজন্ম রয়ে গেল

এবং জন্ম হল না। অনুরূপভাবে হেতুর নিরোধে দুঃখের নিরোধ হয়ে গেল [৬৮৭] ঘটমানতা একটি কারণ ... নিমিত্ত হল কারণ ... রাশিকরণ হল একটি কারণ, রাশিকরণ একটি হেতু (প্রত্যয়)। রাশিকরণে ভয়দর্শীয় হয়ে চিত্ত অরাশিকরণে প্রবেশ করে। চিত্তের অরাশিকরণে প্রবেশে, যে অকুশল রাশিত হেতুসহ যোনিত্ব লাভ করত, তা অজন্ম রয়ে গেল অপ্রকাশিত এবং প্রকাশিত হল সুতরাং হেতুর ছেদনে (নিরোধে) দুঃখের নিরোধ হয়। যেখানে মার্গ ভাবনা আছে সেখানে সত্যক্রিয়া আছে। সেখানে অকুশলের প্রহান আছে এবং সেখানে ধর্মের নির্বেদ আছে।

৮০. তাতে কি প্রদর্শিত হয়েছে? ক্লেশ সমূহ পরিহারের ভূমিলাভ প্রদীপ্ত হয়েছে। কিন্তু ক্লেশ সমূহের ভূমিলাভ (উৎপন্ন) অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের বলা হয়েছে। এসব ভূমিলাভে উৎপাদিত বলা হয়েছে মাত্র (উৎপন্ন)।

৮১. এখন, উৎপত্তির বিভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে ১) অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রবর্তিই উৎপন্ন ২) উৎপন্ন হল হয়েছে এবং সর্বস্বান্ত (ক্ষীন) ৩) উৎপন্ন হল সুযোগের সৃষ্টি এবং উৎপন্ন হল (ভূমি) লাভে সৃষ্টি।

১) এখানে ধারণকৃত সবই গণনা করা (তিন ক্ষণ) : উৎপত্তি, বয়বৃদ্ধি (বর্তমান) এবং পর্থাবসান এবং ভঙ্গ হল উৎপত্তি বশে প্রকৃতপক্ষে প্রবর্তিত হচ্ছে।

২) কুশল এবং অকুশল (কর্ম বিপাক) হল আলম্বন বশে) অভিজ্ঞতার উদ্দীপনা। এবং অভিজ্ঞতা নিরুদ্ধ করণ গণনা করা এবং অনুভূতিগত (অনুভূত-অপ্পগত) এবং যে কোন সংস্কৃত। যখন ইহা তিন উদাহরণে উক্ত উৎপত্তি এবং নিরুদ্ধকৃত গণনা করা হয় যেমন হয়েছে এবং সর্বস্বান্ত (হুত্বাপগত) তাকে বলা হয় উৎপত্তি হয়েছে এবং সর্বস্বান্ত বশে [ভূতাপগত)।

৩) কর্ম সম্বন্ধে শুরুতে বলা হয়েছে অতীতে যেসব কর্ম সম্পাদিত তা কর্ম (M.iii-164) এমনকি প্রকৃতপক্ষে অতীতে কৃতকর্ম। ইহাকে বলা হয় সুযোগের দ্বারা সৃষ্ট। কারণ ইহা অপর কর্মকে বার্তা দিয়ে বর্তমানে পৌঁছে দেয় এবং তা নিজের বিপাককে সুযোগ করে দেয়। (দ্র. অধ্যায় ১৯.১৬। এবং কর্মা বিপাকে যে সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান তা এভাবে সৃষ্ট

হয়। এমনকি যখন অনুৎপত্তিকালীন ও সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধায় ও উৎপত্তি বলে কথিত। যেহেতু উৎপত্তি নিশ্চিত যে, উৎপত্তি হবে যখন এভাবে একটি সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে।

৪) যখন অকুশল (কর্ম) এখনও উচ্ছেদ করা হয়নি–এরূপে প্রদত্ত যে কোন (ভূমিতে) রয়েছে তাকে বলা হয় ভূমি লাভের (জন্মে, উৎপাদন) দ্বারা উৎপত্তি।

৮২. এ স্থলে ভূমি এবং ভূমিতে কি আছে তার পার্থক্য জ্ঞাতব্য। ভূমি অর্থ তিন ভবের ভূমিতে পঞ্চস্কন্ধ। এসব বিদর্শনের আলম্বন। ভূমিতে যা আছে তার বহিপ্রকাশ হল অকুশল ঐ সমস্ত স্কন্ধের উৎপত্তিতে সমর্থ। ঐসব অকুশলের সে ভূমি আছে। সে কারণে ভূমি লাভ বলা হয় (জন্মানোর জন্য)।

৮৩. তা আলম্বন অনুসারে বুঝায় না। অকুশল আলম্বন অধিকৃতের সাথে উৎপত্তি হয় সেসবরে যে কোন স্কন্ধের সাথে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং (বর্তমানেও) সংশ্লিষ্ট। এবং বিষয় ভিত্তি) অনুসারে কেউ স্কন্ধসমূহ পূর্ণভাবে অবগত, যাদের তৃষ্ণা অপগত তাদের মত যথা ধনপতি সৌরেয়্য মধ্যে মহাকচ্চায়ন এবং ব্রাহ্ম শিষ্য নন্দের মধ্যে এবং উৎপলবর্ণা সম্বন্ধে ইত্যাদি। (Dh. Aii-49) এবং যদি উহাকে যা বলা হয়। ভূমি লাভে উৎপত্তি (উৎপন্নে) কেউ ভবের মূল উচ্ছেদ করতে পারবে না। কারণ ইহা হবে অপরিহানীয়। কিন্তু ভূমি লাভে উৎপত্তি (উৎপন্নে) বিষয়ভিত্তিক অকুশল অনুসারে (কারো নিজের মধ্যে চক্রের মূল নিজের স্কন্ধের মধ্যে যেসব স্কন্ধ উৎপন্ন, তা উদাহরণের মাধ্যমে বিদর্শনের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। এবং তাতে যা জ্ঞাতব্য। ভূমি লাভে উৎপন্ন (উৎপন্নে) পরিহানীয় অর্থে জ্ঞাতব্য (৬৮৮)।

৮৪. এক্ষণে, অকুশলসমূহ যখন অণুশুয়া, অপরিহারিত অর্থে কোন লোকের তার একমাত্র যে সমস্ত স্কন্ধসমূহ যা অকুশলের মূল অপরের স্কন্ধ নয়। একমাত্র অতীত স্কন্ধসমূহ অন্যথা নয়, অকুশলের মূল, অতীত স্কন্ধ সমূহের মধ্যে অপরিহারিত। অনুরূপভাবে ভবিষ্যত স্কন্ধের ক্ষেত্রেও তাই। একইভাবে কামাবচর স্কন্ধেও, অন্যথা নয়, অকুশল মূল অপরিত্যক্ত। তদনুরূপ রূপ লোক এবং অরূপ লোকেও।

৮৫. কিন্তু স্রোতাপন্নে প্রবেশকদের ক্ষেত্রে ইত্যাদি যখন প্রদত্ত অকুশল, যা চক্রের (----) মূল আর্যগণের প্রদত্ত স্কন্ধসমূহ প্রদত্ত মার্গের ক্ষেত্রে, তার স্কন্ধকে আর ভূমি বলে। উক্ত হয় না, কারণ এরূপ অকুশল, যেহেতু তাতে ইহার কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু একজন পৃথগজণের মধ্যে অকুশল হল চক্রের (জন্ম) মূল যা পরিত্যক্ত হয়নি। সুতরাং যে কোন কর্ম কৃত হলে তার সব সময় কুশল-অকুশল হয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে চক্রাকারে কর্যসং ঘূর্ণায়মান এবং অকুশলসমূহ তার হেতু।

৮৬. কিন্তু, ইহা যখন চক্রের মূল হল, ইহাকে একমাত্র রূপ স্কন্ধ বলা যায় না। এবং বেদনা ইত্যাদি অপরাপর স্কন্ধ সমূহকেও বলা যায় না। ইহা একমাত্র তার বিজ্ঞান স্কন্ধ, এবং আদিতে রূপ ইত্যাদি অপর স্কন্ধ সমূহ ও নয়। কেন? কারণ ইহার ইতর নির্বিশেষে সব স্কন্ধের মধ্যে অণুশুয়া আকারে রয়েছে। কিরূপে? যেমন একটি বৃক্ষের সারের রস ইত্যাদি।

৮৭. যখন এক মহীরুহ বৃক্ষ মাটির উপর বৃক্ষের সার এবং জলের সারের নির্যাস সহায়তার দ্বারা বৃদ্ধি হয় হেতু প্রত্যয় বশে। তাতে করে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পলাশ, পুষ্প, ফল দ্বারা বর্দ্ধিত হয়ে আকাশ পূর্ণ করে এবং বৃক্ষ বংশের জন্য বীজের পূজা করে কল্পান্তর ধরে। ইহা বলা যায় না যে, নির্যাস রস, ইত্যাদি ... যে তারা ফলে বিদ্যমান, মূল ইত্যাদি নয়, কেন?

৮৮. কারণ মূল থেকে উপরের প্রত্যেক স্তর ইতর বিশেষ সর্বত্র বিস্তারিত। কিন্তু কতিপয় লোক বৃক্ষ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা অনুভব করেন। একই বৃক্ষের ফুল-ফল ইত্যাদি নিয়ে। ইহাকে বিষাক্ত মণ্ডুক কাঁটা দিয়ে চারদিকে ছিদ্র করতে পারে। অত:পর বৃক্ষ বিষাক্ত হয়ে দীর্ঘকাল ইহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। যেহেতু ইহা সার এবং জলের নির্যাস দূষিত করণের ফলে বন্ধ্যাত্ব হয়ে যাবে।

তদনুরূপ কুলপুত্রগণ, যারা বীততৃষ্ণা অনুভব করেন তারা (বিরূপ পোষণ করেন) স্কন্ধ সমূহের প্রবর্তির জন্য চারমার্গ ভাবনা নিজের নিরবচ্ছিন্নতা অনুসরণ করেন। ইহা মানুষের বৃক্ষের চার পাশে বিষ প্রয়োগ সদৃশ। অত:পর তার স্কন্ধের নিরবচ্ছিন্নতা প্রত্যার্পণ করে নিরবচ্ছিন্নতাকে পরবর্তীভাবে দীর্ঘায়িত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইহা ভবিষ্যৎ ভবের অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ে। যেহেতু সব রকম কর্ম,

আদিতে কায়কর্ম বর্তমানে কর্ম সম্পাদন মাত্র, চার মার্গের ক্রিয়াশীলতার জন্য। বিষয় সম্পূর্ণরূপে ক্লেশের আর্বত নির্মূল করা হয়েছে (৬৮৯)। উপাদান ছাড়া সম্পূর্ণরূপে (অপরিহার্যরূপে) তিনি সর্বশেষ চিত্ত বিমুক্তি, তথা পরিপূর্ণ বিমুক্তি নির্বাণ লাভ করতে পারেন না। যেমন আগুনে আর কোন জ্বালানি অবশিষ্ট নেই। ইহাই ভূমি এবং ভূমিতে যা বিদ্যমান তার পার্থক্য বলে জ্ঞাতব্য।

৮৯. এসব ছাড়া আরও চার প্রকার "উৎপত্তি" এর শ্রেণি বিন্যাস আছে। যথা ৫) ঘটনা বশে উৎপন্ন ৬) আলম্বন বোধে উৎপন্ন ৭) নিবারণ বিহীন উৎপন্ন ৮) উচ্ছেদ বিহীনের মাধ্যমে উৎপন্ন।

৫) এখানে ঘটনা বশে উৎপন্ন এবং প্রকৃত বিবর্ত একই।

৬) যখন একটি আলম্বনে পুরাতন সময় প্রদর্শিত হয়, তখন ক্লেশ উৎপন্ন হয় না কিন্তু পরে আলম্বন পুরাদমে বোদগম্য হলে, একমাত্র আলম্বনের কারণে বোধগম্য হয়। তখন সে ক্লেশকে একটি আলম্বন বোধে উৎপন্ন বলা হয়। থের মহাতিষ্য এর মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের এক ব্যক্তিকে দেখে উৎপন্ন ক্লেশের মতো। তিনি যখন কল্যাণ নামক গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে রত ছিলেন এখন এ ঘটনা দৃশ্যপটে আসে। [M.A-66AA to Ai-1]

৭) শমথ অথবা বিদর্শনের দ্বারা যদ্দূর সম্ভব একটি ক্লেশ অবদমন করা যায় না। যদিও চিত্তে প্রথম ও ধারাবাহিকতা নাও থাকতে পারে। যা হোক ইহাকে বলা হয় বাধাবিহীন উৎপন্ন। কারণ ইহার উৎপাদনে বাধাদানের কোন হেতু নেই (যদি উপযুক্ত হেতু যুক্ত হয়)।

৮) কিন্তু এমনকি যখন এসব শমথ অথবা বিদর্শন দ্বারা বাধা প্রদান করে তখন ও সেসবকে বলা হয়–উচ্ছেদ বিহীন মাধ্যমে উৎপন্ন। কারণ তাদের উৎপন্নের প্রয়োজনীয়তা উৎকর্ষ সাধন হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত মার্গ দ্বারা ছিন্ন করা হয়নি। যেমন অষ্ট সমাপত্তি লাভকারী থের এবং তাঁর মধ্যে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়। যখন তিনি আকাশ মার্গে গমন করেন। কোন স্ত্রীলোক তার শব্দ শুনে যে মিষ্টি সুরে গান গেয়ে চলেছিল। বাগান থেকে প্রস্ফুটিত বৃক্ষ হতে পুষ্পচরণ করতে করতে।

৯০. এবং তিন প্রকার। যথা ৬) আলম্বন অবগত হয়ে উৎপন্ন, ৭) অদমনের সাথে উৎপন্ন এবং ৮) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে উৎপন্ন ৪) ভূমি লাভের দ্বারা উৎপন্ন (জখান) সংযুক্ত বলে জ্ঞাতব্য।

৯১. সুতরাং "উৎপন্ন" অনুসারে চার প্রকার বিবৃতি। যথা-১) প্রকৃত পক্ষে প্রবর্তি ২) হয়েছে এবং বিগত বশে ৩) সুযোগে সৃষ্ট এবং ৪) ঘটমান বশে কোন কিছুতে পরিত্যাগ করা যায় না (এর চার প্রকার) প্রজ্ঞা দ্বারা। কারণ এসব মার্গ দ্বারা সরানো যায় না। কিন্তু চার প্রকার উৎপন্ন যথা (জন্মান) ৬) একটি আলম্বন বোধে ৭) অবদমনের মাধ্যমে ৮) এবং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সমস্ত পরিত্যাগের মাধ্যমে পারা যায়। কারণ একটি লোকী এবং লোকোত্তর প্রজ্ঞার মাধ্যমে। যখন ইহা উৎপত্তি হয়, প্রদত্তটি বাতিল করা হয় উৎপন্নের ভাব।

সুতরাং এখানে যে ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত। তাও এভাবে পরিত্যাগ করার কর্ম বলে জ্ঞাতব্য।

[চার প্রকার কৃত্য কর্ম]

৯২.
পরিপুণ্ন কোধপক্খীয় ভাবো বুট্ঠান বলসমাযোগো,
যে যেন বহতব্বা, ধম্মা তেসং পহানঞ্চ
কিচ্ছানি পরিঞ্ঞাদ্দিনি বুত্তানি অভিসময়কালে
তামি চ যথাসভাবেন জানিতব্বনি সব্বানীতি

– ৬) পূর্ণ পরিজ্ঞান আরও ক্রিয়া অবশেষ,
বিবৃত সত্য বশে আরও দুর্ভেদ্য বিশেষ।

৭) উচিত স্বীকৃতি দান প্রতি একে একে যা অনুসারে তার ব্যক্তিক নির্যাস যায়।

[একক্ষণে চার কর্মক্রিয়া]

(৬) এখন, চার মার্গজ্ঞানের যে কোন একটি দুর্ভেদ্য সত্যে প্রবেশ কাল বলা হয় একক্ষণে চার কার্য সম্পাদিত হয়। তা হল পূর্ণজ্ঞান, পরিত্যাগ, সত্যক্রিয়া এবং ভাবনা। এবং এসবের প্রত্যেকটি। প্রত্যেকটির ব্যক্তিক নির্যাস অনুসারে উপলব্ধি করা উচিত। (690) এজন্যে প্রাচীনগণ বলেছেন: যেমন একটি প্রদীপ চারটি কার্যক্রম একইসাথে একইক্ষণে সম্পাদন করে। যথা-শলিতা পোড়ায়, অন্ধকার দুর করে, আলোর উৎপত্তি ঘটায় এবং তৈলের ব্যবহার করে। তদনুরূপ মার্গজ্ঞান দুর্ভেদ্য,

চার সত্যে প্রবেশ ঘটায় একই ক্ষণে নিরবচ্ছিন্নভাবে চার প্রকার দুঃখে প্রবেশ করে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে ইহাতে প্রবেশ করে, দুঃখের কারণে প্রবেশ করে, ইহার পরিত্যাগে প্রবেশ করে ভাবনা সহকারে মার্গে প্রবেশ করে, সত্যক্রিয়ার সাথে নিরোধে প্রবেশ করে। তার অর্থ কি ? এসবের আলম্বন ছিন্ন করে (নিরোধ করে) ইহা পৌঁছে, দেখে, এবং চার সত্যকে ছিন্ন করে।

৯৩. এজন্যে উক্ত হয়েছে: ভিক্ষুগণ, যে দুঃখকে দেখে, দুঃখের কারণকে দেখে, দুঃখ নিরোধকে দেখে, দুঃখ নিরোধের উপায়কেও দেখে (S.V.437) ইত্যাদি। এজন্যে ইহা জ্ঞাতব্য যে, (অপর তিন সত্য)। আরও বলা হয়েছে; মার্গ সম্পন্ন একের জ্ঞান হল দুঃখে জ্ঞান, এবং দুঃখের কারণ জ্ঞান ইহা দুঃখে নিরোধ জ্ঞান এবং ইহা দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান (Ps.i-119)

৯৪. প্রদীপ যেমন সলিতাকে পোড়ায় সেরূপ মার্গজ্ঞান পূর্ণরূপে দুঃখকে জানে; প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে বিতাড়িত করে, সেরূপ প্রজ্ঞা দুঃখের কারণকে অপসারিত করে; প্রদীপ যেমন আলোর উপস্থাপন করে। সুতরাং প্রজ্ঞা (সম্যক দৃষ্টি) মার্গ ভাবনা করে। পক্ষান্তরে সম্যক চিন্তা ইত্যাদি ধর্মস্থিতি (কর্মের দ্বারা) এসবের জন্য সহজাত আসে।

প্রদীপ যেমন তৈল ব্যবহার করে সেরূপ প্রজ্ঞা সত্যক্রিয়া করে নিরোধ করে যাতে করে

ক্লেশের বিনাশ (সমাপ্ত) হয় এভাবে উপমাটি জ্ঞাতব্য।

৯৫. অন্যপদ্ধতি : সূর্য যখন উদিত হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে চারটি কর্ম সম্পাদন করে। ইহার আগমনে দর্শনীয় বস্তু আলোকিত করে, অন্ধকার বিদূরিত করে, আলোকে দর্শন ঘটায়, ঠান্ডার উপশম হয়। অনুরূপভাবে মার্গজ্ঞান .... নিরোধে প্রবেশ করে–সত্যক্রিয়া দ্বারা ইহাতে প্রবেশ করে। এখানেও তেমনি সূর্য যখন দৃষ্টবস্তু আলোকিত করে, সেরূপ মার্গজ্ঞান দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানে, সূর্য যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে সেরূপ মার্গজ্ঞান কারণ পরিত্যাগ করে, সূর্য যেমন আলোকে দর্শন ঘটায়, সেরূপ মার্গজ্ঞান (সম্যক দৃষ্টি সম) অপর মার্গে ভাবনা করে (উপাদান) সহজাত প্রত্যয় ইত্যাদি দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে। সূর্য যেমন ঠান্ডা উপশম করে সেরূপ মার্গজ্ঞান নিরোধ সত্যক্রিয়া করে ক্লেশের প্রশান্তি করে। ইহাই যেমন উপমাটি উপস্থাপিত হয়ে জ্ঞাতব্য।

৯৬. অপর পদ্ধতি : একটি নৌকা চার প্রকার কর্মক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে এক ক্ষণে সম্পাদন করে। ইহা এ তীর পরিত্যাগ করে, ইহা স্রোত অতিক্রম করে। ইহা তার মালামাল পরিবহন করে (691)এবং ইহা অপরাপর তীরের দিকে পাড়ি জমায়। তেমনি মার্গজ্ঞান ... সত্যক্রিয়ার দ্বারা এতে প্রবেশ করে নিরোধে প্রবেশ করে এবং এখানে নৌকা যেমন এ তীর ত্যাগ করে সেরূপ মার্গজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দুঃখ অবগত হয়, নৌকা যেমন স্রোতের সংলগ্ন হয়। সেরূপ মার্গজ্ঞান কারণ পরিত্যাগ করে, নৌকা যেমন মালামাল পরিবহন করে সেরূপ মার্গজ্ঞান অপর মার্গ ভাবনা করে (উপাদান) সহজাত প্রত্যয় ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে। নৌকা যেমন অপর তীরের দিকে গতি নেয়। সেরূপ মার্গজ্ঞান নিরোধ সত্যক্রিয়া করে, যা অপরতীর সদৃশ। ইহা যেভাবে উপমাটি প্রয়োগ হয়েছে তা জ্ঞাতব্য।

৯৭. সুতরাং যখন তার এক ক্ষণে তার জ্ঞান চার প্রকার কর্মক্রিয়া চার মার্গে প্রবেশের মুহূর্তে সম্পন্ন হয়। তারপর চার সত্য সত্যিকার অর্থে একক প্রবেশ হয় (বাস্তবত) ষোল প্রকার। বলা হয়েছে কিভাবে সত্যিকার (তদর্থে) অর্থে, চার কৃত্য এক প্রবেশ হয়? সত্যিকার অর্থে ষোল প্রকারে তত্ত্ব অর্থে চার কৃত্য একক (পৃথক) প্রবেশ আছে। দুঃখে প্রপীড়িত অর্থ হচ্ছে সন্তাপ উৎপীড়ন রূপার্থক, প্রজ্জ্বলন অর্থ (যন্ত্রণা), বিপরিনাম অর্থ, তত্ত্বার্থ। সমুদয় (কারণ) আয়ুক্ষয় অর্থ, নিদানার্থ, সংযোজন অর্থ, বিঘ্নার্থ, তথার্থ। নিরোধের নির্গমন অর্থ, বিবেকার্থ, অসংস্কতার্থ, অমৃতার্থ, তথার্থ। মার্গের নির্মূলার্থে, হেতু অর্থে, দর্শনার্থে, অধিপত্যার্থে, তত্ত্বার্থে এ ষোল প্রকার দ্বারা তত্ত্বার্থে চার প্রকার সত্য একত্রে সংগৃহীত। যা একত্রে সংগৃহীত তা একত্র যা একত্র তা একক জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ চার সত্য। এক প্রতিবেদনীয় (অনুভাবনীয়) (Ps.ii-107)

৯৮. এখানে জিজ্ঞাস্য হতে পারে: যেহেতু দুঃখের ইত্যাদির অপরাপর অর্থও হতে পারে। যেমন একটা রোগ (একটা টিউমার (আর) ... (Ps.ii-238, M.i-435) ইত্যাদি। তাহলে একটি স্থলে চারটির কথা কেন উল্লেখ করা হল? আমরা উত্তরে বলতে পারি যে, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে যা আমরা অপরকে দেখার মাধ্যমে প্রদান করতে পারি। (প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিন সত্যে)।

প্রথমত: অনুচ্ছেদের আদি "এখানে দুঃখজ্ঞান কি ? জ্ঞান অনুভাবনীয় প্রজ্ঞা (বোধ) এর কাজ। যা দুঃখের উপর শর্তসাপেক্ষে উৎপন্ন (Ps.i-119) দুঃখ সম্বন্ধে সত্য সমূহের জ্ঞান, (ব্যক্তিকভাবে) একক সত্ত্বালম্বনে উপস্থাপিত। কিন্তু অনুচ্ছেদে আদিতে "ভিক্ষুগণ যে দুঃখকে প্রত্যক্ষ করে ইহার সমুদয়কে দর্শন করে [S.V.437] তিনি অপর তিন সত্যের কৃত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করে উপস্থাপন করেন তার মধ্যে যে কোন একটিকে আলম্বন করেন।

৯৯. এ দুটি প্রসঙ্গের আলোকে, যখন, প্রথম প্রত্যেকটি সত্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আলম্বন এককভাবে, তাতে (যখন দুঃখকে আলম্বন করা হয় দুঃখের পীড়ন তখন ব্যক্তিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্যাসে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ইহার রূপ সংজ্ঞা কারণ দর্শনের মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠে। কারণ সে দুঃখ জড়ো করা জনিত পিণ্ডবদ্ধ, সমুদয় দ্বারা। যার বৈশিষ্ট্য হল রাশিকরণ। তারপর শীতল মার্গ উত্তপ্ত ক্লেশ অপসারিত করে (692) এবং সে কারণে দুঃখের দাহন জ্বালা মার্গ দর্শনে প্রতিভাত হয়। যেমন সুন্দরীর কদর্যতা স্কন্ধ থেরোর কাছে স্বর্গীয় অপ্‌সরা দর্শনের মাধ্যমে ঘটেছিল। [Ud.23] কিন্তু ইহার অন্যতত্ত্ব সংজ্ঞা, তার কাছে প্রচ্ছন্ন হল, বিরোধ দর্শন, পরিবর্তিত বিষয় দৃষ্টে নয়, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দাবী রাখে।

১০০. অনুরূপভাবে (যখন সমুদয় আলম্বন তৈরি করে) ব্যক্তি তার গুণানুসারে সরুদয়কে রাশি করণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আদি কারণ দুঃখ দর্শনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়। যেমন অনুপযুক্ত খাদ্য অসুস্থতার কারণ। কিরূপে এ প্রকার খাদ্যে অসুস্থতা উৎপন্ন হয়। যেমন দর্শনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। যার কোন সংযোজন নেই সে সংযোগের আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দর্শনে নিরোধ দর্শনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় এবং ইহার আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়জনিত বাধাবিঘ্ন মার্গ দর্শনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, ইহাই নির্মুলকরণ।

১০১. অনুরূপভাবে (যখন নিরোধকে আলম্বন করা হয়) নিরোধের বৈশিষ্ট্য হল নিঃশরণ (বিলুপ্ত)। কিন্তু আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্জনতা (নিঃসঙ্গতা) স্পষ্ট হয় অনির্জনতার কারণ প্রদর্শনের মাধ্যমে। আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সংস্কার গঠন হয়নি তা মার্গ দর্শনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। পূর্বে আদিহীন

জন্মান্তরে তিনি কখনও মার্গ দেখেননি এবং তৎসত্ত্বেও সংস্কারগত। যেহেতু এতে প্রত্যয় বিদ্যমান এবং অসংস্কারগত প্রত্যয়হীন বলে সম্পূর্ণই পরিস্কার হয়েছে। কিন্তু আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় মৃত্যুহীন বলে দুঃখ দর্শনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, দুঃখ হল বিষ এবং নির্বাণ হল মৃত্যুহীন।

১০২. অনুরূপভাবে (যখন মার্গকে আলম্বন করা হয়) মার্গের মধ্যে বর্হিগমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু ইহার আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কারণ স্পষ্ট হয় সমুদয় দর্শনের মাধ্যমে। যথা-উহার কারণ নয় (কিন্তু পক্ষান্তরে) ইহা হল নির্বাণ লাভের কারণ। ইহার আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দর্শন স্পষ্ট হয় নিরোধ দর্শনে। যেমন কারো সূক্ষ্ম দর্শন আলম্বন স্পষ্ট হয় চোখের স্পষ্টতা প্রদানের মাধ্যমে এবং ভাবে আমার চোখ কত স্পষ্ট। ইহার আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় আধিপত্য দুঃখ দর্শনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। যেমন কোন প্রভুত্বকারী লোক হতভাগ্য লোকজনকে বিবিধ রোগ জর্জরিতদের দর্শনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।

১০৩. সুতরাং (প্রথম) ধারণকৃত চার প্রকার আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ এককে সত্যের ক্ষেত্রে বিবৃত হয়েছে। কারণ প্রত্যেক সত্যের ক্ষেত্রে (পৃথকভাবে) এক আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়, যখন অপর তিন সত্য স্পষ্ট হয় অবশিষ্ট তিনটি সত্য দর্শনের মাধ্যমে।

মার্গক্ষণে এসব ইন্দ্রিয়াদি নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরুদ্ধ হয় একক প্রজ্ঞার দ্বারা, যার চার কৃত্য দুঃখাদি অবশিষ্ট যা রয়েছে, কিন্তু ঐ সমস্তের মধ্যে যাদের তা (ভিন্ন রকম সত্য) তাদেরকে পৃথকভাবো নিরুদ্ধ করতে হয়। অধিকন্তু অভিধম্ম কথাখুতে বিধৃত (Kv.212-20)

[চার কার্যক্রম পৃথকভাবে বিবৃত]

১০৪. (৭) এ মুহূর্তে পূর্বে বর্ণিত চার কার্যক্রমসহ আদিতে পূর্ণ প্রজ্ঞা বিবৃত হল: ইদানি যানি তানি পরিঞ্ঞেয্যদীনি, চত্তারি কিচ্চানি বুত্তানি, তেসু তিবিধা হোতি পরিঞ্ঞা, তথা পহানম্পি সচ্চিকিরিয়াপি। দ্বে ভাবনা অভিমতা, বিনিচ্ছয়ো তত্থ ঞাতব্বো।

– ক) পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা হয় ত্রিভাজে ভাজিত,
খ) তথারূপ পরিহার গ) সত্যক্রিয়া অত:।
ঘ) ভাবনা দ্বিধাভাঁজে গণনা সতত,
এরূপেতে জান বিজ্ঞ ব্যাখ্যা অবিরত।

১০৫. ক) পূর্ণ প্রজ্ঞা ত্রিধাভাঁজ : ১) অর্থাৎ জানা বশে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ২) অনুসন্ধান (বিচার) বশে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ৩) পরিত্যাগ বশে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা।

১০৬. ক) (১) এখানে জ্ঞাত বশে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা (৬৯৩) এভাবে সংক্ষেপিত করা হয়েছে:
প্রজ্ঞা হল অভিজ্ঞান এবং জ্ঞান হল আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থে জ্ঞাত হওয়া। (Ps.m-87) ইহা সংক্ষেপে উক্ত এভাবে হয়েছে: যেসব ধর্ম অভিজ্ঞানের মাধ্যমে অবগত হয়েছে তা জানা। (Ps.i-87) ইহা বিশদভাবে জানিবার জন্য প্রদত্ত হয়েছে: ভিক্ষুগণ সমস্তই অভিজ্ঞানে জ্ঞাত। "এই সমস্ত" কি? যা অভিজ্ঞান? চক্ষু অভিজ্ঞান কিরূপে হয়? (Ps.i-5) ইহার নির্দিষ্ট ভূমির নাম-রূপ প্রত্যয় সহগত অভিজ্ঞান।

১০৭. (২) বিচার (সন্তীরণ) বশে পূর্ণ প্রজ্ঞা এভাবে সংক্ষেপিত: প্রজ্ঞা তথা পূর্ণপ্রজ্ঞা হল আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিচার সন্তীরণ (ps.i-87)। ইহা সংক্ষেপে এরূপ বিবৃত হয়েছে। ধর্ম হোক না কেন তা পুর্ণভাবে পরিপ্রজ্ঞা, অভিজ্ঞাত, তা হল বিচার (সন্তীরণ) (ps.i-87)। ইহা বিশদভাবে প্রদত্ত হয়েছে আদিতে: "ভিক্ষুগণ, সমস্তই পরিপূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। তা পরিজ্ঞাতব্য প্রজ্ঞা কি ? চক্ষু আছে– ইহা পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাতব্য (Ps.i-12)। ইহার নির্দ্ধারিত ভূমি একই বস্তু সমূহের সংমর্শন পতিত হয়ে শুরু হয় অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মাদি সন্দেহ বশে (তীরণ) প্রবর্তিত হয়ে অনুলোম পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। (দ্র. অধ্যায় ২০ (৪১)]

১০৮. (৩) পরিত্যাগ বশে পূর্ণ পরিজ্ঞান এভাবে সংক্ষেপিত: প্রজ্ঞা অর্থাৎ আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পরিহার করা অর্থে 'পরিত্যাগ' হল জ্ঞান (ps.i-87) ইহাকে বিশদভাবে এভাবে বর্ণিত: যেসব ধর্ম পরিত্যক্ত হল পরিত্যাগ (ps.i-87) আদিতে ইহা এভাবে ঘটেছে: তিনি অনিত্য ভাবনার মাধ্যমে তিনি নিত্য সংজ্ঞা ত্যাগ করেন ... (ps.i-58)। ইহার ভূমি ভবাঙ্গ (   ) হতে মার্গ জ্ঞান পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহাই এখানে বৃদ্ধি।

১০৯. **অথবা বিকল্পে:** জ্ঞাত বশে পূর্ণ জ্ঞান, তীরণ বশে পূর্ণজ্ঞান এসবের লক্ষ্যে বশে তৃতীয় প্রকার হয় এবং ধর্ম যা হোক না কেন কোন লোক যা

পরিহার করে, তা অবশ্যই জ্ঞাত এবং সিদ্ধান্তকৃত (সন্তীরণ) এবং সেজন্যে তিন প্রকারের পূর্ণ প্রজ্ঞা জ্ঞান হওয়া যায়। এরূপে কৃতকর্ম বশে মার্গজ্ঞান হয়।

১১০. (খ) **এরূপেও পরিত্যাগ হয়ঃ** পরিত্যাগ ও ত্রিধা বিভক্ত; পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনুরূপ অর্থাৎ ১) বিক্ষেপন দ্বারা পরিত্যাগ ২) অদৃশ বিপরীত দ্বারা পরিত্যাগ এবং ৩) বিচ্ছেদ (কর্তন) দ্বারা পরিত্যাগ।

১১১. (১) এখানে যখন যে কোন লৌকিক সাধনা বিপরীত ধর্মসমূহকে অবদমিত করে, যেমন নীবরণাদি যা অবদমনে ক্রিয়া সম্পাদন করে। যা শৈবালকে অবদমিত করে দেয়, যা ছিদ্রযুক্ত পাত্র শৈবালপূর্ণ জল দ্বারা তাকে বলে অবদমন দ্বারা পরিত্যাগ। মূল গ্রন্থে শুধু নীবরণসমূহ মাত্র উল্লিখিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তি যিনি প্রথম ধ্যান করেন তদ্বারা পঞ্চ নীবরণ অবদমিত হয় (PS.i-27) । বস্তুতঃ তা বিবৃত যত্নে জ্ঞাতব্য। (তারপর তা অবদমন হয়) বস্তুত তা সুস্পষ্ট। এমনকি ধ্যানের পূর্বে এবং পরে যেমন নীবরণাদি হঠাৎ করে চিত্তকে লঙ্ঘন করে না। কিন্তু বিতর্ক ইত্যাদি (অবদমিত হয়) প্রকৃত অর্পণায় পতিত ক্ষণে (দ্বিতীয় ধ্যান ইত্যাদিতে) এবং সে নীবরণাদির অবদমন তার পরেই সুস্পষ্ট হয়।

১১২. (২) কিন্তু তদঙ্গ দ্বারা পরিত্যাগকে কি বলা হয় ? ইহা প্রদত্ত যে কোন ধর্মের পরিত্যাগ। যা জ্ঞানের যে কোন নির্দিষ্ট উপাদানের মাধ্যমে পরিত্যাগযোগ্য। যা বিদর্শনের উপাদান বশে ইহার বিপরীত ধর্মী। যেমন রাতে আলোর মাধ্যমে অন্ধকার পরিত্যক্ত হয়। (৬৯৪) ইহা বস্তুত: নাম-রূপ পরিচ্ছেদের মাধ্যমে প্রথমত আত্মবাদ (সৎকায়) দৃষ্টি পরিত্যাগ, অহেতুক দৃষ্টি এবং বিষম হেতু দৃষ্টি এবং বিচার প্রত্যয়ের মাধ্যমে মলদৃষ্টি ও পরিত্যাগ: 'আমি' এবং 'আমার' পিন্ডীভূত অবস্থার কলাপ সংমর্শন বোধের মাধ্যমে কোনটি মার্গ নয় তা মার্গ সংজ্ঞা পরিত্যাগ মার্গামার্গ নিবরণের মাধ্যমে উচ্ছেদ দৃষ্টি পরিত্যাগের মাধ্যমে উভয় দর্শনের মাধ্যমে, মাধ্যমে শাশ্বতবাদ দৃষ্টি পরিত্যাগ ভয় উপস্থিতির মাধ্যমে অভয় সংজ্ঞা পরিত্যাগ, আদিনব দর্শনের মাধ্যমে সুখ সংজ্ঞা পরিত্যাগ, নির্বেদানুপ্রস্থানের মাধ্যমে নন্দাভিনন্দন সংজ্ঞা পরিত্যাগ, মুক্তিকাম্যতা ভাবের মাধ্যমে অবিমুক্তিকাম্যতা ভাবের পরিত্যাগ, সিদ্ধান্ত

হীনতাকে সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে পরিত্যাগ অনুপেক্ষাকে উপেক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পরিত্যাগ, অনুলোমের মাধ্যমে সত্য প্রতিলোম গ্রহণের মাধ্যমে পরিত্যাগ।

১১৩. আঠার প্রকার মহা বিদর্শনের ক্ষেত্রেও তদঙ্গ দ্বারা পরিত্যাজ্য ১) অনিত্যানুপ্রস্থান দ্বারা নিত্যা সংজ্ঞা পরিহার ২) দুঃখানুপ্রস্থানের মাধ্যমে সুখ সংজ্ঞা ৩) অনাত্মানুপ্রস্থানের মাধ্যমে আত্মসংজ্ঞা ৪) নির্বিদানুপ্রস্থানের মাধ্যমে নন্দী অভিনন্দন ৫) বিরাগানুপ্রস্থানের মাধ্যমে লোভ ৬) নিরোধানুপ্রস্থানের মাধ্যমে সমুদয় ৭) প্রতিনিসর্গানু প্রস্থানের মাধ্যমে গ্রহণ করে ৮) ধ্বংস অনুপ্রস্থানের মাধ্যমে ঘ্রাণসংজ্ঞা ৯) আয়ুক্ষয় অনুপ্রস্থানের মাধ্যমে ব্যায়ানুপ্রস্থানের মাধ্যমে ১০) অন্যত্বতত্ত্ব অনুপ্রস্থানের মাধ্যমে ধ্রুবসংজ্ঞা ১১) অনিমিত্তানুপ্রস্থানের মাধ্যমে নিমিত্ত ১২) অপ্রনিধি (অপক্‌নিধি) অনুপ্রস্থানের মাধ্যমে প্রনিধি ১৩) শূণ্যানুপ্রস্থানের মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা জনিত আত্মবিশ্বাস ১৪) আদান বা নির্যাস গ্রহণ ও ভুল ব্যাখ্যা জনিত আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে প্রপঞ্চময় ধর্ম থেকে বিদর্শন প্রবৃদ্ধি অনুপ্রস্থান অভিনিবেশ ঘটায় ১৫) সঠিক জ্ঞান এবং দর্শনের ভুল ব্যাখ্যার (জেদ কার) মাধ্যমে ১৬) ভয়ানুপ্রস্থানের মাধ্যমে (সে সবের) ভুল ব্যাখ্যা জেদ ধরা) সংস্কারে বিশস্থতা মাধ্যমে, ১৭) বিচারহীন অনুপ্রস্থানকে সবিচার প্রতিসংখ্যার মাধ্যমে ১৮) বিবর্তন অনুপ্রস্থানের মাধ্যমে দাসত্বের কারণে ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে পরিত্যাগ হয়। ইহাও তদঙ্গ পরিহার সদৃশ।

১১৪. এখানে (১-৭) আদিতে অনিত্য হতে শুরু করে সাত প্রকার সাধনায় নিত্য, ইত্যাদি সংজ্ঞা যেরূপে পরিহার করা হয়েছে তা ইতোমধ্যে (অধ্যায় ২১,১৫ অনু:) ভবাঙ্গ ধ্যানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৮) ক্ষয়ানুপ্রস্থান ধ্যানে ঘনবিনিভোগ করে অনিত্য ক্ষয়ার্থে ক্ষয় প্রত্যক্ষ করণকে বোঝায়। সে ঘন সংজ্ঞা পরিহার করা হয়।

১১৫. **(৯) ব্যয়-অনুপ্রস্থান এভাবে বিবৃত হয়েছেঃ**

আরম্মর্ণাম্বয়েন উভো একববকথানা,
নিরোধে অধিমুত্ততা বয়লক্খণ বিপসৃসনাতি।

– সংজ্ঞায় প্রত্যক্ষ হয় উভয় সম,

এক আলম্বনে অনুমিত সমতা সম।
এসবেরে করিতে ছেদন অভিপ্রায়,
ব্যয়য়েতে অনুপ্রস্থান বিদর্শন হয়।

ইহাকে নিরোধ করতে অভিপ্রায়, বিকল্পে-একই ক্ষয়ানুপ্রস্থান হয় ক্ষয়ানুপ্রস্থান (দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়) সংস্কার স্বয়ং অভিজ্ঞায় এবং অভিপ্রায় দ্বারা (ক্রমা যথানুসারে) সাধনার দ্বারা সেখানে রাশিকরণ পরিহার করা হয়। কোন ব্যক্তি বিদর্শনে প্রত্যক্ষ করেন যে, বিষয়গুলো যে জন্যে আমি রাশিকৃত করি (কমন) তা এরূপে (৬৯৫) ক্ষয়ের অধীন। তাতে তার চিত্ত অল্পক্ষণের মধ্যে রাশি করণে লীন হয়ে যায়।

১১৬ (১০) **বিপরীত অনুপ্রস্থান (বদলকৃত)**: রূপ সপ্তক ইত্যাদি বশে সে সে পরিচ্ছেদে অতিক্রম করে অন্যথা প্রবর্তন দর্শন: উৎপন্নের অথবা জ্বরার এবং মরণের দ্বারা এবং দু প্রকারে বিপরীতক্রমে দর্শন। সে সবের ধ্রুব সংজ্ঞা পরিহার হয়।

১১৭. (১১) **অনিমিত্তানুপ্রস্থান** : ইহা অনিত্যানুপ্রস্থানের মতো ধ্যান। ইহার অর্থের মাধ্যমে নিত্য নিমিত্ত পরিহার হয়।

(১২) **অপ্রনিহিত অনুপ্রস্থান**। ইহা দুঃখানুপ্রস্থানের মতো ধ্যান। ইহার মাধ্যমে সুখ প্রনিধি সুখপথাপথ পরিহার হয়।

(১৩) **শূন্যতানুপ্রস্থান** : ইহা অনাত্মানুপ্রস্থানের মতো ধ্যান। ইহার মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যাজনিত (জেদ বশত:) আত্মা (বর্তমান আছে) পরিহার হয়।

১১৮. (১৪) **অধিপ্রজ্ঞান ধর্ম বিদর্শন** : ইহা এভাবে বিবৃত হয়েছে:

আরম্মনঞ্চ পটিসঙ্খা ভঙ্গঞ্চ অনুপস্সতি,
সুঞ্ঞতো চ উপট্ঠানং অধিপঞ্ঞা বিপস্সনাতি।

– রত থেকে আলম্বনে প্রতিফলন যথা,
ভঙ্গেতে রত তিনি অনুপ্রস্থান তথা।
অত:পর আবির্ভাব শূণ্যতায়স্থিতি,
তাহাই বিদর্শন উচ্চতর প্রজ্ঞা অধিপতি। (Ps.i-58)

–এরূপ উক্ত হয়েছে, রূপাদি আলম্বন জ্ঞাত হয়ে এবং তার আলম্বনের চিত্তের ভঙ্গ দর্শন করে সংস্কার ধ্বংসশীল, সংস্কার আলম্বন এছাড়া অন্য

কিছু নেই এ ভঙ্গ বশের দ্বারা শূন্যতা গ্রহণ করে প্রবর্তিত বিদর্শন। তা অধিপ্রজ্ঞা এবং ধর্মসমূহে বিদর্শন করে অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন বলা হয়। সে কারণে নিত্য সারের অভাবের জন্য এর অর্থ সার ভাবের এবং সুষ্ঠু দর্শনার্থে সার আদান অভিনিবেশ পরিহার হয়।

১১৯. (১৫) **সঠিক জ্ঞান-দর্শন:** হল প্রত্যয় সহগত নাম-রূপের পরিগ্রহণ। ইহার মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যাত (জেদবশত) যে ভুল ধারণার অবতারণা হয় যথা: আমি অতীতে কি ছিলাম (M.i-8) এবং এভাবে আধস্বামী (ঈশ্বর) কর্তৃক এ জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে: তা পরিহার হয়।

১২০. (১৬) আদিনবানুপ্রস্থান : সব ভবে ভয় দর্শনে উৎপন্ন জ্ঞান আদিবানুপ্রস্থান ভয়ের উৎপত্তিতে এ জ্ঞানের উৎপত্তি ভুলতত্ত্ব ব্যাখ্যার ফলে (জেদের বশে) বিশ্বাসের কারণে পরিহার হয়। যেহেতু তিনি এমন কোন সংস্কার দেখেন না যাতে করে নিরাপদ আশ্রয় হয়।

(১৭) **প্রতিসংখ্যানুপ্রস্থান** : বিমুক্তির উপায় ও কারণ প্রতিসংখ্যা জ্ঞান। এসব অপ্রতিসংখ্যায় পরিহার হয় না।

১২১. (১৮) **বিবর্তানুপ্রস্থান** : সংস্কার এবং অনুলোম সম্বন্ধে উপেক্ষাই বিবর্তানুপ্রস্থান। এক্ষেত্রে তার চিত্ত ঈষসদৃশ ক্রম নিম্নে, পদ্ম-পলাশের উপর জলের বিন্দু সদৃশ সমস্ত সংস্কারগতভাবে মিশে আছে। সে কারণে ভুল ব্যাখ্যার মাধমে বন্দীদশা বশত পরিহার হয়। (696) ইহার অর্থ হলো: প্রবর্ত, যাতে সংশ্লিষ্ট আছে-কামতৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বারা বন্দীকৃত ভুল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রজনিত ক্লেশ সমূহের পরিহার।

N P এভাবে তদঙ্গ পরিহার দ্বারা বিস্তারিত জ্ঞাতব্য। কিন্তু মূলগ্রন্থে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে তদঙ্গ দ্বারা দৃষ্টি পরিহার কারো কাছে এভাবে আসে যিনি, সমাধি এবং নির্বেদভাগীয় সাধনায় অংশগ্রহণ করেন। (Ps.i-27) সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে: তদঙ্গ দ্বারা দৃষ্টি পরিহার কারো কাছে এভাবে আসে যিনি সমাধি এবং নির্বেদভাগীয় সাধনায় অংশগ্রহণ করেন। (Ps.i-27) সংক্ষেপে উক্ত।

১২২. (৩) আর্যমার্গজ্ঞান দ্বারা সংযোজনাদি ধর্মসমূহ এভাবে পরিহার করতে হয় যে, সেসব আর কখনও যেন পুনরুদগম হতে পারে। যেমন বজ্রপাতেছিন্ন বৃক্ষ বলা হয় কর্তন দ্বারা পরিহার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কর্তনকৃত কোন লোকের মধ্যে ঘটতে পারে যে লোকোত্তর

মার্গ সাধনায় উন্নত যাতে ক্লেশ ধ্বংসে অগ্রগামী তার দ্বারা পরিহার হয়। [Ps.i-27]

১২৩. সুতরাং এ তিন প্রকার পরিহারই একমাত্র যা কর্তন দ্বারা বলে এখানে প্রত্যাশিত। কিন্তু যে যোগীর পূর্বভাগে **(বিক্ষম্ভন)** দমন-তদঙ্গ পরিহার হয়েছে সে অর্থে ব্যবহৃত। সেজন্যে পরিহারাথেও এ পর্যায় দ্বারা মার্গজ্ঞানে কৃত্য বলে জ্ঞাতব্য। যখন কোন লোক বিরুদ্ধার্থক রাজাকে হত্যা করে রাজ্য লাভ করেন, পূর্বে যা ঘটেছেন সেসব রাজা কর্তৃক করা হয়েছে-বলা হয়।

১২৪. (গ) সত্যক্রিয়া দুভাগে বিভক্ত যথা ১) লোকীয় সত্যক্রিয়া (২) লোকোত্তর সত্যক্রিয়া এবং ইহাও ত্রিভাজে বিভক্তঃ লোকোত্তর সত্যক্রিয়াকে উপরিভাগ করলে তিন হয় যথা-দর্শন এবং ভাবনা।

১২৫. ১) এখানে প্রথম ধ্যানের স্পর্শ (ফস্‌সনা) ইত্যাদি, যেমন প্রদত্ত হয়েছে আদিতে প্রথম ধ্যানের আমি একজন উপার্জনকারী, একজন বশীকারী, আমা কর্তৃক প্রথম ধ্যান সত্যক্রিয়াকৃত (Vin.iii-936) কে বলা হয় লোকীয় সত্যক্রিয়া। স্পর্শ হল ছোঁয়া (ফস্‌স) ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান। এভাবে উপনীত হয়েঃ আমি এভাবে উপনীত। সত্যক্রিয়া'র প্রসঙ্গিক অর্থ এভাবে সংক্ষেপিত হয়েছে প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্যক্রিয়া হল জ্ঞান স্পর্শ অর্থে (Ps.i-87) যার জন্যে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেসব ধর্ম সত্যক্রিয়াকৃত হল স্পর্শিত।

১২৬. অধিকন্তু কারো ধারাবাহিকতায় যেসব ধর্ম জাগরিত হয়নি এবং জ্ঞানের মাধ্যমে অবগত যা অপর সত্যক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। এজন্যে ঐ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ভিক্ষুগণ সমস্তই সত্যক্রিয়া করা কর্তব্য। এবং সে সব কি যা সত্যক্রিয়া করতে হয়? এবং চক্ষু ইত্যাদি সত্যক্রিয়া করা উচিত (Ps.i-35) এবং আরও বলা হয়েছেঃ যে রূপকে দর্শন করে ইহা সত্যক্রিয়া করে। সে বেদনাকে দর্শ করে, সে ইহা সত্যক্রিয়া করে ... সংজ্ঞাকে ... সংস্কারকে ... বিজ্ঞানকে ... সত্যক্রিয়া করে। যে চক্ষুকে দর্শন করে (ইত্যাদি দ্র. অধ্যায় ২০ (৯)] ... জরা এবং মৃত্যুকে সে সত্যক্রিয়া করে। যে [দুঃখকে] ... (ইত্যাদি) ... যে নির্বাণকে দর্শন করে, যা অমৃত্যুতে লীন [সংশেষ অর্থে] সত্যক্রিয়া করে। ধর্ম যা হোক না কেন যা স্পর্শ করে তা সত্যক্রিয়া। (Ps.i-35)

১২৭. (২) প্রথম মার্গক্ষণে নির্বাণ দর্শন হল দর্শন বশে সত্যক্রিয়া। অপর মার্গক্ষণে ইহা ভাবনা বশে সত্যক্রিয়া। ইহা এখানে দুইভাগে বিভক্ত বলে প্রত্যাশিত। সুতরাং নির্বাণ সত্যক্রিয়া হল দর্শন বশে। এবং ভাবনা জ্ঞানের ক্রিয়াকর্ম বশে জ্ঞাতব্য।

১২৮. (খ) দু'প্রকার ভাবনা গণনা করা হয়ঃ কিন্তু ভাবনাকে দুভাগে ভাগ করে গণনা করা হয়। যথা ১) লোকীয় ভাবনা ২) এবং লোকোত্তর ভাবনা।

১) এস্থলে লোকীয় শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা উৎপাদন এবং এসবের প্রভাবন্বিতে ধারাবাহিকতা (নিরবচ্ছিন্নতা) হল লোকীয় ধ্যানের মাধ্যমে। এবং ২) লোকোত্তর শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা উৎপাদন এবং এসবের প্রভাবান্বিত ধারাবাহিকতা (নিরবচ্ছিন্নতা) হল লোকোত্তর ধ্যানের মাধ্যমে। এসবের মধ্যে এখানে লোকুত্তর অধিক প্রত্যাশিত। এসব চতুর্ভার্জিত জ্ঞান লোকোত্তর শীল ইত্যাদি উৎপন্ন করে, যেহেতু ইহা এসবের সহজাত প্রত্যয় এবং ইহা প্রভাবিত করে এসবের মাধ্যমে সুতরাং ইহা একমাত্র লোকোত্তর ধ্যানই ইহার ক্রিয়াকৃত্য। সুতরাং এসব হলোঃ

কিচ্চানি পরিঞ্ঞাদীনি যানি বুত্তানি অভিসময়কালে
তানি চ যথাসভাবেন জানিতব্বানি সব্বানীতি।

– পূর্ণ প্রজ্ঞা কর্ম কৃত্য এবং অত:পর,
সত্য যদা বিচক্ষণে বর্ণিত বিস্তর।
সেসব আছে যথা স্বগুণেতে রত,
জানিতে কর্তব্য স্বীকৃত সতত।

১২০. এ অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গে এখনঃ

সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো
চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবযন্তি,

– প্রাজ্ঞজন এক যদা সুপ্রতিষ্ঠিত শীলে,
ভাবনাতে চিত্ত সমুন্নত অতঃ প্রজ্ঞা ভালে। (অধ্যায় ১ দ্র.)

উপরোক্ত : তিনি দুই বিশুদ্ধিতে পূর্ণতা অর্জন করেন, যার মূলরূপে খ্যাত, অত:পর তিনি অপর পঞ্চবিশুদ্ধি যা "ধড়" (হৃদয়) রূপে (দ্র.

অধ্যায় ১৪ ৩২ অনু) বর্ণিত। এবং এ পর্যায়ে প্রজ্ঞা সাধনার রীতি (পদ্ধতি) সঠিকভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে সমাপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে : কিরূপে ভাবময়তায়? এখন তার উত্তর প্রদত্ত হয়েছে।

বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বর্ণনা শিরোনামে দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় প্রাজ্ঞজনের সন্তোষ বিধানে গ্রন্থিত হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রজ্ঞা ভাবনার উপকারিতা বর্ণনা

(পঞ্ঞাভাবনানিসংস নিদ্দেস)

১. (৬) প্রজ্ঞা ভাবনার উপকারিতা কি ? (দ্র. অধ্যায় ১৪.১(৬৯৮) উপর্যুক্ত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়েছে, তাতে আমর উত্তর যে, এ প্রজ্ঞা ভাবনায় শতশত উপকারিতা আছে। কিন্তু ইহার উপকারীতা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বস্তুত দীর্ঘ সময় এজন্যে ক্ষেপণ করা হয়েছে। সংক্ষেপতঃ যদিও ইহার উপকারিতা এসবের মাধ্যমে জ্ঞাতব্যঃ (ক) বিবিধ প্রকার ক্লেশ অপনয়ন (পরিহার) খ) আর্যফলের রসাস্বাদবোধ, গ) নিরোধ সমাপত্তি সমাপর্জন লাভে সমর্থতা এবং ঘ) দক্ষিণার যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি।

২. এখানে জ্ঞাতব্য যে, লোকীয় প্রজ্ঞাভাবনার উপকারিতা হল বিবিধ প্রকার ক্লেশ বিদূরিত করা। তন্মধ্যে আদিতে মিথ্যা দৃষ্টি আত্মবাদ। ইহা আরম্ভ হয় নাম-রূপের পরিচ্ছেদ সহ। অত:পর লোকোত্তর ভাবনার অন্যতম উপকারিতা হল মার্গক্ষণে আদিতে সংযোজন সমূহ হতে শুরু করে ক্লেশ সমুহের বিদূরণ।

ভীম বেগানুপতিতা অসনিবা সিলুচ্চয়ে,
বায়ুবেগ সমুট্ঠিতো অন্নঞ্ঞমিব পাবকো
অন্ধকারং বিয রবি সতেজুজ্জল মন্ডলো
দীঘরভানু পতিতং সব্বানাথ বিধাযকং।
কিলেসজাল পঞ্ঞাহি বিদ্দং সয়তি ভাবিত।
সন্ধিট্ঠিকং সতো জঞ্ঞা আনিসংসং ইয়ং ইব।

– ভয়ঙ্কর শব্দ সহ বজ্রের পতন
উচ্ছেদ-বিনাসো হয় পর্বত ভীষণ।
বহমান বায়ু যথা ঘাতিলে অনল,
কষ্টের উচ্ছেদ শুধু হুতাশন বিকল
সমুজ্জ্বল মণ্ডল হয় রবির রশ্মি
উচ্ছেদ অন্ধকারতম মসি অস্মি।

তেমতি প্রজ্ঞা সাধনা মহান
উচ্ছেদে সমূল যতনা।
ক্লেশ যথা জালাবদ্ধ বিবর্ধন
দুঃখের উপায় সকল চয়না
এ আশীষ এজীবন সচল, সফল
নর এক স্বয়ং জানয় সকল।

[(খ) **আর্যফলের রসানুবোধ**]:

৩. বিবিধরকম ক্লেশ শুধু বিদূরণ নয় চার রকম আর্য ফলের আভিজ্ঞতার স্বাদ হল প্রজ্ঞা ভাবনার উপকারিতা (69a)। যেহেতু ইহা স্রোতাপত্তি মার্গফল ইত্যাদির জন্য শ্রামণ্য শীলের ফল, যাকে আর্যফল বলা হয়। ইহার রসাস্বাদন দুভাবে হয়ে থাকে। যথা ইহার মধ্যে মার্গের চিত্তবীথি প্রবর্তি এবং ফল সমাপত্তি প্রবর্তি। এসবের মধ্যে মার্গের চিত্তবীর্থ প্রবর্তি এখানে প্রদর্শিত [অধ্যায় ২২(৩)] হল।

৪. অধিকন্তু, যখন লোকেরা বলে যে, সংযোজন পরিহারের ফলই শুধু এবং তার অধিক নয়, এক্ষেত্রে নিম্নের সুত্তাদি তাদেরকে সন্তুষ্টি বিধানে এখানে উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, তাদের এ ধারণা ভুল। কিরূপে প্রয়োগ প্রতি শান্ত প্রজ্ঞা ফল হয়? স্রোতাপত্তি মার্গক্ষণে মিথ্যাদৃষ্টি থেকে সম্যকদৃষ্টিতে উত্থান অর্থে, এবং সমস্ত ক্লেশ থেকে উত্থান, স্কন্ধ সমূহ হতে উত্থান, যা মিথ্যা দৃষ্টি জনিত কারণে উৎপত্তি। এবং বাহ্যিকভাবে ইহা সব নিমিত্ত থেকে উত্থান। এসব ব্যায়াম (কর্ম) হতে সৃষ্ট শান্তিজনিত উৎপত্তি সম্যকদৃষ্টি। ইহা মার্গফল (Ps.i-71) এবং ইহা বিস্তারিতভাবে প্রদান করা উচিত। এরূপ অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে আছে চারমার্গ এবং চারফল আছে। এ সমস্ত অবস্থান হলো নিরাকার আলম্বন। (Dh.s-1408) এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যয়াবস্থা (Ptnl-Vol 2 = 227) এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫. মূলত: ফল সমাপত্তি কিভাবে হয় তা প্রদর্শনের জন্য নিম্নের একগুচ্ছ প্রশ্ন:

১. ফললাভ (ফল সমাপত্তি) কি ?
২. ইহা কে লাভ করে ?
৩. কে ইহা লাভ করে না?

৪. তারা কেন ইহা লাভ করে ?

৫. ইহার লাভ কিরূপে ঘটে ?

৬. ইহা কিরূপে শেষ অবধি করা যায়?

৭. ইহা হতে কিরূপে উত্থান ঘটানো যায়?

৮. ফসমাপত্তির পরে কি হয় ?

৯. ফল সমাপত্তির পরের কি হয়?

৬. এখানে, ১০ ফলফল (ফল সমাপত্তি) কি ? বিমুক্তি যেখানে, যাতে আর্যফল সংশ্লিষ্ট অপর্ণাই আর্যফল।

২) ইহা কে লাভ করেন ? ৩) কে ইহা লাভ করতে পারে না? কোন পৃথগজন ইহা লাভ করে না। কেন? কারণ ইহা তাদের তা নাগালের বাইরে। কিন্তু আর্যগণ ইহা লাভ করেন কেন? কারণ ইহা তাঁদের নাগালের মধ্যে। কিন্তু যারা উচ্চতর মার্গে উপনীত নিম্নতর ফল লাভ করে না কারণ প্রত্যেকটি স্তর আনুক্রমিক। নিম্ন থেকে উর্দ্ধের পুদগল অধিক শান্ত। এবং যারা নিম্নস্তরের মার্গে উপনীত তারা উচ্চস্তরের ফল লাভ করতে পারে না, কারণ ইহা তাদের ধরার বাইরে। কিন্তু একে একে যথাযোগ্য ফল লাভ করে। ইহাই এখানে গ্রহণযোগ্য।

৭. কিন্তু এমন কেউ কেউ আছে, তাঁরা বলেন যে, স্রোতাপত্তি ফলে পতিত এবং সকৃদাগামীগণ ইহা লাভ করেন না এবং এ দুই স্মৃতি সাধনায় কৃতার্থ বলে প্রদর্শিত। কিন্তু তা কোন কারণ নয়, যেহেতু পৃথগজন লোকীয় ধ্যান লাভ সত্ত্বেও। কিন্তু এখানে তা কি উহাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক কেন এবং কি কারণ নয়? মূল গ্রন্থে এরূপ বলা হয়নি। যথা: বিদর্শনের মাধ্যমে কোন দশ প্রকার গোত্রভূজ্ঞান স্তর উৎপন্ন হয় (৭০০)? স্রোতাপত্তি মার্গ লাভের উদ্দেশ্যে উৎপত্তি, প্রবর্তি ইত্যাদিকে জয় করা হয়। [অধ্যায় ২২, (৫)] হতাশা এবং বাহ্যিকভাবে সংস্কার নিমিত্ত। এরূপে গোত্রভূজ্ঞান হয়।

২) স্রোতাপত্তি ফল লাভের উদ্দেশ্যে, উৎপত্তি, প্রবর্তি ইত্যাদিকে জয় করা হয়...।

৩) সকৃদাগামী মার্গ লাভের উদ্দেশ্যে উৎপত্তি, প্রবর্তি ... ইত্যাদিকে জয় করা হয় ...

৪) সকৃদাগামী ফল লাভের উদ্দেশ্যে উৎপত্তি, প্রবর্তি ইত্যাদিকে জয় করা হয়।

৫) অনাগামী মার্গ লাভের উদ্দেশ্যে উৎপত্তি, প্রবর্তি ইত্যাদিকে জয় করা হয়।

৬) অনাগামী ফল লাভের উদ্দেশ্যে উৎপত্তি, প্রবর্তি ইত্যাদিকে জয় করা হয়।

৭) অর্হৎমার্গ লাভের উদ্দেশ্যে উৎপত্তি, প্রবর্তি ... ইত্যাদিকে জয় করা হয়।

৮) অর্হৎফল লাভের উদ্দেশ্যে উৎপত্তি, প্রবর্তি ... ইত্যাদিকে জয় করা হয়।

৯) শূন্যাবাস লাভের উদ্দেশ্যে ...

১০) অনিমিত্তাবাস ... (ইত্যাদি) ... হতাশা এবং বাহ্যিকভাবে সংস্কার নিমিত্ত। এরূপে ইহা গোত্রভূজ্ঞান। (Ps.i-68) ইহা হতে অবশ্যই সমাপ্তি টানা যায় যে, আর্যগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে ফল লাভ করেন।

৮. (৪) তাঁরা কেন ইহা লাভ করেন? এখানে এবং অত:পর শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য। যেমন কোন রাজা রাজকীয় সুখ অভিজ্ঞতার ফলে এবং দেব অভিজ্ঞতার ফলে স্বর্গীয় সুখ, তেমনি আর্যগণ চিন্তা করেন যে, আমরা লোকোত্তর সুখ অর্জন করব এবং কাল নির্ণয়ের পর তারা যখন ইচ্ছা তখন ফললাভ অর্জন করেন।

৯. (৫) ইহার অর্জন কিভাবে হয়ে থাকে? (৬) কিভাবে ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে? ৭) ইহা হতে কিরূপে উত্থিত হওয়া যায় ?

৫) প্রথমত ইহার অর্জন লাভ কারণে হয়ে থাকে। নির্বাণ ব্যতীত অন্য আলম্বন মনে না আনা, এবং চিত্তে নির্বাণ আনায়ন। তদনুসারে বলা হয়েছে "আবুসো, এখানে অর্জন আড়ের দুই প্রত্যয় আছে: অনিমিত্ত চিত্ত বিমুক্তি: এসব চিত্তে কোন নিমিত্ত আনায়ন করে না এবং চিত্তে অনিমিত্ত ধাতু আনয়ন করে (M.i-296)।

১০. এখন অর্জন পদ্ধতি নিম্নমতে হয়ে থাকে: একজন ফলান্বেষী আর্যপুরুষ একটা নির্জন নিবিড় আশ্রয়ে গমন করা উচিত। সংস্কারকে উদয়-ব্যয়, ইত্যাদি বিদর্শন অনুসারে পর্যবেক্ষণ করা তাঁর উচিত। সে বিদর্শনে যখন উন্নতি হয় (অনুলোম অনুসারে)। তারপর ইহার সংস্কার আলম্বন

সহ গোত্রভূজ্ঞানের উদয় হয়। এবং ইহার অব্যবহিত পরে চিত্ত ফল অর্জনে নিরোধসহ অর্পণায় পড়ে। এবং এখানে ইহা একমাত্র ফল, মার্গ নয়, যা একজন শিক্ষানবিশের মধ্যে ও উৎপন্ন হয়। কারণ তার উদ্দেশ্যে হল ফল অর্জন।

১১. কিন্তু অপর পুদগলগণও আছে, তাঁরা বলেন যখন একজন স্রোতাপত্তিতে প্রবেশক বিদর্শনে নিপতিত হবেন চিন্তা করে আমি ফল অর্জন করব, লাভ করব, তিনি তখন সকৃদাগামী হন এবং একজন সকৃদাগামী এবং অনাগামী হন। তাদের বলা উচিত এক্ষেত্রে একজন অনাগামী একজন অর্হৎ। একজন প্রত্যেক বুদ্ধ এবং একজন প্রত্যেক বুদ্ধ, একজন বুদ্ধ। সে কারণে এবং এজন্যে ইহা পরস্পর বিরোধার্থক। অনরূপভাবে মূল গ্রন্থের উপযুক্ত উদ্ধৃতি অনুসারে। ইহার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র গ্রহণযোগ্য হল: স্বয়ং ফল, মার্গ নয়, শিক্ষানবিশের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এবং যদি তখনও প্রথম ধ্যানে মার্গে উপনীত হয়ে থাকেন যখন ইহা উৎপন্ন হয় তাঁর ফল হবে প্রথম ধ্যান। যদি মার্গ দ্বিতীয় হয় সেরূপ ফল হবে, সেরূপ ফল হবে। অপরাপর ধ্যানেও তাই হবে।

১২. ইহা প্রথমত: কিরূপে অর্জিত হয়? (৭০১)

৬) সর্বশেষ ইহা তিন উপায়ে করা হয়। যেহেতু বলা হয়েছে: আবুসো অনিমিত্ত চিত্ত বিমুক্তির জন্য অধ্যবসায়ের তিন প্রত্যয় আছে। এসব হল: সব নিমিত্ত চিত্তে না আনা, অনিমিত্ত ধাতু মনে আনায়ন করা এবং পূর্ব চেতনা (M.i-296-7) এক্ষেত্রে পূর্ব চেতনা হল অর্জনের পূর্বে সময়ের প্রাক স্থিরীকরণ। কারণ এ স্থিরীকরণ দ্বারা এভাবে: আমি এমন সময় উত্থিত হব, অর্থাৎ ইহা সর্বশেষ সময় না আসা পর্যন্ত সে সময় না আসা পর্যন্ত ইহাই সর্বশেষ।

১৩. (৭) ইহা হতে উত্থিত দুপ্রকারে হয়ে থাকে। যেহেতু: আবুসো উত্থানের দুই প্রত্যয় আছে: অনিমিত্ত চিত্ত বিমুক্তি: যেসব হল সমস্ত নিমিত্ত চিত্তে আনায়ন করা এবং অনিমিত্ত ধাতু চিত্তে আনায়ন না করা, (M.i-297)। এখানে সমস্ত নিমিত্ত অর্থ রূপীয় নিমিত্ত, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। অবশ্যই কোন লোক একসাথে মনে আনায়ন করে না, কিন্তু ইহা অর্থ বলা হয়েছে, সমস্তকে সংবদ্ধ করার জন্য। সুতরাং ইহা হতে উত্থিত কথাটি এভাবে জ্ঞাতব্য: তাঁর আগত ফলের উত্থান হতে

অর্জন। তিনি যখন ভবাঙ্গের আলম্বন যাই হোক না কেন চিত্তে আনয়ন করা।

১৪. (৮) ফলের পরে কি হয়? ৯) পরবর্তী ফল কি ? প্রথমটির ক্ষেত্রে ৮) পরে উপভোগ স্বয়ং অথবা পরবর্তীতে জবনের মধ্যে যে কোন একটা হয়। কিন্তু (৯) উপভোগ আছে অর্থাৎ (ক) মার্গের পরবর্তী (খ) উপভোগের পরে উহা থাকে (গ) গোত্রভূর পরে উহা থাকে ঘ) এবং নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনের পরে থাকে।

এখানে ক) তন্মধ্যে ইহা মার্গের পরে চিত্তবীথি মার্গ খ) প্রত্যেকটি অর্থাৎ পূর্বগামীর পরবর্তীটি উপভোগের পরে গ) প্রত্যেক প্রথমটি উপযোগ অর্জনের গোত্রভূর পরে হয়। গোত্রভূকে এখানে অনুলোম বশে জ্ঞাতব্য। এজন্যে পট্‌ঠানে উক্ত হয়েছে: অর্হৎ অনুলোম একটি প্রত্যয়, যেমন অনন্তর প্রত্যয়ের উপভোগ অর্জনের জন্য। অনুলোম একটি প্রত্যয় যথা অনন্তর প্রত্যয়। (Ptn.i-159) খ) যে ফলের দ্বারা উত্থান হয় তা হল নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তনের পরবর্তী। নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞাতনের পরবর্তী আয়তন হতে নিরোধ সমাপত্তির উত্থান ঘটে।

১৫. এখানে সমস্তই, উপভোগ (ফল) ব্যতীত যা মার্গের চিত্তবীথিতে উৎপন্ন হয়, উপভোগ (ফল) বশে অর্জন হয়। সুতরাং ইহা মার্গের চিত্তবীথিতে উৎপন্ন অথবা ফল (উপভোগে) উৎপন্ন হয়।

পটিপস্‌সদ্ধ ধরতং অযতারম্মনং সুভং,
বন্তলোকাসিমং সন্তং সামঞ্‌ঞফল মুত্তমং।
ও জবন্তে সুচিনা সুখেন অভিসতিং,
যেন সাতাতি সাতেন অমতেন মধুংবিয়।
তং সুখং তস্‌স অরিয়স্‌স রসভূত মনুত্তরং,
ফলস্‌স পঞ্‌ঞভাবেত্বা যস্মা বিন্দন্তি পন্ডিতো।
তস্মা অরিয় ফলস্সেসতং রসানুভাবনং ইধ,
বিপস্‌সন ভাবনায় আনিশংসোতি বুচ্চতি।

– শ্রামণ্যের ফল হয় মহীম মহান,
সকল দুঃখ ক্লেশ শান্ত করে যতন।
অমৃত্যু মীমাংসায় তার সৌন্দর্য অরূপ,

অপার্থিব হতে আসে তার শান্ত অভিরূপ। (৭০২)
সুবিশুদ্ধ সুখ হয় মধুর মোহন,
অধিকন্তু ঝর্ণা ধারা পাশেতে মহান।
মধুর মিষ্টি যার অমৃত সমান।
যাতে রয় মৃত্যুহীন জীবিকা রতন।
এক্ষণে প্রাজ্ঞজন যদি কর্ষণ করে,
জানিবে তাহার প্রজ্ঞা স্বয়ংক্রিয়া করে।
অনুপম সুখ ইহা, যার আস্বাদ সাধন,
আর্যফল বিরাজে তাতে সন্দর্শন।
এ হেতু বলেন তারা কেন কি কারণ
এখানে, এজগতে অভিজ্ঞতা সহ্য আচরণ
আর্য ফলের স্বাদ সুস্বাদ রমণ,
পরিপূর্ণ বিদর্শনের আশীষবরণ।

[গ. নিরোধ অর্জনে লাভ দক্ষতা]

১৬. শুধুমাত্র আর্যফলের স্বাদ নয়, অধিকন্তু প্রজ্ঞা ভাবনায় উপকারিতা বশে নিরোধ লাভের সামর্থ্য অর্জনও জ্ঞাতব্য।

১৭. নিরোধ লাভের ব্যাখ্যার জন্য একগুচ্ছ প্রশ্ন হল:

১) নিরোধের লাভ (সমাপত্তি) কি ?
২) ইহা কে লাভ (অর্জন) করেন ?
৩) কে ইহা লাভ করতে পারে না?
৪) ইহা কোথায়া লাভ হয় ?
৫) তারা কেন ইহা লাভ করে ?
৬) ইহা কিরূপে লাভ হয় ?
৭) ইহা কিভাবে অন্তসাধন করা হয় ?
৮) ইহা হতে কিভাবে উত্থান হওয়া যায়?
৯) একজনের মন কিসের প্রতি থাকে যে উত্থানের ঝোঁকে থাকে?
১০) যার ইহা অর্জন হয়েছে এবং যে মৃত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ?
১১) নিরোধ অর্জনে অথবা অস্বীকৃত লোকীয় বা লোকোত্তর উৎপাদিত অথবা অনুৎপাদিত?

১৮. এস্থলে ১) নিরোধের প্রাপ্তি কি ? ইহা চিত্তের প্রবর্তিহীনতা এবং ইহার নিরোধ শৃঙ্খলা বিধানের কারণে চৈতসিক সমূহ।

২) ইহা কে অর্জন করেন? ৩) ইহা কে লাভ করতে পারেন? কোন পৃথগজন, কোন স্রোতাপন্ন, অথবা কোন সকৃদাগামী এবং অনাগামীক লাভ করেন না। এবং যারা অনাসব বিদর্শক কর্মী। ইহা লাভ করে। কিন্তু অনাগামীকগণ এবং যারা আসব ক্ষয় করেছেন, অষ্টম ধ্যানস্তর (অষ্ট সমাপত্তি) লাভ করেছেন তাঁরা ইহা লাভ করেন। এজন্য বলা হয়েছে: প্রজ্ঞা তথা স্বামীত্ব লাভ করেছেন: যেহেতু তারা অর্জন করেছেন–দুপ্রকার বল, তিন প্রকার সংস্কার প্রশান্তি। ষোল প্রকার জ্ঞান। এবং নয় প্রকার সাধনার অনুশীলন, নিরোধের জ্ঞান লাভ (Ps.i-97) আয়ত্ব করেছেন। এসব অভিধা অনাগামীকগণ ছাড়া অন্য কারো কাছে একসাথে দৃষ্ট হয় না এবং যারা আসব ক্ষয় করেছেন এবং যারা অষ্টধ্যান লাভ করেছেন। সে কারণে একমাত্র তাঁরাই, অন্য কেউ লাভ করতে পারেন না।

১৯. কিন্তু দুইটি বল? এবং (তিন সংস্কার) এবং প্রভুত্ব কি কি ? এখানে আমাদের কোন বলার কিছু নেই: কারণ ইহাতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সবই বলা হয়েছে। তদনুসারে বলা হয়েছে:

২০. দুই বলের মধ্যে সমথ বলা এবং বিদর্শন বল। (703)

শমথ বশে বল কিরূপ? নৈষ্ক্রম্য বশে চিত্তের একাগ্রতা এবং অবিক্ষেপন শমথ বল। অব্যাপাদের বশে ... আলোক সংজ্ঞা বশে ... অবিক্ষেপন বশে ... প্রতি নিসর্গানুপর্শী অশ্বাস বশে ... প্রতিনিসর্গানুপর্শী প্রশ্বাস বশে চিত্তএকাগ্রতা অবিক্ষেপ শমথ বলা হয়।

২১. কি অর্থে শমথ বল ? প্রথম ধ্যানের দ্বারা নীবরণে কম্পন হয় না বলে শমথ বল। দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা বিতর্ক বিচারে কম্পন হয় না বলে শমথ বল। নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনে ধ্যানে। অকিঞ্চনন্তায়তন সংজ্ঞা ধ্যানে কম্পিত হয় না বলে শমথ বল। ঔদ্ধত্যে এবং ঔদ্ধত্যে সহগত ক্লেশে এবং স্কন্ধে কম্পিত হয় না চলে না। বৈধ হয় না বলে শমথ বল। ইহাই শমথ বল।

২২. কি অর্থে বিদর্শন বল? অনিত্যানুপ্রস্থান হল বিদর্শন বল। দুঃখানুপ্রস্থান ... অনাত্মানুপ্রস্থান ... নিরোধানুপ্রস্থান ... বিরাগানুপ্রস্থান ...

প্রতিনিসর্গানুপ্রস্থান বিদর্শন বল। রূপে অনিত্যানুপ্রস্থান ... রূপে প্রতিনিসর্গানুপ্রস্থান বিদর্শ বল।

বেদনায় ... সংজ্ঞায় ... সংস্কারে ... বিজ্ঞানে ... চক্ষে ... জরামরণে ... অনিত্যানুপ্রস্থানে। জরামরণে প্রতিনিসর্গানুপ্রস্থানে বিদর্শন বল।

২৩. কোন অর্থে বিদর্শন বল ?

অনিত্যানুপ্রস্থানে নিত্য সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না। দুঃখানুপ্রস্থানে সুখ সংজ্ঞায় কম্পিত হয় না। অনিত্যানুপ্রস্থানে আত্মসংজ্ঞায় কম্পিত হয় না ... নির্বিধানুপ্রস্থানে নন্দিতে কম্পিত হয় না ... বিরাগানুপ্রস্থানে রাগে কম্পিত হয় না ... নিরোধানুপ্রস্থানে সমুদয়ে কম্পিত হয় না ... প্রতিনির্সগানুপ্রস্থানে আদানে কম্পিত হয় না বলে বিদর্শন বল। অবিদ্যা এবং অবিদ্যাসহগত ক্লেশে এবং স্কন্ধে ও কম্পিত হয় না। টলমল করে না ইতঃস্তত হয় না বলে বিদর্শন বল। ইহাই বিদর্শন বল।

২৪. তিন প্রকার সংস্কারের কারণে প্রশান্তি : প্রশান্তির কারণে তিন প্রকার সংস্কার কি কি ? দ্বিতীয় ধ্যান সম্পন্নকারীর বিতর্ক-বিচার-বিচিকিৎসার সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তি হয়। চতুর্থ ধ্যান সম্পন্নকারীর আশ্বাস-প্রশ্বাস কায় সংস্কার প্রশান্ত হয়। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান সম্পন্নকারীর সংজ্ঞা এবং বেদনা এবং চিত্তসংস্কার প্রশান্ত হয়। এই তিন প্রকার সংস্কার প্রশান্ত হয়।

২৫. ষোল প্রকার জ্ঞান চর্যার কারণেঃ ষোল প্রকার জ্ঞান চর্যার কারণ কি কি? অনিত্যানুপ্রস্থান এক প্রকার চর্যা। দুঃখানুপ্রস্থান এক প্রকার জ্ঞান চর্যা। অনাত্মানুপ্রস্থান ... বিরাগানুপ্রস্থান ... বিরাগানুপ্রস্থান ... প্রতিনিসর্গানুপ্রস্থান জ্ঞান ... বিবর্তানুপ্রস্থান জ্ঞান চর্চা। স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞান চর্যা। স্রোতাপত্তিফল সম্প্রাপ্তি জ্ঞান চর্যা। সকৃদাগামী মার্গ ... অর্হত্বফল সম্প্রাপ্তি জ্ঞান চর্যা। ইহাই ষোল প্রকার জ্ঞান চর্যা।

২৬. **নয় প্রকার সমাধি চর্যাঃ** নয় প্রকার সমাধি চর্যা কি কি ? প্রথম ধ্যান সমাধি চর্যা। দ্বিতীয় ধ্যান সমাধি ... নৈব সংজ্ঞা সমাধি সম্প্রাপ্তি সমাধি চর্যা। প্রথম ধ্যান লাভার্থে বিতর্ক। বিচার, প্রীতি এবং সুখ চিত্ত একাগ্রতা এবং ... নৈব সংজ্ঞা সংজ্ঞায়তন সম্প্রাপ্তি লাভার্থে বিতর্ক বিচার এবং প্রীতি এবং সুখের চিত্ত একাগ্রতা। ইহাই নয় প্রকার সমাধি চর্যা।

২৭. **স্বামীত্ব (বসি)** : স্বামীত্ব পাঁচ প্রকারঃ আবর্জনে (আবৃত্তি) স্বামীত্ব (বশী) অর্জনে স্বামীত্ব, সমাধানে স্বামীত্ব, উত্থানে স্বামীত্ব এবং প্রত্যবেক্ষণে স্বামীত্ব। তিনি প্রথম ধ্যান এভাবে স্বামীত্ব আবর্জন করেন : কোথায়, কখন কত দীর্ঘ সময়, তিনি ইপ্সিত, আবর্জনে তাঁর কোন সমস্যা হয়নি। ইহাই অর্জনে পঞ্চবশী। তিনি স্থির করেন (দূরত্ব) প্রথম ধ্যান কোথায় ... এরূপে তিনি স্থির করণে স্বামীত্ব। তিনি প্রথম ধ্যান হতে উঠেন ... এরূপে ইহা উত্থানে স্বামীত্ব। তিনি প্রথম ধ্যান প্রত্যবেক্ষণ করেন–কোথায়। কখন এবং কত দীর্ঘ সময়, তাঁর ইস্পিত তাঁর প্রত্যবেক্ষণ করেন নৈব সংজ্ঞা ন সংজ্ঞায়তন কোথায়, কখন, সময় (দূরত্ব) তিনি ইপ্সিত। প্রত্যবেক্ষণে তার কোন সমস্যা নেই। এরূপে প্রত্যবেক্ষণে স্বামীত্ব হয়। এসব হল পাঁচ প্রকার স্বামীত্ব।

২৮. **এখানে শব্দমালা** : জ্ঞানের ষোল প্রকার চর্যা সর্বোচ্চ বর্ণিত। কিন্তু একজন অনাগামীকের স্বামীত্ব হল চৌদ্দ প্রকার চর্যার কারণে। যদি উহা সঠিক হয় তবে ইহা কি সকৃদাগামীকের পক্ষে দ্বাদশ প্রকার চর্যা হয়। এবং স্রোতাপন্নের পক্ষে দশ প্রকার চর্যা হয়? ইহা এরূপ হয় না। কারণ রাগ আয়তন পঞ্চকামগুনের অন্তর্গত, যা ধ্যানের অন্তরায়, এসবে পরিত্যক্ত নয়। যে, শমথ বল পরিপূর্ণ নয়। যেহেতু ইহা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, এসবও নয়, বলের অভাব হেতু নিরোধের অর্জনে প্রাপ্তি হয় না, যা দুই বলের দ্বারা অর্জন করে প্রাপ্ত হতে হয়। কিন্তু ইহা অনাগামীকের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সে কারণে তার বল পর্যাপ্ত। যেহেতু তার বল পর্যাপ্ত তিনি ইহা লাভে সমর্থ। সে কারণে ভগবান বলেছেনঃ নিরোধ হতে উত্থানকারীর নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন কুশল ফল সম্প্রাপ্তিতে পর অনন্তর প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত হয়। (Ptn.i-159) সে কারণে মহাগ্রন্থ পটঠানে উক্ত হয়েছেঃ অনাগামীক নিরোধ হতে উত্থান সংস্থাপন বলা হয়।

২৯. (৬) তাঁরা ইহা কোথায় লাভ করেন? পঞ্চবোকার (পঞ্চ উপকরণ) ভবে কেন?–যেহেতু প্রয়োজনীয়তায়। [S-iv-217]। কিন্তু চার বোকার (চার উপকরণ) ভবে এবং প্রথম ধ্যানাদিতে উৎপত্তি নেই। সে কারণে সেখানে ইহার অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, সেখানে বস্তুর কোন ভিত্তি নেই, (সেটি মনোময়)।

৩০. তাঁরা ইহা কেন লাভ করেন? উত্থান এবং সংস্কার শূন্যতা (সজ্জিত) হয়ে তাঁরা ইহা লাভ করেন। এখানে এবং এখন আমরা সুখে বাস করি, সংস্কারসমূহের প্রবর্তন ভেদে উৎকণ্ঠা, দৃষ্টধর্মে বিত্ত বিহীন হয়ে "নিরোধক নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে সুখে বাস করব সম্পাদন করি।

৩১. (৬) ইহার প্রাপ্তি কিভাবে হয়ে তাকে? ইহার প্রাপ্তি শুধু তাঁর মধ্যেই ঘটে থাকে, যিনি শমথ বিদর্শন বশে প্রস্তুতি পর্বের কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন নিরোধ করে এরূপ কাজ সম্পাদন করেন। যিনি শমথ বশে এরূপ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনের সম্প্রাপ্তি লাভ করে স্থিত হন। যিনি বিদর্শন বশে এরূপ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করেন তিনি ফল সম্প্রপ্তি প্রাপ্ত হয়ে স্থিত থাকেন। যিনি উভয় বশে এরূপ পূর্ব প্রস্তুতি মূলক কাজ সম্পন্ন করেন তিনি নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন নিরোধ করেন। তিনি তা সমাপ্ত করেন। ইহাই এখানে সংক্ষেপ।

৩২. **কিন্তু বিস্তৃত হল:** যখন কোন ভিক্ষু নিরোধ লাভের প্রত্যাশী হয়ে আহারান্তে তিনি সুসজ্জিত নিদিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। তাঁর পদদ্বয় পরস্পর আড়াআড়িভাবে রেখে দেহকে ঋজু করে সম্মুখে চিত্ত একাগ্রতা স্থাপন করে প্রথম ধ্যান অর্জন করেন। ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে তিনি সংস্কারকে বিদর্শনে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম বশে পর্যবেক্ষণ করেন।

৩৩. এ বিদর্শন ত্রিভাজিত বিদর্শন। সংস্কার পরিগ্রহ বিদর্শন ফল সম্প্রলান্তি বিদর্শনা এবং নিরোধ সম্প্রান্তি বিদর্শন। তন্মধ্যে সংস্কার পরিগ্রাহক স্থূল এবং তীক্ষ্ণ হয়, যেমন মার্গের পদস্থানে হয়। ফল সম্প্রাপ্ত বিদর্শনে অতিস্থূল বা অতিতীক্ষ্ণ আবর্তিত হয়। সেজন্যে অনতিস্থূল এবং অনতিতীক্ষ্ণ বিদর্শনে তাঁরা সংস্কারে বিদর্শন করেন।

৩৪. উহার পর তিনি প্রথমধ্যান লাভ করেন এবং উত্থিত হয়ে একইভাবে বিদর্শনসহ সংস্কার প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর তিনি তৃতীয়ধ্যান লাভ করেন (ইত্যাদি)। তারপর তিনি আকাশানন্তায়তন ধ্যান লাভ করেন এবং তা হতে উঠে তিনি একইভাবে সংস্কার প্রত্যক্ষ করেন। অনুরূপভাবে তিনি অকিঞ্চনন্তায়তন করেন। অর্থ্যৎ (ক) তিনি কারো সম্পত্তি বিনষ্ট করেন না (খ) সংঘের প্রতি সম্মান (গ) বুদ্ধের উপদেশ এবং (ঘ) দূরত্বের পরিসীমা।

৩৫. (ক) এখানে অপরের সম্পদ বিনষ্ট না করা বলতে একজন ভিক্ষুর মধ্যে যা থাকতে পারে তা তাঁর নিজস্ব সম্পদ নয় একটি চীবর এবং একটি পাত্র অথবা একটা বিছানা এবং চেয়ার অথবা আবাস কক্ষ অথবা অপরাপর পরিষ্কার যা তাঁর দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু তা অপরাপর বিভিন্ন জনের সম্পদ। ইহা সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে। এসব সম্পদ নষ্ট করা যাবে না, ধ্বংস করা যাবে না, আগুন, জল, বাতাস, চোর, মূষিক এবং ইত্যাদি দ্বারা। কিভাবে স্থির করতে হবে তার ধরণ "সাতদিন সময়ের মধ্যে এসব আগুনে ভস্মীভূত না হোক, জলে ভিজে না যাক, বাতাসে নষ্ট না হোক, চোরে অপহরণ না করুক, মূষিক ইত্যাদি দ্বারা বিনষ্ট করা না হোক"। এভাবে যখন তিনি স্থিরকৃত হন, তবে সেসব সাতদিন ধ্বংসের সম্মুখীন হয় না।

৩৬. যদি তিনি এভাবে স্থিরতা না করেন সেসব আগুন ইত্যাদি দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে মহানাগ স্থবিরের বেলা যা ঘটেছিল"। স্থবির সম্ভবত স্থবির যে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন সেখানে তাঁর মা গৃহী উপাসিকা বাস করতেন। মা তাঁকে চালের যাগু এবং আসন প্রদান করেন সভাগৃহে। স্থবির তাতে উপবেশন করে নিরোধ প্রাপ্ত হন। তাঁর উপবেশন অবস্থায় ঘরে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে গেল। অপরাপর প্রত্যেক ভিক্ষু তাঁদের আসন তুলে নিয়ে পলায়ন করল। গ্রামবাসীরা সেখানে সমবেত হল। তারা স্থবিরকে দেখে বলল, " কিরূপ অলস ভিক্ষু, কিরূপ অলস ভিক্ষু! আগুন ঘাস পাতার ছাউনি। ঘাস এবং কাঠ পর্যন্ত গ্রাস করল এবং স্থবিরকে ঘিরে ধরেছে। লোকজন জল দিয়ে তা নিভাল। তারা ছাই অপসারণ করে মেরামত করল, ইতঃস্তত পুষ্প ছিটাল এবং সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করল। এসময়ে স্থবির ধ্যান হতে উঠলেন এবং মনস্থ করলেন। তাদের দেখে তিনি বললেন, "আমি আবিষ্কার করেছি" তিনি উত্থিত হলেন, আকাশে এবং প্রিয়ঙ্গুগু দ্বীপে চলে গেলেন। ইহা হল অপরের সম্পদ নষ্ট না করা।

৩৭. স্থিরীকরণের কোন বিশেষ কিছু নেই। যা করতে হবে যা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদঃ যেমন অন্তরবাস এবং বহির্বাস চীবর অথবা তাঁর উপবেশনরত আসন। তিনি প্রাপ্তির মাধ্যমে সবই স্বয়ং সুরক্ষা করেন। যেমন শ্রদ্ধেয় সম্জীব করেছিলেন এবং এরূফ বলা হয়েছে সমাধি মধ্যস্থতায়

সফলকাম শ্রদ্ধেয় সন্‌জীবের এবং এরূপ বলা হয়েছে। সমাধি মধ্যস্থতায় সফলকাম শ্রদ্ধেয় সন্‌জীবের মধ্যে ঘটেছিল। পূজা সারীপুত্রের মধ্যস্থতা সফল হয়েছিল। (Ps.1-212)(দ্র, অধ্যা, ১২,৩০)

৩৮. (খ) সংঘের মধ্যস্থা সংঘের প্রাপ্যতা: ইহার অর্থ হল: যতক্ষণ পর্যন্ত এ ভিক্ষু আগমন হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘের কাজের বাইরে এবং এখানে প্রকৃত পক্ষে সংঘের কোন মধ্যস্থতা নেই। অর্থাৎ তা হল পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ। কিন্তু অধ্যস্থতার আবর্জন। সুতরাং ইহা এরূপে আবর্জন করতে হয়; "য়খন আমি সাতদিন পর্যন্ত নিরোধ সম্প্রাপ্তি অর্জনে উপবেশনরত ছিলাম সে সময়ে যদি সংঘ মনে করেন সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইত্যাদি তা কার্যকরী করতে, "আমি উত্থিত হয়ে যে কোন ভিক্ষু আমাকে উপদেশ নির্দেশ (707) দেন। ঠিক সে সময়ে উত্থিত হয়ে কৃত্য শেষ করে ইহা অর্জন করেন।

৩৯. কিন্ত তিনি তা করেন না; সম্ভবতঃ সংঘ সম্মিলিত এবং তাঁকে না দেখে জিজ্ঞেস করা । ভিক্ষুটি কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি? তাঁরা উত্তরে বললেন, "তিনি নিরোধপ্রাপ্ত হয়েছেন। সংঘ একজন ভিক্ষুকে এ বলে পাঠালেন, "তাঁকে নিয়ে বলুন" যাও এবং তাঁকে সংঘ তলব করেছেন। তারপর ভিক্ষুটি একথা শোনার সাথে সাথে দাঁড়ালেন, শুধুমাত্র বললেন, বন্ধু সংঘ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন' তিনি উঠলেন। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সংঘের নির্দেশ। সুতরাং তিনি এরূপ প্রাজ্ঞ নির্দেশ লাভ করলেন যে, ইহাতে আবর্জন পূর্ব থেকেই, তিনি স্বয়ং উত্থিত হলেন। •

৪০. (গ) স্বামীর (প্রভুর ডাকা) তলব : এখানেও ইহা 'প্রভুর তলব' অর্থাৎ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক আবর্জন কর্ম। সুতরাং এরূপেও আবর্জন করা উচিত এভাবে," যখন আমি সাতদিন পর্যন্ত নিরোধ প্রাপ্তিতে উপবিষ্ট ছিলাম যদি প্রভু, একটা বিষয় পরীক্ষা করে একটি প্রণালী প্রজ্ঞাপ্ত করেন অথবা ধর্ম শিক্ষা প্রদান করেন, যে প্রণালীর মূল কথোপকথনের কিছু প্রয়োজন উঠে আসে। 'আমি তলব করতে আসা যে কোন কেউর সামনে উঠে দাঁড়াব।' এরূপ করার পর যখন তিনি নিজে বসে পড়বেন তিনি সে সময়ে ঠিক উত্থান করেন।

৪১. কিন্তু যদি তিনি তা না করেন, যখন সংঘ সম্মিলিত হবেন, প্রভু তাঁকে না দেখে জিজ্ঞেস করেন, "ভিক্ষুটি কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা উত্তরে

বলেন, "তিনি নিরোধ লাভ করেছেন।" তারপর তিনি একজন ভিক্ষু প্রেরণ করেন এ বলে, "যাও এবং তাকে আমার নামে তলব কর।' তাঁর নির্দেশ শোনার সাথে সাথে তিনি দাঁড়ালেন এবং শুধুমাত্র বললেন, "প্রভু আপনাকে ডেকেছেন তিনি এরূপ প্রাজ্ঞ নির্দেশ লাভ করেছেন যে, ইহাতে আবর্জন করতে করতে পূর্বাহ্নে তিনি নিজে উত্থিত হন।

৪২. (ঘ) **সীমিত স্থিতিকাল** ঃ ইহা জীবনের স্থিতিকাল। এজন্যে এ ভিক্ষু মনস্কযে তাঁর জীবনের স্থিতিকাল কিরূপ হওয়া উচিত। তিনি এভাবে আবর্জনের পর "আমার আর সংস্কারগুলো সাতদিন পর্যন্ত প্রবর্তিত থাকবে কি থাকবে না? তিনি যদি ইহা আবর্জন ছাড়া লাভ করেন, যখন আয়ু সংস্কার সাতদিনের মধ্যে নিরোধ হয়ে যায় তখন যেহেতু নিরোধ প্রাপ্তি তার মৃত্যুকে পাহারা দেবে না। যেহেতু নিরোধকালে কোন মৃত্যু নেই। তিনি ফলত পরবর্তী আগত প্রাপ্তি থেকে ইতোমধ্যে উত্থিত হন। সুতরাং তাঁর আবর্জনের পর অর্জন করা উচিত। এজন্যে বলা হয়েছে যে, যখন ইহা উহ্য রাখার অনুমত্য অপরাপর আবর্জন লাভযোগ্য বস্তুত ইহা অবশ্যই আবর্জনকৃত্য।

৪৩. এখন যখন তিনি এরূপে আকিঞ্চনন্তায়তন প্রাপ্ত হন, উত্থিত হন এবং এ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ সমাপ্ত করেন, তারপর তিনি নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন প্রাপ্ত হন। তারপর এক বা দুই বিবর্তন চিত্ত অতিক্রম করেন। তিনি চিত্ত বিহীন হন, তিনি নিরোধ সম্প্রাপ্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে চিত্ত কেন প্রবর্তন হয় না কেন দুই এর পর? কারণ কর্ম প্রচেষ্টা তখন নিরোধ (প্রাপ্তিতে নিবেদিত) প্রয়োগকৃত। তার ওপর দুই চিত্ত প্রবর্তিত হয় না।

৪৪. যে ভিক্ষু আকিঞ্চন আয়তন হতে উত্থিত হয়ে এ পূর্বকৃত্য সম্পাদন না করে নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন সমাপ্ত করে নিরোধের প্রয়োগ করে পরে তিনি চিত্তহীন (অবিত্তক) হতে পারেন না। তিনি প্রতিনিবর্তন করে পুনরায় আকিঞ্চনন্তায়তনে ফিরে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করেন।

৪৫. এখানে একটি উপমা প্রদান করা যেতে পারে। একটি লোক এবং একটি অচেনা সড়ক। একটি লোক যিনি পূর্বে এ পথে ভ্রমণ করেনি। পথ অতিক্রমে তিনি এক নদী সংকটে এসে পৌঁছলেন অথবা গভীর জলাভূমির অতিক্রম করে তিনি রৌদ্র তপ্তশিলা পর্বতের পাদদেশে এসে

পড়লেন। তারপর বহির্বাস এবং অন্তর্বাস সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে তিনি গভীর খাদে নেমে পড়লেন। কিন্তু পুন: উপরে উঠে এলেন তল্পীতল্পা ভিজে যাবে ভয়ে এবং তীরে অবস্থান নিলেন। অথবা তিনি পর্বতের উপরের দিকে পদবিক্ষেপ করলেন। কিন্তু পদ দগ্ধতার কারণে একান্তে এসে সেখানে অবস্থান নিলেন।

৪৬. এখানে লোকটির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি গভীর খাদে নেমে পড়লেন অথবা তপ্ত পর্বতের উপরে হাঁটলেন, ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে কিনারায় অবস্থান নিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর অন্তর্বাস এবং বহির্বাস সুরক্ষা লক্ষ্য করেননি। তেমনি সাধক নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অর্জন করার তিনি প্রতিনিধন করে নৈব আকিঞ্চনন্তায়তনে এসে অবস্থান নেন।

৪৭. যেমন কোন লোক তার সে পথ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ঐ স্থানে বসে তিনি পরিধেয় অন্তর্বাস নিরাপদভাবে পরলেন, অপরাপর নিজের হাতে রাখলেন। গভীর খাদ অতিক্রম করলেন অথবা এরূপ কষলেন যাতে সহজে তপ্ত পর্বতের পক্ষে অনুকূল এবং অপর পার্শ্বে যাওয়া যায়। ঠিক তেমনি, যখন ভিক্ষুটি পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে তারপর নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা যখন ভিক্ষুটি পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে তারপর নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন অর্জন করেন। অত:পর তিনি নিরোধ সম্প্রাপ্তি অর্জন করেন। যা অপর পার্শ্বে যাতে (অচিত্তক) চিত্ত বিহীন হয়ে আসা যায়।

৪৮. ৭. **কিরূপে ইহা সর্বশেষ করা হয়?** ইহা যতদূর সম্ভব ইহার স্থিতিকাল সময় পূর্ব নির্ধারিত। বাধা সৃষ্টি ছাড়া ইত্যবসরে আয়ুক্ষয়, সংঘের দ্বারা অপেক্ষমানতা অথবা স্বামীর নির্দেশ তলব।

৪৯. ৮. **কিরূপে ইহা হতে উত্থান ঘটে থাকে?** দুই প্রকারে উত্থান ঘটে থাকে। যথা ঃ অনাগামীতে ক্ষেত্রে অনাগামী ফলের মাধ্যমে অথবা অর্হতে ক্ষেত্রে অর্হত্ব ফলের মাধ্যমে।

৫০. ৯. **উত্থানের কিরূপ নিম্নচিত্ত হয়?** ইহা নির্বাণের প্রতি মনোযোগ দেয়। এজন্যে উক্ত হয়েছে ঃ "যখন কোন ভিক্ষু সংজ্ঞা এবং বেদনা থেকে নিরোধ হতে উত্থিত হন, আবুসো, বিশাখা তাঁর চিত্ত নির্জনতায় নির্জনতাতে লীন, নির্জনভাবে, মনোযোগী হয়। (M. i. 302)

৫১. ১০. মৃতের এবং (প্রাপ্তি সম্পন্ন) বিশেষে ঃ ইহার অর্থ সূত্রে যেভাবে উক্ত হয়েছে আবুসো যখন একজন ভিক্ষু মারা যায়, তার কার্যকাল সমাপ্ত হয়ে যায়। তাঁর কায়িক সংস্কার নিরোধ হয়ে যায়, এবং কখনও তা হয়। তাঁর জীবন পরিসমাপ্ত, তাঁর বাক্য সংস্কার নিরুদ্ধ হয়ে গেছে এবং শান্ত, উষ্ণতা বিলোপ, ইন্দ্রিয়, সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। যে ভিক্ষু এই সংজ্ঞা বেদয়িত বোধ করেছেন, সম্পন্ন করেছেন তাঁর কায় সংস্কার নিরুদ্ধ প্রশান্তি প্রাপ্ত। বাক্য সংস্কার ... চিত্ত সংস্কার, নিরুদ্ধ হয়ে প্রশান্তি প্রাপ্ত। আয়ু অপরীক্ষীণ, উষ্ণতা, উপশহীন। ইন্দ্রিয় সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়নি।" (৭০৯) (গ. র. ২৯৬)

৫২. ১১. নিরোধ সম্প্রাপ্তি কি রূপীয় না অরূপীয় ইত্যাদি : ইহা সংস্কৃত কি অসংস্কৃত বা লোকীয় বা লোকোত্তর তুলনা করা যায় না। কেন? কারণ এতে ব্যক্তির কোন নির্যাসরস নেই। কিন্তু যেহেতু ইহা একজন দ্বারা অর্জন করে নিতে হয়, যে ইহা লাভ করেন, বলতে আনুমত্য থাকে যে, ইহা উৎপাদিত, অনুৎপাদিত নয়। [অনিষ্পন্ন হয়)

ইতি সন্তানং সমাপত্তিং ইমং নিষ্পন্ন অরিয় নিসেবিতং,
দিট্ঠব ধম্মে নিব্বানমিতি সঙ্খং উপাপতং,
তাবেত্বা অরিয়ং পঞ্ঞং সমাপজ্জন্তি পণ্ডিতা।
যস্মা তস্মা ইনিসসাপি সমাপত্তি সমথতা,
অরিয়মগ্গেসু পঞ্ঞার আনিসংসোতি বুচ্চতীতি।

– ইহাও এক অর্জন হয়, যাহা
এক আর্য জন, অনুশীলনে তাহা
প্রশান্তি এনে দেয় যা গণনা বশে
ইহপর উভয়েতে নির্বাণ সুযশে।
প্রাজ্ঞজন এক সাধনার সিদ্ধিতে,
আর্য প্রজ্ঞা আসে ঋদ্ধিতে,
স্বয়ং তিনি তাতে হন বিভূষিত,
সে হেতু এ দক্ষতা হয় যে কথিত।
প্রজ্ঞা উপহার এটি তবু,
আর্যমার্গ স্বীকার প্রভু।

৫৩. **[ঘ. দক্ষিণা লাভের যোগ্য]** নিবোধ প্রাপ্তি অর্জনের দক্ষতা (সামর্থতা) শুধু নয়, অধিকন্তু দক্ষিণা লাভের যোগ্য জ্ঞাতব্য। প্রজ্ঞা সাধনার লোকোত্তর উপকারিতা বশে।

৫৪. সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু প্রজ্ঞা ভাবনা এ চারভাবে সাধিত হয়েছে। যাতে একটি লোক সাধনা করেছেন, তাতে তিনি দেবতাসহ জগতের সবার দান গ্রহণের যোগ্যতা, আতিথ্য লাভের যোগ্যতা, পূজা লাভের যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ বন্দনা লাভের যোগ্যতা এবং জগতের পুণ্য লাভের অপ্রমেয় ক্ষেত্র লাভ করেছেন।

৫৫. কিন্তু অসাধারণকালে প্রথমত যে মন্দ (স্থূল) বিদর্শন সহ প্রথমা মার্গ লাভ প্রজ্ঞা সাধনায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ নমনীয় করেছেন। তাঁকে বলা হয় "(মত্ত খত্তু পরসো)- উর্ধ্ব পক্ষে সাতবার পুনর্জন্ম হবে"। সপ্ত সুগতি লোকে জন্ম দিয়ে সপ্তামবারে দুঃখের অন্ত সাধন করেন। যিনি মধ্যম বিদর্শনে উপনীত এবং মধ্যম ইন্দ্রিয় সম্পন্ন তাঁকে বলা হয়, "(কোলংকতো) আর্য গাত্র থেকে আর্যমোহে গর্ত।" আর্যগোত্রে দুই অথবা তিনবার মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে তিনি দুঃখান্ত সাধন করেন। (A. i. 133)

দ্বিতীয় মার্গের প্রজ্ঞা সাধনা করা হলে তাকে সকৃদাগামী করা হয়। ইহলোকে তিনি একবার জন্ম গ্রহণ করেন এবং দুঃখের অন্তসাধন করেন। (710)

৫৬. তৃতীয় মার্গের সাধনা করা হলে তাকে অনাগামী বলা হয়। তাঁর ইন্দ্রিয় সমূহের ভিন্নতা বশে তিনি ইহ জগৎ পরিহার করে তিনি পাঁচটির মধ্যে যে কোন একটি সারণী সমাপ্ত করেন।" তিনি পরবর্তী অস্থিত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বে নির্বাণ লাভ (প্রাপ্ত) হন" অথবা তিনি দ্রুত নির্বাণ প্রাপ্ত হন অথবা অদ্রুত নির্বাণ লাভ করেন অথবা তিনি উর্দ্ধস্রোতে একনিষ্ঠগামী দেবগণের আবদ্ধ হন। (D. iii. 237) সেখানে তিনি পরিনির্বাপিত হন।

৫৭. এখানে যিনি তাঁর পরবর্তী অবস্থিতে স্থায়ীকে গমনের পূর্বে নির্বাণ লাভ করেন, পূতাবাসের যে কোন স্থানে পুনরাগমন করেন, তার জীবনের আয়ুর মধ্যস্থলে উপনীত হওয়ার পূর্বে। সামান্য প্রচেষ্টায় যে তৎপরতা ছাড়া উৎপাদন করেন তিনি নির্বাণ লাভ করেন যে প্রচেষ্টাসহ তৎপরতায় উচ্চতর মার্গ উৎপাদন করেন তিনি নির্বাণ লাভ করেন। যিনি উর্দ্ধস্রোতে গমন করে দেবতাদের নিকটবর্তী হন অত:পর উর্দ্ধগতি লাভ করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি যেখানে জন্য গ্রহণ করুণ না কেন (পবিত্র

আবাস) উচ্চতর দেবতাদের আসন অলঙ্কৃত করে সেখানে বিমুক্তি লাভ করেন।

৫৮. চতুর্থ ধ্যানের প্রজ্ঞা ভাবনা দ্বারা কেউ শ্রদ্ধা বিমুক্তি লাভ করেন, অপর কেউ প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করেন, অপর কেউ উভয় দ্বারা বিমুক্তি লাভ করেন, অপর কেউ ত্রিবিদ্যা দ্বারা অপর কেউ ষড়াভিজ্ঞা, অপর কেউ প্রতিসম্ভিদা প্রভেদ লাভ দ্বারা মহাক্ষীণাসব দ্বারা। যিনি চতুর্থ মার্গ সাধনা করেছেন তার জন্য অর্থাৎ যা সংযুক্ত কার বলা হয়েছে মার্গক্ষণে ইহা সে জটা বিজটিত করে। ফলক্ষণে বিজটিত জট দেবলোকসহ জগতের অগ্রদক্ষিণেয্য হন।

৫৯. **এবং অনেকা নিসংসা অরিয় পঞ্‌ঞার ভাবনা,**
যস্মা তস্মা কয়োথ বিচক্‌খনো।
– আর্য প্রজ্ঞা সবে হয় সে ভাবিত,
আনিসংস উপকার এসবে হয় যে বিজিত।
এতে যে পার্থক্য মানব তদনুকার,
বিরাজে তাতে সুখানন্দ অতি ভরপুর।

৬০. এক্ষণে, এ সংকেতে উপকারিতাসহ প্রজ্ঞা ভাবনা যা বিশুদ্ধিমার্গে প্রদর্শিত হয়েছে। যা শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা শিরোনামে এ স্তবকে এ পর্যন্ত ঃ

সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপঞ্‌ঞো, চিত্তং পঞ্‌ঞচ ভাবযং,
আতাপি নিপকো ভিক্‌খু সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।

– যদা এক প্রাজ্ঞজন শীলে প্রতিষ্ঠিত,
চিত্ত, প্রজ্ঞা করে তোলে ভাবনায় স্থিত।
ভিক্ষু এক দক্ষ আর বিচক্ষণ শূন্যজট তার সতত।
তিনিই পারেন জটকে (অধ্যা. ১.১)।
পরিপূর্ণ ভাবে ইহা বিস্তারিত হয়েছে।

এ গাথায় শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রমূখ দেশনায় বিশুদ্ধি মার্গে উপকারিতাসহ প্রজ্ঞা ভাবনা পরিদীপ্ত হয়েছে।

সাধুজনের তুষ্টি বিধানে গ্রথিত বিশুদ্ধিমার্গে প্রজ্ঞার ভাবনার উপকারিতা বর্ণনায় তেইশতম অধ্যায় এখানে পরিসমাপ্ত।

বিশুদ্ধিমার্গ

উপসংহার (নিগমন কথা)

সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো, চিত্তং পঞ্ঞং চ ভাবযে,
আতাপি নিপকো ভিক্খু, সো ইমং বিজটযে জটন্তি।

– যদা এক প্রাজ্ঞজন শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত,
চিত্ত প্রজ্ঞা করে তোলে ভাবনায স্থিত।
ভিক্ষু এক দক্ষ আর বিচক্ষণ অতঃপর,
তিনিই পারেন জটকে শূন্য জটতর।

ইমং গাথং নিক্খিপিত্বা যদবোচ মহঃ
ইমিস্সাদানি গাথায় কথিতায মহেসিনা,
বন্নয়ন্তো যথাভূতং অত্থং সীলাবিভেদ নং।
সুদুল্লভং লভিত্বান পব্বজ্জং জিনসাসনে,
সীলাদি সঙ্গহং খেমং উজুংমদগ্গং বিসুদ্ধিয়া।
যথাভূতং অজানন্তা সুদ্ধিকামাপি যে ইধ,
বিসুদ্ধিং নাধিগচ্ছন্তি বায়মন্তাপি যোগিনো।
তস্মা পমোজ্জ করণং সুবিসুদ্ধ বিনিচ্ছযং,
মহাবিহারবাসীনং দেসনা নব নিস্মিতং।
বিসুদ্ধিকামা সব্বেপি নিসামযথ সাধবোতি।

– এ গাথা নিক্ষিপ্ত করে আমরা বলিলাম,
কর্তব্য এখন মোর সত্যজ্ঞানে সাজ,
বিভাজি শীলে আর অবশেষ কাজ।
মহামুনি বিরচিত এ গাথা মহান,
বিজয়ীর শাসনে স্থিত লিখিত এখন।
সন্ধানীরা ত্যাজিগৃহ গৃহহীন হন।
যেবা হয় বিশুদ্ধিকামী যদিও বা হয়,
নিশ্চিত সঠিক পথে নাহি সত্যজ্ঞানচয়।
শীল সমন্বিত এবং অত:পর দুই।
কঠিন সঠিক দৃষ্টে বিশুদ্ধে অগ্রপথিক হই।

কে, যদিও তারা কঠোরশ্রমে, বিশুদ্ধ হয়না এথা,
তাদের তরে বিস্তারির আমি সুখারাম পথ।
বিশুদ্ধির বিশুদ্ধ আশ্বস্থ ব্যাখ্যায়,
আবাসিকের শিক্ষা অনিবার মহাবিহার সবায় সম্মিলনে,
সুধীজন, যারা শুদ্ধকামী বিশুদ্ধি বিধানে।
শ্রবণে একাগ্রতা আনে, ব্যাখ্যা মম সন্নিধানে।
স্বয়ং আমি প্রকাশি ভাষণে।

তাথ চ–
তেসং সীলাদি ভেদানং অথানং যো বিনিচ্চয়ো,
পঞ্চনাম্পি নিকায়ানং বুত্তো অট্ঠকথায়নয়ে।
সমাহরিত্বা তং সব্বং যেভুয্যেন সনিচ্চয়ো,
সব্ব সঙ্খার দোসেহি, মুত্তো যস্মা পকাসিতে,
তস্মা বিসুদ্ধিকমেহি সুদ্ধ পঞ্ঞেহি যোগিহি,
বিসুদ্ধিমগ্গে এতস্মিং করণী বা আদরেতি।

– এ ক্ষেত্রে, এক্ষণে, যা আছে তা সবই ব্যাখ্যাত
এ মুহূর্তে আছে যথা সজ্জিত ব্যাখ্যান।
তা সবে নির্ভুল তথা প্রমাদ বিহীন,
সব ব্যাখ্যা সমিল কিনা নিরীক্ষার পর,
অর্থ সব বিভাজিত শীলাদি বিচার।
বিররণ আছে যথা অর্থকথা মতে,
নিকায় পঞ্চ, কারণ অভিমতে।
সাধক হোক বিশুদ্ধমত প্রজ্ঞাতে যথামতে,
যথাদৃষ্ট বিশুদ্ধিতা তথা প্রত্যাশিতে।
শ্রদ্ধাবন্দনা মত এই মার্গ বিশুদ্ধিতে।

* * *

বিভজ্জবাদী সট্ঠানং থেরিয়ানং যসস্সিনং,
মহাবিহারবাসীনং বংসজস্স বিভাবিনো।
ভদন্ত সংঘপালস্স সূচিসল্লেখ বুত্তিনো,

উপসংহার (নিগমন কথা)

বিনয়াচার যুত্তস্‌স মুত্তস্‌স পটিপত্তিংয়।
খন্তি সোরচ্চ মেত্তাদি গুণভূসিত চেতসো,
অজ্ঝেসনং গহেত্বান করোন্তেন ইমংমময়া।
সদ্ধম্মট্‌ঠিতি কামেন যো পত্তো পুঞ্চঞ্ঞ সঞ্চয়ো,
তস্‌স তেজেন সব্বেপি সুখমেদন্তু পাণিনো।
বিসুদ্ধিমগ্‌গো এসো চ, অন্তরায় বিনা ইধ,
নিট্‌ঠিতো অট্‌ঠপঞ্ঞঞ্ঞাস ভণেবারায় পালিয়া।
যথা তথেব লোকস্‌স সব্বে কল্যাণ নিস্‌সিতা,
অনন্তরায় ইজ্‌ঝন্তু সিঘং সিঘং মনোরথাতি।
– 'বিভজ্জবাদী' আছে যত শ্রেষ্ঠগণ,
থেরগণের যশ বল জ্ঞাত জনগণ,
আবাসিক তাঁরা মহাবিহার নাম আশ্রমের,
ভাবেন নিরবধি বংশের উত্তরাধিকার।
অধ্যক্ষ তথায় থাকেন নির্দ্বিধায় ভদন্ত সংঘপাল,
বিশুদ্ধাচার কৃচ্ছ্রতা আর দৃঢ়তা প্রবল।
তাঁতে যুক্ত রয়েছে সতত পটিপত্তি দিকপাল,
বিনয় আচার সংযুক্ত তথায় অবিরল।
ক্ষান্তি, শান্তি, মৈত্রীর প্রতীক গুণেতে অতুল,
ভিতর বাহির উভয় যথা গ্রহণ প্রতুল,
আসা কর্তৃক সবদিক বিচার বিপুল
সদ্ধর্ম স্থিতি কামনায় নিরত সতত,
পুণ্য সঞ্চয়ে যিনি পাবন পতিত।
প্রভাতে তার সকল সংশয়,
প্রাণিসবের হোক সুখ হয়ে নিঃসংশয়।
এই সেই বিশুদ্ধিমার্গ অনন্য অভিশ্রুত,
নিরাপদ অন্তরায় বিহীন শুদ্ধ সুরচিত।
পঞ্চদশ আট ভাগে আবৃত্তি ভাজনে,
সমাপ্ত হয়েচে জ্ঞেয় পালিতে যতনে।
যথারূপ সেরূপেতে লোক সমাজে,
সকলের কল্যাণে স্থাপন সহজে।

বিরহিত অন্তরায় সমৃদ্ধি সহায়,
শীঘ্র যাতে মানোরথ পূরণ হয়।

[পরবর্তী হস্তলিপি]

এ বিশুদ্ধিমার্গ যে স্থবির কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে, তিনি সর্বোচ্চ আসনে শোভিত, পূত, পবিত্র, প্রাজ্ঞ এবং বীর্যবান অসীম শীলাচার সম্পন্ন পেষণাদি গুণ সমূহ সমূদিত দ্ধারা নিজের সময় সময়ান্তর গ্রহণ, অধিগ্রহণ সমর্থের দ্বারা প্রজ্ঞা স্বাতন্ত্র্য সম্পন্নাগত দ্বারা ত্রিপিটক পরিয়ত্তি ভেদে সার্থকথায় শাস্তা শাসনে প্রতিহত জ্ঞানে প্রভাবে মহাব্যাকরণের দ্বারা কৃত সম্পত্তি অসুখ বিনির্গত মধুরতর বচন লাবণ্যযুক্ত দ্বারা যুক্তিযুক্তি বাদী দ্বারা বাদীবর দ্বারা মহাকবি দ্বারা ষড়াজ্ঞা প্রতিসম্ভিদাদি ভেদে গুণে প্রতিমন্ডিত মানবোত্তর ধর্মে অপ্রতিহবুদ্ধি থের বংশ প্রদীপসমূহ থেরের দ্বারা মহাবিহার বাসী বংশালঙ্কারভূত দ্বারা বিপুল বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধঘোস গুরু দ্বারা গৃহীত নামক থেরের দ্বারা অনুগ্রহ ও আক্ষেপ করে কৃত বিশুদ্দিমার্গ নাম।

তাব তিট্ঠতু লোকস্মিং লোকনিট্ঠনেসি নং
দস্সেন্তো কুলপুত্তানং নয়ং সিলাদি সুদ্ধিরা
যাব বুদ্ধোতি নামম্পি সদ্ধচিত্তস্স তা দিনো,
লোকমিহ লোকজেটঠস্স পবত্ততি মহেসিনোতি।

– এখানে যা প্রদর্শিত হতে পারে প্রলম্বিত,
শীলাদির বিশুদ্ধিতে পথ প্রদর্শিত।
কুলপুত্রগণের তরে অর্থ অনুসন্ধান,
ভবোতীর্ণ তাঁদের তরে সাঁকো প্রয়োজন।
ইহলোক দীর্ঘ বশে যথ হয় বেশ,
তথাগত নামধেয় অবস্থিতি শেষ,
যাতে করে এরূপেতে বিশুদ্ধ চিত্ত,
মহামুনি জ্ঞাতসবে জগতে সতত।

[দ্রষ্টব্য: এসব গাথা সিংহলী গ্রন্থে আছে এবং মায়ানমার ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে নির্দ্ধারিত এবং ভারতের ইগৎপুরী বিপস্সনা ভাবনা কেন্দ্র হতে ধারণকৃত ক্যাসেটে বিধৃত আছে।]

এরূপে সাধুজনের প্রমোদ্যের জন্যে কৃত বিশুদ্ধিমার্গ কথা।
পালি গণনায় তা আটান্ন ভাণবার (বিভাগে) হয়।
বিশুদ্ধিমার্গ প্রকরণ এখানে সমাপ্ত।

উপাধ্যক্ষ ডক্টর রেবতপ্রিয় বড়ুয়া

এম-এ-পি-এইচ. ডি, বি. সি. এস, বি.এড সুত্ত বিসারদ
উপাধ্যাক্ষ-কক্সবাজার সরকারী কলেজ
অধ্যাপক-চট্টগ্রাম কলেজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর।

অভিজ্ঞতা : পালি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় বিশেষজ্ঞ ৩৫ বছর।
গ্রন্থকার : পালি বাংলা অভিধান, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
বিশ্বকোষ (বাংলা ও ইংরেজী পিডিয়া), এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
বিশুদ্ধি মার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব-বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
পালি সাহিত্যে ধম্মপদ-বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা-উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
মাধ্যমিক পালি-বাংলাদেশ পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
শিক্ষক সংস্করণ (৩য়-৫ম) সংস্করণ, বাংলাদেশ পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
অনুবাদ সাহিত্য :
তাধু বাইন-পুথি সাহিত্য, বাংলা একাডেমী (যন্ত্রস্থ)
অনুবাদ সাহিত্য-বুদ্ধচরিত (সম্পাদিত)
সম্পাদনা- সম্রাট অশোক, ধর্মাধার জয়ন্তী ও শান্তপদ জয়ন্তী স্মরণিকা।
অনুবাদ সাহিত্য-বিশুদ্ধিমার্গ (পালি হতে বাংলা)
খ্যাত কীর্তি সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট :
জীবন সদস্য - বাংলা একাডেমী, ঢাকা (১৯৭৪)
জীবন সদস্য - আন্তর্জাতিক বুড্ডিস্ট মেডিটেশন সেন্টার, বুদ্ধগয়া
জীবন সদস্য - বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি
জীবন সদস্য - চট্টগ্রাম একাডেমি
সদস্য - এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ, ঢাকা।
উপদেষ্টা - অবসর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
প্রতিষ্ঠাতা - বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট স্কলার্স ফোরাম
প্রতিষ্ঠাতা - বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রচার সঙ্ঘ
প্রতিষ্ঠাতা - খেমাচারু, পাবলিক লাইব্রেরী
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও সেমিনারে যোগদান ৩০টি
কবিতা রচনা : ১৫০ টি
সরকারী শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবে গোল্ড মেডেল লাভ (২০০৩), হেলেন কেলার (২০০৯), মাদার তেরেসা (২০০৯), মহাত্মা গান্ধী পিচ এওয়ার্ড (২০১০)।